আমআদা—**आमआदा**।

দেখিতে আদার মত কিন্তু আমের গন্ধ আছে এইজন্য আম আদা বলে। সচরাচর চাট্‌নি সুগন্ধি করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঃ—আম আদা। **হিঃ—आम्बीया हल्दि।** তৈঃ—কারুপাসুপু। ইং—মাঙ্গোজিঞ্জার। **গুণ**—অম্লাস্বাদ, ঈষত্তিক্ত, রুচি-দায়ক, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, ইহা অর্শঃ, শ্বাস, মুখরোগ, শূল ও রক্তদোষে হিতকর।

আম্রাতক—**आम्रातकः**।

आम्रातकः, आम्रातः—Eng.—Wild Mango, Hog plum tree.
अन्वर्थसंज्ञा—"कपिप्रियः", "अध्वगभोग्यः", "तनुक्षीरी", "वर्षपाकी"। आम्रातकफलं वृष्यं पित्तास्रकफवह्निकृत्। शीतं कषायं मधुरं किञ्चिन्मारुतकृद् गुरु। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ आम्रातकं कषायाम्लं 'आमं' हृत्कण्ठहर्षणम्। 'पक्वन्तु' मधुराम्लाख्यं स्निग्धं पित्तकफापहम्। राजनिघण्टुः॥ आम्रातमम्लं वातघ्नं गुरूष्णं रुचिकृद् सरम्॥ 'पक्वन्तु' तुवरं स्वादु रसे पाके हिमं स्मृतम्। तर्पणं श्लेष्मलं स्निग्धं वृष्यं विष्टम्भि बृंहणम्। गुरु बल्यं मरुत्पित्तक्षतदाहक्षयास्रजित्। भावप्रकाशः॥

অন্বর্থসংজ্ঞা—"কপিপ্রিয়", "অধ্বগভোগ্য", "তনুক্ষীরী", "বর্ষপাকী"। **আম্রাতকের ভাষানাম**—বাঃ—আমড়া। **হিঃ—अम्बाड़ा।** তাঃ—মরিমঞ্জেডি। তৈঃ—টৌর মনোডী। ইং—ওয়াইল্ড ম্যাঙ্গো। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল, ছাল ও নির্য্যাস। **মাত্রা**—ফলের শাঁস ২—৪ তোলা। ছালের রস ½—২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা। ছালচূর্ণ ½—৩ আনা। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু**—আমড়া,—বৃষ্য, রক্ত ও পিত্তদোষঘ্ন কফ ও অগ্নি জনক, শীত, কষায়, মধুর, কিঞ্চিৎ বায়ুজনক ও গুরু। **রাজনিঘণ্টু**—কাঁচা আমড়া—কষায়, অম্ল, হৃদয় ও কণ্ঠের হর্ষজনক। পাকা আমড়া—মধুরাম্ল, স্নিগ্ধ এবং পিত্তশ্লেষ্মঘ্ন। **ভাবপ্রকাশ**—কাঁচা আমড়া—বাতঘ্ন, গুরু, উষ্ণ, রুচিকর ও রেচক। পাকা আমড়া—রসে কষায়, পাকে স্বাদু, হিম, হর্ষণ, শ্লেষ্মপ্রদ, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বিষ্টম্ভি, বৃংহণ, গুরু, বল্য এবং বায়ুপিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্ত দোষঘ্ন। **বক্তব্য**—যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তান শৈশবেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাঁহারা নবজাত সন্তানের গলদেশে আমড়া আঁটি রৌপ্য মণ্ডিত করিয়া, ধারণ করাইয়া থাকেন। এই আমড়া

বনৌষধিদর্পণ।

বনৌষধির সার্থকপর্য্যায়, গুণ, বর্ণন, ঔষধার্থ ব্যবহৃতাংশ, মাত্রা, উৎপত্তি
প্রচার, বাণিজ্য ও প্রাচীন নবীনমতানুসার যোজনাবিধিসমন্বিত

অভিনব নিঘণ্টু।

রাজবৈদ্য শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ কৃত।

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

বঙ্গাব্দা ১৩২৪।

वनौषधिदर्पणः।

वनौषधीनां गुणमात्रावर्णनोत्पत्ति-प्रचार-प्राचीन-नवीनमतानुसार-
योजनादिभिः समलंकृतः

अभिनवो निघण्टुः।

राजवैद्यश्रीविरजाचरणगुप्त काव्यतीर्थ कविभूषण कृतः

श्रीपार्वतीशङ्करगुप्तेन

प्रकाशितम्।

द्वितीयं संस्करणम्।

वङ्गाब्दाः १३२४।

দ্রব্যানুসারিণী সূচী।

বাঙ্গালা নামের সূচী।

(কেবল আদি বর্ণানুসারে)

যে দ্রব্যের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নাম এক এই সূচীতে আহার উল্লেখ করা হইল না।

নিঘণ্টু ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের অর্থ।

(১) **"ह्लादनः स्तम्भनः शीतो मूर्च्छातृड्दाहस्वेदजित्"**। অমুক দ্রব্য শীত বলিলে এই বুঝাইবে যে উহা হ্লাদন অর্থাৎ সুখকারী; স্তম্ভন, অর্থাৎ অতিসার ও রক্ত প্রভৃতি রোধক, এবং মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রশমন।

(২) **"उष्णस्तद्विपरीतः स्यात् पाचनश्च विशेषतः"**। অমুক দ্রব্য উষ্ণ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা শীতের বিপরীত গুণান্বিত অর্থাৎ উহা সুখকারী বা অতিসারাদির রোধক নহে, অপিচ মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্মজনক এবং ব্রণাদিকে পাকাইয়া থাকে।

(৩) **"स्नेहमार्दवकृत् स्निग्धो बलवर्णकरस्तथा"**। যে বস্তু স্নেহ ও মৃদুত্বের কারণ এবং বল ও বর্ণোৎপাদক তাহাকে স্নিগ্ধ বলে।

(৪) **"रूक्षस्तद्विपरीतः स्याद्विशेषात् स्तम्भनः खरः"**। রুক্ষ স্নিগ্ধের বিপরীত গুণান্বিত অর্থাৎ অমুক বস্তু রুক্ষ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা কর্কশতা ও কাঠিন্যের জনক, বল ও বর্ণের হ্রাসকারী এবং বিশেষতঃ খর ও স্তম্ভক।

ভাবমিশ্র বলেন—**"स्निग्धं वातहरं श्लेष्मकारि वृष्यं बलावहम्। रूक्षं समीरणकरं परं कफहरं मतम्।"** যে বস্তু স্নিগ্ধ তাহা বায়ু নাশক, কফজনক, বৃষ্য এবং বলবর্দ্ধক। যাহা রুক্ষ তাহা বায়ু জনক, এবং অত্যন্ত কফহর।

(৫) **"पिच्छिलो जीवनो बल्यः सन्धानः श्लेष्मलो गुरुः"**। যে দ্রব্য পিচ্ছিল গুণান্বিত তাহা জীবন অর্থাৎ প্রাণ ধারক, বলজনক, সন্ধান অর্থাৎ ভগ্ন ও ছিন্নের সংযোজক, শ্লেষ্মজনক এবং গুরু।

(৬) **"विशदो विपरीतोऽस्मात् क्लेदाचूषणरोपणः"**। বিশদগুণ পিচ্ছিলের বিপরীত অর্থাৎ উহা অজীবন অসন্ধান, অবল্য, লঘু এবং শ্লেষ্মজনক নহে। অপিচ বিশদগুণ ক্লেদাচূষণ অর্থাৎ ক্লেদশোষক—আর্দ্রভাবের নাশক এবং ক্ষতের পূরক।

(৭) **"दाहपाककरस्तीक्ष्णः स्रावणो"** কোন বস্তু তীক্ষ্ণ বলিলে এই বুঝায় যে উহা দাহজনক, ব্রণাদি পাকাইতে পারে এবং লালা ও রসাদি স্রাব করায়। ভাবমিশ্র বলেন—

"तीक्ष्णं पित्तकरं प्रायो लेखनं कफवातहृत्"। তীক্ষ্ণবস্তু প্রায় পিত্তজনক, লেখন এবং কফবাতহর।

(৮) **"मृदुरन्यथा"**—মৃদু বা মন্দ গুণ তীক্ষ্ণগুণের বিপরীত অর্থাৎ ইহা দাহকর, ব্রণাদির পাচক বা লালাদি স্রাবকারী নহে।

(৯) **"सादोपलेपबलकृद् गुरु स्तर्पणोबृंहणः"**। অমুক বস্তু গুরু বলিলে এই বুঝায় যে উহা সাদকৃৎ অর্থাৎ অঙ্গগ্লানিজনক, উপলেপকৃৎ অর্থাৎ মলবৃদ্ধিকারী, বলকৃৎ, তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিজনক এবং বৃংহণ অর্থাৎ দেহ বৃদ্ধিকর।

(১০) **"लघुस्तद्विपरीतः स्याल्लेखनो रोपणस्तथा"**। লঘুগুণ গুরুর বিপরীত অর্থাৎ যে দ্রব্য লঘু তাহা, তর্পণ, সাদ, বৃংহণ, উপলেপ ও বলকৃৎ নহে। অপিচ উহা লেখন এবং ক্ষত রোপণ।

ভাবমিশ্র বলেন—**"लघु पथ्यं परं प्रोक्तं कफघ्नं शीघ्रपाकि च। गुरु वातहरं पुष्टिश्लेष्मकृच्चिरपाकि च।** লঘুবস্তু বিশেষতঃ পথ্য, কফঘ্ন এবং শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গুরুবস্তু বাতহর, পুষ্টিপ্রদ এবং শ্লেষ্মজনক। অপিচ ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(১১) **"द्रवः प्रक्लेदनः सान्द्रः स्थूलः स्याद्बन्धकारकः"**। দ্রবাদি গুণচতুষ্টয় উপচয়কর। ভাবমিশ্র বলেন—**"स्थूलः स्थौल्यकरो देहे स्रोतसा मवरोधकृत्। द्रवः क्लेदकरो व्यापी शुष्कस्तद्विपरीतकः"**।

(১২) **"श्लक्ष्णः पिच्छिलवज्ज्ञेयः"**। শ্লক্ষ্ণগুণ পিচ্ছিলতুল্য। ভাবমিশ্র অন্য অর্থ করেন—**"श्लक्ष्णः स्नेहं विनापि स्यात् कठिनोऽपि हि चिक्कणः"**।

(১৩) **"कर्कशो विशदो यथा"**।—কর্কশগুণ বিশদের তুল্য।

(১৪) **"सुखानुबन्धी सूक्ष्मश्च सुगन्धो रोचनो मृदुः"**। কোন বস্তু সুগন্ধ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা সুখানুবন্ধী অর্থাৎ সুখোৎপাদক, সূক্ষ্ম অর্থাৎ অনবগাহ, রুচিপ্রদ এবং মৃদু।

(১৫) **"दुर्गन्धो विपरीतोऽस्माद्हृल्लासारुचिकारकः"**।—দুর্গন্ধগুণ সুগন্ধের বিপরীত, অপিচ উহা বিবমিষা বা বমন এবং অরুচিকর। রোচনের বিপরীত বলিলেই অরুচি লব্ধ হয় তথাপি পুনঃ অরুচি শব্দ প্রয়োগদ্বারা দ্বিবিধ অরুচির গ্রহণ বুঝিতে হইবে। এক প্রকার অরুচিতে আহারের আকাঙ্ক্ষা থাকে না; অপরে আহার করিলেও বিরসতা প্রাপ্ত হয়। দুর্গন্ধ বস্তু এই দ্বিবিধ অরুচি আনয়ন করে।

(১৬) **"सरोऽनुलोमनः प्रोक्तः"**। কোন বস্তু সর বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা অপান বায়ু ও মলের প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ অপান বায়ু সরল করে এবং কোষ্ঠ শুদ্ধি জন্মায়।

(১৭) **"मन्दो यात्राकरः स्मृतः"**।—মন্দগুণ যাত্রাকর অর্থাৎ দেহযাত্রা নির্ব্বাহকারী।

(১৮) "পূর্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি। ব্যবায়ি তদ্‌ যথা ভঙ্গা ফেনখাহি সমুদ্ভবম্‌। সাধারণতঃএই নিয়ম যে ভুক্ত বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু যে সকল দ্রব্য **ব্যবায়ী** তাহারা অপকাবস্থাতেই সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া পশ্চাৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয়। যেমন ভাঙ, আফিম।

(১৯) "বিকাসী বিকসন্নেবং ধাতুবন্ধান্‌ বিমোক্ষয়েত্"। যে দ্রব্য **বিকাসী** তাহাও ব্যবায়ী দ্রব্যের মত পরিপাক পাইবার পূর্ব্বেই অখিল দেহ ব্যাপ্ত হয়, অধিকন্তু ইহা ধাতু শৈথিল্য জন্মাইয়া থাকে।

(২০) "আশুকারী তথাশুত্বাদ্ধাবত্যম্ভসি তৈলবত্"। তৈল যেমন জলে দ্রুত ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ যে বস্তু অতিসত্বর শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে তাহাকে **আশুকারী** বলা হয়। ব্যবায়ী, বিকাসী ও আশুকারী এই তিনটী বিশেষতঃ বিষের গুণ।

(২১) "সূক্ষ্মস্তু সৌক্ষ্ম্যাত্ সূক্ষ্মেষু স্রোতঃস্বনুসরঃ স্মৃতঃ"। যে বস্তু নিজ সূক্ষ্মত্বগুণে সত্বর শরীরের অতি সূক্ষ্ম স্রোতঃ সমূহ অনুসরণ করে তাহাকে **সূক্ষ্ম** বলে।

(২২) "পচেন্নামং বহ্নিকৃদ্‌ যদ্‌ দীপনং তদ্‌ যথা মিশিঃ"। যে বস্তু পাচকাগ্নি দীপ্ত করে, কিন্তু আম পরিপাক করিতে পারে না তাহাকে **দীপন** বলে, যেমন—মৌরী।

(২৩) "পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাত্ যত্ তদ্ধি পাচনম্"। যে বস্তু আম পরিপাক করে, কিন্তু পাচকাগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে না তাহাকে **পাচন** বলে, যেমন— নাগকেসর।

(২৪) "ন শোধয়তি যদ্দোষান্‌ সমান্নোদীরয়ত্যপি। সমীকরোতি সংবৃদ্ধান্‌ শমনং তত্ যথাঽমৃতা"॥ যে বস্তু, দোষত্রয় অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফকে উর্দ্ধাধোমার্গ দ্বারা অপসারিত করে না, সমানমানে স্থিত দোষকে প্রকুপিত করে না, কিন্তু বর্দ্ধিত দোষকে প্রশমিত করে তাহাকে **শমন** বলে। যেমন—গুলঞ্চ।

(২৫) কৃত্বা পাকং মলানাং যত্ ভিত্ত্বা বন্ধ মধো নয়েত্। তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী॥ যে বস্তু অপক্ক দোষের পাক করিয়া, রুদ্ধ বায়ুকে সরল করিয়া, অধোমার্গ দ্বারা মল পাতিত করে তাহাকে **অনুলোমন** বলে। যেমন— হরীতকী।

(২৬) "পক্তব্যং যদপক্ত্বৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্। নয়ত্যধঃ স্রংসনং তদ্‌ যথা স্যাত্ কৃতমালকঃ"॥ কোষ্ঠে স্থিত অপক্ক মল, কফ ও পিত্তকে সেই অপকাবস্থাতেই যে বস্তু অধোমার্গে প্রবর্ত্তিত করে তাহাকে **স্রংসন** বলে। যেমন—সোঁদাল।

(২৭) **"मलादिकमबद्धं यद्बद्धं वा पिण्डितं मलैः। भित्त्वाधः पातयति यद्भेदनं कटुकी यथा"** ॥ যে বস্তু অবদ্ধ (পাৎলা), বদ্ধ (গাঢ়), কিংবা বায়ুদ্বারা পিণ্ডিত অর্থাৎ গুট্‌লে মলকে অধঃপাতিত করে তাহাকে **ভেদন** বলে। যেমন—কট্‌কী।

(২৮) **"विपक्वं यदपक्वं वा मलादिं द्रवतां नयेत्। रेचयत्यपि तत् ज्ञेयं रेचनं त्रिवृता यथा"** ॥ যে বস্তু পক্ক বা অপক্ক মলাদিকে দ্রব করিয়া অধঃপাতিত করে তাহাকে **রেচন** বলে। যেমন—তেউড়ী।

(২৯) **"अपक्वं पित्तश्लेष्मान्नचयमूर्द्ध्वं नयेत्तु यत्। वमनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा"** ॥ যে বস্তু অপক্ক পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অন্ন মুখমার্গ দ্বারা প্রবর্ত্তিত করায় তাহাকে **বমন** বলে। যেমন—মদনফল।

(৩০) **स्थानाद्बहिर्नयेदूर्द्ध्वमधो वा मलसञ्चयम्। देहसंशोधनं तत् स्याद् देवदालीफलं यथा"**। যে বস্তু দেহের সঞ্চিত মল, স্বস্থান হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক উর্দ্ধ বা অধঃপাতিত করে তাহাকে **সংশোধন** বলে। যেমন—দেবদালী।

(৩১) **"दीपनम्पाचनं यत्स्यादुष्णत्वाद्द्रवशोषकम्। ग्राहि तच्च यथा शुण्ठी जीरकं गजपिप्पली"** ॥ যে বস্তু, দীপন, পাচন এবং উষ্ণত্বহেতু শরীরের দ্রববস্তুকে শোষণ করিয়া থাকে তাহাকে **গ্রাহি** বা সংগ্রাহি বলে। যেমন—শুঁঠ, জীরা, গজপিপ্পলী।

(৩২) **"रौक्ष्याच्छैत्यात् कषायत्वाल्लघुपाकाच्च यद्भवेत्। वातकृत् स्तम्भनं तत् स्यात् यथा वत्सकटुण्टुकौ"**। রুক্ষত্ব, শৈত্য, কষায়ত্ব এবং লঘুপাকী হেতু যে দ্রব্য প্রতিলোমভাবে বায়ুপ্রকোপকারী হইয়া অধোগামী মলাদির রোধ জন্মায় তাহাকে **স্তম্ভন** বলে। যেমন—কুটজ ও শোণাক।

সুশ্রুত টিপ্পনকার **শ্রীব্রহ্মদেব** সংগ্রাহি ও স্তম্ভনের পার্থক্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—**'संग्राहिस्तम्भनाद्भिन्नं यथा तदभिदध्महे। आग्नेयगुणभूयिष्ठं तोयांशं परिशोष्य यत्। संगृह्णाति मलं तत् स्याद् ग्राहि शुण्ठ्यादयो यथा। समीरगुणभूयिष्ठं शीतत्वात् यन्नभस्वतः। विधाय वृद्धिं स्तभ्नाति स्तम्भनं तद् यथा वटः'**।

(৩৩) **"श्लिष्टान् कफादिकान् दोषानुन्मूलयति यद्बलात्। छेदनं तद् यथा क्षारा मारिचानि शिलाजतु"** ॥ যে বস্তু বলপূর্ব্বক জমাট কফাদিকে অপসারিত করে তাহাকে **ছেদন** বলে। যেমন যবক্ষারাদি, মরিচ ও শিলাজতু।

(২৪) **"धातून् मलान् वा देहस्य विशोष्योल्लेखयेच्च यत्। लेखनं तद् यथा क्षौद्रं नीरमुष्णं वचा यवाः"**। যে বস্তু শরীরের ধাতু ও মল শোষণ পূর্ব্বক কৃশ করে তাহাকে কায়চিকিৎসকগণ **লেখন** বলেন। যেমন মধু, উষ্ণজল, বচ ও যব। শল্যতন্ত্রে লেখন শব্দের অর্থ—চর্ম্ম বা ব্রণের কিঞ্চিৎ দারণ।

(২৫) **"यस्माद्‌द्रव्याद्भवेत् स्त्रीषु हर्षो वाजीकरं हि तत्। यथाऽश्वगन्धा मुषली शर्करा च शतावरी"**। যে বস্তু নারীতে বাজিবৎ পুরুষের রমণসামর্থ্য জন্মায় কিংবা যাহা বীজ অর্থাৎ শুক্র বর্দ্ধিত করে তাহাকে **বাজীকরণ** বলে যেমন—অশ্বগন্ধা, তালমূলী, চিনি ও শতমূলী। বাজীকরণ তিন প্রকার—(১) জনক (২) প্রবর্ত্তক (৩) জনক-প্রবর্ত্তক। শ্রীব্রহ্মদেব বলেন—"**तत्र 'जनकं' मांसघृतादिकं यत् रसादिधातुक्रमेण परिणतं प्रधानधातुपुष्टिं करोति। 'प्रवर्त्तकं' उच्चटाचूर्णादिकं शुक्रविरेचनकरम्। न च तस्य वैरेचनिकोक्त्या शुक्रक्षयकारित्वं स्यात्। यतो विरेचनं शुक्रस्य पातनयाभिमुखीभावमात्रकरणम्। 'जनकप्रवर्त्तकं' तु क्षीरगव्यघृतगोधूममाषकाकाण्डफलादिकम्**। জনক—ঘৃতমাংসাদি। প্রবর্ত্তক—গুঞ্জাদি। জনকপ্রবর্ত্তক—দুগ্ধঘৃত—গোধূম, মাষকলাই প্রভৃতি।

(২৬) **"यस्माच्छुक्रस्य वृद्धिः स्याच्छुक्रलं हि तदुच्यते। यथा नागबलाद्याः स्युर्बीजञ्च कपिकच्छुजम्"**। যে দ্রব্য শুক্রধাতু বর্দ্ধিত করে তাহাকে **শুক্রল** বলে। যেমন—নাগবলা ও আলকুশীবীজ।

(২৭) **"रसायनञ्च तज् ज्ञेयं यज्जराव्याधिनाशनम्। यथामृता रुदन्ती च गुग्गुलुश्च हरीतकी"**। যে বস্তু সেবন করিলে শরীর সতত ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকে এবং যাহা অকালজরা উপস্থিত হইতে দেয় না তাহাকে **রসায়ন** বলে। যথা—গুড়ূচী, রুদন্তী, গুগ্গুল, হরীতকী। রুদন্তী অধুনা অপরিচিত। ইহার পরিচয়ার্থ নরহরি লিখিয়াছেন—"চণপত্রসমং পত্রং ক্ষুপশ্চৈব তথাবিধঃ শৈশিরে জলবিন্দূনাং স্রবন্তীতি রুদন্তিকা।

(২৮) **"सन्धिबन्धांस्तु शिथिलान् यत्करोति विकाषि तत्। विश्लेष्यौजश्च धातुभ्यो यथा क्रमुककोद्रवौ"**॥ শরীরের সমস্ত ধাতু হইতে ওজোধাতুকে শোষণ পূর্ব্বক যে দ্রব্য সন্ধিবন্ধগুলিকে শিথিল করে তাহাকে **বিকাশি** বলে। যেমন—সুপারি ও কোদ্রব।

(২৯) **"बुद्धिं लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते। तमोगुणप्रधानञ्च**

যথা মদ্যং সুরাদিকম্॥ যে বস্তু তমোগুণপ্রধান এবং সেবন করিলে বুদ্ধি লোপ পায় তাহাকে **মদকারি** বা মাদক বলে। যেমন—সুরা প্রভৃতি।

(৪০) **নিজবীর্য্যেন যদ্দ্রব্যং বদ্ধা রসবহাঃ শিরা। ধত্তে যদ্গৌরবং তৎ স্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি॥"** পিচ্ছিলত্ব ও গুরুত্বহেতু যে দ্রব্য রসবহা সিরাগণকে অবরুদ্ধ করিয়া দেহের গুরুতা জন্মায় তাহাকে **অভিষ্যন্দি** বলে। যেমন—দধি।

(৪১) **"বিদাহী দ্রব্যমুদ্গার মম্লং কুর্য্যাত্তথা তৃষাম্। হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ"।** যে দ্রব্য ভোজন করিলে অম্ল উদ্গার, তৃষ্ণা এবং বুকজ্বালা উপস্থিত হয় ও যাহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয় তাহাকে **বিদাহি** বলে।

(৪২) **"গৃহ্ণাতি যোগবাহি দ্রব্যং সংসর্গিবস্তুগুণান্। পচ্যমানং যথৈতন্মধুজল-তৈলাদ্যমৃতলৌহাদি"।** **যোগবাহি** দ্রব্য, সংসর্গিবস্তুর অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত পাক করা হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে। মধুর অগ্নিসহযোগে পাক নিষিদ্ধ, সুতরাং পচ্যমান শব্দ মধুর সহিত অন্বিত নহে।ভাবমিশ্রকৃত এই যোগবাহি লক্ষণটী সংশয়চ্ছেদী নহে। এস্থলে "গৃহ্ণাতি" পদ লইয়াই যত সন্দেহ। **শ্রীকণ্ঠ দত্ত** সিদ্ধযোগের টীকায় এসম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন পাঠকের অবগতির জন্য আমরা তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি—কাহার মতে যোগবাহীর লক্ষণ এই—যে দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া যে দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয় সেই দ্রব্যের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাকে যোগবাহী বলে। যোগবাহীর এই লক্ষণ স্বীকার করিলে যোগবাহি দ্রব্যের প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া পড়ে। মধু যদি মদনফলের সহিত সংযুক্ত হইয়া মধুর নিজের স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক মদনফলের ধর্ম্মই প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মধুসংযুক্ত মদনফল প্রয়োগ না করিয়া কেবল মদনফল প্রয়োগ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে—মধুর সংযোগ নিষ্প্রয়োজন। অতএব এ লক্ষণ অসৎ। কেহ বলেন, যে দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া সেই অন্য দ্রব্যের শক্তির উৎকর্ষসাধন করে সেই দ্রব্যকে যোগবাহী বলে। অনেক দ্রব্যইত দ্রব্যান্তরের সহিত মিলিত হইয়া সেই দ্রব্যের শক্তির উৎকর্ষ জন্মাইয়া থাকে, তবে কেবল মধু, তৈল, পারদাদিকেই যোগবাহী বলা হয় কেন? যোগবাহীর এই লক্ষণ অশ্রুত অতএব অলক্ষণ বলিয়া অগ্রাহ্য। কেহ বলেন, যে দ্রব্য বিপরীত গুণযুক্ত অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভৃত্যের মত সেই দ্রব্যের গুণানুযায়ী কার্য্য করে অথচ সেই দ্রব্যের অবিরুদ্ধভাবে নিজের কার্য্যও কিছু করিয়া থাকে তাহাকে যোগবাহী বলে। যেমন মধু মদনফলের সহিত সংযুক্ত হইয়া মদনফলের অনুরূপ কার্য্য—বমন করাইয়া থাকে, বমন নিবারণরূপ নিজের কার্য্য করে না। মধু হরীতকীর সহিত মিলিত হইয়া হরীতকীর কার্য্য যে বিরেচন তাহাই করায় নিজের কার্য্য যে গুরুত্ব তাহা

করে না। যদি কেহ এস্থলে এইরূপ বলেন যে তুমি বলিতেছ মধু মদনফলের সহিত মিলিত হইয়া মধুর কার্য্য যে বমন নিবারণ তাহা না করিয়া মদনফলের কার্য্য যে বমন তাহাই করিল অতএব এস্থলে ভৃত্যবৎ কার্য্য করিল বলিয়া মধু যোগবাহী। আমি বলিব মদনফলের এমন শক্তি আছে যে সে মধুর কার্য্যকে পরাভব করিয়া স্বীয় কার্য্য প্রকাশ করিল। এরূপ বলিতে পার না। কেন না, মধু না দিয়া, ত্রিবৃৎ যদি এস্থলে মদনফলের মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ত্রিবৃৎকার্য্য বিরেচন এবং মদনফল কার্য্য—বমন উভয়ই দেখা যায়, কেবল বমন বা কেবল বিরেচন হয় না। অর্থাৎ মধু যেমন মদনফলের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় বমন-নিবারণ কার্য্যের পরিবর্ত্তে মদনফলের কার্য্য বমন করাইয়া থাকে, ত্রিবৃৎ যোগবাহী হইলে এস্থলে তাহারও নিজকার্য্য বিরেচনের পরিবর্ত্তে, মদনফল-কার্য্য বমন করানই উচিত ছিল—তাহা যখন করিতে পারে না অতএব ত্রিবৃতাদির যোগবাহিত্ব নাই, মধুর তাহা আছে। অপর পক্ষে যদি বল মধু স্তম্ভন-ধর্ম্ম হইলেও, হরীতকীর এমন শক্তি আছে যে, হরীতকী মধুর স্তম্ভন ধর্ম্মকে পরাজিত করিয়া স্বীয় বিরেচন গুণ প্রকাশ করিল, এ কথা বলা যায় না, কেন না, হরীতকী মধু ভিন্ন অপর স্তম্ভন-ধর্ম্মী বস্তু সুধা (চূণ) বা ক্ষারের সহিত মিলিত হইলে, যখন তাহার বিরেচন গুণের অপকর্ষ দেখা যায় কিন্তু মধুর সহিত মিলিত হইলে তাহার রেচনীশক্তির কিঞ্চিৎমাত্র অপকর্ষ লক্ষিত হয় না তখন মধু প্রভৃতির যোগবাহিত্বই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। (শ্রীকণ্ঠ—ব্যাখ্যা কুসুমাঞ্জলি—ব্রণশোথ চিঃ)।

(৪৩) **स्थिरः—“स्थिरो वातमलस्तम्भी”**।—যে বস্তু অপানবায়ু ও মল রোধ করে তাহাকে **স্থির** বলে।

(৪৪) **स्रः—“स्रस्तेषां प्रवर्त्तकः”**।—যে বস্তু অপানবায়ু ও মলের প্রবর্ত্তক তাহাকে **স্রর**—অর্থাৎ সারক বলে। স্রষ্টমল শব্দের অর্থও এইরূপ।

(৪৫) **दारणम्—“दारणं विदारणं पक्वशोफस्य”** (**श्रीकण्ठः**।—যাহা লেপন করিলে পক্ক স্ফোটক ফাটিয়া যায় তাহাকে **দারণ** বলে। দারণ দুই প্রকার সুকুমার ও দারুণ। কপোতবিষ্ঠা প্রভৃতি সুকুমার দারণ এবং ক্ষার দারুণ দারণ।

(৪৬) **पीड़नम्—“पीड़नमौषधैः पचनं”** (ডল্বণঃ)—যে দ্রব্যের লেপ দিলে ব্রণের পূয়াদি নির্গত হয় তাহাকে **পীড়ন** বলে। লেপের নিয়ম—“**व्रणमुखं वर्जयित्वा लेपयेत्। लिप्ता च शोषयेत्। शुष्कं सत् पीड़नं भवति।**” স্ফোটকের মুখ ফাঁক রাখিয়া লেপন করিবে—যত শুষ্ক হইবে ততই পূঁয়াদি আকর্ষণ করিবে। উদাহরণ—শেলু, শাল্মলী, বটাদি।

(৪৭) **ग्लपनं—हर्षक्षयकरं अन्नजम्**—যাহা অবৃষ্য বা হর্ষক্ষয়কারী তাহাকে **গ্লপন** বলে।

(৪৮) **विचारणम्—"मनसोऽनेकविकल्पकारणम्" (डल्वण:)।** যে দ্রব্য সেবন করিলে মনে বিবিধ অভিনব চিন্তার আবির্ভাব হয় তাহাকে বিচারণ কহে। যেমন পরিমিত মাত্রায় আফিম।

(৪৯) **सन्धानम्—"घातविशेषात् द्विधाभूतस्य अवयवस्य ऐक्यभाव:" (डल्वण:)।** শরীরের ভিতর কোন স্থান ছিন্ন হইলে যে বস্তু তাহা সংযোজিত করিতে পারে তাহাকে সন্ধান বলে। যেমন—লাক্ষা, উরঃসন্ধানকারী, বব্বূল ভগ্নসন্ধানকারী।

(৫০) **जीवनीयम्—"जीवने हित: जीवनीय:, जीवनीयशब्देन इह आयुष्यत्वमभिप्रेतम्, मूर्च्छितस्य संज्ञाजनकत्वेऽपि जीवनीयत्वं व्याख्येयं"।**
যাহা আয়ুর পক্ষে হিতকর তাহাকে জীবনীয় বলে। কোথাও মূর্চ্ছিতের জ্ঞানোৎপাদক অর্থেও জীবনীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(৫১) **तृप्तिघ्नम्—"तृप्ति: श्लेष्मविकारो, येन तृप्तमिव आत्मानं मन्यते, तद्घ्नं तृप्तिघ्नं" (चक्रपाणि:)।**

ভোজন না করিয়া ভুক্তের ন্যায় পরিতোষকে তৃপ্তি বলে। তৃপ্তি শ্লেষ্মবিকার। যে বস্তু এই তৃপ্তিকে বিনষ্ট করে তাহাকে তৃপ্তিঘ্ন বলে। যেমন—চক্রি, চিতা, বিড়ঙ্গ, গুড়ূচী।

(৫২) **विरेचनोपग:—"विरेचनक्रियायां सहायत्वेन उपगच्छतीति"। (चक्रपाणि:)।** যে বস্তু বিরেচনক্রিয়ার সহায়তা করে তাহাকে বিরেচনোপগ বলে। যেমন—দ্রাক্ষা, গম্ভারী, অভয়া। স্বেদোপগ বমনোপগ প্রভৃতির অর্থও এইরূপ।

(৫৩) **पुरीषविरजनीय:—"पुरीषस्य विरजनं दोषसम्बन्धनिरासं करोतीति"। (चक्रपाणि:)।** যে বস্তু মলকে দোষ সম্বন্ধ বর্জ্জিত করে তাহাকে পুরীষবিরজনীয় বলে। এখানে চক্রপাণির উক্তি স্পষ্ট নহে—দোষ সম্বন্ধ নিরাস কি ? কি দোষ ? টীকাকার স্পষ্ট বলেন নাই। আমার বোধ হয় যে দ্রব্য মলের শুভ্র কৃষ্ণাদি বর্ণ দূরীভূত করিয়া মলকে স্বাভাবিক (ঈষৎ পীতাভ) বর্ণে রঞ্জিত করে তাহাই পুরীষবিরজনীয়। মূত্রাবরজনীয় শব্দের অর্থও এইরূপ।

(৫৪) **शोणितास्थापनम्—शोणितस्य दुष्टस्य दुष्टिमपहृत्य प्रकृतौ शोणितं स्थापयति शोणितास्थापनम्" (चक्रपाणि:)।** রক্তের দোষ বিনষ্ট করিয়া যে বস্তু রক্তকে প্রকৃতিস্থ করে, কায় চিকিৎসায় তাহাকে শোণিতাস্থাপন বলে। যেমন,—মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম। শল্যতন্ত্রোক্ত শোণিতাস্থাপন শব্দের অর্থ **"शोणितातिप्रवृत्तिस्तम्भनम्"**

(ডল্বণঃ) যাহা ভূরি রক্তস্রাব রোধ করে। শল্যতন্ত্রের মতে শোণিতাস্থাপনং চতুর্বিধং যথা —"সন্ধানং স্কন্দনঞ্চৈব পাচনং দহনং তথা"।

(৫৫) বেদনাস্থাপনম্—"বেদনায়াং সম্ভূতায়াং তাং নিহত্য শরীরং প্রকৃতৌ স্থাপয়তীতি বেদনাস্থাপনম্" (চক্রপাণিঃ)। সঞ্জাত বেদনাকে বিনষ্ট করিয়া যাহা শরীরকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে তাহাকে **বেদনাস্থাপন** বলে।

(৫৬) প্রজাস্থাপনম্—"প্রজোপঘাতকং দোষং হৃত্বা প্রজাং স্থাপয়তীতি (চক্রপাণিঃ)। যে বস্তু গর্ভাশয়ের সন্তান বিনাশকারী দোষ দূর করিয়া উহাকে সন্তানস্থিতির অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করে তাহাকে **প্রজাস্থাপন** বলে।

(৫৭) শোণিতপ্রসাদনম্—ইহা শোণিতাস্থাপনের পর্য্যায়।

(৫৮) নির্ব্বাপণম্—পাকাভিমুখিনো ব্রণশোথস্য দাহতোদপ্রশমনং। যে বস্তু পাকাভিমুখী স্ফোটকের দাহ বেদনার উপশম করে তাহাকে **নির্ব্বাপণ** বলে। যেমন—পঞ্চবল্কল, বালা, হোগ্‌লা প্রভৃতি।

(৫৯) সংজ্ঞাস্থাপনম্—"সংজ্ঞাং জ্ঞানস্য স্থাপয়তীতি" (চক্রপাণিঃ)। যে বস্তু লুপ্তসংজ্ঞের জ্ঞান আনয়ন করে তাহাকে **সংজ্ঞাস্থাপন** বলে। যেমন হিঙ্গু।

(৬০) বয়ঃস্থাপনম্—"বয়স্তরুণং স্থাপয়তীতি বয়ঃস্থাপনম্" (চক্রপাণিঃ)। যে দ্রব্যের গুণে মানুষের তারুণ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহাকে **বয়ঃস্থাপন** বলে। যেমন—শালপর্ণী, মণ্ডূকপর্ণী, পুনর্নবা প্রভৃতি।

(৬১) বিম্লাপনম্—"অঙ্গুল্যাদিমর্দ্দনেন বিলয়নম্" (ডল্বণঃ)। শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"বিম্লাপনমিহ কেবলং অঙ্গুষ্ঠাদিমর্দ্দনে ন পরিভাষিতং গ্রাহ্যং, কিন্তু বিম্লাপ্যতে অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বহির্মার্জ্জনরূপে শমনে শোফবিলয়কারে প্রলেপন-পরিষেকাভ্যঙ্গাদাবপি বর্ত্ততে।

অঙ্গুল্যাদি দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক কাঁচা ফোড়াকে বসাইয়া দেওয়াকে **বিম্লাপন** বলে। এমন অনেক দ্রব্য আছে যদ্দ্বারা অপক্ব স্ফোটক প্রলিপ্ত করিলে স্ফোটক বিলীন হয় অর্থাৎ বসিয়া যায়। এইরূপ দ্রব্যকেও **বিম্লাপন** বলে। যেমন গন্ধবিরজা প্রভৃতি।

(৬২) পাচনঃ—"পাচনঃ দোষাময়োঃ শোথস্য বা" যে বস্তু বাত, পিত্ত, কফ, আম কিম্বা শোথের পরিপাক জন্মায় তাহাকে **পাচন** বলে।

(৬৩) জরণঃ—"জরণঃ আহারস্য" যে বস্তু ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করে তাহাকে **জরণ** বলে।

(৬৪) **तर्पणः—तृप्तिजनको धातुवर्द्धनश्च।** তৃপ্তিজনক ও রসধাতুবৃদ্ধিকর বস্তুকে **তর্পণ** বলে। যেমন—দ্রাক্ষাদি।

(৬৫) **बृंहणः—देहस्य बलकरः।** ধাতুবলবৃদ্ধিকর বস্তুকে **বৃংহণ** বলে। উপচয় ইহার পর্য্যায়। কায় চিকিৎসায় বৃংহণের বিপরীতার্থে লেখন শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(৬৬) **पुंस्त्वोपघाति—शुक्रक्षयकरं।** যে বস্তু শুক্রক্ষয়কর তাহাকে পুংস্ত্বোপঘাতি বলে। যেমন—ক্ষারাদি ও খাখস (পোস্তর ঢেঁড়ি)। এমন অন্নপান আছে যদ্দারা শুক্রক্ষয় হইতে পারে। বৃন্দ বলিয়াছেন—"**अतीवक्षोष्णलवणैरतिमात्रोपसेवितैः सौम्यधातुक्षयो दृष्टः—**"। সৌম্যধাতু শুক্র।

(৬৭) **मार्गविशोधनः—"मूत्रनाड़ीव्रणादिमार्गविशोधनः" (डल्वणः)।**

(৬৮) **कोष्ठविदाही**—যে বস্তু অতিমাত্রায় সেবন করিলে উদরের অভ্যন্তরে জ্বালা অনুভূত হয় তাহাকে **কোষ্ঠবিদাহী** বলে।" যেমন অম্ল।

(৬৯) **कफविलयनम्**—যে বস্তু সেবন করিলে অতিশুষ্ক শ্লেষ্মা তরলতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে **কফবিলয়ন** বলে। যেমন—অতিমাত্রায় ভুক্ত অম্লরস।

(৭০) **अनागताबाधप्रतिषेधः**—যে বস্তু 'অনাগত' যাহা সংপ্রতি নাই, এরূপ 'আবাধ' পীড়া, 'প্রতিষেধ' নিবারণ করে, তাহা অনাগতাবাধপ্রতিষেধ। যেমন লোধ্র অনাগত চক্ষুপীড়ার এবং ভৃঙ্গরাজ অনাগত পলিতের প্রতিষেধ।

(৭১) **मूत्रविरेचनीयः—"मूत्रस्य विरेचनं करोतीति" (चक्रपाणिः)।** যাহা মূত্রের স্রাব করায় তাহাকে **মূত্রবিরেচনীয়** এবং যাহা মূত্রের উৎপাদক তাহাকে **মূত্রজনন** বলে। গোক্ষুর মূত্রবিরেচনীয় এবং ইক্ষু মূত্রজনন। পুরীষ বিরেচনীয় এবং পুরীষজনন যেমন এক নহে, তদ্রূপ মূত্রবিরেচনীয় ও মূত্রজনন শব্দ একার্থবাচী নহে। মূত্রবর্দ্ধন শব্দ মূত্রজননের এবং মূত্রল শব্দ মূত্রবিরেচনীয় শব্দের পর্য্যায়।

(৭২) **श्लेष्मप्रसेकि**—যে বস্তু শ্লেষ্মা স্রাব করায় তাহাকে **শ্লেষ্মপ্রসেকি** বলে। যেমন—আর্দ্রমরিচ। 'কফোৎসারি' এবং 'কফনির্হরণ'—ইহার পর্য্যায়স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

स्तन्यजननं—যে বস্তুর বাহ্য বা অভ্যন্তর যোজনা প্রভৃতির স্তনে বহু পরিমাণে দুগ্ধ আনয়ন করে তাহাকে স্তন্যজনন বলে।

स्तन्यशोधनं—যে বস্তু সেবন করিলে স্তনদুগ্ধের দোষ বিনষ্ট হইয়া স্তন্য বিশুদ্ধ হয়, তাহার নাম স্তন্যশোধন।

(৭৩) **উৎক্লেশকারি**—যে বস্তু সেবন করিলে উৎক্লেশ 'বমি হয় হয়' এই ভাব আনয়ন করে তাহাকে **উৎক্লেশকারি** বলে। যেমন—চোক্ (হিঃ)।

(৭৪) **কণ্ঠ্য প্রভৃতি**। যে সকল বস্তু কণ্ঠরোগ বা স্বর, নেত্র, কেশ, ত্বক্, দন্ত, মেধা ও আয়ুরপক্ষে হিতকর তাহাদিগকে যথাক্রমে কণ্ঠ্য, নেত্র্য বা চক্ষুষ্য, কেশ্য, ত্বচ্য, দন্ত্য, মেধ্য এবং আয়ুষ্য বলে। স্বর্য্য ও স্বরশোধিনী কণ্ঠ্যের পর্য্যায়।

(৭৫) **ক্ষবথু:**—যে বস্তু হাঁচি জন্মায় তাহাকে ক্ষবণ বলে। যেমন—কট্ফল প্রভৃতি।

ভেষজকল্পনা বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের অর্থ।

ক্বাথ:—দশরক্তিকমানেন গৃহীত্বা তোলকদ্বয়ং। দত্ত্বাম্ভঃ ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্। ভেষজদ্রব্যের ষোড়শগুণ জলদ্বারা সাধিত এবং চতুর্ভাগাবশিষ্ট কল্পনার নাম ক্বাথ। শৃত ইহার পর্য্যায়। যতগুলি দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিতে হইবে সেইগুলি মিলিত হইয়া দুই তোলার অধিক হইবে না। জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া থাকিবে। পাচন মাটীর পাত্রে কাঠের মৃদ্বগ্নিজ্বালে পাক করিতে হয়।

শীতকষায়:—"শীতঃ শর্ব্বরীমুষিতোমতঃ"। দ্রব্যাদাপোত্থিতাৎ তোয়ে প্রতপ্তে নিশিসংস্থিতাৎ। কষায়ো যোঽভিনির্য্যাতি স শীতঃ সমুদাহৃতঃ"। কুট্টিত ভেষজ উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিয়া এক রাত্রি অধিবাসিত করিলে **শীতকষায়** প্রস্তুত হয়। যে দ্রব্যের শীতকষায় প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার ছয় গুণ জল দিতে হইবে অর্থাৎ দ্রব্য ১ তোলা হইলে জল ৬ তোলা হইবে।

ফাণ্ট:—"ক্ষিপ্তোষ্ণতোয়ে মৃদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে"। ভেষজদ্রব্য উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিয়া কিয়ৎকাল ঢাকিয়া রাখিয়া পরে মর্দ্দন ও বস্ত্রপূত করিয়া লইলে **ফাণ্ট** প্রস্তুত হয়।

স্বরস:—" স্বরসঃ স্বো রসঃ প্রোক্তঃ"। আর্দ্রদ্রব্য হইতে যে রস গালিত হয় তাহাকে **স্বরস** বলে।

কল্ক:—কোন দ্রব্যাকে চূর্ণ বা শিলায় পেষণ করিলে সেই দ্রব্যের **কল্ক** প্রস্তুত হয়।

পানীয়ম্—"কর্ষমাত্রং ততোদ্রব্যং সাধয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি। ভেষজদ্রব্য দুই তোলা এবং জল দুই সের সহ পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে অবতারিত করিলে পানীয় প্রস্তুত হয়। যেমন—জ্বরের পিপাসাদি নিবৃত্তির জন্য ষড়ঙ্গপানীয়।

ক্ষীরপাকঃ—"দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্। ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ"। যে দ্রব্যের ক্ষীরপাক করিতে হইবে তাহার আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চতুর্গুণ জল সহ পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে অবতারিত করিলে **ক্ষীরপাক** নির্ব্বাহ হয়।

ভাবনা—"দ্রবেণ যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ। ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তম্—। "সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ"। কাথে বা রসে কোন ঔষধকে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করাকে **ভাবনা** বলে। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ক্রমশঃ ৭ বার ঐরূপ আপ্লুত ও রৌদ্রশুষ্ক করিতে হয়।

পুটপাকঃ—"দ্রব্য মাপোথিতং জম্বুবটপত্রাদিসম্পুটে। বেষ্টয়িত্বা ততো বদ্ধা দৃঢ়ং রজ্জ্বাদিনা তথা। মৃল্লেপং দ্ব্যঙ্গুলং কুর্য্যাদথবাঙ্গুলিমাত্রকম্। দহেৎ পুটান্তরাদগ্নৌ যাবল্লেপস্য রক্ততা"। যে দ্রব্যের পুটপাক করিতে হইবে তাহাকে জলে ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ পেষণ করিবে। পরে জাম ও বটের পাতা বেষ্টন করিয়া উহার উপরি ১ বা ২ অঙ্গুলি পুরু মাটীর লেপ দিবে। এই মৃৎপিণ্ড ঘুঁটের আগুণে তাবৎ দগ্ধ করিবে যাবৎ মৃৎপিণ্ডের বহির্ভাগ রক্তবর্ণ না হয়। অতঃপর অগ্নি হইতে বহিস্কৃত করিয়া অন্তরস্থ ভেষজ গ্রহণ পূর্ব্বক রস নিষ্কাশিত করিবে। এই কল্পনার নাম **পুটপাক**।

কাঞ্জিকম্—"আশুধান্যং ক্ষোদিতঞ্চ বালমূলন্তু খণ্ডশঃ। প্রস্থং প্রস্থমিতং পাত্রে জলং তত্রাঢ়কং ক্ষিপেৎ। তাবৎ সন্ধায় সংরক্ষেৎ যাবদম্লত্বমাগতম্। কাঞ্জিকং তত্তু বিজ্ঞেয় মেতৎ সর্ব্বত্র পূজিতম্"। আউশ ধান কুটিয়া ও কচি মূলা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া /২ সের লইবে এবং /৮ সের জলের সহিত মৃৎপাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ আবৃত করিবে। যতদিন না জল অম্লরস হয় ততদিন রাখিতে হইবে। অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম **কাঞ্জিক**।

আরণালম্—"তুলামিতং ষষ্টিকতণ্ডুলস্য। প্রগৃহ্য চান্নং বিধিবদ্বিধায়। দ্রোণেঽম্ভসি ক্ষিপ্ত মথ ত্রিযামম্। তৎসপ্ত রক্ষেৎ পিহিতং প্রযত্নাৎ। ততৈব কল্কং সকলং নিরস্যেৎ। তৎ কাঞ্জিকং কথ্যতে আরণালম্।" ষষ্টিক ধানের অন্ন পাক করিয়া ঐ অন্ন সাড়ে বার সের, বত্রিশ সের জলের সহিত একুশদিন আবৃত মুখ মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া ছাঁকিয়া লইলে **আরণাল** প্রস্তুত হয়। ভাবমিশ্র বলেন—খোসা ছাড়ান, কাঁচা বা সিদ্ধ গোধুম ঐরূপে স্থাপন করিলেও আরণাল প্রস্তুত হয়।

তুষাম্বু বা তুষোদকম্—"ভৃষ্টান্ মাষতুষান্ সিক্তান্ যবাংশ্চ চূর্ণসংযুতান্।

आम्रतानम्भसा तद्वत् जातं तच्च तुषोदकम्"। तुषोदकं यवैरामैः सतुषैः शकलीकृतैः। মাষকলায়ের ভাজা খোসা এবং সিদ্ধ ও চূর্ণীকৃত যব জলের সহিত সিক্ত করিয়া যাবৎ অম্লত্ব প্রাপ্ত না হয় তাবৎ স্থাপন করিবে। কিংবা খোসা সহিত কাঁচা যব কুট্টিত করিয়া জলসহ অম্লভাবাবধি স্থাপন করিলে তুষাম্বু প্রস্তুত হয়।

সৌবীরম্—"सौवीरन्तु यवैरामैः पक्वैर्वा निस्तुषैः कृतम्। गोधूमैरपि सौवीरमाचार्य्याः केचिदूचिरे"। খোসাছাড়ান কাঁচা কিংবা খোসাছাড়ান সিদ্ধ যব বা গোধূম জলে আবৃতমুখ পাত্রে সন্ধিত করিলে অর্থাৎ গাঁজাইলে যে সৌবীর প্রস্তুত হয় তাহাকে যথাক্রমে যব সৌবীর ও গোধূম সৌবীর বলে।

শুক্তং চুক্রম্—"यन्मस्त्वादि शुचौ भाण्डे सगुड़क्षौद्रकाञ्जिकम्। धान्यराशिस्थं शुक्तं चुक्रं तदुच्यते" মস্ত প্রভৃতির মাত্রা যথা:—**"गुड़माक्षिकधान्याम्लमस्त्वम्बु द्विगुणं क्रमात्। संधन्ति चुक्रसिद्ध्यर्थं—"।** গুড়, মধু, কাঞ্জিক, মস্ত অর্থাৎ দ্বিগুণবারি যুক্ত দধি, ও জল ক্রমশঃ দ্বিগুণ (অর্থাৎ গুড়ের দ্বিগুণ মধু, মধুর দ্বিগুণ কাঁজি ইত্যাদি) মাত্রায় লইয়া পরিষ্কৃত মৃৎপাত্রে আহরণ করিয়া যে ঋতুতে প্রস্তুত করা হইবে সেই ঋতুতে সন্ধিত হইবার জন্য যতদিন রাখা উচিত ততদিন ধান্য রাশির ভিতর রাখিলে শুক্তচুক্র প্রস্তুত হইবে। কোন ঋতুতে কতদিন রাখিতে হয় তাহার বিধি—**"घनात्यये तथा ग्रीष्मे सन्धानं षड़्दिनं भवेत्। हेमन्ते शिशिरे स्थाप्यं भिषक् द्व्यदि तेन वै। प्रावृड़्वसन्ते सन्धानं भवेदष्टदिनेन वै"।** বিশেষ উক্তি না থাকিলে সন্ধান-বর্গোক্ত যাবতীয় সন্ধান সন্ধিত করিবার এই বিধি বুঝিতে হইবে।

আসবঃ—यदपक्वौषधाम्बुभ्यां सिद्धं मद्यं स आसवः। সুরাতে বিবিধ কুট্টিত দ্রব্য ভিজাইয়া আবৃতমুখ পাত্রে সপ্তাহকাল রাখিবে। সপ্তাহান্তে ছাঁকিয়া লইলে আসব প্রস্তুত হয়। ইহা আত্রেয়সংহিতার মত। বৃদ্ধসুশ্রুত বলেন—অনুক্ত স্থলে আসবের জলাদি-দান বিধি এই—জল ৩২ সের, গুড় সাড়ে বার সের, মধু ৬ সের এক পোয়া, ঔষধদ্রব্য ১ সের এক পোয়া। আবৃতমুখ মৃৎপাত্রে রাখিয়া সন্ধিত করিবে।

অরিষ্টম্—पक्वौषधाम्बुसिद्धं यत् मद्यं तत् स्यादरिष्टकम्। অরিষ্ট প্রস্তুত প্রণালী আসবের তুল্য—কেবল ইহাতে কুট্টিত ভেষজদ্রব্যের পরিবর্ত্তে ঔষধদ্রব্যের ক্বাথ দিতে হয়।

শীধুঃ—शीधुरिक्षुरसैः पक्वैरपक्वैरासवोभवेत्। পক্করস ও শীতরস ভেদে শীধু দ্বিবিধ—ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া তাহাতে ঔষধদ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া সন্ধিত করিলে পক্করস শীধু এবং কাঁচা ইক্ষুরসে সাধিত শীধুকে শীতশীধু বলে।

আসুতম্—কন্দমূলফলাদ্যস্থ লবণোদকসংযুতং। সন্ধানাচ্চিরকালাম্ল-মাসুতং পরিকীর্ত্তিতম্। কোন কন্দ বা মূল বা ফলকে পেষণ করিয়া লবণ মিশ্রিত জলে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখিলে সঞ্চিত অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম আসুত।

প্রমথ্যা—প্রমথ্যা প্রোচ্যতে দ্রব্যং পলমাত্রং সুকল্কিতং। কিঞ্চিদন্যেন সংযুক্ত মথবান্যবিবর্জ্জিতং। তোয়ে চাষ্টগুণে সাধ্যং—॥ অতি উত্তমরূপ পিষ্ট যে কোন দ্রব্য ৮ তোলা (ইহার সহিত অন্য দ্রব্য থাকুক বা না থাকুক) ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া এক চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। ইহার নাম প্রমথ্যা।

রসক্রিয়া, অবলেহ, প্রাশ:। ক্বাথাদেৰ্যৎ পুনঃপাকাদ্ ঘনত্বং সা রসক্রিয়া। ক্বাথ পুনঃ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে 'রসক্রিয়া' নামে অভিহিত হয়। ইহা অবলেহ ও প্রাশ নামেও কথিত হইয়া থাকে।

লেপঃ—লেপস্য দ্বৌ ভেদৌ আলেপঃ প্রদেহশ্চ। তয়োরালেপঃ আর্দ্রমাহিষচর্ম্ম-বচ্ছীতলঃ তনুর্বিশোষী চ। প্রদেহ আর্দ্রঃ ঘন উষ্ণশ্চেতি। আলেপ ও প্রদেহ ভেদে লেপ দ্বিবিধ—পিষ্ট শীতল বস্তু আর্দ্র-মহিষচর্ম্মের মত পুরু করিয়া লেপন করিলে আলেপ এবং উহা উষ্ণ ও আলেপ অপেক্ষা পুরু করিয়া লেপন করিলে প্রদেহ বলিয়া কথিত হয়।

পরিষেচনম্—ব্রণবেদনোপশমনার্থং মুষ্ণক্বাথসেচনং। ব্রণের বেদনাদি প্রশমনার্থ উষ্ণ ক্বাথ সেচনকে পরিষেচন বলে।

অবচূর্ণনং গুণ্ডনঞ্চ—যবাদি চূর্ণ দ্বারা পূরণ করাকে অবচূর্ণন বলে। গুণ্ডন অর্থাৎ গড়ান যেমন শূলরোগীর উদরোপরি তিলগুড়িকা গুণ্ডনের উপদেশ আছে।

উদ্বর্ত্তনং—কল্কচূর্ণাভ্যাং গাত্রমর্দ্দনং। কোন ঔষধদ্রব্যের দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করাকে উদ্বর্ত্তন বলে। যেমন পিষ্টহরিদ্রার দ্বারা গাত্র উদ্বর্ত্তন করিলে কণ্ডু, গাত্রের বিবর্ণতা ও রুক্ষতা বিনাশ পায়।

পিচুধারণম্—ভেষজসাধিতক্বাথস্নেহাপ্লুতস্য তূলকস্য বস্ত্রখণ্ডস্য বা যোনৌ স্থাপনং। স্নেহে বা কোন দ্রব্যের ক্বাথে তুল বা বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া শিরঃ, যোনি প্রভৃতি অঙ্গে স্থাপন করাকে **পিচুধারণ** বলে।

কবলঃ, গণ্ডূষঃ—মুখে ঔষধ ধারণাত্মক কল্পনা বিশেষ। যতটুকু তরলদ্রব্য মুখে রাখিলে মুখ নাড়িতে পারা যায় না তাহাই গণ্ডূষের এবং যতটুকু রাখিলে সঞ্চালন করিতে পারা যায় তাহা কবলের মাত্রা।

অঞ্জনকর্ম—ঔষধদ্রব্য মধ্বাদিযোগে ঘর্ষণ করিয়া **'কাজল পরার মত' অঙ্গুলি** বা

শাস্ত্রোক্ত সংস্কারযুক্ত শীসক শলাকাযোগে চক্ষুতে ব্যবহার করার নাম **অঞ্জন**। লেখন রোপণ এবং প্রসাদন ভেদে অঞ্জন দ্রব্য তিন প্রকার।

আশ্চ্যোতনম্—উন্মিলিতে দৃঙ্মধ্যে ক্বাথক্ষৌদ্রাসবস্নেহবিন্দূনাং পাতনম্। ক্বাথ, মধু, আসব ও স্নেহাদি বিন্দু বিন্দু করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে পাতিত করাকে **আশ্চ্যোতন** বলে। মাত্রা—লেখনার্থ ৮ বিন্দু, স্নেহানার্থ ১০ বিন্দু, রোপণার্থ ১২ বিন্দু।

বিড়ালক:—পক্ষাক্ষ্যোর্বহির্দত্তো লেপোবিড়ালকোমত:—অক্ষির বহির্ভাগে প্রদত্ত লেপকে বিলাক বলে।

পিণ্ড:—পিণ্ডোনাম স্বচ্ছবস্ত্রোপরি নিমীলিত চক্ষুষি ধার্য্যো ভেষজপিণ্ড:। পিষ্টভেষজ বস্ত্রান্তরিত করিয়া, রোগী, মুদ্রিত নেত্রে নেত্রের উপরি ধারণ করিবে। এই কল্পনার নাম **পিণ্ড**।

বস্তি:—চর্ম্মপুটকদ্বারেণ গুদাধ্বনা ক্বাথাদিপ্রদানরূপ: কর্ম্মবিশেষ:। স দ্বিবিধ: অনুবাসননিরূহভেদাৎ। স্নেহবস্তিরনুবাসনং কষায়বস্তি নিরূহ:। নিরুহ ও অনুবাসন ভেদে বস্তি দুই প্রকার। স্নেহ দ্রব্য দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে অনুবাসন এবং ক্বাথ, দুগ্ধ, তৈল দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে নিরুহ বলে। অনুবাসনকে মাত্রাবস্তি এবং নিরুহকে আস্থাপন বলে।

শিরোবস্তি—শিরোবস্তিশ্চর্ম্মণ: স্যাদ্বিমুখো দ্বাদশাঙ্গুল:। শির:প্রমাণস্তং বদ্ধা মস্তকে মাষপিষ্টকৈ:। সন্ধিরোধং বিধায়াশু স্নেহৈ: কোষ্ণৈ: প্রপূরয়েৎ। তাবদ্ধার্য্যস্তু যাবৎ স্যান্নাসাকর্ণমুখস্রুতি:। একখণ্ড দ্বাদশাঙ্গুল চর্ম্মকে মস্তকের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া মস্তক ও চর্ম্মের সন্ধি পিষ্ট মাষকলায় দ্বারা রোধ করিবে। এই চর্ম্মকৃত গুহা ঈষদুষ্ণ তিল তৈলে পূর্ণ করিয়া যাবৎ নাসা কর্ণ মুখ হইতে স্রাব না হয় তাবৎ ধারণ করাকে **শিরোবস্তি** বলে।

স্বেদ:—যোজনার প্রণালী ভেদে স্বেদ চতুর্বিধ—যথা তাপস্বেদ, উপনাহ স্বেদ, দ্রবস্বেদ ও বাষ্পস্বেদ। প্রয়োগ বিধি যথা—

'তপ্ত: সৈকতপাণিকাংস্যবসনৈ: স্বেদোঽথ বাঙ্গারকৈ:। লেপাদ্বাতহরৈ: সহাম্ললবণস্নেহৈ: সুখোষ্ণৈস্তথা। এবং তপ্তপয়োঽম্বুবাতশমনক্বাথাদিসেকাদিভি:। তপ্তস্তোয়নিষেচনোদ্ভবদ্রবদ্বাষ্পৈ: শিলাদ্যৈ: ক্রমাৎ'।

তপ্ত বালুকা, পাণি, কাংস্যপাত্র কিংবা বস্ত্রের বা খদিরাদি অঙ্গারের স্বেদকে **তাপস্বেদ** বলে। অম্ল, লবণ ও স্নেহযুক্ত, ঈষদুষ্ণ, বাতহর ভেষজের লেপকে **উপনাহ** স্বেদ অর্থাৎ পুল্টিশ এবং তপ্ত দুগ্ধ, জল ও বাতহর ক্বাথাদি পরিষেচন বা তাহাতে অবগাহন করাকে **দ্রবস্বেদ** বলে। অগ্নিবৎ উত্তপ্ত শিলাদি ক্বাথাদি দ্বারা সেচন করিলে যে বাষ্প

উত্থিত হয়, তদুত্থিত স্বেদের নাম **বাষ্পস্বেদ**। ইহাকে গ্রাম্যলোকে 'ভাপ্‌রা' বলে। সঙ্কর, প্রস্তর, নাড়ী, পরিষেক, অবগাহন, জেন্তাক, অশ্মঘন, কর্ষূ, কুটী, ভূ, কুম্ভী, কূপ ও হোলাক এই ত্রয়োদশবিধ স্বেদের বিবরণ চারক সূত্রস্থানের ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

নস্য'—নস্যং নত্‌ কথ্যনে ধীরৈ র্নাসাগ্রাহ্যং যদৌষধং। প্রতিমর্ষোঽবপীড়শ্চ নস্যং প্রধমনন্তথা। শিরোবিরেচনশ্চেতি নস্যঃ কর্ম্ম চ পঞ্চধা। নাসিকা দ্বারা ঔষধ গ্রহণের নাম নস্য। প্রতিমর্ষাদি ভেদে ইহা ৪ প্রকার।

দ্রব্যবিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

দ্রব্য ত্রিবিধ—জাঙ্গম, ঔদ্ভিদ্‌ ও পার্থিব। যাহাদের গতিশক্তি আছে তাহারা জঙ্গম। ঔষধার্থ ব্যবহারের জন্য জঙ্গম অর্থাৎ প্রাণী হইতে যে সকল দ্রব্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে সেগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) সাক্ষাৎ সেই প্রাণী যেমন—রক্তমোক্ষণ জন্য জলোকাযোজনা, যক্ষ্মরোগীর ছাগসেবা ইত্যাদি। (২) মৃত প্রাণী বা প্রাণ্যঙ্গাদি যেমন—প্রবাল, কড়ি, শঙ্খ, মুক্তা, শুক্তি, মাংস, রক্ত, বসা, মজ্জা, চর্ম্ম, অস্থি, স্নায়ু, শৃঙ্গ, নখ, ক্ষুর, জিহ্বা, অন্ত্র, কেশ ইত্যাদি। (৩) প্রাণিদেহসমুদ্ভূত ও (৪) প্রাণিদ্বারা রচিত—প্রাণিদেহজাত যথা—বিষ্ঠা, মূত্র, পিত্ত, লালা, দুগ্ধ, ডিম্ব, গরল, কস্তূরী ইত্যাদি। প্রাণিদ্বারা রচিত যথা—মধু, লাক্ষা ইত্যাদি। উদ্ভিদ্‌ হইতে কন্দ, মূল, ত্বক্‌, সার, কাষ্ঠ, নির্য্যাস (আঠা), পত্র, ক্ষার (যবক্ষারাদি), ক্ষীর, ফল, পুষ্প, শুঙ্গ (অবিকশিত পত্রমুকুল) অঙ্কুর ইত্যাদি এবং পার্থিব দ্রব্যের মধ্যে মৃত্তিকা, প্রস্তর, পারদ, স্বর্ণাদিধাতু, মনঃশিলা, হরিতাল্‌ লবণ, ফটকিরি, সোহাগা, হিরাকস, স্বর্ণমাক্ষিক, তুথ, সর্জ্জিকা ইত্যাদি ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে ঔদ্ভিদ্‌ দ্রব্যের গুণাদি লিখিত হইয়াছে এবং "রসৌষধিদর্পণে" জাঙ্গম ও পার্থিব দ্রব্যের গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে।

জাঙ্গম, ঔদ্ভিদ, পার্থিব এই ত্রিবিধ দ্রব্য নরজাতির ব্যাধিপ্রশমন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন। এই ত্রিবিধ দ্রব্যের যথোপযুক্ত যোজনা দ্বারা মনুষ্যের হিতসাধন হইয়া থাকে। সুশ্রুত বলিয়াছেন—"তস্যোপকরণমন্যৎ"—মনুষ্য উপকার্য্য এবং এই ত্রিবিধ দ্রব্য তাহার উপকরণ। অর্থাৎ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের উপকার ও ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। নরায়ুর্ব্বেদের এইরূপ নরপক্ষপাতিত্ব শোভা পাইতে পারে কিন্তু অখণ্ড আয়ুর্ব্বেদ (নরায়ুর্ব্বেদ, গজায়ুর্ব্বেদ, অশ্বায়ুর্ব্বেদ, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যাহার শাখামাত্র) একথা বলিতে পারেন না। মাংসবিশেষ ভোজনে মানুষের কোন ব্যাধি প্রশমিত হয় বলিয়া মাংসকে যদি মানুষের উপকরণ বল, তাহা হইলে বৃক্ষের বহু পীড়া মাংস

ব্যবহারে প্রশমিত হয় বলিয়া * মাংসকে বৃক্ষের উপকরণ বলিবে না কেন? শূকর মাংস অবস্থা বিশেষে মানুষের হিতকর হয় বলিয়া, শূকর যদি মানুষের উপকরণ হয়, তাহা হইলে মানুষের বিষ্ঠা ভোজনে শূকর পুষ্টিলাভ করে বলিয়া মানুষকেও শূকরের উপকরণ বলিতে হয়। বৃক্ষ লতাদির ত্বক্‌পত্রে মানুষের উপকার হয় বলিয়া বৃক্ষলতাদিকে যদি মানুষের উপকরণ বলি তাহা হইলে মানুষের পরিত্যক্ত শ্বাসবায়ু গ্রহণ করিয়া বৃক্ষলতাদি পুষ্ট হইতেছে বলিয়া মনুষ্যই বা বৃক্ষলতাদির উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না কেন? অতএব অখণ্ড আয়ুর্ব্বেদ, মানুষ উপকার্য্য আর ধরণীর যাবতীয় দ্রব্য তাহার উপকরণ একথা না বলিয়া, ভূতগণ পরস্পর পরস্পরের উপকার্য্য উপকরণ এই কথই বলিবেন। তবে মানুষের বাতব্যাধি হইলে ছাগ হত্যা করিয়া তাহার যেমন ছাগলাদ্যঘৃত প্রস্তুত করিবার শক্তি আছে, বৃক্ষের ত্বক্‌পত্র ক্রিমি-ভক্ষিত হইলেও প্রাণি-হত্যা করিয়া তাহার স্বীয় রোগপ্রতীকারের শক্তি নাই বলিয়াই যদি মানুষকে উপকার্য্য আর বৃক্ষকে তাহার উপকরণ বলা হয়, তাহা হইলে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? যাহা হউক এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

যাবতীয় দ্রব্য পঞ্চভূতাত্মক হইলেও যে দ্রব্যে যে ভূতের উৎকর্ষ লক্ষিত হয় তদনুসারেই সেই দ্রব্যের নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। যেমন পঞ্চভূতারব্ধ হইলেও যে দ্রব্যে ক্ষিতির উৎকর্ষ থাকে তাহাকে পার্থিব, যাহাতে জলের তাহা আপ্য, যাহাতে তেজের তাহা তৈজস এবং যাহাতে বায়ুর তাহা বায়বীয় এবং যাহাতে আকাশের তাহা আকাশীয় দ্রব্য নামে অভিহিত হয়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু এই পার্থিবাদি অন্যতম ভেদের অন্তর্গত। দ্রব্যের গুণ এবং কর্ম্ম দেখিয়া পার্থিব আপ্য প্রভৃতি ভেদ নির্ণয় করিতে হয়। নিম্নে পার্থিবাদি দ্রব্যের গুণ, কর্ম্ম লিখিত হইতেছে।

যে দ্রব্যগুণ স্থূল, সার, সান্দ্র (গাঢ়) মন্দ (তীক্ষ্ণ বিপরীত) স্থির, খর, গুরু (চিরপাকি) কঠিন, গন্ধবহুল ঈষৎ কষায় রস এবং প্রধানতঃ মধুর ও যাহার কার্য্য স্থিরত্বকর, বলকর, কাঠিন্যজনক, স্থূলতা সম্পাদক এবং বিশেষতঃ অধোগতি-স্বভাব তাহা পার্থিব দ্রব্য। যে দ্রব্য গুণে শীত, স্তিমিত (আর্দ্র), স্নিগ্ধ, মন্দ, গুরু, সর, সান্দ্র, মৃদু, পিচ্ছিল, রসবহুল, স্বাদে ঈষৎ অম্ল, ঈষৎ কষায়, ঈষৎ লবণ ও প্রধানতঃ মধুর এবং যাহা কার্য্যে স্নিগ্ধকর, প্রহ্লাদজনক, ক্লেদজনক, বন্ধনকর ও বিষ্যন্দনকর তাহা আপ্য। যে দ্রব্য গুণে উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, খর, লঘু, বিশদ, রূপগুণ বহুল, ঈষৎ অম্লরস, ঈষৎ লবণ, প্রধানতঃ কটুরস উর্দ্ধগতি স্বভাব এবং যাহা কার্য্যে—দহন (ভস্মসাৎ করণ), পচন (আহারাদির), দারণ (ব্রণাদির), তাপন (শরীরের) প্রকাশন (অভিব্যক্ত), প্রভাও গৌরাদিবর্ণকর তাহা তৈজস। যে দ্রব্যগুণে—

* विवक्षतक्षुद्रोपेतं मनुष्यं मांसं हि दीपनम्। सर्व्वेषामग्निवृद्धेश्च ह्यात्मा दीपनमर्द्दनम्। अग्निपुराणे—ह्यायुर्व्वेदः।

সূক্ষ্ম, রুক্ষ. খর, শিশির, লঘু, বিশদ, স্পর্শবহুল, ঈষৎ তিক্ত প্রধানতঃ কষায় রস এবং যাহা কার্য্যে বৈশদ্যজনক, লঘুতোৎপাদক, অবৃষ্য, রুক্ষতাজনক এবং মনে নানাবিধ চিন্তা জন্মাইতে পারে তাহা বায়বীয়। যে দ্রব্য গুণে—শ্লক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, মৃদু, ব্যবায়ি, বিশদ, বিবিক্ত অব্যক্ত রস ও শব্দ বহুল এবং যাহা কার্য্যে মার্দ্দবকর, ছিদ্রোৎপাদক ও লাঘবকর তাহা আকাশীয় দ্রব্য।

এক্ষণে দেখা গেল যে "অনেন নিদর্শনেন নানৌষধীভূতং জগতি কিঞ্চিদ্‌দ্রব্য মস্তি" এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের যাবতীয় দ্রব্যই পাঞ্চভৌতিকএবং সমস্ত দ্রব্যই ঔষধ। পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যেরই রোগপ্রশমন ও স্বস্থানুবর্ত্তনের শক্তি আছে—কেবল বুঝিয়া যোজনা করিতে জানিলেই কর্ম্মকর হয়। অযথা প্রযুক্ত হইলে উহারাই আবার বিবিধ দুঃখের হেতু হইয়া থাকে। চরক বলিয়াছেন—কিঞ্চিদ্দোষপ্রশমনং কিঞ্চিদ্ধাতুপ্রদূষণম্। স্বস্থবৃত্তৌ মতং কিঞ্চিত্রিবিধং দ্রব্যমুচ্যতে"। কোন দ্রব্য কুপিত বায়ুপিত্তকফ প্রশমিত করে, কোন দ্রব্য শরীরের প্রকৃতিস্থ রসরক্ত মাংসাদিকে বিকৃত করে আবার কোন দ্রব্য শরীরের স্বস্থতা রক্ষা করে। দ্রব্য যদ্দ্বারা (রস, বীর্য, প্রভাব) কার্য্য করে তাহাই দ্রব্যের বীর্য্য বা শক্তি। যেরূপে (সংস্কার বা কল্পনাদ্বারা) কার্য্য করে তাহাকে উপায় বলে। রসবীর্য্যাদির বিষয় পরে বলিব! সংপ্রতি সংস্কার ও কল্পনা দ্বারা দ্রব্যের যে কর্ম্ম ভেদ অর্থাৎ গুণান্তরোৎপত্তি হইয়া থাকে তাহাই সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

(১) **কাল**—আবস্থিক ও নিত্যগ দ্বিবিধ কাল দ্রব্যের গুণান্তরের কারণ—আবস্থিক যথা—কাঁচাবেল, কাঁচাকুমড়ার এক গুণ, পরিপুষ্ট বা পরিপক্ক বিল্ব ও কুষ্মাণ্ডের অন্যগুণ। নূতন ঘৃত বা গুড়ের সহিত পুরাণ ঘৃত বা গুড়ের গুণের বহু পার্থক্য আছে। টাটকা জিনিষের একগুণ বাসি জিনিষের অন্যগুণ। নিত্যগ যথা—ঋতু বিশেষে ওষধির রুক্ষ, স্নিগ্ধত্বাদি গুণান্তর। (২) **সংস্কার ও কল্পনা**। সংস্কার ও কল্পনা বিশেষ দ্রব্যের গুণান্তর জন্মাইয়া থাকে। ধান হইতে সংস্কার বিশেষে প্রস্তুত তণ্ডুল, চিড়া, চাল ভাজা, মুড়ি, খৈ প্রভৃতির গুণান্তরের বিষয় আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। একই দ্রব্যের শীত কষায়, ফাণ্ট, কাথ ও স্বরসের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। বাহ্য প্রয়োগে কুলথ ঘর্ম্মরোধ করে এবং ভক্ষিত হইলে ঘর্ম্মপ্রদ। (৩) **অঙ্গবিশেষে** গুণান্তর, একই পটোল ক্ষুপের মূল বিরেচক, পত্র পিত্তঘ্ন, নাড়া কফঘ্ন এবং ফল ত্রিদোষনাশক। (৪) **সংযোগে**—সংযোগে দ্রব্যের গুণান্তর হয় যেমন মৎস্যের সহিত দুগ্ধ, তুল্য পরিমাণ মধু ও ঘৃত ইত্যাদি। (৫) **দেশ**—দেশেভেদেজাত একই দ্রব্যের গুণান্তর অনুভব সিদ্ধ ও শাস্ত্র প্রসিদ্ধ যথা—দেশান্তরের দাড়িম মধুর, বঙ্গের দাড়িম কষায়াম্ল এবং যাস ও ধম্বযাস, লোধ্র ও শাবর লোধ্র প্রভৃতির গুণ ভিন্ন।

রস বীর্য্য বিপাক প্রভাব বিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

রসের লক্ষণ "রসনার্থোরস" দ্রব্যের যে গুণ আমরা জিহ্বা দ্বারা জানিতে পারি তাহাকে **রস** বলে।

স্থূলতঃ রসভেদ—রস, ছয় প্রকার—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায়। ক্ষার রস নহে। এই মধুরাদি রস দ্রব্যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত দ্বিবিধ ভাবে অবস্থিত। কোন দ্রব্যের (শুষ্ক বা আর্দ্র) জিহ্বার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবামাত্র যে রসের উপলব্ধি হয় বা আস্বাদ অন্তে বহু পশ্চাৎ যে রস অনুভূত হয়, তাহা উহার ব্যক্তরস, যেমন যষ্টিমধুর মধুরত্ব জিহ্বার সহিত সম্বন্ধ মাত্র ব্যক্ত এবং ঈষৎ তিক্তত্ব আস্বাদান্তে ব্যক্ত। অনেক দ্রব্যে এইরূপ একাধিক ব্যক্ত রস অনুভূত হইয়া থাকে। উদাহরণ—পক্কাম্র, আমলকী, রসোন প্রভৃতি। জিহ্বার সহিত পক্ক আম্রাদির সম্পর্ক স্থাপিত হইবা মাত্রই যুগপৎ রসযুগলের অনুভূতি হয় সুতরাং এই সকল দ্রব্যের দ্বিবিধ রসই আস্বাদমাত্রে ব্যক্ত বলিতে হইবে। পরিপক্ক আম্রের মধুর ও অম্ল এবং আমলকীর অম্লও কষায় এই দ্বিবিধ রসই আস্বাদমাত্রে ব্যক্ত। আচার্য্যগণ অনেকস্থলে দ্রব্য বিশেষের এমন রসের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা অস্মদীয় জিহ্বার বিষয়ীভূত নহে। উদাহরণ—আমলকীর রস নির্দ্দেশে সুশ্রুত বলিয়াছেন "অম্লং সুমধুরং তিক্তং কষায়ং কটুকং"—(সুঃ ৪৬ অঃ) আমরা পক্কাপক্ক কোন আমলকী ফলেই তিক্ত বা কটু রস অনুভব করিতে পারি না। আমলকীগত এই তিক্ত ও কটুরসই আমলকীর অব্যক্ত রস বা অনুরস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রব্যের অনুরস কর্ম্মদর্শন দ্বারা অনুমিত হয়। অনুরসের এই অর্থ করিলে বিপাকের সহিত ভেদ থাকে না এই জন্য কেহ কেহ বলেন দ্রব্যের আর্দ্রাবস্থায় যে রস অনুভূত হয় কিন্তু শুষ্কাবস্থায় অনুভূত হয় না তাহাই অনু বা অব্যক্ত রস। পিপ্পলীর আর্দ্রাবস্থায় মধুর রস ব্যক্ত থাকে কিন্তু শুষ্কাবস্থায় থাকে না, তখন কটু হয়। অতএব পিপ্পলীর 'অনুরস মধুর, ব্যক্ত রস কটু।

অতঃপর ভূতসংসর্গে **রসের উৎপত্তি** লিখিত হইতেছে। **মধুরঃ—'ভূম্যম্বুগুণবাহুল্যাৎ মধুরঃ'**—মধুররস, ভূমি ও অম্বু গুণ বাহুল্যে জাত। **অম্লঃ—'ভূম্যগ্নিগুণবাহুল্যাৎ অম্লঃ'**—অম্লরস, পৃথিবী এবং অগ্নিগুণ বাহুল্যেজাত। **লবণঃ—'তোয়াগ্নিগুণবাহুল্যাৎ লবণঃ'**—লবণ রস, জল এবং অগ্নিগুণ বাহুল্যেজাত **কটুকঃ—'বায়ৃগ্নিগুণবাহুল্যাৎ কটুকঃ'**—কটুরস, বায়ু ও অগ্নিগুণ বাহুল্যেজাত। **তিক্তঃ—বায়্বাকাশগুণবাহুল্যাৎ তিক্তঃ'**—তিক্তরস, বায়ু ও আকাশগুণ বাহুল্যেজাত। **কষায়ঃ—'পৃথিব্যনিলগুণবাহুল্যাৎ কষায়ঃ'**—কষায়রস, পৃথিবী ও বায়ুগুণ বাহুল্যেজাত। এস্থলে এরূপ আশঙ্কা

হইতে পারে যে যদি জল ও অগ্নি গুণবাহুল্যে লবণ রস হয় এবং ভূমিও অগ্নি গুণবাহুল্যে অম্লরস হয় তাহা হইলে উক্ত জলের লবণাস্বাদ এবং উত্তপ্ত মৃৎকপালের অম্লাস্বাদ হয় না কেন? তাহা হইতে পারে না। যে কোনরূপে ভূতদ্বয়ের সংযোগেই রসোৎপত্তি হয় না। বিশিষ্ট পরিণতি অপেক্ষা করে। এই বিশিষ্ট পরিণতি মনুষ্য-সাধ্য নহে—বিভিন্ন উদ্ভিদ্ দেহে এই বিশিষ্ট পরিণতি বিচিত্রভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে, অতএব একই ক্ষিতি জল উত্তাপাদির সাহায্যে ইক্ষুদণ্ডে মধুর নিম্ববৃক্ষে তিক্ত এবং নিম্ববৃক্ষ অম্লরসের উৎপত্তি হইতেছে।

উক্ত ছয়টী রস পরস্পর সংযোগে ৬৩ প্রকার হয় যথা—

स्वादुरम्लादिभि र्योगं शेषैरम्लादयः पृथक्। यानि पञ्चदशैतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु। पृथगम्लादियुक्तस्य योगः शेषैः पृथग्भवेत्। मधुरस्य तथाम्लस्य लवणस्य कटोस्तथा। त्रिरसानि यथासंख्यं द्रव्याण्युक्तानि विंशतिः। वक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दशपञ्च च। स्वाद्वम्लौ सहितौ योगं लवणाद्यैः पृथग्गतौ। शेषैः पृथग् पृथग् यातश्चतुष्कं रससंख्यया। सहितौ स्वादुलवणौ तद्वत् कट्वादिभिः पृथक्। युक्तौ शेषैः पृथग् योगं यातः स्वादूषणौ तथा। कट्वाद्यैरम्ललवणौ संयुक्तौ सहितौ पृथक्। यातः शेषैः पृथग् योगं शेषैरम्लकटू तथा। युज्येते तु कषायेण सतिक्तौ लवणोषणौ। षट्तु पञ्चरसान्याहुरेकैकस्यापवर्ज्जनात्। षट् चैवैकरसानि स्यु रेकं षड्रसमेव तु। इति त्रिषष्टिर्द्रव्याणां निर्द्दिष्टा रससंख्यया।

রসের লক্ষণ—সুলভ প্রতীতির জন্য রসের কর্ম্মাখ্য লক্ষণ কথিত হইতেছে।

"मधुरः"—यः परितोष मुत्पादयति प्रह्लादयति तर्पयति, जीवयति, मुखावलेपं जनयति श्लेष्माणं चाभिवर्द्धयति स मधुरः। "अम्लः"—यो दन्तहर्ष मुत्पादयति, मुखास्रावमुत्पादयति सोऽम्लः। "लवणः"—यो भक्तरुचिमुत्पादयति कफप्रसेकं जनयति मार्द्दवञ्चापादयति स लवणः। "कटुकः"—यो जिह्वाग्रं बाधते, उद्वेगं जनयति, शिरो गृह्णाति, नासिकाञ्च स्रावयति स कटुकः। "तिक्तः"—यो गले चोषमुत्पादयति, मुखवैशद्यं जनयति, भक्तरुचिं चापादयति हर्षञ्च स तिक्तः। "कषायः"—यो वक्त्रं परिशोषयति, जिह्वां स्तम्भयति, कण्ठं बध्नाति, हृदयं कर्षति पीडयति च स कषायः।

রসের গুণনির্দ্দেশ। **'मधुराम्ललवणाः वातघ्नाः'**—মধুর, অম্ল ও লবণরস বায়ু প্রশমন। **कटुतिक्तकषाया वातवर्द्धनाः**—কটুতিক্ত কষায়রস বায়ু বর্দ্ধক। **'मधुर-तिक्तकषाया पित्तघ्नाः'**—মধুর, তিক্ত ও কষায় রস পিত্তপ্রশমন। **कट्वम्ललवणाः**

पित्तवर्द्धनाः—কটু, অম্ল, লবণরস পিত্তবর্দ্ধক। **'कटुतिक्तकषायाः श्लेष्मघ्नाः'**—কটু (ঝাল) তিক্ত ও কষায় রস শ্লেষ্ম প্রশমন। **मधुराम्ललवणाः श्लेष्मवर्द्धनाः**—মধু, অম্ল, লবণ রস কফবর্দ্ধক।

"मधुरः" रसरक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जौजःशुक्रस्तन्यवर्द्धनः, चक्षुष्यः, केश्यः, वर्ण्यः, बलकृत्, सन्धानः, शोणितरसप्रसादनः, बालवृद्धक्षतक्षीणहितः, षट्पदपिपीलिकानां इष्टतमः, तृष्णामूर्च्छादाहप्रशमनः, षड़िन्द्रियप्रसादनः, क्रिमिकफकरश्च। स एवं गुणोऽप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानः कासश्वासालसकवमथुवदनमाधुर्य्य स्वरोपघातक्रिमिगलगण्डानापादयति। तथार्व्वुद श्लीपदवस्तिगुदोपलेपाभिष्यन्द-प्रभृतीन् जनयति। "अम्लो" जरणः, पाचनः, पवननिग्रहणः, अनुलोमनः, कोष्ठविदाही, बहिःशीतः, क्लेदनः प्रायशो हृद्यः। स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो दन्तहर्ष-नयनसम्मीलन-रोमसंवेजन-कफविलयन-शरीरशैथिल्यानापादयति। तथाक्षताभिहतदग्धदष्टभग्नशूलरुग्नप्रच्युतावमूत्रित-विसर्पितच्छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्टादीनि पाचयत्याग्नेयस्वभावात् परिदहति कण्ठमुरोहृदयञ्चेति। "लवणः" संशोधनः, पाचनः, विश्लेषणः क्लेदनः, शैथिल्यकृत्, उष्णः, सर्व्वरसप्रत्यनीकः, मार्गविशोधनः सर्व्वशरीरावयवमार्दवकरः। स एवं गुणोऽप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानो गात्रकण्डूकोठ शोफवैवर्ण्य-पुंस्त्वोपघातेन्द्रियोपतापान् तथा मुखाक्षिपाकं रक्तपित्तवातशोणिताम्लीका-प्रभृतीनापादयति। "कटुको" दीपनः, पाचनः, रोचनः, शोधनः, स्थौल्यालस्यकफक्रिमिविषकुष्ठकण्डूपशमनः, सन्धिबन्धविच्छेदनः, अवसादनः स्तन्यशुक्रमेदसां उपहन्ता। स एवं गुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो भ्रममदगलताल्वोष्ठशोषदाह-सन्ताप-बलविघात-कम्पतोदभेदकृत्। करचरण-पार्श्व-पृष्ठ-प्रभृतिषु वातशूलानापादयति। "तिक्तः" छेदनः रोचनः, दीपनः, शोधनः, कण्डूकोठतृष्णामूर्च्छाज्वरप्रशमनः, स्तन्यशोधनः, विण्मूत्रक्लेदमेदोवसापूयोपशोषणश्च। स एवं गुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो गात्रमन्यास्तम्भाक्षेपकार्द्दितशिरःशूलभ्रमतोदभेदास्यवैरस्यानापादयति। "कषायः" संग्राहकः, रोपणः स्तम्भनः, शोधनः, लेखनः शोषणः पीड़नः, क्लेदोपशोषणश्च। स एवं गुणोऽप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानो हृत्पीड़ास्यशोषोदराध्मानवाक्यग्रहमन्यास्तम्भगात्रस्फुरणचुमुचुमायनाकुञ्चनाक्षेपणप्रभृतीनापदयति।

রসের বীর্য্য নির্দ্দেশ।—'तिक्तकषायमधुराः शीताः' सौम्याश्च।—

তিক্ত, কষায় ও মধুর রস শীত ও সৌম্য **'तिक्तकटुकषायाः रूक्षा आग्नेयाश्च'**—তিক্ত, কটু ও কষায় রস রুক্ষ ও আগ্নেয়। এই রসত্রয় **'बद्धविण्मूत्र मारुताः'**, ভোজনে মল, মূত্র ও অপানবায়ু রোধ করে। **'लवणाम्लमधुराः स्निग्धाः सृष्टविण्मूत्रमारुताः'**—লবণ অম্ল ও মধুর রস স্নিগ্ধগুণ; সেবনে মল, মূত্র, অপানবায়ু সুখে নির্গত হয়।

'लवणकषायमधुराः गुरवः'—লবণ, কষায় ও মধুর রস গুরু এবং **'अम्लकटुतिक्ताः लघवः'** অম্ল, কটু ও তিক্তরস লঘু।

"मधुरः" स्निग्धः शीतः गुरुश्च'—মধুর রস,—স্নিগ্ধ,শীত ও গুরু। **"लवणः" गुरुः स्निग्ध उष्णश्च'**—লবণরস—গুরু, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ। **"कटुकः" लघुः उष्णः रूक्षः**—কটুরস—লঘু উষ্ণ ও রুক্ষ। **"अम्लः" लघुः उष्णः स्निग्धः'**—অম্লরস,—লঘু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ **"तिक्तः" रूक्षः शीतः लघुः'**—তিক্তরস—রুক্ষ, শীত ও লঘু। **"कषायः" रूक्षः शीतः गुरुः'**—কষায়রস—রুক্ষ, শীত, গুরু।

দেখা যাইতেছে কটু, তিক্ত ও কষায় এই তিনটী রসই রুক্ষ বীর্য্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে রুক্ষত্বের কি ন্যূনাধিক্য আছে? মুনি বলেন **'रौक्ष्यात् कषायो रूक्षाणामुत्तमो मध्यमः कटुः। तिक्तोऽवरः।** অর্থাৎ রুক্ষবীর্য্যে কষায়রস শ্রেষ্ঠ, কটুরস মধ্যম এবং তিক্তরস অধম। লবণ, অম্ল এবং কটু এই তিনটী রসই উষ্ণবীর্য্য, কিন্তু ইহাদের উষ্ণত্বের তারতম্য আছে কি? মুনি বলেন **तथोष्णानामुष्णत्वाल्लवणः परः। मध्योऽम्लः कटुकस्त्वन्त्यः।** অর্থাৎ লবণরস প্রধান উষ্ণ, অম্লরস মধ্যম উষ্ণ এবং কটুরস অধম উষ্ণ। মধুর, অম্ল, লবণ, এই তিনটী রসই স্নিগ্ধ বীর্য্য কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্নিগ্ধত্ব সম্পর্কে উত্তমাধম কে? মুনি বলেন **स्निग्धानां मधुरः परः। मध्योऽम्लो लवणस्त्वन्त्यः।'** অর্থাৎ মধুররস প্রধান স্নিগ্ধ, অম্লরস মধ্যম স্নিগ্ধ এবং লবণরস অধম স্নিগ্ধ। মধুর, তিক্ত, কষায়, তিনটী রসই শীতগুণ কিন্তু **'तिक्तात् कषायो मधुरः शीताच्छीततरः परः'** শীতগুণে তিক্তরস অপেক্ষা কষায়রস এবং কষায়রস অপেক্ষা মধুর রস শ্রেষ্ঠতর। মধুর লবণ ও কষায় এই তিনটী রসই গুরু কিন্তু **'स्वादुर्गुरुत्वादधिकः कषायाल्लवणोऽवरः'**—গুরুত্বে মধুর রস প্রধান, কষায়রস মধ্যম এবং লবণরস অধম। অম্ল, কটু, তিক্ত এই তিনটী রসই লঘু কিন্তু—**'अम्लात् कटुस्ततस्तिक्तो लघुत्वादुत्तमोमतः'** লঘুত্বে অম্লাপেক্ষা কটু এবং কটু অপেক্ষা তিক্ত শ্রেষ্ঠতর। কাহার মতে লঘুত্বে লবণরস অধম।

রসের বিশেষ বীর্য্য যাবতীয় তিক্ত, কষায় ও মধুর রস শীতবীর্য্য কিন্তু—**'मधुरं किञ्चिदुष्णं स्यात् कषायं तिक्तमेव च। यथा महत् पञ्चमूलं यथाब्जानूपमामिषम्'**

তিক্ত, কষায় ও মধুর দ্রব্য কুত্রাপি উষ্ণবীর্য্যও হইয়া থাকে, যথা—মহৎপঞ্চমূল ও অনূপমাংস। যাবতীয় লবণ ও অম্লরস উষ্ণবীর্য্য কিন্তু—'**লবণং সৈন্ধবং নোষ্ণ মম্লমামলকন্তথা**'। সৈন্ধবলবণ লবণরস এবং আমলকী অম্লরস হইয়াও উষ্ণ নহে। যাবতীয় তিক্তরস শীতগুণ কিন্তু—'**অর্কাগরুগুড়ূচীনাং তিক্তানামৌষ্ণ্যমিষ্যতে**' আকন্দ, অগরু এবং গুড়ূচী তিক্তরস হইলেও উষ্ণবীর্য্য।

নব প্রায়ো মধুরং শ্লেষ্মলমন্যত্র পুরাণশালিযবগোধূমমুদ্গমধুশর্করাজাঙ্গল-মাংসাৎ। প্রায়োঽম্লং পিত্তলমন্যত্র দাড়িমামলকাৎ। প্রায়োলবণমচক্ষুষ্য মন্যত্র সৈন্ধবাৎ। প্রায়স্তিক্তকটুকং বাতলমবৃষ্যং চান্যত্রামৃতাপটোলনাগর-পিপ্পলীলশুনাৎ। প্রায়: কষায়ং শীতং স্তম্ভনং চান্যত্র হরীতক্যা:'।

মধুররস শ্লেষ্মবর্দ্ধক বটে কিন্তু—পুরণ শালিধান্য, পুরাণ যব, পুরাণ গোধূম, পুরাণ মুদ্গ, পুরাণ মধু, শর্করা (সিতোপলা) এবং জাঙ্গলপ্রাণীর মাংস শ্লেষ্মজনক নহে। অম্লরস পিত্ত-বর্দ্ধক বটে কিন্তু দাড়িম ও আমলকীতে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। লবণরস চক্ষুর হিতকর না হইলেও সৈন্ধবলবণ নেত্রহিতকর। তিক্ত ও কটুরস বায়ুবর্দ্ধক এবং অবৃষ্য বটে কিন্তু গুড়ূচী, পটোলের নাড়ীও পত্র, তিক্ত হইলেও এবং শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও রসোন কটু হইলেও বাতল ও অবৃষ্য নহে। কষায়রস শীতগুণ ও স্তম্ভন বটে, কিন্তু হরীতকী স্তম্ভন নহে—রেচন। '**কিঞ্চিদম্লং হি সংগ্রাহি কিঞ্চিদম্লং ভিনত্তি চ। যথা কপিত্থং সংগ্রাহি ভেদি চামলকং তথা**'। কোন কোন অম্লরসান্বিত বস্তু সংগ্রাহি যেমন কপিত্থ। আবার কোন কোনটী বা ভেদি, যেমন আমলকী। অতএব সর্ব্বত্র রসানুসারে দ্রব্যের গুণনির্দ্দেশ করা যায় না। রসপ্রধান দ্রব্য খাদ্য এবং বীর্য্যপ্রধান দ্রব্য ঔষধ।

বীর্য্য।—বীর্য্য কি? "—**বীর্য্যন্তু ক্রিয়তে যেন যা ক্রিয়া। নাবীর্য্যং কুরুতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বা বীর্য্যকৃতা ক্রিয়া॥**

'যেন,' যে রস দ্বারা, বিপাক দ্বারা কিংবা প্রভাব দ্বারা কিংবা গুরু প্রভৃতি গুণ দ্বারা; 'যা' যে তর্পণ, হ্লাদন, শমনাদি ক্রিয়া, কৃত হয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই ক্রিয়ায় সেই রসাদির নাম বীর্য্য। অর্থাৎ এই অর্থে বীর্য্য ও শক্তি অভিন্ন। বৈদ্যকে "**রসবিপাক-প্রভাতিরিক্তো প্রভূতকার্য্যকারিণি গুণে বীর্য্যমিতিসংজ্ঞা**" রস, বিপাক, প্রভাব ভিন্ন দ্রব্যের যে প্রভূতকার্য্যকারি গুণ তাহার নাম বীর্য্য। ইহা বীর্য্যের পারিভাষিক লক্ষণ।

কাহার মতে বীর্য্য অষ্টবিধ যথা—মৃদু, তীক্ষ্ণ, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, উষ্ণ ও শীত। কাহার মতে দ্বিবিধ শীত ও উষ্ণ। অষ্টবিধ বীর্য্যবাদিগণ বলেন—মৃদু আদি শীতলান্ত এই অষ্টবিধ গুণের রস লঙ্ঘন পূর্ব্বক রস ব্যতিরিক্ত কার্য্যকারিত্ব আছে, কিন্তু পিচ্ছিল বিশদাদি

গুণের রস বিপরীত কার্য্যকারিত্ব প্রায় দৃষ্ট হয় না, সুতরাং রসাদির উপদেশ দ্বারাই পিচ্ছিলাদি কথিত হইয়াছে। পিচ্ছিলাদিগুণ—বীর্য্য নহে। অতএব বীর্য্যের অষ্টবিধত্বই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বীর্য্য যে রসকে নিরাশ করিয়া আত্মকর্ম্ম করিয়া থাকে সুশ্রুতাচার্য্যও একথা বলিয়াছেন—

'কেচিদষ্টবিধমাহুঃ'—উষ্ণং শীতং স্নিগ্ধং রূক্ষং বিশদং পিচ্ছিলং মৃদু তীক্ষ্ণং চেতি। এতানি বীর্য্যাণি 'স্ববলগুণোৎকর্ষাদ্রসমভিভূয়াত্মকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি'।

বীর্য্য অর্থাৎ মৃদুতীক্ষ্ণাদি অষ্টবিধ গুণ, কিরূপে ছয় রসকে অভিভূত করিয়া আত্মকর্ম্ম করিয়া থাকে সংপ্রতি তাহাই কিঞ্চিৎমাত্র উদাহৃত হইতেছে—কুলথ কষায়, কষায়রস বাতবৃদ্ধি-করে, কিন্তু কুলথ গত স্নিগ্ধবীর্য্য কষায় রসকে অভিভূত করিয়া স্নেহভাবাৎ বায়ুশমন করে। পলাণ্ডু কটুরস, কটুরসের ক্রিয়া বাতবৃদ্ধি, কিন্তু পলাণ্ডু গত স্নিগ্ধবীর্য্য কটুরসকে অভিভূত করিয়া স্নিগ্ধবীর্য্য হেতু বায়ু প্রশমন করে। ইক্ষুরস মধুর, মধুর রসের কার্য্য বায়ুশমন, কিন্তু ইক্ষুগত শীতবীর্য্য মধুর রসকে অভিভূত করিয়া শীতবীর্য্যত্ব হেতু বায়ুবৃদ্ধি করে। আমলকীফল অম্ল, অম্ল রসের কার্য্য পিত্ত প্রকোপ, কিন্তু আমলকীগত মৃদু শীতবীর্য্য অম্লরসের কার্য্য পিত্ত প্রকোপ নিরাশ করিয়া মৃদু শীতবীর্য্য হেতু পিত্ত প্রশম করে। সৈন্ধব লবণরস, লবণ রসের কার্য্যে পিত্তবর্দ্ধন, কিন্তু সৈন্ধবগত মৃদুশীত বীর্য্য অম্ল রসের কার্য্য পিত্তবর্দ্ধনকে অধঃকৃত করিয়া মৃদুশীতত্ব হেতু পিত্তপ্রশম করে। কাকমাচী তিক্ত, তিক্তরস পিত্তপ্রশমন, কিন্তু কাকমাচী গত উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরসের কার্য্য পিত্ত প্রশমনকে অভিভূত করিয়া আত্মকর্ম্ম পিত্তবর্দ্ধন করিয়া থাকে। কপিত্থ অম্ল, অম্লরস শ্লেষ্মবর্দ্ধন কিন্তু কপিত্থগত রূক্ষবীর্য্য অম্লরসের কার্য্য শ্লেষ্মবর্দ্ধনকে দূরীকৃত করিয়া, আত্মকর্ম্ম শ্লেষ্মপ্রশমন দর্শাইয়া থাকে। এস্থলে বীর্য্যকৃত রসাভিভবের নিদর্শন মাত্র প্রদর্শিত হইল।

দ্রব্যাশ্রিত বীর্য্যকর্ম্ম প্রদর্শিত হইল সংপ্রতি রসাশ্রিত বীর্য্যকর্ম্ম কথিত হইতেছে।

মধুর, অম্ল এবং লবণ রস বাত প্রশমন, কি যদি উহারা রূক্ষ, লঘু এবং শীত বীর্য্য হয় তাহা হইলে বায়ু প্রশমিত করিতে পারে না। মধুর, তিক্ত, কষায় রস পিত্ত প্রশমন; কিন্তু যদি উহারা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং লঘু বীর্য্য হয় তাহা হইলে পিত্ত শমন করিতে পারে না। কটু, তিক্ত, কষায় রস, শ্লেষ্মপ্রশমন কিন্তু যদি উহারা স্নিগ্ধ, গুরু এবং শীত বীর্য্য হয় তাহা হইলে উহারা শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত করে। বীর্য্যের লক্ষণ ও কর্ম্ম কথিত হইল। সংপ্রতি জিজ্ঞাসা, বীর্য্যের উপলব্ধি কিরূপে হয়? মুনি বলেন—**'বীর্য্যং যাবদধীবাসান্নিপাতাচ্চোপলভ্যতে।'** (চরকঃ)।

'যাবৎ অধীবাস' ও 'নিপাত' বীর্য্যোপলব্ধির হেতু। অধীবাস কি? একত্র অবস্থানকে অধীবাস বলে। 'যাবৎ অধীবাস' যতক্ষণ শরীরের সহিত একত্র অবস্থান করে। অর্থাৎ কোন বস্তুর বীর্য্য, সেই বস্তু ভক্ষণের পর হইতে উহা পরিপাকের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। যেমন আনুপ মাংসের বীর্য্য (উষ্ণতা), উহা ভোজনের পর হইতে পরিপাক শেষ হওয়া

পর্য্যন্ত থাকে। ইহাকেই "যাবদধীবাস" বলে। নিপাতের অর্থ শরীর সংযোগ। কোন কোন দ্রব্যের বীর্য্য শরীরের সহিত সেই সেই দ্রব্যের সংযোগ মাত্রই উপলব্ধি হয়, যেমন মরিচাদির তীক্ষ্ণত্বাদি। মরিচাদি দীপনীয় বস্তুর বীর্য্য, নিপাত ও অধীবাস উভয় দ্বারাই উপলব্ধ হয়। কচিৎ অনুমানে বীর্য্যানুভব হয়, যেমন সৈন্ধবগত শৈত্য। কচিৎ প্রত্যক্ষ দ্বারা বীর্য্য অনুমান হয়, যেমন রাজিকার তীক্ষ্ণতা ঘ্রাণে জানা যায়। সহজ ও কৃত্রিম ভেদে বীর্য্য দ্বিবিধ। মাষের গুরুত্ব, মুদ্গের লঘুতা স্বাভাবিক বীর্য্য এবং খৈএর লঘুত্ব কৃত্রিম বীর্য্য।

বিপাক।

আমাদের খাদ্য এক, দ্বি ত্রি চতুঃ পঞ্চ বা ষট্ রসের যে কোন রসাশ্রিত হউক না কেন গলাধঃকরণের পর আমাশয়, গ্রহণী ও পক্কাশয়ের স্থান-সম্বন্ধ-মহিমায় প্রধানতঃ মধুর অম্ল ও কটু হইয়া থাকে। ষট্ রসাশ্রিত ভুক্ত বস্তুর এই আদৌ মধুর মধ্যে অম্ল ও শেষে কটুত্বে পরিণতি রূপপাকত্রয়কে অবস্থা পাক বলে। অবস্থাপাক দ্বারা ভুক্ত বস্তু রস রূপে পরিণত হয় সেই রসরূপী ভুক্ত দ্রব্যের জাঠরাগ্নি কর্তৃক পুনঃ পাক হইয়া থাকে। এই পুনঃ পাকই বিপাক বা নিষ্ঠাপাক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—

জাঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্যদুদেতি রসান্তরম্। রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই—ছয় রসাশ্রিত অন্ন যদি অবস্থাপাকে মধুর, অম্ল, কটু এই রসত্রয়ে পরিণিত হয়, তবে প্রাকৃত কষায়াদিরসের বাতাদিজনকত্বের অবসর কোথায়? বস্তুত অবস্থা পাকে প্রাকৃত রসের সর্ব্বথা অভিভব হয় না। বিপাক কত প্রকার? কেহ বলে, আমরা দেখিতে পাই দুগ্ধকে পাক করিলে তাহার স্বাদের পরিবর্ত্তন হয় না, ক্ষেত্রে যব বপন করিলে সেই হয়মুদ্গ হয় না অতএব আমরা যে রসের বস্তু ভোজন করি তাহার বিপাক ও সেইরূপ হয় অর্থাৎ মধুর রসের বিপাক মধুর অম্লের বিপাক অম্ল কটুর বিপাক কটু ইত্যাদি। কেহ বলে বিভিন্ন রসের বস্তু একত্র মিশ্রিত করিলে আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করি যে, মিশ্রিত বস্তুতে যে রসের প্রাধান্য থাকে মিশ্রিত বস্তুর আস্বাদ সেইরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ দুর্ব্বল বলবানের বশীভূত হয় বিপাক সম্বন্ধেও এই নিয়ম ভুক্ত। বস্তুর মধ্যে যে রস বলবান্ হয় তদনুসারেই বিপাক বুঝিতে হইবে। কেহ বলে দোষানুসারে বিপাক—কফ বা বায়ুকফ হইতে মধুর বিপাক, পিত্তকফ হইতে অম্ল বিপাক এবং বাতপিত্ত কফ হইতে কটু বিপাক হয়। রসসম বিপাক কিম্বা বলবৎ পরাধীনতা এই দুই পক্ষ নিষ্ঠাপাকে চিন্তনীয় নহে কেন না রসের গুণাদি বলাতেই উহাদের বিষয় বলা হইয়াছে। দোষাবস্থা জন্য বিপাক প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই এবং শাস্ত্রে ও তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই সুতরাং এই মতকে সর্ব্বথা উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। চরকের মতে বিপাক তিন প্রকার—মধুর, অম্ল ও কটু

কটুতিক্তকষায়াণাং বিপাকঃ প্রায়শঃ কটুঃ। অম্লোঽম্লং পচ্যতে স্বাদুর্মধুরং লবণস্তথা। সুশ্রুতের মতে বিপাক দ্বিবিধ মধুর ও কটু। বিপাক ত্রিবিধ বা দ্বিবিধ যাহাই হউক আদৌ বিপাক সম্ভব কিনা তাহাই চিন্তনীয়। অবস্থাপাকের চরমাবস্থায় ছয়রসান্বিত আহার কটু রসে পরিণত হইয়া থাকে সুতরাং তখন তিক্ত ও কষায় রস কোথায় যে তাহার বিপাক নির্দ্দেশ করিতেছ? পাক শব্দের অর্থ তেজঃ সংযোগ সুতরাং দ্রব্যেরই পাক হয় রসের পাক সম্ভব নয়। অবস্থাপাকের পর রসকারণভূত কটু তিক্ত কষায় দ্রব্যের যে পুনঃ পাক হয় তাহাই বিপাক। সুতরাং বিপাকের অনুপপত্তির আশঙ্কা নিরাকৃত হইল। এতগুলি বিপাক স্বীকারের প্রয়োজন কি? কেবল রসের বিপরীত বিপাক (যেমন লবণের মধুর, তিক্তকষায়ের কটু) স্বীকার করিলেই হয়। রস-সমানবিপাক (যেমন অম্লের অম্ল মধুরের মধুর কটুর কটু) স্বীকারের প্রয়োজন কি? এস্থলে রসের গুণানুসারেই বিপাক জ্ঞান হইবে। সমরস বিপাক স্থলেও অনুগুণ বিপাকের উল্লেখ করিতে হইবে। নচেৎ লবণের মধুরবিপাকের ন্যায় সমরসবিপাক স্থলেও বিসদৃশ রসান্তরের উৎপত্তির শঙ্কা হইতে পারে। রসস্বভাব, অবস্থা পাক ও নিষ্ঠাপাক বা বিপাক পরস্পর বাধক না হইয়া কিরূপে স্বস্ব কার্য্য করে অতঃপর তাহাই আলোচিত হইতেছে। মধুর, অম্ল ও লবণ রস স্বভাবতঃ শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত করে। মধুরাম্ল লবণরসাশ্রিত বস্তু ভুক্ত হইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থাপাকে মধুর ও অম্ল হওয়ায় প্রাকৃতরসের অনুগুণ হইল অর্থাৎ মধুরাম্ল লবণরস যেমন স্বভাবতঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধক উহাদের অবস্থাপাক মধুর অম্ল ও তদ্রূপ শ্লেষ্মবর্দ্ধক হইল। ইহার ফলে বহু শ্লেষ্মা জন্মিবে নিশ্চয় হইল। তারপর তৃতীয় অবস্থাপাকে, উহাদের কটুপাক হওয়ায় এই তৃতীয় অবস্থাপাক প্রাকৃতরসের অনুগুণ হইল না। ইহার ফলে কটুরসের কার্য্য বা বৃদ্ধি বহু পরিমাণে না হইয়া অত্যল্প পরিমাণে হইবে, কেন না প্রাকৃতরস মধুরাম্ললবণ বাতবর্দ্ধনের পক্ষে বিরুদ্ধ। সর্ব্বশেষে এই মধুরাম্ল লবণের বিপাক চিন্তা করা যাউক—মধুরের বিপাক মধুর অম্লের বিপাক অম্ল এবং লবণের বিপাক মধুর সুতরাং প্রাকৃত রসত্রয়ের বিপাক মধুর ও অম্ল হইতেছে। এই মধুরাম্ল ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক সুতরাং রস স্বভাব অবস্থা পাক এবং বিপাক পরস্পরের বাধক না হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে দেখা গেল। এক্ষণে কটুতিক্ত কষায় রস লইয়া দেখা যাউক। কটুতিক্ত কষায় রস বাতবর্দ্ধক। ইহারা প্রথম অবস্থাপাকে মধুর হওয়ায় প্রাকৃত রসের বিপরীতগুণ হইল ইহার ফলে ভুক্ত কটুতিক্ত কষায় রসাশ্রিত দ্রব্য তাদৃশ বায়ুবর্দ্ধক হইবে না; কারণ অবস্থাপাকজ মধুররস বাত প্রশমন। দ্বিতীয় অবস্থাপাকে অম্লপাক হইবে, অম্লরস বায়ুপ্রশমক সুতরাং এস্থলেও বহু বায়ুবর্দ্ধক হইতে পারিল না। তৃতীয় অবস্থাপাক ও বিপাকে উহারা কটু হওয়ায় বায়ু বহুল বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং কটুতিক্তকষায় রসাশ্রিত বস্তু স্বভাবতঃ প্রথমে যেমন বাতবর্দ্ধক ছিল বিপাকে অনুগুণ হওয়ায় তাহাদের সেই গুণ বর্দ্ধিত হইবে ইহাই বুঝিতে পারা গেল।

বিপাকাখ্য রস বিশেষ যখন জিহ্বাগ্রাহ্য নহে তখন বিপাক কিরূপে বুঝা যাইবে? **"বিপাকঃ কর্ম্মনিষ্ঠয়া"** কর্ম্ম দেখিয়া বিপাক অনুমান করিতে হয়। শুণ্ঠী রসে কটু, বীর্য্যে উষ্ণ। কটু বস্তু অবৃষ্য, শুণ্ঠী কিন্তু কটু হইলেও বৃষ্য। এই বৃষ্যরূপ কর্ম্ম দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে শুণ্ঠী বিপাকে মধুর। মধুরাদি বিপাকের লক্ষণ কি? মধুর বিপাক হইলে মল মূত্র সুখে নির্গত এবং কফও শুক্রবর্দ্ধিত হয়। অম্লবিপাক হইলে পিত্তবর্দ্ধিত, শুক্রনাশ এবং মল মূত্রের অক্লেশে নির্গম হয়। কটু বিপাক হইলে অপান বায়ু মল মূত্রের রোধ ও শুক্রনাশ হয়। দ্রব্যের বিশিষ্টত্ব ভেদে বিপাক লক্ষণের অল্প ভূয়িষ্ঠতা হইয়া থাকে। দ্রব্য মধুর মধুরতর বা মধুরতম হইলে বিপাকও হীন মধ্যমোত্তম হইবে।

প্রভাব।

প্রভাব কি?—**'প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে' (চরকঃ)**। রস, বীর্য্য বিপাকের অতীত দ্রব্যগত শক্তিকে প্রভাব বলে **'রসাদিসাম্যে যৎকর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্'** দুইটীবস্তু রস, বীর্য্য ও বিপাকে পরস্পর তুল্য হইলেও একাপেক্ষা অপরের যে গুণ বিশিষ্টত্ব লক্ষিত হয় তাহা প্রভাব কৃত বুঝিতে হইবে। উদাহরণ—**'দন্তীরসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনী। মধুকস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনম্'। (বাগ্‌ভটঃ)**

দন্তী এবং চিতার রস, বীর্য্য, বিপাক তুল্য হইলেও দন্তী বিরেচন, চিতা নহে। যষ্টিমধু এবং দ্রাক্ষা রসাদিতে তুল্য হইলেও দ্রাক্ষা বিরেচন, যষ্টিমধু নহে। ঘৃত এবং দুগ্ধ রসাদিতে তুল্য হইলেও ঘৃত দীপন দুগ্ধ নহে। অতএব দন্তী ও মৃদ্বীকার রেচনত্ব এবং ঘৃতের দীপনত্ব প্রভাবকৃত। যে দ্রব্যের রস, বীর্য্য, বিপাকের উৎকর্ষ অসম্ভব—পরস্পর সমভাবে স্থিত, সেখানে কে কার্য্যকারি? মুনি বলিয়াছেন—**"রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তানপোহতি। বলসাম্যে রসাদীনামিতি নৈসর্গিকং বলম্।"** বিপাক রসকে, বীর্য্য রস ও বিপাককে এবং প্রভাব, রস, বিপাক ও বীর্য্যকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে।

প্রশস্ত ভূমি—যত্রতত্র জাত উদ্ভিদ্ হীন গুণান্বিত হয়, অতএব ঔষধকার্য্যে ব্যবহার করা বিধি নহে। কিরূপ ভূমিতে জাত ভেষজদ্রব্য বীর্য্যবান্ ও ঔষধকার্য্যে প্রশস্ত সংপ্রতি তাহাই লিখিত হইয়াছে। যে ভূমিতে গর্ত্ত, খোলাম কুচি, কাঁকর, পাষাণ, বালুকা উইঢিপি নাই, যাহা উচ্চ নহে, যাহার নিকটেও শ্মশান, দেবালয় ও বধস্থান নাই, যে ভূমি ক্ষারান্বিত নহে, যাহা চিক্কণ, যাহার নিকট জলাশয় আছে, যাহা অঙ্কুর প্ররোহ জননের অনুকূল, কোমল, স্থির, সমতল বর্ণতঃ কৃষ্ণ, সুবর্ণবর্ণ বা লোহিত, এইরূপ ভূমি ভৈষজ্যোদ্যানের জন্য নির্ব্বাচন করিবে। অতঃপর বিশেষবিধি কথিত হইতেছে। যে ভূমিজাত বৃক্ষ ও শস্য স্থূল হইয়া থাকে সে ভূমি **ক্ষিতিগুণ** ভূয়িষ্ঠ, যে ভূমি চিক্কণ, শীতল, জলসন্নিহিত, শুক্ল এবং যদুপরি জাত শস্য ও তৃণ স্নিগ্ধ এবং যাহা কোমল, বৃক্ষ বহুল সেই ভূমি **অম্বু গুণ** ভূয়িষ্ঠ। যাহা নানা বর্ণ,

ক্ষুদ্র পাষাণময়, যাহা প্রবিরল, অল্প, পাণ্ডুবর্ণ বৃক্ষ ও লতা বহুল, তাহা **অগ্নিগুণ** ভূয়িষ্ঠ। যাহা রুক্ষ, ভস্ম এবং গর্দ্দভতুল্য বর্ণ, ক্ষীণ, রুক্ষ, কোটরযুক্ত ও অল্পরস বৃক্ষ সমন্বিত, তাহা **বায়ুগুণ** ভূমিষ্ঠ। যাহা কোমল, সমতল, বিবরান্বিত, যাহার জল অব্যক্তরস, যাহাতে অসার বৃক্ষ জন্মে এবং যাহা মহাপর্ব্বত ও বৃক্ষ বহুল তাহা **আকাশগুণ** ভূয়িষ্ঠ। ক্ষিতি ও অম্বুগুণ ভূমিতে জাত বিরেচন দ্রব্য, অগ্নি, আকাশ ও বায়ুগুণ ভূমিতে জাত সংশমন দ্রব্য বলবত্তর হইয়া থাকে। প্রশস্ত ভূমি, সামান্য ও বিশেষভাবে কথিত হইল। অতঃপর কিরূপ ওষধি ঔষধকার্য্যে প্রশস্ত তাহাই কথিত হইতেছে। যে উদ্ভিদ্ প্রশস্ত ভূমিতে জাত, অথবা কৃমি ভক্ষিত, বিষদিগ্ধ বা শস্ত্রক্ষত নহে, যাহা পার্শ্ববর্ত্তী বলবত্তর বৃক্ষ দ্বারা আক্রান্ত নহে অর্থাৎ 'আওতায়' জন্মে নাই, যাহা সম্পূর্ণ প্রমাণ অর্থাৎ যাহার যতটুকু বাড়িবার বাড়িয়া গিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ রস, সম্পূর্ণ বীর্য্য ও সম্পূর্ণ গন্ধাদিযুক্ত, কাল, রৌদ্র, অগ্নি, জল, বায়ু ও কীট, যাহার গন্ধ, বর্ণ, রস, স্পর্শ ও প্রভাব দূষিত করে নাই এইরূপ উদ্ভিদ্ ঔষধার্থ প্রশস্ত জানিবে।

ঔষধ সংগ্রহের কাল দৃঢ়বল বলেন—শাখা ও পত্র বর্ষা ও বসন্তকালে সংগ্রহ করিবে। শীতকালে পত্র পতিত হইবার পর মূল গ্রহণ করিবে। ত্বক, কন্দ এবং আঠা শরৎকালে এবং হেমন্তে সার এবং যে ঋতুতে যাহার পুষ্প ফল হইয়া থাকে সেই ঋতুতে তাহার পুষ্প ফল গ্রহণ করিবে।

দ্রব্যানুসারিণী সূচী।

বনৌষধিদর্পণ।

অগুরু—अगरु।

अगरु (अगुरु), लोहम्, जोङ्गकम्। Aquilaria Agallocha, A. Ovata.

"उत्पत्तिबोधिका संज्ञा"—"क्रिमिजम्," "क्रिमिजग्धम्"। "गुणप्रकाशिका संज्ञा"—"वर्णप्रसादनम्"।

कटु तिक्तोष्णमगरु स्निग्धं वातकफापहम्। श्रुतिनेत्ररुजं हन्ति माङ्गल्यं कुष्ठनुत् परम्। "धन्वन्तरीयनिघण्टुः"॥ स्याद् "त्वगरुसारः" स्यात् सुधूम्यो गन्धधूमजः। [illegible] कटुकषायोष्णः सधूमामोदवातजित्। "कृष्णागरु" कटूष्णञ्च तिक्तं लेपे च शीतलम्। पाने पित्तहरं किञ्चित्त्रिदोषघ्नं मुदाहृतम्। "काष्ठागरु" कटूष्णञ्च लेपे रूक्षं कफापहम्। "दाहागरु" कटूष्णं केशानां वर्द्धनञ्च वर्ण्यञ्च। अपनयति केशदोषानातनुते सततञ्च सौगन्ध्यम्। "मङ्गल्यागरु" शिशिरं गन्धाढ्यं योगवाहिकम्। "राजनिघण्टुः॥" अगरूष्णं कटु त्वच्यं तिक्तं तीक्ष्णञ्च पित्तलम्। लघु कर्णाक्षिरोगघ्नं शीतवातकफप्रणुत्। कृष्णं गुणाधिकं तत्तु लौहवद्वारि मज्जति। अगरुप्रभवः स्नेहः कृष्णागरुसमो मतः। "भावप्रकाशः"॥ अगरु व्रणजित्तिक्तं कटूष्णं कफवातजित्। "राजवल्लभः"॥

वैद्यके व्यवहारः—(१) हिक्कायां काललोहम्—"मधुना संयुतं लेह्यं चूर्णं वा काललोहजम्" (चि: २१ अ:)। "चरकः"॥ (१) लवणमेहे अगरु—

"लवणमिश्रितं पाठागरुकषायम्" (चि: ११ अ:)। (२) दद्रुकुष्ठकिटिमेषु अगरुसारस्नेहः—"शिंशपागरुसारस्नेहा दद्रुकुष्ठकिटिमेषु" (चि: ३१ अ:)। "सुश्रुतः"॥ (१) कासे अगरु—"मधुनैव च जोङ्गकम्" (चि: ३ अ:)। (२) हिक्काश्वासयोः अगरु—"गुर्वागरु" (चि: ४ अ:)। "वाग्भटः"॥

অগরুর অন্বর্থসংজ্ঞা।

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"ক্রিমিজ," "কৃমিজগ্ধ"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"বর্ণপ্রসাদন"।

অগুরুর ভাষানাম—বাঙ্‌লা—অগুরু; হিন্দি, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতি, কর্ণাটী ও তামিলী ভাষায় "অগর্" নামে প্রখ্যাত। ইং—এলোউড্, সিংহলী—অগিল্।

অগুরুর উৎপত্তি কথা—শ্রীহট্টে অগুরু বৃক্ষ জন্মে*। বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয়। অগুরুসংগ্রাহকগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, অগুরুর বৃক্ষ অন্বেষণ পূর্ব্বক ছেদন করে। এবং কাণ্ড ও শাখার অসার কাষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া, নির্য্যাসবৎপদার্থযুক্ত সারকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই নির্য্যাসবৎপদার্থযুক্ত সারবান্ কাষ্ঠই অগুরু নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন স্থানে সংগ্রাহকেরা অগুরুবৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক, মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া রাখে। দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকায়, কাষ্ঠের অসার ভাগ জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তখন উত্তোলন পূর্ব্বক, অস্ত্রদ্বারা সহজে সারভাগ পৃথক্ করিয়া লয়। অগুরু বৃক্ষের সর্ব্বত্র নির্য্যাসবৎপদার্থ সঞ্চিত হয় না; বৃক্ষ যে যে স্থানে কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হয়, প্রায় সেই সেই স্থলেই উহা সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। এবং এই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা অগুরুকে "ক্রিমিজগ্ধ" ও "ক্রিমিজ" বলিতেন।

নানা প্রকার অগুরু—রাজ নিঘণ্টুকার—৪ প্রকার অগুরুর উল্লেখ করিয়াছেন—(১) কৃষ্ণাগুরু (২) কাষ্ঠাগুরু (৩) দাহাগুরু (৪) মঙ্গল্যাগুরু। ইহাদের মধ্যে দাহাগুরু গুর্জ্জরে এবং মঙ্গল্যাগুরু কেদারে প্রসিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নিঘণ্টুকারের মতে মঙ্গল্যাগুরু শ্রেষ্ঠ। রাজনিঘণ্টু রচয়িতা, প্রোক্ত অগুরুচতুষ্টয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা

---

* আসাম প্রদেশ প্রাচীনকাল হইতে অগুরু বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন "চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ। তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ।" (রঘু, ৪র্থ সর্গ)।

স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণাগুরুর "কৃষ্ণকাষ্ঠ" ও "গন্ধরাজ" নাম এবং তিক্ততা, কাষ্ঠাগুরুর "পীতক" ও "অসার" নাম, দাহাগুরুর "তৈলাগুরু" নাম এবং "আতমুতে সততঞ্চ সৌগন্ধ্যম্" পাঠ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ অনুমান করা যাইতে পারে। **ভাবপ্রকাশ-কার** অগুরুর চারি প্রকার ভেদ স্বীকার করেন নাই। নব্য লেখকেরা কৃত্রিম অকৃত্রিম নানা প্রকার অগুরুর বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা এই বিষয় বিশেষরূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **ডিমকের** পুস্তক পাঠ করিবেন।

অগুরুর পরীক্ষা—যে অগুরু জলে নিমজ্জিত হয় তাহা উত্তম, যাহা অর্দ্ধনিমজ্জিত হয় তাহা মধ্যম এবং যাহা ভাসিয়া থাকে তাহা অধম বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বাচার্য্যগণও এইরূপেই অগুরুর উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করিতেন। **ভাবপ্রকাশে** লিখিত আছে—"কৃষ্ণং গুণাধিকং তত্তু লৌহবদ্বারি মজ্জতি।" **উত্তম অগুরুর স্বরূপবর্ণন**—অগুরু কাষ্ঠখণ্ডের আকৃতি ও বর্ণ নানা প্রকার। সঞ্চিত নির্য্যাসবৎ পদার্থের ন্যূনাধিক্যানুসারে কোনটী ধূসর, কোনটী কটা রঙের, কোনটী বা কাল। শেষোক্তের নাম কৃষ্ণাগুরু—ইহাই উৎকৃষ্টতম। নির্য্যাসবৎ পদার্থ ত আর কাষ্ঠের সর্ব্বত্র সমভাবে সঞ্চিত হয় না; সুতরাং যে যে স্থলে নির্য্যাসবৎপদার্থবিহীন কাষ্ঠ থাকে, সংগ্রাহকেরা তত্তৎ স্থল বর্জ্জন করিবার জন্য কাষ্ঠের স্থানে স্থানে গর্ত্ত করে; অতএব অত্যুত্তম অগুরু কাষ্ঠের অঙ্গে বহু বিবর দৃষ্ট হয়। **পরীক্ষা**—যে অগুরু জলে নিমজ্জিত হয়, যাহা চর্ব্বণ করিলে দাঁতে জড়াইয়া ধরে, যাহার স্বাদ কষায় ও তিক্ত, পেষণ করিলে যাহা চোঁচের মত না হইয়া একবারে চূর্ণ হইয়া যায়, যাহার গন্ধ মনোরম এবং দগ্ধ করিলে সৌরভে দিক্ আমোদিত করে, সেই অগুরুই সর্ব্বোত্তম। শ্রীহট্টজাত অগুরুর মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার নাম "বরকি"। শ্রীহট্টে এই বরকির সের, বার হইতে ষোল টাকা। অধুনা জনসাধারণের নিকট অগুরু নিতান্ত অপরিচিত বস্তু। বণিক্‌গণ যে কোন একটা সুগন্ধি কাষ্ঠকে অগুরু বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, এবং লোকেও তুষ্ট হইয়া তাহাই অগুরু ভ্রমে ব্যবহার করে। অনেকে "অগুরুচন্দন"ও বলে। বলা বাহুল্য অগুরু ও চন্দন সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু।

ঔষধার্থ ব্যবহার—নির্য্যাসবৎ পদার্থ সমন্বিত কাষ্ঠ ও তৈল। **মাত্রা**—কাষ্ঠচূর্ণ এক হইতে দুই আনা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা। তৈল—৩০—৬০ বিন্দু।

বৈদ্যকে অগুরুর ব্যবহার।

চরক—হিক্কায় কৃষ্ণাগুরু—হিক্কারোগীকে মধুর সহিত কৃষ্ণাগুরু চূর্ণ সেবন করাইবে। (চিঃ ২১ অঃ)। **সুশ্রুত—সর্ব্বমেহে অগুরু**—যাহার

লবণমেহ হইয়াছে তাহাকে পাঠা ও অগুরুর কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **দদ্রু, কুষ্ঠ ও কিটিমরোগে** অগুরু তৈল—দদ্রু, কুষ্ঠ ও কিটিম নামক চর্ম্মরোগে অগুরু তৈল অভ্যঙ্গ করিতে দিবে। (চিঃ ৩১ অঃ)। **বাগ্‌ভট—কাসে** অগুরু—কাসরোগী মধুর সহিত অগুরু চূর্ণ সেবন করিবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **হিক্কাশ্বাসে** কৃষ্ণাগুরু –হিক্কা ও শ্বাসরোগী উত্তম কৃষ্ণাগুরুর ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবে (চিঃ ৪ অঃ)।

বক্তব্য—এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে অনুলেপন জন্য এবং ঔষধার্থ অগুরু ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাবধিই যে ইহা মূল্যবান্ এবং দুর্ল্লভ ছিল, একথা অগুরুর "রাজার্হ" এই নাম হইতেই বেশ বুঝা যায়। **চরকের** সূত্র স্থানের ৩য় অধ্যায়ে শিরোবেদনাহর এবং শীতহর প্রলেপে অগুরুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **চরকোক্ত** শীতঋতুচর্য্যায় অগুরু অনুলেপনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। **সুশ্রুত** ব্রণধূপন দ্রব্যের মধ্যে অগুরু পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৬ অঃ)। অগুরুর তৈল পীতবর্ণ। ইহাও অগুরুবৎ সুগন্ধি। **ভাবপ্রকাশকার** বলেন অগুরু তৈলের গুণ কৃষ্ণাগুরুর তুল্য—"অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমো মতঃ"। উত্তম অগুরুকাষ্ঠ জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া গাত্রে অনুলেপন করিলে, বর্ণ উজ্জ্বল হয়; এই জন্য অগুরুর একটী নাম "বর্ণপ্রসাদন।

Constituents—A Volatile Oil.

Actions and uses.—Used as perfume and as stimulant, cholagogue also deobstruent. It is an ingredient in various nevine tonic, carminative and stimulant preparations. It is used in gout and rheumatism, also to check vomiting. A paste of agara and Sapasanda, with brandy, is applied to the chest in bronchitis of children and to the head in headache. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., P. 535).

নব্যমত—অগুরু অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হয়; অধিকন্তু ইহা উষ্ণ ও পিত্তনিঃসারক। নার্ভের বলকারক, পাচক এবং বাতশ্লেষ্মঘ্ন ঔষধের অন্যতম উপাদানরূপে অগুরু বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগুরু আমবাতে হিতকর, বমন নিবারণার্থও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কফীয় বেদনা এবং শিরোরোগে ব্রাণ্ডির সহিত অগুরুর প্রলেপ ফলপ্রদ। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড, ৫৩৫ পৃঃ।)

অগস্তি—অগস্তিঃ।

अगस्तिः, मुनिद्रुमः, कुम्भयोनिः। Sesbania Grandiflora. Aeschynomene Grandiflora.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"वक्रपुष्पः," "दीर्घफलकः" "शीघ्रपुष्पः"। "गुण-प्रकाशिका संज्ञा"—"व्रणारिः"।

सितपीतनीललोहितकुसुमभेदाच्चतुर्विधोऽगस्तिः। मधुरः शिशिरस्त्रिदोष-श्रमकासविनाशनश्च भूतघ्नः। तथाच—अगस्त्यं शिशिरं गौल्यं त्रिदोषघ्नं श्रमा-पहम्। बलासकासवैवर्ण्य भूतघ्नञ्च बलापहम्॥ "राजनिघण्टुः"॥ अगस्तिः पित्तकफजिच्चातुर्थकहरो हिमः। रूक्षो वातकरस्तिक्तः प्रतिश्यायनिवारणः॥ "भावप्रकाशः"॥ अगस्तिकुसुमं शीतं चातुर्थकनिवारणम्। नक्तान्ध्यनाशनं तिक्तं कषायं कटुपाकि च। पीनसश्लेष्मपित्तघ्नं वातघ्नमिति कीर्त्तितम्। "मुनि-शिम्बी" सरा प्रोक्ता बुद्धिदा रुचिदा लघुः। पाककाले तु मधुरा तिक्ता चैव स्मृतिप्रदा। त्रिदोषशूलश्लेष्मघ्नहृत् पाण्डुरोगविषापहृत्। शोषगुल्महरा प्रोक्ता सा पक्वा रूक्षपित्तला। "वृहन्निघण्टुरत्नाकरः"॥

अगस्त्यं नातिशीतोष्णं नक्तान्ध्यानां प्रशस्यते "सुश्रुतः"—(सूः ४६ पुः वः)।

वैद्यके व्यवहारः—(१) निशान्ध्ये अगस्तिपत्रम्—"भृष्टं घृतं कुम्भयोनेः पत्रैः पाने च पूजितम्" (उः १३ अः)। वाग्भटः। (१) "अपस्मारे अगस्तिपत्रम्"—अगस्तिपत्रं मरिचं मूत्रेण परिपेषितम्। नस्ये शस्तमपस्मारं हन्ति शीघ्रं नरस्य तु" (चिः १८)। (२) बालानामपस्मारे अगस्तिपत्रम्—"रसश्चागस्ति-पत्रस्य मरिचैः प्रतियोजितम्। एतेन प्रतिसौख्यं स्यात्—"। (चिः ४१)। "हारीतः"॥ चातुर्थकज्वरे अगस्तिपत्रम्—"नस्यं चातुर्थकं हन्ति रसो वागस्त्य-पत्रजः" (ज्वरचिः)। चक्रदत्तः॥ (१) वातरक्ते अगस्तिपुष्पम्—"अगस्ति-

পুষ্পচূর্ণেন মাক্ষিকং জনয়েদ্দধি। তদুত্থনবনীতেন দ্বিহজং স্ফুটনং জয়েৎ" (ম: খ: ২য় ভা:)। ভাবপ্রকাশঃ॥

অগস্তির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা। "বক্রপুষ্পঃ," "দীর্ঘফলক," "শীঘ্রপুষ্পঃ"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"ব্রণারি"। **অগস্তির ভাষা-নাম**—বাঃ—বকফুলের গাছ, বাস্‌কোনা ফুলের গাছ। হিঃ—অগস্তিয়া, হেতিয়া, হদগা। মঃ—অগস্তা, হদগা। গুঃ—অগথিয়ো। কঃ—অগসেয় মরণু। তেঃ—অনীসে, অবিসি। তাঃ—অর্গতি। সিংহলী—কতুরু মুরুঙ্গা।

বর্ণন—বকফুলের গাছ সাধারণের নিকট সুপরিচিত। ইহা পল্লিমধ্যে ইতস্ততঃ এবং উদ্যানে জন্মে। বৃক্ষ অতি সত্বর বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হয়। গাছ ২০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। **কাণ্ড** সরল, ৮।৯ হাত দীর্ঘ। **শাখা** ঘন সন্নিবিষ্ট নহে—ফাঁক ফাঁক। দীর্ঘবৃন্তের দুই পার্শ্বে জোড়া জোড়া **পাতা** থাকে। পাতা সংখ্যায় ৮—১২ জোড়া বা তদধিক দৃষ্ট হয়। **ফুল**—বড়, শুভ্র বা রক্তবর্ণ, এবং কোরকিতাবস্থায় চন্দ্রকলার মত বক্র থাকে। **শ্রীহর্ষ** কবি যথার্থই বলিয়াছেন "মুনিদ্রুমঃ কোরকিতঃ সিতদ্যুতি। র্বনেঽমুনামন্যত সিংহিকাসুতঃ। তমিস্রপক্ষত্রুটিকূটভক্ষিতঃ। কলাকলাপং কিল বৈধবং বমন্॥—নৈষধচরিত। বকফুলের **দলের** বিষয়ে কিছু বলিব। একটী গোলাপ ফুল ও একটী ধুতুরা ফুল লইয়া দেখ, উভয় ফুলের দল অর্থাৎ পাপ্‌ড়ি এক রকম নহে। গোলাপ ফুলের দলগুলি পৃথক্ পৃথক্; এজন্য প্রস্ফুটিত গোলাপফুল পরিম্লান হইলে এক একটী পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া পড়ে। ধুতুরাফুলের দল পৃথক্ নহে—মিলিত, দেখিতে কল্‌কের মত। গোলাপফুল পৃথক্‌দল। ধুতুরা ফুল মিলিতদল। সকল ফুলই, হয় পৃথক্‌দল নয় মিলিতদল হইয়া থাকে। একটী চাঁপা ফুল আর একটী বকফুল লইয়া দেখ, উভয় ফুলই পৃথক্ দল বটে; কিন্তু উভয় পুষ্পের দলের আকৃতি কি একই প্রকার? না। চাঁপাফুলের দলগুলি দেখিতে একই প্রকার বটে; কিন্তু বকফুলের পাঁচটী দল ত এক রকমের নহে—কতকগুলি বড়, কতকগুলি অতি ছোট, কোনটী বেশী চোড়া কোনটীবা অল্প চোড়া। তাহা হইলে পৃথক্‌দলফুল দুই প্রকারের হইল। এক প্রকারের দলগুলি সমাকৃতি আর এক প্রকারের দলগুলি বিষমাকৃতি। যত পৃথক্‌দল ফুল আছে, তাহাদের দল, হয় সমাকৃতি, নয় বিষমাকৃতি হইয়া থাকে। বকফুলের দল বিষমাকৃতি। বকফুলের গাছে শুঁটী হয়। এই শুঁটী লম্বা, পেনেকলমের মত মোটা। আবার কতকগুলি গাছের শুঁটী চ্যাপ্টা হয়—যেমন পলাশ, কাঞ্চন, অপরাজিতা ইত্যাদি। শুঁটী যেমনই হউক, যে যে গাছের শুঁটী হয়, প্রায়ই তাহাদিগের ফুলে বকফুলের মত পাঁচটী পৃথক্ ও বিষমাকৃতি দল

থাকে। এস্থলে মিলিতও পৃথক্দল পুষ্প এবং একজাতীয় পুষ্পের সহিত একজাতীয় ফলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব্যাখ্যাত হইল। অগস্তির পুষ্প ও শিম্বি মানুষের ভক্ষ্য।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প, শিম্বি।

বৈদ্যকে অগস্তির ব্যবহার।

সুশ্রুত—অগস্তির পুষ্প নাতিশীতোষ্ণ। ইহা নক্তান্ধদিগের (রাতকাণাদিগের) পক্ষে হিতকর (সুঃ ৪৬ অঃ পুষ্প বর্গ)। বাগ্‌ভট—নক্তান্ধ্যে অগস্তি পত্র—অগস্তি পত্র শিলায় পেষণ পূর্ব্বক, গব্যঘৃত সহ পাক করিয়া, সেই ঘৃত নক্তান্ধদিগকে পান করিতে দিবে (উঃ ১৩ অঃ)। পাক করিবার প্রণালী—গব্যঘৃত একসের, শিলাপিষ্ট অগস্তিপত্র ১ পোয়া, নীরস না হওয়া পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ভর্জ্জন পূর্ব্বক বস্ত্রপূত ঘৃত পান করিবে। মাত্রা ¼ তোলা হইতে ½ তোলা। হারীত—অপস্মারে অগস্তি পত্র—অগস্তিপত্র বহু, মরিচচূর্ণ অল্প, গোমূত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, নস্যার্থ অপস্মার রোগীকে প্রয়োগ করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) শিশুর অপস্মারে—মরিচচূর্ণ সহ অগস্তি পত্রের রসের নস্য দিবে। রসে তুলা ভিজাইয়া শিশুর নাসারন্ধ্রের নিকট স্থাপন করাই ভাল। চক্রদত্ত—চাতুর্থকজ্বরে—অগস্তি পত্র—যাহার ২ দিন ছাড়া জ্বর হয় তাহাকে অগস্তি পত্রের রসে নস্য প্রয়োগ করিবে। (জ্বরচিঃ)। জ্বরাগমন দিবসে নস্য লইতে হইবে। প্লীহাযকৃদ্বিবর্জ্জিত চাতুর্থক জ্বরে প্রযোজ্য। ভাবপ্রকাশ—বাতরক্তে অগস্তি পুষ্প—বকফুল চূর্ণ করিয়া, মাহিষ দুগ্ধে মিশ্রিত করিবে। এই দুগ্ধের দধি হইতে ননী তুলিয়া মাখিলে, বাতরক্ত জন্য গা ফাটা ভাল হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকের পুষ্পবর্গে অগস্তির উল্লেখ নাই। অথবা কেবল পুষ্পবর্গে কেন সমগ্র চরক অনুসন্ধান করিয়াও অগস্তির নাম পাওয়া যায় নাই। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার অগস্তির গুণ বিবৃত করেন নাই। রাজবল্লভে অগস্তিপুষ্পের গুণ বর্ণিত হইয়াছে—পত্র ও শিম্বির গুণ লিখিত হয় নাই। ভাবপ্রকাশকার বলেন অগস্তির পত্র প্রতিশ্যায় অর্থাৎ তরুণসর্দ্দি নিবারক। মদনপালনিঘণ্টুকারের মতে অগস্তির শিম্বি "সরা" অর্থাৎ রেচক।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক স্বীয় পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৪৭২ পৃষ্ঠায় অগস্তির সংস্কৃত নাম "মুনিপুষ্প" লিখিয়াছেন। প্রচলিত কোনও বৈদ্যক গ্রন্থে অগস্তির এ নাম পাওয়া যায় না। ডিমকের মতে অগস্তি পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের (Eastern Islands) বৃক্ষ।

ভারতে এ বৃক্ষ ছিল না—পরে আনীত হইয়া ভারতের উদ্যানে প্রতিপালিত এবং এক্ষণে সম্পূর্ণ এতদ্দেশজাতের মত হইয়া পড়িয়াছে। একথা অমূলক। বিজ্ঞলোকেরা স্থির করিয়াছেন সুশ্রুতসংহিতা নিতান্ত ন্যূন পক্ষে ২,৪০০ বৎসরের পুস্তক। এই সুশ্রুতে অগস্তির উল্লেখ রহিয়াছে। ডিমক'ও স্থানে স্থানে বস্তু বিশেষকে এতদ্দেশ জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কেননা প্রাচীনগ্রন্থ সুশ্রুতে উহার উল্লেখ আছে। যদি তাহাই হয়, তবে অগস্তি এতদ্দেশজাত হইবে না কেন ?

Constituents—Tannin and gum.

Actions and uses—The root expectorant. The bark astringent bitter tonic. The juice of leaves and flowers is blown up the nostils in nasal catarrh and headache with relief. The juice of the root is given with honey in catarrh. A paste of the root with the stramonium root is applied to painful swellings. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 229-30).

নব্য মত—অগস্তির মূল কফনিঃসারক। ত্বক্,—কষায়, তিক্ত, বলকারক। পত্র ও পুষ্পের রস নস্য করিলে পীনস, প্রতিশ্যায় ও শিরঃপীড়ার যন্ত্রণা লঘু হয়। মূলের রস মধুসহ তরুণকফরোগে প্রয়োজ্য। অগস্তির মূল ও ধুতুরার মূল সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক বেদনাযুক্ত স্ফীতঅঙ্গে প্রলেপ দেওয়া হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি কৃত ২য় খণ্ড, ২২৯—৩০পৃঃ)।

অঙ্কোট—अङ्कोटः।

अङ्कोटः (ठः), **अङ्कोलः**। **Alangium Lamarkii. Alangium hexapetalum.**

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दृढकण्टकः," लम्बपर्णः," "गन्धपुष्पः", "ताम्रफलः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"रेची," "विषघ्नः," "वामकः, गुप्तस्नेहः"। पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"अङ्कोटः संग्राही चिरिबिल्वपत्रः अङ्कोल इति लोके"। डल्हणः—(सुः टीः सुः २६)।

अङ्कोलः स्निग्धतीक्ष्णोष्णः कटुको वातनाशनः। कुक्कुराखुविषं हन्ति सर्व्व-जन्तुविषापहः। भूतग्रहविषघ्नश्चैव कण्ठशूलस्य शोधनः। निघण्टुः। अङ्कोलः कटुकः स्निग्धो विषलूतादिदोषनुत्। कफानिलहरः सूतशुद्धिकृद्रेचनीयकः। राजनिघण्टुः। अङ्कोटकः कटुस्तीक्ष्णः स्निग्धोष्णः तुवरो लघुः। रेचनः क्रिमि-शूलामशोफग्रहविषापहः। विसर्पकफपित्तास्र मूषिकाहिविषापहः। तत् "फलं" शीतलं स्वादु श्लेष्मघ्नं बृंहणं गुरु। बल्यं विरेचनं वातपित्तदाहक्षया-स्रजित्। भावप्रकाशः॥ रसोवान्तिकरस्तस्य विषदोषकफापहः। वातशूल-शोथक्रिमिग्रहपीडामपित्तहा। रक्तदोषविसर्पघ्नः श्वानाखुविषनाशनः। शीतोविषं कटीशूलमतिसारञ्च नाशयेत्॥ बृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—(१) "दष्टकाष्ठगते विषे" अङ्कोटमूलम्—"अथवाङ्कोठ-मूलानि" (कल्प १ अः)। (२) अञ्जने विषसंसृष्टे अङ्कोटपुष्पम्—"एकैकं कारयेत् पुष्पं वन्धूकाङ्कोठयोरपि" (कल्प १ अः) सुश्रुतः॥ आखोर्विषे अङ्कोल-मूलम्—"अङ्कोलमूलकल्को वा वस्तमूत्रेण कल्कितः। पानालेपनयोर्युक्तः सर्व्वा-खुविषनाशनः" (उः ३८ अः)। वाग्भटः। (१) "अतिसारे" अङ्कोठमूलम् —तण्डुलजलपिष्टाङ्कोठमूलकर्षार्द्धपानमपहरति। सर्व्वातिसारग्रहणीरोगसमूहं महाघोरम् (अतिसार चिः)। (२) गरदोषे अङ्कोटमूलम्—"अङ्कोटमूल-निःक्वाथं फाणितं सघृतं लिहेत्। तैलाक्तः स्विन्नसर्व्वाङ्गो गरदोषविषापहः (विष चिः)। चक्रदत्तः॥ श्वविषे अङ्कोटमूलम्—"क्षीरेण परिपेषिता अङ्कोठवंशजा वापि श्वविषघ्नी प्रयत्नतः" (मः खः ४ भाः)। भावप्रकाशः।

অঙ্কোটের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"দীর্ঘকণ্টক," "রেচন," "গন্ধপুষ্প," "তাম্রফল"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রেচনী," "বিষঘ্ন," "বামক," "গুপ্তস্নেহ"। অঙ্কোটের ভাষানাম—বাঃ—আঁকোড়, ধল আঁকোড়। হিঃ—ঢেরা ঢেরা। মঃ—অঙ্কোলী বৃক্ষ। গুঃ অঙ্কোলা। কঃ—অঙ্কুলে। তৈঃ—উড়ীকে। সিংহলী—রুক্ অমুণা।

ঢে = ঢেরা

বর্ণন—অঙ্কোট অযত্নসম্ভূত আরণ্য বৃক্ষ। এঁটেল মাটীতে উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়। হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর জন্মে। শুষ্ক ও উচ্চ ভূমিতে ইহার উৎপত্তি। মেদিনীপুরে বড় আমগাছের মত উচ্চ আঁকোড় গাছ দেখিয়াছি। **পাতা** লম্বা চৌড়ায় প্রায় আমের পাতার মত। পাতায় বর্ত্তুলক্ষাতি শূঙ্গগর্ভ স্ফীতি দৃষ্ট হয়। গাছের গুঁড়িতে বা ডালে তীক্ষ্ণাগ্র কিছু থাকিলেই তাহাকে লোকে কণ্টক বলিয়া থাকে; কিন্তু গাছের ছাল তুলিলে যাহা ছালের সহিত উঠিয়া যায়, উদ্ভিদ্‌বিদ্যানুসারে তাহাই কণ্টক, আর ত্বক্ অপসারিত করিলেও, যাহা কাণ্ড বা শাখার অঙ্গীভূত হইয়া থাকে, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্র শাখা বলে। বৃহতীর কণ্টক আছে। বিল্বের তীক্ষ্ণাগ্র শাখা আছে। সুতরাং উদ্ভিদ্‌বিদ্যানুসারে বলিতে হইলে, অঙ্কোটেরও **তীক্ষ্ণাগ্র শাখা** আছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে **ফুল** হয়। পুষ্পিতাবস্থায় বৃক্ষে পত্র থাকে না। আবার অঙ্কোটের কাণ্ড এমন, যে দেখিলেই শুষ্ককাষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়; এজন্য দূর হইতে পত্রহীন, পুষ্পিত অঙ্কোট বৃক্ষ দেখিলে মনে হয়, কেহ যেন শুষ্ক কাষ্ঠে কৃত্রিম পুষ্পের সন্নিবেশ করিয়াছে। বৈশাখী উষায় দূরাগত অঙ্কোট পুষ্পের সৌরভ অতি হৃদ্য। এই "গন্ধপুষ্প" বৃক্ষ, সর্ব্বথা উদ্যানে পালিত হইবার যোগ্য। ইহার পুষ্প শুভ্র বর্ণ। **ফল** দেখিতে প্রায় ভাঁটার মত। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফল পাকে, বর্ণতঃ প্রায় কালজামের মত। বিশেষ কোন স্বাদ নাই। সামান্য মিষ্ট বলা যায়। পাকা ফল মৎস্যগন্ধি, অর্থাৎ উহাতে আঁসটে গন্ধ আছে। বালকে পাকা অঙ্কোট ফল খায়। ছোট ছোট আঁকোড় গাছে পল্লীগ্রামের লোকেরা ছড়ি তৈয়ার করে। অঙ্কোট মূলত্বক্ অতি তিক্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্ ও পুষ্প। **মাত্রা**—মূলত্বক্ চূর্ণ ½ আনা হইতে এক আনা পর্য্যন্ত। ২½ আনা হইতে ৫ আনা মাত্রায় বমন কারক।

বৈদ্যকে অঙ্কোটের ব্যবহার।

সুশ্রুত—দন্তকাষ্ঠগতবিষে অঙ্কোটমূল—দন্তকাষ্ঠ বিষযুক্ত হইলে, জিহ্বা, দাঁতের মাঢ়ী ও ওষ্ঠ স্ফীত হয়। ইহার প্রতীকারার্থ অঙ্কোট মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া, স্ফীত স্থানে মধুর সহিত আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিবে, কিম্বা প্রলেপ দিবে (কঃ ১ অঃ)। (২) **অঞ্জনগতবিষোপদ্রবে** অঙ্কোটপুষ্প—বিষাক্ত অঞ্জনব্যবহারে অন্ধত্ব জন্মে, ইহার প্রতিকারার্থ অঙ্কোট পুষ্পের অঞ্জন ব্যবহার করাইবে (কঃ ১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—মূষিকবিষে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোট মূলের ছাল, ছাগীর মূত্রে পেষণ করিয়া পান ও লেপন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূষিকবিষ বিনষ্ট হয়। (উঃ ৩৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—অতিসারে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোট মূলের ত্বক্ ১ তোলা, তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয় (অতিসার চিঃ)। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। (২) গরদোষে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূল-ত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ঘনীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃপাক করিবে। এই ফাণিতাকার ক্বাথ গব্যঘৃত সহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে রোগীকে তিলতৈল মাখাইয়া স্বেদ দিবে। ইহা গরদোষ নাশক (বিষ চিঃ)। উপবিষ সেবনজন্য উপদ্রবকে গরদোষ বলে।

ভাবপ্রকাশ—কুকুর বিষে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূলত্বক্ গব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ইহা কুকুরবিষ নাশক (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকে অঙ্কোট ফলের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"শ্লেষ্মলং গুরু বিষ্টম্ভি চাঙ্কোটফলমগ্নিজিৎ" (সূঃ ২৭ অঃ)। চরকোক্ত বিষচিকিৎসায় অমৃতঘৃতের কল্কে "পাঠাঙ্কোটাশ্বগন্ধার্ক" পাঠে অঙ্কোটের ব্যবহার দেখিতে পাই মাত্র। এতদ্ভিন্ন সমগ্র বিষচিকিৎসায় আর অঙ্কোট শব্দই নাই। সুশ্রুতের কল্পস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মূষিক-কুক্কুরাদির বিষচিকিৎসা লিখিত আছে। সুশ্রুতের শ্ববিষ-চিকিৎসায় অঙ্কোট ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু মূষিকবিষচিকিৎসায়, মূষিকদষ্ট রোগীকে বমন করাইবার জন্য অঙ্কোট প্রয়োগ করা হইয়াছে—"ছর্দ্দনং জালিনীক্বাথৈঃ শুকাখ্যাঙ্কোটয়োরপি (কঃ ৬ অঃ)। অঙ্কোটের একটী নাম "বামক"। চরকের বিমান স্থানের ৮ম অধ্যায়ে এবং সুশ্রুতের সূত্র স্থানের ৩৯শ অধ্যায়ে বিরেচক ও বামক দ্রব্যের তালিকা আছে। এই তালিকায় অঙ্কোটের নাম নাই। চরক ও সুশ্রুতোক্ত কুষ্ঠ, অতিসার এবং গ্রহণীর চিকিৎসায় অঙ্কোটের নামোল্লেখ নাই। সুশ্রুতের অশ্মরী চিকিৎসাধ্যায়ে অঙ্কোট ফলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "পিচুকাঙ্কোলকতকশাকেন্দীবরজৈঃ ফলৈঃ। চূর্ণিতৈঃ সগুড়ং তোয়ং শর্করানাশনং পিবেৎ" (চিঃ ৭ অঃ)। নিঘণ্টুকার অঙ্কোটফলকে "গুপ্তস্নেহ" বলিয়াছেন। চরকের সূত্র স্থানের ১৩শ অধ্যায়ে এবং সুশ্রুতের চিকিৎসিত স্থানের ৩১শ অধ্যায়ে উক্ত, স্থাবরস্নেহযোনি ফলের মধ্যে অঙ্কোটের উল্লেখ নাই। নিঘণ্টুকার অঙ্কোটের একটী নাম লিখিয়াছেন "রেচী"; কিন্তু ডল্হণ অঙ্কোটকে "সংগ্রাহী" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। চক্রদত্ত ও বঙ্গসেন (বঙ্গসেন সঙ্কলিত "চিকিৎসাসার সংগ্রহ"—শ্রীযুক্ত জীবানন্দ- বিদ্যাসাগরের সংস্করণ, ৮১ পৃঃ দেখ) উভয়েই অতিসারের চিকিৎসায় সংগ্রাহী রূপে অঙ্কোট ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ অঙ্কোট রেচী কি সংগ্রাহী ইহার পরীক্ষা আবশ্যক।

নব্যমত সমালোচনা—**ওয়াইট্** সাহেব কৃত "ফিগার্স অ. ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" নামকপুস্তকের ১ম খণ্ডের ৯৪ পৃষ্ঠায় অঙ্কোট বৃক্ষের চিত্র অঙ্কিত আছে। এই অঙ্কনে কিঞ্চিৎত্রুটি রহিয়াছে। ইহাতে অঙ্কোটের কণ্টক এবং পত্রস্থিত অর্ব্বুদাকৃতি স্ফীতি অঙ্কিত হয় নাই। **ডিম্যাকের** পুস্তকে (২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ) অঙ্কোটের ফল কষায় ও অম্লস্বাদ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা পক্ক অঙ্কোটফলের আস্বাদ লইয়া যেমন বুঝিয়াছি তদ্বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

Constituents—Non-crystallizable, bitter alkaloid, alangine. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 322).

Mr. Moodin Sheriff has drawn attention to the emetic properties of the bark in the *Pharmacopœia of India*. He says—"It has proved itself an efficient and safe emetic in doses of fifty grains ; in smaller doses it is nauseant and febrifuge. The bark is very bitter, ahd its repute in skin diseases is not without foundation. If it is continued for a sufficient period its influence over them is greater than that of *calotropis gigantea.*" Mr. Moodin Sheriff, in a further report upon this drug (1883), states —"It is a good substitute for Ipecacuanha, and proves useful in all diseases in which the latter is indicated, except dysentery. As a diaphoretic and antipyretic it has been found useful in reliving pyrexia. Dose as a nauseant, diuretic and febrifuge, 6 to 10 grains of the root bark ; as an alterative, 2 to 5 grains, it is given it leprosy and syphilis ; the natives consider it to be alexiteric, especially in cases of bites from rabid animals."—(*Pharmacographia Indica*—W. Dymock, Part II., p. 165).

নব্যমত—মুদেন্ সেরিফ্ বলেন—অঙ্কোঠ মূলত্বক্ ৫০ গ্রেণ মাত্রায়, যে, ফলপ্রদ এবং নিরাপদ বমনকারক ইহা পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদপেক্ষা অল্পমাত্রায় বিবমিষা-জনক এবং জ্বরঘ্ন। অঙ্কোঠমূলত্বক্ অতি তিক্ত। চর্ম্মরোগনাশক বলিয়া ইহার যে খ্যাতি আছে, তাহা অমূলক নহে। যদি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে চর্ম্মরোগ প্রশমন পক্ষে, ইহা আকন্দের অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অঙ্কোঠমূলত্বক্ ইপিকাকুয়া-নার উত্তম প্রতিনিধি। আমাতিসার, রক্তাতিসার ভিন্ন যে সকল রোগে ইপিকাকুয়ানা

প্রয়োজ্য তত্তাবৎ রোগেই অঙ্কোঠ ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। জ্বর থাকিতে ৬—১০ গ্রেণ মাত্রায় অঙ্কোঠমূলত্বক্‌চূর্ণ সেবন করিলে, ঘর্ম্ম হয়, জ্বরের ভোগকাল মন্দীভূত এবং শীতপিপাসাদাহাদি জ্বরলক্ষণ প্রশমিত হয়। ইহা ৬—১০ গ্রেণ মাত্রায় বিবমিষাজনক। ২—৫ গ্রেণ মাত্রায় রসায়ন (alterative)। এতদ্দেশীয় লোকে অঙ্কোঠকে ক্ষিপ্তজন্তুদংশনজন্য বিষদোষনাশক বলিয়া জানে। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—ডব্‌লিউ ডিমক্‌ কৃত, ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)।

অতসী—अतसी।

रुद्रपत्नी, अतसी, उमा। Linum Usitatissimum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"नील पुष्पिका"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"पिच्छिला", "तैलफला"। पूर्व्वाचार्य्योक्तवर्णनम्—"अतसी मसिना इति लोके प्रसिद्धा" डल्हणः (सु: टी: सू: ४६ अ:)। "अतसी तिसीति विख्याता" चक्रपाणिः—(सु: टी: सू: ४६ अ:)।

रुद्रपत्नी तु मधुरा पित्तघ्ना बलकारिका। कफवातकरी चेषत् पित्तहृत् कुष्ठवातजित्। अन्यच्च—अतसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पाके कटुर्गुरुः। उष्णा दृक्शुक्रवातघ्नी कफपित्तविनाशिनी॥ धन्वन्तरीय—निघण्टुः। अतसी मद-गन्धाख्या मधुरा बलकारिका। कफवातकरी चेषत् पित्तहृत् कुष्ठवातनुत्। राजनिघण्टुः॥ अतस्युष्णा च तिक्ता च वातघ्नी श्लेष्मपित्तला। स्यादत-मतसी—"तैलं" वीर्य्योष्णं कटुपाकि च। राजवल्लभः। अतसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पाके कटुर्गुरुः। उष्णा दृक्शुक्रवातघ्नी कफपित्तविनाशिनी। भाव-प्रकाशः। पाके कट्वी च तिक्ता च कफवातव्रणापहा। पृष्ठशूलस्य शोथस्य पित्तं शुक्रं दृग्घ्नं भवेत्। "पर्ण"मस्याः श्वासकफवातनुत्कासहृत्तथा। बृहन्नि-घण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—(१) 'व्रणोपनाहने' अतसी—* "सातसीबीजदध्यम्ला मधु-पिच्छिका। * महता स्यादुपनाहने" (चि: १२ अ:)। (२) 'पक्वशोथप्रभेदने'

अतसी— "* * उमाद्य गुग्गुलुः * *। इत्युक्तो भेषजगणः "पक्वशोथप्रभेदनः" (चि: १२ अ:)। (३) वातप्रधानव्रणालेपने अतसी—"सदाहा वेदनावन्तो ये व्रणा मारुतोत्तराः। तेषां तिलानुमाश्चैव भृष्टान् पयसि निर्व्वृतान्। तेनैव पयसा पिष्ट्वा कुर्य्यादालेपनं भिषक्" (चि: १३ अ:)। चरकः॥ वाताधिक-वातरक्ते उमा—"क्षीरपिष्टमुमालेपं * *। कुर्य्याच्छूलनिवृत्त्यर्थं * *" (चि: २८ अ:)। (२) प्रमेहे उमातैलम्—"कुसुम्भसर्षपातसी * * स्नेहाः प्रमेहेषु" (चि: ११ अ:)। सुश्रुतः।

অতসীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"নীল পুষ্পিকা"। গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা—"পিচ্ছিলা," "তৈলফলা"। অতসীর ভাষানাম —বাঃ—মসিনা। হিঃ—তিসি, অলসী। মঃ—জবস, অঠ্‌ঠশী। গুঃ—অলসী। কঃ—অসগে। তৈঃ—নল্লপগশী চেট্টু। ফাঃ—তুখ্‌মেকতান।

বর্ণন—অতসী ফলপাকান্ত। অতসীর পাতা সরু। ফুল—নীলবর্ণ। তৈলের জন্য এদেশে প্রচুর পরিমাণে মশিনার আবাদ হয়। এদেশে তিন প্রকার মশিনা দেখা যায়—শাদা, লাল ও কটা রঙের। বিশুদ্ধ মশিনার তৈল দেখিতে জলের মত। তবে যে মশিনার তৈল পীতবর্ণ দেখায় তাহার কারণ উহার সহিত অন্য তৈল ভেজাল দেয়। মশিনা পিষিয়া শতকরা ৩০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থ ব্যবহার।—অতসীর বীজ, তৈল ও পত্র।

বৈদ্যকে অতসীর বিবরণ।

চরক—ফোড়া পাকাইবার জন্য মশিনা - মশিনা—জলে পেষণ পূর্ব্বক, উহার সহিত কিঞ্চিৎ যবের ছাতু মিশাইয়া, অম্লদধিসহ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) ফোড়া ফাটাইবার জন্য মশিনা—মশিনার প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) বাতপ্রধান ব্রণে মশিনা —দাহ ও বেদনান্বিতব্রণে, তিল ও মশিনা কাঠখোলায় ভাজিয়া গরম থাকিতে থাকিতে গো দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিবে। শীতল হইলে সেই দুগ্ধেই পেষণ করিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিবে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—বাতাধিকবাতরক্তে মশিনা—বাতাধিকবাতরক্তের বেদনা প্রশমনার্থ মশিনা দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **প্রমেহে** মশিনার তৈল—মশিনার তৈল প্রমেহ রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৩১ অঃ)। **মাত্রা**—½—১ তোলা।

বক্তব্য—চরক ও সুশ্রুতে উপনাহস্বেদের (যাহাকে ইংরাজিতে পুল্টিশ্ বলে) উপাদান স্বরূপ অতসী ব্যবহৃত হইয়াছে—"উমযা কুষ্ঠতৈলাভ্যাং যুক্তয়াচোপনাহয়েৎ" (চরক সূঃ ১৪ অঃ)। "তিলাতসীসর্ষপকল্কৈস্তনুবস্ত্রাবনদ্ধৈঃ স্বেদয়েৎ" (সুশ্রুত চিঃ ৩২ অঃ)। নিঘণ্টু গ্রন্থে মশিনাতৈলের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"বাতঘ্নং মধুরং তেষু ক্ষৌমং তৈলং বলাসকৃৎ" (**ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু**) ("মধুরস্তুতসী তৈল পিচ্ছিলঞ্চানিলাপহম্। মদগন্ধি কষায়ঞ্চ কফকাসাপহারকম্") (**রাজনিঘণ্টু**)

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (১মঃ খঃ, ২৩৯ পৃঃ) বলিয়াছেন,—হিন্দুরা, মশিনা ঔষধার্থে অতি অল্পই ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ডিমকোক্তির অসারতা পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

Constituents—The seed-nucleus contains a fixed oil 30 to 35 p. c. the epithelium contains mucilage 15 p. c., proteid 25 p. c., amygdalin, resin, wax, sugar and ash 3 to 5 p. c. The ash contains phosphates, sulphates and chlorides of potassium, calcium and magnesium—(*Materia Media of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 150).

Physiological action—Demulcent, expectorant, diuretic and emollient. In large doses it is laxative. In small doses it stimulates the kidneys. It is oxidized in the system and excreted as a resinoid body in the urine. Its infusion is given in inflammation of the mucous membranes of the respiratory, digestive and urinery orgrns ; also in vesical and renal irritation.—(*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 151).

Therapeutics—As it is contains a mucilaginous principle and a little oil it is given with honey in coughs and catarrh. As a demulcent and diuretic it is given in renal colic, cystitis, vesical irritation, stranguty, vesical catarrh and calculi. Fumigation with the smoke of linseed-

oil is used for colds in the head and hysteria. The decoction, owing to the oil it contains is useful enema. *Ground meal is chiefly used for poultices applied to enlarged glands, boils, gouty and rheumatic swellings, to the chest in pneumonia &c. The oil is laxative and given in piles.* Locally made into a emulsion with lime water it is a valuable non-oil irritant application in burns and scalds. * * The oil is often added to purgative enemata instead of the castar-oil. Liber fibres are cooling to the body and lessen perspiration, and hence used as an article of dress.—*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 15'.

নব্যমত—মশিনা, স্নিগ্ধতা-সম্পাদক, কফনিঃসারক, মূত্রকারক। অধিক মাত্রায় মৃদুরেচক। অল্প মাত্রায় সেবনে বৃক্কদ্বয়ের অর্থাৎ মূত্রোৎপাদক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াবৃদ্ধি হয়। মশিনা, পিচ্ছিল ও স্নেহান্বিত বলিয়া মধুসহ কফকাসে প্রয়োজ্য। স্নিগ্ধ ও মূত্রকরহেতু মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শর্করা এবং শূলরোগে হিতকর। মশিনাতৈলের ধূমগ্রহণ শিরঃস্থিত শ্লেষ্মা ও মূর্চ্ছার পক্ষে হিতকর। মশিনার ক্বাথে তৈল থাকে বলিয়া, এই ক্বাথ অনুবাসনবস্তিরূপে (Enema) ব্যবহৃত হইতে পারে। পিষ্টমশিনা, ফোড়া. বাতের বেদনা, এবং কফরোগে বক্ষোবেদনায় পুল্টিশরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মশিনার তৈল মৃদুরেচক অর্শরোগীর গাড়বিট্‌কতা থাকিলে মশিনার তৈল সেবন করান হয়। চূর্ণের জলের সহিত এই তৈল মিশাইয়া. অগ্নি কিম্বা অত্যুষ্ণ তরল বস্তুদ্বারা দগ্ধ স্থানে লেপন করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ খোরি কৃত, ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃঃ)।

অতিবিষা—अतिविषा।

अतिविषा, अरुणा। Aconitum Heterophyllum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"श्वेतकन्दा", "भङ्गुरा", "घुणवल्लभा"। गुण-प्रकाशिका संज्ञा—"अतिसारघ्नी", "शिशुभैषज्यम्"।

कटूष्णाऽतिविषा तिक्ता कफपित्तज्वरापहा। आमातिसारकासघ्नी विष-च्छर्दि विनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टु च॥ विषा शोथा

কটুস্তিক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ। কফপিত্তাতিসারামবিষকাসবমিক্রিমীন্।
ভাবপ্রকাশঃ॥ পাচন্যতিবিষা তিক্তা গ্রাহিণী দীপনাশিনী। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—আমাতিসারে অতিবিষা—"দদ্যাৎ সাতিবিষাং পেয়াং সামে সাম্লাং সনাগরাম্ (সূঃ ২ অঃ)। (২) দীপনাদ্যর্থেষু অতিবিষা—"অতিবিষা দীপনীয়পাচনীয়সংগ্রাহকসর্ব্বদোষহরাণাম্" (সূঃ ২৫ অঃ)। চরকঃ॥ সর্ব্ব-কুক্ষ্যাময়ে অতিবিষা—"অঙ্কোটস্য বয়োভাগা ভাগস্তৈকোঽকণাভবঃ। তণ্ডুলো-দকসম্পীতঃ সর্ব্বকুক্ষ্যাময়াপহঃ (জোঃ সং ১২১ পৃঃ)। (২) শিশোঃকাসজ্বর-চ্ছর্দ্দিষু অতিবিষা—"কাসজ্বরচ্ছর্দ্দিভিরর্দ্দিতানাং সমাক্ষিকাস্যাতিবিষাং নষ্ট-কাম্" (জোঃ সং ৮১৬ পৃঃ)। বঙ্গসেনঃ॥

অতিবিষার অন্বর্থসংজ্ঞা—পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"শ্বেতকন্দা", 'ভঙ্গুরা' "ঘুণবল্লভা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অতিসারঘ্নী", "শিশুভৈষজ্য"। **অতিবিষার ভাষানাম**—বাঃ—আতইচ্। হিঃ—অতীস্। মঃ—অতিবিষ। গুঃ—অতলসণীকলী। কঃ—অতিবিষা। তৈঃ—অতিবাসা।

বর্ণন—অতিবিষার **ক্ষুপ** হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে জন্মে। ইহার **পাতা** নাক-দোনার পাতার মত; কিন্তু চৌড়ায় কিছু ছোট। **শাখা** চ্যাপ্টা। পত্রবৃন্তের মূল হইতে **পুষ্পদণ্ড** নির্গত হয়। **পুষ্পদণ্ড** (পুষ্পদণ্ডের ব্যাখ্যা "আরগ্বধ" দেখ) পত্রবৃন্ত হইতে দীর্ঘতর। প্রস্ফুটিত **পুষ্প** দেখিতে যেন টুপির মত। ঈষদ্দীর্ঘকন্দের গাত্র হইতে **মূল** নির্গত হয়। এই মূলই অতিবিষা নামে বিখ্যাত। **রাজনিঘণ্টুর** যে আদর্শ কাশী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—"ত্রিবিধাতিবিষা জ্ঞেয়া শুক্লকৃষ্ণারুণা তথা"। মদনবিনোদের মতে "শ্যামকন্দাচাতিবিষা সা বিজ্ঞেয়া চতুর্বিধা। রক্তা শ্বেতা ভৃঙ্গসংকৃষ্ণা পীতবর্ণা তথৈব চ"। তাহা হইলে রাজনিঘণ্টুর মতে, শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ এই তিনপ্রকার এবং মদনবিনোদের মতে, রক্ত, শ্বেত, অত্যন্তকৃষ্ণ এবং পীত এই চারি প্রকার অতিবিষা আছে। অধুনা কেবল একপ্রকার মাত্র আতইচ্ বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। ইহা কটা রঙ্গের, ভাঙ্গিলে ভিতরে সাদা। স্বাদ অতিতিক্ত।

মাত্রা—চূর্ণ২—৪ আনা। **অন্যগণের** মতে আধ আনা হইতে দেড় আনা মাত্রায় বল্য। ½ আনা হইতে ½ আনা মাত্রায় ক্রিমিঘ্ন এবং ২ আনা হইতে ১৩ আনা, কাহার মতে ১১ আনা মাত্রায় জ্বরপ্রতিষেধক।

বৈদ্যকে অতিবিষার ব্যবহার।

চরক—আমাতিসারে অতিবিষা—আতইচ্ ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, /২ জলে সিদ্ধ করিয়া /১ থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া, এই জলে অভীষ্ট বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিবে। ইহা কিঞ্চিৎ দাড়িমরসংযোগে অম্লাস্বাদ করিয়া আমাতীসারীকে সেবন করাইবে (সূঃ ২ অঃ) (২) **অগ্নিবৃদ্ধিকর**, পাচক এবং সংগ্রাহক দ্রব্যের মধ্যে অতিবিষা শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। **বঙ্গসেন—গ্রহণীতে** অতিবিষা—অঙ্কোঠমূলের ত্বক্ ৩ ভাগ এবং অতিবিষা ১ ভাগ তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে গ্রহণী প্রশমিত হয় (জীঃ সং ১২১ পৃঃ)। (২) **শিশুর কাস** জ্বর বমনে অতিবিষা—শিশুর কাস জ্বর এবং বমন প্রতীকারার্থ অতিবিষা চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে (জীঃ সং ৮১৬ পৃঃ)।

বক্তব্য—চরকের চিকিৎসিতস্থানের ২৫ শ অধ্যায়ে এবং **সুশ্রুতের** কল্পস্থানের ২য় অধ্যায়ে স্থাবর বিষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। **চরকোক্ত** মূলবিষের এবং **সুশ্রুতের** মূলবিষ বা কন্দবিষের নামমালায় অতিবিষার নামোল্লেখ দেখা যায় না। উপবিষের মধ্যেও ইহাকে পাঠ করা হয় নাই। সুশ্রুত ও চরকে যে সকল স্থাবর বিষের উল্লেখ দেখা যায় উহাদের অধিকাংশই এক্ষণে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুশ্রুতের প্রাচীন টীকাকার **ডল্‌হণ** লিখিয়াছেন "মূলাদিবিষাণাং যত্নপরৈরপি জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ তত্র তানি হিমবৎপ্রদেশে কিরাতশবরাদিভ্যো জ্ঞেয়ানি" (কঃ স্থাঃ ২য়ঃ অঃ টীঃ)। **মদনপাল**, বর্ণভেদে অতিবিষার গুণান্তর স্বীকার করিয়াছেন। **রাজনিঘণ্টুকার** স্বীকার করেন নাই। **রাজনিঘণ্টুতে** অতিবিষাকে "কফপিত্তজ্বরাপহা" "আমাতীসারকাসঘ্নী" এবং 'বিষচ্ছর্দ্দিবিনাশিনী" বলা হইয়াছে। **মদনপাল** বলেন, অতিবিষা, বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মরোগনাশিনী, রসায়নী এবং "লেপাচ্ছ্বয়থুনাশিনী"। **সুশ্রুতোক্ত** অতিসার চিকিৎসায় এবং **চক্রদত্তের** অতিসার জ্বরাতিসার ও গ্রহণী চিকিৎসায় দ্রব্যান্তরসহ পুনঃ পুনঃ অতিবিষার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। **চরকসুশ্রুতোক্ত** জীর্ণজ্বর চিকিৎসায় কেবল অতিবিষার প্রয়োগ নাই। চরকে কলিঙ্গকশ্যামলকী সারিবাতিবিষা স্থিরা" (চিঃ ৩ অঃ) পাঠে এবং সুশ্রুতে "পিপ্পল্যাতিবিষাদ্রাক্ষা" (উঃ ৩৯ অঃ) পাঠে বিষমজ্বরহরযুতে অন্যান্য বহু বস্তুর সহিত অতিবিষা ব্যবহৃত হইয়াছে। **চরকসুশ্রুত** এবং **বাগ্‌ভটোক্ত** গ্রহণী ও কাস চিকিৎসায় কিম্বা রসায়নাধিকারে কেবল অতিবিষার ব্যবহার দেখা যায় না।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (১মঃ খণ্ড, ১৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"The earliest notices of Ativisha are to be found in Hindu works on Materia Medica, Sarangadhara and Chakradatta" এতৎপাঠে প্রতীতি জন্মে যে

নিঘণ্ট গ্রন্থ, শাঙ্গধর এবং চক্রদত্ত অপেক্ষা প্রাচীনতম পুস্তকে অতিবিষার উল্লেখ নাই। চক্রদত্তাদি অপেক্ষা শতগুণে প্রাচীন চরকাদিতে যে অতিবিষার ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে তৎসমুদায় ইতঃপূর্ব্বেই আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি।

Constituents.—An intensely bitter alkaloid—Atisine, Aconitic acid, Tannic acid, Pectous substance, abundant starch, fat, a mixture of oleic, palmitic-stearic glycerides, vegetable mucilage, cane-sugar and ash, 2 p.-c. (*Materia Medica of India* —R. N. Khory, Part II., p. 3).

Actions and uses—Bitter, stomachic, aphrodisiac, tonic and antiperiodic, given during convalescence from such debilitating diseases as fevers, acute, inflammatory affections, etc., used also in cough, dyspepsia and diarrhœa depending thereupon, in which case it is given in combination with aromatics, bitters and astringents such as Tinospora, Bonduc-nuts, Holarrhena etc. It has been given as an antiperiodic in Malarial fevers with some success, but is much inferior to quinine. Combined with Vavading (বিড়ঙ্গ) it is given to expel worms (Do. II. 3). Dr. M. Sheriff considers that the ordinary doses are only useful as a tonic and that two drams or more should be given as an antiperiodic. (*Pharmacographia, Indica*—W. Dymock, I, p. 16.)

নব্যমত—অতিবিষা, তিক্ত, পাচক, বৃষ্য, বলকারক এবং জ্বর-প্রতিষেধক। জ্বরাদি রোগাবসানে, দৌর্ব্বল্য দূরীকরণার্থ অতিবিষা ব্যবহৃত হয়। কাস, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যেও অতিবিষা প্রয়োগ করা যায়। এই সকল রোগের উপসর্গভূত অতিসারে, সুগন্ধি, তিক্ত, এবং কষায় দ্রব্যের সহিত অতিবিষা ব্যবহার করিবে। ম্যালেরিয়া জ্বরে, জ্বর প্রতিষেধকরূপে অতিবিষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বেশ ফলও পাওয়া যায় বটে কিন্তু কুইনাইনের মত ফলপ্রদ নহে। অতিবিষা বিড়ঙ্গের সহিত সেবন করিলে অন্ত্রস্থ ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড, ৩ পৃঃ)। মুদ্দেন্ সেরিফ্ বলেন—জ্বর প্রতিষেধক রূপে সচরাচর যে মাত্রায় (২—৩ আনা) অতিবিষা প্রয়োগ করা হয় তাহা বলসঞ্জননার্থ প্রয়োগ করা উচিত। জ্বর প্রতিষেধার্থ ১১ আনা বা তদধিক মাত্রায় ব্যবহার করিতে হইবে। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—১ম খণ্ড ১৬ পৃঃ)।

অপরাজিতা—अपराजिता।

Cletoria Ternatia.

श्वेतपुष्पाया नाम—श्वेता गिरिकर्णिका, अश्वखुरा। नीलपुष्पाया नाम—नीला गिरिकर्णिका, विष्णुक्रान्ता।

"गिरिकर्णीद्वयं" तिक्तं पित्तोपद्रवनाशनम्। चक्षुष्यं विषदोषघ्नं त्रिदोषशमनञ्च तत्॥ गिरिकर्णी हिमा तिक्ता पित्तोपद्रवनाशिनी। विषनेत्रविकारांश्च हन्ति कुष्ठरुजापहा॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ गिरिकर्णी हिमा तिक्ता पित्तोपद्रवनाशिनी। चक्षुष्या विषदोषघ्नी त्रिदोषशमनी च सा। "नीलाद्रिकर्णी" शिशिरा सतिक्ता रक्तातिसारज्वरदाहहन्त्री। विच्छर्दिकोन्मादमदभ्रमार्त्तिश्वासातिकासामयहारिणी च॥ राजनिघण्टुः॥ अपराजिते कटू मेध्ये शीते कण्ठ्ये सुदृष्टिदे। कुष्ठशूलत्रिदोषामशोथव्रणविषापहे। कषाये कटुके पाके तिक्ते च स्मृतिबुद्धिदे॥ भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—सर्पविषे अपराजिता—"सिन्धुवारस्य मूलञ्च श्वेता च गिरिकर्णिका। पानं दर्व्वीकरैर्दष्टे * *" (चिः २५ अः)॥ चरकः। भूतोन्मादे अपराजिता—"साज्यं भूतहरं नस्यं श्वेताज्येष्ठाम्बुनिर्म्मितम्॥ (उन्माद चिः)। (२) "गलगण्डे" अपराजिता—"घृतमिश्रं पीतमिव श्वेतगिरिकर्णिकामूलम्। (गलगण्ड चिः)। चक्रदत्तः॥ परिणामशूले अपराजिता—"विष्णुक्रान्ताजटाकल्कः सिताक्षौद्रयुतैर्घृतम्। परिणामभवं शूलं नाशयेत् सप्तभिर्दिनैः"॥ (२ खः ५ अः) ॥ शार्ङ्गधरः। शोथे अपराजिता—"कल्को वा गिरिकर्ण्याश्च पीतः शोथविनाशनः"। (औः सं ५१८ पृः)। वङ्गसेनः॥ वल्मीकश्लीपदयोः गिरिकर्णिका—"गिरिकर्णिका मूलञ्च—। पिष्ट्वा प्रलेपनं कार्य्यं वल्मीकश्लीपदस्य च"॥ (चिः ३६ अः)। हारीतः।

অপরাজিতার অন্বর্থসংজ্ঞা।—গুণপ্রকাশিকাসংজ্ঞা—"বিষহন্ত্রী," "ছর্দ্দিকা" [**রাজনির্ঘণ্টু,**—কাঃ আঃ]

শ্বেতঅপরাজিতার সংস্কৃতনাম—"শ্বেতা গিরিকর্ণিকা"। "অশ্বক্ষুরা"।

নীল অপরাজিতার নাম—"নীলা গিরিকর্ণিকা," "বিষ্ণুক্রান্তা"। **অপরাজিতার ভাষানাম**—বাঃ—অপরাজিতা। হিঃ—সফেদ্ কোয়ল, নীলীকোয়ল। মঃ—গোকর্ণী, কাঙ্গী, পাণ্ঢরী। গুঃ—গরণী। কঃ—বিলীয় গিরিকর্ণিকে, নীলগিরিকর্ণিকে। তৈঃ—নীলগণ্টুনা। অঃ—মজীরযুতএর্হিদী।

বর্ণন—শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্পভেদে অপরাজিতা দুই প্রকার। ইহা বৃক্ষাশ্রিতা, **লতা।** প্রায়ই উদ্যানবৃতির শোভার্থ পালিত হয়। অপরাজিতার **পাতা** ছোট ছোট, প্রায় গোল। অপরাজিতার পত্র সন্নিবেশের কিঞ্চিৎ বিচিত্রতা আছে। দেখ—অপরাজিতা লতা হইতে একটী লম্বা বোঁটা (ইহাকে সাধারণবৃন্ত বলিতে পারি) নির্গত হইয়াছে, যাহা হইতে জোড়া জোড়া, ক্ষুদ্রবৃন্তসমন্বিত পত্র এবং সর্ব্বাগ্রে একটী অযুগ্মপত্র বাহির হইয়াছে। অপরাজিতার পত্র প্রায়ই ২—৩ জোড়া হইয়া থাকে এবং অগ্রভাগে একটী বেজোড় পাতা থাকিতে দেখা যায়। যাবতীয় অপরাজিতার পত্র গণনা কর, কুত্রাপি এই প্রণালীর ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না। যুগ্মপত্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া, ৩ জোড়ার স্থলে ৪ জোড়া হইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বাগ্রের অযুগ্ম পত্রটী থাকিবেই। বিল্ব, বরুণ প্রভৃতি ত্রিপত্র বৃক্ষের পত্রসন্নিবেশপ্রণালীও অপরাজিতার মত, কেবল উহাদের যুগ্মপত্রের সংখ্যার স্থিরত্ব লক্ষিত হয়, এই মাত্র প্রভেদ। আবার কতকগুলি গাছ আছে, যাহাদের পত্রসন্নিবেশ অপরাজিতারই মত, কেবল তাহাদের সর্ব্বাগ্রে অযুগ্ম পত্র নাই—সমস্ত পত্রই জোড়া জোড়া থাকে, যেমন বকফুলের পাতা। বকফুলের গাছের সমস্ত পাতা গণনা করিয়া দেখ, কুত্রাপি অগ্রভাগে অযুগ্মপত্র পাইবে না। অগস্তি ও অপরাজিতার পত্রের সাধারণ বৃন্তের শাখা নাই—অশাখ; কিন্তু এমন কতকগুলি গাছ আছে, যাহাদের সাধরণবৃন্তপার্শ্বে ক্ষুদ্রপত্রগুলির পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রতর পত্রসমন্বিত শাখা থাকে—যেমন বাব্‌লার পাতা। বাব্‌লার সাধারণ পত্রবৃন্ত সশাখ। জিজ্ঞাসুর অনুসন্ধিৎসাবর্দ্ধনের জন্য এস্থলে কএক প্রকার মাত্র পত্রসন্নিবেশ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। অপরাজিতার **ফুল,** তফাতে তফাতে এক একটী হয়। অপরাজিতার **শিম্বি** চ্যাপ্টা, শিম্বির ভিতর বীজ থাকে—**বীজ** চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্। **মাত্রা**—২৷৽ আনা।

বৈদ্যকে অপরাজিতার ব্যবহার।

চরক—দর্বীকর সর্পদিষ্টে অপরাজিতা—দর্বীকরসর্প (ফণাধরা সাপ) কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে নিসিন্দারের মূলের ছাল ও শ্বেত অপরাজিতার মূলের ছাল জলে বাটিয়া পান করাইবে (চিঃ ২৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—ভূতোন্মাদে** অপরাজিতা—শ্বেত অপরাজিতার মূলের রস তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃত যোগে পান করিলে ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয় (উন্মাদ চিঃ)। (২) **গলগণ্ডে** অপরাজিতার মূল—অপরাজিতার মূল গব্যঘৃতসহ পেষণ পূর্ব্বক গলগণ্ড রোগীকে পান করাইবে (গলগণ্ড চিঃ)। **শার্ঙ্গধর—পরিণামশূলে** অপরাজিতা—চিনি, মধু ও গব্যঘৃত যোগে নীল অপরাজিতার মূলত্বক্ সাতদিন সেবন করিলে পরিণামশূল নিবৃত্তি পায়। **বঙ্গসেন—শোথে** অপরাজিতা—শ্বেত বা নীল অপরাজিতার মূলত্বক্ উষ্ণজলে পেষণ করিয়া পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয়। **হারীত—শ্লীপদে** অপরাজিতা—শ্লীপদে, অপরাজিতামূলের প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৬ অঃ)।

বক্তব্য—সুশ্রুতে দর্ব্বীকরসর্পের বিষচিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত অপরাজিতার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—"শ্বেতা গিরিহ্বা কণিহী সিতাচ" (কঃ ৫ অঃ)। **সুশ্রুতোক্ত** শোথ ও উন্মাদ চিকিৎসায় অপরাজিতার উল্লেখ নাই। **সুশ্রুতের** সূত্রস্থানের ৩৯ অধ্যায়ে বামকদ্রব্যের যে তালিকা আছে তাহাতে অপরাজিতার নাম নাই; কিন্তু শিরোবিরেচকবর্গে অপরাজিতার উল্লেখ আছে। "করবীরাদীনামর্কান্তানাং মূলানি" বাক্যে অপরাজিতার মূলই শিরোবিরেচক বুঝিতে হইবে। **চরকোক্ত** বামিকর দ্রব্যের মধ্যে অপরাজিতা পঠিত হয় নাই (বিঃ ৮ অঃ)। **চরক**ও সুশ্রুতবৎ ইহাকে শিরোবিরেচকবর্গে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। **চরকোক্ত** শোথচিকিৎসায় অপরাজিতার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। উন্মাদ চিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। **চক্রদত্তের** শোথ ও শূল চিকিৎসায় অপরাজিতার প্রয়োগ নাই।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (১মঃ খণ্ড, ৪৫৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন অপরাজিতার সংস্কৃত নাম "গোকর্ণ"। প্রচলিত কোনও বৈদ্যকগ্রন্থে এ নাম পাওয়া যায় না। হয়ত "গিরিকর্ণিকা" ভ্রমে "গোকর্ণ" লিখিত হইয়াছে। "গোকর্ণী" অপরাজিতার মহারাষ্ট্রী নাম। নব্য লেখকেরা সকলেই একবাক্যে কালাদানার সহিত অপরাজিতাবীজের অতিসাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, কালাদানার গাত্র "টোল্‌খাওয়া" এবং বর্ণ রুক্ষকৃষ্ণ। অপরাজিতাবীজের গাত্র কুঁচের মত মসৃণ এবং বর্ণ চিক্কণকৃষ্ণ।

Constituents.—The root bark contains starch, tannin and resins. The seeds contain a fixed oil, a bitter resin which is the active principle, tannic acid, glucose a light-brown resin, and ash, 6 p. c.

Actions and uses.—The root is demulcent, diuretic and laxative, and is given in fever croup, chronic bronchitis, ascites, dropsy and enlargements of the abdominal viscera. As an demulcent the infusion is used to relieve irritation of the bladder and urethra and also given in bronchitis. The juice of fresh root is blown up the nostrils in Hemicrania. The extract is a brisk purgative—a good substitute for Kaladanah, gulbas bija and jalap. (*R. N. Khory*—II. 206.). **Ainslie** mentions the use of the root in croup, given with the object of causing nausea and vomiting. The anthor of the *Bengal Dispensatory* after extensive experiments denies its emetic properties, but says that an alcoholic extract proved a brisk purgative in doses of from 5 to 10 grains; he found it however to give rise to griping and tenesmus and does not recommend its use. (*Pharmacographia Indica.*—W. Dymock, I., 459.)

নব্যমত—অপরাজিতার মূল, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক, এবং মৃদুরেচক। ইহা, জ্বর, গুংড়িকাসি, পুরাণকাস, জলোদর, শোথ এবং প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। অপরাজিতার মূলের কাথ স্নিগ্ধ বলিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কাসে ব্যবহার করা যায়। অর্দ্ধাবভেদ অর্থাৎ "আধকপালে" রোগে আর্দ্রমূলের রস নস্ত করিতে হয়। অপরাজিতামূলের এক্সট্রাক্ট ত্বরিতবিরেচক। ইহা কালাদানা, গুল্‌বাস্‌বীজ এবং জোলাপের উত্তম প্রতিনিধি। মেটিরিয়ামেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড ২০৬ পৃঃ)।

এন্‌স্লি বলেন, বিবমিষাজননার্থ কিম্বা বমন করাইবার জন্য গুংড়িকাসিতে অপরাজিতা মূল ব্যবহার করা যাইতে পারে। "বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটরী" নামক পুস্তকের রচয়িতা বহু পরীক্ষার পর অপরাজিতার বান্তিকরত্বগুণ অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন অপরাজিতা মূলের "এল্কোহলিক্" এক্সট্রাক্ট ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় ত্বরিত বিরেচক বটে, কিন্তু ইহা সেবন করিলে রোগীর পেট কামড়ায় এবং বারম্বার মল ত্যাগের ইচ্ছা ও বহু কুন্থনে অল্প মল নির্গত হইতে থাকে; সুতরাং তিনি ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন না। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—১খণ্ড, ৪৫৯ পৃঃ)।

অপামার্গ—অপামার্গঃ।

अपामार्गः, शिखरी, मयूरकः, प्रत्यक्पुष्पी, किणिही। Achyranthes Aspera.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"प्रत्यक्पुष्पी" "खरमञ्जरी" "मयूरकः", "पंक्तिकण्टकः"; रक्तापामार्गस्य—"रक्तबिन्दुः", "अल्पपत्रकः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"क्षवकः", "किणिही"।

अपामार्गस्तु तिक्तोष्णः कटुश्च कफनाशनः। अर्शःकण्डूदरामघ्नो रक्तहृद् ग्राही वान्तिकृत्। "रक्तापामार्गकः" शीतः कटुकः कफवातनुत्। व्रणकण्डूविषघ्नश्च संग्राही वान्तिकृत् परः॥ धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च॥ अपामार्गः सरस्तीक्ष्णो दीपनस्तिक्तकः कटुः। पाचनो रोचनश्छर्दिकफमेदोऽनिलापहः। निहन्ति हृद्रुजाध्मार्शःकण्डूशूलोदरापचीः। अपामार्गो "ऽरुणो" वातविष्टम्भी कफकृद्धिमः। रूक्षः पूर्व्वगुणै न्यूनः कथितो गुण-वेदिभिः। "अपामार्गफलं" स्वादु रसे पाके च दुर्ज्जरम्। विष्टम्भि वातलं रूक्षं रक्तपित्तप्रसादनम्। भावप्रकाशः॥ अपामार्गोऽग्निजत्तीक्ष्णः क्लेदनः स्रंसनः परः। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—शिरोविरेचने अपामार्गतण्डुलः—"प्रत्यक्पुष्पी शिरोविरेचनानाम्" (सूः २५ अः)। "चरकः"॥ अर्शःसु अपामार्ग-मूलम्—"अपामार्गमूलञ्च तण्डुलोदकेन क्षौद्रमधुरः" (चिः ६ अः)। (२) क्रिमिषु अपामार्गः—"ततः शिरीषकिणिहीरसं क्षौद्रयुतं पिबेत्" (उः ५४ अः)। सुश्रुतः॥ सद्योव्रणेषु रक्तस्रुतौ अपामार्गपत्रम्—"अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोत्थेन रसेन वा। सद्योव्रणेषु रक्तन्तु प्रक्षुतं परितिष्ठति।" (व्रणशोथ चिः)। (२) कर्णनादबाधिर्य्ययोः अपामार्गक्षारः—"मार्गक्षारजले तत्क्षारकल्केन साधितं तिलजम्। अपहरति कर्णनादं बाधिर्य्यञ्चापि पूरणतः॥" (कर्णरोगचिः)।

(২) নবে লোচনোত্‌কোপে অপামার্গমূলম্—"শিখরিমূলং তাম্রভাজনে স্তোক-সৈন্ধবোম্মিশ্রাম্ মস্তুনি ঘৃষ্টং ভরনাদ্ধরতি নবং লোচনোত্‌কোপম্"॥ (নেত্ররোগ চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ বিসূচীকায়াং অপামার্গমূলম্—"জলপীতমপামার্গ-মূলং হন্যাদ্বিসূচীকাম্" (মঃ খঃ দ্বিঃ ভাঃ)॥ "ভাবপ্রকাশঃ। রক্তার্শঃসু অপামার্গবীজম্—"অপামার্গস্য বীজানাং কল্কস্তণ্ডুলবারিণা। পীতোরক্তা-র্শসাং নাশং কুরুতে নাত্র সংশয়:"॥ (দ্বিঃ খঃ ৫মঃ অঃ)। শার্ঙ্গধরঃ॥ উন্মাদে অপামার্গমূলম্—"সিতকুসুমবলায়াঃ সার্দ্ধকষত্রয়ং যঃ। শিখরি-চরণকোলং ক্ষীরপাকেন পক্কম্। পিবতি তদনু শীতং প্রাতরুত্থায় নিত্যম্। জয়তি ঝটিতি ঘোরং ব্যাধিমুন্মাদমুগ্রম্॥ "(উন্মাদ চিঃ)। (২) "আগন্তুব্রণ-রোপণার্থম্ অপামার্গমূলম্—"বলাশিখরিকামূলং পিষ্টা তৈলং বিপাচয়েৎ। নূনতৈলমিতি খ্যাতং—"॥ (আগন্তুব্রণাধিকারে)। বঙ্গসেনঃ॥ নিদ্রানাশে অপামার্গঃ—"কাকজঙ্ঘাত্বপামার্গঃ * *। ক্বাথোনিদ্রাকরঃ শীঘ্রং—"॥ (চিঃ ১৬ অঃ)। (২) শোথে অপামার্গঃ—"সংস্বেদনক্রিয়া কার্য্যা * * *। * * ময়ূরী কোকিলাক্ষৈষ—"। (চিঃ ২৬ অঃ)। হারীতঃ।

অপামার্গের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ময়ূরক" "প্রত্যক্‌পুষ্পী" "খরমঞ্জরী" "পংক্তিকণ্টক"। রক্তাপামার্গের—"রক্তবিন্দু" "অরুণপত্রক"। গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা—"ক্ষবক" "কিণিহী" (ব্রণহন্তা)। অপামার্গের ভাষানাম—বাঃ আপাঙ্। হিঃ চিরচিটা, লট্‌জীরা, ওঙ্গা। মঃ—আঘাড়া। গুঃ—অঘেজে। কঃ—উত্তরণে, চিচিন্না। তৈঃ—দুচ্চিনিকে। ফাঃ—খারবাস্‌গোতা। অঃ—অংকম্।

বর্ণন—অপামার্গ ক্ষুপ কলপাকার। পল্লীগ্রামে অতি সুলভ। ইহা নিম্নভূমিতে জন্মে না। অপামার্গ, বর্ষার প্রথম বারিপাতে অঙ্কুরিত, বর্ষায় বর্দ্ধিত, শীতে পুষ্পফলে শোভিত এবং নিদাঘের রৌদ্রে পরিপক্ব ফল সহ শুষ্ক হইয়া থাকে। ক্ষুপ ২।২ হাত দীর্ঘ হয়। পাতার বোঁটা ছোট, পত্রপ্রান্ত সামান্য ঢেউখেলান। পাতায় অতি সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ রোম আছে। রক্ত অপামর্গের পাতায় রক্তবিন্দুর মত দাগ থাকে। শাখা চাপ্টা, চৌকোণা। রক্ত অপামার্গের শাখা রক্তবর্ণ। উত্তরোত্তর মঞ্জরী দীর্ঘ, কর্কশ এইজন্য "খরমঞ্জরী" নাম। ফুল ছোট—রক্ত, লাল ও বেগুণেরঙে মিশ্রিত, যেন ময়ূরকণ্ঠের রঙ, এই জন্য

"ময়ূরক" নাম। অপামার্গের ফুল, ফুটবার সময় উপরমুখে থাকে—পরে কিছু পাশের দিকে বাঁকে, শেষে পরিপক্ব ফল নিম্নমুখে ঝুলিয়া, একবারে মঞ্জরীর গায়ে লাগিয়া যায়। এইজন্য পূর্ব্বাচার্য্য ইহার নাম দিয়াছেন "প্রত্যক্পুষ্পী"। অন্চ্ ধাতুর অর্থ গতি। ফলের ভিতর কটারঙের লম্বা বীজ থাকে—ইহারই নাম "অপামার্গতণ্ডুল"। অপামার্গতণ্ডুলের স্বাদ তিক্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—শাখা পত্র, মূল, বীজ। **মাত্রা**—পত্রের রস ১ তোলা। কাথ একছটাক হইতে আধপোয়া। মূল—চারি আনা হইতে আধতোলা। বীজচূর্ণ—চারি আনা হইতে ছয় আনা।

বৈদ্যকে অপামার্গের ব্যবহার।

চরক—শিরোবিরেচনে অপামার্গতণ্ডুল—শিরোবিরেচক (যে বস্তুর নস্য লইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মস্রাব হয় তাহাকে শিরোবিরেচক বলে) বস্তুর মধ্যে অপামার্গ-তণ্ডুল শ্রেষ্ঠ (সূঃ ১৫ অঃ)। **সুশ্রুত—অর্শে** অপামার্গমূল—প্রত্যহ অপামার্গমূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক মধুসহ পান করিবে। চিঃ ৬ অঃ)। টীকাকার **ডল্হণ** বলেন—"অপামার্গমূলযোগঃ পিত্তরক্তার্শসি। **গয়দাসস্তু** কফানুবন্ধরক্তজেষু"। পিত্ত-রক্তার্শ বা কফানুবন্ধরক্তার্শোরোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। (২)**ক্রিমিতে** অপামার্গ—স্নেহবস্তির অনন্তর শিরীষ ও অপামার্গের রস মধুসহ পান করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—সদ্যোব্রণের রক্তস্রাবে** অপামার্গ—কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে, অপামার্গ পত্রের রস প্রচুর পরিমাণে ক্ষতমুখে সেচন করিলে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায় (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) **কর্ণনাদ ও বধিরতায়** অপামার্গ ক্ষার—অপামার্গের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষারের কাথ ও কল্কদ্বারা তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কর্ণ-পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা নষ্ট হয় (কর্ণরোগ চিঃ)। (৩) **নূতনলোচনোৎ-কোপে** অর্থাৎ "চোকউঠায়" অপামার্গমূল—তামার পাত্রে দধির মাতের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে অপামার্গমূল ঘর্ষণ করিবে। এই বস্তুদ্বারা পূরণ করিলে, নূতন "চোকউঠা" ভাল হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বিসূচীকায়** অপামার্গমূল—আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচীকায় অপামার্গমূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। **শার্ঙ্গধর—রক্তার্শে** অপামার্গের বীজ—অপামার্গের বীজ তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে রক্তার্শ নিবৃত্তি পায়—এবিষয়ে সংশয় নাই। **বঙ্গসেন উন্মাদে** অপামার্গ—শ্বেতবেড়েলার মূলের ছাল ৭ তোলা, অপামার্গ মূল ২ তোলা। একত্র কুট্টিত করিয়া /৷৷৶৹ জল এবং /৷৷৶৹ গব্যদুগ্ধ সহ কাথ প্রস্তুত করিবে।

/।/০ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পেয়। ইহা প্রবল উন্মাদরোগে প্রাতে সেব্য (উন্মাদ চিঃ)। (২) **আগন্তুব্রণে** অপামার্গ—বেড়েলা এবং অপামার্গমূলকল্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল আগন্তুব্রণের রোপক (আগন্তুব্রণাধিকার)। **হারীত—নিদ্রানাশে** অপামার্গ—কাকজঙ্ঘা ও আপমার্গের ক্কাথ সেবনে নষ্টনিদ্রের নিদ্রা হয় (চিঃ ১৬ অঃ) (২) **শোথে** অপামার্গ—অপামার্গ ও কোকিলাক্ষের ক্কাথ দ্বারা বাষ্পস্বেদ কিম্বা উহাদের পিণ্ডস্বেদ শোথরোগীর হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)।

বক্তব্য—চরক সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে ক্রিমিঘ্ন ও বমনোপগবর্গে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন। **চরকোক্ত** অর্শশ্চিকিৎসায় অপামার্গের নামোল্লেখ নাই। শোথে "ময়ূরকং মাগধিকাং সমূলাং" পাঠে অপামার্গের প্রয়োগ আছে। **সুশ্রুতোক্ত** শোথ-চিকিৎসায় অপামার্গের উল্লেখ নাই। **চক্রদত্তের** লিঙ্গার্শশ্চিকিৎসায় ও ভল্লাতকলৌহে অপামার্গের ব্যবহার আছে। শোথে অপামার্গের উল্লেখ নাই। **চরক,** বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়োক্ত বাস্তিকরদ্রব্যমধ্যে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন। বিমানের ৭ম অধ্যায়ে ক্রিমিহর পথ্যোপদেশকালে অপামার্গের স্বরসে শালিতণ্ডুলের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। **চরকোক্ত** উন্মাদ চিকিৎসায় 'পিষ্ট্বা তুল্যমপামার্গম" ইত্যাদি পাঠে অঞ্জনার্থ অপামার্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেবনার্থ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। **সুশ্রুতের** উন্মাদ চিকিৎসায় অপামার্গের নামোল্লেখ নাই। **সুশ্রুত** শিরোবিরেচনবর্গে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৯ অঃ)। **সুশ্রুত,** সূত্রস্থানের ১১শ অধ্যায়ে ক্ষার প্রস্তুত জন্য যে সকল উদ্ভিদের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে অপামার্গের উল্লেখ আছে। অপামার্গ ব্রণে হিতকর; অতএবই হার নাম "কিণিহী" (ব্রণহন্তা)।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (৩য় খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ) "অধ্বশল্য" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"Roadside rice" অর্থাৎ পথিপার্শ্বস্থ তণ্ডুল। শল্য শব্দের অর্থ তণ্ডুল নহে—যাহা কিছু শরীরের পীড়াপ্রদ তাহাকেই শল্য বলে। **ডল্লণ** বলেন—'যৎকিঞ্চিৎ অবাধকরং শরীরে তৎসর্ব্বমেবপ্রবদন্তি শল্যম্' (সূঃ টীঃ ১মঃ অঃ)। অপামার্গের মঞ্জরী কর্কশ, বস্ত্র বা গাত্র স্পৃষ্ট হইলে ক্লেশপ্রদ এইজন্য উহাকে পথ্যোরশল্য বলা হইয়াছে। **ক্ষোরি** (১মঃ খঃ, ৫০৪ পৃঃ) অপামার্গের অর্থ করিয়াছেন "Apa or Ab water and Marga a washerman"। এ অর্থ অপূর্ব্ব। মার্গ শব্দের রজক অর্থ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। উপরি লিখিত কল্পিত অর্থ নির্দ্দেশ দ্বারা ক্ষোরি এই বুঝাইতে চাহেন যে অপমার্গ—ক্ষার দ্বারা রজকেরা বস্ত্র পরিষ্কার করিত। অমরকোষের টীকাকার **ভানুজিদীক্ষিত** কৃত "অপমার্জ্জন্ত্যানেন" এই অর্থদ্বারাই যখন ক্ষোরির উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়, তখন তিনি কেন এ কল্পিত অর্থ রচনায় ক্লেশ-স্বীকার করিলেন?

Constituents.—The fruit contains a large percentage of alkaline ash containing potash. (*Materia Medica of India.*—R.N. Khory, II.504).

Actions and uses.—Astringent, diuretic and alterative ; given in Menorrhagia, Diarrhœa and Dysentery. Khar is largely used in Anasarca Ascites and Dropsy. It is also given in cutaneous affections and enlargements of glands, and to loosen expectoration in cough. It has a great reputation in dog-bites, and bites of snakes and other venomous reptiles, for which purpose it is given internally and also applied externally. The juice is sometimes applied in toothache and the paste as eye-salve (anjan) in opacity of the cornea. A medicated oil is dropped into the ear in deafness and noises in the ears. (Do, II, 504-5).

The diuretic properties of the plants are well-known to the natives of India, and European physicians agree as to its value in dropsical affections ; one ounce of the plant may be boiled in ten ounces of water for 15 minutes, and from 1 to 2 ounces of the decoction be given 3 times a day. (*Pharmacographia Indica.*—W. Dymock, III., p. 136).

নব্যমত—অপামার্গ, সঙ্কোচক, মূত্রকারক ও রসায়ন। ইহা রজঃস্রাব, অতিসার এবং আম ও রক্তাতিসারে সেব্য। অপামার্গক্ষার, অগম্ভীর শোথ, শোথ, জলোদর, চর্ম্মরোগ ও গলগণ্ডাদি রোগে প্রযোজ্য। অপিচ শুষ্ককাসে সেবন করিলে শ্লেষ্মা তরল করে। অপামার্গ, সর্প, কুক্কুর কিম্বা অন্যান্য বিষধর প্রাণী কর্ত্তৃক দংশন জন্য বিষদোষ নিবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদর্থে উহা সেবন ও লেপন উভয়তঃই ব্যবহৃত হয়। অপামার্গের স্বরস দন্তশূল নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্পষ্টদৃষ্টিতে অপামার্গ কল্কের প্রলেপ হিতকর। অপামার্গ-সাধিত তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ, বধিরতা ও কর্ণনাদের পক্ষে প্রশস্ত। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্‌ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড, ৫০৪ পৃঃ)। অপামার্গের মূত্রকরত্বগুণ, এতদ্দেশীয়গণের নিকট সুপরিচিত, য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণও শোথরোগে অপামার্গের উপকারিতা স্বীকার করেন। মূল শাখা পত্র সহিত অপামার্গ আধছটাক, পাঁচছটাক জলে ১৫ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া আধছটাক হইতে একছটাক মাত্রায় দিনে৩ বার সেব্য। (ফার্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—৩য় খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ)।

অম্লবেতস—अम्लवेतसम्।

अम्लवेतसम्। Rumex Vesicarius.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"गुल्मघ्ना", "शङ्खद्रावि", "मांसद्रावि", "रक्तस्रावि"।

कषायं कटुरूक्षोष्णमम्लवेतसकं विदुः। हृट्कफानिलजन्मार्शोहृद्बाधाश्मरी-गुल्मजित्॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ अम्लवेतसमत्यम्लं कषायोष्णञ्च वात-जित्। कफार्शःश्रमगुल्मघ्नमरोचकहरं परम्॥ राजनिघण्टुः॥ अम्लवेत-समत्यम्लं भेदनं लघु दीपनम्। हृद्रोगशूलगुल्मघ्नं पित्तलं लोमहर्षणम्। रूक्षं विण्मूत्रदोषघ्नं प्लीहोदावर्त्तनाशनम्। हिक्कानाहारुचिश्वासकासाजीर्णव-मिप्रणुत्। कफवातामयध्वंसि छागमांसद्रवत्वकृत्। चणकाम्लगुणं ज्ञेयं लोहसूचीद्रवत्वकृत्। भावप्रकाशः॥ अम्लवेतसमत्यम्लं मानाहकफवातजित्। तदेव सिद्धं दोषघ्नं श्रमघ्नं ग्राहि गुर्व्वपि॥ राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—"अम्लवेतसं भेदनीयदीपनीयानुलोमिकवातश्लेष्मप्रशमना-नाम्" (सूः २५ अः)। चरकः॥ प्लीह्नि अम्लवेतसम्—"अम्लवेतससंयुक्तः शिग्रुक्वाथः ससैन्धवः। पीतः प्लीहोदरं हन्ति पिप्पलीमरिचान्वितः"। (उदर चिः)। वङ्गसेनः॥

অম্লবেতসের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গুল্মহা," "শঙ্খদ্রাবী," "মাংসদ্রাবী" "রক্তস্রাবী"। অম্লবেতসের ভাষানাম—বাঃ—থৈকড়। হিঃ—অমল্‌বেত্। মঃ—চুকা। গুঃ—অম্লবেত। ফাঃ—তুর্ষক্।

বর্ণন—অম্লবেতসের বৃক্ষ ফলের জন্য উদ্যানে রক্ষিত হয়। ফলগুলিকে থৈকল বলে। হুগলী অঞ্চলে যে গাছকে মাদারের গাছ এবং পূর্ব্ববঙ্গে যাহাকে ডাঁফল বা ডহয়ার গাছ বলে অম্লবেতসের গাছ কতকটা সেইরূপ। গাছ বড় হয়, পাতা বড়, চৌড়া ও কর্কশ। আষাঢ়মাসে ফুল হয়—ফুল শাদা। শরৎকালে ফল পাকে। কাঁচা থৈকল হরিদ্বর্ণ, পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। আকারে নাশপাতির মত; কিন্তু তদপেক্ষা ত্রিচতুর্গুণ বৃহৎ হয়।

কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র অম্লবেতসের বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। রাজনিঘণ্টুকার যথার্থই বলিয়াছেন "ভোটদেশে প্রসিদ্ধম্"। আমাদের দেশে যেমন আমের আম্‌শী করে কোচবিহারের লোক সেইরূপ পাকা থৈকল কাটিয়া শুষ্ক করিয়া রাখে। কেহ কেহ ঐ শুষ্ক থৈকল সর্ষপতৈলে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখিয়া, ঐ তৈল বায়ুপ্রশমনার্থ ব্যবহার করে। শুষ্কথৈকল বড় চিম্‌শে—সহজে চূর্ণ করা যায় না। থৈকল অত্যন্ত অম্লাস্বাদ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল।

বৈদ্যকে অম্লবেতসের ব্যবহার।

চরক—ভেদনীয়, দীপনীয়, অনুলোমক এবং বাতশ্লেষ্মপ্রশমক দ্রব্যের মধ্যে অম্লবেতস শ্রেষ্ঠ (সূ: ২৫ অ:)। **বঙ্গসেন-প্লীহায়** অম্লবেতস—সজিনামূলের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে বহু থৈকল চূর্ণ এবং অল্প পিপুল ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্লীহোদরীকে সেবন করাইবে (উদর চি:)।

বক্তব্য—**চরক** অম্লবেতসকে হৃদ্যবর্গমধ্যে পাঠ করিয়াছেন (সূ: ৪ অ:)। **চরকের** গুল্মচিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত অম্লবেতস বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—(১) "পুষ্করব্যোষধান্যাম্লবেতস"—।—(২) "তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৈঃ"। (৩) "শটীপুষ্করহিঙ্গ্বম্লবেতস"—"(চি: ৫ অ:)। **সুশ্রুতোক্ত** গুল্মচিকিৎসায় বারম্বার অম্লবেতসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—(১) "হিঙ্গুসৌবর্চ্চল * * অম্লবেতসৈঃ"। "হিঙ্গ্বম্লবেতসাজাজী—"উ: ৩২ অ:)। অগ্নিমান্দ্যাধিকারের প্রসিদ্ধ 'ভাস্করলবণে" অম্লবেতস পঠিত হইয়াছে। **চক্রোক্ত**—গুল্মাধিকারের "হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ," "কাঙ্কায়ন গুড়িকা" ও "রসোনাদ্যঘৃতে" অম্লবেতস ব্যবহৃত হইয়াছে।

নব্যমত সমালোচনা—ডা: **উদয়চাঁদ**, এবং **ব্রহ্মবর্গ**, উভয়েই অম্লবেতসের বাঙলানাম "চুকাপালং" লিখিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় উদয়চাঁদ অম্লবেতসের উল্লেখই করেন নাই; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তল্লিখিত চুক্রের অম্লবেতসার্থে প্রয়োগ গৌণ, চুক্রের মুখ্যার্থ চুকাপালং। যদি উদয়চাঁদোক্ত সংস্কৃত নাম চুক্র এবং বাঙলা নাম চুকাপালং ঠিক্ রাখিতে হয় তাহা হইলে লাটিন নামে ভুল হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যদি লাটিন নাম ঠিক্ রাখা যায়, তাহা হইলে সংস্কৃত নাম চুক্র বরং রাখা যায় (অম্লবেতস বলিলেই ঠিক্ হয়) কিন্তু বাঙলা নাম থৈকল অবশ্য লিখিতে হইবে।

অর্ক—अर्कः।

अर्कः, रूपिका। श्वेतपुष्पस्य—अलर्कः। Calotropis Jigantea, Calotropis Procera.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"क्षीरदलः", "क्षीरकाण्डकः", "तूलफलः", "शुकफलः"। राजार्कस्य—"सदापुष्पः"। शुक्लार्कस्य—"सुपुष्पः", "वृत्तमल्लिका"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"खर्ज्जूघ्नः"।

अर्कस्तिक्तो भवेदुष्णः शोधनः परमः स्मृतः। कण्डूव्रणहरो हन्ति जन्तुसंहतिमुद्धताम्। अर्कस्तु कटुरुष्णश्च वातहृद्दीपनः सरः। शोफव्रणहरः कण्डूकुष्ठप्लीहक्रिमीञ्जयेत्। "राजार्कः" कटुतिक्तोष्णो वीर्य्यमेदोविषापहः। वातकुष्ठव्रणान् हन्ति शोफकण्डूविसर्पनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ अर्कस्तु कटुरुष्णश्च वातजिद्दीपनीयकः। शोथव्रणहरःकण्डूकुष्ठक्रिमिविनाशनः। श्वेतार्कः कटुतिक्तोष्णोमलशोधनकारकः। मूत्रकृच्छ्रास्रशोफार्त्तिव्रणदोषविनाशनः। "राजार्कः" कटुतिक्तोष्णः कफमेदोविषापहः वातकुष्ठव्रणान् हन्ति शोफकण्डूविसर्पनुत्। "श्वेतमन्दारको"ऽत्युष्णस्तिक्तो मलविशोधनः। मूत्रकृच्छ्रव्रणान् हन्ति क्रिमीनत्यन्तदारुणान्॥ राजनिघण्टु॥ "अर्कद्वयं" सरं वातकुष्ठकण्डूविषव्रणान्। निहन्ति प्लीहगुल्मार्शःश्लेष्मोदरशकृत्क्रिमीन्। "अलर्ककुसुमं" वृष्यं लघु दीपनपाचनम्। अरोचकप्रसेकार्शःश्वासकासनिवारणम्। "रक्तार्कपुष्पं" मधुरं सतिक्तं कुष्ठक्रिमिघ्नं कफनाशनञ्च अर्शोविषं हन्ति च रक्तपित्तं संग्राहि गुल्मे श्वयथौ हितन्तत्। "क्षीर"मर्कस्य तिक्तोष्णं स्निग्धं सलवणं लघु। कुष्ठगुल्मोदरहरं श्रेष्ठमेतद्विरेचनम्॥ भावप्रकाशः॥ अर्कः क्रिमिहरस्तीक्ष्णःसरोऽर्शःकफदोषजित्॥ तत् 'पयः' क्रिमिदोषघ्नं हितं कुष्ठोदरार्शोजित्। राजवल्लभः॥ अर्कमूलत्वचा स्वेदकरी श्वासनिवर्हणी। उष्णा च वामिका चैव विकृतरोगनाशनी॥ इति क्वचित्।

वैद्यके व्यवहारः—(१) वमने सविरेचने अर्कक्षीरम्—"क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने (सूः १ अः)। (२) अर्शःसु अर्कमूलम्—अर्कमूलं शमीपत्र-मर्शोभ्यो धूपनं हितम् (चिः ८ अः)। (३) व्रणाच्छादनार्थं अर्कपत्रम्—व्रणप्रच्छादने विद्वान् पत्राण्यर्कस्य चादिशेत् (चिः १३ अः)। (४) ऊरुस्तम्भे शाकार्थं अर्कपत्रम्—"शाकैरलवणैरद्यात्जलतैलोपसाधितैः। सुनिषण्णकनिम्बार्क * * * पल्लवैः" (चिः २७ अः)। चरकः॥ जातसत्त्वे कुष्ठे अर्कमूलम्—"क्वाथं वार्कालर्कसप्तच्छदानाम् जातसत्त्वः पिवेत्। (चिः ८ अः)। (२) कर्णशूले अर्काङ्कुरः—"अर्काङ्कुरानम्लपिष्टां स्तैलाक्तान् लवणान्वितान्। सन्निदध्यात् स्नुहीकाण्डे कोरिते तच्छदावृते। पुटपाकक्रमस्विन्नान् पीडयेदार-सागमात्। सुखोष्णं तद्रसं कर्णे दापयेच्छूलशान्तये" (उः २१ अः)। (३) श्वासे अर्काङ्कुरः—"पिवेत् सचूर्णं मधुना धानाश्चाप्यथ भक्षयेत्। अर्काङ्कुरै-र्भावितानां यवानां श्वासनेकशः" (उः ५१ अः)। (४) आलर्के विषे अर्कक्षीरम्—"पललं तिलतैलञ्च रूपिकायाः पयो गुडः। निहन्ति विषमालर्कं मेघवृन्दमिवा-निलः" (कल्प ६ अः)॥ सुश्रुतः॥ दन्तगतक्रिमिशूले अर्कक्षीरम्—सप्त-च्छदार्कक्षीराभ्यां पूरणं क्रिमिशूलजित् (उः २२ अः)। वाग्भटः॥ श्वित्रा-मये अर्कमूलम्—"निष्पिष्टमारनालेन रूपिकामूलवल्कलम्। लेपोश्वित्रामयं हन्ति बद्धमूलमपि दृढ़म् (श्वित्र-चिः)। (२) श्लीपदे अर्कमूलम्—"निष्पिष्ट मारनालेन रूपिकामूलवल्कलम्। प्रलेपात् श्लीपदं हन्ति बद्धमूलमपि दृढ़म्।" (श्लीपद-चिः)। (३) वृश्चिकदंशने अर्कपत्रम्—पुरधूपपूर्व्वमर्कच्छदमिव पिष्टा क्षतो लेपः" (विष चिः)॥ चक्रदत्तः॥ प्लीह्नि अर्कपत्रम्—"अर्कपत्रं सलवणं पुटदग्धं सुचूर्णितम्। निहन्ति मस्तुना पीतं प्लीहानं मतिदारुणम्॥ (चः खः ३ भाः प्लीह-चिः)। (२) मेढ्रपाके अर्कपत्रम्—"जयाजात्यश्वमारार्कसम्पाकानां दलैः पृथक्। कृतं प्रक्षालनं क्वाथं मेढ्रपाके प्रयोजयेत्।" (मः खः ४ भाः उपदंश-चिः)। भावप्रकाशः॥ वातश्लेष्मजेऽर्शसि अर्कपत्रम्—"लवणान्यर्क-पत्राणि विनीय तरुणानि च। तैलेनाम्लेन युक्तानि शुक्त्वा शरावे दहेद्भिषक्।

তথ্যোদ্বৰ্ত্তেন মণ্ডৈর্ব্বা বসৈবন্নৈ স্বলাভতঃ। পীতঃ প্রশমযত্যেষ আরোऽর্শো বাত-সম্ভবম্ ॥ (অর্শোऽধিকারে)। (২) মুখকার্ষ্ণ্যে অর্কক্ষীরম্—"অর্কক্ষীর-হরিদ্রাভ্যাং মর্দ্দযিত্বা প্রলেপনাত্। মুখকার্ষ্ণ্যং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবম্ ॥ (ক্ষুদ্ররোগাধিকারে)। (৩) নযনাময়ে অর্কমূলম্—"আর্কস্য মূলমাপোথ্য মুহূর্ত্তং বারিণি ন্যসেত্। এতদাস্যন্দনং দৃষ্টং নযনাময়নাশনম্। (নেত্ররোগা-ধিকারে)। বঙ্গসেনঃ ॥

অর্কের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষীরদল," "ক্ষীরকাণ্ডক," "তূল-ফল" "শুকফল," রাজার্কের—"সদাপুষ্প," শুক্লার্কের—"সুপুষ্প," "বৃত্তমল্লিকা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"খর্জ্জুঘ্ন" (কণ্ডূনাশক)।

অর্কের ভাষানাম—সং—অর্ক, রূপিকা; শ্বেতপুষ্পের নাম—অলর্ক। বাঃ—আকন্দ, শ্বেতআকন্দ। হিঃ—মন্দার, লালআক, সাফেদআক। মঃ—রুই, পান্ঢরী রুই। কঃ—যক্কে, মন্দার যক্কে। তৈঃ—নীলজিল্লোড়ে, ঘোলী, তেলাজিল্লোড়ে, জিল্লেট্টুং চেট্টু। গুঃ—আকড়ো, ভোলো আকড়ো। ফাঃ—খুর্ক, দুধ। অঃ—উষর। সিংহলী—ওয়ারা।

বর্ণন—আকন্দের গাছ ২—৬ হাত উচ্চ হয়। উচ্চ, শুষ্ক ও উষর ভূমিতে জন্মে। কাণ্ডের ও প্রধান শাখার ত্বক্, অতি লঘু, শোলার মত নরম এবং বিদীর্ণ হইয়া থাকে। কোমল শাখা, ধোনা তূলার মত ঘন লোমে আবৃত এবং চ্যাপ্টা। পাতা লম্বা, অগ্রভাগের নিকট চৌড়া, বৃন্তের নিকট সামান্য সরু। পত্রবৃন্ত এত ছোট যে, পাতা যেন শাখাতেই লাগিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। পাতার সোজাদিকে বৃন্তের নিকট দণ্ডবদ্ধ তাম্রবর্ণ কর্কশ লোম আছে। পাতার সোজা দিক্‌কে উদর এবং উল্টা দিক্‌কে পৃষ্ঠ বলে। অর্কপত্রোদরে তূলার মত পাৎলা লোম আছে। পত্রের ঐ লোম অতি ঘনব্যাপ্ত; এজন্য পত্রপৃষ্ঠ শুভ্র দেখায়। শ্বেত আকন্দের ফুল একবারে দুধের মত শাদা নহে; কিন্তু উপর ঈষৎ পীত অর্থাৎ নবনীত বর্ণের হইয়া থাকে। রক্ত আকন্দের ফুল বেগুণে রঙের হয়। অর্কের পুষ্পাবির্ভাবকাল—বিশেষতঃ ফাল্গুন, চৈত্র। আকন্দের ফলের ভিতর তুলা থাকে। ফলের অগ্রভাগ দেখিতে পক্ষীর ঠোঁটের মত। কোমল শাখাগ্র ও পত্র ভগ্ন করিলে আঠা বাহির হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ক্ষীর, মূল, পত্র, অঙ্কুর, পুষ্প। মাত্রা—মূলত্বক্ ½ আনা—১ আনা। শুষ্ক আঠা ¼ আনা ১ আনা। অন্তর্ধূমদগ্ধ পত্র—২

আনা—৪ আনা। **পত্রের রস** ২—৬ বিন্দু। **অঙ্কুর, পুষ্প** বা **মূলের ক্বাথ** ½ ছটাক। ৩ আনা হইতে ৫ আনা মাত্রায় অর্কমূলত্বক্ বান্তিকর।

বৈদ্যকে অর্কের ব্যবহার।

চরক—আকন্দের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বমন ও বিরেচন হয় (সূঃ ১ অঃ)। (২) **অর্শে** অর্কমূল—অর্শের বলির পক্ষে আকন্দের মূল এবং শমীপত্রের ধূম হিতকর (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **ব্রণপ্রচ্ছাদনে** অর্কপত্র—অর্কপত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **উরুস্তম্ভ** রোগীর শাকার্থ অর্কপত্র—উরুস্তম্ভ রোগীকে, তৈলাক্তজলে সিদ্ধ অলবণ অর্কপত্র সেবন করাইবে। (চঃ ২৭ অঃ)। **সুশ্রুত—কুষ্ঠে ক্রিমি জন্মিলে** অর্কমূলত্বক্—জাতসত্ত্ব অর্থাৎ যাহার কুষ্ঠের ক্ষতে ক্রিমি জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে অর্ক, অলর্ক (শ্বেতপুষ্প অর্ক) এবং ছাতিমের কাথ পান করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **কর্ণশূলে** অর্কাঙ্কুর—আকন্দের পুষ্প ও পত্রাঙ্কুর কাঁজিতে বাটিয়া, কিঞ্চিৎ তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ সংযোগ করিয়া, একটী মনসার (স্নুহীর) ডাঁটাকে কুরিয়া উহার ভিতর রাখিবে। এই ডাঁটাকে আকন্দের পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া, তদুপরি মৃত্তিকার লেপ দিয়া, শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। স্নুহীকাণ্ডগর্ভ হইতে নিষ্কাসিত অর্কাঙ্কুরের রস ঈষদুষ্ণাবস্থায় বিন্দু বিন্দু কর্ণে দিলে, কান কট্‌কটানি (কর্ণশূল) নিবৃত্তি পায়। (উঃ ২১ অঃ)। (৩) **শ্বাসে** অর্কপত্র ও পুষ্প—আকন্দের পাতা ও ফুলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা বারম্বার (সাতবার) খোসা ছাড়ান ভর্জ্জিত যব ভাবনা দিয়া, চূর্ণ করিয়া, মধু সহ (২ আনা হইতে ৪ আনা মাত্রায়) শ্বাস রোগীকে সেবন করাইবে। (উঃ ৫১ অঃ)। (৪) **কুক্কুরদংশন বিষে** অর্কক্ষীর—উত্তমরূপ কুট্টিত তিল ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ২ তোলা এবং শুষ্ক আকন্দের আঠা একত্র মিশ্রিত পূর্ব্বক কুক্কুর দষ্ট ব্যক্তিকে পান করাইবে (কল্প ৬ অঃ)। **বাগ্‌ভট—দন্তগতক্রিমিশূলে** অর্কক্ষীর—কীট কর্তৃক ভক্ষিত দন্তবিবরে আকন্দের কিম্বা ছাতিমের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া পূরণ করিবে, রোগীকে নিষ্ঠীবন গলাধঃকরণ করিতে নিষেধ করিবে। ইহা দন্তশূলনাশক (উঃ ২২ অঃ)।

চক্রদত্ত—বৃদ্ধিরোগে অর্কমূল—আকন্দের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে অতি প্রবৃদ্ধ কুরণ্ডও বিনষ্ট হয় (বৃদ্ধি চিঃ)। (২) **শ্লীপদে** অর্কমূল—আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রবৃদ্ধ শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ বিনাশ পায় (শ্লীপদ চিঃ)। (৩) **বৃশ্চিকদংশনে** অর্কপত্র—বৃশ্চিক দংশন করিলে, প্রথমে দষ্টস্থানে গুগ্‌গুলুর ধূম লাগাইয়া, পরে আকন্দের পাতা বাটিয়া লেপ দিলে দংশন জন্য জ্বালা

নিবৃত্তি পায় (বিষ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—প্লীহায়** অর্কপত্র—মাটীর হাঁড়িতে শুষ্কীকৃত আকন্দপত্র এবং পাতার ½ সৈন্ধবলবণ চূর্ণ পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করিবে। এই ভস্ম দধির মাতের সহিত সেবনে বৃহৎ ও দৃঢ় প্লীহা কোমল হইয়া স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয় (প্লীহাধিকার)। (২) **মেঢ্রপাকে** অর্কপত্র—মেঢ্র পাকে আকন্দ পাতার কাথ দ্বারা মেঢ্র প্রক্ষালন করিবে (উপদংশ চিঃ)। **বঙ্গসেন—বাতজ অর্শে** অর্কপত্র—আকন্দের কুট্টিত কোমল পত্র যত, মিলিত পঞ্চলবণ উহার ½ ভাগ কিঞ্চিৎ তিলতৈল এবং আমরুলশাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অন্তর্ধূমদগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার উষ্ণোদকের সহিত, বাতজ অর্শরোগী পান করিবে (অর্শ চিঃ)। (২) **মুখকার্ষ্ণ্যে** অর্কক্ষীর—হরিদ্রাচূর্ণের সহিত আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া মুখের কাল দাগ লিপ্ত করিবে। যদি ঐ কাল দাগ দীর্ঘকালের হয় তাহা হইলেও ভাল হইবে (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)। (৩) **নয়নাময়ে** অর্কমূল—১ তোলা আকন্দের মূলের ছাল কুটিয়া এক পোয়া জলে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। চক্ষু লাল, ভারি, বেদনান্বিত, ক্লেদবহুল এবং চুলকাইতে ইচ্ছা থাকিলে, এই জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষুর ভিতর দিবে (নেত্ররোগাধিকার)।

বক্তব্য—অর্কের ভেদ চরকে এক প্রকার **সুশ্রুতে** অর্ক এবং অলর্ক (শ্বেতার্ক) এই দুই প্রকার, **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** অর্ক এবং রাজার্ক, **রাজনিঘণ্টুতে** অর্ক, শ্বেতার্ক, রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক এই চারি প্রকার এবং **ভাবপ্রকাশে** শ্বেত ও রক্তভেদে দুই প্রকার অর্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে সচরাচর দুই প্রকার আকন্দ দেখা যায়—এক প্রকারের ফুল নবনীত বর্ণ, ইহাই শ্বেতার্ক। আর এক প্রকারের ফুল বেগুণে রঙের হয়, ইহাই রক্তার্ক। কিন্তু ধন্বন্তরীয় ও রাজনিঘণ্টুক্ত রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক কি? রাজার্কের পর্য্যায়ে **রাজনিঘণ্টুকার** লিখিয়াছেন "রাজার্কো বসুকোঽলর্কো মন্দারো গণরূপকঃ" সুতরাং জানা যাইতেছে অলর্ক এবং মন্দার বা মন্দারক রাজার্কেরই নামান্তর। অরুণদত্ত বলেন "মন্দারকঃ শ্বেতপুষ্পঃ (বাগ্‌ভটটীকা সুঃ ১৫ অঃ) অতএব রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক এই দুই প্রকার অর্ককে শ্বেতার্কেরই ভেদ বিশেষ বলিতে পারা যায়। **রাজনির্ঘণ্টুতে** রাজার্ককে "সদাপুষ্প" এবং শ্বেতমন্দারককে "দীর্ঘপুষ্প" বলা হইয়াছে। আমরা বঙ্গদেশে যে শ্বেত আকন্দ দেখিয়া থাকি উহারা "সদাপুষ্প" নহে—ফাল্গুন চৈত্র মাসেই পুষ্পিত হয়। অতএব এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, যে জাতীয় শ্বেতার্কের বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতুতেও ফুল হয় তাহাই রাজার্ক এবং যে শ্বেতার্কের পুষ্প অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তাহাই শ্বেতমন্দারক। রক্তার্ক অপেক্ষা শ্বেতার্কের আঠা বেশী।

সুশ্রুত টীকাকার ডহ্লণ বলেন "অলর্কো মন্দারকঃ, যস্ত ক্ষীরং ন বিনশ্যতি" (সু টী ৩৮ অঃ অর্কাদি-বঃ)। চরকের কুষ্ঠ চিকিৎসায়, কেবল অর্ক ব্যবহৃত হয় নাই, দ্রব্যান্তরের সহিত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—"বৃষকত্রিবৃদর্কনাগরকং," "কুষ্ঠার্কতুথ,-" "কুষ্ঠার্কমূলসর্ষপ,-" "সপ্তচ্ছদার্কপল্লব।" চরকের শ্বাসচিকিৎসায়, কেবল মাত্র মুক্তাদ্যচূর্ণ নাম ঔষধে অর্কের উল্লেখ দেখা যায়। চরকে কুক্কুর বিষের পৃথক্ চিকিৎসা নাই। সুশ্রুতের কল্পস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে "শৃগালশ্বতরক্ষ বৃক্ষ" হইতে "স্বস্থস্তো ন সিধ্যতি" পর্য্যন্ত গ্রন্থে উন্মত্ত শৃগাল কুক্কুরাদির লক্ষণ, তৎকর্ত্তৃক দষ্টের লক্ষণ এবং জলত্রাসাদি অরিষ্ট লক্ষণ অতি উত্তমরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কোচবিহারাধিপতি শ্রীশ্রীভূপবাহাদুরের চিকিৎসক ও ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত এম, বি, মহাশয় উহা শ্রবণ করিয়া সবিস্ময় বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। এবং স্বীয় "স্বাস্থ্য" নাম মাসিকপত্রে প্রকাশ করিবার জন্য অনুবাদ করাইয়াছিলেন। চরকে "মৃতসঞ্জীবনী" ও "অমৃতঘৃত" এবং বৃশ্চিকবিষ চিকিৎসায়, দ্রব্যান্তরের সহিত অতি অপ্রধানরূপে অর্ক ব্যবহৃত হইয়াছে। চরকে প্লীহোদর চিকিৎসায় অর্কের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। বাগ্ভটে কুক্কুরবিষ চিকিৎসায় সুশ্রুতোক্ত অর্কক্ষীর প্রয়োগ বিধি উদ্ধৃত হইয়াছে (উঃ ৩৮ অঃ)। চরকোক্ত গ্রহণী অধিকারের "ক্ষারগুড়িকা" নাম ঔষধে প্রচুর পরিমাণে অর্ক ব্যবহৃত হইয়াছে। বাগ্ভট গ্রহণী চিকিৎসায় অবিকল উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুশ্রুতোক্ত প্লীহোদর ও গ্রহণী চিকিৎসায় অর্কের প্রয়োগ নাই। চরক, অর্ককে ভেদনীয়, স্বেদোপগ এবং বমনোপগ বর্গে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৯ অঃ)। স্বেদোপগ বমনোপগ শব্দের অর্থ, যে সকল বস্তু স্বেদন ও বমন ক্রিয়ার সহায়তা করে। সুশ্রুত উর্দ্ধভাগহর বর্গে অর্থাৎ বামক-দ্রব্যের তালিকায় অর্কের উল্লেখ করেন নাই। অধোভাগহর বর্গে অর্থাৎ বিরেচক দ্রব্যের তালিকায় অর্ক পাঠ করিয়াছেন। "শেষাণাং ক্ষীরাণি" বাক্যে আকন্দের ক্ষীরই বিরেচক বুঝিতে হইবে (সূঃ ৩৯ অঃ)। বমনদ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে সুশ্রুত "সদাপুষ্পী" পাঠ করিয়াছেন ইহা হইতে প্রতীতি জন্মে সুশ্রুতও অর্ককে বমনোপগ বলিয়া স্বীকার করেন।

নব্যমত সমালোচনা—ডাঃ উদয়চাঁদ বলিয়াছেন (হিন্দু মেটিরিয়া মেডিকা, ১৯৭ পৃঃ) সংস্কৃত লেখকেরা অর্ক ও অলর্ক এই দুই প্রকার অর্ক জানিতেন। পাঠক এ কথা অবশ্য অমূলক বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। ডিমকোক্ত Calotropis Gigantia কে রক্সবর্গ Asclepias Gigantea নাম দিয়াছেন। উভয়েই বলিয়াছেন (রক্সবর্গ ২৫১ পৃঃ, ডিমক ২য় খণ্ড, ৪২৮ পৃঃ) এই অর্ক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুলভ। ওয়াইট্ Calotropis Procera নামক অর্কের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন (ফিগাস অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লান্টস্ ৪ খণ্ড, ১২৭৮ পৃঃ) সেই চিত্র, বঙ্গদেশে সচরাচর দৃষ্ট অর্কের মত নহে। এই চিত্রের

বক্তব্যে ওয়াইট্ লিখিয়াছেন, বেরিলী জেলায় এই প্রকার অর্ক প্রচুর পরিমাণে জন্মে; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তথাকার লোকে ইহার পরিবর্ত্তে C. Gigantea ব্যবহার করে। ইহাতে বেশ বুঝা গেল, বঙ্গদেশে যে অর্ক সচরাচর দেখা যায় তাহাকে C. Gigantea বলাই সঙ্গত। C. Proceraকে সংস্কৃতে কি বলা উচিত উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিশারদেরা মীমাংসা করিবেন। রায় বেরিলী নিবাসী আমার একটী ছাত্রের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে রায় বেরিলীজাত অর্ককে শ্বেত মন্দারক বলা যায়।

Constituents—Mudarine, caoutchouc, yellow bitter acrid resin. Mudarine an active principle, soluble in alcohol and ether, insoluble in cold water, and olive oil, possesses the singular property of congealing by heat and becoming again fluid on exposure to cold. (*Materia Medica of India*,—R N. Khory, Part II,, p. 395).

Actions and uses,—An an alterative the root with calomel and antimonial powder is given internally, and the bark made into paste applied to the legs and scrotum, in elephantiasis, to leprous ulcers, leucoderma and other skin diseases. The root-bark powdered, soaked in the milky juice, dried and made into cigars, is smoked as an inhalation in cough and asthma. Dried bark is an emetic, a very good substitute for ipecacuanha and with opium it is used like Dover's powder in dysentery. The leaves are deobstruent, with rock salt are roasted in a close vessel and the ashes given with whey by the natives in enlargement of the liver and spleen, in intestinal worms, ascites anasarca, and in dysentery. As rubefacient the leaves are smeared with oil, and used as varalians, to relieve colicky pain and tympanitis. As a poultice they give relief to inflammatory swellings. The flowers are tonic, stomachic and digestive and used in cough and asthma etc. The juice is drastic, purgative and caustic, in combination with the juice of Euphorbia Neriifolia applied to carried teeth to relieve pain and dropped into the ear in ear-ache. Also applied to the cervix to procure abortion. Given in rheumatism, malarial and

low hectic fevers ; and largely used in syphilis, hence known as vegetable mercury. The juice mixed with powdered wood of Berberis Asiatica and the juice of Euphorbia Neriifolia made into tents and introduced into the recum to relieve tenesmus. In scorpion and insect bites, it relieves the pain and burning. As a depilatory it is used by tanners, and also by women for removing hair from the pubes and other parts. It is a useful local applicatiou for the reliet of painful joints and swellings, and for ringwoım of the scalp. In combination with the juice of Nateio Thuhar and with the wood of Berberis Asiatica it is used as a caustic for closing sinuses and fistula in ano. (*Materia Medica of India*—R. N.Khory, Part II., p. 396).

"Modern physiological research has shown that the juice applied to the skin acts as an irritant, the practice of applying it with salt to bruises and sprains to remove pain is therefore rational ; also the application of the fresh bark in chronic rheumatism, given internally in small doses the drug stimulates the capillaries and acts powerfully upon the skin, it is therefore likely to be useful in elephantiasis and leprosy (*Casonora*). The benefit derived from the administration of the flowers in asthma is probably due to their nauseant action. In large doses Calotropis causes vomiting and purging acting as an irritant emeto-Cathartic (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 434).

নব্যমত—অর্কমূলত্বক্, ক্যালোমেল্ ও এণ্টিমোনিয়েল্ পাউডারের সহিত সেবন করিলে দোষের সংশোধন করে। ইহার প্রলেপ, বৃদ্ধি, শ্লীপদ কুষ্ঠক্ষত এবং বিবিধ চর্ম্মরোগের পক্ষে হিতকর। অর্কমূলত্বক্ চূর্ণ, আকন্দের আঠায় ভাবনা দিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইয়া, উহার চুরুট প্রস্তুত করিবে। অগ্নি সংযোগে ইহার ধূম পান করিলে শ্বাসের কষ্ট নিবৃত্তি পায়। শুষ্ক অর্কমূলত্বক্ বামক। ইহা ইপিকাকুয়ানার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্কমূলত্বক্ অহিফেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া আমরক্তাতিসারে "ডোভার্স পাউডারের" মত প্রয়োগ করা যায়। কোনও অঙ্গ **অর্কপত্র** দ্বারা অধিককাল আচ্ছাদিত রাখিলে, সেই অঙ্গের লৌহিত্য জন্মে কিন্তু ফোস্কা পড়ে না। অর্কপত্রের এই গুণ

থাকাতে, উদরাধ্মানে কিম্বা শূলবৎ বেদনায়, উদরে তৈলাক্ত অর্কপত্র স্থাপন করিলে শান্তি লাভ হয়। অর্কপত্রের প্রলেপ বেদনা ও স্ফীতির পক্ষে হিতকর। অর্কপুষ্প বলকারক; পাচক এবং কাসশ্বাসের পক্ষে হিতকর। আকন্দের আঠা অতিবিরেচক, উষ্ণ ও ক্ষতোৎপাদক (caustic)। সিজের আঠার সহিত ইহা ক্রিমিভক্ষিত দন্তে ও কর্ণশূলে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণার শান্তি হয়। আকন্দের আঠা, যোনিতে প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব হয়। অধিকন্তু ইহা বাত, ম্যালেরিয়া জ্বর এবং মৃদু "হেক্‌টিক্' জ্বরে ব্যবহৃত হয়। ফিরঙ্গরোগে (syphilis) আকন্দের ক্ষীরের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; এজন্য ইহাকে উদ্ভিজ্জ পারদ (vegetable mercury) বলে। সিজের আঠা ও দারুহরিদ্রা চূর্ণের সহিত আকন্দের আঠার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে, অতি কুন্থনের সহিত বারম্বার মলত্যাগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায়। বৃশ্চিক কিম্বা অন্যান্য কীটদংশনে, অর্কক্ষীর দ্বারা দষ্ট স্থান লিপ্ত করিলে দংশন জ্বালা প্রশমিত হয়। লোমোৎপাটনার্থ, চর্ম্মব্যবসায়ীরা অর্কক্ষীর ব্যবহার করে। গুহ্য অঙ্গের লোমোৎপাটনার্থ নারীগণও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। বেদনা ও স্ফীতিযুক্ত সন্ধিস্থানে কিম্বা কেশদক্রতে অর্কক্ষীরের প্রলেপ বিশেষ হিতকর। অর্কক্ষীর, দ্রব্যান্তরের সহিত, ভগন্দর কিম্বা নাড়ীব্রণের মুখবন্ধ হইলে, সেই রুদ্ধমুখ খুলিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্কক্ষীর অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, অতি—বমন ও অতিবিরেচন হইয়া বিষবৎ অনিষ্ট করে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৩৯৬ পৃঃ)।

অর্জ্জুন—अर्ज्जुनः।

अर्ज्जुनः, ककुभः। Terminalia Arjuna, Pentaptera Arjuna.

अर्ज्जुनस्तु कषायोष्णः कफघ्नो व्रणशोधनः। पित्तश्रमतृषार्त्तिघ्नो मारुतामयकोपनः। 'धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च' ॥ ककुभः शीतलो हृद्यः क्षतक्षयविषास्रजित्। मेदोमेहव्रणान् हन्ति तुवरः कफपित्तहृत्। 'भावप्रकाशः' ॥: पार्थःपथ्यः क्षते भग्ने रक्तस्तम्भनकृच्छ्रयोः। 'राजवल्लभः'।

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते अर्ज्जुनत्वक्—"धनञ्जयोदुम्बर * शिंशिपाजाता वा खरपीकृता वा कल्कीकृता वा मृदिता शृता वा। एते समस्ता व्यस्ताः पृथग्वा रक्तं

सपित्तं शमयन्ति योगाः। (चिः ४ अः)। (२) व्रणाच्छादनार्थं अर्ज्जुनपत्रम् —"कदम्बार्ज्जुन *। व्रणप्रच्छादने विद्वान् *।" (चिः १३ अः)॥ 'चरकः' शुक्रमेहे अर्ज्जुनत्वक्—"शुक्रमेहिनं ककुभचन्दनकषायं वा" (चिः ११ अः)। 'सुश्रुतः' ॥ (२) मूत्राघाते अर्ज्जुनत्वक्—"कषायं ककुभस्य वा" (चिः ११ अः)। (३) व्यङ्गेषु अर्ज्जुनत्वक्—"व्यङ्गेषु चार्ज्जुनत्वग्वा" (उः ३२ अः)। वाग्भटः॥ रक्तातिसारे अर्ज्जुनत्वक्—"* अर्ज्जुनत्वचः। पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृथक् शोणितनाशनाः (अतिसार-चिः)। (२) हृद्रोगे अर्ज्जुनत्वक्—"अर्ज्जुनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये" (हृद्रोग-चिः)। (३) बलसञ्जननार्थं अर्ज्जुनत्वक्—"ककुभस्य च वल्कलम्। रसायनं परं बल्यं *"। (हृद्रोग चिः)। (४) अस्थिभग्ने अर्ज्जुनत्वक्—"सघृतेन * अर्ज्जुनम्"। सन्धियुक्तोऽस्थिभग्ने च पिबेत् क्षीरेण मानवः। (भग्न-चिः) 'चक्रदत्तः'॥ क्षयकासे अर्ज्जुनत्वक् —"चूर्णं काकुभमिष्टं वासकरसभावितं बहुवारान्। मधु-घृतसितोपलाभि र्लेह्यं क्षयकासरक्तहरं। (मः खः द्विः भाः)। (२) मूत्र-रोधज उदावर्त्ते अर्ज्जुनत्वक्—"मूत्ररोधजनिते * कषायं ककुभस्य च"। (मः खः तृः भाः)। 'भावप्रकाशः'॥ पूयमेहे अर्ज्जुनत्वक्—"* पूयमेहे कषायस्य धवार्ज्जुनस्य" (चिः २८ अः)। "हारीत"। ग्रहण्यां अर्ज्जुनक्षारः— "केशराजोऽर्ज्जुनक्षारं प्रातः पीतश्चमस्तुना। निहन्ति साममत्यर्थमचिराद् ग्रहणीरुजम्॥ (ग्रहण्यधिकारे) 'वङ्गसेनः'।

অর্জ্জুনের ভাষানাম—বৈদ্যকে অর্জ্জুন ও ককুভ নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—অর্জ্জুন, অর্জ্জুন গাব। হিঃ—কোহ, কৌহ। মঃ—সারদোল। গুঃ—কড়ায়ো। তৈঃ—মট্টিচেট্টু। কঃ—তোরেমত্তি। আঃ—ত্তর্জ্জুন। উঃ—হঞ্জল। সিংহলী—কুম্বুক্।

বর্ণন—অর্জ্জুন গাছ ৩০-৩২ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। কাণ্ড অতিস্থূল হয়। বঙ্গদেশের বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর জন্মে—ইহা আরণ্য বৃক্ষ। পত্রের আকৃতি নরজিহ্বাবৎ। পত্রপৃষ্ঠে বৃন্ত সন্নিকটে দুইটী অর্দ্ধদাকৃতি গ্রন্থি এমন ভাবে থাকে, যে পাতার উপর দিক্ দেখিয়া উহারা যে আছে এরূপ বোধ হয় না। পত্রপ্রান্ত অতি সামান্ত খাঁজ কাটা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ফুল হয়। ফুল খুব ছোট, হরিদাভ শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। কেশবৎ

সূক্ষ্ম কেশরগুলি উচ্চ হইয়া থাকে। **ফল** অগ্রহায়ণ পৌষে পাকে। ফল দেখিতে কামরাঙ্গার মত শির উঠা, কিন্তু তদপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি এবং তাদৃশ মাংসল নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পত্র। **মাত্রা**—ত্বক্‌চূর্ণ—২—৬ আনা।

বৈদ্যকে অর্জ্জুনের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে অর্জ্জুন—অর্জ্জুন ছাল রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল, অর্জ্জুন ছালের রস বা অর্জ্জুন ছাল জলে বাটিয়া, কিম্বা অর্জ্জুন ছালের কাথ পান করিলে রক্তপিত্তের উপশম হয়। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **ব্রণাচ্ছাদনার্থ** অর্জ্জুনপত্র—অর্জ্জুনপত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদিত করিবে। (চিঃ ১৩ অঃ)। **সুশ্রুত—শুক্রমেহে** অর্জ্জুনত্বক্—যাহার শুক্রমেহ হইয়াছে তহোকে অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করাইকে (চিঃ ১১ অঃ)। **বাগ্‌ভট—মূত্রাঘাতে** অর্জ্জুনত্বক্—মূত্ররোধ হইলে অর্জ্জুন ছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ) (২) **ব্যঙ্গে** অর্জ্জুনত্বক্—ব্যঙ্গ (মেচেতা) নাম রোগের প্রতীকারার্থ অর্জ্জুনত্বক্ মধুসহ পেষণপূর্ব্বক লেপ দিবে। (উঃ ৩২ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তাতিসারে** অর্জ্জুনত্বক্—অর্জ্জুন ছাল, ছাগদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ সহ পান করিবে। ইহাতে অতিসারের রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **হৃদ্রোগে** অর্জ্জুনত্বক্—কুট্টিত অর্জ্জুন ছাল ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধপোয়া, জল দেড়পোয়া। কাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিবে। এই কাথ হৃদ্রোগে সেব্য (হৃদ্রোগ চি)। (৩) **বললাভার্থ** অর্জ্জুনত্বক্—অর্জ্জুন ছাল দুগ্ধসহ পেষণ পূর্ব্বক, দুগ্ধ যোগে পান করিলে, বললাভ হয় (হৃদোগ চিঃ)। (৪) **অস্থিভগ্নে** অর্জ্জুনত্বক্—সন্ধিযুক্ত অস্থিভগ্নে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত অর্জ্জুনত্বক্ চূর্ণ পান করিতে দিবে (ভগ্নচি)। **ভাবপ্রকাশ—ক্ষয়-কাসে** অর্জ্জুনত্বক্—অর্জ্জুনের ছাল গুঁড়া করিয়া বাসকের পাতার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া, মিছরি, মধু ও গব্যঘৃতের সহিত লেহন করিবে। ইহা সরক্তক্ষয়কাসহর (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (২) **মূত্ররোধজ** উদাবর্ত্তে অর্জ্জুনত্বক্—মূত্ররোধ জন্য উদাবর্ত্তে অর্জ্জুন ছালের কাথ পান করাইবে (মঃ খঃ ৩য় ভাঃ)। **হারীত—পূয়মেহে** অর্জ্জুনত্বক্—পূয়মেহীকে ধব ও অর্জ্জুনত্বকের কাথ পান করাইবে (চিঃ ২৮ অঃ)। **বঙ্গসেন—গ্রহণীতে** অর্জ্জুনক্ষার—কেশরাজ এবং অর্জ্জুন ছালের অন্তর্ধূমদগ্ধক্ষার, মস্তুর সহিত পান করিবে। ইহা বেদনাবহুল আমগ্রহণীর পক্ষে হিতকর (গ্রহণী চিঃ)।

বক্তব্য—চরকে ঊর্দ্ধপ্রশমন বর্গে অর্জ্জুনের উল্লেখ আছে (সূঃ ৪ অঃ)। এবং পিত্তমেহে "নিম্বার্জ্জুনাম্রাতনিশোৎপলানাং" "শিরীষসর্জ্জার্জ্জুনকেশরানাং," কফমেহে

"বিড়ঙ্গপাঠার্জ্জুনধন্বনাশ্চ," কফবাতজমেহে "বচাপটোলার্জ্জুন" পাঠে প্রমেহে দ্রব্যান্তরের সহিত অর্জ্জুনের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। **চক্রদত্তের** হৃদ্রোগ চিকিৎসা পাঠ করিয়া বোধ হয়, অর্জ্জুন, হৃদ্রোগহর দ্রব্যের রাজা ; কিন্তু **চরক সুশ্রুততোক্ত** হৃদ্রোগ চিকিৎসায় অর্জ্জুনের নাম পর্য্যন্ত নাই। চরকে "উদুম্বারাশ্বত্থবটার্জ্জুনাখ্যে" পাঠে হৃদ্রোগে যে অতি সামান্যাকারে অর্জ্জুনের উল্লেখ আছে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। **চরক সুশ্রুততোক্ত** ক্ষয়কাসের চিকিৎসাতেও অর্জ্জুনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। রক্তাতিসারে চক্রোক্ত অর্জ্জুনের প্রয়োগ, সুশ্রুতোক্তির অবিকল প্রতিলিপি (সুঃ উঃ ৪০ অঃ)।

Constituents.—The ash of the bark contains 34 p. c. of almost pure calcium carbonate. The bark also contains tannin.

Actions and uses.—Astringent and tonic, given in heart disease. Locally used as a wash for wounds ulcers, contusions and specially used in promoting union of fractures and dispersion of ecchymosis ; internally largely used by the natives in hæmorrhagic and other fluxes and as a lithontriptic. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 258.)

নব্যমত—অর্জ্জুনত্বক্, কষায় ও বলকারক। ইহা হৃদ্রোগরোগীর সেব্য। অর্জ্জুনত্বকের ক্বাথ দ্বারা ক্ষতধৌতি প্রশস্ত। পিষ্ট অঙ্গে, অস্থিভগ্নে কিম্বা "কাল্‌সিটা পড়া ফুলায়" (Ecchymosis) অর্জ্জুনত্বক্ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। এতদ্দেশীয় লোকে রক্তস্রুতি কিম্বা অন্যান্য স্রাবেও (যথা প্রবাহিকার শ্লেষ্মস্রাব, প্রদরের পূযস্রাব ইত্যাদি) অর্জ্জুনত্বক্ সেবনার্থ প্রয়োগ করে। অপিচ ইহা অশ্মরী শর্করাদি প্রতিষেধক রূপেও ব্যবহৃত হয় (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২৫৮ পৃঃ)।

অলাবু—অলাবু।

স্বাদুনঃ সংজ্ঞা—অলাবু। 'কটুনঃ' সংজ্ঞা—কটুকালাবু, তুম্বাঙ্কঃ।
Cucurbita Lagenaria.

স্বাদুনোভিদৌ—গোরক্ষতুম্বী (কুম্ভতুম্বী), ক্ষীরতুম্বী। কটুনোভিদঃ—ভূতুম্বী।

कासश्वासच्छर्दिहरा विषार्त्ते कफकर्षिनी। इक्ष्वाकुर्वमने शस्ता * *। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ "कटुतुम्बी" कटुस्तीक्ष्णा वान्तिकृच्छ्वासकासजित्। "कुम्भतुम्बी" समधुरा शिशिरा पित्तहारिणी। गुरुः सन्तर्पनी रुच्या वीर्य्यपुष्टिबल-प्रदा। 'तुम्बी' (क्षीरतुम्बी) समधुरा स्निग्धा पित्तघ्नी गर्भपोषकृत्। वृष्या वातप्रदा चैव वलपुष्टिविवर्द्धनी। "भूतुम्बी" कटुकोष्णाच सन्निपातापहारिणी। दन्तार्गलादन्तरोधधनुर्वातादिदोषनुत्॥ राजनिघण्टुः॥ अलावुः कथिता तुम्बी द्विधा दीर्घा च वर्त्तुला। "मिष्टतुम्बीफलं" हृद्यं पित्तश्लेष्मापहं गुरु। वृष्यं रुचिकरं प्रोक्तं धातुपुष्टिविवर्द्धनम्। "इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी स्यात् सा तुम्बी च महाफला। 'कटुतुम्बी' हिमा हृद्या पित्तकासविषापहा। तिक्ता कटुर्विपाके च वातपित्तज्वरान्तकृत्। भावप्रकाश॥ अपुष्पस्य प्रवालानां मुष्टिं प्रादेशसंमिताम्। क्षीरप्रस्थे शृतं दद्यात् पित्तोद्रिक्ते कफज्वरे। फलस्वरसभागञ्च त्रिगुणक्षीरसाधितम्। उरःस्थिते कफे दद्यात् स्वरभेदे सपीनसे। हृतमध्ये फले जीर्णे स्थितं क्षीरं यदा दधि। जातं स्यात् कफजे कासे श्वासे वम्यञ्च तत् पिवेत्। मस्तुना फलमध्यं वा पाण्डुकुष्ठविषार्दितः। तेन तक्रं विपक्वं वा सक्षौद्रलवणं पिवेत्। तुम्बयाः फलरसैः शुष्कैः सपुष्पैरवचूर्णितम्। च्छर्दयेन्माल्यमाघ्राय गन्धसम्पत्सुखोचितः। चरकसंहिता कल्पः ३ अः [दृढ़वलः]।

वैद्यके व्यवहार:—अश्मर्य्यां तुम्बीवीजम्—"मूत्रकृच्छ्रस्य वीजानां चूर्णं माक्षिकसंयुतम्। अविक्षीरेण सप्ताहं पीतमश्मरीपातनम्॥" "तुम्बीवीजानां चूर्णं माक्षिकान्वितमविक्षीरेण सप्ताहं पीतमश्मरीपातनम्" (चक्रदत्तः)। (चिः ११ अः)। वाग्भटः॥ अश्मर्य्यां तिक्तालावुरसः क्षारः सितायुक्तोऽश्मरीहरः" (अश्म—चिः। (२) गलगण्डे तिक्तालावु—'तिक्तालावुफले पक्वे सप्ताहमुषितं जलम्। मद्यं वा गलगण्डघ्नं पानात् पथ्यानुसेविनः"। (गलगण्ड—चिः)। (३) अर्शःसु तिक्तालावुवीजम्—"तुम्बीवीजं सौद्भिदस्तु काञ्जिपिष्टं गुडीत्रयम्। अर्शोहरं गुदस्थं स्यादग्निमान्द्यनमप्युत; (अर्शः—चिः)। चक्रदत्तः॥ प्रदरे अलावु—

"অলাবুফলচূর্ণস্য শর্করাসহিতস্য চ। মধুনা মোদকং কৃত্বা খাদেৎ প্রদর-শান্তয়ে"। (ম: খ: ৪র্থ ভা:)। (২) যোনিরোগে তিক্তালাবুপত্রম্—"তুম্বী-পত্রং তথা লোধ্রং সমভাগং সুপেষয়েৎ। তেন লেপো ভগে কার্য্যঃ শীঘ্রং স্যাদ্‌যোনি-বন্ধনা"। (ম: খ: ৪র্থ ভা:)। (৩) দশনক্রিমিষু তিক্তালাবুমূলম্—"* * কটুতুম্বীমূলম্। সম্পূর্ণং দশনবিধৃতং দশনক্রিমিনাশনং প্রাহুঃ"। ভাবপ্রকাশঃ॥ শোথে কটুতুম্বী—"লোমশা কটুতুম্বীত্ব কাঞ্জিকেন জলেন বা। নিঃক্বাথ্য. স্বাপি সংস্বেদ স্বথৈবোষ্ণেন তেন চ" (চি ২৬ অ:)। (২) কর্ণরোগে কটুকালাবু—"তুম্বী-রসস্য ধার্য্যেত কর্ণরোগে প্রশাম্যতি" (চি: ৪৩ অ:)। হারীতঃ।

বিবিধ অলাবুর নাম—মিষ্ট লাউকে সংস্কৃতে তুম্বী, অলাবু এবং তিক্ত লাউকে কটুকালাবু ও ইক্ষ্বাকু বলে। মিষ্টলাউ দুই প্রকার, যথা—গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী। কটুকালাবুর ভেদ—ভূতুম্বী।

তুম্বীর ভাষানাম—বাঃ—লাউ, কদু। হিঃ—কদ্দূ, তোম্বী, লম্বা, লৌয়া। মঃ—দুধ্যা, ভোম্পঠ্ঠা। গুঃ—দুধীয়ুং দুধলুং। কুঃ—কণ্ডউবলকায়ি। তৈঃ—তীয়াতুখড়ি কায়া। ফাঃ—কুদু শিরিম্ কুদুএদ্‌রোজ্। অঃ—যুক্তিনেহলুকরা। সিংহলী—লাবু।

ইক্ষ্বাকুর ভাষানাম—বাঃ—তেঁতোলাউ। হিঃ—তিৎলোকী, কড়বীতোম্বী। মঃ—কড়ুভোম্পঠ্ঠা। গুঃ—কড়বী তুম্বড়ী। কঃ—কহীসোরে। তৈঃ—চেতিআনব। ফঃ—কটু দুতলখ। অঃ—করউলুমুর। সিংহলী—তিক্ত লাবু।

বর্ণন—বঙ্গদেশে নানা আকৃতির মিঠালাউ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাঙলায় আকৃতি ভেদে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম নাই। সকলকেই লাউ বা কদু বলে। রাজ-নিঘণ্টুকার গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী এই দুই প্রকার মিষ্ট অলাবুর গুণ বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু ইহাদের কোন ইতরব্যবচ্ছেদক চিহ্নের উল্লেখ করেন নাই, কেবল ভাষানাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। রাজনিঘণ্টুক্ত ভাষানাম গুলিকে কর্ণাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার নাম বলিয়া বুঝিতে হইবে। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—"ব্যক্তিঃ কৃতাত্র কর্ণাটমহারাষ্ট্রীয়ভাষয়া"। কাশী হইতে সংগৃহীত রাজনিঘণ্টুর আদর্শ পুস্তকে, গোরক্ষতুম্বীর ভাষানাম "গোরখদুদ্দিকে" এবং ক্ষীরতুম্বীর ভাষানাম "হালুগুম্বলু" লিখিত আছে। ভূতুম্বীর ভাষানাম "নেলসারে"। কুম্ভতুম্বী গোরক্ষতুম্বীর নামান্তর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল; পত্র, বীজ, ফল।

বৈদ্যকে অলাবুর ব্যবহার।

বাগভট—অশ্মরীতে তুম্বীবীজ—লাউবীজচূর্ণ মধুসহ মেষদুগ্ধ যোগে সপ্তাহ পান করিলে সঞ্চিত অশ্মরী মূত্রমার্গ দ্বারা পতিত হয় (চিঃ ১১ অঃ)। চূর্ণমাত্রা ৬—৮ আনা। **চক্রদত্ত—অশ্মরীতে** তিক্তালাবুরস—পাকা তিৎলাউয়ের রস যবক্ষার ও চিনির সহিত পান করিবে। ইহা অশ্মরীহর (অশ্ম চিঃ)। মাত্রা—রস ২ তোলা, যবক্ষার ১ আনা, চিনি ॥• তোলা। (২) **গলগণ্ডে** তিক্তালাবু—পাকা তিৎলাউয়ের ভিতর সপ্তাহকাল জল বা মদ্য রাখিয়া, সেই জল বা মদ্য পান করিবে এবং গলগণ্ড রোগে যাহা পথ্য তাহাই সেবন করিবে। ইহা গলগণ্ডে হিতকর। (৩) **অর্শে** তিক্তালাবুবীজ তিৎলাউয়ের বীজ উদ্ভিদ্ লবণের সহিত কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক ৩টী গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা ত্রয় গুহ্যদেশে ধারণ করিয়া মাহিষ দধিযোগে ভোজন করিবে। ইহা অর্শের পক্ষে হিতকর। **ভাবপ্রকাশ—প্রদরে** অলাবু—অলাবু চূর্ণ করিয়া চিনি ও মধুযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রদর শান্তির জন্য এই মোদক সেব্য (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (২) **যোনিরোগে** তিক্তালাবুপত্র—প্রসূতির যোনিতে ক্ষত হইল তৎলাউয়ের পাতা এবং লোধ্রত্বক্ সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (৩) **দশনক্রিমিতে** তিক্তালাবুমূল তিৎলাউয়ের মূলচূর্ণে ক্রিমিভক্ষিত দন্তচ্ছিদ্র পূরণ করিবে ইহা দন্তক্রিমিনাশক।

বক্তব্য—ঔষধের গুণান্তরান জন্য অলাবুর মধ্যে স্থাপন করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়, যথা—"স্থাপ্যং কটুকালাবুনি তৎস্নিগ্ধম্" (চরক চিঃ ৭ অঃ)।

Actions and uses.—The pulp of Karavi tumbadi is emetic and purgative. The oil is used as a cooling and emollient application for the head. The pulp of sweet dudhi is an ingredient in various confections. head. The pulp of sweet dudhi is an ingredient in various confections. The seeds are nutritive and diuretic and constitute one of the five cucurbitaceous seeds. (*Materia Medica of India* –R. N. Khory Part II., p. 312).

নব্যমত—তিক্তালাবুর শাঁস বামক ও রেচক। তিক্তালাবুবীজজাততৈল, শীত এবং শিরঃস্নিগ্ধকর। বহু অবলেহ মোদকাদিতে মিষ্টালাবুর শাঁস ব্যবহৃত হয়। মিষ্ট অলাবুর বীজ পোষক এবং মূত্রকারক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ৩১২ পৃঃ)।

অশোক—অশোকঃ।

अशोकः। Saraca Indica, Jonesia Asoka.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"रक्तपल्लवकः," "मधुपुष्पः", "हेमपुष्पः"।

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—'अशोकः लोहितकुसुमः स्वनामख्यातः' (डल्वणः सुः टीः सूः ३८ अः)। अशोकः शीतलस्तिक्तः क्रिमीन् हन्ति प्रयोजितः। अपचीं नाशयत्येव सर्व्वव्रणविनाशनः। अशोको मधुरो हृद्यः सन्धानीयः सुगन्धिकः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ अशोकः शिशिरो हृद्यः पित्तदाहश्रमापहः। गुल्मशूलोदराध्माननाशनः क्रिमिकारकः। राजनिघण्टुः॥ अशोकः शीतलस्तिक्तो ग्राही वर्ण्यः कषायकः। दोषापचीतृषादाह-क्रिमिशोषविषास्रजित्॥ भावप्रकाशः॥

वद्यके व्यवहारः—असृग्दरे अशोकत्वक्—"अशोकवल्कलक्काथशृतं क्षीरं सुशीतलम्। यथाबलं पिबेत् प्रातस्तीव्रासृग्दरनाशनम्।" (असृग्दर—चिः)। (२) मूत्राघाते अशोकबीजम्—"जलेन खदिरीबीजं मूत्राघाताश्मरीहरम्" (मूत्रघात—चिः) "खदिरीबीजमशोकबीजमित्याहुः" (शिवदासः)। 'चक्रदत्तः।

অশোকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা।—"রক্তপল্লব," "মধুপুষ্প" "হেমপুষ্প"। **অশোকের ভাষানাম**—বাঃ অশোক ফুলের গাছ। হিঃ—অশোগি। মঃ—অশোক। গুঃ—আশুপালো, দেশী পীলাফুলনো। সিংহলী—হোগাশ্।

বর্ণন—অশোক, ইতস্ততঃ বিস্তৃত বহুশাখাসমন্বিত উত্তম ছায়াতরু। সাধারণ বৃন্তের পার্শ্বে ৫।৬ জোড়া **পাতা** থাকে। পাতা প্রায় ১৮।২০ আঙ্গুল লম্বা। সামান্য চৌড়া। তরুণাবস্থায় রঞ্জিত এবং লম্বিত থাকে। **পত্রপ্রান্ত** কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত। **পুষ্প** গুচ্ছাকারে হয়, প্রথমে লেবু রঙের, পরে রক্ত বর্ণের হইয়া থাকে। বসন্তকালে পুষ্পিত হয়—পুষ্পিত অশোকবৃক্ষ অতি নয়নানন্দকর। "বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী" পার্ব্বতী চিত্রিত করিবার সময় কালিদাস অশোক পুষ্পকে বিস্মৃত হন নাই। অশোকের চৌড়া **শুঁটী** হয়। শুঁটীর ভিতর বড় বড় **বীজ** থাকে। অশোকছালের স্বাদ কষায়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, বীজ।

বৈদ্যকে অশোকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—রক্তপ্রদরে অশোকছাল—কুট্টিত অশোকছাল ২ তোলা, গব্য-দুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া। দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া, ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। শীতল হইলে পান করিতে দিবে (অসৃগ্দর চিঃ)। (২) **মূত্রাঘাতে** অশোকবীজ—অশোকবীজ একটী, শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে। ইহা মূত্রাঘাত (প্রস্রাবরোধ) ও অশ্মরীহর।

বক্তব্য—চরকের চিকিৎসিত স্থানের ৩০ অধ্যায়ে এবং **সুশ্রুতের** শারীর-স্থানের ২য় অধ্যায়ে প্রদরের চিকিৎসা লিখিত আছে; কিন্তু অশোকের নামোল্লেখ নাই। **রাজনিঘণ্টুতেও** অশোকের প্রদরনাশক গুণ স্বীকৃত হয় নাই। **চরক** অশো-ককে বেদনাস্থাপন ও সংজ্ঞাস্থাপন বর্গমধ্যে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। বেদনাস্থাপন শব্দের অর্থ যন্ত্রণা নিবারক (যাহাকে ইংরাজীতে "এনোডাইন্" বলে)। টীকাকৃৎ **চক্র-পাণি** লিখিয়াছেন "বেদনায়াং সম্ভূতায়াং তাং নিহত্য শরীরং প্রকৃতৌ স্থাপয়তীতি বেদনা-স্থাপনম্। রক্তপ্রদরে, **কবিরাজেরা** রক্তরোধক বলিয়াই অশোক ব্যবহার করেন, "বেদনাস্থাপন" বলিয়া ব্যবহার করেন না। যে সকল স্থলে হঠাৎ রক্ত রোধ করা অবিধি, তৎ তৎ স্থলে প্রমাদবশাৎ অশোক ব্যবহার করায়, প্রদররোগীর রক্তস্রাব মন্দীভূত হইয়া যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে, বহুশঃ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। আমি যে সকল বৈদ্যক গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি তন্মধ্যে **বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগ** নাম পুস্তকেই সর্ব্বপ্রথম প্রদরে অশোক ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়াছি। **অশোকঘৃত** কোন্ সময় হইতে ব্যবহৃত হইতেছে ঠিক্ বলা কঠিন। চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ ও শার্ঙ্গধরে অশোকঘৃতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রাঢ়ে বহুপ্রচলিত "সারকৌমুদী" নাম সংগ্রহগ্রন্থে এবং **বঙ্গসেন** সঙ্কলিত চিকিৎসাসারসংগ্রহে অশোকঘৃতের উল্লেখ আছে। **সুশ্রুতোক্ত** বাতব্যাধিতে প্রযুক্ত কল্যাণকলবণের উপাদানের মধ্যে অশোকের উল্লেখ দেখিতে পাই (চিঃ ৪ অঃ)।

Constituents.—Tannin and Catechin.

Actions and uses.—Astringent : the decoction with a number of aromatics is given in uterine affections. Chiefly in menorrhagia. (*Materia Medica of India*—By R. N. Khory, Part II., p. 217).

অশ্বগন্ধা—অশ্বগন্ধা।

অশ্বগন্ধা, হয়গন্ধা, বাজিগন্ধা। Withania Somnifera, Physalis Fluxuosa.

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"পুষ্টিদা", "বল্যা", "বাতঘ্নী", "বাজীকরী"।

অশ্বগন্ধা কষায়োষ্ণা তিক্তা বাতকফাপহা। বিষব্রণকফান্ হন্তি কান্তিবীর্য্যবলপ্রদা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ অশ্বগন্ধা কটূষ্ণাস্যাত্তিক্তা চ মদগন্ধিকা। বল্যা বাতহরা হন্তি কাসশ্বাসক্ষয়ব্রণান্। রাজনিঘণ্টুঃ॥ অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্মশোফশ্বিত্রক্ষয়াপহা। বল্যা রসায়নী তিক্তা কষায়োষ্ণাতিশুক্রলা। ভাবপ্রকাশঃ॥ অশ্বগন্ধা জরাব্যাধিবিনাশক সুবরঃ স্মৃতঃ। ধাতুবৃদ্ধিকরঃ কিঞ্চিৎ কটুকো বলদঃ স্মৃতঃ। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ॥ অশ্বগন্ধাপত্রলেপো গ্রন্থিগণ্ডাপচীঃ হরেৎ। শোঢ়লনিঘণ্টুঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—শ্বাসে অশ্বগন্ধামূলক্ষারঃ—"ক্ষারঞ্চাপ্যশ্বগন্ধায়া লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা" (চিঃ ২১ অঃ) চরকঃ॥ শোষে অশ্বগন্ধা—"ক্ষীরং পিবেচ্চাপ্যথবাজিগন্ধা—। বিপক্কমেবং লভতে চ পুষ্টিম্। তদুত্থিতং ক্ষীরঘৃতং সিতাঢ্যম্। প্রাতঃ পিবেচ্চাথ পয়োঽনুপানম্ (উঃ ৪১ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ বাতব্যাধৌ অশ্বগন্ধা—অশ্বগন্ধাকষায়ে চ কল্কে ক্ষীরচতুর্গুণম্। ঘৃতং পক্কন্তু বাতঘ্নং বৃষ্যং মাংসবিবর্দ্ধনম্। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (২) উদরোপদ্রবভূতে শোথে অশ্বগন্ধা—"গোমূত্রপিষ্টামথবাশ্বগন্ধাম্" (উদর-চিঃ)। (৩) বন্ধ্যাত্বে অশ্বগন্ধা—"ক্বাথেন হয়গন্ধায়াঃ সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ। ঋতুস্নাতা বালা পীত্বা ধত্তে গর্ভং ন সংশয়ঃ। (যোনিব্যাপচ্চিঃ)। (৪) শিশোঃ কার্শ্যে অশ্বগন্ধা—"পীতাঽশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসম্। ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা। কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে। বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ"। (রসায়নাধিকারে)। চক্রদত্ত॥ কুব্জে বায়ৌ অশ্বগন্ধা—"পিবেদুষ্ণাম্ভসা পিষ্টামশ্বগন্ধাম" (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥ নিদ্রানাশে অশ্বগন্ধা—

চূর্ণং হয়গন্ধায়াঃ সিতয়া সহিতস্য সর্পিষা লীঢ়ম্। বিদধাতি নষ্টনিদ্রে নিদ্রামস্যৈব সিদ্ধমিদম্"। (জলদোষাদিযোগাধিকারে) বঙ্গসেনঃ॥

অশ্বগন্ধার গুণ প্রকাশিকা সংজ্ঞা—"পুষ্টিদা," বল্যা," "বাজীকরী"।

অশ্বগন্ধার ভাষানাম—বাঃ—অশ্বগন্ধা। মঃ—আসকন্দ, অসন্ধ। গুঃ—আখসন্ধ। কঃ আসান্দু, অঙ্গুর। তৈঃ পিল্লি আঙ্গা। ফাঃ—মেহেমেন্ বররী। হিন্দিনাম—অসগন্ধ। সিংহলীনাম—অসুন্ধা।

বর্ণন—অশ্বগন্ধার ক্ষুপ, ২/২½ হাত উচ্চ এবং শাখাবহুল হইয়া থাকে। পাতা চৌড়া, বোঁটা ছোট, পাতায় লোম আছে। ফুল—ছোট, বোঁটা ছোট, পত্রবৃন্ত মূল হইতে নির্গত হয়, দলবদ্ধ হইয়া থাকে, পীতাভহরিদ্বর্ণ, দেখিতে কঙ্কের মত। ফল—ছোট, মটরের মত, লাল। মূল—সরু, মূলার মত, কিন্তু ক্ষীণ—উপরে কটারঙ্, ভাঙ্গিলে ভিতরে সাদা। কাঁচা মূলে, অশ্বমূত্রের গন্ধ। শুষ্কাবস্থায় গন্ধ থাকে না বা অতি মৃদুভাবে থাকে। মূলের স্বাদ তিক্ত। বীজ অতি ক্ষুদ্র। ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল। মাত্রা—মূলচূর্ণ—৪ আনা হইতে ৮ আনা। ক্ষার—২ আনা হইতে ৪ আনা।

বৈদ্যকে অশ্বগন্ধার ব্যবহার।

চরক—শ্বাসে অশ্বগন্ধামূলক্ষার—শ্বাসরোগীকে ঘৃতমধুসহ অন্তর্ধূমদগ্ধ অশ্বগন্ধার ক্ষার সেবন করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)। সুশ্রুত—শোথে অশ্বগন্ধা—শোথরোগী, কুট্টিত অশ্বগন্ধা ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া সহ, দুগ্ধাবশেষ রাখিয়াকাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক, বস্ত্রপূত করিয়া পান করিবে। কিম্বা ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত অশ্বগন্ধাকাথ মন্থন পূর্ব্বক তদুত্থিত মাখমেরঘৃতপান করিবে। (উঃ ৪১ অঃ)। মাত্রা—½ তোলা হইতে ১ তোলা। চক্রদত্ত—বাতব্যাধিতে অশ্বগন্ধা—অশ্বগন্ধার কাথও কল্কে এবং ঘৃতচতুর্গুণ গব্যদুগ্ধ সহ গব্যঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিবে। এই ঘৃত বাতঘ্ন, বৃষ্য এবং মাংসবর্দ্ধক। (বাতব্যাধি চিঃ)। উদরোপদ্রবভূতে শোথে অশ্বগন্ধা—উদর রোগে শোথ হইলে, গোমূত্রে অশ্বগন্ধা পেষণ পূর্ব্বক পান করাইবে (উদর চিঃ)। (৩) বন্ধ্যাত্বে অশ্বগন্ধা—ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত অশ্বগন্ধার কাথে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া, ঋতুস্নাতা বন্ধ্যা বালা পান করিবে। ইহা গর্ভপ্রদ (যোনিব্যাপৎ চিঃ)। (৪) শিশুর কৃশতায় অশ্বগন্ধা—শীর্ণ শিশুকে পুষ্ট করিবার জন্য, দুগ্ধ, ঘৃত, তিল তৈল কিম্বা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত অশ্বগন্ধা চূর্ণ সেবন করাইবে। (রসায়নাধিকার)। মাত্রা—বয়োঽনুসারে স্থির করিবে।

ভাবপ্রকাশ—হৃদয়গত বায়ুরোগে অশ্বগন্ধা—বায়ু হৃদয়গত হইলে, অশ্বগন্ধা উষ্ণজলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেব্য। (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। বঙ্গসেন—নষ্টনিদ্রের নিদ্রাজননার্থ অশ্বগন্ধা—অশ্বগন্ধাচূর্ণ, চিনি ও গব্যঘৃত সহ লেহন করিলে, নষ্টনিদ্রের নিদ্রালাভ হয়। ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ (জলদোষাদি যোগাধিকার)।

বক্তব্য—যে সকল দ্রব্য "সদৈবার্দ্রা প্রযোক্তব্যা" বলিয়া বিধি আছে, তন্মধ্যে অশ্বগন্ধা অন্যতম। অশ্বগন্ধা কাঁচা ব্যবহার করিতে হয়। চরকের বাতব্যাধি চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার কাথে তৈলপাক করিয়া ব্যবহার করিবার উপদেশ আছে ("কল্কোঽয় মশ্বগন্ধায়াঃ" চিঃ ২৮ অঃ)। ক্ষতক্ষীণ চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার নামও নাই। সুশ্রুতোক্ত বাতব্যাধি চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চরকে অশ্বগন্ধা বল্যবর্গে পঠিত হইয়াছে।

Constituents.—An alkaloid somniferin having hypnotic property, resin, fat and colouring matter. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 452).

Actinns and uses.—Tonic, alterative and sedative ; a paste of the root taken with milk and clarified butter helps the nutrition of children. As an alterative a confection is given in consumption debility from old age and rheumatism. Native women combine it with various restoratives in nervous debility and leucorrhœa ; as a sedative and hypnotic the leaves moistened with castor oil are apdlied to carbuncles. "Narayan tel" (which contains Ashwagandha) is dropped into the nose in deafness, aud as an inunction over the body in hemiplegia, tetanus, rheumatism and lumbago and as an enema in dysentery and anal Fistula. It is given internally in 15 to 60 ms. doses in consumption, emaciation of children, debility from old age, leprosy, nervous diseases and rheumatism (Do. II., p. 452). "The authors of *Bombay flora* say that the seeds are employed to coagulate milk like those of W. Coaguls. We have tried the experiment and find them to have some coagulating power. (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 567).

নব্যমত—অশ্বগন্ধা, বল্য, রসায়ন এবং অবসাদক। অশ্বগন্ধামূলচূর্ণ দুগ্ধ কিম্বা ঘৃত

সহ ক্ষীণ শিশুকে সেবন করাইলে পুষ্টিলাভ হয়। অশ্বগন্ধা রসায়ন (Alterative) বলিয়া, খণ্ড মোদকাদিরূপে ক্ষয়রোগ, জরাকৃত দৌর্ব্বল্য ও বাতরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় রমণীগণ অন্যান্য বহু পোষকদ্রব্যসহ, বাতজ দৌর্ব্বল্য ও প্রদরে অশ্বগন্ধা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অশ্বগন্ধার পত্র এরণ্ড তৈলে সিক্ত করিয়া, স্ফোটকাদির উপর স্থাপন করিলে তদঙ্গ সুপ্ত হয় অর্থাৎ ঐ স্থলের ত্বক্ স্পর্শজ্ঞান রহিত হয়। বধিরতায় নারায়ণ তৈলের (অশ্বগন্ধা যাহার অন্যতম উপাদান) নস্য এবং পক্ষাঘাত ধনুস্তম্ভ, বাত এবং কটীশূলে ইহার ইহার অভ্যঙ্গ ও আমরক্তাতিসার বিশেষে ইহার অনুবাসনবস্তি (Enema) প্রয়োগ করা হয়। এই নারায়ণ তৈল ১৫—৬০ ফোঁটা মাত্রায় ক্ষয়, শিশুর কার্শ্য, জরাজন্য দৌর্ব্বল্য, কুষ্ঠ, বাতব্যাধি এবং বাতরোগে সেব্য (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া, আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫২ পৃঃ)। "বম্বেফ্লোরা" নামক পুস্তক রচয়িতা বলেন অশ্বগন্ধাবীজের দুধ জমাট্ বাঁধাইবার শক্তি আছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বস্তুতঃই অশ্বগন্ধা বীজে উক্ত শক্তি বিদ্যমান্ রহিয়াছে (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, ৫৬৭ পৃঃ)।

অশ্বত্থ—अश्वत्थः।

अश्वत्थः, पिप्पलः, बोधिद्रुमः। Ficus Religiosa.

अन्वर्थसंज्ञाः—"चलपत्रः", "गजभक्ष्यः", "सेव्यः", "क्षीरद्रुमः", "अच्युतावासः", "धर्म्मवृक्षः"। पिप्पलः सुमधुरस्तु कषायः शीतलश्च कफपित्तविनाशी। रक्तदाहशमनः स हि सद्यो योनिदोषहरणः किल पक्वः। अन्यच्च—अश्वत्थवृक्षस्य फलानि पक्वान्यतीव हृद्यानि च शीतलानि। कुर्व्वन्ति पित्तास्रविषार्त्तिदाहम् विच्छर्द्दिशोषारुचिदोषनाशम्। 'अश्वत्थिका' तु मधुरा कषाया चास्रपित्तजित्। विषदाहप्रशमनी गुर्व्विण्यां हितकारिणी। राजनिघण्टुः॥ पिप्पलो दुर्ज्जरः शीतः पित्तश्लेष्मव्रणास्रजित्। गुरुस्तुवरको रूक्षो वर्ण्यो योनिविशोधनः। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—वातरक्ते अश्वत्थत्वक्—"बोधिद्रुमकषायन्तु पिबेत्तं मधुना सह। वातरक्तं जयत्याशु त्रिदोषमपिदारुणम्। (चि: २८ अ:)। (२) व्रणाच्छादनार्थम् अश्वत्थपत्रम्—"* पिप्पलस्य च। व्रणप्रच्छादने विद्यात् (चि: १२ अ:)।

(৩) ব্রণে অশ্বত্থত্বক্—"ককুভোদুম্বরাশ্বত্থ—। ত্বচমাশ্বেব গৃহ্ণন্তি ত্বক্‌চূর্ণৈশ্চূর্ণিতা ব্রণাঃ"॥ (চিঃ ১৩ অঃ)। চরকঃ॥ নীলমেহে অশ্বত্থত্বক্—"নীলমেহিনমশ্বত্থকষায়ং বা পায়য়েৎ" (চিঃ ১১ অঃ)। (২) বাজীকরণার্থম্ অশ্বত্থফলমূলত্বক্‌শুঙ্গাঃ—"অশ্বত্থফলমূলত্বক্‌শুঙ্গসিদ্ধং পয়ো নরঃ। পীত্বা সশর্করাক্ষৌদ্রং কুলিঙ্গ ইব হৃষ্যতি" (চিঃ ২৬ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ বমনে অশ্বত্থবল্কলম্—"অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধ্বা নির্ব্বাপিতং জলে। তত্তোয়পানমাত্রেণ ছর্দ্দিং জয়তি দুস্তরাম্"॥ (২) অগ্নিদগ্ধব্রণে অশ্বত্থবল্কলম্—"অশ্বত্থস্য বিশুষ্কবল্কলকৃতং চূর্ণং তথা গুণ্ঠনাৎ" (ব্রণশোথ-চিঃ)। (৩) কর্ণশূলে অশ্বত্থপত্রম্—"অশ্বত্থপত্রখল্লম্বা বিধায় বহুপত্রকম্। তৈলাক্তং মঙ্গারপূর্ণং বিদধ্যাচ্ছ্রবণোপরি। যত্তৈলং চ্যবতে তস্মাৎ খল্লাদঙ্গারতাপিতাৎ। তৎপ্রাপ্তং শ্রবণস্রোতঃ সদ্যো গৃহ্লাতি বেদনাম্"। (কর্ণরোগ-চিঃ)। (৪) শিশোর্মুখপাকে অশ্বত্থত্বগ্দলম্—"অশ্বত্থত্বগ্দল ক্ষৌদ্রৈ র্মুখপাকে প্রলেপনম্। (বালরোগ-চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥

অশ্বত্থের অন্যর্থসংজ্ঞা—"চলপত্র," "গজভক্ষ্য," "ক্ষীরদ্রুম," "সেব্য," "ধর্ম্মবৃক্ষ"।

অশ্বত্থের ভাষানাম—বৈদ্যকে অশ্বত্থ, পিপ্পল ও বোধিদ্রুম নামে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাঃ—আশুদ্ গাছ। মঃ—পীপলো। কঃ -অরলী। তৈঃ— রাইচেট্টু, কুলুজুব্বিচেট্টু। ফাঃ—দরখ্ৎ লরজাং। **হিন্দিনাম—পীপল্‌বৃক্ষ। সিংহলীনাম—বোধি।**

বর্ণন—অশ্বত্থ শ্রেষ্ঠতম ছায়াতরু। প্রায়ই পুরাণ ইমারতের উপর অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। পক্ষিগণ পক্ব অশ্বত্থ ফল ভক্ষণ করিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করে, বিষ্ঠায় যে অবিকৃত অঙ্কুরজননোপযোগী বীজ থাকে তাহাই অঙ্কুরিত হয়। চৈত্রে অশ্বত্থ বৃক্ষ পত্রশূন্য হয় এবং নিদাঘের প্রথমেই নবীনপত্রে সুশোভিত হইয়া থাকে। পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া বর্দ্ধিত হয়। **পত্রবৃন্ত** দীর্ঘ ও ক্ষীণ সুতরাং পত্র লম্বিত থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, পত্রমুকুল, ত্বক্ ও ফল। **মাত্রা**—ক্বাথ, আধপোয়া।

বৈদ্যকে অশ্বত্থের ব্যবহার।

চরক—বাতরক্তে। অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থছালের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দারুণ বাতরক্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ২৯ অঃ)। (২) **ব্রণাচ্ছাদনে** অশ্বত্থপত্র

—অশ্বত্থপত্রে ব্রণপ্রচ্ছাদন করিবে (চিঃ ২৯ অঃ)। (৩) **ব্রণে** অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থছালের গুঁড়াদ্বারা ক্ষত পূরণ করিলে, শীঘ্র পূরিয়া উঠে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—নীলমেহে অশ্বত্থত্বক্—যাহার নীলমেহ হইয়াছে তাহাকে অশ্বত্থত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **বাজীকরণার্থ** অশ্বত্থফলাদি—অশ্বত্থের ফল, মূলের ছাল এবং শুঙ্গের (পত্র মুকুলের) ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—বমনে অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্কত্বক্ দগ্ধ করিয়া সেই অঙ্গার জলে নির্ব্বাপিত করিবে। এই জল পান করিলে বমন নিবৃত্তি পাইতে পারে (ছর্দ্দি চিঃ)। (২) **পোড়াঘায়ে** অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থের ছাল গুঁড়া করিয়া পোড়া ঘায়ের উপর ছড়াইয়া দিলে, ঘা ভাল হয় (ব্রণশোথ চিঃ)। (৩) **কর্ণশূলে** অশ্বত্থপত্র—অশ্বত্থপত্র দ্বারা প্রস্তুত ঠোঙ্গা তৈলাক্ত করিয়া তপ্ত অঙ্গারে পূর্ণ করিলে যে তৈল ঠোঙ্গা হইতে চুয়াইয়া পড়িবে সেই তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কানকট্‌কটানি ভাল হয় (কর্ণরোগ চিঃ)। (৪) **শিশুর মুখপাকে** অশ্বত্থত্বক্ ও পত্র—শিশুর মুখপাকে অশ্বত্থের ত্বক্ ও পত্র মধুর সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া, প্রলেপ দিবে।

বক্তব্য—অশ্বত্থত্বক্ "পঞ্চবল্কলের" অন্যতম। পঞ্চবল্কলের গুণ—"রসে কষায়ঃ শীতশ্চ বর্ণ্যঃ দাহতৃষাপহম্। যোনিদোষং কফং শোফং হন্তীদং পঞ্চবল্কলম্" (ধন্বন্তরীয় নিঘণ্ট) "ত্বক্‌পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ" (ভাবপ্রকাশ)। পঞ্চবল্কলের ক্বাথ যোনিরোগে এবং উহার প্রলেপ বিসর্প রোগে বহুশঃ প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। **চরক** অশ্বত্থকে "মূত্রসংগ্রহণ" বর্গে পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং অশ্বত্থত্বক্ সোমরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সান্নিপাতজ্বরে অশ্বত্থ পত্রের রস ঔষধ বিশেষের অনুপানরূপে সেবন করান হয়। **সুশ্রুত** ন্যগ্রোধাদিগণে অশ্বত্থ পাঠ করিয়াছেন। (শূঃ ৩৮ অঃ)। চারক সিদ্ধিস্থানে, অতিসারে দেয় যবাগূ পাকার্থ দ্রব্যান্তরের সহিত অশ্বত্থশুঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে—"মসূরাশ্বত্থশুঙ্গৈশ্চ যবাগূঃ স্যাজ্জলে শৃতা"। অবিকসিত পত্রমুকুলকে শুঙ্গ বলে ("শুঙ্গ ইত্যবিকসিতপত্রমুকুলম্"—চক্রসংগ্রহটীকায়াং শিবদাসঃ)।

Constituents.—The bark contains tannin, caouthouc and wax.

Actions and uses.—with honey it is locally applied to aphthæ sore mouth. The powder is given internally in asthma. The medicated oil is used as an astringent injection in leucorrhœa, into the rectum in

dysentery, as a wash for unhealthy ulcers and as a gargle in salivation. *Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 559).

নব্যমত—শিশুর ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু কিম্বা মুখাভ্যন্তরে দধি বিন্দুর মত শুভ্র ক্ষত হইলে বা সাধারণ মুখক্ষতে মধুসহ অশ্বত্থত্বক্‌চূর্ণ প্রলেপ দিবে। অশ্বত্থত্বথচূর্ণ মধুসহ শ্বাসরোগে সেব্য। অশ্বত্থত্বক্‌'সাধিত তৈল প্রদরে ও আমরক্তাতিসারে অনুবাসন বস্তিরূপে, উহার কাথ, বিকৃত ক্ষতের ধাবনার্থ এবং লালাস্রাবে কবলার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্‌ ইণ্ডিয়া—আর, এন্‌ ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫৯ পৃঃ)।

অসন—असनः।

असनः, वीजकः। Termenalia Tomentosa, Pentaptera Tomentosa.

वीजकः सकषायश्च कफपित्तास्रनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ असनः कटुरुष्णश्च तिक्तो वातार्त्तिदोषनुत्। सारको गलदोषघ्नो रक्तमण्डलनाशनः। राजनिघण्टुः॥ वीजकः कुष्ठविसर्पश्वित्रमेहगुदक्रिमीन्। हन्ति श्लेष्मास्र-पित्तञ्च त्वच्यः केश्यो रसायनः॥ भावप्रकाशः॥ असनस्यतु 'पुष्पाणि' विपाके मधुराणि च। तिक्तानि पाचनीयानि वातलानि भवन्ति हि। वृहन्निघण्टु-रत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते असनसारः—"तथा मधूकस्य तथासनस्य साराः प्रजोज्या विधिनैव तेन" (चिः ५ अः)। चरकः॥ कुष्ठे असनः—"यथा सर्व्वाणि कुष्ठानि हतः खदिरवीजकौ" (चिः ६ अः)। (२) चक्षुःकामिले असनसारः—"चक्षुःकामः प्राण-कामो वा वीजकसाराग्निमन्थमूलं निःक्वाथ्य माषप्रस्थं साध-येत्। तस्मिन् सिध्यति चित्रकमूलाना मक्षमात्रं कल्कं दद्यात्। आमलकर-सचतुर्थभागम्। ततः स्विन्न मवतार्य्य शीतीभूतं मधुसर्पिर्भ्यां संसृज्योपयुञ्जीत यथावलम्। लवणं परिहरेत्। जीर्णे मुद्गामलकयूषेणालवणेन •घृतवता

মোদনমশ্নীয়াৎ (চিঃ ২৩ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ উপদংশে অসনঃ—"ক্বাথং পিবেদ্বা খদিরাসনাভ্যাং। সগুগ্গুলুং বা ত্রিফলাযুতং বা সর্ব্বোপদংশাপহরঃ প্রয়োগঃ" (উপদংশাধিকারে)। (২) পক্ষাঘাতে অসনপুষ্পম্—"অসনস্যতু পুষ্পাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। গুটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যস্তাং চ ভল্লস্য বারিণা। এতাং পক্ষাঘাতকে দদ্যাদ্বালেষু মতিমান্ ভিষক্॥ বঙ্গসেনঃ।

অসনের ভাষানাম—বৈদ্যকে অসন ও বীজক শব্দে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—পিয়াশাল। হিঃ—অস্‌না, সজ্। উঃ—সহাজু, কলাসহাজু। আঃ—অমরী। বিবঠ্ঠা, বিবঠ্ঠ্যাচা গোঁদ। গুঃ—বীয়াং, হীরাদখণ, বীয়ানোগুঁদ। কঃ—কোপিন্নহোণে। তৈঃ—মর্দ্দি। ফাঃ করমৃকশ্।

বর্ণন—অসন বৃহৎ আরণ্য **বৃক্ষ**। ইহার **ত্বক্** বিদীর্ণ হইয়া থাকে। **পাতা** বৃন্তসন্নিকটে চৌড়া, অগ্রভাগে সরু, পত্রপৃষ্ঠে লোম আছে। পাতার মাঝের শিরায় বোঁটার কাছে অর্ব্বুদের মত গ্রন্থি আছে। **পুষ্প** ক্ষুদ্র, বর্ণ—হরিদাভশ্বেত। পুষ্পকাল—বসন্ত। **ফল** শীতকালে পাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প, ত্বক্, সারকাষ্ঠ।

বৈদ্যকে অসনের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে—অসনক্ষার—অসনবৃক্ষের ত্বক্ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঘৃত ও মধুযোগে রক্তপিত্তে সেবন করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। মাত্রা—২—৪ আনা।

সুশ্রুত—কুষ্ঠে অসন, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নাশ করিতে পারে (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **চক্ষুঃকামিলে** অসনসার—অসনের সারবান্ কাষ্ঠ ৮ তোলা, গণিয়ারী মূলের ছাল ৮ তোলা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া আট সের জলের সহিত ক্বাথ প্রস্তুত করিবে—চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া উহাতে দুই সের পরিপুষ্ট মাষকলায় সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইবার কালে উহাতে চিতার মূলচূর্ণ ২ তোলা এবং আধসের কাঁচা আমলকীর রস প্রদান করিবে। মাষকলায় বেশ সিদ্ধ হইলে, নামাইয়া শীতল হইলে মধু ও ঘৃতসহ, বলানুসারে ভোজন করিতে দিবে। লবণ পরিত্যাগ করিবে। মাষকলায় জীর্ণ হইলে, মুগ ও আমলকীর যূষ প্রস্তুত করিয়া, এই যূষের সহিত ঘৃত মিশ্রিত অন্ন বিনা লবণে ভোজন করিতে দিবে (চিঃ ২১ অঃ)।

বঙ্গসেন—উপদংশে অসনসার—খদির কাষ্ঠ ও অসনসারের ক্বাথ, শোধিত গুগ্গুলু কিম্বা ত্রিফলাচূর্ণসহ সেবন করিবে। ইহা উপদংশে হিতকর (উপদংশাধিকারে)।

(২) **পশ্চাত্তকে** নাম বালরোগে অসনপুষ্প—অসনপুষ্পের অতি সূক্ষ্মচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া তক্রবারি (আমানি) দ্বারা বটী প্রস্তুত করিয়া, পশ্চাত্তকরোগগ্রস্ত বালককে সেবন করাইবে।

বক্তব্য—**চরক** উদর্দ্দপ্রশমনবর্গে এবং **সুশ্রুত** সালসারাদিবর্গে, অসন পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** রক্তপিত্ত চিকিৎসায় অসন পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন—"শিরীষরোধ্রাসনশাল্মলীনাম্। পুষ্পাণি শিগ্রোশ্চবিচূর্ণ্য লেহ্যো। মধ্বন্বিতঃ শোণিতপিত্তরোগে" (উঃ ৪৫ অঃ)।

Constituents.—The ash of the bark contains much potash and tannin.

Actions and uses—Astringent, used in diarrhœa, dyspepsia and leucorrhœa, like the bark of J. Catappa. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 263.)

নব্যমত—অসনত্বক্, কষায়। ইহা অতিসার, গ্রহণী এবং প্রদরে ব্যবহৃত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি ২য় খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ)।

অস্থিসংহার—অস্থিসংহার:।

अस्थिसंहारः, अस्थिशृङ्खला, वज्रवल्ली। Vitis quadrangularis.

अस्थिसंहारकः प्रोक्तो वातश्लेष्महरोऽस्थियुक्। **उष्णः सरः क्रिमिघ्नश्च दुर्नामघ्नोऽक्षिरोगजित्। रूक्षः स्वादु र्लघु र्वृष्यः पाचनः पित्तलः स्मृतः।** भावप्रकाशः॥ **वज्रवल्ली सरा रूक्षा क्रिमिदुर्नामनाशिनी। दीपन्युष्णा विपाकेऽम्ला स्वाद्वी वृष्या बलप्रदा। अर्शसान्तु विशेषेण हिता चैवाग्निदीपनी। चतुर्धारा काण्डवल्ली भूतोपद्रवशूलहा। अत्युष्णाध्मानवातांश्च तिमिरं वातरक्तकम्। अपस्मारं वातरोगं नाशयेदिति कीर्त्तितम्।** **बृहन्निघण्टुरत्नाकरः।**

वैद्यके व्यवहारः—भग्नरोगे अस्थिसंहारः—"सघृतेनास्थिसंहारं *। सन्धियुक्तोऽस्थिभग्ने च पिबेत् क्षीरेण मानवः। (भग्न—चिः)। **चक्रदत्तः॥** **वायुप्रशमने अस्थिसंहारमज्जा--"काण्डत्वग्विरहितमस्थिशृङ्खलाया माषार्द्धं द्विदलमकञ्चुकं तदर्द्धम्। सम्पिष्टं तदनु ततस्तिलस्य तैले सम्पक्वं वटकमतीव वातहारि"।** **भावप्रकाशः॥**

অস্থিসংহারের ভাষানাম—বাঃ—হাড়ভাঙ্গা বা হাড়যোড়া। গুঃ—হাড়সাঙ্কিলা, বেধারী, তরধারী, চৌধারী। মঃ—কাণ্ডবেল, ত্রিধারী, চৌধারী। তৈঃ—নাল্লেহ। কোঃ—হাড় জোড়া। **হিন্দি—হড়সংহারী, হড়যোড়। সিংহলী—হীরস্স।**

বর্ণন—অস্থিসংহার বৃক্ষাশ্রয়ী বা ভূলুণ্ঠিত থাকে। **কাণ্ড** শৃঙ্খল বা মালাকৃতি, চারশিরা, কচিৎ ত্রিশিরা। ডাঁটার একটী গ্রন্থি যদি কাটিয়া মাটীতে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে ইহা হইতেই সুদীর্ঘ লতা জন্মিতে পারে; এজন্য ইহার একটী নাম "কাণ্ডবল্লী।" **ফুল** শাদা ও ছোট, **ফল** মটরের মত। "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় অস্থিসংহারের প্রতিকৃতি আছে।

বৈদ্যকে অস্থিসংহারের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—ভগ্নরোগে অস্থিসংহার—সন্ধিযুক্ত অস্থিভগ্নে, অস্থিসংহারের কাণ্ড পেষণ পূর্ব্বক গব্যঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পান করিবে (ভগ্ন চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বায়ুপ্রশমনার্থ** অস্থিসংহারমজ্জা—হাড়যোড়ার ডাঁটার ছাল ছাড়াইয়া লইবে, এই ডাঁটা যত তার অর্দ্ধেক খোসা ছাড়ান যে কোন কলায় (বাতহর বলিয়া মাষকলায়ই ভাল) লইয়া একত্র উত্তমরূপ পেষণ করিয়া বর্ত্তুলাকার বটক প্রস্তুত করিবে। এই বটক তিল তৈলে ভাজিয়া খাইবে। ইহা অতীব বায়ুনাশক।

বক্তব্য—চরক, রাজনিঘণ্টু ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে অস্থিসংহারের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **সুশ্রুতোক্ত** ভগ্নরোগ চিকিৎসায় অস্থিসংহারের নাম নাই। **চক্রবং বৃন্দ** ও ভগ্নাধিকারে অস্থিসংহার ব্যবহার করিয়াছেন। **রাজবল্লভে** লিখিত আছে—"অস্থিভগ্নেঽস্থিসংহারো হিতো বল্যোঽনিলাপহঃ"।

Actions and uses.—Alterative and stimulant, given in dyspepsia, loss of appetite and Scurvy; also in irregular menstruation. The juice is given mixed with gopi chandan, ghee and sugar. Paste of the fresh stem is astringent and locally applied to dislocations, sores and fractured limbs; juice of the stem is dropped into the ear in otorrhœa and into the nose to check e. istaxis. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory. Part II., p. 136).

নব্যমত—অস্থিসংহার, রসায়ন, উষ্ণ। ইহা গ্রহণী—অগ্নিমান্দ্য এবং "কাষ্ঠিরোগে" ব্যবহৃত হয়। অস্থিসংহারের রস, গোপী চন্দন, ঘৃত এবং চিনির সহিত, যে সকল

স্ত্রীলোকের অনিয়মিত ঋতু হয় তাহাদিগকে সেবন করাইবে। আর্দ্র অস্থিসংহার পেষণ পূর্ব্বক অস্থিবিশ্লেষ, অস্থিভগ্ন কিম্বা ক্ষতে প্রলেপ দিবে। পূতিকর্ণে ইহার রসে কর্ণপূরণ করিবে।

আকারকরভ—আকারকরভঃ।

আকারকরভঃ। Anacyclus Pyrethrum.

আকারকরভোষ্ণো বীর্য্যেণ বলকৃৎ কটুকো মতঃ। প্রতিশ্যায়ঞ্চ শোথঞ্চ বাতঞ্চৈব বিনাশয়েৎ। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—ফিরঙ্গরোগে আকারকরভঃ—"পারদ ষ্টঙ্কমানঃ স্যাৎ খদির ষ্টঙ্কসম্মিতঃ। আকারকরভশ্চাপি গ্রাহ্য ষ্টঙ্কদ্বয়োন্মিতঃ। টঙ্কত্রয়োন্মিতং ক্ষৌদ্রং খল্বে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ। সংমর্দ্য তস্য সর্ব্বস্য কুর্য্যাৎ সপ্তবটী ভিষক্। স রোগী ভক্ষয়েৎ প্রাতরেকৈকা মম্বুনা বটীম্। বর্জ্জয়েদম্ললবণং ফিরঙ্গ স্তস্য নশ্যতি"। ভাবপ্রকাশঃ॥

আকারকরভের ভাষানাম—বাঃ, হিঃ—আকরকরা। তৈঃ—অকলকরা। গুঃ—অকোরকরম। ইং—স্প্যানিশ্ পেলিটরী।

বর্ণন—আকরকরা (মূল) লম্বা, সঙ্কুচিত, দুই প্রান্ত ক্রমে সরু। উপরের রঙ্ কটা, ভাঙ্গিলে ভিতরে শাদা। চর্ব্বণ করিলে প্রথমে সামান্য মিষ্ট বোধ হয়, পরে ঝাল লাগে, মুখ জ্বালা করে, জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ঠোঁট চিন্‌চিন্ করে। অনেকে 'আকরকরাবচ" বলে; বস্তুতঃ আকরকরা ও বচ ভিন্ন বস্তু। ঔষধার্থ ব্যবহার—শুষ্ক মূল।

বৈদ্যকে আকরকরার ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—ফিরঙ্গরোগে আকরকরা—বিশুদ্ধ পারদ আধতোলা, খদিরচূর্ণ আধতোলা, আকরকরাচূর্ণ এক তোলা, মধু দেড়তোলা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ৭টী বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে জলসহ এক একটী বটী সেবন করিলে ফিরঙ্গরোগ (সিফিলিশ্) বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনকালে অম্ল ও লবণ পরিত্যাগ করিবে (ফিরঙ্গ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, সুশ্রুত বাগ্‌ভট, ধন্বন্তরীয় ও রাজনিঘণ্টু, রাজবল্লভে আকরকরার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Constituents.—Pyrethrin—an acrid brown resin, Pyrenthrine 5 p. c.—an alkaloid, 2 fixed oils, inulin 50 p. c. gum, salts a trace of tannin.

Physiological action.—Stimulant, rubefacient irritant and sialagogue; locally rubefacient. When chewed it at first irritates or stimulates the nerves and vessels of the mouth, salivary and buccal glands and then deadens and blunts their sensibility. In small docs it is stimulant and cordial. As a masticatory sialagogue it produces pricking sensation in the tongue with heat pungency and copious flow of saliva, constriction iu the fauces and increased buccal mucus. In large closes it is an irritant mucous membrane of the intestines, causing bloody stools, tetanoid spasms and profounded stupor. The pulse becomes accelerated.

Therapeutics.—The infusion is given with lesser galangal and ginger in low states of the system with drowsiness and lethargy. The tincture is given in neuralgic headache, toothache due to caries, in paralysis of the tongue and in neuralgia of the face. As a local anæsthetic gargle or lotion or a mouth-wash it is used in sore throat, relaxed uvula aphonia etc. As a sternutatory. the powder is inhaled in chronic catarrh of the frontal sinuses. The confection is given in impotence and in chronic seminal weakness. As a sialagogue it is an efficient remedy in chronic iodine poisoning where it secures a prompt and radid elimination." (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 349.)

অব্যমত—আকরকরা, উষ্ণ, উত্তেজক এবং প্রলেপে ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক। আকরকরা চর্ব্বণ করিলে জিহ্বা চিন্‌চিন্ করে, মুখ গরম ও অসাড় বোধ হয়, ঝাল লাগে এবং প্রচুর লালাস্রাব হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে অন্ত্রের শ্লেষ্মধরা কলার (Mucous membrane) উত্তেজনাহেতু রক্তমিশ্রিত মল, বারম্বার মলত্যাগের উদ্বেগ, সংজ্ঞাহীনতা এবং নাড়ী বেগবতী হইয়া থাকে। অল্প মাত্রায় উষ্ণ ও জড়তানাশক। আদার সহিত

আকরকরার ক্বাথ, তন্দ্রা এবং জড়তা বিনাশার্থ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। আকরকরার টীংচার শিরোরোগবিশেষে (Neuralgic headache) এবং ক্রিমি ভক্ষিত দন্তের শূলপ্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু উহা জিহ্বাস্তম্ভ এবং মুখমণ্ডলস্থ নার্ভের বেদনায় হিতকর। আকরকরার টীংচার দ্বারা প্রস্তুত লোশন্ কিম্বা আকরকরার শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া গলক্ষত এবং এবং আল্‌জিব্ বাড়িলে, কিম্বা মূক, মিন্মিন, গদ্গদ ও স্বরভঙ্গাদি রোগে কবল বা মুখধাবনার্থ ব্যবহার করাইবে। ক্ষবথূৎপাদক (হাঁচিকারক) বলিয়া, প্রতিশ্যায় ও পীনসরোগে আকরকরা চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিবে। আকরকরা, খণ্ড মোদকাদিরূপে, ধ্বজভঙ্গ ও পুরাণ শুক্রক্ষয়জ দৌর্ব্বল্যে সেব্য। লালাস্রাবকারী বলিয়া, আকরকরা, আইডিন্‌জাত পুরাণ বিষরোগের ফলপ্রদ ঔষধ। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ)।

আত্মগুপ্তা—আত্মগুপ্তা।

आत्मगुप्ता, स्वयंगुप्ता, शूकशिम्बी, वानरी, कपिकच्छुः। Mucuna Pruciens, Catpopogan Pruiens. Eng : Cowhage plant.

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"प्रावृषेण्या" परिचयज्ञापिका संज्ञा—"कपिरोमफला", "शूकवती"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"सद्यःशोथा", "वृष्या"। कपिकच्छू रसे स्वादु स्निग्धा शीतानिलापहा। वृष्या पित्तास्रहन्त्री च दुष्टव्रणविनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च॥ कपिकच्छुर्भृशं वृष्या मधुरा बृंहणी गुरुः। तिक्ता वातहरी बल्या कफपित्तास्रनाशिनी। तद् 'बीजं' वातशमनं स्मृतं वाजीकरं परम्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—वाजीकरणार्थं कपिकच्छुफलम्—स्वयंगुप्ताफलैर्युक्तं माषसूपं पिबेन्नरः" (चिः २६ अः)। सुश्रुतः॥ रक्तपित्ते शूकशिम्बीधान्यं शाकञ्च—"शूकशिम्बीभवं धान्यं रक्ते शाकञ्च शस्यते" (चिः २ अः)। वाग्भटः। अववाहुके शूकशिम्बीमूलस्वरसः—"तथात्मगुप्तास्वरसं पिबेद्वा *

মাসাদর্দ্ধী বজ্রসমানবাহুঃ" (বাতব্যাধি চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ যোনিসঙ্কীর্ণী-করণে কপিকচ্ছুমূলম্—"কপিকচ্ছুভবং মূলং ক্বাথয়েদ্বিধিনা ভিষক্। যোনিঃ সঙ্কীর্ণতাং যাতি ক্বাথেনানেন ধারয়েৎ (মঃ খঃ ৪ ভাঃ । ভাবপ্রকাশঃ॥

আত্মগুপ্তার উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"প্রাবৃষেণ্যা"। **পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"কপিরোমফলা", "শূকবতী"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"সদ্যঃশোথা", "বৃষ্যা"। **আত্মগুপ্তার ভাষানাম**—বৈদ্যকে "স্বয়ংগুপ্তা", "কপিকচ্ছু", "বানরী" নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—আলকুশী, দয়ালের গুঁড়া। কোঃ—বানরবিচা। মঃ—কুহিলিচেম্বীজ। গুঃ—কউচোঁ, ভেরবনী শীগনাম্বী। কঃ—নসুগুন্নী। তৈঃ—পিল্লিঅড়ুগু। তাঃ—পুনাইক, কালি। বম্—কুহিল। ইং—কাউহেজ্ প্লাণ্ট্। **হিন্দি—কোঁছ, কিবাঁচ। সিংহলী—বান্দুরমি।**

বর্ণন—শূকশিম্বী **লতা** ফলপাকান্ত। কিছু আশ্রয় পূর্ব্বক প্রতান বিস্তার করে। স্থূল **শাখার** গাত্রে সর্ষপাপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতা ও লোম এবং সরু ও কোমল শাখায় কেবল লোম থাকে। আলকুশীর লতা ত্রিপত্র। মধ্যের **পত্র** অণ্ডাকার, পার্শ্বের পাতা দুটী বৃন্তের দিকে বেশী বিস্তৃত। পত্রোদরে অতি সূক্ষ্ম ছোঠ ছোট এবং পত্রপৃষ্ঠে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও ঘনসন্নিবিষ্ট রৌপ্যবর্ণের রোম দৃষ্ট হয়। **শুঁটীর** আকার ইতালীয় অক্ষর *f* এর মত। শিম্বির রোম বড় বড় ও তাম্রবর্ণ। ইহা যে "সদ্যঃশোথা," গায়ে লাগিলে একথা বেশ বুঝা যায়। প্রতি শিম্বির ভিরত ৪—৬টী **বীজ** থাকে। **বীজ** শিমের বীজের মত। **ফুল** বড় হয়—রঙ্ ঘোরাল বেগুণে। বর্ষায় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া লতা বর্দ্ধিত হয়—শরৎকালে ফুলে শিম্বিতে শোভিত হয় এবং শীতে **শিম্বি** পুষ্ট হয়। **বীজের** বিশেষ কোন স্বাদ নাই। সংস্কৃতে যাহাকে "কাকাণ্ড" বা "কাকাণ্ডোল" বলে তাহার লতাও আলকুশীর মত। কাকাণ্ডের **শুঁটীও** আলকুশীর তুল্য, কেবল ইহাতে আলকুশীর শুঁটীর মত রোম নাই; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শুঁটীর গায়ে অতি স্পষ্ট লম্বা লম্বা আলির মত উচ্চতা আছে; এজন্য শুঁটীর গাত্র বড়ই উচ্চনীচ হইয়া থাকে। ছাপরা অঞ্চলে লোকে শিমের মত ইহার আবাদ করে এবং শিমের মত ইহাও তরকারীতে খাইয়া থাকে। **চরকের** সূঃ ২৭ অধ্যায়ের টীকায় **শিবদাস** লিখিয়াছেন "শূকশিম্বসদৃশশিম্বঃ কাকাণ্ডঃ শূকরশিম্বীতিলোকে"। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পত্র, বীজ। **মাত্রা**—মূলস্বরস—১ তোলা।

বৈদ্যকে আত্মগুপ্তার ব্যবহার।

সুশ্রুত—বলাধান ও বাজীকরণার্থ আলকুশী বীজ—আলকুশীবীজ

ভাঙিয়া মাষকলায়ের সহিত যূষ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বললাভ ও বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)। **বাগ্‌ভট—রক্তপিত্তে** আলকুশী বীজ ও শাক—আলকুশীর বীজ ভাঙিয়া দালের মত পাক করিয়া কিম্বা আলকুশীর শাক রুচিমত পাক করিয়া রক্তপিত্তীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২ অঃ)। **চক্রদত্ত—বাতব্যাধিতে** (অববাহুক) আলকুশী-মূল—আলকুশীরমূলের রস প্রত্যহ পান করিলে, এক মাসের মধ্যে অববাহুক নাম বাতব্যাধি নিবৃত্তি পাইয়া রোগীর বাহু বজ্রসমান দৃঢ় হয় (বাতব্যাধি চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—যোনিসঙ্কীর্ণকরণার্থ** আলকুশী মূল—আলকুশী মূলের কাথে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ঐ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিলে যোনি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকোক্ত বল্যবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) ঋষভী পাঠ করা হইয়াছে। **চক্রপাণি** অর্থ করেন "ঋষভী শূকশিম্বা"। চরকের চিকিৎসিত স্থানের ২য় অধ্যায়োক্ত বাজীকরণ যোগে আলকুশী বীজের ভূরিপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। **চরকোক্ত** রক্তপিত্ত চিকিৎসায় আত্মগুপ্তার উল্লেখ নাই, অমৃতাদ্য তৈলে কপিকচ্ছুর উল্লেখ আছে। **সুশ্রুতোক্ত** রক্তপিত্ত ও বাতব্যাধির চিকিৎসায় আত্মগুপ্তার নামোল্লেখ দেখা যায় না। আলকুশী বীজের **তৈলের** গুণ—"গুরূষ্ণং স্নিগ্ধমধুরং কষায়ঞ্চাত্মগুপ্তজম্" (ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্ট)। আত্মগুপ্তা এবং কাকাণ্ডোলের বীজ খাদ্যৌষধ। **চরক** বলিয়াছেন ইহাদের গুণ মাষকলায়ের তুল্য—"কাকাণ্ডোলাত্মগুপ্তানাং মাষবৎ ফলমাদিশেৎ।" (সূ ২৭ অঃ)। আলকুশীর সুপক্ব বীজ চূর্ণ করিয়া ময়দার মত হইলে, ঘৃতশর্করাদুগ্ধযোগে মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে মধু মিশাইয়া সেবন করা যায়। ইহা উত্তম বাজীকরণ খাদ্য।

Constituents—Resin. tannin and fat and a trace of manganese.

Actions and uses—The seeds are nervine tonic, emmenagogue and aphrodisiac, used in leucorrhœa, menstrual derangements and paralysis. The confection is given in paralysis and seminal debility. The hairs of the pods are vermifuge and given in round worms. They work mechanically by injuring the worms and promoting their expulsion. When applied to the skin or to the mucous membrane, the hairs produce a painful irritation and eruption, and hence are very dangerous if left in the intestines. In such cases their administration should always be followed by a purge of calomel and jalap. Dose of hairs 1 to 3 grs. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 219).

নব্যমত—আলকুশীর বীজ নার্ভের বলকারক, আর্ত্তব রজঃ স্রাবকারী এবং বৃষ্য। প্রদর, ঋতু কৃচ্ছ্রতা, ঋতুবৈষম্য এবং বাতব্যাধিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। আলকুশী বীজের খণ্ড পায়সাদি প্রস্তুত করাইয়া বাতব্যাধি ও ক্ষীণশুক্র রোগগ্রস্তকে সেবন করাইবে। শিম্বির লোম চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে কৃমি নষ্ট ও নিঃসারিত হয়। শিম্বির লোম ত্বক্ বা শ্লেষ্মধরাকলা স্পৃষ্ট হইলে বিষম কণ্ডূ উৎপন্ন করে। সুতরাং যদি ভক্ষিত লোম অন্ত্রে থাকিয়া যায় তাহা হইলে বিষম প্রমাদ ঘটে। এই অনর্থোৎপত্তি নিরাকরণার্থ উহা সেবন করিবার পর—ক্যালোমেল কিম্বা জোলাপ দ্বারা বিরেচন করাইবে। শিম্বি লোমের মাত্রা—১—৩ গ্রেণ (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিকা—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃঃ)।

আমলকী—आमलकी।

आमलकम्, धात्रीफलम्। Phyllanthus Emobhica.

कषायं कटुतिक्तोष्णं स्वादु चामलकं हिमम्। रसं त्रिदोषहृद्वृष्यं ज्वरघ्नञ्च रसायनम्। हन्ति वातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्य्यशैत्यतः। कफं रूक्षकषायत्वात् फलं धात्र्यास्त्रिदोषजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ आमलकं कषायाम्लं मधुरं शिशिरं लघु। दाहपित्तवमीमेहशोफघ्नञ्च रसायनम्। अन्यच्च—कटुमधुरकषायं किञ्चिदम्लं कफघ्नम्। रुचिकरमतिशीतं हन्ति पित्तास्रतापम्। श्रमवमनविबन्धाऽऽध्मानविष्टम्भदोष।—प्रशमनममृताभं चामलक्याः फलं स्यात्। राजनिघण्टुः॥ हरीतकी समं धात्रीफलं किन्तु विशेषतः। रक्तपित्तप्रमेहघ्नं परं वृष्यं रसायनम्। हन्ति वातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्य्यशैत्यतः। कफं रूक्षकषायत्वात् फलं धात्र्यास्त्रिदोषजित्। यस्य यस्य फलस्येह वीर्य्यं भवति यादृशम्। तस्य तस्यैव वीर्य्येण मज्जानमपि निर्द्दिशेत्। भावप्रकाशः॥ आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य प्रशस्यते। निरत्ययं दोषहरं फलेष्वामलकीफलम्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—विसर्पज्वरे आमलकम्—"रसमामलकानाञ्च घृतमिश्रं

प्रदापयेत्। स एव गुरुकोष्ठाय विल्वमूलयुतो हितः" (चि: ११ अ:)। (२) हिक्कायां आमलकम्—"पिप्पलीमधुयुक्तौ वा रसौ धात्रीकपित्थयोः" (चि: १२ अ:)। (३) श्वेतप्रदरे आमलकीवीजम्—"जलेनामलकाद्वीजकल्कं वा ससिता-मधु। मधुनाऽऽमलकाच्चूर्णं रसं वा लेहयेत् सिते (चि: ३० अ:)। चरकः॥ अर्शःसु आमलकम्—"एष एव * आमलकगुडूचीषु तक्रकल्पः (चि: ६ अ:)। (२) वातरक्ते आमलकम्—"सर्व्वेषु पुराणघृतमामलकरसविपक्वं वा पानार्थे" (चि: ५ अ:)। (३) प्रमेहे आमलकम्—महाधनो वा श्यामाकनीवारवृत्ति रामलक * फलाहारा मृगैः सह वसेत् (चि: ११ अ:)। (४) मूत्रदोषरुजातुरे आमलकम्—"प्रपीड्यामलकानान्तु रसं कुड़वसम्मितं पीत्वागदो भवेज्जन्तु मूत्र-दोषरुजातुरः" (उ: ५८ अ:)। सुश्रुतः॥ कासे आमलकम्—"चूर्णमाम-लकानाम्वा क्षीरपक्वं घृतान्वितम्" (चि: २ अ:)। (२) प्रमेहे आमलकम्—"रसमामलकस्य वा" (चि: १२ अ:)। वाग्भटः॥ रक्तपित्ते आमलकम्—"नासाप्रवृत्तं रुधिरं घृतभृष्टं श्लक्ष्णपिष्टमामलकम्। सेतुरिव तोयवेगं रुणद्धि मूर्द्धनि प्रलेपेन" (रक्तपित्त-चि:)। (२) पित्तशूले आमलकम्—"धात्रीरसं * पिवेत्सशर्करं सद्यः पित्तशूलनिसूदनम् (शूल-चि:)। (३) शीतपित्ते आम-लकम्—"* गुड़मामलकैः सह" (उदर्द्द चि:)। चक्रदत्तः॥ मूत्रनिग्रहे आमलकी—"आमलक्याश्च कल्केन वस्तिभागं प्रलेपयेत्। तेन प्रशाम्यति क्षिप्रं नियमात्मूत्रनिग्रहः"। (२) योनिदाहे अमलकम्—"धात्रीरसं सितायुक्तं योनि-दाहे पिवेत् सदा" (योनिरोग चि:)। भावप्रकाशः॥ वातजायां छर्द्यां आम-लकी—"आमलक्या रसेनाथ घृष्टं चन्दनकं मधु। गुटिकामलमानेन लेहो हन्ति वमिं ध्रुवम्" (चि: १३ अ:)। (२) शिरःक्षते आमलकी—"तथामलक्याः फलमेव पिष्ट्वा घृतेन खण्डेन प्रलेपनञ्च। निवार्य्यते मस्तकजं क्षतञ्च शिरोऽर्त्ति-सङ्घान् विनिहन्ति चैतत्"। (चि: ४२ अ:)। हारीतः॥ सरक्ते मूत्रकृच्छ्रे आमलकी—"धात्रीरसं चेक्षुरसं पिवेद्वा कृच्छ्रे सरक्ते मधुना विमिश्रम्"। (मूत्र-कृच्छ्राधिकारे)। (२) नवह्रकोपे धात्रीफलम्—"धात्रीफलनिर्य्यासः नवह्रकोपं

নিহন্তি পূরণন:”। (নীর-চি:)। (২) শিশুর বিচ্ছিন্নামরোগে আমলকী—“আমলক্যা: পলান্যষ্টৌ গোমূত্রে সপ্ত ভাবয়েৎ। ভাবয়িত্বাঽঽতপে পশ্চাদ্ধিক্কিলিম্বা প্রশাম্যতি” (বালরোগ চি:) বঙ্গসেন: ॥

আমলকীর ভাষানাম—বৈদ্যকে ধাত্রী শব্দে বহুশঃ প্রযুক্ত। বাঃ—আমলা, মঃ—আম্বঠ্ঠা। গুঃ—আঁবলা। কঃ—নেল্লি। তৈঃ—উসরকায়।' উঃ—অণ্ডা। ফাঃ—আমলঝং। আঃ—অমলজ্। হিন্দি—আমৃবা। সিংহলী—নেল্লি।

বর্ণন—আমলকীর বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয়। ইহা আরণ্য বৃক্ষ, কচিৎ উদ্যানে রক্ষিত হয়। **পাতা** তেঁতুলের পাতার মত। ছোট ছোট পীতবর্ণ **পুষ্প** হয়—**ফল** সকলেরই সুপরিচিত। কাশীর আমলকী বঙ্গদেশের আমলকী অপেক্ষা বৃহত্তর। পুষ্ট আমলকী গন্ধকবর্ণ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, ফল। **মাত্রা**—স্বরস ২ তোলা। চূর্ণ—৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে আমলকীর ব্যবহার।

চরক—বিসর্পজ্বরে আমলকী—বিসর্পজ্বরে গব্যঘৃত মিশ্রিত আমলকীর রস পান করিবে। যদি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তেউড়ীর গুঁড়া মিশ্রিত করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **হিক্কায়** আমলকী—আমলকী ও কয়েদ বেলের (কপিথ) রস পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ হিক্কা রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)। (৩) **শ্বেত-প্রদরে** আমলকী বীজ ও আমলকী—শ্বেতপ্রদরে পক্ক আমলকীর বীজ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক চিনি ও মধুর সহিত কিম্বা আমলকীর চূর্ণ বা রস মধুর সহিত সেব্য (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত—অর্শে** আমলকী—আমলকী উত্তমরূপ পেষণ করিয়া কোন মৃৎপাত্রের অভ্যন্তরে লেপন করিবে। এই পাত্রে ঘোল রাখিয়া দিবে। অর্শোরোগীকে এই ঘোল পান করিতে দিবে। ইহা অর্শরোগে হিতকর (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **বাতরক্তে আমলকী**—পুরাণঘৃত আমলকীর রসের সহিত পাক করিয়া বাতরক্তে পানার্থ প্রয়োগ করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) **প্রমেহরোগীর আহারার্থ** আমলকী—প্রমেহী শ্যামাকনীবারভোজী হইয়া আমলকী প্রভৃতি ফল আহার করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) **প্রস্রাবের যন্ত্রণায়** আমলকী—মূত্রদোষরুজাতুর অধিক মাত্রায় আমলকীর রস পান করিবে (লঃ ৫৮ অঃ)। **বাগ্ভট—কাসে** আমলকী—কাসরোগী আমলকীচূর্ণ সহ দুগ্ধপাক করিয়া, ঘৃতসহ পান করিবে (চিঃ ৩ অঃ)। আমলকীচূর্ণ ২ তোলা দুগ্ধ আধ

পোয়া, জল দেড় পোয়া জাল দিয়া তুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে আধ তোলা গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেব্য। (২) **প্রমেহে** আমলকী—প্রমেহী, মধুসহ আমলকীর রস পান করিবে (চিঃ ১২ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** আমলকী – নাসিকা হইতে রক্তস্রুতি রোধ করিবার জন্য ঘৃত ভর্জ্জিত শুষ্ক আমলকী কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিবে। (রক্তপিত্ত চিঃ)। (২) **পিত্তশূলে** আমলকী—পিত্তশূলী চিনির সহিত আমলকীর রস পান করিবে (শূল চিঃ)। (৩) **শীতপিত্তে** আমলকী—শীতপিত্ত রোগী পুরাণ ইক্ষু গুড়ের সহিত আমলকী সেবন করিবে। (উদর্দ্দকোঠাদি চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—মূত্ররোধে** আমলকী—মূত্ররোধে আমলকী পেষণ পূর্ব্বক নাভির নিম্নদেশ প্রলিপ্ত করিবে। (২) **যোনিদাহে** আমলকী—যোনিদাহে আমলকীর রস চিনিসহ পেয় (যোনি রোগ-চিঃ)। **হারীত—বাতজবমনে** আমলকী—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া গাঢ় করিবে। আমলকীর তুল্য ইহার এক একটী গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া মধুসহ সেবন করাইলে বাতজন্য বমন নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **শিরঃক্ষতে** আমলকী —আমলকী, চিনি ও ঘৃতের সহিত পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে লেপন করিলে শিরঃক্ষত বিনষ্ট হয়। ইহা শিরঃপীড়ায়ও ব্যবহার করা যায় চিঃ ৪২ অঃ)। মাথার খুস্কি নিবারণের জন্য কিম্বা কেশদদ্রুতেও ইহা প্রয়োজ্য। **বঙ্গসেন সরক্তমূত্রকৃচ্ছ্রে** আমলকী—অতি যন্ত্রণার সহিত রক্তসহ মূত্র নির্গম হইলে ইক্ষুরস ও কাঁচা আমলকীর রস সমভাগে মধুসহ পান করিবে (মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার)। (২) **নবলোচনকোপে** আমলকী—"চোক উঠিলে" সুপক আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিবে—চোকউঠার প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা ও লৌহিত্য নিবৃত্তি পায় (নেত্র চিঃ)। (৩) **বিচ্ছি নাম শিশুরোগে** আমলকী—আমলকী চূর্ণ গোমূত্রে সাতবার ভাবনা দিয়া শিশুর বিচ্ছিযুক্ত অঙ্গে প্রলেপ দিবে। (বালরোগাধিকার)।

বক্তব্য—আমলকীর মোরব্বা উত্তম খাদ্যৌষধ। কিন্তু সচরাচর আমলকীর মোরব্বাকে অতি মধুরাস্বাদ করিবার জন্য উচিতাধিক মিষ্ট দেওয়া হইয়া থাকে।

Constituents.—Gallic acid, tannic acid, gum, sugar albumen, cellalose and mineral matter.

Action and uses.—The fresh fruit is refrigerant, diuretic and laxative and is used in chronic constipation. The dried fruit is cooling stomachic and astingent, a powder of the fruit, nilotpala, kesara and rose water is used as a paste to the forehead in cephalagia. It is also

applied to the pubes in irritability of the bladder and in retention of urine. With grapes and honey it is a favourite cooling drink for fever and diarrhœa. An extract, prepared from the wood is astringent like ka'tho. Its branches put into muddy water render the latter clear. It is one of the ingredients in the preparation known as triphala. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 550-1).

নব্যমত—নবীন আমলকীফল, স্নিগ্ধ ও মূত্রকারক এবং মৃদুরেচক হেতু পুরাণ কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক আমলকী শীতল, পাচক ও কষায়। শিরঃপীড়ায়, কুঙ্কুম, নীলোৎপল এবং গোলাপ জলের সহিত আমলকী উত্তমরূপ পেষণ করিয়া কপালে প্রলেপ দিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র কিম্বা মূত্ররোধ প্রতিকারার্থ বস্তিদেশে আমলকীর প্রলেপ হিতকর। আঙুর এবং মধুর সহিত আমলকী উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক সরবৎ প্রস্তুত করিবে এই সরবৎ জ্বরবিশেষে এবং অতিসারে পানীয়রূপে ব্যবহার করা যায়। খদিরের এক্সট্রাক্টের মত আমলকী কাষ্ঠের এক্সট্রাক্টও স্তম্ভক এবং কষায়। আমলকীর শাখা আবিল জলে স্থাপন করিলে আবিল জল নির্ম্মল হয়। আমলকী ত্রিফলার অন্যতম উপাদান (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫০।১ পৃঃ)।

আম্র—आम्रः।

आम्रः, चूतः, सहकारः। Mangifera Indica.

रक्तपित्तकरं 'बालमापूर्णं' पित्तवर्द्धनम्। 'पक्व'माम्रं जयेद्वायुं मांसशुक्रबलप्रदम्। चरकः, सू: २७ अ: ॥ पित्तानिलकरं 'बालं' पित्तलं 'बद्धकेसरं'। हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्। कषायानुरसं स्वादु वातघ्नं बृंहणं गुरु। पित्ताविरोधि "सम्पक्व" माम्रं शुक्रविवर्द्धनम्। बृंहणं मधुरं बल्यं गुरु विष्टभ्य जीर्य्यति। सुश्रुतः, (सू ४६ अः)॥ "बालं" कषायं कट्वम्लं रुच्यं वातास्रपित्तकृत। "सम्पूर्णं"माम्रमम्लञ्च रक्तपित्तकफप्रदम्। हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्। कषायानुरसं स्वादु वातघ्नं बृंहणं गुरु। पित्ताविरोधि "सम्पक्व"-माम्रं शुक्रविवर्द्धनम्। मधुरं बृंहणं बल्यं गुरु विष्टभ्य जीर्य्यति। सहकार-

रसोहृद्यः सुरभिः स्निग्धरोचनः। त्वङ्मूलपल्लवं ग्राहि कषायं कफपित्तजित्। “पक्वाम्र” सकषायाम्लं भेदनं कफवातजित्। हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्। अथ क्षुद्राम्रगुणाः—कोशाम्रोऽम्लः कटुः पाके वीर्य्योष्णोऽथानिलापहः। कफपित्तकरोरुच्यः कुष्ठघ्नो रक्तशोधनः। अथ राजाम्रगुणाः - राजाम्रयुगलं चाम्लमुष्णवीर्य्यञ्चपित्तलम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ आम्रःकषायाम्लरसः सुगन्धिः। कण्ठामयघ्नोऽग्निकरश्च वालः। पित्तप्रकोपानिलरक्तदोषप्रदः पटुत्वादिरुचिप्रदश्च॥ “वालं” पित्तानिलकफकरं तच्च “वद्धास्थि” तादृक्। पक्वं दोषत्रितयशमनं स्वादुपुष्टिं गुरु च। धत्ते धातुप्रचयमधिकं तर्पणं कान्तिकारि। ख्यातं तृष्णाश्रमशमकृती चूतजातं फलं स्यात्। अथ क्षुद्राम्रगुणाः—कोशाम्रमम्लमनिलापहरं कफार्त्तिपित्तप्रदं गुरु विदाहविशोफकारि। पक्वं भवेन्मधुर मीषदपारमम्लं पट्वादियुक्तरुचिदीपनपुष्टिवल्यम्। अथ राजाम्रगुणाः—राजाम्राः कोमलाः सर्व्वे कट्वम्लाः पित्तदाहदाः। सुपक्वाः स्वादुमधुराः पुष्टिवीर्य्यवलप्रदाः। राजनिघण्टुः॥ आम्रपुष्पगुणाः—आम्रपुष्पमतीसारकफपित्तप्रमेहनुत्। असृग्दृष्टिहरं शीतं रुचिकृद् ग्राहि वातलम्। वालाम्रगुणाः—आम्रं “वालं” कषायाम्लं रुच्यं मारुतपित्तकृत्। “तरुणन्तु” तदत्यम्लं रूक्षं दोषत्रयास्रकृत्। आम्रपेषिकागुणाः—आम्रमामं त्वचाहीन मातपेऽतिविशोषितम् अम्लं स्वादु कषायं स्याद् भेदनं कफवातजित्। पक्वाम्रगुणाः—पक्वन्तु मधुरं वृष्यं स्निग्धं वलसुखप्रदम्। गुरु वातहरं हृद्यं वर्ण्यं शीतमपित्तलम्। कषायानुरसं वह्निश्लेष्मशुक्रविवर्द्धनम्। तदेव “वृक्षसम्पक्व” गुरु वातहरं परम्। मधुराम्लरसं किञ्चिद्भवेत् पित्तप्रकोपनम्। आम्रं “कृत्रिमपक्वन्तु” तद्भवेत् पित्तनाशनम्। रसस्याम्लस्य हीनन्तु माधुर्य्याच्च विशेषतः। चूषितं तत्परं रुच्यं वल्यं वीर्य्यकरं लघु। शीतलं शीघ्रपाकि स्यात् वातपित्तहरं सरम्। तद्रसो गालितो वल्यो गुरु र्वातहरः सरः। अहृद्यस्तर्पणोऽतीव वृंहणः कफवर्द्धनः। “आम्रखण्डं” गुरु परं रोचनं चिरपाकि च। मधुरं वृंहणं वल्यं शीतलं वातनाशनम्। वृष्यं वर्णकरं स्वादु “दुग्धाम्र” गुरु शीतलम्। वातपित्तहरं रुच्यं वृंहणं वलवर्द्धनम्

मन्दानलत्वं विषमज्वरञ्च रक्तामयं बद्धगुदोदरञ्च। आम्रातियोगान्नयनामयं वा करोति तस्मादति तानि नाद्यात्। एतदम्लाम्रविषयं मधुराम्रपरं नतु। मधुरस्य परं नेत्रहितत्वाद्या गुणा यतः। शुण्ठ्यम्भसोऽनुपानं स्यादाम्राणां "मतिभक्षणे"। जीरकं वा प्रयोक्तव्यं सह सौवर्चलेन वा। आम्रावर्त्तलक्षणं—पक्वस्य सहकारस्य पटे विस्तारितो रसः। घर्मशुष्को मुहुर्दत्त आम्रावर्त्त इति स्मृतः। तद्गुणाः—आम्रावर्त्तस्तृषाच्छर्दिवातपित्तहरः सरः। रुच्यः सूर्य्यांशुभि पाकाल्लघुश्च स हि कीर्त्तितः। आम्रबीजगुणाः—आम्रबीजं कषायं स्याच्छर्द्यतिसारनाशनम्। ईषदम्लञ्च मधुरं तथा हृदयदाहनुत्। आम्रपल्लवगुणाः—आम्रस्य पल्लवं रुच्यं कफपित्तविनाशनम्। भावप्रकाशः। आम्रास्थितैलगुणाः—आम्रतैलन्तु तुवरं स्वादु रुचञ्च तिक्तकम्। सुगन्धि मुखरोगस्य नाशनं कफवातनुत्। आम्रान्तस्त्वग्गुणाः—आम्रान्तस्त्वग्ग्राहिणी तु तुवरा दाहकारिणी। पित्तमेहकफानाञ्च नाशिनी योनिशुद्धिकृत्। आम्रमूलगुणाः—आम्रमूलन्तु तुवरं ग्राहि शीतं रुचिप्रदम्। सुगन्धि कफवातानां नाशनं परिकीर्त्तितम्। बृहन्निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—घ्राणात् प्रवृत्ते रुधिरे आम्रास्थिरसः—"नस्यं तथाम्रास्थिरसः" (चिः ४ अः)। (२) पित्तजवमने आम्रपत्रम्—"जम्ब्वाम्रयोः पल्लवजं कषायम्। पिबेत् सुशीतं मधुसंयुतं वा" (चिः २३ अः)। चरकः॥ रक्तातिसारे आम्रत्वक्—"* आम्राऽर्जुनत्वचः। पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृथक् शोणितनाशनाः"। (अतिसार—चिः)। (२) प्लीहोदरे पक्वाम्ररसः—"प्लीहघ्नुपरमो योगः पक्वाम्ररसोऽथवा समधुः" (प्लीह-चिः)। चक्रदत्तः॥ मत्स्यभक्षणजे अजीर्णे आममाम्रम्—"आममाम्रफलं मत्स्ये" (मः खः २यः भाः)। (२) मांसभोजनजे अजीर्णे आम्रबीजम्—"तद्बीजं पिशिते हितं" (मः खः २यः भाः)। (३) अतिसारे आम्रमध्यत्वक्—"* तथा मध्यत्वगाम्रजा। अतिसारं व्ययादाशु हन्त्येवाशु न संशयः"। (मः खः १मः भाः) भावप्रकाशः॥ पक्वातिसारे आम्रपल्लवम्—"नवचूतस्य पर्णानि कपित्थफलमेव च। पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन

পক্কাতিসারঘ্নাস্তয়ে"। (অতিসার-চিঃ)। (২) শোথে রসালমূলম্—পুনর্ণবা-পত্ররসালমূলং। সংক্ষুদ্য তোয়াঢ়কমষ্টশেষসিদ্ধম্। চতুর্থভাগেন ঘৃতং বিপক্কম্। প্রস্থন্তু তৎকল্কপলাষ্টকেন। সংসেবিতং বাতবলাসরোগান্। সর্ব্বাংশ্চ শোথানপি দুস্তরাংশ্চ। গুল্মোদরপ্লীহগুদোদ্ভবাংশ্চ। নিহন্তি বহ্নিং কুরুতে হি পুংসাম্। (শোথ-চিঃ)। (৩) বালানাং মুখপাকে আম্রসারঃ—"মুখপাকেতু বালানাং আম্র-সারময়ং রজঃ। গৈরিকং ক্ষৌদ্রসংযুক্তং ভৈষজং সরসাঞ্জনম্॥ (বালরোগাধি-কারে)। বঙ্গসেনঃ।

আম্রের ভাষানাম—বাঃ—আম। হিঃ—আম। মঃ—আম্বা। গুঃ—আম্বো। কঃ—মাবিনফল। তৈঃ—মাবিডি। ফাঃ—আম্বা। অঃ—অম্বজ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পত্র, ফল, বীজ। **মাত্রা**—আর্দ্রত্বক্ ৮—১২ আনা। বীজশস্য ৪—৮ আনা। ফলরস ২—৫ তোলা।

বৈদ্যকে আম্রের ব্যবহার।

চরক—নাসিকা হইতে **রক্তস্রাবে** আম্রাস্থি—নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে আমের কুশির (আঁঠির শাঁস) রসের নস্য লইবে (চিঃ ৪অঃ)। (২) **পিত্তজবমনে** আম্রপল্লব-আম ও জামের পাতার কাথ, শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পিত্ত জবমনের নিবৃত্তির জন্য পান করাইবে (চিঃ ২৩ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তাতিসারে** আম্র-ত্বক্—আমের ছাল ছাগীদুগ্ধে উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে রক্তাতিসারের শোণিতস্রুতি নিবৃত্তি পায়। (অতিসার চিঃ)। (১) **প্লীহায়** পক্কাম্র—মিষ্ট পাকা আমের রস মধুর সহিত প্লীহরোগীকে পান করাইবে (প্লীহা চিঃ)। ইহা বায়ুপ্রধান প্লীহোদরে প্রয়োজ্য। **ভাব-প্রকাশ—মৎস্যভক্ষণজ অজীর্ণে** কাঁচা আম—অতিরিক্ত মৎস্যভক্ষণজ অজীর্ণের প্রতীকারার্থ কাঁচা আম সেব্য। (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (২) **মাংসভক্ষণজ অজীর্ণে** আম্রের অস্থি—আমের আঁঠির শাঁস সেবন করিলে মাংসভক্ষণজ অজীর্ণ প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২য় ভাং)। (৩) **অতিসারে** আম্রমধ্যত্বক্—আমের ছালের উপরের স্তর চাঁচিয়া ফেলিয়া, সেই ছাল গোদধিতে উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে অতিসার এবং তজ্জনিত উদরের দাহ ও বেদনা আশু প্রশমিত হয়। **বঙ্গসেন—পক্কাতিসারে** আম্রপল্লব—আম্রের নবীন পত্র এবং কাঁচা কয়েদ্ বেলের শাঁস সমভাগে একত্র পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে। ইহা পক্কাতিসার প্রশমক (অতিসার চিঃ)। (২) **শোথে** আম্রমূলত্বক্—পুনর্নবা পত্র ও আম্রমূলত্বক্ প্রত্যেকে ছয়সের এক পোয়া লইয়া কুট্টিত করিয়া,

৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ৪ সের মূর্চ্ছিত ঘৃত ঐ ক্বাথসহ যথারীতি পাক করিবে। আধ সের পুনর্নবা পত্র এবং আধ সের আম্রমূলত্বক্ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক ১৬ সের জল মিশ্রিত করিয়া, এই জল দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পুনঃ পাক করিতে হইবে। অতঃপর শেষপাক নির্ব্বাহ করিয়া, এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা শোথ, গুল্ম অগ্নিমান্দ্যাদির পক্ষে হিতকর (শোথ চিঃ)। (৩) **বালকের মুখপাকে** আম্রসার—বালকের মুখবিবরে ক্ষত হইলে আমের সারবান্ কাষ্ঠচূর্ণ, গৈরিক এবং রসাঞ্জন সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুসহ লেপন করিবে (বালরোগাধিকার)।

Constituents.—The dried unripe peeled fruit contains water 21 p. c. watery extract 61·5 p. c. cellulose 5 p. c. insoluble ash 1·5, soluble ash 1·9. The soluble ash contains alkalies as potash ½, tartaric and citric acids 7, and malic acid 12·6. The ripe fruit contains yellow colouring matter, chlorophyll product, soluble in ether bisulphide of carbon and benzol, less readily soluble in alcohol. The bark contian tanin. The kernel contains gallic acid and tannin, fat, sugar, gum and ash.

Physiological action.—The bark is astringent and tonic. The ripe fruit is invigorating, refreshing and nutrient also somewhat laxative. The unripe fruit is scid, astringent and antiscorbutic. Ambosi is a valuable antiscorbutic owing to its containing citric acid. The ashes of the leaves are applied to burns and scalds. Tender leaves dried and made into a powder are used in Diabetes. The kernel is astringent and anthelmintic. Amba no-chik or the gum resin, mixed with lime juice, is used locally in scabies. The bark is astringent anthelminitic and used in nasal Catarrh and for Lumbrici. As an astringent it is given in Diarrhœa, also to cheek Hæmorrhages from the nose, stomach, intestines, uterus and lungs. It also checks profuse muco-purulent discharges as Leucorrhœa, Gonorrhœa &c. (*Materia Medica of India*—R. N Khory, Part II., p. 164).

নব্যমত—আম্রত্বক্ কষায় ও বল্য। পকাম্র রসায়ন, তৃপ্তিপ্রদ, পুষ্টিকর এবং কিয়ৎপরিমাণে রেচক। কাঁচা আম, অম্ল, কষায় এবং "স্কার্ভি" রোগের প্রতিষেধক ও প্রশমক।

আম্‌শীতে নাইট্রিক এসিড্ আছে বলিয়া উহা "স্কার্ভি" রোগপ্রশম ও প্রতিষেধ পক্ষে অতি প্রশস্ত। আম্র পত্রভস্ম, অগ্নিদগ্ধ কিম্বা অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ দ্বারা দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দেওয়া হয়। আম্রকিশলয় শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া "ডায়েবিটিশ্" রোগে সেব্য। আম্রের অস্থি (কুশি) কষায়, ও কৃমিঘ্ন। আম্রত্বক্ কষায়, ক্রিমিঘ্ন। আম্রবৃক্ষের নির্য্যাস লেবুর সহিত "স্ক্যাবিশ্" নাম চর্ম্মরোগে প্রলেপ দিবে। আম্রত্বক্ কষায়, ক্রিমিঘ্ন এবং পীনস রোগে প্রযোজ্য। কষায় বলিয়া অতিসার, এবং নাসিকা, পাকস্থলী, অন্ত্র, গর্ভাশয় ও ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব কিম্বা প্রদর ও প্রমেহের শ্লেষ্মস্রাব রোধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (ফোরি, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)।

আরগ্বধ—আরগ্বধঃ।

आरग्वधः, राजवृक्षः, सम्पाकः। Casia Fistula.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"स्वर्णपुष्पः", "दीर्घफलः"। गुण प्रकाशिका संज्ञा—"कण्डूघ्नः", "ज्वरान्तकः", "कुष्ठसूदनः", "रेचनः"। आरग्वधो रसे तिक्तो गुरूष्णः क्रिमिशूलनुत्। कफोदरप्रमेहघ्नः कृच्छ्रगुल्मविदोषजित्। धन्वन्तरीय-निघण्टुः॥ आरग्वधोऽतिमधुरः शीतः शूलापहारकः। ज्वरकण्डूकुष्टमेहकफ-विष्टम्भनाशनः राजनिघण्टुः॥ आरग्वधो गुरुः स्वादुः शीतलः स्रंसनो गुरुः। ज्वरहृद्रोगपित्तास्रवातोदावर्त्तशूलनुत्। तत् "फलं" स्रंसनं रुच्यं कुष्टपित्तकफा-पहम्। ज्वरे तत् सततं पथ्यं कोष्ठशुद्धिकरं परम्। भावप्रकाशः॥ राज-वृक्षोऽधिकः पथ्यः मृदुर्मधुरशीतलः। तत् फलं मधुरं वृष्यं वातपित्तहरं सरम्॥ राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—ज्वरे आरग्वधफलम्—"आरग्वधं वा पयसा मृद्वीकानां रसेन वा। * ज्वरितः पिबेत्"। (चिः ३ अः)। (२) रक्तपित्ते आरग्वधफलम्—"* फलान्यारग्वधस्य वा। विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमधुशर्करम्"। (चिः ४ अः)। (३) पित्तोदरे आरग्वधफलम्—"* शृतेनारग्वधेनवा। * पित्तोदरं जयेत्"। (चः १८ अः)। (४) कामलायां आरग्वधफलम्—"आरग्वधं रसेनेक्षोर्विदार्य्या-

मलकस्य च। * पिवेत्रा कामलापहम्"। (चि: २० अ:)। (५) कुष्ठे आरग्वधपत्रम् —"* राजवृक्षपत्राणि। पिष्ट्वा * चतुर्विध: कुष्ठनुल्लेप:।" (चि: ७ अ: । (६) विसर्पे आरग्वधपत्रम् —"आरग्वधस्य पत्राणि *। पृथगालेपनं कुर्य्यात् * "। (चि: ११ अ:)। (७) ऊरुस्तम्भे शाकार्थं आरग्वधपत्रम् —"शाकैरलवणैरद्याज्जलतैलोपसाधितै:। * वेत्रारग्वधपल्लवै:" ॥ (चि: २७ अ:)। चरक: ॥ उपदंशे क्षतप्रक्षालनार्थं आरग्वधपत्रम् —"* पत्राणि जात्यारग्वधयोस्तथा। प्रक्षालने प्रयोज्यानि * ॥" (चि: १८ अ:)। (२) हारिद्रमेहे आरग्वध:—"हरिद्रामेहिनं राजवृक्षकषायं" (चि: ११ अ:) ॥ सुश्रुत: ॥ कफविद्रधौ आरग्वधपत्रम् —"आरग्वधाम्बुना धौतं" (चि: १३ अ:)। (२) कफजारोचके आरग्वध:—"* * दीप्यकारग्वधोदकम्" (चि: ५ अ:)। (३) राजयक्ष्मणि आरग्वध:—* विरेचनं दद्यात् त्रिवृच्छ्यामानृपद्रुमान्। शर्करामधुसर्पिर्भि: पयसा तर्पणेन वा" (चि: ५ अ:)। (४) कुष्ठे आरग्वधमूलम् —"आरग्वधस्य मूलेन शतक्वाथा शृतं घृतम्। पिवेत् कुष्ठं जयत्याशु भजन् सखदिरं जलन् (चि: १८ अ:)। वागभट: ॥ आमवाते आरग्वधपत्रम् —"आरग्वधस्य पत्राणि भृष्टानि कटुतैलत:। आमघ्नानि नर: कुर्य्यात् सायं भक्तावृतानि च। भावप्रकाश: ॥ पित्तज्वरे आरग्वध:—"द्राक्षारग्वधयोश्चापि" (ज्वर-चि:)। (२) गण्डमालायां आरग्वध:—"आरग्वधशिफां किमं पिष्ट्वा तण्डुलवारिणा। सम्यङ्नस्यप्रलेपाभ्यां गण्डमालाहरा: परा:" ॥ (गण्डमाला चि:)। चक्रदत्त: ॥ दद्रुकिटिमकुष्ठेषु आरग्वधपत्रम्—"आरग्वधस्य पत्राणि चारणालेन लेपयेत्। दद्रुकिटिमकुष्ठानि हन्ति सिध्मानमेव च" ॥ वङ्गसेन: ॥

আরগ্বধের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"স্বর্ণপুষ্প," "দীর্ঘফল"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কণ্ডুঘ্ন," "জ্বরান্তক," "কুষ্ঠসূদন," "রেচন"।

আরগ্বধের ভাষানাম—বৈদ্যকে, আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, নামে সুপ্রি-প্রযুক্ত। বাঃ—সোণালু, সোঁদাল। কোঃ—কানাইলড়ি, বানরলাঠি। হিঃ—অমলতাস, ঘনবহেড়া; মঃ—বাহবা, বাব্যাচা, সন্নাত্তিলপর। গুঃ—গরমালো, গরমালোসো, সোনা

কঃ—বড়্‌ডিলু বাহবা হেগকে। তৈঃ—রেল্লকায়া। অঃ—থ্যারেচম্বর। উঃ—সন্দরী সোনরী।
আঃ—কানাইলড়ি। **হিন্দি—অমলতাস, ঘনবহেড়া। সিংহলী—এহল।**

বর্ণন—সোণালুর **বৃক্ষ** অযত্নসম্ভূত, যত্র তত্র জন্মিয়া থাকে। **পাতা,** প্রায়ই ৩-৬ জোড়া হইয়া থাকে, অগ্রে অযুগ্মপত্র থাকে না, পত্রের পৃষ্ঠ ও উদর মসৃণ, বৃন্ত হ্রস্ব। **পুষ্প** পীতবর্ণ, এবং সুদীর্ঘ, অবনত, অশাখ পুষ্পদণ্ডে স্থিত। **পুষ্পদণ্ড** কি ? পুষ্পদণ্ড কি বলিতে গেলেই পুষ্পবিন্যাস সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হয়। গাছে ফুল থাকে ; কিন্তু উদ্ভিদ্ বিশেষে এই থাকার বিশেষ বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। কোনও গাছের ফুল কেবল কাণ্ড বা শাখার অগ্রভাগেই ফুটিয়া থাকে—যেমন গোলাপ ফুল। আবার কোন কোন ফুল, কাণ্ড বা শাখা হইতে নির্গত পত্রের বৃন্তমূল সন্নিকটে ফুটিয়া থাকে—যেমন জবা ফুল। আবার কোন কোন বৃক্ষে এই দুই প্রকারেই ফুল ফুটিয়া থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের ফুল মৃত্তিকাধঃস্থিত কন্দ হইতে নির্গত হয়, যেমন ভুঁইচাপার ফুল। ফুল, কাণ্ড বা শাখার অগ্রভাগ হইতেই বাহির হউক কিম্বা পত্রবৃন্ত সন্নিকট হইতেই বাহির হউক, উহা **নানারকমে** বাহির হইয়া থাকে। কোন গাছের এক একটী ফুল এক একটী বোঁটায় থাকে, আবার কোন গাছের শাখাগ্র বা পত্রবৃন্ত সন্নিহিত স্থান হইতে একটী ডাঁটার মত বাহির হয়, এবং ঐ ডাঁটা ফুল ধারণ করে। এই ডাঁটাকেই **পুষ্পদণ্ড** বলা হয়। কোন কোন উদ্ভিদের পুষ্পদণ্ডের আবার শাখা প্রশাখা থাকে। পত্রের সাধারণ বৃন্ত যেন অশাখ এবং সশাখ হইয়া থাকে, (অপরাজিতার বর্ণন দেখ), পুষ্পদণ্ডও তদ্রূপ অশাখ এবং সশাখ হয়। আরগ্বধের পুষ্পদণ্ডের শাখা আছে। গণিয়ারীর পুষ্পদণ্ডের শাখা নাই। কোন পুষ্পদণ্ডের প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় একটী করিয়া ফুল থাকে—যেমন সেগুণের, আবার কাহারও বা অনেক ফুল থাকে যেমন ধনে ও মৌরীর। অশাখ পুষ্পদণ্ডে—ফুল নানা রকমে থাকে—কোথাও পুষ্পদণ্ডের দুই পার্শ্বে থাকে, কোথাও বা পুষ্পদণ্ডের চারি পাশ ঘিরিয়া থাকে। এই ঘিরিয়া থাকা আবার দুই রকমের দেখা যায়, কোথাও খুব কাছাকাছি থাকে—যেমন কাঁটানটের ফুল, আবার কোথাও বা তফাতে তফাতে থাকে—যেমন তুলসীর ফুল। যে সকল ফুল, পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া থাকে, তাহাদের বৃন্ত প্রায়ই অতি হ্রস্ব, কচিৎ বা তাহারা বৃন্তহীনও হইয়া থাকে। আমরা যাহাকে মঞ্জরী বলি, তাহা হ্রস্ববৃন্ত বা বৃন্তহীন পুষ্পসমন্বিত পুষ্পদণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায়, পুষ্পবিন্যাসের উপরি কথিত ভেদ সমূহের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা রচনা আমার অভিপ্রেত নহে। পাঠকের মনে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আলোচনার স্পৃহা বলবতী করাই আমার উদ্দেশ্য ; সুতরাং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা কথিত পারিভাষিক সংজ্ঞাদ্বারা আমার বক্তব্য দুর্ব্বোধ করার প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রে ব্যবহারার্থ সংজ্ঞা আবশ্যক। বস্তুতঃ, পারিভাষিক

সংজ্ঞার সাহায্য না লইয়াও স্থূলতঃ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পারিভাষিক সংজ্ঞা বিনা বস্তুতত্ত্ব প্রকাশের উদাহরণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে যথেষ্ট আছে। যাহারা সংজ্ঞার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব লইয়া বস্তুতত্ত্বের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্বালোচনায় পদে পদে অপ-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদে রক্তসম্বহন বা রক্তসঞ্চালন শব্দ নাই, অথচ রক্ত-সম্বহনতত্ত্ব আছে। কথায় কথায় আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করি। সোনালু বৃক্ষ যখন পুষ্পিত হয় তখন উহাকে বাস্তবিকই "রাজদ্রুম" বলিতে ইচ্ছা হয়। এমন সুন্দর ফুলকে নির্গন্ধ দেখিয়া কাহার না ক্ষোভ জন্মে? সোণালুর **ফল** নলাকৃতি, হস্তাধিক দীর্ঘ, বৃক্ষে লম্বিত থাকে। ফলের উপরিভাগ মসৃণ, পাকিলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। **বীজ**—চক্রাকার, উপরি উপরি মালাকারে সজ্জিত এবং কৃষ্ণবর্ণ অহিফেন-বৎ পদার্থে আবৃত থাকে। **পুষ্পকাল**—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক, পত্র, বীজের আঠা।

মাত্রা—মূলত্বকের কাথ—৫—১০ তোলা। ফলের আঠা ২—৪ আনা; বিরেচনার্থ ½—১ তোলা।

বৈদ্যকে আরগ্বধের ব্যবহার।

চরক—জ্বরে আরগ্বধ—জ্বররোগীর কোষ্ঠশুদ্ধিজন্য ঈষদুষ্ণ গব্যদুগ্ধ বা কিসমিসের কাথের সহিত সোণালু ফলের আঠা সেবন করিতে দিবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **রক্ত-পিত্তে** আরগ্বধ—সোণালুফলের আঠা প্রচুর মধু ও চিনি সহ ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তীকে, বিরেচনার্থ সেবন করাইবে (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **পিত্তোদরে** আরগ্বধ—ক্ষীর পরিভাষানুসারে দুই তোল সোণালু ফলের আঠার কাথ প্রস্তুত করিয়া, পিত্তোদরীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) **কামলায়** আরগ্বধ—সোণালু ফলের আঠা, ইক্ষু, ভূমিকুষ্মাণ্ড বা কাঁচা আমলকীর রসের সহিত কমলারোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) **কুষ্ঠে** সোণালুর পাতা—সোণালুর পাতা বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)। (৬) **বিসর্পে** সোণালুর পাতা—সোণালুর পাতা বাটিয়া ঘৃতমিশ্রিত করিয়া কফজ বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৭) **ঊরুস্তম্ভে** শাকার্থ সোণালু পাতা—তিলতৈলাক্ত জলে সোণালুর পাতা সিদ্ধ করিয়া বিনা লবণে ঊরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ২৭ অঃ)।

সুশ্রুত—উপদংশে, প্রক্ষালনার্থ সোণালুর পাতা—জাতি (চামেলী) ও সোণালুর পাতার কাথে উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালন করাইবে (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) **হারিদ্রা-**

মেহে আরগ্বধ—সোণালুর পাতার কিম্বা মূলত্বকের ক্বাথ, হরিদ্রামেহী সেবন করিবে (চিঃ ১১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—কফবিদ্রধিতে আরগ্বধপত্র—কফজ বিদ্রধির ক্ষত, সোণালু পাতার ক্বাথ দ্বারা ধৌত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **কফজ অরোচকে** আরগ্বধ—কফজ অরোচকে যমানী ও সোণালু ফলের আঠার ক্বাথ পান করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) **রাজযক্ষ্মায়** আরগ্বধ—বহুদোষ, বলবান্ যক্ষ্মারোগীকে, বিরেচনার্থ, মধুচিনিঘৃতসহ কিম্বা দুগ্ধ বা অন্য তর্পকবস্তু সহ সোণালু ফলের আঠা সেবন করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) **কুষ্ঠে** আরগ্বধ মূল—সোণালু মূলের ক্বাথ দ্বারা একশত বার ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত কুষ্ঠরোগী পান করিবে। ঔষধ সেবনকালে স্নান ও পানার্থ খদিরযুক্ত জল ব্যবহার করিতে হইবে (চিঃ ১৯ অঃ)। **চক্রদত্ত—পিত্তজ্বরে** আরগ্বধ—পিত্তজ্বরী সোণালুর আঠা কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত পান করিবে। (জ্বর চিঃ)। (২) **গণ্ডমালায়** সোণালুমূল—সোণালু মূলের ছাল সদ্য সংগ্রহ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক গলগণ্ড রোগীকে নস্য করাইবে এবং গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে (গলগণ্ড চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—আমবাতে** আরগ্বধ পত্র—সার্ষপ তৈলে সোণালুর পাতা ভাজিয়া সন্ধ্যাকালে সেবন পূর্ব্বক অন্ন ভোজন করিবে। ইহা আমদোষনাশক।

বক্তব্য—রাজনিঘণ্টু রচয়িতার মতে ক্ষুদ্র আরগ্বধের নাম **কর্ণিকার**। এই ক্ষুদ্রত্ব কোন অংশে তাহা জানিতে পারা যায় না। কর্ণিকারের ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টূক্ত একটী নাম "আরোগ্যশিম্বী" আর **রাজনিঘণ্টূক্ত** অপর নাম "পংক্তিবীজক"। **কালিদাস** বলিয়াছেন—"আক্লিষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্"; সুতরাং বুঝিতে পারিতেছি যে কর্ণিকারের ফল শিম্বিবৎ দীর্ঘ, বীজ পংক্তিবদ্ধ থাকে এবং উহার ফুল পীতবর্ণ।

Constituents.—The pulp consists of sugar 60 p. c. mucilage, astringent matter, gluten, colouring matter pectin, calcium oxalate and ash.

Actions and uses.—Laxative—pulp seldom used alone, as it causes colic, griping and flatulence. Used as an adjunct to other purgatives. When given for a long time it tinges thc urine dark-brown. The pulp is employed to adulterate essence of coffee. The seeds are emetic,

Therapeutics.—The bark and leaves mixed with oil, are applied the Pustules. The root is a strong purgative. The pulp recommended to persons of dyspeptic habits. Dose of the pulp as a laxative, 30 to 80 grs. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 200).

অব্যমত—সোণালু **ফলমজ্জা** মৃদুরেচক। শূলবৎ বেদনা, পরিকর্ত্তিকা (পেট-কামড়ানি) ও উদরাধ্মান জন্মায় বলিয়া, কেবল সোণালু ফলমজ্জা কচিৎ ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রায়ই অন্যান্য রেচক ভৈষজের উত্তরসাধক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল সেবন করিলে মূত্র গাঢ় বাদামী রঙের হয়। "এসেন্স অফ্ কফির" সহিত সোণালু ফলমজ্জা ভেজাল দেয়। সোণালু **বীজ** বমনকারি। সোণালুর **ছাল** ও **পাতা** তৈলসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক "পশ্চুল" নামক স্ফোটক বিশেষে প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহার **মূল** তীব্রবিরেচক। ইহার ফলমজ্জা সংগ্রহগ্রহণী প্রবণ ব্যক্তিগণের পক্ষে হিতকর। ফলমজ্জা ৩০—৮০ গ্রেণ মাত্রায়, মৃদু রেচক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ২০০ পৃঃ)।

আদ্রক—आर्द्रकम्।

आर्द्रकं, शृङ्गवेरं। शुण्ठ्या नाम—"विश्वौषधं", "नागरं", "विश्वभेषजं"।
Zingiber Officinale.

कटूष्णमार्द्रकं हृद्यं विपाके शीतलं लघु। दीपनं रुचिदं शोफश्वासकण्ठा-मयापहम्। कफानिलहरं स्वर्य्यं विबन्धानाहशूलजित्। कटूष्णं रोचनं वृष्यं हृद्यं चैवाऽर्द्रकं स्मृतम्। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च॥ स्निग्धोष्णा कटुका शुण्ठी वृष्या शोथकफारुचीः। हन्ति वातोदरश्वासपाण्डुश्लीपदनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ शुण्ठी कटूष्णा स्निग्धा च कफशोफानिलापहा। शूल-विबन्धोदराध्मानश्वासश्लीपदहारिणी। राजनिघण्टुः॥ शुण्ठी रुच्यामवातघ्नी पाचनी कटुका लघुः। स्निग्धोष्णा मधुरा पाके कफवातविबन्धनुत्। वृष्या स्वर्य्या वमिश्वासशूलकासहृदामयान्। हन्ति श्लीपदशोथार्शःआनाहोदरमारुतान्। आग्नेयगुणभूयिष्ठात् तोयांशं परिशोषयत्। संगृह्णाति मलं तत्तु ग्राहि शुण्ठ्यादयो यथा। विबन्धभेदिनी यातु सा कथं ग्राहिणी भवेत्। शक्तिर्विबन्धभिदे स्यात् यतो न मलपातने॥ भावप्रकाशः॥

विषये व्यवहारः—मूत्रघातात् नकुलं हरस्तुती नागरम्—"नागरकैः शृतम्वा"। (चि: ४अ:)। (২) अर्शःसु शुण्ठी—"सनागरं पिप्पलं वा सौद्धतं प्रयोजयेत्"। (चि: ६अ:)। (৩) अतिसारे शुण्ठी—"[illegible]

वा पाययेज्जलम्" (चि: १० अ:)। क्षतक्षीणे शुण्ठी—* कल्कोऽथ शुण्ठीमधु-कयोस्तथा" (चि: १६ अ:)। (५) शोथे आद्र कम्—"प्रयोजयेदाद्र क-नागरस्वा तुल्यं गुड़ेनार्द्धपलाभिवृद्ध्या" (चि:-१७ अ:)। (६) उदररोगे आद्र कम्—"शृङ्गवेराद्र करस: पाने क्षीरसमो मत:। तैलं रसेन तेनैव सिद्धं दशगुणेन वा"। (चि: १८ अ:)। (७) आमपाचनार्थं शुण्ठी—"नागरञ्चोष्णवारिणा" (चि: १९ अ:)। चरक:॥ कर्णशूले आद्र कम्—"कर्णशूलेतु शृङ्गवेररसं तैलमधुसंसृष्टं सैन्धवोपहितं सुखोष्णं कर्णे दद्यात्" (चि: ५ अ:)। (२) कामलायां शुण्ठी—"* कामलिनां * हिता। * सगुड़ा शुण्ठी"। (उ: ४४ अ:)। (३) गुल्मे शुण्ठी—"पिबेच्छिवृन्नागरम्वा"। (उ: ४२ अ:)। सुश्रुत:॥ सन्निपातज्वरे आद्र कम्—"आद्र कस्वरसोपेतं सैन्धवं कटुकत्रयम्। आकण्ठं धारयेदास्ये निष्ठीवेच्च पुन: पुन:।" (ज्वर-चि:)। (२) अतिसारे आद्र कम्—"कृत्वालवालं सुदृढ़ं पिष्टैर्वामलकै भिषक्। आद्र क-स्वरसेनाशु पूरयेन्नाभिमण्डलम्। नदीवेगोपमं घोरं अतिसारं निरोधयेत्" (अतिसार-चि:)। (३) ग्रहण्यां शुण्ठी—"घृतं नागरकल्केन सिद्धं वातानु-लोमनम्। ग्रहणीपाण्डुरोगघ्नं प्लीहकासज्वरापहम् (ग्रहणी – चि:)। (४) अग्निसन्दीपनार्थं आद्र कम्—"भोजनाग्रे सदापथ्यं जिह्वाकण्ठविशोधनम्। अग्निसन्दीपनं हृद्यं लवणाद्र कभक्षणम्॥ (अग्निमान्द्य-चि:)। (५) कासे आद्र कम्—"स्वरसं शृङ्गवेरस्य माक्षिकेण समन्वितम्। पाययेत् श्वासकासघ्नं प्रतिश्यायकफापहम्॥ (कास-चि:)। (६) ऊरुस्तम्भे शुण्ठी—"* अथ नागरम्। ऊरुस्तम्भे पिबेन्मूत्रैर्दशमूलीरसेन वा"। (ऊरुस्तम्भ चि:)। (७) आमवाते शुण्ठी—"कर्षं नागरचूर्णस्य काञ्जिकेन पिबेत् सदा। आमवातप्रशमनं कफवातहरं परम्" (आमवात-चि:)। (८) हृद्रोगे शुण्ठी—"नागरं वा पिबे-दुष्णं कषायञ्चाग्निवर्द्धनम्। श्वासकासानिलहरं शूलहृद्रोगनाशनम्। (हृद्रोग-चि:)। (९) शिरोरोगे शुण्ठी—"नागरकल्कमिश्रं क्षीरं नस्येन योजितं पुंसाम्। नानादोषोद्भूतां शिरोरुजां हन्ति तीव्रतराम्। (शिरोरोग चि:)। चक्रदत्त:। आमातिसारसम्भवायां पीड़ायां शुण्ठी—"चर्णं किञ्चिद्घृताभ्यक्तं शुण्ठ्या, शरक-

জৈর্দলৈ। বেষ্টিতং পুটপাকেন বিপচেন্মন্দবহ্নিনা। তত উদ্ধৃত্য তচ্চূর্ণং গ্রাহ্যং প্রাতঃ সিতান্বিতম্। তেন যান্তি শমং পীড়া আমাতিসারসম্ভবা (দ্বিঃ খঃ ১মঃ অঃ)। (২) আমবাতে শুণ্ঠীপুটপাকঃ—"শুণ্ঠীকল্কং বিনিক্ষিপ্য রসৈরেরণ্ডমূলজৈঃ। বিপচেৎ পুটপাকেন তদ্রসঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ। আমবাতসমুদ্ভূতাং পীড়াং জয়তি দুস্তরাম্। (দ্বিঃ খঃ ১মঃ অঃ)। (৩) বৃষণবাতে আর্দ্রকং—"আর্দ্রকস্বরসঃ ক্ষৌদ্রযুক্তো বৃষণবাতনুৎ। (দ্বিঃ খঃ ১মঃ অঃ)। শার্ঙ্গধরঃ॥ বিষমজ্বরে শুণ্ঠী—"মহাবলামূলমহৌষধাভ্যাম্। ক্বাথো নিহন্যাদ্বিষমজ্বরং হি। শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তম্। বিনাশয়েৎ দ্বিত্রিদিনপ্রয়োগাৎ।" (মঃ খঃ ১ মঃ ভাঃ)। (২) বিসূচিকায়াং শুণ্ঠী—"বিল্বনাগরনিঃক্বাথো হন্যাচ্ছর্দ্দিবিসূচিকাম্" (মঃ খঃ দ্বিঃ ভাঃ)॥ (৩) খর্জ্জুরশৃঙ্গাটকাতিভক্ষণাজ্জাতে অতিসারে শুণ্ঠী—"খর্জ্জুরশৃঙ্গাটকয়োঃ প্রশস্তং বিশ্বৌষধম্"। (মঃ খঃ দ্বিঃ ভাঃ)। (৪) হিক্কায়াং শুণ্ঠী—"হিক্কার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্" (মঃ খঃ দ্বিঃ ভাঃ)। (৫) গুল্মে আর্দ্রকম্—"সুবর্চ্চিকা টঙ্কমিতা তৎ সমানার্দ্রিকাঽপি চ। উভে ভুঞ্জীত যুগপদ্ গুল্মামযনিবৃত্তয়ে"। (মঃ খঃ তৃঃ ভাঃ)। (৬) শীতপিত্তে আর্দ্রকম্—"আর্দ্রকস্য রসঃ পেয়ঃ পুরাণগুড়সংযুতঃ। শীতপিত্তাপহঃ শ্রেষ্ঠো বহ্নিমান্দ্যবিনাশনঃ।" ভাবপ্রকাশঃ॥

আর্দ্রকের নাম—আদা, বৈদ্যকে অর্দ্রক ও "শৃঙ্গবের" নামে এবং শুঁঠ, "বিশ্বৌষধ", "বিশ্বভেষজ" এবং "নাগর" নামে ভূরিপ্রযুক্ত। **আদার ভাষানাম**—বাঃ আদা। হিঃ—আদ্ রক্। মঃ—আলং। গুঃ—আদু। কঃ—অল্ল। তৈঃ অল্লং। অঃ—জিঞ্জি বিল্‌তর। ফাঃ—জিঞ্জি। **শুঁঠের ভাষানাম**—বাঃ—শুঁট। হিঃ—সোঁঠ। মঃ—সুঠ। গুঃ—শুঠ্য। কঃ—শুণ্ঠি। তৈঃ—শোঁঠী। ফাঃ—জঞ্জবীল্। **হিন্দি—আদরক্। সিংহলী—অমু ইঙ্গুরু, ভিঙ্গিগুরু।**

বর্ণন—এই উদ্ভিদ্ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। ইহার কন্দের নাম আদা। বঙ্গদেশে আদার আবাদ হয়। য়ুরোপে প্রচুর পরিমাণে আদা রপ্তানি হইয়া থাকে। পরিপুষ্ট আর্দ্রক কন্দ উত্তমরূপ ধৌত করিয়া ঝুড়িতে রাখিয়া ঝাঁকিয়া ছাল তুলিয়া ফেলে, পরে রৌদ্রে ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া লইলেই, শুঁঠ প্রস্তুত হয়। সুবিধার জন্য কৃষকেরা এই প্রণালী অবলম্বন করে; কিন্তু ইহাতে খোসা ভাল করিয়া ছাড়ান হয় না। ভাল করিয়া খোসা ছাড়াইলে

শুঁঠ দেখিতে উত্তম শুভ্রবর্ণ হয় এবং বহুদিন অবিকৃত থাকে। সম্পূর্ণ ত্বক বিবর্জিত শুঁঠকে হিন্দিতে "ভুগুরী শুঁঠ" বলে। মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা। চূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে আর্দ্রক ও নাগরের ব্যবহার।

চরক—মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাবে নাগর—মূত্রদ্বার হইতে রক্তপাত হইলে, কুট্টিত শুঁঠ ১ তোলা, দেড় পোয়া জল, আধ পোয়া গব্যদুগ্ধের সহিত ক্বাথ করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া সেব্য (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **অর্শে** শুঁঠ—অর্শোরোগী, চিতামূল ও শুঁঠ চূর্ণ সমভাগে সীধু নাম মদ্যের সহিত সেবন করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **অতিসারে** শুঁঠ—বালা ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক সেব্য। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিসারহর (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) **ক্ষতক্ষীণে** শুঁঠ—ক্ষতক্ষীণ রোগী শুঁঠের চূর্ণ প্রত্যহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালে অন্ন ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিতে হইবে। ইহা বলারোগ্যপ্রদ (চিঃ ১৬ অং)। (৫) **শোথে** আদা—পুরাণ গুড় ও আদা তুল্যভাগে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া এক মাস সেবন করাইবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ বা মাংস যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। ইহা শ্বাসের পক্ষেও হিতকর। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৬) **উদররোগে** আদা—আদার রস ও দুগ্ধ সমভাগে সেব্য। কিম্বা দশগুণ আদার রসের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া সেই তৈল সেবন ও অভ্যঙ্গ করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৭) **আমপরিপাচনার্থ** শুঁঠ—গরম জলের সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ পান করিলে আম পরিপাক প্রাপ্ত হয় (চিঃ ১৯ অঃ)।

সুশ্রুত—কর্ণশূলে আদা—তিল তৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে বিন্দু বিন্দু করিয়া কাণের ভিতর দিবে। ইহাতে কানের বেদনা নিবৃত্তি পাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **কামলায়** শুঁঠ—কামলারোগীর পক্ষে, পুরাণ গুড়ের সহিত শুঁঠ সেবন হিতকর (উঃ ৪৪ অঃ)। (৩) **গুল্মে** শুঁঠ—গুল্মরোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত ত্রিবৃৎ ও শুণ্ঠীচূর্ণ সেবন করাইবে (উঃ ৪২ অঃ)।

চক্রদত্ত—সন্নিপাতজ্বরে আদা—আদার রসে সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিয়া, পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিবে। ইহাতে বুকের, গলার, কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া, লঘুতা জন্মিবে (জ্বর চিঃ)। (২) **অতিসারে** আদা—উত্তানভাবেস্থিত রোগীর নাভীর চতুর্দ্দিকে পিষ্ট-আমলকীর আলবাল প্রস্তুত করিয়া, মধ্যস্থল আদার রসে পূর্ণ করিবে, ইহা অতিসারের পক্ষে হিতকর (অতিসার চিঃ)। (৩) **গ্রহণীতে** শুঁঠ—শুণ্ঠী কল্কের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায়

সেব্য। ইহা বায়ুর অনুলোমক এবং গ্রহণী বিশেষে প্রযোজ্য (গ্রহণী চিঃ) (৪) **ক্ষুধাবৃদ্ধি জন্য** আদা—মধ্যাহ্নের আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে সৈন্ধব লবণ সহ ৪।৫ টুক্‌রা আদা চিবাইয়া, ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে, বেশ অগ্নিবৃদ্ধি করে (অগ্নিমান্দ্য চিঃ)। (৫) **কাসে** আদা—আদার রস মধুর সহিত সেবন করিলে নূতন সর্দ্দি এবং শ্বাসকাসের উপশম হয় (কাস চিঃ)। (৬) **উরুস্তম্ভে** শুণ্ঠী—উরুস্তম্ভ রোগী গোমূত্র বা দশমূলের ক্বাথের সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ পান করিবে (উরুস্তম্ভ চিঃ)। (৭) আমাবাতে শুঁঠ—আমবাত রোগী কাঁজির সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করিবে (আমবাত চিঃ)। (৮) **হৃদ্রোগে** শুঁঠ—শুঁঠের ক্বাথ গরম গরম পান করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ইহা হৃদ্রোগ ও কাসাদির পক্ষে ও হিতকর (হৃদ্রোগ চিঃ)। (৯) **শিরোরোগে** শুঁঠ—শুণ্ঠীচূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত পূর্ব্বক নস্য করিলে তীব্র শিরোবেদনা প্রশমিত হয় (শিরোরোগ চিঃ)।

শার্ঙ্গধর—আমাতিসারে পেটের ব্যথায় শুঁঠ—শুণ্ঠীচূর্ণে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত মাখাইয়া এরণ্ড পত্র বেষ্টন পূর্ব্বক মাটীর প্রলেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবন করিলে আমাতিসারের বেদনা নিবৃত্তি পায় (দ্বিঃ খঃ ১ অঃ)। (২) **আমবাতে** শুণ্ঠীপুটপাক—শুণ্ঠীচূর্ণ এরণ্ডমূলের রসে সিক্ত করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। এই পিণ্ড এরণ্ড পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া পুটপাক করিবে। ইহার রস মধুর সহিত পান করিলে প্রবল আমবাত জয় করা যায়। (৩) **বৃষণবাতে** আর্দ্রক—আদার রস মধুর সহিত পান করিলে বৃষণবাত বিনাশ পায় (দ্বিঃ খঃ ১অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে** শুণ্ঠী—পীতপুষ্প বেড়েলার মূলের ছাল ও শুণ্ঠী সমভাগে লইয়া ক্বাথ করিবে। ২।৩ দিন এই ক্বাথ পান করিলে শীতকম্পদাহসমন্বিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় (মঃ খঃ ১ ভাঃ)। (২) **বমন ও বিসূচীকায়** শুঁঠ—বেলশুঠ ও শুণ্ঠীর ক্বাথ পান করিলে বমন ও বিসূচীকা প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৩) **খেজুর ও পানিফলভক্ষণজ অজীর্ণে** শুঁঠ—খেজুর ও পানিফলের অতিভোজন জন্য জাত অজীর্ণে শুঁঠ সেবন করিবে (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৪) **হিক্কায়** শুঁঠ - ছাগীদুগ্ধ দ্বারা ক্ষীর পরিভাষানুসারে প্রস্তুত শুণ্ঠীর ক্বাথ হিক্কানাশক। (৫) **গুল্মে** আদা—সর্জ্জিকাক্ষার ও আদা সমভাগে গুল্মরোগে সেব্য (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। **শীতপিত্তে** আদা—শীতপিত্তরোগে পুরাণ গুড়ের সহিত আদার রস সেব্য।

Constituents.—A volatile oil 2 p. c., fat, a crude liquid oleo resin, gingerol or gingerin, mucilage, resin. starch 20 p. c. ; ash 4 p. c.

Actions and uses.—Dried ginger is aromatic, stimulant and carminative, produces a sensation of warmth at the epigastrium and

expels flatus ; as a carminative it is given in colic ; as a masticatory in relaxed throat and to increase the saliva. Locally it is rubefacient, anodyne and sialogogue. When chewed fresh ginger is stomachic and digestive, The dry rhizome powdered and made into a paste with warm water is used as cataplasm or fomentations to the forehead in headaches, Neuralgia, Colic and toothache ; also given in atonic Dyspepsia loss of appetite, to correct flatulence in Colic Diarrhœa, chronic bronchial Cough, Palpitation of the heart, Dropsy, Cholera and tympanitis, and as a corrective to nauseous medicines and to check griping of purgatives. It is also used as a flavouring adjuvant to bitters. Thə juice is given as an adjuvant to laxatives, as castor oil ; with garlic and honey it is used for Cough and Asthma. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 601)

নব্যমত—শুঁঠ, সুগন্ধি, উষ্ণ ও বায়ুনাশক। সেবন করিলে পেট গরম বা পেট জ্বালা করে এইরূপ অনুভব হয়। ইহা উদরে সঞ্চিত বায়ু নিঃসারিত করিয়া উদরাধ্মান প্রশমিত করে। বায়ুনাশক বলিয়া শুঁঠ শূলরোগে প্রয়োজ্য। গলরোগ বিশেষে (Relaxed throat) এবং লালাস্রাব বর্দ্ধিত করিবার জন্য শুঁঠ চর্ব্বণ করিতে দিবে। প্রলেপাদি বাহ্য প্রয়োগে শুণ্ঠী ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক বেদনাহর এবং লালাস্রাবকারী। আর্দ্রক চর্ব্বণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে পাচক। শুঠচূর্ণ গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শিরঃ পীড়িত রোগীর ললাটে প্রলেপ দিবে কিম্বা তদ্দ্বারা পিণ্ডস্বেদ দিবে। শুণ্ঠী নার্ভের শূল, শূলরোগ, দন্তশূল, গ্রহণী বিশেষ (Atonic Dyspepsia) অগ্নিমান্দ্য, উদরাধ্মান, প্রবাহিকা, কাস, "বুক ধড়-ফড় করা," শোথ, বিসূচিকা ও উদরাধ্মান রোগে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু ইহা বিবমিষোৎপাদক কিম্বা বিরেচক ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে বিবমিষা ও বিরেচন জন্য পরিকর্ত্তিকা জন্মিতে পারে না। তিক্ত ভেষজ দ্রব্যকে সুগন্ধি করিবার জন্যও শুণ্ঠীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এরণ্ড তৈল প্রভৃতি বিরেচক ভেষজের সহিত আদার রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসোন ও মধুর সহিত শুণ্ঠী কাসশ্বাসে প্রয়োগ করা যায় (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া, আর্. এন ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৬০১ পৃঃ)।

আস্ফোতা—আস্ফোতা।

আস্ফোতা। Echites Dichotoma.

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"আস্ফোতা আফরমালীতি লোকে" শিবদাসঃ। আস্ফোতা বিষকুষ্ঠঘ্নী। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—চিপ্পে আস্ফোতামূলম্—"চিপ্পে সটঙ্কনাস্ফোতামূললেপো নখপ্রদঃ" (ক্ষুদ্ররোচিঃ)। চক্রদত্তঃ॥

আস্ফোতার ভাষানাম—বঙ্গভাষায় আস্ফোতাকে হাপরমালী বলে।

বর্ণন—হাপরমালীর **ক্ষুপ** প্রায়ই ভূলুণ্ঠিত থাকে। ইহা শুষ্ক ভূমিতে জন্মে। শাখার গ্রন্থি হইতে **শিফা** নির্গত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। **পাতা** কর্কশ নহে; ইহাতে রোম নাই। পাতার উপরদিক্ চিক্কণ, যেন তৈলাক্ত, পত্রপ্রান্ত তরঙ্গায়িত। পাতা ছিঁড়িলে বা কচি ডাল ভাঙ্গিলে খুব শাদা আঠা পড়ে। **ফুল** শাদা—দেখিতে ঠিক্ যেন বাটির মত। চৈত্র, বৈশাখে ফুল হয়। ফুলের গন্ধ বকুল ফুলের মত। রাঢ় দেশে বালিকারা "পুণ্য পুষ্করিণী" ব্রতে হাপরমালীর ফুলে পূজা করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—আঠা, মূলত্বক্।

বৈদ্যকে আস্ফোতার ব্যবহার।

চক্রদত্ত—চিপ্পে আস্ফোতা মূল—সোহাগা ও হাপরমালীর আর্দ্র মূলত্বক্ সম ভাগে পেষণপূর্ব্বক লেপ দিলে নখকুনী ভাল হয় (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্ট, মদনবিনোদ, রাজনিঘণ্ট প্রভৃতি প্রাচীন দ্রব্যগুণ বিষয়ক গ্রন্থে আস্ফোতার পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রাচীনগণ স্ফোতা বা আস্ফোতা শব্দ সারিবার পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন এবং আস্ফোতার পৃথক্ অর্থ নির্দ্দেশ স্থলে, ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টকার, "আস্ফোতা সারিবা গিরিকর্ণিকা চ" লিখিয়াছেন। **ডল্হণ** যে সর্ব্বত্রই আস্ফোতা শব্দের অর্থ সারিবা লিখিয়াছেন, সুশ্রুতটীকায় কৃতশ্রম ব্যক্তি তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। বৈদ্যকে শুক্লসারিবা, উৎপলসারিবা শব্দ পাওয়া যায়। হাপরমালী পূর্ব্বে কোন প্রকার সারিবা নামে পরিচিত ছিল কিনা, ইহার বিচার আবশ্যক। সারিবা বিষয়ক প্রবন্ধে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। চক্রদত্তের টীকাকার **শিবদাস** সর্ব্বত্রই আস্ফোতা শব্দের অর্থ হাপরমালী লিখিয়াছেন (অগ্নিমান্দ্যের "ক্ষার গুড়" ও বাতব্যাধির "মজ্জস্নেহোক্ত" আস্ফোতা শব্দের টীকা দেখ) **রাজবল্লভ**, শ্যামালতা, অনন্তমূল এবং আস্ফোতার গুণ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে যে রাজবল্লভ রচয়িতা, আস্ফোতা ও

সারিবা পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানিতেন। চরকসুশ্রুতোক্ত আস্ফোতার প্রয়োগ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না, যেহেতু আমরা এস্থলে আস্ফোতা শব্দ হাপরমালী অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছি। চরকসুশ্রুতাদিবৎ সারিবা অর্থে প্রয়োগ করি নাই।

ইঙ্গুদী—হুঙ্গুদী।

হুঙ্গুদী (দঃ)। Balanites Roxburghii, B. Indica, B. Egyptica.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তীক্ষ্ণকণ্টকঃ", "তৈলফলঃ", "ক্রোষ্টুফলঃ", "পূতিগন্ধঃ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অনিলান্তকঃ", "শূলারিঃ"। পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"হুঙ্গুদী কণ্টকীবৃক্ষঃ (ডল্বণঃ সুঃ টীঃ ৪৫ অঃ)। হুঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদিগ্রহব্রণবিষক্রমীন্। হন্ত্যুষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্নস্তিক্তকঃ কটুপাকবান্॥ ভাবপ্রকাশঃ॥ হুঙ্গুদী মদগন্ধী স্যাত্ কটূষ্ণা ফেনিলা লঘুঃ। রসায়নী হন্তি জন্তুবাতামযকফব্রণান্। রাজনিঘণ্টুঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—কুষ্ঠেষু হুঙ্গুদীতৈলম্—"* তৈলান্যথেঙ্গুদীনাঞ্চ কুষ্ঠেষু হিতান্যাহুঃ *।" (চিঃ ৭ অঃ)। চরকঃ॥ মূষিকবিষে হুঙ্গুদঃ—"শিরীষেঙ্গুদকল্কন্তু লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকম্" (কল্পঃ ৬ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে হুঙ্গুদীফলমজ্জা—"মজ্জানমিঙ্গুদস্যৈবং পিবেন্মধুকসংযুতম্"। (উঃ ৪৫ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥

ইঙ্গুদীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তীক্ষ্ণকণ্টক," "ক্রোষ্টুফল," "তৈলফল," "পূতিগন্ধ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অনিলান্তক" "শূলারি,"।

ইঙ্গুদীর ভাষানাম—হিঃ—হিঙ্গন। তৈঃ—নঙ্গনদন্ গরিচেট্টু, রিংগ্রী।

বর্ণন—ইঙ্গুদীর বৃক্ষ ১২।১৪ হাত উচ্চ হয়। পাতা প্রায় কাঁঠাল পাতার মত—চৌড়ায় তদপেক্ষা কিছু কম। অক্ষোটের মত ইহার তীক্ষ্ণাগ্র শাখা আছে। ফুল ছোট, ফুলের বর্ণ—হরিদ্রাভ শ্বেত। বসন্তকালে পুষ্পিত হয়। বীজ এত শক্ত, যে অগ্রভাগে ছিদ্র করিয়া শস্যনিকাশন পূর্ব্বক, উহাতে বারুদ ভরিয়া বম্ তৈয়ার করে, এইরূপ জনশ্রুতি। ফলে এক রকম কেমন দুর্গন্ধ আছে। ফল স্বাদে তিক্ত, অতি বিরেচক। বঙ্গদেশে ইঙ্গুদী বৃক্ষ জন্মে না। দিল্লী সন্নিকৃষ্ট স্থানে, যমুনা তীরে এবং হিমালয়ের পাদদেশে ইঙ্গুদী বৃক্ষ দেখা যায়। কালিদাস,

মালিনীতীরশোভী কণ্বের আশ্রম বর্ণনে লিখিয়াছেন "প্রস্নিগ্ধাঃ কচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ"। ইঙ্গুদীর ফলে তৈল হয়, ঋষিরা এই তৈল ব্যবহার করিতেন। দুষ্মন্তের বিদূষক বলিতেছেন "মা কস্যাপি তপস্বিন ইঙ্গুদীতৈলমিশ্রচিক্কণশীর্ষস্য হস্তে পতিষ্যতি"। দেখো শকুন্তলা যেন কোন ইঙ্গুদীতৈলচিক্কণমস্তক তপোধনের হস্তগতা না হয়। **ঔষধার্থে ব্যবহার**—ফলমজ্জা, তৈল।

বৈদ্যকে ইঙ্গুদীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে ইঙ্গুদীতৈল—কুষ্ঠের পক্ষে ইঙ্গুদীতৈল হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। **সুশ্রুত—মূষিকবিষে** ইঙ্গুদীফলমজ্জা—মূষিকবিষ প্রতীকারার্থ শিরীষ ও ইঙ্গুদীর কল্ক সমভাগে মধুযোগে সেব্য (কল্প ৬ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** ইঙ্গুদীফলমজ্জা—রক্তপিত্তে হিঙ্গুদীফলমজ্জা যষ্টিমধু সহ সেব্য (উঃ ৪৫ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, ফলবর্গে (সূঃ ২৭ অঃ) বলিয়াছেন "ইঙ্গুদং তিক্তমধুরং স্নিগ্ধোষ্ণং কফবাতজিৎ"। **সুশ্রুত** ইঙ্গুদীত্বকের শিরোবিরেচনত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ইঙ্গুদী—মেষশৃঙ্গীত্বচৌ" (সূঃ ৩৯ অঃ)। কোন ইংরাজ বলিয়াছেন ইঙ্গুদী ফলের মদ নিগ্রোরা পান করে। **চরকের** সূত্র স্থানের ২৫শ অধ্যায়ে, যে সকল পুষ্পফলমূলাদি হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত তৎসমুদায়ের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে ইঙ্গুদীর উল্লেখ নাই। **সুশ্রুত**, ইঙ্গুদী তৈলকে রেচক, কুষ্ঠ, মেহও শিরোরোগ নাশক বলিয়াছেন (সূঃ ৪৫ অঃ)।

Constituents.—The bark yields a principle alied to saponin. From the seeds is extracted the oil known as zachum oil or zaitun oil of Africa. The oil resembles that of Arachis hypogœa; it congeals at zero. It contains fatty acids. It is a slow drying oil, and becomes white when exposed to the sunlight. The pulp contains an organic acid, saponin, mucilage and sugar.

Actions and uses.—Leaves acrid, purgative, anthelmintic and expectorant, used in Worms in children, cough and irritation of the throat. It is a good emulsifier. In action it resembles senega. The oil expressed from the seeds is applied to burns and excoriations, and also to freckles. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 143-4).

নব্যমত—ইঙ্গুদীর পত্র কটু, উষ্ণ, বিরেচক, কৃমিঘ্ন, কফনিঃসারক। ইহা শিশুর কৃমি, কাশ ও কণ্ঠোপ্রদাহে ব্যবহৃত হয়। ইঙ্গুদী পত্রের গুণ "সিনেগা"র মত। গাছের

চর্ম্ম উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইলে, রৌদ্রদগ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে কিম্বা গ্রীষ্মাতিশয্যে ত্বক্‌ দগ্ধ প্রায় হইলে, ইঙ্গুদীবীজজাত তৈল অভ্যঙ্গ করিবে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ১৪৩-৪ পৃঃ)।

ইন্দ্রবারুণী—इन्द्रवारुणी।

इन्द्रवारुणी, ऐन्द्री, गवाक्षी—Bryonia Scabrella or Cucumis Trigonis. महेन्द्रवारुणी, विशाला--Citrulls Colocynthis, Cacumis Colocynthis. श्वेतपुष्पी विशाला—Trichosanthes Palmata.

इन्द्रवारुण्याः परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पीतपुष्पी", "क्षुद्रफला", "बालकप्रिया"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"विषघ्नी"।—विशालायाः परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दीर्घवल्ली", "महाफला", चित्रफला", "रम्या"॥ इन्द्रवारुणिकाऽत्युष्णा रेचनी कटुका तथा। क्रिमिश्लेष्मव्रणान् हन्ति हन्ति सर्व्वोदराण्यपि॥ इन्द्रवारुद्वयं तिक्तं कटु पाके रसे लघु। वीर्य्योष्णं कामलापित्तकफश्लीपदनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टः॥ इन्द्रवारुणिका तिक्ता कटुःशीता च रेचनी। गुल्मपित्तोदरश्लेष्मक्रिमिकुष्ठज्वरापहा॥ महेन्द्रवारुणी ज्ञेया पूर्व्वोक्तगुणभागिनी रसे वीर्य्ये विपाके च किञ्चिद्दोषा गुणाधिका। राजनिघण्टुः॥ गवादनीद्वयं तिक्तं पाके कटु सरं लघु। वीर्य्योष्णं कामलापित्तकफप्लीहोदरापहम्। कासश्वासापहं कुष्ठगुल्मग्रन्थिव्रणप्रणुत्। प्रमेहमूढ़गर्भामगण्डामयविषापहम्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—कामलायां गवाक्षी—"* हिता गवाक्षी सगुड़ा *"। (उः ४४ अः)। सुश्रुतः॥ वृद्धौ ऐन्द्रीमूलम्—"ऐन्द्रीमूलभवं चूर्णं रुबुतैलेन मर्द्दितम्। भक्षाद् गोपयसा पीतं सर्व्ववृद्धिनिवारणम्"। (वृद्धि—चिः)। (२) गण्डमालायां ऐन्द्री—"ऐन्द्र्या वा * मूलं गोमूत्रयोगतः। गण्डमालां हरेद्घोरां चिरकालोत्थितामपि"। (गलगण्डादि—चिः)। (३) अन्तःशल्यनिर्हरणार्थं

গবাক্ষীমূলম্—"গবাক্ষীমূলতস্তথা" (ব্রণশো-চিঃ। (৪) উন্মাদে পক্কস্ত্রীফলম্—"ব্রহ্মরাক্ষসজিন্নস্যং পক্কস্ত্রীফলমূলজম্"। (উন্মাদ-চিঃ)। (৫) স্তনোত্থিতায়াং পীড়ায়াং বিশালামূলম্—"বিশালামূললেপস্তু হন্তি পীড়াং স্তনোত্থিতাম্" (স্ত্রীরোগ-চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ সন্ধিবাতে ইন্দ্রবারুণিকামূলম্—"ইন্দ্রবারুণিকামূলং মাগধীগুড়সংযুতম্। ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রন্তু সন্ধিবাতং ব্যপোহতি। (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥

ইন্দ্রবারুণীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পীতপুষ্পী," "ক্ষুদ্রফলা" "বালকপ্রিয়া"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"বিষঘ্নী"। **বিশালার পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"দীর্ঘবল্লী," "মহাফলা," "চিত্রফলা," "রম্যা"। **ভাষা-নাম**—ইন্দ্রবারুণীর বাঙ্‌লা নাম—রাখালশশা, **হিন্দি নাম—ছোটইন্দ্রায়ন্।** বিশালার বঙ্‌লা নাম—মাখাল, **হিন্দি নাম—ইন্দ্রায়ন্ বা বড়িইন্দ্রায়ন্।** মঃ—লঘুইন্দ্রবন, কাঁবউঠ্ঠ। গুঃ—ইন্দর বাণীয়ুঁ। কঃ—হাম্মেক্ক। তৈঃ—এতিপুচ্ছা। ফাঃ—খুর্জ্জাতল্‌খ। অঃ—হঞ্জল। শ্বেতপুষ্পী বিশালাকে বঙ্গে শ্বেতপুষ্প মাখাল বা শ্বেতমাখাল বলে।

বর্ণন ইন্দ্রবারুণী**লতা** গুল্মাদি আশ্রয় করিয়া প্রতান বিস্তার করে। ইহার **পাতা** তেলাকুচার পাতা অপেক্ষা ছোট। পাতার ধার অসমান—ভাগ ভাগ করা, অনেক তফাতে তফাতে এক একটী পাতা থাকে, পাতায় রোম নাই। পাতার বোঁটায় এবং ডাঁটাতে রোম আছে। পত্রবৃন্তের নিকট হইতে পুষ্প ও একটী লম্বা আবর্ত্তিতাগ্র আকর্ষণী বাহির হয়। এতদ্দারা লতা আশ্রয় বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। **ফুলের** আকৃতি ঘণ্টার মত, উপরিভাগ পাঁচভাগে খণ্ডিত, হরিদ্রাবর্ণ—পুংপুষ্পের বৃন্ত দীর্ঘ, স্ত্রীপুষ্পের বৃন্ত হ্রস্ব। **ফল** কুলের মত। **মাখালের** (মহেন্দ্রবারুণী বা বিশালার) লতা দীর্ঘ হয়। **পাতার** ধারে বহু গভীর খাঁজ আছে। পত্রপৃষ্ঠে, পত্রবৃন্তে এবং ডাঁটায় রোম আছে। পত্রবৃন্ত সন্নিহিত স্থান হইতে **পুষ্প** নির্গত হয়। পুষ্পবৃন্ত নাতিদীর্ঘ, পুষ্প পীতবর্ণ। **ফল** বড় ও গোল, কচিৎ বা অতি অল্প লম্বা। কাঁচা ফলের গায়ে ডোরা থাকে—পাকিলে সিন্দুরবর্ণ হয়। ফলের ভিতর কৃষ্ণবর্ণ শস্তে বীজ থাকে। ফল ও মূল অতি তিক্ত। **শ্বেতপুষ্পী বিশালার** লতা উচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। পার্থক্য এই, ইহার পাতা করতলবৎ চৌড়া, ফুল শাদা, ফল লেবুর মত। ইহাও পাকিলে লাল হয়। **উপপ্রার্থ ব্যবহার**—মূল, ফল। **মাত্রা**—মূলস্বরস ১—২ তোলা। মূলচূর্ণ ৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে ইন্দ্রবারুণী ও বিশালার ব্যবহার।

সুশ্রুত—কামলারোগে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রারুণীর মূলের রস গুড়ের সহিত সেব্য। বিরেচক বলিয়া ইহা কামলারোগে হিতকর (উঃ ৪৪ অঃ)। **চক্রদত্ত—বৃদ্ধিরোগে** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূলচূর্ণ এরণ্ড তৈলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক গোদুগ্ধের সহিত তিন দিন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধি নিবৃত্তি পায় (বৃদ্ধি চিঃ)। (২) **গণ্ডমালায়** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূল, গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে ঘোর গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালা চিঃ)। (৩) **অন্তঃশল্য নিহরণার্থ** ইন্দ্রবারুণী—অন্তঃশল্য নির্হরণ অর্থাৎ শরীরের কোন স্থানে যদি কাঁকর, কাঁটা কি অন্য কোন বস্তু বিদ্ধ থাকে, তবে তাহা বাহির করিবার জন্য, ইন্দ্রবারুণীর মূল পেষণ পূর্ব্বক সেই শল্যবিদ্ধ স্থানে প্রলেপ দিবে (ব্রণশোথ চিঃ)। (৪) **উন্মাদে** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর পাকা ফল গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক নস্য করিলে ব্রহ্মরাক্ষসগৃহীত উন্মাদ জয় করা যায় (উন্মাদ চিঃ)। (৫) **স্তনপীড়ায়** বিশালা—মাখালের মূল পেষণ করিয়া স্তনে লেপ দিলে স্তনপীড়া (ঠুনকো) নিবৃত্তি পায়। (স্ত্রীরোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—সন্ধিবাতে** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীমূল কিঞ্চিৎ পিপুল ও গুড় সহ পেষণ পূর্ব্বক সেব্য। ইহা সন্ধিবাতে হিতকর (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে, ইন্দ্রবারুণী, মহেন্দ্রবারুণী বা বিশালা ও শ্বেতপুষ্পী বিশালার এবং রাজনিঘণ্টুতে ইন্দ্রবারুণীর গুণ পর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইয়াছে। বাগ্‌ভট-টীকাকার **অরুণ** বাগ্‌ভটের টীকার বহুস্থলে ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টূক্ত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাগ্‌ভট সূত্রস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়োক্ত বর্ষাভূ ও আরুক শব্দের টীকায় "তথাচ নিঘণ্টুঃ" "নিঘণ্টাবুক্তং" বলিয়া **অরুণ** যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টূক্ত পুনর্নবা এবং আরুকের পর্য্যায় গুণাদি মিলাইয়া পাঠ করিলেই একথার যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর রচয়িতা বা বক্তা যে সুশ্রুতগুরু **ধন্বন্তরি**, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অরুণও "তথাচ ধন্বন্তরিরাখ্যৎ" বলিয়া ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টূক্ত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন (বাগ্‌ভট—সূত্রস্থান ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৭৮ পৃঃ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সংস্করণ)। সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রমাণ করা হইল যে, সুশ্রুত টীকাকার **ডল্বণ** এবং বাগ্‌ভট টীকাকার **অরুণের** বহু পূর্ব্বে ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রচিত হইয়াছিল। সুশ্রুতসংহিতায় উদ্ভিদের যে সকল নাম ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলি, স্বগুরুধন্বন্তরি কথিত নিঘণ্টূক্ত অর্থেই যে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব ইহা বোধ হয় প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইবে না। আমরা ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু দর্শনে অবগত হই যে "গবাক্ষী," ইন্দ্রবারুণীর এবং "মৃগের্ব্বারু," শ্বেতপুষ্পী বিশালার পর্য্যায়; কিন্তু **ডল্বণ** লিখিয়াছেন "মৃগের্ব্বারু রিন্দ্রবারুণী" "গবাক্ষী শ্বেতপুষ্পা ইন্দ্রবারুণী" (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৯ অঃ টীকা)। সুশ্রুতমতসম্বাদী বাগ্‌ভটের "মদনমধুকলম্বানিম্ববিম্বীবিশালা" ও

"নিকুম্ভকুম্ভত্রিফলাগবাক্ষী" পাঠের টীকায় **অরুণ** লিখিয়াছেন "বিশালা ইন্দ্রবারুণী" "গবাক্ষী, বিশালা, দ্বিতীয়েন্দ্রবারুণী" (বাগ্‌ভট সূত্রস্থান ১৫ অ: টীকা)। **ডল্হণ** ও **অরুণের** এই ব্যাখ্যা নিঘণ্টু সম্মত না হইলেও **ডল্হণ** ও **অরুণ** তবু ইন্দ্রবারুণী-দ্বয়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়া ছিলেন। **চক্রপাণি** কিন্তু এই পার্থক্যের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। ইনি মৃগের্বারু (মাখাল) ও গবাক্ষী (রাখালশশা) শব্দে একই উদ্ভিদ্ বুঝাইয়াছেন "মৃগের্বারু গোরক্ষকর্কটী," (ভানুমতী সূত্র অ:)। "গবাক্ষী গোরাক্ষকর্কটী" —(ভানুমতী সূ: ৩৬ অ: "অজগন্ধাজশৃঙ্গীচ গবাক্ষী" ইত্যাদি পাঠের ব্যাখ্যা)। চক্রপাণির পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক রচিত যে সকল টীকা আমি পাঠ করিয়াছি তাহাদের কোনটীতেই ইন্দ্রবারুণীদ্বয়ের পার্থক্য রক্ষিত হইতে দেখি নাই। সকলেই গবাক্ষী ও বিশালা উভয়কেই গোরক্ষকর্কটী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চক্রদত্তের টীকাকার **শিবদাস** এবং বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের **কুসুমাবলী** নাম টীকা রচয়িতা **শ্রীকণ্ঠদত্ত** উভয়েই যে এই দোষে দোষী এ কথা আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম ব্যক্তির বিলক্ষণ জানা আছে। চক্রপাণি কর্ত্তৃক রক্ষিত এই বহুব্যাপক গোরক্ষকর্কটী নাম, কালক্রমে রাখালশশা এই বাঙ্‌লা নাম ধারণ করিয়া, মহেন্দ্রবারুণীকে (মাখাল) একবারে বাদ দিয়া কতকগুলি ইন্দ্রবারুণীসমদর্শন লতাকে রাখাল-শশা বলিয়া স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছে। রাঢ়ে যেগুলি কুঁদরুকি, বন বা তিৎকাঁকড়ি এবং বন-গুমুক্ নামে প্রসিদ্ধ, বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশে সেই গুলিকেই অজ্ঞলোকে ইন্দ্রবারুণীরূপে ব্যবহার করে। কোচবিহারের লোকে পটোল সদৃশ এক প্রকার লতাকে কেহ কেহ বা "বন শ্যামাস্" (বন্যশশা) কিম্বা "দুমার" কে রাখালশশা বা মামা লাড়ু বলিয়া জানে। স্বরূপতঃ যাহা রাখালশশা (ইন্দ্রবারুণী) আমরা শিরোভাগে তাহারই বর্ণন করিয়াছি। ঠিক এইরূপ ভাষানামের দোষেই, স্থূল কন্দ আছে এমন অনেক উদ্ভিদই, ভূমিকুষ্মাণ্ড ভ্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদারী বিষয়ক প্রবন্ধে একথা বিবৃত হইবে।

নব্যমত সমালোচনা—বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরের সঙ্কলয়িতা **শালিগ্রাম** বৈশ্য ইন্দ্রবারুণীর পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন "ফল সূক্ষ্ম কাঁটাযুক্ত লাল রংগকা হোতা হৈ"। ইন্দ্রবারুণীর বা মহেন্দ্রবারুণীর ফলে কাঁটা থাকে না। রাঢ়ে মাখাল সদৃশ এক এক প্রকার লতা যত্রতত্র জন্মিয়া থাকে। এই সুদীর্ঘ লতা উচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। ইহার ফল মহেন্দ্রবারুণীর অর্থাৎ মাখালের ফলাপেক্ষা লম্বা এবং ফলের গায়ে কাঁকরোলের মত কাঁটা থাকে। রাঢ়ে এই ফলকে "রাখালফল" বলে। রাখালফল বিষ। ক্ষিপ্ত কুকুর মারি-বার জন্য পক্ক রাখালফল খাদ্য সহ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। বৈশ্যজি বোধ হয় ইহাকেই ইন্দ্রায়ন বলিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। রাখাল ফলের লাটিন্ নাম Ecballium Elaterium.

Constituents—The pulp contains colocynthin, also colocynthein

(a resin), colocynthitin pectin, gum, no starch, ash 11 p. c. The seeds contain a fixed oil 17 p. c. albuminoids 6 p. c., and ash 3 p. c. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 308).

Therapeutics.—"A snuff of the powdered root is irritating to the eyes and nostrils. In India the root is given in rheumatism and enlargements of the abdominal viscera in children ; a paste of the fruit or the root with that of Nuxvomica is applied to boils and pimples to hasten maturation. In minute doses, it is very beneficial in colic, Sciatica, ovarian and other Neuralgias ; and also to relieve pain of Glaucoma." (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 308).

নব্যমত—ইন্দ্রবারুণীমূলচূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে হাঁচি হয় এবং চক্ষুর প্রদাহ জন্মে। ইন্দ্রবারুণীমূল, বাতে এবং বালকের প্লীহাযকৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে সেব্য। ইন্দ্রবারুণীর ফল কিম্বা মূল এবং কুচিলা পেষণ পূর্ব্বক অপক্ব স্ফোটকে প্রলিপ্ত করিলে, শীঘ্র পক্বতা প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রবারুণী অত্যল্প মাত্রায় শূল, বাতব্যাধি বিশেষ (Sciatica), "ওভেরিয়ান্ নিউর‍্যালজিয়া" এবং অন্যান্য "নিউর‍্যালজিয়া" রোগে বিশেষ উপকারী। "গ্লাকোমা" রোগের বেদনা নিবারণার্থেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ৩০৮ পৃঃ)।

ইক্ষু—इक्षुः।

इक्षुः। Saccharum Officinarum.

इक्षुः सरो गुरुः स्निग्धो बृंहणः कफमूत्रजित्। वृष्यः शीतः पवनजिद्भुक्ते वातप्रकोपनः। अतीव मधुरो मूले मध्ये मधुर एव च। अग्रे त्वचि च विज्ञेय इक्षूणां लवणोरसः। इक्षुयुग्मं रसे स्वादु पित्तघ्नं वृष्यशीतलम्। ग्रन्थान्तरे—गुरु श्लेष्मप्रदं वातरक्तपित्तविनाशनम्। शर्करासमवीर्य्यस्तु 'दन्तनिष्पीड़ितोरसः'। गुरुर्विदाही विष्टम्भी 'यन्त्रजस्तु' प्रकीर्त्तितः।' पक्वोगुरुरसः स्निग्धः सुतीक्ष्णःकफवातनुत्। इक्षुविशेषगुणाः—वृष्यः शीतोष्णपित्तं शमयति मधुरो बृंहणः श्लेष्मकारी। स्निग्धोहृद्योऽथवल्योऽप्यतिशमनपरो मूत्रशुद्धिं करोति। मेदोवृद्धिं विधत्ते शमयति च मलं तर्पणं चेन्द्रियाणाम्। दन्तैर्निष्पीड्य साक्षादमृतमयरसं

भक्षयेदिक्षुदण्डम्। भक्षयेदिक्षुकं काले भोजनस्याग्रतो नरः। स्वभावान्मधुरोऽप्येष भुक्ते वातप्रकोपनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ इक्षवःपञ्चधा प्रोक्ता नानावर्णगुणान्विताः। सितः पुण्ड्रः करङ्केक्षुः कृष्णोरक्तश्च ते क्रमात्। * गुणाः— 'सितेक्षुः' कठिनोरुच्योगुरुश्च कफमूत्रकृत्। दीपनः पित्तदाहघ्नो विपाके कोष्णदः स्मृतः। 'पुण्ड्रो'ऽतिमधुरः शीतः कफकृत् पित्तनाशनः। दाहश्रमहरोवृष्यो रसे सन्तर्पणः परः। 'करङ्कशालि'र्मधुरः शीतलो रुचिकृन्मृदुः। पित्तदाहहरोवृष्यस्तेजोवलविवर्द्धनः। 'कृष्णेक्षु'रुक्तोमधुरश्चपाके। स्वादुः सुहृद्यः कटुकोरसाढ्यः। त्रिदोषहारी श्रमवीर्य्यदश्च। सुवल्यदारी वहुवीर्य्यदायी। 'लोहितेक्षु'श्चमधुरः पाके स्याच्छीतलो मृदुः पित्तदाहहरोवृष्यस्तेजोवलविवर्द्धनः। * अभुक्ते पित्तहाश्चैते भुक्ते वातप्रकोपनाः। भुक्तमध्ये गुरुतरा इतोचूर्णां गुणास्त्रयः। * * पक्वेक्षुरसः स्निग्धः स्यात् कफवात नाशनोऽतिगुरुः। अतिपाकेन विदाहं तनुते पित्तास्रदोषशोषांश्च। राजनिघण्टुः॥ * 'कोशकारो'गुरुः शीतो रक्तपित्तक्षयापहः। 'कान्तारेक्षु'र्गुरु र्वृष्यः श्लेष्मलो वृंहणः सरः। 'दीर्घपोरः' सुकठिनः सक्षारो 'वंशकः' स्मृतः। 'शतपर्व्वा' भवेत् किञ्चित् कोशकारगुणान्वितः। विशेषात् किञ्चिदुष्णश्च सक्षारः पवनापहः। 'तापसेक्षु'र्भवेन्मृद्वी मधुरा श्लेष्मकोपनी। तर्पणी रुचिकृच्चापि वृष्या च वलकारिणी। एवं गुणैस्तु 'काण्डेक्षुः' स तु वातप्रकोपनः। सूचीपत्रो नीलपोरो नैपाली दीर्घपत्रकः। वातला: कफपित्तघ्नाः सकषायाः विदाहिनः। 'मनोगुप्ता' वातहरी तृष्णामयविनाशिनी। सुशीता मधुरातीव रक्तपित्तप्रणाशिनी। फाणितलक्षणम्—इक्षोः रसस्तु यः पक्वः किञ्चिद्गाढ़ो वहुद्रवः। स एवेक्षुविकारेषु ख्यातः फाणितसंज्ञया। तद्गुणाः—'फाणितं' गुर्व्वभिष्यन्दि वृंहणं कफशुक्रकृत्। वातपित्तश्रमान् हन्ति मूत्रवस्तिविशोधनम्। मत्स्यण्डीलक्षणम्—इक्षोरसो यः सम्पक्वो घनः किञ्चिद्द्रवान्वितः। मन्दं यत् स्यन्दते तस्मान्मत्स्यण्डीति निगद्यते। तद्गुणाः—'मत्स्यण्डी' भेदिनी वल्या लघ्वी पित्तानिलापहा। मधुरा वृंहणी वृष्या रक्तदोषापहा स्मृता। गुड़लक्षणम्—इक्षोरसः यः सुम्पक्वो जायते लोष्टवद्दृढ़ः। स गुड़ो गौड़देशे तु मत्स्यण्डेव गुड़ोमतः।

तद्गुणाः— गुड़ोवृष्यो गुरुः स्निग्धो वातघ्नो मूत्रशोधनः। नातिपित्तहरो मेदः-कफक्रिमिवलप्रदः। पुराणस्य गुणाः—गुड़ोजीर्णो लघुः पथ्योऽनभिष्यन्द्यग्निपुष्टिकृत्। पित्तघ्नो मधुरो वृष्यो वातघ्नोऽसृक्प्रसादनः। नवीनगुड़गुणाः—गुड़ो नवः कफश्वासकासकृमिकरोऽग्निकृत्। श्लेष्माणमाशु विनिहन्ति सदार्द्रऽऽकेण। पित्तं निहन्ति च तदेवहरीतकीभिः। शुण्ठ्या समं हरति वातमशेषमित्थम्। दोषत्रयक्षयकराय नमो गुड़ाय। खण्डगुणाः—'खण्डन्तु' मधुरं वृष्यं चक्षुष्यं वृंहणं हिमम्। वातपित्तहरं स्निग्धं वल्यं वान्तिहरं परम्। शर्करालक्षणम्—खण्डन्तु सिकतारूपं सुश्वेतं शर्करा सिता। तद्गुणाः—'सिता' सुमधुरा रुच्या वातपित्तास्रदाहहृत्। मूर्च्छाच्छर्द्दिज्वरान् हन्ति। सुशीता शुक्रकारिणी। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—मूत्रकरत्वे इक्षुः—"इक्षुर्मूत्रजननानाम्"। (सू: २५ अ:)। (२) रक्तपित्ते इक्षुः—"मधूदकस्येक्षुरसस्य चैव। पानाच्छमं गच्छति रक्तपित्तम्"। (चि: ४ अ:)। (३) घ्राणमार्गात् रक्तस्रुतौ इक्षुः—"द्राक्षारसस्येक्षुरसस्य नस्यम्"। (चि: ५ अ:)। (४) ग्रहण्यां इक्षुः—"तद्वद् द्राक्षेक्षुखर्ज्जुररसरसानासुतान् पिबेत्" (चि: १८ अ:)। चरकः॥ पाण्डुरोगे इक्षुः—"धात्रीफलानां रसमिक्षुजस्य। मन्थं पिबेत् क्षौद्रयुतं हिताशी"। (उ: ४४ अ:)। क्षतोत्थे कासे इक्षुः—"क्षतोत्थे पिबेद् घृतमिक्षुरसे विपक्कम्"। (उ: ५२ अ:)। सुश्रुतः। अग्निविसर्पे इक्षुः—"सेचयेत् *। * इक्षु रसेन वा। (चि: १८ वाग्भटः।

ইক্ষুর ভাষানাম—বাঃ—আক্, কুশের। হিঃ ইখ্, গন্না, গাঁড়া। মঃ—উঁস। গুঃ—শেরড়ী, শেরডেন্থ মূল। কঃ—কবু, কব্বিনমেক্ক। তৈঃ—চিরকু। ফাঃ—নেশ্কর। অঃ—কস্‌বুস শক্কর। **হিঃ—উখ্, গন্না। সিংহলী—উখ্।**

বৈদ্যকে ইক্ষুর ব্যবহার—

চরক—মূত্রকরত্বে ইক্ষু—মূত্রজনকদ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** ইক্ষু—ইক্ষুরস রক্তপিত্ত প্রশমক (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) নাসিকা হইতে **রক্তস্রাবে** ইক্ষু—নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে ইক্ষুরসের নস্য লইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) **গ্রহণীতে** ইক্ষু—ইক্ষুরসের আসব গ্রহণীরোগে হিতকর (চিঃ ১৯ অঃ)।

প্রস্তুত করিবার প্রণালী—ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া শীতল হইলে উহাতে এক চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া, গাঁজিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, আবৃতমুখ মৃৎ বা প্রস্তর পাত্রে রাখিবে। ইহারই নাম ইক্ষুরসাসব বা আসুত ইক্ষুরস।

সুশ্রুত—পাণ্ডুরোগে ইক্ষু—যব, তণ্ডুল, খৈ ও কলায়ের চূর্ণকে শক্তু বলে। পাণ্ডুরোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক এই সকল শক্তুর কোনটী কাঁচা আমলকী বা ইক্ষুর রস ও মধু সহ তরল করিয়া সেবন করাইবে (উঃ ৪৪ অঃ)। **টীকাকার** অন্য অর্থও করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই লিখিত হইল। (২) **ক্ষতোথে কাসে** ইক্ষু—ক্ষতোথেকাসে চতুর্গুণ ইক্ষুরসে পক্ব গব্যঘৃত পান করিবে (উঃ ৫২ অঃ)। **বাগ্‌ভট—অগ্নিবিসর্পে** ইক্ষু—অগ্নিবিসর্পরোগে গাত্রে, ইক্ষুরস সেচন করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)।

বক্তব্য—চরকে পৌণ্ড্রক ও বংশক এই দুইপ্রকার (চরক সূঃ ২৭ অঃ) এবং **সুশ্রুতে** পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচীপত্রক নৈপালী, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশকৃৎ এই দ্বাদশ প্রকার (সুশ্রুত সূঃ ৪৫ অঃ) ইক্ষুর উল্লেখ আছে।

Constituents—The juice contains saccharine matter, water mucilage, resin, fat, albumen, &c.

Actions and uses.—Preservative, demulcent, antiseptic, aperient dietetic ; sugar cane increases the salubility of lime in water. It is used as a food and nutrient to adipose tissue, hence sugar or sugar forming food is needed in health ; absence of it in dietary leads to rapid emaciation. It is also diuretic, cooling, demulcent and laxative. As a refringerant drink, it is given in beliousness and jaundice. It is a good remedy in cough, hiccough, apthæ and hoarseness and locally in granulation of the eyelids and cornea. (*Materia Medica of India.*—R. N. Rhory, Part II., p. 643).

নব্যমত—ইক্ষুরস, চুণের, জলে দ্রবীভবন ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে। ইহা উপাদেয় মেদোবর্দ্ধক খাদ্য। অতএব স্বাস্থ্যানুবর্ত্তনের জন্য, শর্করা কিম্বা শর্করা যাহার অন্যতম উপাদান এরূপ খাদ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। খাদ্যে শর্করার অত্যন্তাভাব ঘটিলে শরীর শীর্ণ হইয়া থাকে। শর্করা ও সিতোপলা (মিছরি) মূত্রকারক, শীত এবং মৃদুরেচক। পিত্তবৃদ্ধি ও কমলারোগে, শীতপানীয়রূপে শর্করা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিতোপলা, কাস, হিক্কা, ও স্বরভেদে হিতকর। অধিকন্তু ইহার বাহ্য প্রয়োগ অক্ষিপল্লব এবং

অক্ষিতারার ক্ষতের রোপক। ক্রিমিরোগে ইহার বস্তি ফলপ্রদ। ইক্ষুর সিরাপ্, বিস্বাদ হেতু বিবমিষাজনক ঔষধের স্বাদ আচ্ছাদিত করিবার জন্য কিম্বা শিশুসেব্য ঔষধকে সুস্বাদু করণার্থই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নচেৎ স্বতন্ত্রভাবে ব্যাধিপ্রশমনকল্পে ইহার তাদৃশ উপাদেয়তা নাই। ইক্ষুসিরাপ্, বস্তুবিশেষের পক্ষে পচন নিবারক হইলেও ইহা উৎসেচন (fermentation) নিবারক নহে। (আর, এন্, কোরি—মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৪৩ পৃঃ)।

উড়ুম্বর—उदुम्बरः।

उदुम्बरः, Ficus Glomerata. काकोदुम्बरिकायाः—फल्गुः, मलपूः F. Oppositifolia, F. Hispida.

उदुम्बरस्य परिचयज्ञापिका संज्ञा—"क्षीरवृक्ष", "जन्तुफलः", "सदाफल", "अपुष्पफलसम्बन्धः", "सितवल्कलः"॥ काकोदुम्बरिकायाः परिचयज्ञापिका संज्ञा—"फलसम्भारी" "खरपत्री"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"कुष्ठघ्नी"। उदुम्बरं कषायं स्यात् पक्वं तु मधुरं हिमम्। कृमिकृत्पित्तरक्तघ्नं मूर्च्छादाहतृषापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च॥ औदुम्बरं फलमतीव हिमं सुपक्वम्। पित्तापहं च मधुरं श्रमशोफहारि। आमं कषायमतिदीपनरोचनञ्च। मांसस्य वृद्धिकरमस्रविकारकारि। राजनिघण्टुः॥ काकोदुम्बरिका ग्राहिकण्डूकुष्ठव्रणापहा। रक्तपित्तहरा शोफपाण्डुश्लेष्महरा च सा। अन्यच्च—काकोदुम्बरिका शीता पाके गौल्याऽम्लिका कटुः। त्वग्दोषरक्तपित्तघ्नी तत्'फलं' चातिसारहृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ काकोदुम्बरिका शीता पक्वाऽम्लिका कटुः। त्वग्दोषपित्तरक्तघ्नी तद्वल्कं चातिसारजित्। उदुम्बर'त्वचा' शीता कषाया व्रणनाशिनी। गुर्विणीगर्भसंरक्षे हिता स्तन्यप्रदायिनी। राजनिघण्टुः॥ उदुम्बरो हिमो रूक्षो गुरुः पित्तकफास्रजित्। मधुरस्तुवरो वर्ण्यो व्रणशोधनरोपणः। मलपूःस्तम्भकृत्तिक्ता शीतला तुवरा जयेत्। कफपित्तव्रणश्वित्रकुष्ठपाण्डर्शःकामलाः। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—श्विते काकोदुम्बरः—"श्विते स्रंसनमग्र्यं मलपूरस इष्यते सगुडः" (चिः ७ अः)। (२) योनिरोगे उदुम्बरः—"उदुम्बरस्य दुग्धेन षट्कृत्वा भावितांस्तिलान्। तैलं क्वाथे च तस्यैव सिद्धं धार्य्यञ्च पूर्व्ववत्"। (चिः ३० अः)। चरकः॥ रक्तपित्ते उदुम्बरः—"उदुम्बरफलं पिष्ट्वा पिवेत् तद्रसमेव वा" (उः ४५ अः)। सुश्रुतः॥ अत्यग्निप्रशमने उदुम्बरत्वक्—"नारीक्षीरेण संयुक्तां पिवेदौडुम्बरीं त्वचम् (अग्निमान्द्य-चिः)। (२) रक्तपित्ते काकोदुम्बरः—"समाक्षिकः फल्गुफलोद्भवो वा। पीतोरसः शोणितमाशु हन्ति"। (रक्तपित्त-चिः)। (३) पित्तजतृष्णायां पक्कोदुम्बरफलम्—"पित्तजायान्तु तृष्णायां पक्कोदुम्बरजो रसः। तत् क्वाथो वा हिमस्तद्वत् * (तृष्णा-चिः)। चक्रदत्तः॥ असृग्दरे उदुम्बरफलं—"क्षौद्रयुक्तं फलरसमौदुम्बरभवं पिवेत्। असृग्दरविनाशाय सशर्करपयोऽन्नभुक्" (मः खः ४ भाः)। भावप्रकाशः॥ वातव्याधौ काकोदुम्बरदुग्धम्—"काकोदुम्बरदुग्धैः सरामठैर्हरेत् सर्व्वयोगविच्च। कपिकच्छुमूलयुक्तैर्नस्यैरववाहुजां पीड़ाम्"। (वातव्याधि—चिः)। (२) योनिगाढ़ीकरणे उदुम्बरफलम्—"पलाशोदुम्बरफलं तिलतैलसमन्वितम्। मधुना योनिमालिप्य गाढ़ीकरणमुत्तमम्"। (स्त्रीरोग-चिः)। (३) सारमेयविषे काकोदुम्बरमूलम्—"काकोदुम्बरमूलन्तु धुस्तूरफलकान्वितम्। पिवेत्तण्डुलतोयेन सारमेयविषापहम्"। (विष चिः)। वङ्गसेनः॥

উদুম্বরের ভাষানাম—বঙ্গদেশে যে ডুমুরের তরকারী খায় তাহার সংস্কৃত নাম "কাকোডুম্বরিকা" ফল্গু ও মলপূ ইহার নামান্তর। আর যাহাকে যজ্ঞডুমুর বলে, তাহার সংস্কৃত নাম "উডুম্বর," কাশীঅঞ্চলে ইহাও ব্যঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়। **উদুম্বরের হিঃ—গূলর। সিংহলী—আট্টিক্কা।** মঃ—উম্বর। গুঃ—উম্বরো। কঃ—অত্তি। তৈঃ—বাডুচেট্টু। ফাঃ—অঞ্জীরে আদম্। অঃ—জমীয্। কোঃ—ডুম্‌রী। **কাকোদুম্বরের—হিঃ—কঠুমর।** মঃ—কাঠ্‌ঠা উম্বর, বোখাডা। গুঃ—টেড উম্বর। কঃ—কাঅত্তি। তৈঃ—ব্রহ্মমেডিচেট্টু, কাকী বাডুচেট্টু। ফাঃ—অঞ্জীরেদস্তী। অঃ—তনবিবি। কোঃ—খোক্‌সা। **যজ্ঞডুমুরের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"ক্ষীরবৃক্ষ," "জন্তুফল," "সদাফল," "অপুষ্পফলসম্বন্ধ," "সিতবল্কল"। **ডুমুরের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"ফলসন্তারী," "খরপত্রী"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"কুষ্ঠঘ্নী"।

বর্ণন—ডুমুরের গাছ সুপরিচিত। যজ্ঞডুমুরের গাছ ডুমুরের গাছ অপেক্ষা বৃহত্তর ও ইহার কাণ্ড "সিতবল্কল"। যজ্ঞডুমুরের পাতা ডুমুরের পাতার মত চৌড়া নহে। ডুমুরের পাতা কর্কশ, যজ্ঞডুমুরের পাতা কর্কশ নহে। ইহাতে শূন্যগর্ভ অর্দ্ধ দাকৃতি স্ফীতি থাকে। ডুমুরের ফল অপেক্ষা যজ্ঞডুমুরের ফল বৃহত্তর। যজ্ঞডুমুরের ফল থাকিলে লাল হয়, পাকাফলের ভিতর পোকা থাকে অতএব "জন্তুফল" নাম। কাঁচাফল কাটিলে আঠা বাহির হয়। যজ্ঞডুমুরের পাকাফল মধুর। গ্রীষ্মকালে, পাকা যজ্ঞডুমুরের ফলের সরবৎ উত্তম পানীয়।

উদুম্বরের ফুল আছে। উদ্ভিদবিদ্যায় অনভিজ্ঞ লোকে বলে ডুমুরের ফুল নাই। এই ভ্রম অপনোদনার্থ কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ডুমুরের ফুল দেখা যায় না; অতএব ডুমুরের ফুল নাইএরূপ সিদ্ধান্ত করা ভ্রম। যে সকল ফুলের পুষ্পাধি কোষ্ঠাকৃতি অর্থাৎ শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকার সেই সকল পুষ্প আমাদের নয়নগোচর হয় না। পুষ্পাধি কি? দল, পুংকেসর ও গর্ভকেসর এইগুলি লইয়া পুষ্প। পুষ্পে দল পুংকেশর ও গর্ভকেশর থরে থরে সাজান থাকে—সকলের বাহিরে দলের আবর্ত্ত, দলের আবর্ত্তের পর পুংকেসরের আবর্ত্ত, পুংকেসরের পর অর্থাৎ কেন্দ্র-স্থলে গর্ভকেসরের আবর্ত্ত। সকল পুষ্পেরই যে এই তিনটী আবর্ত্ত থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। এমন বহু পুষ্প আছে, যাহাদের দল নাই। দল না থাকিলে পুষ্পত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। পুষ্প, উদ্ভিদের জননেন্দ্রিয়; সুতরাং ফলোৎপাদনই পুষ্পের কার্য্য। এই কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য পুংকেসর এবং গর্ভকেসরেরই প্রয়োজন। পুংকেসর এবং গর্ভকেসর এতদুভয়ের আবর্ত্তও সকল পুষ্পে থাকে না। পুষ্প চারিপ্রকার; পুংপুষ্প, স্ত্রীপুষ্প, উভয়লিঙ্গপুষ্প এবং নপুংসকপুষ্প। যে সকল পুষ্পেকেবল পুংকেসর থাকে তাহারা পুংপুষ্প, যাহাতে কেবল গর্ভকেসর থাকে তাহা স্ত্রীপুষ্প, যে পুষ্পে পুংকেসর ও গর্ভকেসর কোনটীই থাকে না তাহা নপুংসক পুষ্প বলিয়া অভিহিত হয়। পুষ্পের আবর্ত্ত একটীই হউক্ আর তিনটীই হউক, যে স্থানে এই আবর্ত্ত অধিষ্ঠিত থাকে সেই স্থানের নাম পুষ্পাধি। বিবিধাকৃতির আধেয় ধারণ করিবার উপযোগী হইতে হইলে, আধারের আকৃতি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই পদ্মফুলের পুষ্পাধি থালার মত এবং ডুমুরের পুষ্পাধি কোষ্ঠাকৃতি। পদ্মফুলের দল ঝরিয়া গেলে নালের অগ্রভাগে, নালের দিকে ক্রমশঃ ক্ষীণ এবং অগ্রভাগ থালার মত যে একটী প্রত্যঙ্গ (রাঢ়ে ইহাকে "পদ্মের টাটি" বলে) দৃষ্ট হয়, তাহাই পদ্মফুলের পুষ্পাধি। আর যাহাকে ডুমুর বলি তাহাই ডুমুরফুলের পুষ্পাধি। পুষ্পাধি কোষ্ঠাকৃতি হইলেই পুষ্প পুষ্পাধির ভিতরে থাকিবে। যে যে উদ্ভিদের পুষ্পাধি কোষ্ঠাকার তৎসমুদয়েরই ফুল, পুষ্পাধিদ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া আমাদের নয়নগোচর হয় না। অশ্বত্থ, বট ও পাকুড়ের পুষ্পাধি ডুমুরের পুষ্পাধির মত কোষ্ঠাকার ও মাংসল; সুতরাং ডুমুরের ফুলের মত উহাদেরও ফুল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়

না। পুষ্পাধ ছেদন করিলে উহার ভিতরে ফুল দেখা যায়। একটী ডুমুর দ্বিধা ছেদন করিয়া দেখ, ডুমুরের মাংসল পুষ্পধি হইতে বহুসংখ্যক অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকৃতি বস্তু নির্গত হইয়াছে, যাহাদের অগ্রভাগে সর্ষপতুল্য বীজ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই একএকটী বীজ একএকটী ক্ষুদ্রপুষ্পের পরিণতাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব উদুম্বরকে "অপুষ্প" না বলিয়া "গুপ্তপুষ্প" বলা উচিত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, ফল, আঠা, বৃক্ষত্বক্।

বৈদ্যকে উদুম্বর ও কাকোডুম্বরিকার ব্যবহার।

চরক—শ্বিত্রে কাকোডুম্বর—শ্বিত্ররোগে, পুরাণ গুড়সহ ডুমুরের রস বিরেচনার্থ সেব্য (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **যোনিরোগে** উডুম্বরক্ষীর ও ত্বক্—যজ্ঞডুমুরের আঠায় তিল ছয়বার ভাবনা দিয়া, এই তিল হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিবে। যজ্ঞডুমুরের ছালের চতুর্গুণ ক্বাথ সহ ঐ তৈল পাক করিয়া, পিচ্ছিলাদি যোনিতে ধারণ করিতে দিবে (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত—রক্তপিত্তে** যজ্ঞডুমুর—রক্তপিত্তরোগী যজ্ঞডুমুরের ফলের রস পান করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—অত্যগ্নিপ্রশমনার্থ** উডুম্বরত্বক্—যজ্ঞডুমুরের ত্বক্ নারীস্তন্যের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে অত্যগ্নি প্রশমিত হয় (অগ্নিমান্দ্য চিঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** কাকোডুম্বর—ডুমুরের ফলের রস মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্তীর শোণিত-নির্গম নিবৃত্তি পায় (রক্তপিত্ত চিঃ)। (৩) **পিত্তজতৃষ্ণায়** উডুম্বরফল—যজ্ঞডুমুরের পাকাফলের রস কিম্বা ক্বাথ বা শীতকষায় পিত্তজতৃষ্ণার পক্ষে হিতকর (তৃষ্ণা চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—প্রদরে যজ্ঞডুমুর—যজ্ঞডুমুরের ফলের রস মধুসহ পান করিলে প্রদর বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবন কালে রোগী শর্করা ও দুগ্ধসহ অন্ন পথ্য করিবে। (মঃ খঃ৪ ভাঃ)। **বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে** ডুমুরের আঠা—যজ্ঞডুমুরের আঠা ও হিঙ্গুর সহিত আলকুশীর মূল উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক অববাহুক রোগীকে নস্য করাইবে (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) **যোনিগাঢ়ীকরণে** উডুম্বরফল—পলাশবীজ, যজ্ঞডুমুরের ফল, তিলতৈলসহ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক, ইহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে, শিথিল যোনি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)। (৩) **সারমেয়বিষে** ডুমুরের মূল—ডুমুরের মূল—ডুমুরের মূলত্বক্ ও ধুস্তুর বীজ (শোধিত) তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে কুকুরবিষ বিনষ্ট হয় (বিষ চিঃ)। **মাত্রা**—ডুমুর মূলত্বক্ ৪ আনা, ধুস্তুরবীজ ১ আনা।

বক্তব্য—রাজনিঘণ্টুকার তিনপ্রকার ডুমুরের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—উদুম্বর, নদ্যুদুম্বর ও কাকোদুম্বর। আমরা [illegible] বিষয় বলিয়াছি। একণে নদ্যুদুম্বর সম্বন্ধে বলিতেছি। কাণ্ড হ্রস্ব, শাখা ক্ষীণ, [illegible] প্রায় শাখোটবৎ পত্র, [illegible]

এবং কেবল জলাসন্ন ভূমিতে কিম্বা অত্যন্ত আর্দ্রস্থলে, যে একপ্রকার ডুমুরের গাছ দেখা যায় তাহাই নদ্যুদুম্বর। কোচবিহারে লোকে ইহাকে খুস্কি বলে। ইহার ফলের অগ্রভাগ স্থূল ও গোল এবং বৃন্তের দিকে ক্রমশঃ ক্ষীণ। ফলগাত্রে সর্ষপাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অর্ব্বুদ আছে। কাঁচা-ফল হরিদ্বর্ণ, পক্কফল পীতবর্ণ। পক্কফল অতি কোমল—টিপিলে সঙ্কুচিত হয়—ছেদন করিলে ভিতরে ঠিক্ ডুমুরের মত বীজসন্নিবেশ দৃষ্ট হয়। অজ্ঞলোকে নদ্যুদুম্বরকেই বনডুমুর বা বন্য লতা (ত্রায়মাণার ভাষানাম) ভ্রমে ব্যবহার করে। বস্তুতঃ ইহা ত্রায়মাণা নহে। **রক্তবর্গ** যাহাকে "ফিকাস্ কিউনিয়া" বলেন, কোচবিহারে তাহা প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ওয়াইট্ কৃত "ফিকাস্ কিউনিয়ার" অঙ্কনের (৬৪৮ পৃঃ) সহিত কোচবিহারে অস্মদ্দৃষ্ট উদ্ভিদের সর্ব্বথা তুল্যত্ব লক্ষিত হয়। ইহার বাঙ্গলা নাম অজ্ঞাত। রাঢ়ে এইপ্রকার ডুমুর দেখি নাই। ইহার গাছ শাখাবহুল। শাখা ভূমির দিকে আনত। ফল কাকোদুম্বর-ফলবৎ, কেবল পাকিলে লাল হয়—এবং ফলগাত্রে নদ্যুদুম্বর ফলবৎ অর্ব্বুদ, অধিকন্তু অতি সূক্ষ্ম শুভ্র রোম আছে। ফলের ভিতর রক্তবর্ণ। বীজ সন্নিবেশ সর্ব্বথা ডুমুরের মত। উদুম্বরের ত্বক্ পঞ্চবল্কলের অন্তর্তম। সেচন ও ধাবনার্থ পঞ্চবল্কলের কাথ বিসর্প ও প্রদরাদিতে প্রযোজ্য।

Constituents.—Tannin, wax and caoutchouc.

Actions and uses.—Astringent, carminative and stomachic; given in hæmaturia, menorrhagia and hæmoptysis. With cumin and sugar the juice from the root is given in gonorrhœa; a decoction of the root bark with nimado is used as a gargle in salivation, as a wash for ulcers and as an injection in leucorrhœa. The milky juice is given internally as an alterative, tonic and also applied as a lepa to the chest, abdomen and to rheumatic joints, mumps and other glandular enlargements. The application is coverd with a pad of cotton. (*Materia Medica of India*—R. N. Part II., p. 558).

নব্যমত—যজ্ঞডুমুর, কষায়, বায়ুনাশক, আধ্মানহর এবং পাচক। ইহা রক্তমূত্রতা, রক্তপ্রদর, রক্তপিত্ত বা রক্তবমনাদি রোগে সেব্য। **মূলের রস**, চিনি ও কৃষ্ণজীরার সহিত "গণোরিয়া" রোগে সেবনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূলত্বকের কাথ অত্যধিক লালা-স্রুতিতে ("মুখ আসিলে") কবলার্থ, ক্ষত ধাবনার্থ এবং শ্বেতপ্রদরে বস্তিপ্রয়োগার্থ পিচকারী ব্যবহৃত হয়। **আঠা** রসায়ন ও বলকারার্থ সেব্য। সন্ধিগত বাতের স্ফীতি, কর্ণমূলশোথ ও গ্রন্থ্যাদি রোগে যজ্ঞডুমুরে আঠার প্রলেপ দিয়া তুলার দ্বারা প্রলিপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদিত করিবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া— আর, এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫৮ পৃঃ)।

উপোদকী—उपोदकी।

उपोदीकी, उपोदका, पोतकी। Basella Alba. तस्या भेदाः—वनजोपोदकी, क्षुद्रोपोदकी, मूलपोती।

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"उपोदिका पोइ" (डल्वनः सुः टीः सूः ४६ अः)। उपोदकी कषायोष्णा कटुका मधुरा च सा। निद्रालस्यकरी रुच्या विष्टम्भश्लेष्मकारिणी। क्षुद्रोपोदक्या गुणाः—रसवीर्य्यविपाकेषु सदृशी पूर्व्वया त्वियं। 'वनजोपोदकी' तिक्ता कटूष्णा रोचनी च सा। 'मूलपोती' त्रिदोषघ्नी वृष्या वल्या लघुश्च सा। वलपुष्टिकरा रुच्या जठरानलदीपनी। राजनिघण्टुः॥ 'पोतकी' शीतला स्निग्धा श्लेष्मला वातपित्तनुत्। अकण्ठ्या पिच्छिला निद्राशुक्रला रक्तपित्तनुत्। वलदा रुचिकृत् पथ्या वृंहणी। भावप्रकाशः॥ अर्शःसु अतिप्रवृत्ते रक्ते उपोदकी—"* तक्रेणोपदकां सवदराम्ल"। (चिः ८ अः)। (२) अतिसारे उपोदकी—"उपोदकायाः *। * शाकेन *। दधिदाड़िमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्"। (चिः १० अः)। चरकः॥ अर्व्बुदादिषु उपोदका—"उपोदकारसाभ्यक्तास्तत्पत्रपरिवेष्टिताः। प्रणश्यन्त्यचिरान्नृणां पिड़काश्चार्व्बुदादयः"। (श्लीपदाधिकारे)। वङ्गसेनः॥

উপোদকীর ভাষানাম—বাঃ পুঁইশাক্। হিঃ—পোইকা শাক্। মঃ—মায়াঠ্‌ঠু লঘুবথোর। গুঃ—পোথী। সিংহলী—নিবিনি। ফিঃ—পোইকা সাক। বর্ণন—রাজনিঘণ্টুকার উপোদকী, বনজোপোদকী, ক্ষুদ্রোপোদকী ও মূলপোতী এই চারি প্রকার পুঁইশাকের উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা আমরা শাকার্থে ব্যবহার করিয়া থাকি এবং যাহা গৃহে গৃহে পালিত হয় যাহার পাতা প্রায় গোল, বর্ণ গাঢ় হরিৎ, যাহার পক্বফল পীড়ন করিলে বেগুণে রঙের রস নির্গত হয়, তাহারই নাম উপোদকী। আর যাহা আরণ্যলতা, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এবং লাল, তাহার নাম ঈরা (Yerra)। সংস্কৃত নাম কি নিশ্চিত বলা যায় না। বাঙ্‌লা নাম রক্তবর্ণপুঁই। [illegible] বর্গ আরও কএক প্রকার আরণ্য ও পালিত পুঁয়ের বিবরণ লিখিয়াছেন (২১৫ পৃঃ দেখ)। ক্ষুদ্রোপোদকী এবং মূলপোতীর বাঙ্‌লা নাম অজ্ঞাত। ঔষধার্থ ব্যবহার্য্যাঙ্গ—পাত, ফল।

বৈদ্যকে উপোদকীর ব্যবহার।

চরক—**অর্শে** উপোদকী—অর্শোরোগীর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে পুঁইশাক ও কুল, ঘোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **অতিসারে** উপোদকী—পুঁইশাক, দধি ও দাড়িমসহ সিদ্ধ করিয়া, বহু স্নেহসহ ভোজন করাইবে। ইহা প্রবাহিকায় প্রযোজ্য (চিঃ ১০ অঃ। **বঙ্গসেন**—পিড়কা ও অর্ব্বুদাদিতে, পুঁইশাকের রস মাখাইয়া পুঁইপাতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। (শ্লীপদাধিকারে)।

বক্তব্য—চরকের কোন নবীন ব্যাখ্যাতার মতে উপোদিকার ভাষানাম পুদিনা। পুঁই বলিবার কারণ—(১) পূর্ব্বাচার্য্য, উপদিকার ভাষানাম পুঁই লিখিয়াছেন। (২) নিঘণ্টুতে উপোদিকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই ভেদ পুঁইয়েই সঙ্গত হয়—পুদিনা অর্থ করিলে ভেদস্বীকার ব্যর্থ হয়; যেহেতু পুদিনার তত্তৎ ভেদ শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ অজ্ঞাত। (৩) ভাবপ্রকাশকার ইহাকে "পিচ্ছিলা" বলিয়াছেন, পুদিনা পিচ্ছিল নহে। (৪) পুদিনা কটু ও অম্ল; কিন্তু কুত্রাপি উপোদিকাকে কটু বা অম্ল বলা হয় নাই। **চরকোক্ত** কটুকস্কন্ধে মূলক, সর্ষপ, লশুন, করঞ্জ, শিগ্রু, বিবিধ তুলসী পঠিত হইয়াছে, কিন্তু উপোদকীর উল্লেখ নাই। (৫) আকরে শাকবর্গে উপোদিকার গুণ এইরূপ লিখিত আছে—"মধুরা মধুরাপাকে ভেদিনী শ্লেষ্মবর্দ্ধনী। "স্বাদু পাকরসা বৃষ্যা বাতপিত্তমদাপহা। উপোদিকা সদা স্নিগ্ধা বল্যা শ্লেষ্মকরী হিমা" (সুশ্রুত সূঃ ৪৬ অঃ)। পুদিনা কাঁচা খায়—চারক শাকবর্গে উক্ত কোন পত্র শাকেরই কাঁচা খাওয়ার প্রচার আছে বলিয়া জানি না। পক্ষান্তরে মুনি শাকবর্গে শাক পাক করিয়া খাইবারই উপদেশ দিয়াছেন—"স্বিন্নং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাঢ্যন্তৎ প্রশস্যতে"।

উশীরাদি—उशीरादीनि।

वीरणमूलकम्, उशीरम्। Andropogon Muricatus.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"सुगन्धिमूलकम्"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"जलामोदम्"। उशीरं शीतलं तिक्तं दाहभ्रान्तिहरञ्च तत्। वातघ्नं ज्वरल्लमं हन्तु छर्दिं हन्ति योगतः। उशीरं स्वेददौर्गन्ध्यपित्तघ्नं स्निग्धतिक्तकम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ उशीरं शीतलं तिक्तं दाहश्रमहरं परम्। पित्तज्वरार्त्तिशमनं जलशीतगन्धदायकम्। राजनिघण्टुः॥ उशीरं पाचनं शीतं [illegible]

लघु तिक्तकम्। मधुरं ज्वरहृद्दान्तिमदनुत् कफपित्तहृत्। तृष्णास्रविषविसर्प-दाहकृच्छ्रव्रणापहम्। भावप्रकाशः॥ उशीरं स्वेददौर्गन्ध्यदाहपित्तास्ररोग-जित्। राजवल्लभः॥ अथ सुगन्धितृणानां वैद्यकोक्तगुणाः लिख्यन्ते—

१। लामज्जकम्। Andropogon Nardus.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"सुनालम्", "इष्टकापथकम्", "दीर्घमूलम्", "जला-श्रयम्"॥ लामज्जकं भवेत्तिक्तं हिमं वात्यन्तनिश्चते। पित्तप्रशान्तिजननं विष-रक्तविनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ लामज्जकं हिमं तिक्तं मधुरं वात-पित्तजित्। तृड्दाहश्रममूर्च्छार्त्तिरक्तपित्तज्वरापहम्। 'राजनिघण्टुः'॥ लाम-ज्जकं हिमं तिक्तं लघु दोषत्रयास्रजित्। त्वगामयस्वेदकृच्छ्रदाहपित्तास्ररोग-नुत्। भावप्रकाशः॥

२। कत्तृणम् रौहिषम्। Andropogon Laniger.

कत्तृणं श्वासकासघ्नं हृद्रोगशमनं परम्। विसूच्यजीर्णशूलघ्नं कफपित्तास्र-नाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कुतृणं दशनामाख्यं कटुतिक्तकफापहम्। शस्त्रशल्यादिदोषघ्नं बालग्रहविनाशनम्। राजनिघण्टुः॥ रौहिषं तुवरं तिक्तं कटुपाकं व्यपोहति हृत्कण्ठव्याधिपित्तास्रशूलकासकफज्वरान्। भावप्रकाशः॥

३। भद्ररौहिषकम्, दीर्घरौहिषकम्। Andrnpogon, Martine.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दीर्घनालम्", "हृत्कृच्छ्रदम्", "तिक्तसारम्", कुत्-सितम्"॥ दीर्घरौहिषकं तिक्तं कटूष्णं कफवातजित्। भूतग्रहविषघ्नञ्च व्रण-क्षतविरोपणम्। राजनिघण्टुः॥

४। कपटम् (कत्तृणभेदः)। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"गन्धबधूः"। गुणाः—कफवातहरं चोष्णं दीपनं रक्तपित्तजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥

५। शुण्ठः (कत्तृणभेदः)। उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"कश्मीरी"। परि-

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পৃথুকন্দকঃ"। গুণাঃ—কষায়ানুরসঃ স্বাদুঃ শীতলো মূত্রকৃচ্ছ্রহা। রক্তপিত্তহরো গুরুঠো রজঃশুক্রবিশোধনঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥

৬। ভূতৃণঃ। Andropogon, Citrarum. পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"মালাতৃণঃ", "প্রলম্বঃ", "অতিচ্ছত্রকঃ", "গুহ্যবীজঃ", "অতিগন্ধঃ", "পুংস্ত্ববিগ্রহঃ"। উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"শৃঙ্গরোহঃ"। ভূতৃণো লঘুরুষ্ণশ্চ বদ্ধঃ শ্লেষ্মাময়াপহঃ। অস্য প্রয়োগঃ সহসা হন্তি জন্তূন্ সমুত্থিতান্। অন্যচ্চ—ভূতৃণঃ কটুতিক্তশ্চ বাতসন্তাপনাশনঃ। হন্তি ভূতগ্রহাবেশান্ বিষদোষাংশ্চ দারুণান্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ এতেন রাজনিঘণ্টূক্তোর্গতার্থত্বম্। ভূতৃণং কটুকং তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রেচনং লঘু। বিদাহি দীপনং রুক্ষমনেত্র্যং মুখশোধনম্। অবৃষ্যং বহুবিট্কঞ্চ পিত্তরক্তপ্রদূষণম্। ভাবপ্রকাশঃ॥

৭। সুগন্ধভূতৃণঃ। গুণাঃ—গন্ধতৃণং সুগন্ধিস্যাদীষত্তিক্তং রসায়নম্। স্নিগ্ধং মধুরশীতঞ্চ কফপিত্তশ্রমাপহম্। রাজনিঘণ্টুঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—রক্তপিত্তে উশীরম্—"উশীরকালীয়ক *। পৃথক্ পৃথক্ চন্দনতুল্যভাগিকা। সশর্করাস্তণ্ডুলধাবনাপ্লুতাঃ। রক্তং সপিত্তং তমকং পিপাসাং। দাহঞ্চ পীতাঃ শময়ন্তি সদ্যঃ। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) ছর্দ্যাং উশীরম্—সোশীরধান্যং চণকোদকং বা (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ॥ জ্বরে উশীরং—উদকাদ্বিগুণং ক্ষীরং শিংশপোশীরমেব চ। তৎক্ষীরশেষং ক্বথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্। (জ্বর চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥

ভাষানাম—বীরণের মূল বৈদ্যকে উশীর নামে প্রসিদ্ধ। বাঃ—গন্ধবেণার মূল। হিঃ—খশ্, বীরণ, খাণ্ডর। মঃ—কাঠ্‌ঠাবাঠ্‌ঠা। গুঃ—কালোবালো। কঃ—বাসদবেস। তৈঃ—অবরুগটি। তুঃ—বেত্তবের। বম্—খশ্ খশ্। হিঃ—খস্। সিংহলী—বেবিন্দরা।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সুগন্ধিমূলক"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"জলামোদ"

বর্ণনা—বেণার মূলকে হিন্দিতে খশ্ বলে। খশ্ অনেকেই দেখিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে

ঘরের জানালায় এবং গাড়ির ছাদের উপর ধনিগণ খশের টাটি ব্যবহার করেন। জলসিক্ত হইলে খশের টাটি সৌরভে দিক্ আমোদিত করে। বেণারমূল লম্বা ও পীতবর্ণ। খশের আতর বিলাসীর প্রিয়বস্তু। এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে উশীর অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। **ঔষধার্থব্যবহার**—মূল ও তৃণ। **মাত্রা**—কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে উশীরের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে উশীর—উশীর এবং শ্বেত চন্দন সমভাগে তণ্ডুলোদকে উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদক যোগে আপ্লুত করিয়া শর্করাসহ পান করিলে রক্তপিত্তাদি প্রশমিত হয়। (২) **বমনে** উশীর—ছোলাভিজান জলে, উশীর ও ধন্যাক রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ছাঁকিয়া প্রাতে পান করিলে বমন উপশমিত হয়। **ভাবপ্রকাশ জ্বরে** উশীর—শিশুগাছের সারকাষ্ঠ এবং উশীর সমভাগে কুট্টিত করিয়া দ্বিগুণ দুগ্ধসহ মিশ্রিত জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিবে। ইহা পান করিলে জ্বর নিবৃত্তি পায়।

বক্তব্য—প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে অন্যান্য সুগন্ধি তৃণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। এই প্রবন্ধের শিরোদেশে, লামজ্জক, কত্তৃণ, দীর্ঘরোহিষক, কপট, শুণ্ঠ, ভূতৃণ ও সুগন্ধভূতৃণ এই সাতপ্রকার সুগন্ধিতৃণের বৈদ্যকোক্তগুণ ও পরিচয়াদিবোধিকা সংজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। **লামজ্জক**—হিন্দিতেও লামজ্জক বলে। ভাবপ্রকাশকার বলিয়াছেন "লামজ্জকমুশীরবৎ পীতচ্ছবি তৃণবিশেষঃ" লামজ্জক, উশীরের মত পীতবর্ণ তৃণবিশেষ। নিঘণ্টু পাঠে জানা যায়, লামজ্জক "সুনাল", "দীর্ঘমূল" এবং "জলাশ্রয়" অর্থাৎ জলে বা জলাসন্নভূমিতে জন্মে। সুতরাং জানা যাইতেছে, যে বীরণ তুল্য তৃণ, পীতবর্ণ, যাহার উত্তম নাল অর্থাৎ কাণ্ড আছে, যাহার মূল লম্বা হয় এবং যাহা জলে বা জলাসন্ন ভূমিতে জন্মিয়া থাকে তাহাই লামজ্জক। শিবদাস বলেন লামজ্জক সুগন্ধি বীরণমূল, উশীর নির্গন্ধ বীরণমূল। এমত আদৃত হইতে পারে না। নিঘণ্টুকারের মতে উশীরের একটী নাম "সুগন্ধমূলক"। আর নির্গন্ধ বস্তু অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু উশীরের অনুলেপনার্থ ব্যবহার কাব্যশাস্ত্র প্রসিদ্ধ। **কত্তৃণ**—ইহার অপর সংস্কৃত নাম "রোহিষ"। হিন্দিতে ইহাকে "রোহিষ্ তৃণ্" বলে। ছাপরা অঞ্চলে "গুলাব্ কাঁড়া" বলে। রোহিষের পত্রে এবং মূলে গোলাপফুলের গন্ধ আছে বলিয়াই "গুলাব্ কাঁড়া" নাম হইয়াছে। রোহিষতৃণ সুরভি বলিয়া উদ্যানে রক্ষিত হয়। চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস এবং বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের টীকাকার শ্রীকণ্ঠদত্ত উভয়েই কত্তৃণ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—গন্ধতৃণ (কাসাদিকারোক্ত "কতৃণাদি" পাচনের টীকা দেখ)। গন্ধতৃণ

শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ হইতে পারে না; যেহেতু আমরা দেখিয়াছি বৈদ্যকে নানা প্রকার গন্ধতৃণের নাম লিখিত আছে। আজ কাল রাঢ়ে এবং কলিকাতা অঞ্চলে লোকে যে সুগন্ধি তৃণকে "গন্ধতৃণ" বলিয়া থাকে, তাহার পাতা মর্দ্দন করিলে লেবুরমত গন্ধ পাওয়া যায়—ইহা রোহিষতৃণ নহে। রোহিষতৃণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর জন্মিলেও রাঢ়ে বঙ্গে নিতান্ত সুলভ নহে। **ভূতৃণ**—রাঢ়ে এবং কলিকাতা অঞ্চলে ইহা গন্ধতৃণ নামে সুপরিচিত। ইহার পাতা মর্দ্দন করিলে ঠিক্ লেবুর তেলের মত গন্ধ বাহির হয়। রাঢ়ে আরণ্যভূতৃণ দেখি নাই সর্ব্বত্রই উদ্যানে যত্নরক্ষিত অবস্থায় দেখিয়াছি। ইহা একবার রোপণ করিলে বহুকাল থাকে এবং ক্রমশঃ স্তবকারিতা প্রাপ্ত হয়। ভূতৃণের পাতা স্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ এবং স্পর্শে কিঞ্চিৎ কর্কশ। অবশিষ্ট কপটগুণ্ঠাদি তৃণের ভাষানাম আমার অজ্ঞাত। দ্বারবঙ্গ ও ছাপরা অঞ্চলে এক-প্রকার সুগন্ধি আরণ্যতৃণ জন্মে, ইহাকে "মুট্‌মুড়" বলে। মুটমুড় ঘাসে তত্তৎ অঞ্চলের লোকে গৃহচ্ছাদন করে—ঘর ছাওয়ার পর ১০।১২ দিন বেশ গন্ধ থাকে।

ANDROPOGON MURICATUS.

Constituents.—A volatile oil, a resinous substance of a deep red brown colour, a colouring matter, a salt of lime, oxide of iron and woody matters. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 637).

Actions and uses—Tonic stimulant, antispasmodic, diaphoretic, diuretic and emmenagogue; given in flatulence, fever, deranged menstruation, hysteria, convulsions. Rheumatism, gout, &c.; also used in perfumery. (*Meteria Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 637).

ANDROPOGON LANIGER.

Constituents.—The grass contains an essential oil.

Actions and uses.—Tonic, stimulant, diaphoretic and carminative; given in fever, in enlarged glands, dyspepsia, hysteria and cough. A paste of the roots is used as an inunction to the body in fevers. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 636).

ANDROPOGON CITRARUM.

Constituents.—The volatile oil—lemons grass oil, oil of verbena, Indian Melissa oil, contains citrol and is obtained by distillation from the fresh plant. The oil is of a pale sherry colour, and of a pungent and agreeable taste, approaching that of ginger. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 636).

নব্যমত—উশীর (খশ্ খশ্), বল্য, উষ্ণ, আক্ষেপকবায়ুপ্রশমক, ঘর্ম্মপ্রদ, মূত্রকারক ও রজঃপ্রবর্ত্তক। ইহা উদারাধ্মান, জ্বর, রজঃকৃচ্ছ, মূর্চ্ছা, অপস্মার, তড়্কা, বাত, আমবাত প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। উশীর হইতে আতরাদি প্রস্তুত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৬৩৭ পৃঃ)। **রোহিষতৃণ**, বলকারক, উষ্ণ, ঘর্ম্মপ্রদ ও আধ্মানহর। ইহা জ্বর, গ্রন্থিস্ফীতিমূলক কর্ণমূলশোথ, ব্রণাদি রোগ, গ্রহণী, মূর্চ্ছা, অপস্মার এবং কফরোগে ব্যবহৃত হয়। পিষ্ট (জলে বা কাঁজিতে) মূল, জ্বর রোগীর অনুলেপনার্থ প্রশস্ত। (ঐ ২য় খণ্ড ৬৩৬ পৃঃ)।

এরণ্ড—এরণ্ডঃ।

এরণ্ডঃ, রুবুঃ, রুবুকঃ, উরুবূকঃ। Recinus Communis.

তদ্ভেদাঃ—শ্বেতৈরণ্ডঃ, রক্তৈরণ্ডঃ, স্থূলৈরণ্ডঃ। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“উত্তানপত্রকঃ”, দীর্ঘদণ্ডকঃ”, “ত্রিপুটীফলঃ”, “চিত্রবীজঃ”, “স্নেহপ্রদঃ”। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“বাতারিঃ”। এরণ্ডোঽপি রসে তিক্তঃ স্বাদূষ্ণোঽনিল-নাশনঃ। উদাবর্ত্তপ্লীহগুল্মবস্তিশূলান্ত্রবৃদ্ধিনুৎ। গুরুর্বাতপ্রশমনো বিকারাঞ্ছোণিতাজ্জয়েৎ। ‘ফলং’ স্বাদু চ সক্ষারং লঘূষ্ণং ভেদি বাতজিৎ। এরণ্ডযুগলং বৃষ্যং স্বাদু পিত্তসমীরজিৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ শ্বেতৈরণ্ডঃ স কটুকর-সস্তিক্ত উষ্ণঃ কফার্ত্তি।—ধ্বংসং ধত্তে জ্বরহরমরুৎকাসহারী রসাঢ্যঃ। ‘রক্তৈরণ্ডঃ’ শ্বয়থুপচনঃ শান্তিরক্তার্ত্তিপাণ্ডু।—ভ্রান্তিশ্বাসজ্বরকফহরোঽরোচকঘ্নো লঘুশ্চ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ এরণ্ডযুগ্মং মধুরমুষ্ণং গুরু বিনাশয়েৎ। শূল-শোথকটীবস্তিশিরঃপীড়োদরজ্বরান্। ব্রধ্নশ্বাসকফানাহশ্বাসকুষ্ঠামমারুতান্। ‘এরণ্ডপত্রং’ বাতঘ্নং কফক্রিমিবিনাশনম্। মূত্রকৃচ্ছ্রহরঞ্চাপি পিত্তরক্তপ্রকোপনম্। ‘বাতারিগ্রদলং’ গুল্মবস্তিশূলহরং পরম্। কফবাতক্রিমীন্ হন্তি বৃদ্ধিং সপ্তবিধামপি। ‘এরণ্ডফলমত্যুষ্ণং’ গুল্মশূলানিলাপহম্। যকৃৎপ্লীহোদরার্শোঘ্নং কটুকং দীপনং পরম্। তদ্বন্মজ্জা চ বিড্ভেদী বাতশ্লেষ্মোদরাপহঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥ এরণ্ডতৈলং মধুরং গুরু শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনম্। বাতাসৃগ্গুল্মহৃদ্রোগজীর্ণজ্বরহরং পরম্। রাজবল্লভঃ॥

वैद्यके व्यवहारः—ज्वरे एरण्डमूलम्—"एरण्डमूलोत्क्वथितं ज्वरात् सपरिकर्त्तिकात्। पयो विमुच्यते पोत्वा *"। (चिः ३ अः)। (२) प्रवाहिकायां एरण्डमूलम्—"शृतमेरण्डमूलेन * पयः। एवं चोरप्रयोगेण रक्तं पिच्छावशाम्यति। शूलं प्रवाहिकाचैव विवन्धश्चोपशाम्यति" (चिः १० अः)। (३) उदरे एरण्डमूलम्—"* उरुवूकशृतेन वा—(चिः १८ अः)। (४) कासे एरण्डपत्रक्षारः—"एरण्डपत्रक्षारं वा व्योषतैलगुड़ान्वितम्। लिह्यात् *"। (चिः २२ अः)। (५) वातरक्ते एरण्डवीजम्—"चोरपिष्टं * एरण्डस्य फलानि च। कुर्य्यात्कुननिवृत्त्यर्थं *"। (चिः २८ अः)। चरकः॥ वृद्धौ एरण्डतैलम्—"सचोरं वा पिवेन्मासं तैलमेरण्डसम्भवम्।" (चिः १८ अः)। (२) वाताभिष्यन्दो एरण्डः—"एरण्डपल्लवे मूले त्वचि वाजं पयः शृतम्। * सुखोष्णं सेचने हितम्" (उः ८ अः)। सुश्रुतः॥ रात्र्यान्ध्ये एरण्डपत्रम्—"* पल्लवानि च भक्षयेत्। तथातिमुक्तकैरण्ड *"। (उ १३ अः)। वाग्भटः॥ ज्वरदाहे एरण्डपत्रम्—"ततोदाहे तु सञ्जाते पत्रैरेरण्डसम्भवैः। शीतलैर्वारितैरङ्गे दाहं तस्यापनोदयेत्" (मः खः १म भाः)। (२) कटोशूले गृध्रस्यां च एरण्डवीजम्—"निष्कुष्यैरण्डवीजानि पिष्ट्वा चोरे विपाचयेत्। तत्पानन्तु कटीशूले गृध्रस्यां परमौषधम् (मः खः २य भाः)। (३) आमवाते एरण्डतैलम्—"आमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः। एक एव निहन्ताशु एरण्डगजकेशरो—(मः खः २य भाः)। (४) शूले एरण्डमूलम्—"विश्वमेरण्डजं मूलं क्वाथयित्वा जलं पिवेत्। हिङ्गुसौवर्चलोपेतं सद्यः शूलनिवारणम्। (मः खः ३य भाः)। (५) स्थौल्ये एरण्डमूलम्—"यद्वोरुवूकमूलं मधुदिग्धं स्थाप्यते निशां सकलाम्। तस्य सलिलस्य पानाज् जठरे वृद्धिं शमं याति" (मः ३य भाः)। भावप्रकाशः॥ शूले एरण्डतैलम्—"तैलमेरण्डजं वापि मधुकक्वाथसंयुतम्। शूलं पित्तोद्भवं हन्याद् गुल्मं पैत्तिकमेव च"। (शूल चिः)। चक्रदत्तः॥ मेदोवृद्धिविनाशाय वातारिपत्रक्षारः—"क्षारं वातारिपत्रस्य हिङ्गुयुक्तं पिवेन्नरः। मेदोवृद्धिविनाशाय भक्तमण्डसमन्वितम्" (मेदोऽधिकारः)। (२) कर्णशूले एरण्डपत्रम्—"एरण्डपत्रपुटपाकविपाचिताम्बु।-तुल्यार्द्रकस्य सलिलं मधुकेन मिश्रम्। पक्वा

च तैललवणेन युतं सुखोष्णम्। कर्णौ रुजं हरति नत्‌सलमेव हस्तम् (कर्ण-रोगाधिकारः)। (২) नवहृक्षोपि एरण्डपत्रम्—"एरण्डपत्रममकरसोऽथवा सैन्धव-संयुक्तः। नवहृक्षोपशमनः * (नेत्ररोगाधिकारः)। वङ्गसेनः॥

এরণ্ডের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"উত্তানপত্রক," "দীর্ঘদণ্ডক," "ত্রিপুটীফল," "চিত্রবীজ," "স্নেহপ্রদ"। **গুণপ্রকাশিকা—সংজ্ঞা**—"বাতারি"। **ভাষানাম**—এরণ্ড, বৈদ্যকে রুবু, রুবুক এবং উরুবুক নামে ভূরি প্রযুক্ত। বাঃ—তেলভ্যারেণ্ডা। কোঃ—হেণ্ডা। হিঃ—অণ্ডসফেদ, অণ্ডলাল। মঃ—এরণ্ড, এরণ্ডোলী। গুঃ—ধোলো এরণ্ড, রাতোএরণ্ড। কঃ—এরণ্ডু, আওলকে। তৈঃ—আমুডামু, আমিদপু চেট্টু। ফাঃ—বেন্দজীর, সুখ্মোবেন্দজীর। অঃ—খির্বা, হবুল খিরূবা। **হিঃ—অণ্ড সফিদ্, অণ্ড লাল্। সিংহলী—এঁডরু।**

বর্ণন—এরণ্ডের গাছ ৬।৭ হাত উচ্চ হয়। কোমলকাণ্ডে ও পত্রবৃন্তে শুভ্রধূলিবৎ বস্তু লিপ্ত থাকে। ইহার **পাতা** খুব চৌড়া এবং দেখিতে পঞ্চাঙ্গুলসনাথ পাণির ন্যায়। **পত্রবৃন্ত** অতি দীর্ঘ এবং ফাঁপা। **ফলের** গায়ে হরিদ্বর্ণের উচ্চ কোমল কাঁটা থাকে। **বীজ** কটা ও কাল চিহ্নে চিত্রিত। এরণ্ডের গাছ অতি সত্বর বর্দ্ধিত হয়। কুৎসিত ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানেও অতি আনন্দে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়াই বোধ হয়, কোন রসজ্ঞ, এরণ্ডকে "তুচ্ছদ্রুম" বলিয়াছেন। নচেৎ উপকারিতায় এরণ্ড তুচ্ছ নহে। রক্তৈরণ্ড সর্ব্বথা শ্বেতৈরণ্ড তুল্য। কেবল ইহার কোমলকাণ্ড রক্তাভ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্, পত্র, বীজ, তৈল। **মাত্রা**—মূলত্বক্ কল্ক ¼—½ তোলা, মূলত্বক্ ক্বাথ ৫—১০ তোলা, মূলত্বক্ স্বরস ১—২ তোলা। পত্রকল্ক ১—২ তোলা, পত্রক্ষার ¼—½ তোলা। বীজ শস্য ২টা—৬টা। তৈল ২½ তোলা হইতে ৪ তোলা।

বৈদ্যকে এরণ্ডের ব্যবহার—

চরক—জ্বরে এরণ্ডমূল—জ্বররোগীর মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া থাকিলে ক্ষীর-পরিভাষানুসারে প্রস্তুত এরণ্ড মূলত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **প্রবাহিকায়**—এরণ্ডমূল—মল বদ্ধ থাকিয়া শূল ও রক্তযুক্ত প্রবাহিকা ("আমাশয়") জন্মিলে ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক্ব এরণ্ডমূলত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) **উদররোগে** এরণ্ডবীজ—ক্ষীর পরিভাষানুসারে এরণ্ডবীজের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে গিরোদর প্রশমিত হয় (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) **কাসে** এরণ্ডপত্র ক্ষার—এরণ্ড-পত্রের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষার, ত্রিকটু, তিল তৈল এবং পুরাণগুড়সহ কাসরোগী সেবন করিবে

(চিঃ ২২ অঃ)। (৫) **বাতরক্তে** এরণ্ডবীজ—বাতাধিক বাতরক্তের বেদনা প্রশমনার্থ দুগ্ধপিষ্ট এরণ্ড বীজের প্রলেপ দিবে (চিঃ ২৯ অঃ)। **সুশ্রুত—বৃদ্ধি** রোগে এরণ্ড-তৈল—বাতজ বৃদ্ধিরোগে দুগ্ধের সহিত একমাস এরণ্ডতৈল পান করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)। **বাতাভিষ্যন্দি**রোগে এরণ্ড—এরণ্ডপত্র, মূল, বা ত্বক্ ছাগীদুগ্ধে পাক করিয়া, সুখোষ্ণ থাকিতে, চক্ষুতে ঐ দুগ্ধ সেচন করিবে। **বাগ্ভট—রাত্র্যান্ধ্যে** এরণ্ডপত্র—যে রাত্রিতে দেখিতে পায় না, তাহাকে ঘৃতভর্জিত এরণ্ডপত্র সেবন করাইবে। (উঃ ১৩ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—জ্বরের দাহে** এরণ্ড পত্র—জ্বররোগীর দাহনিবৃত্তির জন্য তাহাকে এরণ্ডপত্রোপরি শয়ন করাইবে, কিম্বা গাত্রে এরণ্ডপত্র স্থাপন করিবে (মঃ খঃ ১ ভাঃ)। (২) **গৃধ্রসী ও কটীশূলে** এরণ্ডবীজ—এরণ্ডবীজের পায়স প্রস্তুত করিয়া, কটীশূলী ও গৃধ্রসী রোগী সেবন করিবে (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৩) **আমবাতে** এরণ্ড—শরীরবনচারী আমবাতগজের এরণ্ডই একমাত্র বিনাশক (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৪) **শূলে** এরণ্ডমূল—শুঠ এবং এরণ্ডমূলত্বকের কাথ, হিঙ্গু ও সচললবণযোগে পান করিলে, সদ্যঃ শূল নিবারিত হয় (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। (৫) **স্থৌল্যে** এরণ্ডমূল—কোমল এরণ্ডমূল উত্তমরূপ ধৌত করিয়া, রাত্রিতে মধু লিপ্ত করিয়া রাখিবে। উহা হইতে যে রস নিঃসৃত হইবে, প্রাতে তাহা পান করিলে, জঠরের মেদোবৃদ্ধি হ্রাস পায় (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। **চক্রদত্ত—শূলে** এরণ্ডতৈল—যষ্টিমধুর কাথ যোগে এরণ্ডতৈল পান করিলে পিত্তজশূল এবং পৈত্তিক গুল্ম প্রশমিত হয়। (শূল চিঃ)। **বঙ্গসেন—মেদোবৃদ্ধি**রোগে এরণ্ডপত্র ক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ এরণ্ডপত্রের ক্ষার, হিঙ্গুযুক্ত করিয়া অন্নমণ্ডের সহিত সেবন করিবে (মেদোঽধিকার)। (২) **কর্ণশূলে** এরণ্ডপত্র—এরণ্ডপত্রের পুটপক্করস ও আদার রস সমভাগে লইয়া, যষ্টিমধুর কল্কসহ পাক করিবে। ইহার সহিত তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ যোগ করিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে পূরণ করিলে তৎক্ষণাৎ কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (কর্ণরোগাধিকার)। (৩) **নবদৃষ্ট্যোপে** এরণ্ডপত্র—সৈন্ধবযুক্ত এরণ্ডপত্ররস, নূতন "চোকুউঠার" পক্ষে হিতকর (নেত্ররোগাধিকার)।

Constituents.—Fixed oil 45 p. c. an inert alkaloid, recinin, proteids, 20 p. c.; starch, mucilage, sugar, ash 10 p. c.; also a poisonous aluminoid principle called ricin.

Actions and uses.—All the constituents of the seeds except the oil are drastic, generally given with ginger tea or with dicoction of deshmuladi kvath. The oil is non-irritant; when it reaches the duodenum it is decomposed by the pancreatic juice into recinoleic acid which irritates the bowels, stimulates the intestinal glands and the

muscular coat and cause purgation ; it does not stimulate the liver. It acts in 4 or 5 hours, causing liquid staols without pain or griping and has a sedative effect on the intestines. With glycerine the effects of the oil are increased. Recinoleic acid is absorbed into the blood tissues and is excreted with the human milk which when sucked imparts to the child its purgative action. Ricin, a toxic ferment is a violent irritant of the intestines, kidneys and bladder. It gives rise to inflammation of the bile duct and very often to jaundice and to dysuria. The oil is best given in flatulence, constiveness, fever, rheumatism and in inflammation of the genito-urinary organs and Nephritis, Cystitis, Gonorrœa, Calculi, Stricture of rectum or urethra. In Diarrhœa due to the presence of irritating substances in the intestines leading to congestion or to excessive secretions it acts without exhausting the strength. It is used after operations on the abdominal or pelvic viscera. It overcomes constipation of Typhoid fever, during pregnancy and before labour and in post-partem conditions. In intestinal or renal colic it is given with the juice of fresh ginger with prompt relief. It expels lumbrici. In Enteritis, Peritonitis and Dysentery it is given with laudanum. If depresssion exists, oil of turpentine 5 to 10 ms. may be added. A poultice of the crushed seeds is used to promote suppuration, to mature boils and to reduce gouty and rheumatic swellings ; as a galactagogue varalians or poultices of the leaves are applied to the hypogastrium to increase the flow of menses. The root bark is an alterative and given in chornic visceral enlargements and in chronic skin diseases. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 553).

নব্যমত—তৈল ভিন্ন, এরণ্ডবীজের যাবতীয় উপাদান অতিবিরেচক, এরণ্ডতৈল—সচরাচর, আদার রস, (নারিকেলোদক), চা কিম্বা দশমূলের কাথ সহ পান করা হয়। এই তৈল উত্তেজক নহে ; পীত এরণ্ডতৈল গ্রহণীতে (Duodenum) উপস্থিত হইলে প্যাঙ্ক্রিয়াসের রসের সহিত একীভূত হইয়া রেশিনোলিক্ এসিডে পরিণত হয়। এই এসিড্ অন্ত্র, অন্ত্রের পেশীরচিত আবরণ এবং অন্তস্থিত গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করে ; সুতরাং বিরেচনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, ইহা যকৃতের কার্য্যশক্তি বর্দ্ধিত করে না। তৈলপানের ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই বিরেচন আরম্ভ হয় এবং শূল ও কুন্থন বিনা তরল মল নির্গত হইয়া থাকে। এই তৈল অন্ত্রের অবসাদ আনয়ন করে ; অতএব এরণ্ডতৈলকৃত বিরেচনের পর প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয়। এরণ্ডতৈলের সহিত গ্লিসিরীণ মিশ্রিত করিলে

তৈলের রেচনী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রেশিনোলিক্ এসিড্, রক্ত ও বিভিন্ন শরীর-কলা (Tissues) দ্বারা শোষিত এবং নারী-স্তন্যের সহিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই স্তন্য পান করিলে স্তন্যপায়ী শিশুরও বিরেচন হয়। এরণ্ডতৈল, উদরাধ্মান, কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, বাত, মূত্রোৎপাদক ইন্দ্রিয়ের প্রদাহ, বস্তির প্রদাহ (মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রাঘাত), "গণোরিয়া" অশ্মরী এবং গুদ ও মূত্রমার্গের সঙ্কোচোৎপাদক পীড়ায় (Stricture) প্রশস্ত। অন্ত্রের উত্তেজনার হেতুভূত কোন বস্তু অন্ত্রে থাকিলে, অন্ত্রে রক্তাধিক্য কিম্বা অতিসার হয়। এই অবস্থায় এরণ্ডতৈল পান করাইবে। কোষ্ঠের (abdominal or pelvic viscera) শস্ত্রোপচারের পর এরণ্ডতৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টাইফয়েড্ জ্বরের, গর্ভাবস্থার এবং প্রসবের পূর্ব্বের ও পরের কোষ্ঠবদ্ধ, এরণ্ডতৈল পানে জয় করা যায়। শূল বিশেষে (intestinal or renal Colic) আদার রসের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে তৎক্ষণাৎ শূল প্রশমিত হয়। এরণ্ডতৈল অন্ত্রস্থ দীর্ঘবৃত্ত ক্রিমিকে পাতিত করে। অন্ত্রপ্রদাহ (Enteritis) অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ (Peritonitis), আম ও রক্তাতিসারে "লডেনমের" সহিত এরণ্ডতৈল সেব্য। রোগীর অবসন্নতা দৃষ্ট হইলে ৫-১০ বিন্দু তার্পিণতৈল উহার সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে। পিষ্ট এরণ্ড**বীজের** প্রলেপ, পাকোন্মুখ স্ফোটককে সত্বর পরিপক্ক এবং বাতের স্ফীততা হ্রাস করে। স্তন্যদাত্রী নারীর স্ফীতি ও বেদনান্বিত স্তনে উষ্ণ এরণ্ড**পত্র** স্থাপন কিম্বা উহার প্রলেপ দিলে স্তন্যস্রাব করাইয়া স্ফীতি ও বেদনা প্রশমিত করে। উষ্ণ এরণ্ডপত্র বস্তিদেশে স্থাপন করিলে আর্ত্তব রজঃস্রাব বর্দ্ধিত হয়। এরণ্ড-**মূলত্বক** রসায়ন, অপিচ ইহা পুরাণ প্লীহাযকৃদ্বৃদ্ধি কিম্বা চিরজাত চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩।

এর্ব্বারু প্রভৃতি—एर्व्वारुप्रभृतयः।

कर्कटी, ए(उ)र्व्वारुः। Cucumis Utillissimus.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"लोमशा," "तोयफला"। उर्व्वारुकं पित्तहरं सुशीतलम्। मूत्रामयघ्नं मधुरं रुचिप्रदम्। सन्तापमूर्च्छापहरञ्च ढमिदम्। वातप्रकोपाय घनन्तु सेवितम्। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च। कर्कटी शीतला रूक्षा ग्राहिणी मधुरा गुरुः। रुच्या पित्तहरा आमा पक्वा तृष्णाग्नि-पित्तकृत्। भावप्रकाशः। अथ त्रपुसस्य तद्विशेषाणां वालुकादीनाञ्च चैव-

कोलगुणाः लिख्यन्ते —(१) 'त्रपुसं' छर्द्दिहृत् प्रोक्तं मूत्रवस्तिविशोधनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ स्यात् त्रपुसीफलं रुच्यं मधुरं शिशिरं गुरु। भ्रमपित्तविदाहार्त्तिशान्तिहृद्वहुमूत्रदम्। राजनिघण्टुः॥ (२) 'वालुकगुणाः'—रक्तपित्तहरं भेदि लघूष्णं पक्व मग्निकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ वालुकी मधुरा शीताऽऽध्मानहृद्या श्रमापहा। पित्तप्रशमनी रुच्या कुरुते कासपीनसौ। राजनिघण्टुः॥ (३) 'कर्कटी' मधुरा शीता त्वतिक्ता कफपित्तजित्। रक्तदोषहरा पक्वा मूत्ररोधार्त्तिनाशनी। मूत्रावरोधशमनं वहुमूत्रकारि। कृच्छ्राश्मरीप्रशमनं विनिहन्ति पित्तम्। वान्तिश्रमघ्नवहुदाहनिवारि रुच्यम्। श्लेष्मापहं लघु च कर्कटिकाफलं स्यात्। राजनिघण्टुः॥ (४) 'षड्भुजागुणाः'—तिक्तं वाल्ये तदनु मधुरं किञ्चिदम्लञ्च पाके। निष्पक्वं चेत्तदमृतसमं तर्पणं पुष्टिदायि। वृष्यं दाहश्रमविशमनं मूत्रवृद्धिञ्च धत्ते। पित्ताध्मादापहरकफदं षाड्भुजं वीर्य्यकारि। राजनिघण्टुः॥ (५) 'शीर्णवृन्तं' लघु स्वादु भेद्युष्णं वह्निपित्तकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ (६) 'मृगाक्षी' कटुका तिक्ता पाकेऽम्ला वातनाशनी। पित्तकृत् पीनसहरा दीपनी रुचिकृत् परा। राजनिघण्टुः॥ (७) 'चीनाकर्कटिका' रुच्या शिशिरा पित्तनाशनी मधुरा तृष्णिदा हृद्या दाहशोषापहारिणी। राजनिघण्टुः॥ (८) 'चिर्भिटं' मधुरं रुक्षं गुरु पित्तकफापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ वाल्ये तिक्ता चिर्भिटा किञ्चिदम्ला। गौल्योपेता दीपनी सा च पाके। शुष्का रुक्षा श्लेष्मवातारुचिघ्नी। जाड्यघ्नी सा रोचनी दीपनी च। राजनिघण्टुः॥ (९) 'गोपालकर्कटी' शीता मधुरा पित्तनाशनी। मूत्रकृच्छ्राश्मरीमेहदाहशोषनिवर्त्तनी। राजनिघण्टुः॥ (१०)'डङ्गरी' शीतला रुच्या दाहपित्तास्रदोषजित्। शोषहृत् तर्पणी गौल्या जाड्यहा मूत्ररोधनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ वालं डाङ्गरिकं फलं सुमधुरं शीतञ्च पित्तापहम्। तृष्णा दाहनिर्वहणं च रुचिकृत् सन्तर्पणं पुष्टिदम्। वीर्य्यौघप्रकरं वलप्रदमिदं भ्रान्तिश्रमध्वंसनम्। पक्वं चेत् कुरुते तदेव मधुरं तृड्दाहरक्तं गुरु। राजनिघण्टुः। वल्लीफलानां प्रवरं (११) 'कुष्माण्डं' वातपित्तजित्। वस्तिशुद्धिकरं वृष्यं पथ्यं चेतोविकारजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। मूत्राघातहरं प्रमेहशमनं कृच्छ्राश्मरी छेदनम्। विलूतं व्यपनं तृषार्त्तिशमनं बीर्य्याङ्गपुष्टिप्रदम्। वृष्यं वातुतत्वरोचकहरं वल्यञ्च पित्तापहम्। कुष्माण्डं प्रवरं वदन्ति भिषजो वल्लीफलानां

पुनः। राजनिघण्टुः॥ (१२) 'मांसलफलगुणाः' – कलिङ्गो मधुरः शीतः पित्तदाह-श्रमापहः। गुरुः सन्तर्पणो वल्यो वीर्य्यपुष्टिविवर्द्धनः। राजनिघण्टुः॥ वन्ध्यकर्कोटकीगुणाः—नागारिर्लूताविषजिद्धन्ति श्लेष्मविषद्वयम्। धन्वन्तरीय-निघण्टुः। (१३) 'वन्ध्यकर्कोटकी' तिक्ता कटूष्णा च कफापहा। स्थावरादिविषघ्नी च शस्यते सा रसायने। राजनिघण्टुः॥ (१४) 'कर्कोटकी' कटूष्णा च तिक्ता विषविनाशनी। वातघ्नी पित्तहृच्चैव दीपनी रुचिकारिणी। कर्कोटकीयुगं तिक्तं हन्ति श्लेष्मविषद्वयम्। मधुना च शिरोरोगे कन्दस्तस्याः प्रशस्यते। धन्वन्तरीय-निघण्टुः। (१५) करकागुणाः—कारवल्ली सुतिक्तोष्णा दीपनी कफवातजित्। अरोचकहरा चैव रक्तदोषकरी च सा। राजनिघण्टुः॥ (१६) 'कुडुहुञ्ची'—कटूष्णा तिक्ता रुचिकारिणी च दीपनदा। रक्तानिलदोषकरी पथ्याऽपि सा फले प्रोक्ता। कारलीकन्दमर्शोघ्नं मलरोधविशोधनम्। योनिनिर्गतदोषघ्नं गर्भस्राव-विषापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥

वैद्यके व्यवहारः—अश्मरीशर्कराकृच्छ्रेषु एर्व्वारुवीजम्—"एर्वारुवीजं * * *। द्राक्षारसेनाश्मरीशर्करासु सर्व्वेषु कृच्छ्रेषु प्रशस्त एषः"। (चिः २६ अः)। चरकः॥ मूत्ररोधजे उदावर्त्ते एर्व्वारुवीजम्—"एर्व्वारुवीज-तोयेन पिवेद्वालवणोकृतम् (उः ५५ अः)। (२) मूत्रघाते एर्व्वारुवीजम्—"कल्कमेर्व्वारुवीजानामक्षमात्रं ससैन्धवम्। धान्याम्लयुक्तं पीत्वैव मूत्रकृच्छ्रात् प्रमुच्यते (उः ५८ अः)। सुश्रुतः॥

এর্বারু প্রভৃতির ভাষানাম—এর্ব্বারুকে বাঙ্লায় কাঁকুড় বলে। হিঃ—কাকড়ী। মঃ—কাঁকড়ী। গুঃ—কাঁকড়ী। কঃ—ক্যেয়সৌত। তৈঃ—দোসকায়া। কাঃ—থ্যাট্‌জাব্। অঃ—কিস্‌সাকদস্। ত্রপুসের ভাষানাম—বাঃ—শশা। হিঃ—ক্ষীরা। মঃ—তবসে। গুঃ—তাঁসলী। কঃ—তসেঁয় কায়ি। তৈঃ—দোজকইথ। ওাঃ—মহেবেহরিকোঙ্কণো। কাঃ—শিয়ারখুদ। চির্ভিটের ভাষানাম—বাঃ—ফুটী। হিঃ—কচরিয়া, গুরুতীহ। মঃ—চিবুড। গুঃ—চিভডাং। তৈঃ—বুডরঙ্গ পণ্ডু। খড়ু-ভুজার ভাষানাম—বাঃ—খর্মুজ। হিঃ—খরবুজা। মঃ—খর্বুজ। গুঃ—[illegible] শকরটেটী। কঃ—ষড়ঙ্গসৌতে। তৈঃ—খরবুজং। ফাঃ—খুরপুজা। অঃ—বিত্তি[illegible] মাংসল ফল বা কলিঙ্গের ভাষানাম—বাঃ—তর্মুজ। হিঃ—তর[illegible] মঃ—কলিঙ্গড। গুঃ—তড়বুচ। কঃ—কোণ্ডে। তৈঃ—তরবুজং পুচ্চকায়া। [illegible]

ফাঃ—হিন্দবানা। অঃ—বত্তিখহিন্দী। **ভেদ**—নিঘণ্টু গ্রন্থে পঞ্চদশ প্রকার ত্রপুষ বিশেষের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—(১) ত্রপুষ, (২) বালুক, (৩) কর্কটী, (৪) ষড়্ভুজা, (৫) শীর্ণবৃন্ত, (৬) মৃগাক্ষী, (৭) চীনাকর্কটিকা, (৮) চির্ভিট, (৯) গোপালকর্কটী, (১০) ডঙ্গরী, (১১) মাংসলফল, (১২) বন্ধ্যাকর্কোটকী, (১৩) কর্কোটকী, (১৪) করকা, ও (১৫) কুডুহুঞ্চী। **বর্ণন—শশা** অনেক রকম আছে। এক রকম শশা লম্বা এবং মোটা হয়, রাঢ়ে ইহা "পাঁড়শশা" নামে খ্যাত। এ শশা শরৎকালে পরিপক্ক হয়—পরিপক্কবস্থায় ইহা অম্লাস্বাদ হইয়া থাকে। "পাঁড়শশা" অপেক্ষা ছোট ও ক্ষীণ শশা যদি শাদা রঙের হয় তাহাকে রাঢ়ে "দুদে শশা" বলে। ইহাও শরৎকালে জন্মে। যে শশা চারি অঙ্গুলি হইতে দ্বাদশাঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ হয় না, কিন্তু স্থূলত্বে "দুদে শশার" মত তাহার নাম "ক্ষিতি শশা"। ক্ষিতি শশা চৈত্র বৈশাখে প্রচুর জন্মে। রাঢ়ে প্রসিদ্ধ দামোদর নদের কূলে বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকাতে, অতি সুস্বাদু "ক্ষিতি শশা" জন্মে। **কাঁকুড়** স্থূল ও খর্ব্বাকৃতি। **কাঁকড়ী** দীর্ঘ, ক্ষীণ ও রেখাবন্ধুর। কাঁকড়ী তিক্ত হইলে তিৎকাঁকড়ী বলে। **ফুটী** পক্কাবস্থায় স্বয়ং ফাটিয়া যায়। পক্কাবস্থায় স্বয়ং না ফাটিলে এবং ঈষদম্লাস্বাদ হইলে, "**গুমুক**" বলে। স্বাদে তিক্ত ও আকারে ক্ষুদ্র হইলে, "বনগুমুক" বলে। **তরমুজ** রাঢ়ে দুই প্রকারের দেখিয়াছি। এক প্রকার তরমুজের বীজ, পাকিলে কাল হয়, অন্য প্রকারের লাল হয়। কাল বীজের তরমুজকে রাঢ়ের কৃষকেরা **খর্মুজ** বলে। আমরা চির্ভিটের বাঙ্‌লা যে খর্মুজ লিখিয়াছি, সে এ খর্মুজ নহে। উহা লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের খর্মুজা বুঝিতে হইবে। কর্কোটকীর বাঙ্‌লা নাম **কাঁকরোল**। যে কাঁকরোলের গাছে ফল হয় না তাহাকে **বন্ধ্যাকর্কোটী** বলে। কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং রঙ্গপুর অঞ্চলে কাঁকরোলের রীতিমত আবাদ হইয়া থাকে এবং বাজারে বিক্রীত হয়। গ্রীষ্মকালে কাঁকরোলের লতা বর্দ্ধিত হয় এবং বর্ষায় ফল প্রসব করে। কাঁকরোলের ফল অণ্ডাকার এবং গায়ে কোমল কাঁটা থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। রাঢ়ে যাহাকে "খিকরলা" বলে, আমার বোধ হয় তাহাও এক প্রকার আরণ্যকর্কোটকী মাত্র।

বৈদ্যকে এর্ব্বারুর ব্যবহার।

চরক—মূত্রকৃচ্ছ্রে এর্ব্বারুবীজ—কিস্‌মিসের কাথের সহিত এর্ব্বারুবীজ উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত—মূত্ররোধজ উদাবর্ত্তরোগে** এর্ব্বারুবীজ—জলের সহিত এর্ব্বারুবীজ পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে মূত্ররোধজাত উদাবর্ত্তে পান করিবে (উঃ ৫৫ অঃ)। (২) **মূত্রাঘাতে** এর্ব্বারুবীজ—এর্ব্বারুবীজ দুই তোলা কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে পেষণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ)।

বক্তব্য—চরক ফলবর্গে এর্ব্বারু প্রভৃতি পাঠকরেন নাই। মূত্রবিরেচনীয় বর্গেও চরক, এর্ব্বারু ত্রপুসের উল্লেখ করেন নাই। চরক, কর্কারু ও চির্ভিট শাক অতিসারে ব্যবহার করিয়াছেন (চিঃ ১০ অঃ)। **সুশ্রুত** বলেন "ত্রপুসের্ব্বারুকর্কারুকতুম্বী-কুষ্মাণ্ডস্নেহাঃ মূত্রসঙ্গেষু" (চিঃ ৩১ অঃ)। ত্রপুস এর্ব্বারু কর্কারু তুম্বী ও কুষ্মাণ্ড বীজের তৈল মূত্ররোধে হিতকর।

এলা—এলা।

সূক্ষ্মৈলা, বহুলা, ত্রুটিঃ। স্থূলৈলা, ত্রিপুটা, পৃথ্বীকা। Elettaria Cardamomum, Amomum Subelatum.

তদুৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"দ্রাবিড়ী"। সূক্ষ্মৈলা মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নী শ্বাসকাসক্ষয়ে হিতা। সূক্ষ্মৈলা শীতলা স্বাদু হৃদ্যা রোচনদীপনী। স্থূলৈলাগুণাঃ—এলা তিক্তা চ লঘ্বী স্যাৎ কফবাতবিষব্রণান্। বস্তিকণ্ডূরুজোহন্তি মুখমস্তক শোধনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। এলাদ্বয়ং শীতলতিক্তমুক্তং। সুগন্ধি পিত্তার্ত্তি-কফাপহারি। করোতি হৃদ্রোগমলার্ত্তিবস্তিপুংস্ত্বঘ্নমত্র স্থবিরা গুণাঢ্যা। রাজনিঘণ্টুঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—মূত্রত্বভিহতে এলা—"এলামপ্যথ মদ্যেন *"। (উঃ ৫৫ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ কফজে মূত্রকৃচ্ছ্রে এলা—"পিবেন্মদ্যেন সূক্ষ্মৈলাং ধাত্রীফলরসেন বা"। (চিঃ ১১ অঃ)। বাগ্ভটঃ॥

হৃদ্রোগে সূক্ষ্মৈলা—"সূক্ষ্মৈলা মাগধীমূলং প্রলীঢ়ং সর্পিষা সহ। নাশয়ত্যাশু হৃদ্রোগং গুল্মানপি বিশেষতঃ"। (হৃদ্রোগাধিকারে)। বঙ্গসেনঃ।

ছোট এলাচকে সংস্কৃতে সূক্ষ্মৈলা, বহুলা ও ত্রুটি এবং বড় এলাচকে, স্থূলৈলা, ত্রিপুটা ও পৃথ্বিকা বলে। টীকাকারগণ এলা শব্দের অর্থ সূক্ষ্মৈলা লিখিয়াছেন (ভানুমতী—এলাদিগণ)। কাব্যেও সূক্ষ্মৈলা অর্থে এলাশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—"এলালতাস্ফালনলব্ধগন্ধঃ" (মাঘ ৩য় সর্গ)—এখানে এলালতা শব্দে সূক্ষ্মৈলালতা। নচেৎ লব্ধগন্ধ পদের অর্থ হয় না। সূক্ষ্মৈলা-লতাই সুগন্ধি স্থূলৈলার পত্রাদি সুগন্ধি নহে। দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন হয়, এজন্ত ছোট এলাচের নাম "দ্রাবিড়ী"। **বড় এলাচের ভাষানাম—হিং—বড়িইলায়চি, বাল**

ইলায়চি। মাঃ—থোরবেলা, বেলদোডে। গুঃ—মোটীএলাচী, এলচা। কঃ—পরডুলকী। তৈঃ—পেদ্দ এলাকুলু। তাঃ—এলম্। ফাঃ—হৈলকলাং। অঃ—কাকুলে কিবার্। **ছোট-এলাচের ভাষানাম**—হিঃ—ছোটী ইলায়চি, গুজরাতি ইলায়চি। মঃ—বেলচি। গুঃ—এলচি কাগদী। তৈঃ—এলাকু। দ্রাঃ—এলোকুল্লকাপু। ফাঃ—হৈল্। অঃ—কাকিলেসিগার্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ। **মাত্রা**—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে এলার ব্যবহার।

সুশ্রুত—মূত্রাভিহতে এলা—আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন মদ্যের সহিত ছোট এলাচের চূর্ণ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৫ অঃ)। **বাগ্‌ভট—মূত্রকৃচ্ছ্রে** এলা—কফজমূত্রকৃচ্ছ্র রোগী আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন প্রকার মদ্য কিম্বা আমলকীর রসের সহিত ছোটএলাচ চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। **বঙ্গসেন—হৃদ্রোগে সূক্ষ্মেলা**—ছোটএলাচ চূর্ণ এবং পিপুলমূলচূর্ণ সমভাগে লইয়া গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিবে। ইহা হৃদ্রোগ ও গুল্মের পক্ষে হিতকর (হৃদ্রোগাধিকার)।

বক্তব্য—চরক, বিষয়, শ্বাসহর ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন বর্গে এলা পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)।

Constituents—Fixed oil 10 p.c., volatile oil—the active prineiple 5 p. c., potassium salt 3 p. c., starch 3 p. c., nitrogenous mucilage 2 p. c., yellow colouring matter, ligneous fibre 77 p. c., and ash 6 to 10 p. c., containing manganese. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 597).

Actions and uses.—Carminative stomachic, stimulant, aromatic and masticatory ; used for the same purpose as other carminatives. As a corrective it is given in flatulence, griping of purgative and other medicines. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 597).

নব্যমত—এলা, আধ্মানহর, পাচক, উষ্ণ ও সুগন্ধি। ইহা পানের মশলারূপে চর্ব্বনার্থ এবং অন্যান্য আধ্মাননাশক ও বাতঘ্নবস্তুবৎ ভেষজার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিরেচকাদি ঔষধ সেবন করিলে কখন কখন পেটকামড়ানি ও পেটফাঁপা উপস্থিত হয়, কিন্তু তত্তৎ ঔষধের সহিত এলা ব্যবহৃত হইলে আর ঐ প্রকার উপসর্গের আশঙ্কা থাকে না (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ৫৯৭ পৃঃ)।

कङ्गुनी—काङ्गुनी।

काङ्गुः, काङ्गुनिका, प्रियङ्गुः। Panicum Italicum.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"काङ्गुनिका कायनीति" (चक्रसंग्रहटीकायां शिवदासः)। "प्रियङ्गुः कायनीति प्रसिद्धा" (चरकटीकायां चक्रपाणिः)। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पीततण्डुलः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"वातलः", "अस्थिसंबन्धनः"। प्रियङ्गुर्मधुरो रूक्षः कषायः स्वादुशीतलः। वातकृत् पित्तदाहघ्नो रूक्षो भग्नास्थिबन्धकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च॥ 'काङ्गुभेदवरक'-गुणाः—वरकः स्थूलकङ्गुश्च रूक्षः स्थूलप्रियङ्गुकः। वरको मधुरो रूक्षः कषायो वातपित्तकृत्। राजनिघण्टुः॥ कङ्गुस्तु भग्नसन्धानवातकृत् बृंहणी गुरुः। रूक्षा श्लेष्महरातीव वाजिनां गुणकृद्भृशम्। भावप्रकाशः॥ कङ्गुका बृंहणी गुर्व्वी भग्नसन्धानकृन्मता। राजवल्लभः॥ कृष्णा रक्ताश्च पीताश्च श्वेताश्चैव प्रियङ्गवः। यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रूक्षा कफहराः स्मृताः। सुश्रुतः—(सू: ४६ अ: कुधान्यव:)।

वैद्यके व्यवहारः—नाड़ीव्रणे काङ्गुनिकामूलम्—"माहिषदधिकोद्रवान्नमिश्रं हरतिचिरविरूढ़ञ्च। भुक्तं काङ्गुनिकामूलचूर्णमतिदारुणां नाड़ीम्" (नाड़ीव्रण चि:) (२) रक्तपित्ते काङ्गुः—"श्यामाकस्य प्रियङ्गुश्च भोजनं रक्तपित्तिनाम्"। (रक्तपित्त चि:)। चक्रदत्तः॥ अन्नद्रवाख्यशूले काङ्गुः—"प्रियङ्गुतण्डुलैः सिद्धं पायसं शार्करं हितम्" (शूल चि:)। वङ्गसेनः।

কঙ্গুনিকার ভাষানাম—বাঃ—কাউন্ বা কাঙ্নী দানা। হিঃ—কঙ্গণী। মঃ—কাংগ। কঃ—নবনে। তৈঃ—কোরলু। কোঃ—কাউন্। ফাঃ—গল্। স্থিঃ—কাঙ্কুনী, থিং—জুরহন্। কঙ্গুনীর ভেদ—শিরোদেশোদ্ধৃত সুশ্রুতোক্তি পাঠে জানা যায় কঙ্গু ৪ প্রকার; যথা—কৃষ্ণ, রক্ত, পীত ও শ্বেত। নিঘণ্টুদ্বয় কঙ্গুনিকের নাম, "পীততণ্ডুল" নির্দেশ করিয়াছেন। যদি রক্তাদিভেদ স্বীকৃত হইত তাহা হইলে এরূপ নাম লিখিত হইত না। নবীন সংগ্রহকার ভাবমিশ্রও কৃষ্ণাদি চতুর্বিধ কঙ্গুর উল্লেখ করিয়াছেন। পীতকঙ্গু ভিন্ন কৃষ্ণাদি অপর কঙ্গুত্রয় আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। বর্ণন—কঙ্গু এক প্রকার তৃণধান্য। সুশ্রুত কঙ্গুকে কুধান্য বর্গে পাঠ করিয়াছেন। কোচবিহার রাজ্যে কঙ্গু অর্থাৎ কাউনের প্রচুর আবাদ হয়। পৌষমাসে কাউন বনে বপন এবং বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই ছেদন করে। [illegible]

নাল অপেক্ষা কঙ্গুর নাল স্থূলতর এবং দৃঢ়তর হয়। অতিবর্দ্ধিত না হইলে কঙ্গুস্তম্ব ভূপতিত হয় না। তুষসহিত কাউনের বর্ণ পীত এবং কঙ্গুতণ্ডুলের বর্ণ ঈষৎ পীত। কঙ্গুতণ্ডুল অর্থাৎ কাঙ্‌নি দানা সাগুদানা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলতর। কঙ্গুতণ্ডুলচূর্ণের স্বাদ মধুর। প্রতি বিঘায় আট মোণ ধান্য জন্মে। কোচবিহারে এক মোণ কাউনের মূল্য ১॥০ টাকা। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল ও তণ্ডুল। **মাত্রা**—মূল ½—১ তোলা। তণ্ডুল, বিশেষতঃ পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যকে কঙ্গুনীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—নাড়ীব্রণে কঙ্গুনিকামূল—কঙ্গুনিকামূলচূর্ণ, মাহিষদধি ও কোদ্রব—তণ্ডুলের অন্নসহ ভোজন করিলে, চিরজাত নাড়ীব্রণ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে (নাড়ীব্রণ-চিঃ)। (২) **রক্তপিত্তে কঙ্গু**—কঙ্গুতণ্ডুল রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (রক্তপিত্ত চিঃ)। **বঙ্গসেন—অন্নদ্রবাখ্যশূলে কঙ্গু**—যাহার অন্নদ্রবাখ্যশূল হইয়াছে তাহাকে কাউনের পায়স শর্করা যোগে ভোজন করিতে দিবে (শূল চিঃ)।

বক্তব্য—প্রসঙ্গক্রমে আমরা এস্থলে কাউন সদৃশ **চীনাধানের** কথা লিখিতেছি। কোচবিহারের সর্ব্বত্র চীনাধানের প্রচুর আবাদ হয়। চীনার সংস্কৃত নাম কি? "প্রশাতিকাস্তঃ শ্যামাকলৌহিত্যাণুপ্রিয়ঙ্গবঃ" (সূঃ ২৭ অঃ) এই চারক পাঠ ব্যখ্যায় টীকাকৃৎ **শিবদাস** লিখিয়াছেন "অণুশ্চীনঃ চীনা ইতিলোকে"। চরকে চীনধান্যেরও পৃথক্ উল্লেখ আছে; যথা—"বরকোদ্দালকোচীনশারদোজ্জ্বলদর্দ্দুরাঃ" (সূঃ ২৭ অঃ)। অধুনা যাহাকে কৃষকেরা চীনা বলে তাহার সংস্কৃত নাম "অণু" কি "চীন"? ভাবপ্রকাশকার লিখিয়াছেন, "চীনকঃ কঙ্গুভেদোঽস্তি স জ্ঞেয়ঃ কঙ্গুবদ্‌গুণৈঃ"। সুতরাং বোধ হয় চীনার সংস্কৃত নাম চীন। চরকের চীন ও ভাবমিশ্রের চীনক বোধ হয় এক। ইহাতে শিবদাসের মত অনাদৃত হইয়া পড়ে। কুধান্য ষষ্টিকধান্য ত দূরের কথা, চরক সুশ্রুতোক্ত শালি ধান্যগুলিরই যথার্থ ভাষানাম দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করা যায় না। এই ভাষানাম-বিভ্রাট বহুদিন হইতেই ঘটিয়াছে। টীকাকার **ডল্বণ** বলিয়াছেন—"অত্র লোহিতশাল্যাদয়স্তেষু তেষু দেশেষু তৈর্নামভিঃ প্রসিদ্ধাঃ। একমেব হি দ্রব্যং নানা দেশেষু নানাশব্দৈরভিধীয়ন্তে;" যথা—বহবোঽন্নং ভক্তমাহুঃ, দাক্ষিণাত্যাঃ কূকুর মিতি। কোন কোন সাহসিক অনুবাদক রক্তশালির ভাষানাম "দাদখানি" লিখিয়াছেন। চিনাধান্য পৌষে বপন করিয়া চৈত্রে ছেদন করে। চিনাধানের গাছ কাউনের অপেক্ষা ছোট হয়। তুষ সহিত চিনার দানা কাউনের দানা অপেক্ষা স্থূলতর, পীতবর্ণ এবং স্বাদে ঈষৎ তিক্ত। এক বিঘায় ছয় মোণ চিনা জন্মে। কোচবিহারে চৈত্র বৈশাখে চিনার মোণ ১॥০ টাকা। ভাবপ্রকাশকার লিখিয়াছেন কঙ্গুতণ্ডুল অর্শের পক্ষে অপকার।

কট্‌ফল—कट्फलः।

ল্যাট্‌নাম। Myrica sapida. M. nagi.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"उग्रगन्धः," "रञ्जनकः"। कट्फलः कफवातघ्नो गुल्ममेहाग्निमान्द्यजित्। रुचिष्यो ज्वरदुर्नामग्रहणीपाण्डुरोगहा। अन्यच्च—कट्फलश्च कषायश्च कफधातुविकारजित्। हृल्लासमुखरोगघ्नं कासश्वासज्वरापहम्॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कट्फलः कटुरुष्णश्च कासश्वासज्वरापहः। उग्रदाहहरो रुच्यो मुखरोगशमप्रदः। राजनिघण्टुः॥ कट्फल स्तुवरस्तिक्तः कटुर्वातकफज्वरान्। हन्ति श्वासप्रमेहार्शःकासकण्ठामयारुचीः। भावप्रकाशः॥ कट्फलं कफरोगघ्नं श्वासकासज्वरापहम्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते कट्फलः—"प्रियङ्गुकाकट्फलशङ्खगैरिकाः। पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुताः। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः"। (चिः ४ अः)। (२) अतिसारे कट्फलः—"कट्फलं मधुयुक्तं वा मुच्यते उठरामयात्" (चिः ११ अः)। (३) व्रणे कट्फलः—* कट्फलैः। त्वचमाश्वेव गृह्णन्ति त्वक्‌चूर्णैश्चूर्णिता व्रणाः" (चिः १३ अः)। चरकः॥ शिरोरोगे कट्फलः—"घ्रेयं कट्फलचूर्णञ्च"। (उः २६ अः)। सुश्रुतः॥ गलगण्डे कट्फलः—"कट्फलचूर्णान्तर्गलघर्षी गलगण्ड मपहरति"। (गलगण्डगण्डमाला चि)। चक्रदत्तः॥

কট্‌ফলের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"উগ্রগন্ধ," "রঞ্জনক"। কট্‌ফলের ভাষানাম—বাঃ—কট্‌ফল, কায়ছাল। হিঃ—কায়ফল। মঃ—কুম্ভ্যাচী-শাল, কঠ্ঠ। গুঃ—কায়ফল। তৈঃ—পাপরবুডম্। ফাঃ—উদুল্ বর্ক। অঃ—দার্শীশ-বান্। ইং—The Box Myrtle. সিঃ—कायफाल।

বর্ণন—কট্‌ফল নাম শুনিলেই বোধ হয় ইহা বুঝি কোনও গাছের ফল; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কট্‌ফল গাছের ছালকে কট্‌ফল বা কায়ছাল বলে। কট্‌ফলের গাছ, হিমালয়ের সন্নিহিত নাতুষ্ণপ্রদেশ, নেপাল, খাসিয়া পাহাড় এবং ব্রহ্মদেশের পর্বতে জন্মিয়া থাকে। কট্‌ফল, পুরু, শক্ত, ফিকে লালবর্ণ ছাল। ইহার চূর্ণের বর্ণ [illegible]

তুল্য। নস্য করিলে খুব হাঁচি হয়। কট্‌ফলের গন্ধ উগ্র। কট্‌ফলের কাথ রঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য ইহার অন্যতম নাম "রঞ্জনক"। কট্‌ফলের স্বাদ কষায় ও ঝাল। কট্‌ফলের ফল জায়ফল অপেক্ষা বৃহত্তর, দীর্ঘতর এবং কোমলতর। ইহা জায়ফলাপেক্ষা ঝালে এবং গন্ধে ন্যূন। অধিকন্তু জায়ফল যেমন তৈলাক্ত, কট্‌ফলের ফল তাদৃশ তৈলাক্ত নহে। কর্ত্তিত কট্‌ফলের ফল স্পর্শ করিলে আঙ্গুলে জড়াইয়া যায়। "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টশ্" নাম পুস্তকের ৭৬৫ পৃষ্ঠায় কট্‌ফল বৃক্ষের চিত্র আছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্। **ক্ষোরি** বলেন কট্‌ফলের ফলও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় বৈদ্যকে কট্‌ফল স্থলে, কট্‌ফলত্বক্‌গ্রহণ ব্যবহারতঃ প্রসিদ্ধ! **মাত্রা**—ত্বক্‌চূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে কট্‌ফলের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে কট্‌ফল—কট্‌ফল ও রক্তচন্দন সমভাগে তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক, চিনি সহযোগে পান করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **অতিসারে** কট্‌ফল—মধুসহ কট্‌ফল চূর্ণ সেবন করিলে, উদরাময় হইতে মুক্ত হওয়া যায় (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **ব্রণে** কট্‌ফল—ব্রণে কট্‌ফলচূর্ণ প্রদানে, ক্ষত শীঘ্র পূরিয়া উঠে (চিঃ ১৩ অঃ)। **সুশ্রুত—শিরোরোগে** কট্‌ফল—শিরোরোগে কট্‌ফলচূর্ণের নস্য লইবে (উঃ ২৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—গলগণ্ডে** কট্‌ফল—গলার ভিতর কট্‌ফলচূর্ণ ঘর্ষণ করিলে গলগণ্ড বিনষ্ট হয় (গলগণ্ডগণ্ডমালা চিঃ)।

বক্তব্য—চরক সন্ধানীয়, শুক্রশোধন ও বেদনাস্থাপন বর্গে কট্‌ফল পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং চরকের মতে কট্‌ফল সন্ধানকৃৎ অর্থাৎ ভিন্নপ্রত্যঙ্গের সংযোজক। এইজন্য ইহা উরঃক্ষত এবং অস্থিভগ্নে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **সুশ্রুত** বলিয়াছেন "বাতপিত্তশ্লেষ্মকুণপগ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণমূত্রপুরীষরেতসঃ প্রজোৎপাদনে ন সমর্থা ভবন্তি" (শারীর ২য়ঃ অঃ)। কট্‌ফল শুক্রশোধন অর্থাৎ এতদ্দ্বারা বাতাদি পুরীষান্ত শুক্রদোষ নিবৃত্তি পায়। যাহা শরীরাভ্যন্তর্গত যন্ত্রণার প্রশমক তাহাকে "বেদনাস্থাপন" বলে। সুশ্রুত—শারীর স্থানের ২য় অধ্যায়োক্ত শুক্রদোষের চিকিৎসায় কট্‌ফলের প্রয়োগ নাই। **সুশ্রুত**, রোধ্রাদি, লাক্ষাদি, সুরসাদি ও পরুষকাদি বর্গে কট্‌ফল পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ৩৮ অঃ)।

Constituents.—The bark contains tannin, saccharine matter and salts.

Actions and uses.—Stimulant, alterative, aromatic, diaphoretic and astringent; given in fevers, Catarrh of the intestinal mucous membrane, Diarrhoea, Dysentery, Scrofula, chronic Gonorrhoea, Catarrh of the

lungs, Asthma &c. The powdered bark is used as a sternutatory. The seeds—a paste of them with stimulant balsams is mixed with ginger and externally used as a rubefacient and as a stimulant application to the fore-arms, calves and extremities during the collapse stage of cholera. Its powder is locolly applied to strengthen the gums ; also as a lep for bruises, sprains and fractures, With catechu, asafetida and camphor, a paste of it is applied over piles with benefit. The arillus is used as an ingredient in numerous carminative mixtures. The powder or the lotion of the bark is applied to putrid sores, Pessaries made of it are given to promote secretion of menses. The bark when chewed acts as a sialogogue and relieves toothache. An oil prepared form it is dropped into the ear in earache to allay pain. Fruits when boiled yield a kind of wax, called wax myrtle, which is used as a healing application to ulcers. (*Materia Medica of India* — R. N, Khory, Part II., p. 572).

নব্যমত—কট্ফল, উষ্ণ, রসায়ন, সুগন্ধি, ঘর্ম্মপ্রদ ও কষায়। ইহা, জ্বর, প্রবাহিকা, অতিসার, আমরক্তাতিসার, গণ্ডমালা, "গণোরিয়া," কফরোগ, শ্বাস প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কট্ফল চূর্ণের নস্য ক্ষবথূৎপাদক। উত্তেজক "ব্যাল্সাম" ও কট্ফল বীজ পেষণ পূর্ব্বক আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, প্রলিপ্ত অঙ্গের লৌহিত্য জন্মে। বিসূচিকা রোগে, রোগী হিমাঙ্গ হইলে, রোগীর হস্ত, পদ ও পিণ্ডিকায় ইহার চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া, শারীরোষ্মা পুনরায়নের চেষ্টা করা হয়। কট্ফলচূর্ণ মাড়ীতে ঘর্ষণ করিলে, মাড়ী শক্ত হয়; সুতরাং অকারণে রক্তনির্গম নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। ঘৃষ্ট, পিষ্ট কিম্বা অস্থিভগ্নে কট্ফলের প্রলেপ হিতকর। খদির, হিঙ্গ ও কর্পূরসহ কট্ফলের প্রলেপ অর্শের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বিবিধ আধ্মানহর ও বায়ুনাশক ঔষধের সহিত কট্ফলবীজ ও ত্বক্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কট্ফলের চূর্ণ কিম্বা পিষ্টকট্ফল জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল পচা ঘায়ে প্রয়োগ করিবে। কট্ফলের পিচুবর্ত্তি (Pessary) যোনিতে ধারণ করিলে, আর্ত্তবস্রাব বর্দ্ধিত হয়। কট্ফল চর্ব্বণ করিলে, লালাস্রাব বর্দ্ধিত ও দন্তশূল প্রশমিত হয়। কট্ফলপক্ব-তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবৃত্তি পায়। কট্ফলের ফলসমূহ সিদ্ধ করিলে মধুথবৎ পদার্থ নির্গত হয়। ইহা ক্ষতের রোপক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৭২ পৃঃ)।

কটুকা—कटुका।

कटुका (·की), कटुरोहिणी। Picrorrhiza Kurroa, *Benth.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"शतपर्व्वा," "काण्डरुहा," "चक्राङ्गी," "मत्स्यशकला"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"आमघ्नी"। कटुका पित्तजित्तिक्ता कटुः शीतास्रदाहजित्। बलासारोचकान् हन्ति विषमज्वरनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कटुकाऽतिकटुस्तिक्ता शीतपित्तास्रदोषजित्। बलासारोचकश्वासज्वरघ्नी रेचनी च सा। राजनिघण्टुः॥ कट्वी तु कटुका पाके तिक्ता रूक्षा हिमा लघुः। भेदिनी दीपनी हृद्या कफपित्तज्वरापहा। प्रमेहश्वासकासास्रदाहकुष्ठक्रिमिप्रणुत्। भावप्रकाशः॥ कटुका तु सरा रूक्षा कफपित्तज्वरापहा। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—हृद्रोगे कटुकी—"यष्ट्याह्वकातिक्तकरोहिणीभ्यां कल्कं पिबेच्चापि सिताजलेन"। (चि: २६ अ:)। (२) स्तन्यशुद्धये कटुरोहिणी—"पाययेताऽथवा स्तन्यशुद्धये कटुरोहिणीम्"। (चि: ३० अ:)। चरकः॥ कफपित्तज्वरे कटुकी—"सशर्करामक्षमात्रां कटुकामुष्णवारिणा। पीत्वा ज्वरं जयेज्जन्तुः कफपित्तसमुद्भवम्"। (उ: ३८ अ:)। (२) हिक्कायाम् कटुकी—"* गैरिकं कटुरोहिणी *। मधुद्वितीयाः कर्त्तव्यास्ते हिक्कासु विजानता"। (उ: ५० अ:)। सुश्रुतः॥

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"শতপর্ব্বা," "কাণ্ডরুহা," "চক্রাঙ্গী" "মৎস্যশকলা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"আমঘ্নী"।

কটুকার ভাষানাম—কটুকী, বৈদ্যকে কটুরোহিণী, তিক্তকরোহিণী ও কটুকী নামে ভূরি প্রযুক্ত। বাঃ—কট্‌কী। হিঃ—কাট্‌কী। মঃ—কট্‌কী, কাঠ্ঠী কুট্‌কী। গুঃ—কডু। কঃ—কেদারকটুকী। তৈঃ—কাটকরোহিণী, নল্ল কোলকর। सिंहली—कटुकरोहिणी।

বর্ণন—কটুকী বণিক্ দ্রব্য। ইহা কাশ্মীর হইতে সিকিম্ পর্য্যন্ত হিমগিরির প্রত্যন্ত প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। বহুলোক, কটুকীর সংগ্রহ ও দেশান্তরে প্রেরণ কার্য্যে জীবিকানির্ব্বাহ

করিয়া থাকে। কটুকী নাম উদ্ভিদের হ্রস্ব কন্দকে কটুকী বলে। কটুকী গ্রন্থিবহুল এইজন্য ইহার নাম "শতপর্ব্বা"। গুড়ূচীবৎ কটুকী "কাণ্ডরুহা"। কটুকীর গাত্রে অঙ্গুরীয়বৎ চিহ্ন থাকে এজন্য "চক্রাঙ্গী" নাম। কটুকী পেন কলমের মত মোটা হয়—সহজে ভাঙ্গা যায়। ভাঙ্গিলে দেখা যায় যেন আঁশেরমত "চোকলা" রহিয়াছে, এইজন্যই বোধ হয়, নিঘণ্টুকার কটুকীকে "মৎস্যশকলা" বলিয়াছেন। স্বাদে অতি তিক্ত, অতএব কটুকী।

ঔষধার্থ ব্যবহার—হ্রস্বকন্দ। **মাত্রা**—হ্রস্বকন্দ চূর্ণ—১—২½ আনা। বিরেচনার্থ ৫ আনা।

বৈদ্যকে কটুকীর ব্যবহার।

চরক—হৃদ্রোগে কটুকী—যষ্টিমধু ও কটুকী সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক শর্করা যোগে জলের সহিত পান করিবে। ইহা হৃদ্রোগে হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)। (২) **স্তন্য-শুদ্ধির** জন্য কটুকী—যে প্রসূতির স্তন্যের দোষ আছে, তাহাকে কটুকীর কাথ পান করাইবে (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত কফপিত্তজ্বরে** কটুকী—দুইতোলা কটুকী-চূর্ণ চিনির সহিত উষ্ণজল যোগে পান করিবে (উঃ ৩৯ অঃ)। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। বিরেচনার্থ আমরা কটুকার যে মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাই প্রযোজ্য। (২) **হিক্কায়** কটুকী—স্বর্ণগৈরিকচূর্ণ ও কটুকীচূর্ণ সমভাগে মধু যোগে, হিক্কারোগী, লেহন করিবে (উঃ ৫০ অঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর আদর্শবিশেষে উষ্ণদুগ্ধে প্রক্ষালন পূর্ব্বক কটুকী শোধন করিবার উপদেশ আছে। **চরক**, ভেদনীয়, স্তন্যশোধন ও লেখনীয় বর্গে কটুকী পাঠ করিয়াছেন। যে দ্রব্য দেহের ধাতু ও মল শোষণ পূর্ব্বক কর্ষণ করে, তাহাকে "লেখন" বলে। **ভাবপ্রকাশকার** বলিয়াছেন—"ধাতূন্মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ। লেখনন্তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ"। নব্যেরা কটুকীকে "টনিক্" অর্থাৎ বল্য বলেন।

Constituents.—A bitter principle Picrorhizin, Picrorhizetin, Cathartic acid glucose, wax &c. Picrorhizin is a glucoside and obtained by exhausting the powdered drug with ether. It is soluble in water and alcohol and insoluble in ether. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 457).

Actions and uses.—Alterative, bitter, stomachic and cholagogue; given in Dyspepsia, chronic Dysentery, Asthma, hepatic derangements jaundice &c. Its action on the liver is similar to, but milder than that

of colocynth. It is a valuable antiperiodic in low continued fevers; it is given to children in worms. *Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p, 457).

নব্যমত—কটুকী, রসায়ন, তিক্ত, পাচক ও পিত্তনিঃসারক। ইহা অজীর্ণ, গ্রহণী, শ্বাস, পিত্তবিকার, কামলা প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। যকৃতের উপর ইহার ক্রিয়া, ইন্দ্রবারুণীর তুল্য; কিন্তু তদপেক্ষা মৃদুতর। ইহা বিষমজ্বরের অতি উত্তম ঔষধ। শিশুর ক্রিমিরোগে কটুকী সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫৭ পৃঃ)

কণ্টকারী—कण्टकारी।

निदिग्धिका, क्षुद्रा, व्याघ्री। Solanum Xanthocarpum. Solanum Jaquini.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"क्षुद्रा", "बहुकण्टा", "क्षुद्रकण्टा" "क्षुद्रफला", चित्रफला"। कण्टकारी कटुस्तिक्ता तथोष्णा श्वासकासजित्। अरुचिज्वर-वातामदोषहृद्रोगनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कण्टकारी कटूष्णा च दीपनी श्वासकासजित्। प्रतिश्यायार्त्तिदोषघ्नी कफवातज्वरार्त्तिनुत्। राजनिघण्टुः॥ कण्टकारी सरा तिक्ता कटुका दीपनी लघुः। रूक्षोष्णा पाचनी कासश्वासज्वर-कफानिलान्। निहन्ति पीनसं पार्श्वपीडाक्रिमिहृदामयान्। * फलं कटु रसे पाके च कटुकं भवेत्। शुक्रस्य रेचनं भेदि तिक्तं पित्ताग्निकृल्लघु। हन्यात् कफमरुत्कण्डूकासमेदःक्रिमिज्वरान्। तद्वत्प्रोक्ता 'सिता क्षुद्रा' विशेषाद्गर्भ-कारिणी। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—वातोल्बणेषु अर्शःसु कण्टकारी—"कण्टकार्य्या शृतं वापि *। अनुपानं भिषग्दद्यात् वातवर्चोऽनुलोमनम् (चिः ८ अः)। (२) मदात्ययस्य पिपासायाम् कण्टकारी—"दद्यते सलिलञ्चाल्पे *। कण्टकार्य्याऽथवा शृतम् (चिः १२ अः)। (३) कासे कण्टकारीकृतयूषः—"कण्टकारीरसे सिद्धो मुद्गयूषः सुसंस्कृतः। सगौरामलकः साम्लः सर्व्वकासभिषग्जितम्।" (चि॥

२२ अः)। (४) अश्मर्य्यां कण्टकारी—"* बृहतीद्वयस्य। आलोड्य दध्ना मधुरेण पेयम्। दिनानि सप्ताऽश्मरीभेदनाय॥ (चिः २६ अः)। चरकः॥ अलसे कण्टकारी—"सिद्धं रसे कण्टकार्य्याः स्तैलं वा सार्षपं हितम्" (चिः २० अः)। (२) वाताभिष्यन्दे कण्टकारी—"कण्टकार्य्याश्च मूलेषु सुखोष्णं सेचने हितम्" (उः ८ अः)। (३) श्वासे कण्टकारी—"निदिग्धिकाश्चामलकप्रमाणाम्। हिङ्गुत्रियुक्तां मधुना सुयुक्ताम्। लिहेन्नरः श्वासनिपीड़ितोऽपि। श्वासं जयत्येव बलात् त्र्यहेण" (उः ५१ अः)। (४) कासे कण्टकारी—"सम्यग्विपक्वं द्विगुणेन सर्पिः। निदिग्धिकायाः स्वरसेन चैतत्। श्वासाग्निसादस्वरभेदभिन्नान्। निहन्त्युदीर्णानपि पञ्चकासान्" (उः ५२ अः)। (५) मूत्रदोषहरणे कण्टकारी—"निदिग्धिकायाः स्वरसं पिबेत् कुड़वसंमितम्। मूत्रदोषहरं कल्क मथवा क्षौद्रसंयुतम्" (उः ५८ अः)। सुश्रुतः॥ कासे कण्टकारी—"निदिग्धिकारसो वापि सक्षौद्रः कफनाशनः" (मूत्रकृच्छ्र-चिः)। (२) मूत्राघाते कण्टकारी—"निदिग्धिकायाः स्वरसं पिबेद्वस्त्रान्तरस्रुतम्" (मूत्राघात-चिः)। चक्रदत्तः॥ शिशोश्चिरजे कासे व्याघ्रीकुसुमकेसरः—"व्याघ्रीकुसुमसञ्जातकेसरैरवलेहिकाम्। जग्ध्वाऽपि चिरजं जातं शिशोः कासं व्यपोहति।" वङ्गसेनः॥

কণ্টকারীর ভাষানাম—কণ্টকারী, নিদিগ্ধিকা ক্ষুদ্রা ও ব্যাঘ্রী শব্দে বৈদ্যকে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—কন্টিকারী। হিঃ—**कटेरी**, লঘুকটাই, ভটকটৈয়া, রেঙ্গনী। মঃ—রিঙ্গনী, ভূই রিঙ্গনী, লঘুরিঙ্গনী। গুঃ—বেঠীভোরিঙ্গনী। কঃ—নেল্লগুল্লু। তৈঃ—বেরটীমুলঙ্গা, ত্রাকুডিচেট্টু। উঃ—কণ্টমারিষ। **পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"ক্ষুদ্রা," "বহুকণ্টা," "ক্ষুদ্রকণ্টা," "ক্ষুদ্রফলা," "চিত্রফলা"। **সিংহলী—কাটুবেল্‌বাটু।**

বর্ণন—কণ্টকারীর ক্ষুপ ভূলুণ্ঠিত থাকে। উচ্চ শুষ্ক ভূমিতে জন্মে। নদীরচরে অতি আনন্দে বর্দ্ধিত হয়। কণ্টকারী, শীতে অঙ্কুরিত, নিদাঘে পুষ্পফলে শোভিত এবং বর্ষার বারিপাতে ক্লিন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। শাখা, পত্রের পৃষ্ঠোদর, পত্রবৃন্ত ও পুষ্পদণ্ড সর্ব্বত্রই তীক্ষাগ্র প্রচুর কণ্টক আছে বলিয়া ইহা যথার্থই "দুস্পর্শা"। কণ্টকারীর ফুল নীলবর্ণ, মিলিত দল, অশাখপুষ্পদণ্ডে স্থিত। দলাগ্র পাঁচভাগে চিরিত। পরাগকোষ স্থূল পীতবর্ণ। ফল, বর্ত্তুলাকার অপকাবস্থায় সবুজবর্ণ, ফলের গাত্রে শাদা ডোরা থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। বীজ, বেগুণের বীজের মত। শ্বেতকণ্টকারীর পুষ্প শ্বেতবর্ণ। শ্বেতকণ্টকারী

সুলভ নহে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্রক্ষুপ, ফুল ও ফল। **মাত্রা**—কাথ—৫—১০ তোলা স্বরস ১—২ তোলা। কল্ক ৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে কণ্টকারীর ব্যবহার।

চরক—বাতোল্বণ **অর্শে** কণ্টকারী—ঔষধ সেবনের কিঞ্চিৎ পরে, যাহা সেবন করা যায়, তাহাকে অনুপান বলে।' বায়ুপ্রধান অর্শরোগীর বায়ু সরল করিবার এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য, কণ্টকারীর কাথ অনুপেয় (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **মদাত্যয়ের পিপাসায়** কণ্টকারী—মদাত্যয়ের পিপাসায় যড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত কণ্টকারীর জল পান করিতে দিবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) **কাসে** কণ্টকারীকৃতযূষ—যড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত কণ্টকারীর জলে মুগকলায়ের যূষ পাক করিবে। হরিদ্রা এবং অম্লাস্বাদ জন্মে এতাবৎ মাত্র আমলকীর রস, উহাতে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা কাসরোগে হিতকর (চিঃ ২২ অঃ)। (৪) **অশ্মরীতে** কণ্টকারী—বৃহতী ও কণ্টকারীর মূলত্বক্ অনম্ল দধির সহিত পেষণ করিয়া, সাতদিন পান করিলে, অশ্মরী চূর্ণ হইয়া যায় (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত—অলসে** (পাঁকুইয়ে) কণ্টকারী—কণ্টকারীর চতুর্গুণ রসে পক্ব, সার্ষপ তৈল সেচন করিলে পাঁকুই প্রশমিত হয় (চিঃ ২০ অঃ)। **বাতাভিষ্যন্দরোগে** কণ্টকারী—বাতজ অভিষ্যন্দরোগে ("চোক উঠা"), কণ্টকারীর মূল ছাগীদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে ঐ দুগ্ধ চক্ষুতে সেচন করিবে (উঃ ৯ অঃ)। (৩) **শকুনীগ্রহ প্রতিষেধার্থ** কণ্টকারী—শকুনীগ্রহ প্রতিষেধার্থ শিশুকে কণ্টকারীমূল ধারণ করাইবে (উঃ ৩০ অঃ)। (৪) **শ্বাসে** কণ্টকারী—কণ্টকারীর কল্ক আমলকী প্রমাণ, তদর্দ্ধপরিমিত হিঙ্গু সহ মধু যোগে সেবন করিলে, প্রবলশ্বাস তিনদিনে প্রশমিত হয় (উঃ ৫১ অঃ)। (৫) **কাসে** কণ্টকারী—দ্বিগুণ কণ্টকারীর রসে বিপক্ব ঘৃত পান করিলে, কাসস্বরভেদাদি প্রশমিত হয় (উঃ ৫২ অঃ)। (৫) **মূত্রদোষহরণে** কণ্টকারী—কণ্টকারীর স্বরস কিম্বা কল্ক সেবন করিলে মূত্রদোষ (কৃচ্ছ্রত্বাদি) নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—কাসে** কণ্টকারী—কণ্টকারী—কণ্টকারীর কাথে পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার কাসনাশক (কাস চিঃ)। (২) **মূত্রকৃচ্ছ্রে** কণ্টকারী—কণ্টকারীর রস মধুসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয় (মূত্রকৃচ্ছ্র চিঃ)। (৩) **মূত্রাঘাতে** কণ্টকারী—কণ্টকারীর রস বস্ত্রপূত করিয়া পান করিলে, মূত্ররোধ প্রশমিত হইয়া থাকে (মূত্রঘাত চিঃ)। মূত্রকৃচ্ছ্রে অতীব যন্ত্রণার সহিত অল্প অল্প বারবার মূত্র নির্গম হয়। মূত্রাঘাতে একবারে প্রস্রাব হয় না। কণ্টকারী মূত্রকারিণী বলিয়া উভয় রোগেই প্রযোজ্য।

বঙ্গসেন—শিশুর কাসে কণ্টকারীফুল—কণ্টকারীফুলের কেসর চূর্ণ করিয়া, মধুসহ লেহন করাইলে, শিশুর পুরাণকাস বিনষ্ট হয় (বালরোগাধিকারে)।

বক্তব্য—চরক, কণ্ঠ্য, হিক্কানিগ্রহণ, কাসহর, শোথহর, শীতপ্রশমন ও অঙ্গমর্দ্দ প্রশমন বর্গে কণ্টকারী পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। যাহা সেবন করিলে কণ্ঠস্বর বর্দ্ধিত হয় এবং যাহা কণ্ঠের হিতকর তাহাকে কণ্ঠ্য বলে। অতএব স্বরভেদে কণ্টকারী প্রযোজ্য। কণ্টকারী শীতপ্রশমন বলিয়া সন্নিপাতজ্বরে হিতকর। অঙ্গমর্দ্দ প্রশমন হেতু কণ্টকারী বাতে ও জ্বরে প্রয়োগ করা যায়। **সুশ্রুত** বৃহত্যাদি বর্গে কণ্টকারী পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৮ অঃ)। শ্বেতকণ্টকারীকে ভাবপ্রকাশকার "গর্ভকারিণী" বলিয়াছেন; সুতরাং ইহা, বন্ধ্যাত্বদোষ নিবারণার্থ সেব্য।

Constituents.—The fruit contains fatty acids, wax and an alkaloid. The dried leaves contain an alkaloid and an organic acid. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 450).

Actions and uses.—Aperient, carminative, expectorant, and diuretic. The confection (Kantakaryavaleha) is given in Asthma, cough, catarrhal affections of the lungs, Fever flatulence and pain in the chest; as a diuretic, the decoction is given in Dysuria, Cystic Calculi and Dropsy; also given in Costiveness. A paste of the seeds is locally applied to promote suppuration boils, buboes and other indolent chronic abscesses. Fumigation of the fruits is largely used by the natives as sialogogue and applied for the relief of pain in caried teeth. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 450).

নব্যমত—কণ্টকারী, সর অর্থাৎ মৃদুরেচক, আধ্মানহর, বায়ুনাশক, কফনিঃসারক এবং মূত্রল। "কণ্টকার্য্যবলেহ" (যাহার প্রধানতম উপাদান কণ্টকারী) শ্বাস, কফরোগ ফুস্‌ফুসাশ্রিতকফদোষ, জ্বর, আধ্মান ও বক্ষঃ এবং পার্শ্বশূলে সেব্য। কণ্টকারীর ক্বাথ, মূত্রকারক বলিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিগত অশ্মরী এবং শোথ রোগে হিতকর। সরত্ব হেতু কোষ্ঠবদ্ধে উপকারী। অপক্কস্ফোটক ব্রধ্নাদিতে কণ্টকারী বীজের প্রলেপ দিলে, পক্কতা প্রাপ্ত হয়। কণ্টকারী বীজের ধূম, লালাস্রাববর্দ্ধক বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকন্তু ক্রিমিভক্ষিত দন্তের শূল প্রশমনকল্পে এই ধূম অতি প্রশস্ত। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫০ পৃঃ)।

কতক—কতকঃ।

কতকম্, অম্বুপ্রসাদনম্। Strychnos Potatorum.

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"কতকফলং স্বনামখ্যাতং, শশকপুরীষপ্রতিমফলং অম্বুপ্রসাদনম্" (ডল্বণঃ, সুঃ সূঃ চিঃ ৩৮ অঃ)। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অম্বুপ্রসাদঃ", "নেত্রবিকারজিত্"। কতকং শীতলং প্রাহু স্তৃষ্ণাবিষবিনাশনম্। নেত্রোত্থরোগবিধ্বংসি বিধিনাঽঞ্জনযোগতঃ। কতকস্য 'ফলং' তিক্তং চক্ষুষ্যং পিচ্ছলং মৃদু। বারিপ্রসাদনং তচ্চ শর্করা মশ্মরীঞ্জয়েত্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কতকঃ কটুতিক্তোষ্ণশ্চক্ষুষ্যঃ ক্রিমিদোষনুত্। দৃষ্টিকৃচ্ছ্রুলদোষঘ্নো 'বীজ' মম্বুপ্রসাদনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কতকস্য 'ফলং' নেত্র্যং জলনির্ম্মলতাকরং। বাতশ্লেষ্মহরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু। ভাবপ্রকাশঃ॥ * ছর্দ্দিঃ খেদস্য জনকং শোফং পাণ্ডুং বিষং জয়েত্। * কতকস্য চ মূলন্তু সর্ব্বকুষ্ঠহরং পরম্। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—অশ্মর্য্যাং কতকম্—"* কতকাদিকানাম্। একৈকশো বা বিধিনৈব তেন" (চিঃ ২৬ অঃ)। চরকঃ॥ অর্জ্জুনে কতকম্—"* কতকঃ সৈন্ধবেন বা। * অঞ্জন মর্জ্জুনে" (নেত্ররোগ চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ নেত্র-প্রসাদনার্থম্ কতকম্—"কতকস্য ফলং ঘৃষ্টা মধুনা নেত্র মঞ্জয়েত্। ঈষত্ কর্পূরসহিতং তত্ স্যান্নেত্রপ্রসাদনম্"। ভাবপ্রকাশঃ॥

কতকের ভাষানাম—বাঃ—নির্ম্মলীফল। হিঃ—নির্ম্মলীফল, পায়প-সারী। মঃ—নিবঠঠীচা, নিরা, চিল্লার। গুঃ—নির্ম্মলী। কঃ—চিল্লিকাপি। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অম্বুপ্রসাদ" "নেত্রবিকারজিৎ"। বর্ণন—কতকবৃক্ষ বঙ্গদেশে তাদৃশ সুলভ নহে। ইহা দাক্ষিণাত্য ও লঙ্কাদ্বীপের অরণ্য ও পর্ব্বতে জন্মে। কুচিলার বৃক্ষাপেক্ষা ইহার বৃক্ষ উচ্চতর। কতকের পুষ্প হরিদ্রাভ পীতবর্ণ। পক্ব ফল কৃষ্ণবর্ণ। বীজ চ্যাপ্টা—বোতামের মত। কুচিলার বীজাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কুচিলার বীজ যেমন "চিমসে," ইহা তেমন নহে। বীজের বিশেষ কোন স্বাদ নাই। ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য—বীজ। মাত্রা—বীজ ১—২ আনা। বমনার্থ—৩ আনা।

বৈদ্যকে কতকের ব্যবহার।

চরক অশ্মরীতে—কতক—নির্ম্মালীফলের রস এবং অষ্টগুণ গব্যদুগ্ধদ্বারা ঘৃতপাক করিয়া অশ্মরীরোগে সেব্য (চিঃ ২৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—নেত্ররোগে** কতক—নির্ম্মালীফল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ সহ উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। ইহা নেত্রে অঞ্জন করিলে অর্জ্জুন নাম নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। এই রোগে নেত্রশুক্লভাগে শশ-রুধিরবর্ণ বিন্দুবৎ চিহ্ন জন্মে। **ভাবপ্রকাশ**—নেত্রপ্রসাদনার্থ কতক—নির্ম্মালীফল মধুতে ঘসিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর সহ চক্ষুতে অঞ্জন করিবে। এতদ্দ্বারা চক্ষু হইতে জল ও পিচুটী পড়া নিবারিত হইয়া চক্ষু নির্ম্মল হয় ও দৃষ্টিপ্রসাদ জন্মে।

বক্তব্য চরক, বিষঘ্নবর্গে কতক পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ) **চরক**, বমনোপ-বর্গে, কিম্বা **সুশ্রুত**, ঊর্দ্ধভাগহর বর্গে (সূঃ ৩৯ অঃ) কতক পাঠ করেন নাই। নব্যেরা কিন্তু অধিক মাত্রায় কতকবীজ বান্তিকর বলিয়াছেন। কতকের একটী নাম "অম্বুপ্রসাদন" কতকবীজ ঘসিয়া আবিলজলে মিশ্রিত করিলে জলের ময়লা অধঃক্ষিপ্ত হইয়া জল নির্ম্মল হয়—ফট্‌কিরি অপেক্ষা ইহা নির্দ্দোষ বলিয়া, ইহার ব্যবহার সমধিক স্পৃহনীয়।

Constituents.—Contains no strychnine but brucin is present.

Actions and uses.—Alterative tonic, stomachic and demulcent, rubbed down with honey and camphor, it is applied to the eye to prevent lachrymation and to remove opacities; also applied to the abdomen to relieve Colic. Its infusion is recommended in irritation of the urinary organs as Gonorrhœa, Diabetes and as an emetic in cough. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 566).

নব্যমত—কতক, রসায়ন, বল্য, পাচক, শীত। কতকবীজ মধুসহ প্রস্তরপাত্রে ঘর্ষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কর্পূর সহ নেত্রে অঞ্জন করিলে অশ্রুস্রাব ও অস্পষ্টদৃষ্টি নিবৃত্তি পায় এবং উদরে লেপদিলে শূল প্রশমিত হয়। কতকের শীতকষায় "গণোরিয়া" ও সোমরোগে হিতকর। ইহা কফরোগে বমনকারক স্বরূপও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪০৯ পৃঃ)।

কদম্ব—कदम्बः।

धाराकदम्बः—Anthocephalus Cadamba, *Miq.* Nauclea Cadamba *Roxb.* Wild Cinchona. (Eng.) धूलिकदम्बः—Adina Cordifolia, *Hook. F.* Nauclea Cordifolia, *Roxb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—धाराकदम्बस्य—"सुवासः", "प्रावृषेण्यः"। धूलिकदम्बस्य—"क्रमुकप्रसूनः", "वसन्तपुष्पः"। कदम्बस्तु कषायः स्याद्‌व्रणे शीतो गुणोऽपि च। व्रणसंहरणश्चापि कासदाहविषापहः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कदम्बस्तिक्तकटुकः कषायो वातनाशनः। शीतलः कफपित्तार्त्तिनाशनः शुक्रवर्द्धनः। त्रिकदम्बाः कटुवर्ण्या विषशोफहरा हिमाः। कषयास्तिक्तपित्तघ्ना वीर्य्यवृद्धिकराः पराः। राजनिघण्टुः॥ कदम्बो मधुरः शीतः कषायो लवणो गुरुः। सरो विष्टम्भकृद्रुक्षः कफस्तन्याऽनिलप्रदः। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—व्रणाच्छादनार्थं कदम्बपत्रम्—"कदम्बार्जुननिम्बानां * व्रणप्रच्छादने विद्वान् पत्राण्यर्कस्य चाऽऽदिशेत्"। (चिः १३ अः)। (२) मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्रतायाञ्च कदम्बः—"विदारीभिः कदम्बैर्वा * शृतम्। घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्रनिर्गमे" (चिः २२ अः)। चरकः॥

কদম্বের ভেদ ও ভাষানাম—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে ধারা ও ধূলি কদম্ব এবং রাজনিঘণ্টুতে ধারা, ধূলি ও ভূমি এই তিন প্রকার কদম্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধারাকদম্বের নামান্তর "প্রাবৃষ্য" বা "প্রাবৃষেণ্য" এবং "সুবাস," অর্থাৎ ধারাকদম্বের ফুল বর্ষাকালে হয়, পুষ্প "সুবাস"; সুতরাং জানা যাইতেছে যাহাকে সচরাচর লোকে কদম্ বলে তাহাই "ধারা কদম্ব"। "ধূলিকদম্বের" নামান্তর "বসন্তপুষ্প" ও "ক্রমুকপ্রসূন" অর্থাৎ ধূলিকদম্বের ফুল বসন্তকালে হয় এবং ইহার ফুল (বস্তুতঃ ইহা ফুল নহে, পুষ্পাধি) সুপারির মত। আমরা জানি, যাহাকে লোকে কেলিকদম্ বলে, বসন্তকালেই তাহার ফুল হয় এবং কেলিকদম্বের ফুল আকৃতিতে বড় কুল বা সুপারির মত; সুতরাং ধূলিকদম্বের ভাষানাম যে কেলিকদম্ব ইহাতে আর সংশয় নাই। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার ভূমিকদম্ব নামে কোন কদম্বের উল্লেখ করেন নাই। ভূমিকদম্ব ও ভূকদম্ব সম্ভবতঃ একই উদ্ভিদ্। এক হইলে, ভূমিকদম্বকে কদম্ব হইতে নির্বাসিত করিয়া, ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার সুবিচার প্রদর্শন করিয়াছেন;

কারণ ভূমিকদম্ব, মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা বৃক্ষ নহে, প্রতানবতী। অথবা এই প্রকার বৃক্ষবিটপের একনামতঃ উল্লেখ দোষাবহ ছিল না। বিটপকরঞ্জ, বৃক্ষকরঞ্জবৎ বিটপকদম্ব, বৃক্ষকদম্বও গ্রাহ্য। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, টীকাকার "কদম্ব" শব্দব্যাখ্যায় "কদম্বঃ বৃক্ষকদম্বঃ" বলিয়া (ডল্বণ সুঃ ৩৮ অঃ রোধ্রাদিবঃ টীঃ) বিটপকদম্বের (ভূকদম্ব) প্রতিষেধ করিয়াছেন। অথবা ভূকদম্ব শব্দে ক্ষুদ্র কদম্ব বৃক্ষকেও (Nauclea tetrandra) বুঝাইতে পারে। "বক্তব্য" দেখ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার, নীপশব্দ, ধারা এবং ধুলি উভয় কদম্বের পর্য্যায়েই পাঠ করিয়াছেন। **কালিদাস** মেঘদূতে লিখিয়াছেন "সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্"। এখানে ত্বৎশব্দে মেঘ ; সুতরাং নীপ "প্রাবৃষেণ্য" হইল। বধূগণ যখন আদর সহকারে সীমন্তে ধারণ করিতেন, তখন নীপ অবশ্যই "সুবাস" ও সুন্দর। এতদ্দ্বারা নীপ ধুলিকদম্ব না হইয়া, ধারাকদম্ব বলিয়া প্রমাণ হইলেও, বোধ হয় নীপ কদম্বের সাধারণ নাম। ধুলিকদম্ব অর্থাৎ কেলিকদম্বের ফুলও সুগন্ধি ; কিন্তু ধারাকদম্ববৎ সুন্দর নহে। কোচবিহারের লোকে কেলি কদম্বকে "খেলিকদম্" বলে। **সিংহলী—কলোন্**।

বর্ণন—কদম্বের অর্থাৎ ধারাকদম্বের বৃক্ষ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। **কেলিকদম্বের বৃক্ষ** ধারাকদম্বের বৃক্ষাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কেলিকদম্ব বহুশাখ। ইহার ফুল ও পাতা, ধারাকদম্বের পুষ্প ও পত্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কদম্বের ফুল বর্ষাকালে হয়। কেলিকদম্বের ফুল বসন্তকালে ফুটিতে আরম্ভ করিয়া, বর্ষারম্ভ পর্য্যন্ত থাকে। পূর্ব্বে পুষ্পদণ্ডের বিষয় কিছু বলিয়াছি (আরগ্বধ দেখ)। পুষ্পদণ্ড নানাকৃতির হয়। যে বর্ত্তুলাকৃতি প্রত্যঙ্গের উপর কদম্বের পুষ্প সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহা বস্তুতঃ ফুল বা ফল নহে—উহা কদম্ব পুষ্পের বর্ত্তুলাকৃতি পুষ্পদণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদ্ভিদের পুষ্পাবির্ভাবকালের নিয়তত্ব নাই। মৃত্তিকা ও জলবায়ুর অবস্থার সহিত পুষ্পাগমের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। রাঢ়ে রথযাত্রার পূর্ব্বে কদম্বের ফুল হয় না। কোচবিহারে চৈত্রের শেষেও কদম্ব বৃক্ষ পুষ্পিত হয়। বৈশাখী রজনীতে রাগত কদম্বপুষ্পের গন্ধ অতি মনোরম। কোচবিহার বর্ষাপ্রধান প্রদেশ বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল, পত্র ও ত্বক্। **মাত্রা**—ফলস্বরস ১—২ তোলা। ত্বক্‌চূর্ণ—১—২ আনা।

বৈদ্যকে কদম্বের ব্যবহার।

চরক—ব্রণাচ্ছাদনার্থ কদম্বপত্র—কদম্বের পত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদিত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **মূত্রের বৈবর্ণ্যে** ও কৃচ্ছ্রতায় কদম্ব—কদম্বের কাথ ও গব্যদুগ্ধসহ যথাবিধি পক্ক ঘৃত পান করিলে মূত্রের বিবর্ণতা ও কৃচ্ছ্রনির্গম নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, বমনোপগবর্গে নীপ এবং বেদনাস্থাপনবর্গে কদম্ব এবং তৎক-

শোধনবর্গে কদম্বনির্য্যাস পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত**, রোধ্রাদি ও ন্যগ্রোধাদিগণে কদম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। **নব্যমত সমালোচনা**—ডাঃ উদয়চাঁদ, ডিমক্ ও কোরি ধারাকদম্বের বাঙ্‌লা নাম কেলিকদম্ব লিখিয়াছেন। "বৈদ্যকশব্দসিন্ধু" সঙ্কলয়িতাও উঁহাদের মতানুসরণে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেলিকদম্বের সংস্কৃত নাম যে ধূলিকদম্ব, ধারাকদম্ব নহে, ইহা ইতঃপূর্ব্বেই বিশদরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। রক্সবর্গ শ্বেত কদম্বের (Nauclea tetrandra) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট, আকৃতি ৬—১২ হাত উচ্চ, কাণ্ড সরল, পুষ্পকাল গ্রীষ্ম ঋতু। ইহাকে ভূকদম্ব বা এক প্রকার কেলিকদম্ব বলা যায়।

Adina Cordifolia.—Constituents.—Cinchotannic acid, a red oxidized product, a bitter principle, starch and calcium oxalate. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 325).

Actions and uses.—Bitter, tonic and febrifuge. Like cinchona it is used in fevers, Dyspepsia, Anorexia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 325).

Anthocephalus Cadamba.—Wild Cinchona—**Actions and uses.**—Tonic, the juice is given to children with cumin and sugar in gastric irritability. The fruit is cooling, refrigerant and febrifuge, and given in fever with great thirst. (*Materia Medica af India*—R. N. Khory, Part II., p. 325).

নব্যমত—কেলিকদম্বত্বক্ তিক্ত, বল্য এবং জ্বরঘ্ন। সিঙ্কোনার মত ইহাও জ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী এবং অগ্নিমান্দ্যে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—অর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ)। ধারাকদম্ব অর্থাৎ **কদম্বকে** লোকে বন্যসিঙ্কোনা বলে। ইহার ত্বক্ বলকারক, ত্বকের রস, জীরাচূর্ণ ও চিনিসহ শিশুর বমন প্রতিকারার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফল শীতল, শ্রমাপহ জ্বরঘ্ন। জ্বরের প্রবলপিপাসায় ফলরস সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ)।

কদলী—কদলী।

কদলী, মোচা। Musa Paradisiaca, *Linn.* **M. Sapientium,** *Roxb.*

"পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"অম্বুসারা," "নিঃসারা," "দীর্ঘপত্রা," "অংশুমৎফলা," "মধুরফলা," "গুচ্ছফলা"। নিরুক্তিজ্ঞা:—"বহুবীজা," "মদ-

वल्लभा"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—काष्ठकदल्या: —"विषघ्नी"। कदली-मधुरा शीता रम्या पित्तहरा मृदुः। कदल्यास्तु 'फलं' स्वादु कषायं नातिशीतलम्। रक्तपित्तहरं वृष्यं रुच्यं कफकरं गुरु। 'कन्दस्तु' वातलो रुचः शीतोऽस्रकृत्क्रिमि-कुष्ठनुत्। स्यात् 'काष्ठकदली' रुच्या रक्तपित्तहरा हिमा। गुरुर्मन्दाग्निजननी दुर्जरा मधुरा परा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ पित्तापहं शिशिररुच्यमथापि नालम्। 'पुष्पं' तदप्यनुगुणं क्रिमिहारि 'कन्दम्'। 'पर्णञ्च' शूलशमकं कदलीभवं स्यात्। रम्भापक्वफलं कषायमधुरं बल्यञ्च शीतन्तथा। पित्तश्वास्रविमर्द्दनं गुरुतरं पथ्यममन्दानले। सद्यः शुक्रविवृद्धिदं क्लमहरं तृष्णापहं कान्तिदम्। दीप्ताग्नौ सुखदं कफामयकरं सन्तर्पणं दुर्ज्जरम्। 'गिरिकदली' मधुरहिमा बलवीर्य्यविवृद्धिदायिणी रुच्या। तृट्पित्तदाहशोषप्रशमनकर्त्री च दुर्जरा च गुरुः। 'सुवर्णमोचा' मधुरा हिमा च। स्वल्पाशने दीपनकारिणी च। तृष्णापहा दाहविमोचनी च। कफापहा वृष्यकरी गुरुश्च। राजनिघण्टुः। 'मोचाफलं' स्वादुशीतं विष्टम्भि कफनुद् गुरु। स्निग्धं पित्तास्रतृड्दाहक्षतक्षय-समीरजित्। पक्वं स्वादु हिमं पाके स्वादु वृष्यञ्च वृंहणम्। क्षुत्तृष्णा नेत्रगदहृन्मेहघ्नं रुचिमांसकृत्। माणिक्यमर्त्यामृतचम्पकाद्या। भेदाः कदल्या बहवोऽपि सन्ति। उक्ता गुणास्तेष्वधिका भवन्ति। निर्दोषतास्याल्लघुता च तेषाम्। भावप्रकाशः॥ कादलं मधुरं वृष्यं कषायं नातिशीतलम्। रक्तपित्त-हरं हृद्यं रुच्यं श्लेष्मकरं गुरु। तदेव चम्पकाख्यन्तु वातपित्तहरं गुरु। वृष्यश्चैवातिशीतञ्च मधुरं रसपाकयोः। कदलीमोचकं हृद्यं कफघ्नं क्रिमि-नाशनम्। तृष्णाप्लीहज्वरं हन्ति दीपनं वस्तिशोधनम्। कादल्या बलकामूलं वातपित्तहरं गुरु। राजवल्लभः॥ संपक्वं पनसं मोचं राजादनफलानि च। स्वादूनि सकषायानि स्निग्धशीतगुरूणि च। कषायविषदत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्। चरकः (सूः २७ अः फः वः)। मोचं स्वादुरसं प्रोक्तं कषायं नाति-शीतलम्। रक्तपित्तहरं वृष्यं रुच्यं श्लेष्मकरं गुरु। सुश्रुतः—(सूः ४६ अः फः वः)।

वैद्यके व्यवहारः—कर्णरोगे कदली—"कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः कर्णपूरणे" (उः २१ अः)। सुश्रुतः। प्रदरे आमं मोचम्—"गुड़ेन वदरीचूर्णं मोचमामम्—" (असृग्दर—चिः)। चक्रदत्तः। सिध्मे कदलीक्षारः—"* सिध्मम्। क्षारेण वा कदल्या रजनीमिश्रेण नाशयति"॥ (कुष्ठ चिः)। (२) सोमरोगे पक्वकदलीफलम्—"कदलीनां फलं पक्वं धात्रीफलरसं मधु। शर्करासहितं खादेत् सोमधारण मुत्तमम्" (सोमरोग—चिः)। वङ्गसेन।

কদলীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"অম্বুসারা," "নিঃসারা," "দীর্ঘপত্রা," "স্বাদুফলা," "সকৃৎফলা," "গুচ্ছফলা"। **গিরিকদলীর**—"বহুবীজা," ; "গজবল্লভা"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—কাষ্ঠকদলীর**—"বিষঘ্নী"। **কদলীর ভাষানাম**—বাঃ—কলা। হিঃ—কেরা। মিং—কেইল্। মঃ—কেঠ্ঠ। গুঃ—কেল্য। কঃ—কদলী। তৈঃ—চক্রাকেলী। তাঃ—বাঠেঠ। বঃ—হগাপী। অঃ—মেয়জ্। ফাঃ—মাঙ্গ্। **কদলীভেদ**—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে কদলী ও কাষ্ঠকদলী, রাজনিঘণ্টুতে কদলী, কাষ্ঠকদলী, গিরিকদলী এবং সুবর্ণমোচা ; ভাবপ্রকাশে মাণিক্য, মর্ত্ত্য, অমৃত ও চম্পক কদলীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অধুনা নানাস্থানে নানাপ্রকার কদলীর আবাদ হয়। আসাম প্রদেশে বক্ষ্যমান ১৫শ কদলীভেদ সাধারণের নিকট সুপরিচিত—আঠীয়া, জেপা আঠীয়া, ভীমকলা, কনকধোল, বরৎমানি, ছেনিচম্পা, মনুহর, ভোট্‌মনুহর, সিমুলমনুহর, পুরা, মালভোগ, বরট্‌মানি, বনকলা, জাহাজি ও দাঘজোয়া।

ঔষধার্থ ব্যবহার—নাল, মূল, কন্দ, পুষ্প, পত্র, ফল।

বৈদ্যকে কদলীর ব্যবহার।

সুশ্রুত—কর্ণরোগে কদলীস্বরস—কর্ণশূল প্রতীকারার্থ কদলীবাগুড়ার (কলার "পেটোর") রস, ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে (উঃ ২১ অঃ)। **চক্রদত্ত—প্রদরে** অপক্ককদলীফল—খোসা সহিত কাঁচাকলা চূর্ণ করিয়া গুড়সহ কফপিত্তজ অসৃগ্দরে সেবন করাইবে (অসৃগ্দর চিঃ)। **বঙ্গসেন—সিধ্মরোগে** কদলীক্ষার—কলার ক্ষার ও পিষ্টহরিদ্রা একত্র লেপন করিলে সিধ্ম (ছুলি) বিনাশ প্রাপ্ত হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (২) **সোমরোগে** পক্ককদলীফল—কাঁচা আমলকীর রস, চিনি ও মধু যোগে পক্ককদলী ভোজন করিলে সোমরোগে নিবৃত্তি পায় (সোমরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—প্রাচীন নিঘণ্টু গ্রন্থে মোচা শব্দ কদলীবৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। **রাজবল্লভকারই** "মোচা" (কলার ফুল) অর্থে মোচক শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

রাজনিঘণ্টুকার কদলীকন্দ (কলার এঁটে), কদলীপুষ্প (মোচা) ও কদলীনালের (থোড়) গুণ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার মতে কদলীপত্র শূলশমক। চরকের "দশেমানি" তে কদলী পঠিত হয় নাই। সুশ্রুত ক্ষারযোগ্য বৃক্ষবর্গে কদলী পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ১১ অঃ)। কদলীকন্দসম্ভব ক্ষারজলকে কোচবিহারের লোকে "ছাঁাকা" বলে। এই ছাঁাকা লবণের পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ শাক পাককালে ছাঁাকার ব্যবহার এখনও বলবৎ রহিয়াছে। এ প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। টীকাকৃৎ বিজয়রক্ষিত লিখিয়া গিয়াছেন "ক্ষারোদকসাধিতং বঞ্জনমস্তি কামরূপাদৌ" (গ্রহণী—ব্যাখ্যামধুকোষ)। দরিদ্রলোকে কদলীক্ষার দ্বারা মলিনবস্ত্র ধৌত করিয়া থাকে।

Constituents.—The ash contains potash and soda salts phosphoric acid and magnesia. The ripe fruit contains starch, sugar, gum, fat, albuminoids and non-nitrogenous extractives. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 568)

Actions and uses.—Demulcent, nutritive and astringent ; the fruit is used in soreness of the throat, dry cough and in irritability of the bladder. The root is used as an anthelmintic. The meal prepared from the fruits is nutritive ; the strach prepared from the unripe fruits is astringent and used in bowel complaints. A syrup of banana is given in chronic bronchitis with benefit. In hæmoptysis and hæmorragic fluxes, the juice of the stem obtained by incisions is very beneficial. The young leaves are a good substitute for gutta percha tissue in dressing wounds as cooling for blistered surfaces. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 599).

"**Emerson.**—Notices the use of the sap to alloy thirst in cholera". * * * "Pereira (*Materia Medica*—Part II., 222) has drawn attention to the nutritive properties of the meal prepared from the unripe fruit." * * 'Starch prepared from unripe fruit is used in the treatment of bowel complaints in Bengal. A specimen we examined consisted almost wholly of pure starch with a trace of astringent extractive." In America a syrup of bananas is said to be singularly effective in requiring only that the fruit shall be cut in small pieces and with an equal weight of sugar be placed in a close jar, which is set cold water and slowly heated to the boiling point, when it is to be removed from the fire and allowed to cool. The dose mentioned is a teaspoonful every hour. (Dymock—*Pharmacographia Indica*—Part III., pp. 444-5).

নব্যমত—কদলীফল, তর্পক, পোষক এবং কষায়। ইহা গলক্ষত, শুষ্ককাস এবং মূত্রকৃচ্ছ্রাদি বস্তির উত্তেজনজাত পীড়ায় হিতকর। কদলীমূল ক্রিমিঘ্ন। শুষ্কীকৃত অপক্ক কদলী চূর্ণ, উত্তম পুষ্টিপ্রদ খাদ্যৌষধ। ইহা উদরাময়গ্রস্ত রোগীর প্রশস্ত পথ্য। পুরাণ কাস রোগে কদলীর **সিরাপ**, ফলপ্রদ। রক্তপিত্ত, রক্তনিষ্ঠীবন রোগে, কদলীকাণ্ড ভেদ করিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা পান করিবে। ইহা বিশেষ এলপ্রদ। কচি কলাপাতা, ক্ষত বন্ধনার্থে "গটাপার্চ্চার" প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। অধিকন্তু ইহা ব্লিষ্টারের পক্ষে স্নিগ্ধ আচ্ছাদক। এতদ্দেশীয় লোকে, নেত্ররোগে, কচি কলাপাতা দ্বারা নেত্র আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ইহাতে চক্ষু শীতল থাকে এবং সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষিত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি –২য় খণ্ড ৫৯৯ পৃঃ)।

এমার্সন বলেন কদলী বৃক্ষের রস, বিসূচিকার তৃষ্ণা প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। **পেরিরা** অপক্ক কদলীফল চূর্ণের পুষ্টিকরত্ব গুণ স্বীকার করিয়াছেন। আমেরিকায়, কদলীফলের সিরাপ, পুরাণ কাসের (chronic bronchitis) একমাত্র ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কদলীফলের **সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী**—অতি ক্ষুদ্রাকারে কর্ত্তিত কদলীফল এবং কর্ত্তিত কদলীফলের সমাংশ চিনি একত্র আবৃতমুখ পাত্রে (জারে) স্থাপন করিবে। এই পাত্র, উত্তমরূপ নিমজ্জিত হয় এতাদৃশ শীতলজলপূর্ণ কোন পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে জ্বাল দিবে। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে জ্বাল বন্ধ করিয়া, নামাইবে এবং শীতল হইলে জল হইতে উত্তোলন করিয়া, পাত্রমধ্যস্থিত সিরাপ ব্যবহার করিবে। মাত্রা—চার চামচের ১ চামচ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেব্য। (ডিমক—ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—৩য় খণ্ড, ৪৪৪—৪৫ পৃঃ)।

কপিত্থ—কপিত্থঃ।

कपित्थः, दधित्थः। Feronia Elephantum, *Corr.* Eng.—Elephant or wood apple.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"ग्राही"। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"गन्धफलः," "चिरपाकी," "कठिनफलः"। कपित्थमाममस्वर्य्यं कफघ्नं ग्राहि वातलम्। कफानिलहरं पक्वं मधुराम्लरसं गुरु। श्वासकासारुचिहरं तृष्णाघ्नं कण्ठशोधनम्। "धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कपित्थो मधुराम्लश्च कषायस्तिक्तशीतलः।

सूक्ष्मः पित्तानिलं हन्ति संग्राही व्रणनाशनः। राजनिघण्टुः॥ कपित्थमामं संग्राहि कषायं लघु लेखनम्। 'पक्व' गुरु तृषाहिक्काशमनं वातपित्तजित्। स्वाद्वम्लं तुवरं कण्ठशोधनं ग्राहि दुर्ज्जरम्। भावप्रकाशः॥ कपित्थ 'मामं' कण्ठघ्नं विषघ्नं ग्राहि वातलम्। मधुराम्लकषायत्वात् सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्। तदेव पक्वं दोषघ्नं गुरु ग्राहि विषापहम्। राजवल्लभः॥ * हिक्काकासं नाशयति बीजञ्च हृद्रयापहम्। शीर्षव्यथां विषञ्चैव विसर्पञ्चैव नाशयेत्। बीजतैलञ्च तुवरं ग्राहकं स्वादु पित्तनुत्। आखोविषं कफञ्चैव हिक्कां वान्तिञ्च नाशयेत्। विषनाशकरं पुष्पं पर्णं वान्त्यतिसारजित्। हिक्कां नाशयतीत्येवं प्रोक्तं पूर्व्वैर्महर्षिभिः॥ वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—अर्शःसु कपित्थम्—"दधित्थबिल्वयूषस्त्वा * (चिः ८ अः)। (२) "हिक्कायां" कपित्थम्—"पिप्पलीमधुयुक्तौ वा रसौ धात्रीकपित्थयोः" (चिः २१ अः)। (३) कण्ठगतविषे कपित्थम्—"कपित्थमामं ससितक्षौद्रं कण्ठगते विषे" (चिः २५ अः)। (४) "रक्तपित्ते" कपित्थपत्रम्—"पत्रकल्कौ घृते भृष्टौ राजादनकपित्थयोः। पित्तानिलहरौ पैत्ते सर्व्वस्त्वेवास्रपित्तजित्" (चिः ३० अः)। चरकः॥ विषसंसृष्टाञ्जनजविकारे कपित्थम्—"कपित्थ मेषशृङ्ग्यास्त्र पुष्पं * * (कः १ अः)। (२) वमने कपित्थम्—दधित्थ-रससंयुक्तां पिप्पलीं माक्षिकान्विताम्। मुहुर्मुहु र्नरो लीढ्वा छर्द्दिभ्यः प्रतिमुच्यते"। (उः ४८ अः)। (३) न्यच्छव्यङ्गनीलिकासु कपित्थम्—"कपित्थराजादनयोः कल्कं वा हित मुच्यते" (चिः २० अः)। सुश्रुतः॥ कफजवमने कपित्थम्—"खादेत् कपित्थं सव्योषम्" (चिः ६ अः)। (२) कफजकर्णरोगे कपित्थम्—"रसेन * कपित्थस्य च पूरयेत्" (चिः १८ अः)। वाग्भटः॥ प्रवाहिकायां कपित्थम्—"धातकी वदरीपत्रं कपित्थं *। * एकतो दध्ना पिबेत् प्रवाहिकाहितः (मः खः १मः भाः)। भावप्रकाशः॥ प्रदरे कपित्थपत्रम्—"कपित्थवेणुपत्रञ्च सममेकत्र पेषयेत्। मधुना सह दातव्यं तीव्रप्रदरनाशनम्" (स्त्रीरोगाधिकारे)। वङ्गसेनः।

কপিত্থের ভাষানাম—বাঃ—কয়েদ্। হিঃ—কৈথ্। মঃ—কঁবঠ্। গুঃ—কোঁট, কাঠ, কোঠবতী। কঃ—বেললু। তৈঃ—এলাংগাকায়া **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"গ্রাহী"। **পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"কঠিনফল," "গন্ধফল," "চিরপাকী"। **সিংহলী—গিবুল।**

বর্ণন—কপিত্থ তরু অশ্বত্থ বৃক্ষের মত উচ্চ হয়। ফলের জন্য কচিৎ ইহার বৃক্ষ যত্ন রক্ষিত হইলেও, প্রায়ই গ্রাম্য পুষ্করিণী বা পথিপার্শ্বে অযত্নসম্ভূত হইয়া ফল ও ছায়া দান করে। পর্ণধ্বংশী শীতঋতু, অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় ইহারও তাবৎ পত্র হরণ করে, এবং বসন্ত নূতন পাতায় ইহাকে সাজাইয়া দেয়। যে সকল বৃক্ষ কোন ঋতুতেই একবারে পত্র বিবর্জ্জিত হয় না, তাহাদিগকে "চিরহরিত্" বলে, কপিত্থবৃক্ষ চিরহরিত্ নহে। কপিত্থের **পাতা** কামিনীফুলের পাতা অপেক্ষা ছোট, চিক্কণ ও সুগন্ধি। নিদাঘশেষে, প্রাবৃটের প্রথম বারি-পাতে, কপিত্থবৃক্ষ পুষ্পিত হয়, **ফুল** ছোট ছোট সাদা। **ফল** বড়, গোল, উপরটা শাদা ও কর্কশ। পৌষ মাসে ফল পাকে। ফল বিলম্বে পাকে বলিয়া "চিরপাকী" নাম। পাকা কয়েদের গন্ধ অতি হৃদ্য। শাঁসে বীজ নিমজ্জিত থাকে। "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" নাম পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় কপিত্থ বৃক্ষের প্রতিকৃতি আছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প, ফল। **মাত্রা**—পুষ্প ও পত্রকল্ক ৪—৮ আনা। ফলশস্য ২—৪ তোলা। ফলস্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে কপিত্থের ব্যবহার।

চরক—অর্শে কপিত্থ—অর্শরোগীর মলভেদ থাকিলে কাঁচা কয়েদ্ ও কাঁচা বেলের যূষ পান করাইবে; কিম্বা এই যূষের সহিত ছাগমাংসের যূষ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। কোন ঔষধের যূষ প্রস্তুত করিতে হইলে, উহার সহিত তত্তৎ অবস্থার হিতকর কোন প্রকার কলায়ও দিতে হয়; যেহেতু কলায় যূষযোনি। (২) **হিক্কায়** কপিত্থ—কাঁচা কয়েদের রস পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ হিক্কারোগীকে পান করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)। (৩) **কণ্ঠগত বিষে** কপিত্থ—যে কোন প্রকার জঙ্গমবিষ কণ্ঠপ্রাপ্ত হইলে চিনি ও মধুর সহিত কাঁচা কয়েদ্ ভক্ষণ করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)। (৪) **রক্তপিত্তে** কপিত্থপত্র—রাজাদন ও কপিত্থের পত্র পেষণ পূর্ব্বক, ঘৃতভর্জ্জিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, পিত্ত-বায়ু নাশ করে। ইহা সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্তের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত—বিষসংসৃষ্টাঞ্জন** রোগে কপিত্থ পুষ্প—কপিত্থ ও মেষশৃঙ্গীর পুষ্প দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করাইলে, বিষদুষ্টাঞ্জনজ পীড়া প্রশমিত হয় (কল্প ১ অঃ)। (৫) **বমনেৌষধির**—কয়েদের রস ও মধুর সহিত পিপ্পলীচূর্ণ [illegible] লেহন করিলে [illegible]

নিবৃত্তি পায় (উঃ ৪৯ অঃ)। (৩) স্বচ্ছব্যঙ্গাদিতে কপিত্থ—কয়েদ্‌ ও রাজাদনের শাঁস পেষণ পূর্ব্বক স্বচ্ছব্যঙ্গাদিতে প্রলেপ দিবে (চিঃ ২০ অঃ)। বাগ্‌ভট্ট—শ্বাসে কপিথ—শ্বাসরোগী কয়েদের রস পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) কফজ বমনে কপিত্থ—ত্রিকটু চূর্ণের সহিত কয়েদ্‌ ভক্ষণ করিলে কফজবমি প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। (৬) কফজ কর্ণরোগে কপিত্থ—কফজকর্ণরোগী কয়েদের রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)। ভাবপ্রকাশ-প্রবাহিকায় কপিত্থ—কাঁচা কয়েদের শাঁস দধির সহিত পেষণপূর্ব্বক প্রবাহিকার্দ্দিত ব্যক্তি পান করিবে (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)। বঙ্গসেন—প্রদরে কপিত্থপত্র—কয়েদের পাতা ও বাঁশপাতা সমভাগে উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক মধুসহ্‌ সেবন করাইবে, ইহা তীব্র প্রদরের পক্ষে হিতকর (স্ত্রীরোগাধিকার)।

বক্তব্য—চরকোক্ত "দশেমানি"র মধ্যে কপিত্থের উল্লেখ নাই। বিমানোক্ত অম্ল ও কষায়স্কন্ধেও কপিত্থের নাম নাই।

Constituents.—The pulp contains a large quantity of critic acid with potash lime and iron. The leaves yield an essential oil similar to that obtained from bael leaves. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 130).

Actions and uses—The young leaves are stomaehic lithontriptic and carminative used in Dyspepsia and Diarrhœa ; also used in lessening red sand from the urine. The unripe fruit is astringent, and like bael, is used in Diarrhœa and Dysentery. The ripe fruit is refreshing, antiscorbutic digestive and tonic, the syurup is used in salivation, Sore throat and in strengthening the gums. The gum is a good substitute for ggum-arabic, the mucilage is more viscid than that of gum-arabic, and is used with honey is Diarrhœa Dysentery and to relieve tenesmus of the bowels. The pulp or the powdered rind is used as a local application for bites of venomous insects. *Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part I I., p. 130).

নব্যমত—কপিত্থের কোমলপত্র পাচক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক অর্থাৎ ইহা সেবন করিলে, অশ্মরীরোগীর বস্তিতে অশ্মরীর পুনঃসঞ্চয় হইতে পারে না। অধিকন্তু ইহা আধ্মানহর এবং অজীর্ণ গ্রহণী অতিসার ও শর্করা অর্থাৎ মূত্রসহ রক্তবর্ণ বালুকাবৎ বস্তু নির্গমে, সেব্য। কপিত্থের কাঁচাফল কষায়—ইহা বিল্ববৎ অতিসার এবং আমরক্তাতিসারে প্রযোজ্য। পক্কফল, সন্তর্পক, শ্রমহর, "স্কার্ভি" রোগনাশক (শাকসব্‌জি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক, নিরবচ্ছিন্ন মাংস ভোজন জন্য রক্তবিকৃতিজপীড়া বিশেষকে "স্কার্ভি"

বলে), পাচক, বলকারক। ইহার **সিরাপ,** অতি লালাস্রাব, গলক্ষত এবং দন্তবেষ্ট দৃঢ়ী-করণার্থ ব্যবহৃত হয়। কপিথের **নির্য্যাস,** আরবি গঁদের প্রতিনিধিরূপে প্রয়োগ করা যায়। ইহা অতিসার ও আমরক্তাতিসারে মধুসহ সেব্য। অতিসারীর পরিকর্ত্তিকা ও কুন্থন বিদ্যমান্ থাকিলে, ইহা বিশেষ উপকারী। ফলের **খোসার** প্রলেপ, বিষধরকীটদংশনে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এম, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ)।

কম্পিল্লক—काम्पिल्लकः।

काम्पिल्लकः। Mallotus Phillippensis, *Mub-Arg,* Rottlera Tinctoria, *Roxb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"लघुपत्रकः," "लोहिताङ्गः," "रक्तफलः," "बहु-पुष्पः," "बहुफलः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"रञ्जनः," "रेची"।

काम्पिल्लको विरेची स्यात् कटूष्णो व्रणनाशनः। गुल्मोदरविबन्धाध्म-श्लेष्मक्रिमिविनाशनः। पित्तव्रणाध्मानविबन्धनिघ्नः। श्लेष्मोदरार्त्तिक्रिमिगुल्मवैरी। शूलामशोथव्रणगुल्महारी। काम्पिल्लको रेच्यगदापहारी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ काम्पिल्लको विरेची स्यात् कटूष्णो व्रणनाशनः। कफकासार्त्तिहारी च जन्तु-क्रिमिहरो लघुः। राजनिघण्टुः॥ काम्पिल्लः कफपित्तास्रक्रिमिगुल्मोदरव्रणान्। हन्ति रेची कटूष्णश्च मेहाऽऽनाहविषाश्मनुत्। भावप्रकाशः॥ 'तच्छाकं' शीतलं तिक्तं वातलं ग्राहि दीपनम्। बृहन्निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—गुल्मे काम्पिल्लकः—लिह्यात् काम्पिल्लकम्वापि विरेकार्थं मधुद्रवम्" (चिः ५ अः)। (२) व्रणरोपणार्थम् काम्पिल्लकः—"* तैलं काम्पिल्लकेन वा। * प्रधानं व्रणरोपणम्" (चिः १२ अः)। चरकः॥ क्रिमिषु काम्पिल्लकः—"काम्पिल्लचूर्णकर्षार्द्धं गुड़ेन सह भक्षितम्। पातयेत्तु क्रिमीन् सर्व्वानुदरस्थान संशयः। (क्रिमि—चिः)। भावप्रकाशः॥

কম্পিল্লকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"লঘুপত্রক," "লোহিতাঙ্গ," "রক্তফল," "বহুপুষ্প," "বহুফল"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রঞ্জন," 'রেচী'। কম্পিল্লকের ভাষানাম—বাঃ—কমলাগুঁড়ি। হিঃ—কবীলা, কমিলা। মঃ—কপীলু। গুঃ—কপীলো। কঃ—কম্পিল্লকং। তাঃ—কপিলায়। তেঃ—কমীর।

বর্ণন—কম্পিল্লক বৃক্ষ কাশ্মীর হইতে সিংহল পর্য্যন্ত প্রদেশে এবং ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ও আন্দামান দ্বীপে প্রচুর জন্মে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয় না। ইহার **পাতা** ডুমুরের পাতার মত। পত্রবৃন্ত-সন্নিকটে দুইটী অর্ব্বুদাকৃতি গ্রন্থি আছে। **ফল** ছোট কুলের মত। **পক্ক-ফলের** গাত্রে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র দানাদার যে পদার্থ সঞ্চিত থাকে তাহাই কমলাগুঁড়ি নামে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা নির্গন্ধ এবং প্রায় স্বাদহীন।

কমলাগুঁড়ির ভেদ ও পরীক্ষা—কম্পিল্লক ফলগাত্রেই যে কেবল কমলা-গুঁড়ি সঞ্চিত হয় এমন নহে শাখাদিতেও সঞ্চিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, কঙ্কন, মাদ্রাজ এবং গঞ্জাম প্রদেশের বণিকেরা বস্ত্র বা তণ্ডুল বিনিময়ে পাহাড়ীদিগের নিকট হইতে কমলাগুঁড়ি সংগ্রহ করে। সংগ্রাহকগণ কমলাগুঁড়িকে "কপিলা" এবং "কপিলী" এই দুই প্রকারে পৃথক করিয়া থাকে। কেবল কম্পিল্লফল, ঝুড়িতে রাখিয়া আলোড়িত করিলে যে রজঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই "কপিলী" নামে খ্যাত। "কপিলী" কমলাগুঁড়িই শ্রেষ্ঠ। ফল ভিন্ন বৃক্ষের অন্যাংশ হইতে সংগৃহীত কমলাগুঁড়িকে "কপিলা" বলে। কপিলী রক্তবর্ণ, কপিলা কপিলী অপেক্ষা হীনগুণ। বাজারে সচরাচর যে কমলাগুঁড়ি বিক্রীত হইয়া থাকে, উহাতে ধূলিবালুকা প্রচুর মিশ্রিত থাকে। এই কদর্য্য কমলাগুঁড়ির ব্যবহার নিরাপদ ও ফলপ্রদ নহে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কমলাগুঁড়ি দুর্লভ বলিলেও হয়; কারণ, প্রথমতঃ, বৃক্ষস্থিত কম্পিল্লকরজঃ ধূলিকণবাহী বায়ু সংস্পর্শেই দূষিত হইয়া থাকে। তৎপরে ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া আরও অধিকতর দূষিত করিয়া ফেলে। **কমলাগুঁড়ির পরীক্ষা**—জলার্দ্র অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা কমলাগুঁড়ি লইয়া শ্বেতবর্ণ একখণ্ড কাগজের উপর ঘর্ষণ করিলে, যদি উহা মসৃণ বর্ত্তিতে পরিণত এবং কাগজ যদি উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত হয়, তাহা হইলে, ঐ কমলাগুঁড়ি উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। বণিকগণ এই প্রকারেই কমলাগুঁড়ির পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—"কম্পিল্লকফলরজঃ" (সুশ্রুত, সূঃ ৩৯ অঃ) এই বাক্যে কম্পিল্লকের ফলরজেরই ঔষধার্থ ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে। **মাত্রা**—২ আনা হইতে ১ তোলা।

বৈদ্যকে কম্পিল্লকের ব্যবহার।

চরক—গুল্মে কম্পিল্লক—বিরেচনার্থ, গুল্মরোগীকে, মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া, কম্পিল্লক সেবন করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **ব্রণরোপণার্থ কম্পিল্লক**—কম্পিল্লকসহ পক্ক তৈল শ্রেষ্ঠ ব্রণরোপক। (চিঃ ১৩ অঃ)। মাংসাঙ্কুর উৎপাদনপূর্ব্বক ক্ষতপূরণ করাকে রোপণ বলে। **ভাবপ্রকাশ**—**ক্রিমিতে কম্পিল্লক**—কম্পিল্লক ১ তোলা গুড়ের সহিত সেবন করিলে উদরস্থ কৃমি নিশ্চিত পতিত হইয়া থাকে (কৃমি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক কৃমিঘ্নবর্গে কম্পিল্লক পাঠ করেন নাই।

Constituents.—Resins 80 p. c. tannic acid, gum, volatile oil, rottlerin, albuminous matter 7 p. c.; colouring matter, cellulose 7 p. c. and ash 4 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 550.)

Actions and uses.—Cathertic and anthelmintic; given with treacle it kills and expells round and thread worms; as a purgative it causes nausea but does not cause vomiting; it relieves colicky pain and removes bile. It is a local remedy for ringworm, pityriasis, freckles and and scabies. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 550.)

নব্যমত—কমলাগুঁড়ি, বিরেচক ও ক্রিমিঘ্ন। গুড়ের সহিত সেবন করিলে, অন্ত্রস্থ সূত্রবৎ ক্রিমি পাতিত করে। বিরেচনার্থ কমলাগুঁড়ি সেবন করিলে, বিবমিষা উপস্থিত হয়; কিন্তু বমন হয় না। ইহা পিত্তের অধঃপ্রবর্ত্তক এবং শূলবৎ বেদনাপ্রশমক। কমলাগুঁড়ির প্রলেপ, দদ্রু প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্মরোগনাশক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫০ পৃঃ)।

করঞ্জদ্বয়—কারঞ্জদ্বয়ম্।

করঞ্জঃ (কঃ), নক্তমালঃ, চিরবিল্বঃ—Pongamia Glabra, ***Vent.***
প্রকীর্য্যঃ, পূতিকরজঃ, পূতিকঃ—Cæsalpinia Bonducella, ***Fleming.***

परिचयज्ञापिका संज्ञा—नक्तमालस्य "पूतिपर्णः," "स्निग्धपत्रः," "गुच्छपुष्पः"।

करञ्जश्चोष्णतिक्तः स्यात् कफपित्तास्रदोषजित्। व्रणश्लेष्मक्रिमीन् हन्ति भूतघ्नो योनिरोगहा। 'चिरविल्वः' करञ्जश्च तीव्रो वातकफापहः। 'महाकरञ्ज' स्तिक्तोष्णः कटुको विषनाशनः। कण्डूविचर्च्चिका-कुष्ठत्वग्दोषव्रणनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'करञ्जः' कटुरुष्णश्च चक्षुष्यो वातनाशनः। तस्य 'स्नेहो'ऽति स्निग्धश्च वातघ्नः स्थिरदीप्तिदः॥ 'घृतकरञ्जः' कटूष्णो वातव्रणनाशनः। सर्व्वत्वग्दोषशमनो विषसर्पविनाशनः॥ करञ्जः (गुच्छकरञ्जः) कटुतिक्तोष्णः विषवातार्त्तिनाशनः। कण्डूविचर्च्चिकाकुष्ठचर्म्मत्वग्दोषनाशनः। 'रीठाकरञ्ज' स्तिक्तोष्ण कटुस्निग्धश्च वातजित्। कफघ्नः कुष्ठकण्डूतिविषविस्फोटनाशनः॥ 'करञ्जतैलं' नयनार्त्तिनाशनं। वातामयघ्नं घनकुष्ठतीक्ष्णकम्। कुष्ठार्त्तिकण्डूतिविचर्च्चिकापहम्। लेपेन नानाविधचर्म्मदोषनुत्। राजनिघण्टुः॥ करञ्ज

कटुकस्तीक्ष्णो वीर्य्योष्णो योनिदोषहृत्। कुष्ठोदावर्त्तगुल्मार्शोव्रणक्रिमिकफापहः। 'तत्पत्रं' कफवातार्शःक्रिमिशोथहरं परम्। भेदनं कटुकं पाके वीर्य्योष्णं पित्तलं लघु। 'तत्फलं' कफवातघ्नं मेहार्शःक्रिमिकुष्ठजित्। 'घृतपर्णकरञ्जो'ऽपि करञ्जसदृशो गुणैः। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे करञ्जफलम्—"* कुटजकरञ्जयोफलम्। * लेपः कुष्ठापहः सिद्धः" (चिः ७ अः)। (२) अर्शःसु करञ्जपत्रम्—"प्राग्भक्तं यमके भृष्टान् शक्तुभिश्चावचूर्णितान्। करञ्जपल्लवान् दद्याद्वातवर्चोऽनुलोमनम्" (चिः ८ अः)। (३) विसर्पे करञ्जत्वक्—"सुखोष्णया प्रदिह्यात् *। * नक्तमालत्वचाऽपिवा"। (चिः ११ अः)। चरकः॥ कच्छुपामाविचर्चिकासु नक्तमालतैलम्—"तैलं वा नक्तमालजम्" (चिः २० अः)। (२) वातजशूले चिरविल्वाङ्कुरः—"चिरविल्वाङ्कुरान् वापि तैलभृष्टांस्तु भक्षयेत्" (उः ४२ अः)। (३) रक्तपित्ते करञ्जवीजम्—करञ्जवीजं मधुसर्पिषी च। * घ्नन्ति त्रयः पित्तमसृक् च योगः" (उः ४५ अः)। (४) छर्द्यां करञ्जपत्रम्—"पिबेद्यवागूमथवा सिद्धां पत्रैः करञ्जजैः" (उः ५० अः)। (५) जरुस्तम्भे करञ्जवीजम्—"दिह्याच्च मूत्राढ्यैः करञ्जफलसर्षपैः" (चिः ५ अः)। (६) श्लीपदे पूतिकरञ्जः—"पूतिकरञ्जपत्राणां रसं वापि यथावलम्" (चिः १९ अः)। (७) क्रिमिषु पूतिकरञ्जः—"पूतिकस्वरसं वापि पिबेद्वा मधुना सह" (उः ५४ अः)। (८) कुष्ठे करञ्जतैलम्—"कारञ्जं वा सार्षपं वा क्षतेषु। सैप्यं तैलं *" (चिः ९ अः)। सुश्रुतः॥ ग्रन्थिविसर्पे नक्तमालत्वक्—"नक्तमालत्वचा *। लेपो भिन्द्याच्छिलामपि" (चिः १८ अः)। वाग्भटः॥ पक्वशोथप्रभेदने चिरविल्वमूलम्—"चिरविल्वाग्निकौ *।" (व्रणशोथ—चिः)। (२) नेत्ररोगे करञ्जवीजम्—"बहुशः पलाशकुसुमस्वरसैः परिभाविता जयत्यचिरात्। नक्ताह्ववीजवर्त्तिः कुसुमचयं दृक्षु चिरजमपि"। (नेत्ररोग—चिः)। (३) मसूरिका-प्रथमाविर्भावकाले पूतिकरञ्जः—"* सोषणावाथपूतिः। * प्रथममघर्गदे दृश्यमाने प्रयोज्याः" (मसूरिका—चिः)। चक्रदत्तः॥ जलोदरे पूतिकरञ्जवीजम्—"पूतिकरञ्जवीजं * काञ्जिकपीतं शमयेज्जलोदरमपि" (उदर—चिः)। (२) पक्वपित्ते पूतिकरञ्जपल्लवम्—"पूतिकरञ्जपल्लवानि घृतपक्वानि रोगिणे

निर्विद्य भोजनं कार्य्यं वमनं कोष्णवारिणा" (अम्लपित्त—चि:)। (২) मसूरिकायां पूतिकरञ्ज:—"रसं पूतिकरञ्जस्य चामलक्या रसं तथा। पिबेत् सशर्कराचेदं शोफनुत् कफपैत्तिके" (मसूरिका—चि:)। वङ्गसेन:॥

ডহরকরঞ্জার সংস্কৃত নাম—করঞ্জ (ক), নক্তমাল, চিরবিল্ব। নাটাকরঞ্জার সংস্কৃত নাম—প্রকীর্য্য পূতিকরঞ্জ, পূতিক। নিঘণ্টুতে পূতিক শব্দ, করঞ্জদ্বয়েরই পর্য্যায়ে পঠিত হইলেও পূতিক, নাটাকরঞ্জার্থেই ভূরিপ্রযুক্ত। নক্তমালের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"স্নিগ্ধপত্র," "পূতিপর্ণ," "গুচ্ছপুষ্প"।

নক্তমালের ভাষানাম—বাঃ ডহরকরঞ্জা। হিঃ—করঞ্জ, কিরমাল, সুখচিন্। মঃ—চাপড়াকরঞ্জ, ঘাণেরাকরঞ্জ, বার্বঠ্ঠী। গুঃ—করঞ্জ; চরেলকণসে। কঃ—নাপদীয়মরণ্, বাঙ্কবহিলিগিলু। তৈঃ—কানুগ চেট্টু, কঞ্জ। তাঃ—পুঙ্গামারং। বঃ—থয়েন্ পিরিঙ্গু। পূতিকরঞ্জের ভাষানাম—বাঃ—নাটাকরঞ্জা। হিঃ—কাঁটকরঞ্জ, করঞ্জুবা। বং কাঁটাকরঞ্জ। মঃ—সাগরগোটা। গুঃ—কাকঁচ্, তেনাংফল কাঙ্কচিয়া। কঃ—করঞ্জভেদ্। তৈঃ—কচ্কাই, গুচ্চেপিক্কা। ফা—খায়্, ইবলিশ্। অঃ—অক্কমক্ত্। কোঃ—নাটাতিতা। নক্তমালঃ—সিং—মগুল্‌করন্দ। পূতিকরঞ্জঃ—সিং—কুম্বুরু।

বর্ণন—নক্তমাল, উচ্চ, বহুশাখান্বিত উত্তম ছায়াতরু। ইহা প্রায়ই পল্বল পুষ্করিণী, কিম্বা নদীতীরে জন্মিয়া থাকে; সুতরাং ইহার "ডহর-করঞ্জা" নাম অন্বর্থ। কালিদাস রেবাতীর বর্ণনে নক্তমালকে বিস্মৃত হন নাই—"স নর্ম্মদারোধসি শীকরার্দ্রৈঃ। মরুদ্ভিরানর্ত্তিতনক্তমালে"। (রঘু ৫।৪২)। নক্তমালের পত্র প্রায় পাকুড়ের মত, অধিকন্তু ইহা তৈলাক্তের মত চিক্কণ, মসৃণ এবং গাঢ় হরিদ্বর্ণ। বৃক্ষের কাণ্ডত্বক্ মসৃণ এবং স্থানে স্থানে বিচিত্র চিহ্নাঙ্কিত। পুষ্প আকাশবৎ নীলবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছাকারে স্থিত। পুষ্পদণ্ড পত্রার্দ্ধদীর্ঘ। চৈত্র বৈশাখে পুষ্পিত হয়। পুষ্প সর্ব্বথা শিম্বিধারী উদ্ভিদের পুষ্পতুল্য। শিম্বি অণ্ডাকৃতি দীর্ঘ। শিম্বির অগ্রভাগ, হঠাৎ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত এবং ঈষদ্বক্র। প্রতি শিম্বিতে একটীমাত্র বীজ থাকে।

পূতিকরঞ্জ বৃক্ষাশ্রয়িবিটপ বা ভূমিস্পৃষ্ট শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট ক্ষুপ। নক্তমাল বৃক্ষকরঞ্জ, ইহা "বিটপকরঞ্জ"। এবং ইহাতে প্রচুর কণ্টক আছে বলিয়া "কণ্টকিকরঞ্জ" নামেও খ্যাত। পত্র অল্লাধিক রোমাবৃত, ৩—৮ জোড়া। জোড়া জোড়া পাতার মধ্যে ক্ষুদ্র তীক্ষাগ্র কণ্টক আছে। পুষ্প বৃহৎ, গন্ধকবর্ণ। শিম্বি প্রায় গোল, দীর্ঘ ঘন কণ্টকাবৃত। প্রতি শিম্বিতে একটী বা দুইটী বীজ থাকে। বীজের বর্ণ কড়ির মত, আবরণ

বেশ কঠিন। রাঢ়ে নাটাকরঞ্জার বীজকে "কুঁড়ুলেবিচি" বলে। কণ্টকাধিক্য হেতু দুস্পর্শ বলিয়া লোকে নাটাকরঞ্জা গাছের বেড়া দেয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্, পত্র, বীজশস্য, কাণ্ডত্বক্।

বৈদ্যকে করঞ্জদ্বয়ের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে ডহরকরঞ্জার ফল—ইন্দ্রযব এবং ডহরকরঞ্জার ফলের লেপ প্রসিদ্ধ কুষ্ঠাপহ (চিঃ ৭ অঃ)। **অর্শোরোগে** ডহরকরঞ্জার পত্র—অর্শোরোগী অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে, তিল তৈল ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ডহরকরঞ্জার পত্র ভাজিয়া শক্তুর সহিত সেবন করিবে। ইহা বায়ু ও মলের অনুলোমক (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **বিসর্পে** ডহরকরঞ্জার ত্বক্—পিষ্ট ঈষদুষ্ণ ডহরকরঞ্জার ছাল বিসর্পরোগীর গাত্রে লেপন করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। **সুশ্রুত কচ্ছুপামাবিচর্চ্চিকায়** ডহরকরঞ্জা তৈল—ডহরকরঞ্জা তৈল কচ্ছ্বাদি চর্ম্মরোগে হিতকর (চিঃ ২০ অঃ)। (২) **বাতজশূলে** ডহরকরঞ্জাঙ্কুর—ডহরকরঞ্জার কোমল পত্র তিল তৈলে ভাজিয়া বাতশূলরোগী সেবন করিবে (উঃ ৪২ অঃ)। (৩) **রক্তপিত্তে** ডহরকরঞ্জবীজ—ডহরকরঞ্জবীজ মধু ও ঘৃতযোগে সেবন করিবে। ইহা রক্তপিত্তনাশক (উঃ ৪৫ অঃ)। (৪) **বমনে** ডহরকরঞ্জা পত্র—ডহরকরঞ্জাপত্র দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ বমন নিবারণার্থ সেব্য (উঃ ৫০ অঃ)। (৫) **উরুস্তম্ভে** ডহরকরঞ্জা বীজ—ডহরকরঞ্জার বীজ ও সর্ষপ, গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। ইহা উরুস্তম্ভে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)। (৬) **শ্লীপদে** নাটাকরঞ্জ—শ্লীপদ রোগী সার্ষপ তৈল প্রক্ষেপপূর্ব্বক, যথাবল নাটকরঞ্জার পত্রের রস পান করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)। (৭) **ক্রিমিতে** নাটাকরঞ্জ—উদরস্থ ক্রিমি বিনাশার্থ মধুসহ নাটাকরঞ্জ পাতার বা মূলের রস পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)। (৮) **কুষ্ঠে** করঞ্জতৈল—কুষ্ঠের ক্ষতে ডহরকরঞ্জা বীজের তৈল কিম্বা সার্ষপ তৈল সেচন করিবে (চিঃ ৯অঃ)। **বাগ্‌ভট—গ্রন্থিবিসর্পে** ডহরকরঞ্জত্বক্—ডহরকরঞ্জত্বকের প্রলেপ শিলা পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে—গ্রন্থিবিসর্প যে বিলীনতা প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ? (চিঃ ১৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—পক্বশোথপ্রভেদনে** ডহরকরঞ্জ মূল—ডহরকরঞ্জার মূলের প্রলেপ দিলে পক্ব স্ফোটক বিদীর্ণ হয়। (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) **নেত্ররোগে** করঞ্জবীজ—ডহরকঞ্জার বীজশস্য পলাশ ফুলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি উত্তম মধুসহ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলে, কুসুম নাম নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। (৩) **মসূরিকার** প্রথমাবির্ভাব কালে পূতিকরঞ্জ—মসূরিকা প্রথম দৃষ্ট হইলে নাটাকরঞ্জার মূলত্বক্ জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (মসূরিকা চিঃ)। **বঙ্গসেন** —**জলোদরে** পূতিকরঞ্জ বীজ—নাটাকরঞ্জার বীজশস্য কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক

করিলে, জলোদর নিবৃত্তি পায় (উদর চিঃ)। (২) **অম্লপিত্তে পূতিকরঞ্জগুঙ্গ**—অম্লপিত্ত রোগীকে, অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে গব্যঘৃতভৃষ্ট নাটাকরঞ্জার পত্রমুকুল সেবন করাইয়া পরে, ঈষদুষ্ণ জল পান করাইয়া বমন করাইবে। (অম্লপিত্ত চিঃ)। (৩) **কফ-পৈত্তিক মসুরিকায়** নাটাকরঞ্জ—নাটাকরঞ্জার পত্র বা মূলস্বরস এবং আমলকীর রস, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে, কফপৈত্তিক মসূরিকা ও শোথ বিনষ্ট হয় (মসূরিকা চিঃ)।

বক্তব্য—করঞ্জদ্বয় শব্দে ডহরকরঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ (করঞ্জদ্বয়মিতি একশ্চিরবিল্বো দ্বিতীয়ঃ কণ্টকী বিটপকরঞ্জঃ—**ডহ্লণঃ** (সুঃ টীঃ ৩৮ অঃ)। এতদ্ভিন্ন আরও চারি প্রকার করঞ্জ বঙ্গে প্রসিদ্ধ যথা—অম্লকরঞ্জ, বিষকরঞ্জ, মাকড়া করঞ্জ ও গেঁটে করঞ্জ। ইহাদের যথাক্রমে সংস্কৃত নাম করমর্দ্দক, অঙ্গারবল্লী, মর্কটী ও ষড়্‌গ্রন্থ। করঞ্জদ্বয়, ভেষজার্থ ভূরি ব্যবহৃত, অপরগুলি কচিৎ প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়। **চরক** ডহরকরঞ্জকে লেখনীয়, ভেদনীয় এবং কণ্ডুঘ্ন বর্গে পাঠ করিয়াছেন। "ফলিনী"বর্গে প্রকীর্য্যা ও উদকীর্য্যা (ডহরকরঞ্জ) পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন "এতানি বমনে চৈব যোজ্যান্যাস্থাপনেষু চ (সুঃ ১ অঃ)। কিঞ্চিৎ অগ্রে বলিয়াছেন "ইমাং স্ত্রীনপরান্ বৃক্ষানাহুর্যেষাং হিতাত্বচঃ। পূতিকঃ কৃষ্ণগন্ধাচ—। বিরেচনে প্রযোক্তব্যঃ পূতিকস্তিল্বকস্তথা" (সুঃ ১ অঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে চরক মতে ডহরকরঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ ফলশস্য বাস্তিকর এবং পূতিকত্বক্ বিরেচক। সৌশ্রুত মতে করঞ্জফলশস্য বাস্তিকর এবং পূতিকপত্র বিরেচক (সুঃ ৩৯ অঃ)। **সুশ্রুত** আরগ্বধাদি, সালসারাদি, অর্কাদি ও শ্যামাদিগণে করঞ্জদ্বয় পাঠ করিয়াছেন। তৈলযোনিফলবর্গে **চরক** (সুঃ ১৩ অঃ) করঞ্জ এবং **সুশ্রুত** (চিঃ ৩১ অঃ) করঞ্জ ও পূতিক পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** করঞ্জ ও পূতিকতৈলকে দুষ্টব্রণের হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাকবর্গে সুশ্রুত লিখিয়াছেন—"স্রংসনং কটুকং পাকে লঘু বাতকফাপহম্। শোথঘ্নমুষ্ণবীর্য্যস্তু পত্রং পূতিকরঞ্জজম্।"

Constituents *of Pongamia Glabra.*—The seeds contain a bitter and pale sherry coloured oil 27 p. c., known as pongamia oil or Honge oil. The bark contains a bitter alkaloid resin, mucilage, sugar but no tannin (*Metaria Medica of India*—R. N. Kaory, Part II., p. 225).

Actions and uses *of Pongamia Glabra.*—The oil is stimulant, porasiticide and non-irritant; it does not stain the skin; used in scabies, herps, porrigo capitis, piyriasis, versicolor, psoriasis and other skin affections; generally used combined with an equal quantity of lemon juice; also used as an embrocation in rheumatism. The leaves are stimulant, carminative and alterative and are used in Dyspepsia, Diarrhœa, flatulency also in leprosy, epilepsy and abdominal enlarge-

ments. The juice of the root is demulcent and cooling, and used in Gonorrhœa and to clean foul ulcers and fistulous openings. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 225).

Rheede notices the uses of a bath prepared with the leaves to remove Rheumatic pains ; and they appear to be in general use for this purpose. **Ainslie** says that the juice of the root is used for cleansing foul ulcers and closing fistulous sores. He also notices the oil and its use in itch and Rheumatism. **Gibson** speakes very highly of the oil as a remedy in scabies, herps, and other cutaneous diseases of a similar nature ; it shonld be mixed with an equal quantity of lemon juice and be well shaken, when it forms a rich yellow liniment which we have used successfully in porrigo capitis, pityriasis and psoriasis. **Dr. P. S. Mootooswamy** mentions the use of the root with cocoanut milk and lime water as a remedy for gonorrhœa in Tanjore, and of the leaves iu flatulency, Dyspepsia and Diarrhœa. He has noticed the use of the flowers as a remedy for diabetes, and of the pods worn round the neck as a protective against whooping cough. (Indian Mad. Gaz., 1888). **Dr. B. Evers** has seen the seeds administered internally for the last named affection. *Pharmacographia Indica*—Dymock, Part I., p. 469).

Constituents *of Cæsalpinia Bonducella.* The kernels contain a non-alkaloidal bitter principle, guilandina. The cotyledons of the seeds contain a fixed oil 25, bitter pinciple or resign 2, sugar 6, salts 3, albuminoid matter 20, starch 35, and tannin. *Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 203).

Actions and uses *of Cæsalpinia Bonducella,*—The kernels are bitter tonic, antiperiodic and anthelmintic. The juice of fresh leaves is febrifuge and used in chronic fevers, The seeds, powdered and mixed with black pepper are febrifuge and alterative tonic and are given in general debility to check hæmorrhages and in quotidian, tertian, quartan fevers. As an anthelmintic, the kernels mixed with the leaves aud flowers of butia frondosa and with the flowering tops of Artemisia maritima are given for intestinal worms. Tha fixed oil is emollient and used as an embrocation and to remove freckles from the face and to stop the discharges from the ear ; sagaragota with powdered cloves is given to relieve the pain of colic and vomiting. The seeds are worn as necklaces by pregnant women under the belief

that it prevents abortion. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II,, p. 203).

The seeds roasted and powdered are administered for Hydrocele internally and at the same time applied externally, spread upon castor-oil leaves. They are also given internally in leprosy, and are thought to be anthelmintic. The oil in which they have been boiled for a long time is applied to wounds to promote cicartization, The oil expressed from the seeds is used as a cosmetic ; it is said to soften the skin and remove pimples &c. The seeds are given with gur (molasses) in hysteria. A decoction of the roasted seed is used for consumption and asthma. (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part I., pp. 497-8).

নব্যমত—ডহরকরঞ্জার তৈল, উষ্ণ ও কীটনাশক। অভ্যঙ্গে ত্বকের প্রদাহ বা লৌহিত্য জন্মে না, কিম্বা গায়ে কোনরূপ দাগ লাগে না। সমাংশ লেবুর রসের সহিত এই তৈল বিবিধ চর্ম্মরোগে মর্দ্দনার্থ ব্যবহৃত হয়। ডহরকরঞ্জার **পত্র** উষ্ণ, আধ্মানহর ও রসায়ন। ইহা গ্রহণী, অতিসার, উদরাধ্মান, কুষ্ঠ, অপস্মার, এবং প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধিতে প্রযোজ্য। মূলের রস, স্নিগ্ধ ও শীতল। ইহা গণোরিয়া রোগে, ক্লিন্নক্ষত এবং ভগন্দরের ক্ষত শোধনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২২৫ পৃঃ)। **রীড়ি** বলেন, ডহরকরঞ্জের পত্রক্বাথে অবগাহন করিলে বাতের বেদনা প্রশমিত হয়। **এন্‌স্লি** বলেন কদর্য্যক্ষত শোধনার্থ এবং ভগন্দর ক্ষতের পূরণার্থ ডহরকরঞ্জের **মূল** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার **তৈল**, কণ্ডু ও বাতের পক্ষে উপকারী। **গীব্‌সন্‌** বলেন সমভাগ লেবুর রসের সহিত ডহরকরঞ্জের তৈল আলোড়িত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা বিবিধ চর্ম্মরোগের মহৌষধ। ডাঃ পি, এস, **মতুস্বামী** বলেন, নারিকেল দুগ্ধ ও চূণের জলের সহিত ডহরকরঞ্জের **মূলত্বক**, গণোরিয়ার উত্তম ঔষধ বলিয়া তাঞ্জোরের লোকে ব্যবহার করে। ইহার **পুষ্প** সোমরোগে (Diabetes) সেবনার্থ ব্যবহৃত এবং শিম্বির মালা ঘুংড়িকাসির প্রতিষেধক রূপে কণ্ঠে ধৃত হইয়া থাকে। ডাঃ **ডীভার্স** বলেন ডহরকরঞ্জের **বীজ** ঘুড়িকাসিতে সেবন করিতে দেখিয়াছি। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১ খণ্ড, ৪৬৯ পৃঃ)। **নাটাকরঞ্জের** বীজশস্য, তিক্তবল্য, জ্বরনিবারক ও ক্রিমিঘ্ন। আর্দ্রপত্রস্বরস, জ্বরঘ্ন, বিষমজ্বরে ব্যবহৃত হয়। বীজশস্যচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, পালাজ্বরে (½ আনা—৩ আনা মাত্রায়) সেব্য। অধিকন্তু ইহা রক্তপিত্তহর, দৌর্বল্যনাশক ও রসায়ন। বীজশস্য, পলাশের পত্রপুষ্প এবং মস্তরুস (Artimisia Absinthium) মস্তকীর সহিত অন্ত্রের ক্রিমিবিনাশার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজজাত **তৈল** মুখের

আতাম্র-পীতবর্ণ-চিহ্ন (Freckle) দূরীকরণার্থ এবং কর্ণস্রাবে প্রযোজ্য। বীজশস্য লবণ, চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে শূলবেদনা ও বমন প্রশমিত হয়। কোন কোন দেশের নারীগণের বিশ্বাস, নাটাবীজের মালা সসত্বাবস্থায় গলায় রাখিলে গর্ভস্রাব হয় না। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—অর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ২০৩ পৃঃ)। জলে সিদ্ধ ও চূর্ণীকৃত নাটাবীজশস্য বৃদ্ধিগ্রস্ত রোগীকে সেবন করাইবে এবং এরণ্ডপত্রোপরি ঐ চূর্ণ স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা কুরণ্ড আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। কচিৎ এই চূর্ণ কুষ্ঠরোগীকেও সেবন করান হয়। তৈলে নাটাবীজ বহুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল ক্ষতরোপণার্থ ব্যবহৃত হয়। বীজজাত তৈলের অভ্যঙ্গে ব্যঙ্গাদি প্রশমিত হয় এবং ত্বক্ সৌকুমার্য্য জন্মে। নাটাবীজশস্য গুড়ের সহিত মূর্চ্ছারোগীকে সেবন করাইবে। জলে সিদ্ধ নাটাবীজ ২ তোলা লইয়া যথাবিধি কাথ প্রস্তুত করিবে, এই কাথ ক্ষয়কাস ও শ্বাসে সেব্য (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১ম খণ্ড, ৪৯৭-৯৮ পৃঃ)। বীজবৎ নাটামূলেরও জরঘ্নী শক্তি আছে। পত্রজাত তৈল আক্ষেপকাদি বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন নাটাবীজচূর্ণ তামাকের সহিত মিশাইয়া সাজিয়া খাইলে শূলের বেদনা আরাম হয়। (ওয়াট্—ডিক্সেনারি অফ্ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া)।

করবীর—करवीरः।

श्वेतपुष्पस्य—करवीरः, अश्वघ्नः ; रक्तपुष्पस्य—करवीरकः, चण्डकः, लगुडः —Nerium Odorum, *Soland.* पीतकरवीरकः, Thevetia Nirifolia, *Juss.* करवीरः कटुस्तिक्तो वीर्य्ये चोष्णो ज्वरापहः। चक्षुष्यः कुष्ठकण्डूघ्नः प्रलेपाद्विषमन्यथा। 'करवीरद्वयं' तिक्तं सविषं कुष्ठजित् कटु। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ करवीरः कटुस्तीक्ष्णः कुष्ठकण्डूतिनाशनः। व्रणार्त्तिविषविस्फोटशमनोऽश्वमृतिप्रदः। 'रक्तस्तु' करवीरः स्यात् कटुस्तीक्ष्णो विशोधकः। त्वग्दोषव्रणकण्डूतिकुष्ठहारी विषापहः। 'पीतकरवीरको'ऽन्यः पीतप्रसवः सुगन्धिकुसुमश्च। जपास्तु जपाकुसुम स्वतुर्विधोऽयं गुणे तुल्यः। राजनिघण्टुः॥ 'करवीरद्वयं' तिक्तं कषायं कटुकञ्च तत्। व्रणलाघवकृन्नेत्रकोपकुष्ठव्रणापहम्। वीर्य्योष्णं क्रिमिकण्डूघ्नं भक्षितं विषवन्मतम्। भावप्रकाशः॥ हलिनीकरवीरौ च कुष्ठदुष्टव्रणापहौ॥ राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे करवीरमूलत्वक्—"जाती जाती च मता" तथा-

ष्टमस्वाश्वमारस्य" (चि: ७ अ:)। (२) पालित्ये करवीरमूलत्वक्—"* क्षीर-पिष्टौ दुग्धिकाकरवीरकौ। उत्पाट्य पलितं देयौ तावुभौ पलितापहौ (चि: २६ अ:)। चरकः॥ अश्मर्य्यां करवीरक्षारः—"पाटला करवीराणां क्षारमेवं समाचरेत्" (चि: ७ अ:)। टीका—"पाटलेत्यादि। एतेन वातकफसमुद्भुताया मश्मर्य्यां मधुरक्षीरघृतान्यपि क्षारयोगा योज्याः" डल्वणः। (२) उपदंशे करवीरपत्रम्—"करवीरस्य पत्राणि *। प्रक्षालने प्रयोज्यानि *॥ (चि: १८ अ:)। सुश्रुतः॥ व्रणदारणार्थं करवीरमूलम्—"* चित्रको हयमारकः। * दारणम्"॥ (व्रणशोथ चि:)। (२) पामायां करवीरमूलम्—"लेपाद्वि-निहन्ति पामां तैलं करवीरसिद्धं वा" (कुष्ठ—चि:)। (३) नेत्रकोपे करवीरः—"करवीरतरुणकिशलयच्छेदोद्भवो बहुलसलिलसंपूर्णम्। नयनयुगं भवति दृढं सहसैव तत्क्षणात् कुपितम् (नेत्ररोग—चि:)। चक्रदत्तः॥ उपदंशे करवीर-मूलम्—"करवीरस्य मूलेन परिपिष्टेन वारिणा। असाध्याऽपि व्रजत्यस्तं लिङ्गोत्था रुक् प्रलेपनात्"। (उपदंश—चि:) भावप्रकाशः॥

শ্বেতকরবীরের সংস্কৃত নাম—করবীর, অশ্ব। **রক্তকরবীরের সংস্কৃত নাম**—করবীরক, চণ্ডক, লগুড়। **করবীরের ভেদ**—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ কুসুম ভেদে করবীর চারি প্রকার। বৈদ্যকে শ্বেতকরবীরেরই ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। **শ্বেতরক্তাদি করবীরের ভাষানাম**—বাঃ—শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, পীতকরবী (কল্‌কে ফুল), কলিকরবী। হিঃ—সফেদ্‌কনের, লালকনের পীলীকনের, ফুল্‌কীকনের। মাঃ—কণ্হেরপাণ্ঢরী, তাংবড়ী, পিংবঠুঠী। গুঃ—কনের, ধোলাংফুলনী, রাতা-ফুলনী, গুলাবীফুলনী, পীলাফুলনী। কঃ—বাকনলিঙ্গে, কেগনলিঙ্গে। তৈঃ—কানেরচেট্টু। ফাঃ—খরজেহরা। অঃ—সুমুল, হিমারদ্‌কলী।

বর্ণন—শ্বেত ও রক্তকরবীর গাছ উদ্যানে রক্ষিত হয়। এই করবীরদ্বয় সর্বত্র প্রসিদ্ধ। **পীতকরবী** আরণ্য বৃক্ষ, কচিৎ পুষ্পার্থ গৃহস্থলীতে রক্ষিত হয়। বাঙ্গে ইহা "কল্‌কে ফুলের গাছ" নামে খ্যাত। কোমল শাখা; কাণ্ডত্বক্, পত্রবৃন্ত ভগ্ন করিলে প্রচুর ক্ষীর নিঃসৃত হয়, **পত্র** শ্বেতরক্তকরবীরবৎ। **ফল**, মধ্যভাগে আলিঙ্গিয়া উচ্চ। কলাবৎ মাংসল। বীজশস্ত ও ত্বক্ অতিরিক্ত। **কৃষ্ণকরবী** অপেক্ষাকৃত দুর্লভতর। কৃষ্ণ-করবীর **পাতা** বাবুল হালিক পাতার মত, বৃক্ষ পীতকরবীতুল্য বৃহৎ হয় না, [illegible]—গোল,

ফলের গাত্রে তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টক থাকে। ফল পরিপক্ক হইলে মধ্যভাগে বিদীর্ণ হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়। ৬.৭ টী **বীজ** উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত থাকে। বীজগুলি চক্রাকৃতি, সিকির অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে না। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূলত্বক ও পত্র। **মাত্রা**—মূলত্বকচূর্ণ ৳ আনা হইতে ¼ আনা। পীতকরবীর ত্বকচূর্ণ ¼—½ আনা।

বৈদ্যকে করবীরের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে করবীরত্বক্—কুষ্ঠরোগী করবীরমূলত্বক্ সাধিত জল স্নান ও পানার্থে ব্যবহার করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **পালিত্যে** করবীর মূলত্বক্—তুগ্ধিকা কিম্বা করবীর মূলত্বক্, দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক, শিরঃস্থিত পক্বকেশ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা শিরঃপ্রলিপ্ত করিবে। ইহা ব্যবহার করিলে, কেশ পুনঃপক্কতা প্রাপ্ত হয় না (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত—অশ্মরীতে** করবীরক্ষার—শুষ্ক করবীরমূলত্বক্ রুদ্ধমুখ মৃৎপাত্রে অন্তর্ধূমদগ্ধ করিবে। এই ক্ষার ¼ আনা –½ আনা মাত্রায় অশ্মরীরোগী মধুসহ সেবন করিবে। ঔষধসেবী মধুররস, ঘৃত ও দুগ্ধবহুল ভোজন করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **উপদংশে** করবীরপত্র—করবীর পত্রসিদ্ধ জলদ্বারা উপদংশধৌতি প্রশস্ত (চিঃ ১৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—ব্রণদারণার্থ** করবীর মূলত্বক্—পক্ক স্ফোটক, জলপিষ্ট করবীর মূলত্বক্ দ্বারা প্রলিপ্ত করিলে বিদীর্ণ হয় (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) **পামারোগে** করবীর মূলত্বক্—করবীর মূলত্বক্ দ্বারা পক্ব তিল তৈলের লেপ দিলে, পামা অর্থাৎ পাঁচড়া খোস্ আরাম হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (৩) **নেত্রকোপে** করবীর—করবীরের কোমলপত্র ভগ্ন করিলে যে রস নির্গত হয় তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন করিলে, বহুঅশ্রুপাতান্বিত নেত্রকোপ প্রশমিত হয়। (নেত্ররোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—উপদংশে** করবীর মূলত্বক্—জলপিষ্ট করবীর মূলত্বক্ দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয় (উপদংশ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক (চিঃ ২৫ অঃ) ও **সুশ্রুত** (কঃ ২ অঃ) করবীরকে "মূলবিষ" বলিয়াছেন। **সুশ্রুত** শিরোবিরেচক বর্গে করবীর পাঠ করিয়াছেন। "করবীরাদীনামর্কান্তানং মূলানি" বাক্যে করবীরের মূলই শিরোবিরেচক। **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার** কেবল প্রলেপাদি কার্য্যে করবীর ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন—"প্রলেপাদ্বিষমন্যথা"। **ভাবপ্রকাশকার**ও বলিয়াছেন "ভক্ষিতং বিষবন্মতম্"। **আকরে**, সেবনার্থ করবীর প্রয়োগের নিতান্ত অসদ্ভাব না থাকিলেও সেবনার্থ করবীরের ব্যবহার অতি সীমাবদ্ধ ও নিতান্ত দুর্লভ। মৎকৃত অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি **চরক** কেবল কুষ্ঠে এবং **সুশ্রুত** কেবল অশ্মরীতে সেবনার্থ করবীরের ব্যবহার করিয়াছেন। **বঙ্গসেন** উদররোগোক্ত "মহাক্ষার" নাম ঔষধের অন্যতম উপাদান

করবীর পাঠ করিয়াছেন। ৪ আনা মাত্রায় করবীর মূলত্বক্ চূর্ণ সেবন করিয়াই, অতি তীব্র বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। করবীর যে অশ্বশরীরেও বিষবৎ কার্য্য করে, ইহা করবীরের "অশ্বঘ্ন," "হয়মারক" নাম হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। অশ্ব শব্দ উপলক্ষণ। কুক্কুরমার্জ্জারগবাদির পক্ষেও বিষ। **নিঘণ্টুতে** কেবল শ্বেতপুষ্প করবীরের পর্য্যায়েই "অশ্বঘ্ন" "হয়মারক" পঠিত হইলেও, রক্তকরবীরের হয়মারকত্বে সন্দেহ করা সঙ্গত নহে; যেহেতু নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন—"চতুর্বিধোঽয়ং গুণে তুল্যঃ"। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার** শ্বেত ও রক্ত এই দুই প্রকার মাত্র এবং **রাজনিঘণ্টুকার** শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চতুর্বিধ করবীরের উল্লেখ করিয়াছেন। **আকরে**, কুত্রাপি পীত ও কৃষ্ণ করবীরের উল্লেখ দেখি নাই। বৈদ্যকোক্ত করবীর শব্দে শ্বেত ও রক্তের অন্যতর করবীর বুঝিতে হইবে।

Constituents.—The tuber contains two bitter non crystallizable principles. Neriodorin and neriodorein (both powerful heart poisons) ; a glucoside. Rosaginine and essential oil ; and a crystalline body, neriene identical with digitaleine, tannic acid—wax. The leaves contain and alkaloid oleandrine ; a glucoside pseudocurarine also Neriene and Neriantine (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 388). **Constituents** *of Thevetia Nerifolia* (পীতকরবীরঃ)—The seeds contain 41 p. c. of a bland oil. The bark contains Thevetin.

Actions and uses.—Oleandrin, if hypodermically injected, causes the heart beats to fall from 75 or 80 to 10 or 12 ; if continued for sometime the heart ceases to beat and with it the respiration. Both the root and root bark are powerful diuretic and cardiac tonic, like strophanthine and digitalin—an infusion is given in cardiac systole as well as in dropsy. The root is often used to procure aboration and for the purpose of self-destruction. Villagers use the powder of the dried leaves as a remedy for colic, and as an errhine. The wood is employed as rat's-bane. The paste is applied to chancres and ulcers on the genitals and on ringworm. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 389).

Preparations.—Tincture (1 in 5) dose 5 to 15 ms. as an antiperiodic ; 20 to 60 ms. as a cathartic and emetic. **Actions and uses.**—Two grains of this bark is equal to 10 grains of cinchona bark. The bark is bitter, antiperiodic ; it is given with benefit in remittent and intermittent fevers. In large doses it acts as an emetic and purgative and in poisonous doses as an acrid poison. The oil is emetic and

purgative, like olive oil it is used externally. (*Materia Medica of India* R. N. Khory, Part II., p 392). "The antiperiodic properties of the bark have been conformed by by **Dr. G. Bidie** and **Dr. J. Shortt** Their trials with it in various forms of remittent fever proved highly satisfactory and leave little doubt that it is a remedy of considerable power. It is employed in the form of tincture (one ounce of the freshly-dried bark macerated for 8 days in 5 ounces rectified spirit) in doses of from 10 15 drops thrice daily. (*Pharmacographia' Indica*—Dymock, Part II., 406-7).

নব্যমত—"ওলিয়েণ্ড্রিন্"—(রক্ত ও শ্বেতকরবীরের উপাদানভূত একটী বস্তু)। পিচকারী দ্বারা ত্বগভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলে (injection) নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ৭৫।৮০ হইতে ১০।১২ বারে পরিণত হয়। অধিকক্ষণ পিচকারী করিলে হৃদয়ের স্পন্দনরাহিত্য এবং শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ উপস্থিত হয়। করবীর **মূল** এবং **মূলত্বক্** উভয়ই অমোঘ মূত্রকারক ও ষ্ট্রোপেন্থাইন্ ও ডিজিটেটিনের মত হৃদয়ের বলপ্রদ। ইহার ক্বাথ হৃদ্বৈকল্য বিশেষে (Cardiac systole) ও শোথরোগে প্রযোজ্য। গর্ভপাতন কিম্বা আত্মঘাতার্থ করবীর মূল প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। পল্লীবাসিগণ, শুষ্ককরবীর পত্রচূর্ণ শূলরোগে ও শিরোবিরেচনার্থ ব্যবহার করে। করবীর মূলত্বকের প্রলেপ ফিরঙ্গক্ষত, শিশ্নক্ষত ও দদ্রুর পক্ষে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৮৯ পৃঃ)। **পীতকরবী**—পীত করবীর ত্বকচূর্ণে, সিঙ্কোনা ত্বকচূর্ণের পঞ্চগুণ জ্বরঘ্নী শক্তি বিদ্যমান্ আছে। অর্থাৎ ৩ আনা পীতকরবীর ত্বক্‌চূর্ণ ১৬ আনা সিঙ্কোনা ত্বক্‌চূর্ণের সমান। নবজ্বর ও বিষমজ্বরে পীতকবরীর ত্বক্ সেবন করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে "এসিড্‌বিষের" লক্ষণ প্রকাশ পায়। বীজজাত তৈল বান্তিকর ও বিরেচক। অভ্যঙ্গার্থ ইহা অলিভ্ অয়েলের মত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ)। **পীতকরবীর** ত্বকের জ্বরনিবারণী শক্তি, ডাঃ জি, **বিডি** এবং ডাঃ জে **সর্ট** কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও সমর্থিত হইয়াছে। বিডি ও সর্ট বিবিধ অবিরাম জ্বরে, উহা সেবন করাইয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন.; সুতরাং করবীর মূলত্বক্ যে জ্বররোগের মহৌষধ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিডি ও সর্ট ত্বক্‌চূর্ণ ব্যবহার করান নাই. তাঁহারা কুটিত সদ্যঃশুষ্ক ½ ছটাক ত্বক্. ২½ ছটাক রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিটে ৮ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ স্পিরিট্ ১০—১৫ বিন্দু মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবনার্থ ব্যবহার করিতেন। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, ৪০৬-৭ পৃঃ)।

কর্কটশৃঙ্গী—কর্কটশৃঙ্গী।

কর্কট(ক)শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী। Pistacia Integerrima, *Stewart*.

তিক্তা কর্কটশৃঙ্গী চ গুরুশ্বাসোর্দ্ধ্বসমীরজিৎ। কাসশ্বাসাতিসারঘ্নী বান্তি-তৃষ্ণারুচী জয়েৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ তিক্তা কর্কটশৃঙ্গী তু গুরু তৃষ্ণা-নিলাপহা। হিমাতিসারকাসঘ্নী শ্বাসপিত্তাস্রনাশিনী। রাজনিঘণ্টুঃ॥ শৃঙ্গী কষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্। শ্বাসোর্দ্ধ্ববাতহৃট্কাসহিক্কারুচি-বমীন্ হরেৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—বমনে কর্কটশৃঙ্গী—"* মুস্তাযুতাং কর্কটকস্য শৃঙ্গীম্। * মধুসম্প্রযুক্তাং। লিহ্যাৎ কফচ্ছর্দ্দিবিনিগ্রহার্থম্"॥ (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ॥ রতিবর্দ্ধনার্থং কর্কটশৃঙ্গী—"কুলীরশৃঙ্গ্যা যঃ কল্ক-মালোড্য পয়সা পিবেৎ। সিতাঘৃতপয়োঽশাশী স নারীষু বৃষায়তে" (উঃ ৪০ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ॥ শিশোঃ শ্বাসে কুলীরশৃঙ্গী—"কুলীরশৃঙ্গীচূর্ণঞ্চ মূলকস্য ফলং তথা। যুক্তোঽয়ং মধুসর্পির্ভ্যাং লেহঃ শ্বাসাপহঃ শিশোঃ"॥ (বালরোগ —চিঃ) বঙ্গসেনঃ॥

কর্কটশৃঙ্গীর ভাষানাম—বাঃ—কাঁকড়াশৃঙ্গী। হিঃ—কাকড়াসিঙ্গী। মঃ—কাঁকড়শিঙ্গী। গুঃ—কাকড়াশিঙ্গী। কঃ—কর্কটশৃঙ্গী। তৈঃ—কর্কটাশৃঙ্গী।

বর্ণন—কাঁকড়াশৃঙ্গী লম্বা, দুই প্রান্তে ক্রমশঃ সরু, ফাঁপা, একপ্রকার বণিকদ্রব্য। কোন কোনটির গাত্র তোব্‌ড়ান এবং ক্ষীণপ্রান্তদ্বয় মোড়া। উপরি ইষ্টকবর্ণ, চূর্ণ করিলে লাল দেখায়। টিপিলে সহজেই ভাঙ্গা যায়। ইহার চূর্ণ সুগন্ধি। নব্যেরা বলেন Pistacia integerrima (কাহার মতে Rhus succedanea) বৃক্ষের পত্র ও পত্রবৃন্তোপরি কীট কর্তৃক কাঁকড়াশৃঙ্গী রচিত হয়। ডিমক্ বলেন কাঁকড়াশৃঙ্গীর গর্ভে যে ধূলিবৎ পদার্থ থাকে তাহা বস্তুতঃ ধূলি নহে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে ঐ ধূলিবৎ পদার্থ কাঁকড়াশৃঙ্গীর কারণভূত কীটের মৃতদেহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মাত্রা—২ আনা।

বৈদ্যকে কর্কটশৃঙ্গীর ব্যবহার।

চরক—কফচ্ছর্দ্দিতে কর্কটশৃঙ্গী—মুথা ও কাঁকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ, সমভাগে একত্র মধুসহ লেহন করিলে, কফজ বমন নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২০ অঃ)। [illegible]

বাজীকরণার্থ—কর্কটশৃঙ্গী—কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিয়া চিনিযুক্তদুগ্ধান্নভোজী হইলে, স্ত্রীসহবাসে বৃষবৎ সামর্থ্য লাভ হয় (উঃ ৪০ অঃ)। বঙ্গসেন—শিশুর শ্বাসে কাঁকড়াশৃঙ্গী,—কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মূলার বীজচূর্ণ, সমভাগে একত্র মধু ও ঘৃতসহ, শ্বাসবিনাশার্থ শিশুকে সেবন করাইবে (বালরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, হিক্কানিগ্রহণ ও কাসহর বর্গে এবং সুশ্রুত কাকোল্যাদিগণে কর্কটশৃঙ্গী পাঠ করিয়াছেন। কর্কটশৃঙ্গী, কীটকর্তৃক উৎপাদিত এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, এমন কোন শব্দই নিঘণ্টু কিম্বা আকরে পাওয়া যায় না।

কর্পূর—कर्पूरः।

पक्वकर्पूरः—Cinnamomum Camphora. अपक्वकर्पूरः—Camphor found in the trunk of Dryobalanops Aromatica.

कर्पूरं कटु तिक्तञ्च मधुरं शिशिरं विदुः। तृष्णामेदोविषदोषघ्नं चक्षुष्यं मदकारकम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कर्पूरभेदाः—पोतासो भीमसेनस्तदनु शितकरः शङ्करावाससंज्ञः। प्रांशुः पिञ्जोऽब्दसारस्तदनु हिमयुता वालुका जूटिका च। पश्चादस्यास्तुषारस्तदुतरि सहिमः शीतलः पक्तिकान्या। कर्पूरस्येति भेदा गुणरसमहसां वैद्यहृद्येन हृद्याः। गुणाः—कर्पूरः शिशिर स्तिक्तः स्निग्धश्चोष्णोऽस्रदाहदः। चिरस्थो दाहदोषघ्नः स धौतः शुभ्रकृत् परः। कर्पूरलक्षणानि—शिरो मध्यं तलश्चेति कर्पूरस्त्रिविधः स्मृतः। शिरस्तम्भाग्रसञ्जातं मध्यं पर्णतले तलम्। भास्वद्विशदपुलकं शिरोजातन्तु मध्यमम्। सामान्यपुलकं स्वच्छं तले चूर्णन्तु गौरकम्। स्तम्भगर्भस्थितं श्रेष्ठं स्तम्भबाह्ये च मध्यमम्। स्वच्छमीषद्धरिद्राभं शुभं तन्मध्यमं स्मृतम्। सुदृढं शुभ्ररूपञ्च पुलकं चाग्र्यं वदेत्। स्वच्छं भृङ्गारपत्रं लघुतरविशदं तोलने तिक्तकञ्चेत्। स्वादे शैत्यं सुहृद्यं बहलपरिमलामोदसौरभ्यदायि। निःस्नेहं दार्ढ्यपत्रं शुभतरमिति चेद्राजयोग्यं प्रशस्तम्। कर्पूरं चान्यथाचेद्बहुतरमशने स्फोटदायि व्रणाय। चीनकं 'चीनकर्पूरः' कृत्रिमो धवलः पटुः। मेघसारस्तुषारश्च दीपकर्पूरजः स्मृतः।

চীনকঃ 'কটুতিক্তোষ্ণ ঈষচ্ছীতঃ কফাপহঃ। কণ্ঠদোষহরো মেধ্যঃ পাচনঃ ক্রিমিনাশনঃ। কর্পূরতৈলং কটুকোষ্ণকফাপহারি। বাতাময়জ্বরদদ্রুকণ্ডূপিত্তহারি। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ। সুরভির্মধুরস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ। দাহতৃষ্ণাস্যবৈরস্যমেদোদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ। কর্পূরোদ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ 'পক্কাপক্কপ্রভেদতঃ'। পক্কাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্কং গুণবত্তরং। ভাবপ্রকাশঃ॥ কর্পূরং শীতলং পাকে চক্ষুষ্যং কফনাশনম্। পক্ককর্পূরতঃ প্রাহুরপক্কং গুণবত্তরম্। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—সদ্যঃশস্ত্রক্ষতে কর্পূরঃ—"কর্পূরপূরিতং বদ্ধং সদ্ধৃতং সংপ্ররোহতি। সদ্যঃশস্ত্রক্ষতং পুংসাং ব্যথাপাকবিবর্জ্জিতম্"॥ (ব্রণশোথ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ পরিলেহীনাম কর্ণপালীরোগে কর্পূরঃ—"বহুশো গোময়ৈস্তপ্তৈঃ স্বেদিতং পরিলেহিতম্। ঘনসারৈঃ সমালিম্পেদজামূত্রেণ কল্কিতৈঃ॥ (কর্ণরোগ—চিঃ)। শুক্রনাম নেত্ররোগে কর্পূরঃ—"বটক্ষীরেণ সংযুক্তং সূক্ষ্মং কর্পূরজং রজঃ। ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি শুক্রং বাপি ঘনোন্নতম্"। (নেত্ররোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥

কর্পূরের ভাষানাম—বাঃ—কপ্পূর। হিঃ—কপূর। মঃ—কাপূর। গুঃ—কপূর। কঃ—কর্পূর। তৈঃ—কর্পূরামু। ফাঃ—কাপুর। অঃ—কাফুর্। **কর্পূরের ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** কর্পূরের কোনও ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। **রাজনিঘণ্টুকার**, গুণ, স্বাদ ও বীর্য্য অনুসারে **চতুর্দ্দশ** প্রকাশ কর্পূরের নামোল্লেখ করিয়াছেন; যথা—পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করাবাস, প্রাংশু, পিঞ্জ, অব্দসার, হিমযুতা, বালুকা, জূটিকা, তুষার, হিম, শীতল ও পক্কিকা (পক্ষিকা, পচ্চিকা)। উৎপত্তিস্থানভেদে পুনঃ কর্পূর **তিন শ্রেণীতে** বিভক্ত; যথা—শিরঃ, মধ্য এবং তল। ইহাদের লক্ষণাদি শিরোদেশোদ্ধৃত রাজনিঘণ্টুবচনে দ্রষ্টব্য। **রাজনিঘণ্টুকার** এতদ্ভিন্ন "চীনকর্পূর" নাম এক প্রকার কর্পূরের গুণপর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। **রাজবল্লভ ও ভাবপ্রকাশে** পক্ক ও অপক্ক কর্পূরের উল্লেখ দেখা যায়। রাজনিঘণ্টুতে পক্কাপক্ক কর্পূরের কথা নাই। কেবল চীনকর্পূরকে "কৃত্রিম" বলা হইয়াছে মাত্র। **কর্পূরের ভেদ** (নব্যমত)—চীন ও জাপান কর্পূর এবং বোর্ণিও ও সুমাত্রা কর্পূর, নব্যগণ প্রধানতঃ এই দুই প্রকার কর্পূরকে স্বীকার করেন। **ডিমক্** বলেন, চীন ও জাপান কর্পূর "সিনেমোমাম্

ক্যাম্ফোরা" বৃক্ষে এবং বোর্ণিও সুমাত্রা কর্পূর, "ড্রাইও বেলানপ্স এরোমেটিকা" বৃক্ষে জন্মে। প্রথমটী প্রাচীনোক্ত পক এবং দ্বিতীয়টী অপক কর্পূর। বিশুদ্ধ **চীন ও জাপান কর্পূর**, এদেশে অতি অল্পই আসে, অধিকাংশই অবিশুদ্ধরূপে আসিয়া থাকে। এই অবিশুদ্ধ কর্পূরকে ভারি করিবার জন্য বোম্বাই অঞ্চলে, প্রণালীবিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক কর্পূরে জল শোষিত করায়—১৪ ভাগ কর্পূরে ২½ ভাগ জল শোষণ করিতে পারে। অবিশুদ্ধ চীন ও জাপান কর্পূরের মধ্যে জাপান কর্পূর অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত। সাধারণতঃ এই দুই প্রকার কর্পূরই বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। জাপান হইতে যে বিশুদ্ধ কর্পূর আমদানী হয় তাহা, বৃহৎ, চতুষ্কোণ, পিষ্টাকৃতি, দেড় ইঞ্চি স্থূল এবং মধ্যস্থলে কৃতচ্ছিদ্র। ইহা বিশুদ্ধতায় প্রায় য়ুরোপ হইতে আমদানী কর্পূরের তুল্য। বিশুদ্ধ জাপান কর্পূর টিনমোড়া বাক্সে আসে —এক একটী বাক্সে দুই সের তের ছটাক কর্পূর থাকে। **অবিশুদ্ধ জাপান কর্পূর** দানাদার হইলেও প্রায় জড়াইয়া গিয়া পিণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা অবিশুদ্ধ চীন কর্পূরের মত আর্দ্র নহে—শুষ্ক। এবং সচরাচর প্রায় বর্ণান্তরিত হয় না। কচিৎ ইহার বর্ণ রক্তাভ হইয়া থাকে। **অবিশুদ্ধ চীনকর্পূর**, ঈষৎ শুভ্র বা কটারঙের দানাদার বস্তু। ইহাতে জল থাকে বলিয়া অল্পাধিক আর্দ্র হয়। ইহা টিনমোড়া বাক্সে আমদানী হয়— এক একটী বাক্সে এক মণ ষোল সের কর্পূর থাকে। **বোর্ণিও ও সুমাত্রা কর্পূর—বোর্ণিও কর্পূর** সাধারণ কর্পূরাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন এবং ভারি, এজন্য জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। সাধারণ কর্পূরের মত ইহা শীঘ্র "উবিয়া" যায় না, কিম্বা বোতলে রাখিলে বোতলের গায়ে জমিয়া যায় না। অধিকন্তু ইহাকে দ্রবীভূত করিলে, সাধারণ কর্পূরাপেক্ষা অধিক উত্তাপ দিতে হয়। ডিমকের মতে বোর্ণিও কর্পূরই **ভীমসেনী** কর্পূর। আজকাল উত্তম বোর্ণিও কর্পূর আধ সেরের মূল্য ১০০ টাকা এবং অপেক্ষাকৃত হীন গুণান্বিতের মূল্য ৭০।৮০ টাকা। মিঃ জন্ ম্যাকডোনাল্ড, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে, **সুমাত্রা-কর্পূরের সংগ্রহ প্রণালীর** এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"সুমাত্রাদ্বীপের কর্পূর-সংগ্রাহকগণ কর্পূর সংগ্রহে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে নানাপ্রকার দৈবানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পরে পুরাণ কর্পূরবৃক্ষ অন্বেষণপূর্ব্বক, উহার কাণ্ড বিদ্ধ করে। ইহা হইতে যদি প্রচুর তৈলস্রাব হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বৃক্ষের অভ্যন্তরে জমাট কর্পূর আছে। অনন্তর বৃক্ষের কাণ্ডশাখা খণ্ড খণ্ড ও বহুধা বিভক্ত করিয়া, কর্পূর সংগ্রহ করে। একটী বৃক্ষে সচরাচর /৫॥ সের কর্পূর পাওয়া যায়। সংগৃহীত কর্পূর পরিষ্কার করিবার জন্য সাবানের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া থাকে। তদনন্তর তিন প্রকার বিভিন্ন চালুনি দিয়া চালিয়া, কর্পূরকে "শিরঃ" "উদর" এবং "পাদ" এই **তিন শ্রেণীতে** পৃথক্ করে, অনন্তর তিন প্রকারেরই কিছু কিছু লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থ চীনদেশে প্রেরণ করে"।

বৈদ্যকে কর্পূরের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—সদ্যঃশস্ত্রক্ষতে কর্পূর—কোন স্থান শস্ত্রে কাটিয়া যাইলে, তৎক্ষণাৎ গব্যঘৃতসহ মিশ্রিত কর্পূর চূর্ণ দ্বারা সেই ক্ষত পূরণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, পাক ও ব্যথা জন্মিতে পারে না, পরন্তু ক্ষত সত্বর পুরিয়া উঠে (ব্রণশোথ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—পরিলেহীনাম** কর্ণপালীরোগে কর্পূর—কানের পাতায় বহুরসস্রাবী ক্লেদযুক্ত যে এক প্রকার ক্ষত হয় তাহাকে পরিলেহী বলে। এই রোগে তপ্ত গোময়ের পোট্‌লী দ্বারা বারম্বার স্বেদ দিয়া, ছাগমূত্রে কর্পূর চূর্ণ পেষণপূর্ব্বক, ক্ষত প্রলিপ্ত করিবে (কর্ণরোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—শুক্রনাম অক্ষিরোগে কর্পূর—কর্পূরের সূক্ষ্ম চূর্ণ বটের আঠায় সিক্ত করিয়া, নেত্রে অঞ্জন করিলে, ঘন ও উন্নত শুক্র বিনষ্ট হইয়া থাকে (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকের "দশেমানি"তে কর্পূরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সূত্রস্থানের ৫ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"ধার্য্যমাস্যেন বৈশদ্যরুচিসৌগন্ধ্যমিচ্ছতা। * তথা কর্পূরনির্য্যাসং—"। **সৌশ্রুত** সূত্রস্থানের ৪৬শ অধ্যায়ে কর্পূরের গুণোল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—"স তিক্তঃ সুরভিঃ শীতঃ কর্পূরো লঘুলেখনঃ। তৃষ্ণায়াং মুখশোষে চ বৈরস্যে চাপি পূজিতঃ"। **বৃদ্ধবাগ্‌ভটে** (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ) কথিত হইয়াছে—"রুচিবৈশদ্যসৌগন্ধ্যমিচ্ছন্ বক্ত্রেণ ধারয়েৎ। জাতীলবঙ্গকর্পূর—"। **আকরোক্ত** কিম্বা **বৃন্দচক্রকৃত** সংগ্রহোক্ত কাস, শ্বাস, প্রমেহ বা গ্রহণী চিকিৎসায় কর্পূরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, কিন্তু রসচিকিৎসার প্রসারের সহিত এই সমস্ত পীড়ায় কর্পূরের ব্যবহার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। **আকরোক্ত** বৃষ্যযোগেও কর্পূর ব্যবহৃত হয় নাই। **ভাবপ্রকাশকার** কর্পূরকে বৃষ্য বলিয়াছেন।

Actions and uses.—Camphor is locally rubefacient and resolvent. In medical doses is stimulates the heart. respiration, and the vasomator ganglia ; and stimulates and increases the sexual appetite ; after a time in depresses the generative function. It stimulatəs the uterus and increases the menstrual flow. On the skin it produces increased diaphoresis. As an anodyne it allays pain, relieves sexual excitement as chrodee and other neurotic affections. It is eliminated by the skin, kidneys and bronchi ; often causes dysuria. In large does it produces gastro-enteritis and symptoms of irritant poison. It depresses the heart gives rise to cold sweats, cold hands and feet, coma, convulsions and death. In comparatively large doses it is given in puerperal mania. An enema of camphor is given io expel worms (ascarides). Externally it is used as a wash for ulcers, In toothache, camphor dissolved in

alcohol and applied to the cavites of carious teeth gives relief; used as a snuff it checks coryza. The liniment is useful for sprains, bruises for rheumatic pains of joints, also in spasmodic pains in muscles. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory. Part II., p. 526).

নব্যমত—কর্পূর, **বাহ্যপ্রয়োগে,** ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক এবং শোথ ও অর্ব্বুদের বিলীনত্বসাধক। **যোগ্যমাত্রায়** সেবিত হইলে, কর্পূর, হৃদয়ের কার্য্যতৎপরতা নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস এবং রক্তসম্বহন ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে। কর্পূর, স্ত্রীসম্ভোগ-স্পৃহাবর্দ্ধক বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল সেবন করিলে ইহা জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ জন্মাইয়া থাকে। ইহা সেবনে গর্ভাশয়ের উত্তেজন উপস্থিত হয় এবং আর্ত্তবরজঃস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কর্পূর, বেদনাহর। "গনোরিয়া" রোগীর শিশ্নে, অতি যন্ত্রণাদায়ক আকর্ষণবৎ পীড়া কিম্বা শিশ্নের অধোবক্রতা জন্মিয়া থাকে—এই অবস্থায় কর্পূর, বেদনাহররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভক্ষিত কর্পূর মূর্ত্যন্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক ঘর্ম্ম, মূত্র এবং শ্লেষ্মার সহিত বহিঃক্ষিপ্ত হয়। এবং প্রায় মূত্রাম্লতা ও মূত্রণক্লেশ উৎপাদন করে। **অধিক মাত্রায়** কর্পূর সেবন করিলে, পাকস্থালী ও অন্ত্রের প্রদাহ জন্মে, এবং উত্তেজক বিষভক্ষণের অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্পূরের মাত্রাধিক্য হইলে, হৃদয়ের অবসাদ, শারীরোষ্মার লঘুতার সহিত ঘর্ম্ম, হস্তপদের শীতলতা, ধাতুষ্মার হ্রাস ও ঘর্ম্ম আক্ষেপ এবং অবশেষে মৃত্যু আনয়ন করে। সন্তান প্রসবের পর মনোবিকার জন্মিলে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায়, কর্পূর ব্যবহার করা যাইতে পারে। কৃমিবহিষ্করণার্থ কর্পূরের বস্তিপ্রদান (পিচ্‌কারি) হিতকর। ক্ষতধৌতি জন্য কর্পূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৃমিভক্ষিত দন্তের শূলপ্রশমনার্থ, কর্পূর মদ্যে দ্রবীভূত করিয়া, তদ্দ্বারা কৃমিভক্ষিত দন্তগহ্বর পূরণ করিবে। কর্পূরের নস্য নাসাস্রাবে হিতকর। ঘৃষ্ট পিষ্টের, সন্ধিগত বাতের এবং পেশীর আক্ষেপজাত বেদনায়, অলিভ্ অয়েল ৪ ভাগ, কর্পূর ১ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। (মেটীরিয়া মেডিক অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্ খোরি, ২য় ভাঃ, ৫২৬-৭ পৃঃ)।

কসেরু—কসেরুঃ।

कसेरुः।—Scirpus Kysoor, *Roxb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"क्षुद्रमुस्ता," "शूकरेष्टः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"गन्धकन्दकः"। कसेरु द्विविधं तत्तु महद्राजकसेरुकम्। मुस्ताकृति लघु स्यात्तच्चिचोड़मिति स्मृतम्। 'कसेरुकद्वयं' शीतं मधुरं तुवरं गुरु। पित्तशोणित-दाहघ्नं नयनामयनाशनम्। ग्राहि शुक्रानिलश्लेष्मरुचिस्तन्यकरं स्मृतम्।

भावप्रकाश: ॥ * शीतस्वादनकसेरुकम् । * गुरुविष्टम्भि शीतलम् । राजवल्लभ: ॥ विसर्पे कसेरु:—"* सघृता च कसेरुका"। (चि: ११ अ:)। चरक: ॥ रक्ताभिष्यन्दे कसेरु:—"कसेरुमधुकाभ्यां वा चूर्णमम्बरसंस्रुतम् । न्यस्त मप्स्वन्तरीक्षासु हितमाश्च्योतनं भवेत्"। (उ: १२ अ:) सुश्रुत: ॥

কসেরুর ভাষানাম—বাঃ—কেশুর। हि:—कसेरु विचोड़। মঃ—কচরা, ফুরড্যা। কঃ—সেকিনগড্ডে। তৈঃ—ইট্টিকোতি। কসেরুর পরিচয়-জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষুদ্রমুস্তা", "শূকরেষ্ট"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গন্ধকন্দকঃ"। सिं—कसेरुं विशेषयक् ।

বর্ণন—কসেরু তৃণের ক্ষুদ্র কন্দ কেশুর নামে খ্যাত। পল্বল সন্নিকটে কিম্বা নিম্ন আর্দ্র ভূমিতে কেশুর জন্মে। ভাবপ্রকাশকারের মতে যাহার কন্দ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয় তাহাই কসেরু এবং যাহা ক্ষুদ্র মুস্তাকৃতি তাহাকে "চিচোড়" বলে। কসেরু চর্ব্বণ করিলে, কিঞ্চিৎ মুস্তার গন্ধ অনুভূত হয়। রাজনিঘণ্টুকার, কসেরু, রাজ-কসেরু শব্দ মুস্তার পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ।

বৈদ্যকে কসেরুকের ব্যবহার।

চরক—বিসর্পে কসেরু—বিসর্পে, গব্যঘৃতযোগে পিষ্ট কসেরুর প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। সুশ্রুত—রক্তাভিষ্যন্দে কসেরু—কেশুর ও যষ্টিমধু চূর্ণ, বস্ত্রে পোট্টলী বদ্ধ করিয়া আকাশোদকে ভিজাইয়া রাখিয়া, এই জল চক্ষুতে সেচন করিবে। ইহা রক্তাভিষ্যন্দে হিতকর। (উঃ ১২ অঃ)।

বক্তব্য—চরক ও সুশ্রুত কসেরুকে গুরু, বিষ্টম্ভি, শীতল বলিয়াছেন (চরক সূঃ ২৭ অঃ, সুশ্রুত সূঃ ৪৬ অঃ)।

কাকজঙ্ঘা—काकजङ्घा ।

काकजङ्घा ।—Leea Hirta, *Roxb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"काकजङ्घा," "पारावतपदी," "लोमशा"। उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"नदीकान्ता"। काकजङ्घा च तिक्तोष्णा रक्तपित्त-ज्वरापहा। कृमिदोषहरी वर्ण्या विषदोषहरा मता। धन्वन्तरीयनिघण्टु: ॥ -काकजङ्घा तु तिक्तोष्णा कृमिश्वासकफापहा। बाधिर्य्यजीर्णजिज्जीर्णविषमज्वर-

হারিণী। রাজনিঘণ্টু:॥ কাকজঙ্ঘা হিমা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ। নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্রব্রণকণ্ডুবিষক্রমীন্। ভাবপ্রকাশ:॥ কাকজঙ্ঘা হিমা হন্তি রক্তপিত্তকফজ্বরান্। মদনবিনোদ:॥

বৈদ্যকে ব্যবহার:—নিদ্রানাশে কাকজঙ্ঘা—"কাকজঙ্ঘাজটা নিদ্রাজননে শিরসি স্থিতা" (জ্বর—চি:)। (২) যক্ষ্মণি কাকজঙ্ঘা—দুগ্ধেন কেবলেন তু বায়সজঙ্ঘা নিপীতৈব (যক্ষ্ম—চি:)। (৩) প্লীহ্নি শাঙ্গ্‌ষ্টা—"শাঙ্গ্‌ষ্টানির্যূহ: সসৈন্ধবস্তিন্তিড়ীকসংমিশ্র:। প্লীহঘ্নুপরমো যোগ:" (প্লীহ—চি:)। (৪) দশনকৃমিপাতনার্থং কাকজঙ্ঘা—"নীলীবায়সজঙ্ঘা * মূলমেকৈকম্। সংচর্ব্ব্য দশনবিধৃতং দশনকৃমিপাতনমাহু:" (দন্তরোগ—চি:)। (৫) পাণ্ডুপ্রদরে কাকজঙ্ঘা—"কাকজানুক—(জাঙ্ঘক)—মূলম্বা *। পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থং প্রপিবেত্তণ্ডুলাম্বুনা" (অসৃগ্দর—চি:)। চক্রদত্ত:॥

কাকজঙ্ঘার পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কাকজঙ্ঘা," "পারাবতপদী," "লোমশা"। **উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা**—"নদীকান্তা"।

কাকজঙ্ঘার ভাষানাম—বাং—কাউয়াঠুটী, কাউয়াঠেঙা। কো:—কাউয়া-ঠোকা। হিং—কাক-জঙ্ঘা, মসী। ম:—কাঙ্গাচেঁঝড়ে। গু:—অঘেড়ী। ক:—জীরীচিলেচ। তৈ:—নালাহুচ্চীনিকে। সিং—কীম্ন রিয বিম্নীষযক্।

বর্ণন—কাকজঙ্ঘার ক্ষুপ, বনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিগোচর হইলেও, ইহা জলাসন্ন আর্দ্র ভূমিতেই জন্মিতে ভাল বাসে, এইজন্য ইহার একটী নাম "নদীকান্তা"। কাকজঙ্ঘার **শাখা**, গ্রন্থিযুক্ত, পাকান ও কর্কশ বলিয়া, কাকের জঙ্ঘার (জানুনিম্নভাগের) সহিত সাদৃশ্য দর্শনে; পূর্ব্বাচার্য্য, ইহার নাম কাকজঙ্ঘা রাখিয়াছেন। **পত্র** দীর্ঘ, পত্রপ্রান্ত চিরিত, এই জন্য "পারাবতপদী" নাম কল্পিত হইয়াছে। পত্রে, বিশেষতঃ পত্রপৃষ্ঠে লোম আছে—অতএব "লোমশা" নাম। **পুষ্প** ক্ষুদ্র, কৃষ্ণবর্ণ, মিলিতদল। বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। পক্ক **ফল** কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপ্টা, ছয়কোণা—শুষ্ক হইলে ফলটী ছয় ভাগে চিহ্নিত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ—বিশেষতঃ মূল। **মাত্রা**—মূলকল্ক ২।৪ আনা, কাথ—৫ ১০ তোলা।

বৈদ্যকে কাকজঙ্ঘার ব্যবহার।

চক্রদত্ত—**নিদ্রানাশে** কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘার মূল, মস্তকে ধারণ করিলে অনিদ্র রোগীর নিদ্রা হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) যক্ষ্মায় কাকজঙ্ঘা—দুগ্ধের সহিত

কাকজঙ্ঘার কল্কপান, যক্ষ্মরোগীর পক্ষে হিতকর (যক্ষ্ম—চিঃ)। (৩) **প্লীহায় কাকজঙ্ঘা**—কাকজঙ্ঘার কাথে, সৈন্ধব লবণ ও তিন্তিড়ী মিশ্রিত পূর্ব্বক পান করিবে। ইহা প্লীহোদরে প্রশস্ত। (৪) **দশনক্রিমিপাতনার্থ** কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘার মূল চর্ব্বণ পূর্ব্বক কৃমিভক্ষিত দন্তোপরি স্থাপন করিলে দন্তগত কৃমি পতিত হয় (দন্তরোগ—চিঃ)। (৫) **শ্বেতপ্রদরে** কাকজঙ্ঘা—শ্বেতপ্রদর শান্তির জন্য কাকজঙ্ঘার মূলকল্ক, তণ্ডুলোদকের সহিত সেব্য।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে কাকজঙ্ঘার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **সৌশ্রুত** আরগ্বধাদিবর্গে শাঙ্গষ্টা পঠিত হইয়াছে। **রাজবল্লভে** কাকজঙ্ঘার গুণ বিবৃত হয় নাই।

কাকমাচী—কাকমাচী।

কাকমাচী, কাকাহ্বা, বায়সী। Solanum Nigrum, *Linn.* Solanum Dulcamara, *Linn.*

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বহুফলা," "গুচ্ছফলা," "কটুফলা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রসায়নবরা," "কুষ্ঠনাশনী"। কাকমাচী ত্রিদোষঘ্নী সরা স্বর্য্যা সতিক্তকা। হন্তি দোষত্রয়ং কুষ্ঠং বৃষ্যা সোষ্ণা রসায়নী। ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টুঃ। কাকমাচী কটুস্তিক্তা রসোষ্ণা কফনাশনী। শূলার্শঃশোফদোষঘ্নী কুষ্ঠকণ্ডূতিহারিণী। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কাকমাচী ত্রিদোষঘ্নী স্নিগ্ধোষ্ণা স্বরশুক্রদা। তিক্তা রসায়নী শোথকুষ্ঠার্শোজ্বরমেহজিৎ। কটু র্নেত্রহিতা হিক্কাচ্ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশনী। ভাবপ্রকাশঃ॥ ত্রিদোষশমনী বৃষ্যা কাকমাচী রসায়নী। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—কুষ্ঠে কাকমাচী—"পিষ্টা চ কাকমাচীং চতুর্বিধঃ কুষ্ঠনুল্লেপঃ" (চিঃ ৭ অঃ)। (২) বিসর্পে কাকমাচী—"ইন্দ্রাণীশাকং কাকাহ্বা * *। পৃথগালেপনং কুর্য্যাদ্দ্বয়শঃ সর্ব্বশোঽপিবা। প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেয়াঃ স্বল্পঘৃতাপ্লুতাঃ" (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) শোথে কাকমাচী—"* সবায়সী-মূলকবেত্রনিম্বং। শাকার্থিনাং শাক মতিপ্রশস্তম্" (চিঃ ১৩ অঃ)।

(৪) অবস্কম্ভে কাকমাচী—"শাকৈরলবণৈর্ঘ্যাজ্জলতৈলোপসাধিতৈঃ। বায়সী বাস্তুকৈঃ *" (চিঃ ২৩ অঃ)। চরকঃ ॥ শ্বাখো বিষে কাকমাচী—"কাকাদনী কাকমাচী স্বরেষ্বথবা জ্ঞানম্" (কঃ ৬ অঃ)। সুশ্রুতঃ ॥ পিল্লে কাকমাচী-ফলম্—"কাকমাচীফলৈকেন ঘৃতযুক্তেন বুদ্ধিমান্। ধূপয়েৎ পিল্লরোগার্ত্তং পতন্তি ক্রিময়োঽপিচ (নেত্ররোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ ॥

কাকমাচীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বহুফলা," "গুচ্ছফলা," "কটুফলা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রসায়নবরা," "কুষ্ঠনাশনী"। কাকমাচীর ভাষানাম—বাঃ—কাইস্তাশাক, গুড়কামাই। হিঃ—মকোয়, কবৈয়া। মঃ—লঘুকাবঠ়ী, কামোনি। গুঃ—পীলুডী। কঃ—কাবইকাকো। কাঃ—রোবাতরীখ্। অঃ—এনবুস্‌সালব্। ইঃ—সাইট্ সেড্। সিঃ—কলুকেন্দ বিয়।

বর্ণন—কাকমাচীর ক্ষুপ ১½।২ হাত উচ্চ হয়। ইহা ফলপাকান্ত। পত্রাগ্র-ভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তের দিকে পত্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া দীর্ঘ পত্রবৃন্ত পার্শ্বে ক্রমশঃ অবসিত কচিৎ বা বিষমভাবে অবসিত। পত্রোদর, মসৃণ, কচিৎ বিরল লোমান্বিত, গাঢ় হরিদ্বর্ণ। পত্রপৃষ্ঠ শিরাবন্ধুর ও ফিকে সবুজবর্ণ। পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, কচিৎ তরঙ্গান্বিত। বহুশাখ। শাখা চতুষ্কোণ, স্থানে স্থানে বেগুণে রঙে চিহ্নিত। পুষ্প, পুষ্পদণ্ডে, গুচ্ছাকারে, দীর্ঘবৃন্তে অধোমুখে লম্বিত। প্রতি পুষ্পদণ্ডে ২-৮টী পুষ্প থাকে। পুষ্প শুভ্রবর্ণ, দেখিতে প্রায় লঙ্কার ফুলের মত। ফল, বৃহতীর তুল্য, অপক্বাবস্থায় ফলগাত্রে শাদা ডোরা থাকে, এবং স্বাদে কটু। পক্বফল বেগুণে রঙের, স্বাদে মধুর *। বীজ, বেগুনের বীজের মত, কেবল তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। মাঘ ফাল্গুনে পুষ্পিত হয়। ছাপরা অঞ্চলের লোকে কাকমাচীকে "ভঁটকুঁয়া" বলে। পাকাফল বালকে খায়। কোচবিহারে কাকমাচী প্রচুর জন্মে। ওয়াইট্ সাহেব কৃত "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টাস্" নাম পুস্তকের ৩৪৪ পৃষ্ঠায় কাকমাচীর প্রতিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ। মাত্রা—কোমল শাখাগ্র ও পত্র স্বরস, নব্যমতে ২॥ তোলা হইতে ১০ তোলা।

বৈদ্যকে কাকমাচীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে কাকমাচী—কাকমাচীপত্র কল্কের প্রলেপ কুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (২) বিসর্পে কাকমাচী—কিঞ্চিৎ ঘৃতযোগে কাকমাচীপত্রের প্রলেপ বিসর্পে প্রশস্ত (চিঃ ১

* বাগ্‌ভটের সূঃ ১৫শ অধ্যায়োক্ত সুরসাদিগণের টীকায় অরুণ লিখিয়াছেন "কাকমাচী গুড়ফলা"।

অঃ)। **শোথে** কাকমাচী—শাকার্থী শোথরোগীকে কাকমাচীর শাক সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে (চিঃ ১৭ অঃ)। (৪) **উরুস্তম্ভে** কাকমাচী—কাকমাচী শাক তিলতৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া, বিনালবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করিতে দিবে (চিঃ ২৭ অঃ)। **সুশ্রুত মুষিকবিষে** কাকমাচী—কাকাদনী ও কাকমাচীর স্বরসে পক্ক ঘৃত, মূষিকবিষে হিতকর (কঃ ৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—পিল্লে** কাকমাচীফল—চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া ঘৃতাভ্যক্ত কাকমাচীফলের ধূম গ্রহণ করিলে পিল্লনাম নেত্ররোগ (ক্লেদযুক্ত নেত্ররোগ) প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)।

Constituents.—The berries contain solanin, which is a compound of sugar and solanidine—an alkaloid having the property of dilating the pupils.

Actions and uses.—The herb is alterative, sedative diaphoretic, diuretic, hydragogue and expectorant, locally anodyne. Solanine is a powerful protoplasmic poison, acting upon amœboid organisms and ciliated epithelial cells. Its solution 1 p. c. prevents the growth of bacteria. It coagulates albumen. If kept for sometime in contact with blood, it dissolves the red corpuscles. As an alterative the herb is given in skin diseases such as psoriasis, eczema and in syphilis; as a diuretic in gout, rheumatism, dropsy, gonorrhœa, renal and vesical catarrh, coughs, splenic and hepatic enlargements, &c. The syrup is used as a cooling drink and as a diaphoretic in fevers. The leaves made hot are applied to painful and swollen testicles and on swelled legs and hands. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 451). In India the juice of *S. Nigrum* is given in doses of from 6-8 ounces in the treatment of chronic enlargements of the liver, and is considered a valuable alterative and diuretic. The juice after expression is warmed in an earthen vessel until it loses its green colour and becomes redish brown; when cool it is strained and administered in the morning. It is said to act as a hydrogogue, cathartic and diuretic, Mr. M. Sheriff in his supplement to the *Pharmacopœia of India* speaks very favourably of it when used in this way. I smaller doses (1-2 ozs.) it is a valuable alternative in the chronic skin diseases, such as psoriasis. In the Concan the young shoots are cooked as a vegetable and given in these diseases. Dr. D. B. Master of Bombay informs us that he has seen them used with great success in psoriasis. Loureiro states that the herb is ano-

dyne, and should be used with caution ; he notices its used externally to allay yain. (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 550). *Toxicology*—Burton Brown (*Punjab Poisons*) records the death of three children after eating the berries of **S. Nigrum** ; the symptoms observed were a feeling of sickness followed by vomiting, pain in the belly and intense thirst, pupils dilated with impaired vision, headache, giddiness, delirium, purging and convulsions, sleep ending in coma. (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 555).

নব্যমত—কাকমাচীর **ক্ষুপ**, রসায়ন, অবসাদক, ঘর্ম্ম ও মূত্রপ্রদ, শোথঘ্ন এবং কফনিঃসারক। ইহার প্রলেপ বেদনাহর। রসায়ন হেতু কাকমাচী, বিবিধ চর্ম্ম রোগে ও ফিরঙ্গ রোগে (syphilis) এবং মূত্রপ্রদ বলিয়া, বিবিধ বাত, শোথ, "গণোরিয়া," কফরোগ, প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগে সেব্য। কাকমাচীর "সিরাপ" শীতপানীয় এবং জ্বররোগে সেবন করিলে, ঘর্ম্মপ্রদ। কাকমাচীর **পত্র**, উষ্ণ করিয়া, যন্ত্রণাপ্রদ স্ফীত কোষ ও স্ফীত হস্ত পদে স্থাপিত করিবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫১ পৃঃ)। পরম রসায়ন এবং মূত্রকর বলিয়া, পুরাণ যকৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে, তিন ছটাক হইতে এক পোয়া মাত্রায় কাকমাচীর রস সেবনার্থ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। একটী মৃৎপাত্রে কাকমাচীর স্বরস জ্বালে চড়াইবে। রসের সবুজবর্ণ ঈষৎ লাল হইয়া আসিলে নামাইবে। শীতল হইলে, বস্ত্রপূত করিয়া, প্রাতে সেব্য। ইহা শোথহর, রেচক ও মূত্রকর। মিঃ **মুদেন্ সেরিফ্**, "ফার্ম্মাকোপিয়া ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে বলিয়াছেন—কাকমাচীর রস উপরি লিখিত প্রণালীতে পাক করিয়া, সেবন করাইলে বিশেষ গুণকর হয়। আধ ছটাক হইতে এক ছটাক মাত্রায়, ইহা বিবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কঙ্কন প্রদেশের লোকে, কাকমাচী শাখাগ্র শাকবৎ পাক করিয়া চর্ম্মরোগগ্রস্ত রোগীকে সেবন করায়। বম্বের ডাঃ ডি, বি, **মাষ্টার** বলেন তিনি কোন বিশেষ চর্ম্মরোগে (psoriasis), কাকমাচী, ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফললাভ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—২য় খণ্ড, ৫৫০ পৃঃ)। "পঞ্জাব্ পয়জন্ "রচয়িতা **বার্টন্ ব্রাউন্** বলেন, কাকমাচীর ফল ভোজন করিয়া তিনটী শিশুকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—২য় খণ্ড, ৫৫৫ পৃঃ)।

কারবেল্ল—कारवेल्लः ।

कारवेल्लः, कारवल्ली—Momordica Charantia (longer one). कारवेल्ली M. Muricata (smaller one).

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"चिरितपत्रः," "सूक्ष्मवल्ली," "काण्डकटुकः," "पीतपुष्पः"। काण्डीरः कटुतिक्तोष्णः सरो दुष्टव्रणार्त्तिजित्। लूतागुल्मोदरप्लीहशूलमन्दाग्निनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च॥ तत्फलगुणाः—काकवेल्लस्यातितिक्तं मग्निदीप्तिकरं लघु। उष्णं शीतं भेदकञ्च स्वादु पथ्यं समीरितम्। अरुचिञ्च कफं वातं रक्तदोषं ज्वरं क्रिमीन्। पित्तं पाण्डुञ्च कुष्ठञ्च नाशयेत् *। वैद्यकनिघण्टुः। कारवेल्लं हिमं भेदि लघु तिक्तं मवातलम्। ज्वरपित्तकफास्रघ्नं पाण्डुमेहक्रिमीन् हरेत्। तद्गुणा कारवेल्ली स्याद्विशेषाद्दीपनी लघुः। भावप्रकाशः॥ कारवेल्लमपथ्यञ्च रोचनं कफपित्तजित्। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—वातशोणिते कारवेल्लम्—कारवेल्लकक्वाथमालिप्तं वा" (चिः १ अः)। सुश्रुतः। ज्वरिणः शाकार्थं कारवेल्लम्—"* कारवेल्लकम्। * शाकार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत्" (ज्वर—चिः)। (२) मसूरिकायां कारवेल्लम्—सुषवीपत्रनिर्य्यासं हरिद्राचूर्णसंयुतम् रोमान्तीज्वरविस्फोटमसूरीशान्तये पिबेत्" (मसूरिका—चिः)। (३) योनावन्तःप्रविष्टे कारवेल्लकम्—"सुषवीमूललेपेन प्रविष्टान्तर्वहिर्भवेत्" (योनिव्यापद्—चिः)। चक्रदत्तः॥ विसूचीकायां कारवेल्लम्—"सतैलं कारवेल्लाम्बु नाशयेद्धि विसूचीकाम्" (मः खः २यः भाः)। भावप्रकाशः॥

কারবেল্লের ভাষানাম—বাঃ—করলাউচ্ছে, বড়উচ্ছে। হিঃ—করেলা। সিং—করবিল। গুঃ—কারেলা, কডবাবেলা। মঃ—কারলেং। কঃ—হাগল। তৈঃ—করিলা। উঃ—শলরা। কাঃ—কারেলাহ। অঃ—কিস্‌সা উলহিমার। কারবেল্লীর ভাষানাম—বাঃ—উচ্ছে, ছোটউচ্ছে। হিঃ—করেলী। মঃ—ক্ষুদ্রকারলী, লঘুকারলী। তৈঃ—কাকরকায়া। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"চিরিতপত্র," "সূক্ষ্মবল্লী," "কাণ্ডকটুক," "পীতপুষ্প"।

বর্ণন—দুইপ্রকার উচ্ছে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বড়গুলিকে করলা এবং ছোটগুলিকে উচ্ছে বলে। **করলার লতা** সুদীর্ঘ হয়, এবং কৃষকেরা ইহার প্রাতন বিস্তার জন্য হয় "মাঁচা" করিয়া দেয়, বা অবলম্বনার্থ অন্য কিছু প্রদান করে। **উচ্ছের লতা** করলার মত সুদীর্ঘ হয় না, ইহা স্তম্বকারিণী ও ভূলুণ্ঠিত থাকে। করলা শুভ্রও দেখা যায় কিন্তু শুভ্র বর্ণের উচ্ছে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। **বনজ কারবেল্লের** ফল সর্ব্বথা উচ্ছের তুল্য, কেবল ইহাতে বীজ অধিক এবং ইহার ত্বক্ উচ্ছের মত মাংসল নহে। রাঢ়ে, বনজ কারবেল্লকে "কাশীর উচ্ছে" বলে। বনজ কারবেল্লের লতা অতি ক্ষীণ এবং দৈর্ঘ্যে ইহা করলার লতাকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরে **জলজ কারবেল্লের** উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কোচবিহারে এক প্রকার আরণ্য কারবেল্ল দৃষ্টিগোচর করিয়াছি—ইহা জলে বা জলাসন্ন ভূমিতে না জন্মিলেও নিতান্ত আর্দ্র এবং ছায়ান্বিত ভূমিতে অতি আনন্দে সুদীর্ঘ ক্ষীণ প্রতান বিস্তার করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র লতা। **মাত্রা**—পত্র স্বরস—১—২ তোলা, বমন রেচনার্থ ১০ তোলা পর্য্যন্ত।

বৈদ্যকে কারবেল্লের ব্যবহার।

সুশ্রুত—বাতরক্তে কারবেল্ল—উচ্ছেলতার কাথ দ্বারা পক্ব ঘৃত বাতরক্তে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)। **চক্রদত্ত**—জ্বররোগীর **শাকার্থ** কারবেল্ল—জ্বররোগীর সেবনার্থ উচ্ছেশাক ব্যবস্থা করিবে (জ্বর—চিঃ)। (২) **বসন্তরোগে**—কারবেল্ল—উচ্ছেপাতার রস হরিদ্রাচূর্ণ যোগে পান করিবে। ইহা হাম, জ্বর, বিস্ফোট ও বসন্ত প্রশমক। (৩) **অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনিতে** কারবেল্ল—উচ্ছেলতার মূলের প্রলেপ দিলে, অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে (যোনিব্যাপদ্ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বিসূচীকায়** কারবেল্ল—উচ্ছেলতার কাথ, তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচীকা প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—রক্তবর্গ (পৃঃ ৬৯৬) ও **ডিমক্** (২য় খণ্ড ৭৯ পৃঃ) সুষবীর বাঙ্গলা নাম, ক্ষুদ্রফল কারবেল্ল অর্থাৎ উচ্ছে লিখিয়াছেন। **ধন্বন্তরি**, কারবল্লীর পর্য্যায় নির্দ্দেশে বলিয়াছেন—"কাণ্ডীরঃ কাণ্ডকটুকো নাসাসংবেদনঃ পটুঃ। উগ্রকাণ্ড স্তোমবল্লী কারবল্লী সুকাণ্ডকঃ"। রাজনিঘণ্টুর বহ্বর্থ নির্দ্দেশ স্থলে কথিত হইয়াছে "সুষবী কটুহুঞ্চ্যাক বিশ্রুতা স্থূলজীরকে," "তিলকে চ ছিন্নরুহা সুষবী কেতকী ভবেৎ"। সুতরাং **নিঘণ্টুদ্বয়ের** মতে, সুষবী শব্দের ক্ষুদ্রফল কারবেল্লার্থ দুর্ঘট। **নিঘণ্টুদ্বয়ে** কারবল্লীরভেদ স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু **ভাবপ্রকাশকার** বলিয়াছেন "কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততোলঘুঃ"। এতদনুসারে উচ্ছের নাম কারবেল্লী হয়। **বৈদ্যকে কুত্রাপি** ক্ষুদ্রফল

কারবেল্লার্থে সুষবী শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। সুষবী, করলা ও উচ্ছে উভয়কেই বুঝাইতে পারে।

Constituents—A bitter glucoside, soluble in water, insoluble in ether, a yellow acin, resin, ash 6 p. c.

Actions and uses.—Stimulant and alterative; the fruit pulp and juice of the leaves and also seeds are anthelmintic and given in lumbrici. The fruit is also tonic and alterative and given in rheumatism, gout and disease of the liver and spleen. The whole plant powdered is used for dusting over leprous and other intractable ulcers. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 314).

নব্যমত—কারবেল্ল, উষ্ণ ও রসায়ন। ফল, বীজ শস্য এবং পত্ররস কৃমিঘ্ন ও "লাম্বিসি" রোগে প্রযোজ্য। ফল, বল্য, রসায়ন, বিবিধ বাত ও প্লীহযকৃৎ পীড়ায় পথ্য। সমগ্র লতা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা কুষ্ঠক্ষত কিম্বা অন্যান্য জঘন্য ক্ষত অবচূর্ণন করিবে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া —আর এন্ ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩১৪ পৃঃ)।

কার্পাসী—कार्पासी।

कार्पासी—Cossypium Herbaceum. **अरण्यकार्पासी, भारद्वाजी**—Hibiscus Truncatus, *Roxb.* Hibiscus Vitifolius, *Roxb.*

कार्पास्या गुणप्रकाशिका संज्ञा—"गुणसू:"। कार्पासी मधुरा शीता स्तन्या पित्तकफापहा। तृष्णादाहश्रमभ्रान्तिमूर्च्छाहृद्बलकारिणी। 'भारद्वाजी हिमा' रुच्या व्रणशस्त्रक्षतापहा। राजनिघण्टु:। कार्पासको लघु:कोष्णा मधुरा वातनाशनी। तृष्णादाहारतिश्रान्तिभ्रान्तिमूर्च्छाप्रणाशनी। तत् 'पलाशं' समीरघ्नं रक्तक्मूत्रवर्द्धनम्। तत् कर्णपीड़कानादपूयास्रावविनाशनम्। 'तद्बीजं' स्तन्यदं वृष्यं स्निग्धं कफकारं गुरु। भावप्रकाश:।

वैद्यके व्यवहार:—कुष्ठे कार्पासी—"* त्वक्पुष्पं कार्पास्या:। पिष्टा चतुर्विध: कुष्ठनुल्लेप:" (चि: ७ अ:) चरक:॥ कर्णस्रावे कार्पासीफलम्—"सर्ज्जत्वक्चूर्णसंयुक्त: कार्पासीफलजो रस:। योजितो मधुना वापि कर्णस्रावे प्रशस्यते" (उ: २१ अ:)। सुश्रुत:॥ कफजातिसारे कार्पासी—"तद्वत्कार्पास-

पक्वाश्योः स्वरसः समधुर्मतः" (अतिसार—चिः)। वृन्दः॥ श्वेतप्रदरे कार्पासी-मूलम्—"* मूलं कार्पासनिश्रवा। पाण्डुप्रदरशान्त्यर्थं प्रपिवेत् तण्डुलाम्बुना" (असृग्दर -चिः)। (२) स्तन्यवर्द्धनार्थं अरण्यकार्पासमूलम्—"वनकार्पासकीक्षूणां मूलं सौवीरकेण वा" (स्त्रीरोग—चिः)। चक्रदत्तः॥ अपच्यां अरण्य-कार्पासीमूलम्—"वनकार्पासजं मूलं तण्डुलैः सह योजितम्। पक्काऽऽज्ये पुपिकां खादेदपचीनाशनाय च" (गण्डमालादि—चिः)। वङ्गसेनः।

কার্পাসীর ভাষানাম—বাঃ—কাবাস্। হিঃ—কাপাস্, রুই, বিনোলা। সিং—কপু। মঃ -কাপসী, কাপুস্, সরকী। গুঃ—বণ্ রুকপাস্। কঃ–হত্তি, কাডহত্তি। তৈঃ—পত্তিচেট্টু। তাঃ—পঞ্জি। ফাঃ—কুতুন্। অঃ—কুতম্। **অরণ্যকার্পাসীর ভাষানাম**—বাঃ—বন্‌ঢ্যাঁড়স্, বন্‌কাবাস্। হিঃ—বন্‌কপাস্। কোঃ—বন্‌কাপাসি মং –কাঠ্ঠী কাপসি। গুঃ—হিরবণীকপাসিয়া। কঃ—হত্তি, কডহত্তি। তৈঃ –কার্পাসামু। ফাঃ—পুংবেদনা। অঃ—হবুলকুতন্। **কার্পাসীর গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"গুণসূ" (সূত্রোৎপাদক)।

বর্ণন—কাপাসের গাছ, পূর্ব্বে এদেশে বালবৃদ্ধবনিত সকলেরই সুপরিচিত ছিল। কার্পাসীবর্জ্জিত গৃহস্থলী তখন প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। এক্ষণে ইহা বর্ণয়িতব্যের মধ্যে পরি-গণিত হইয়াছে। কাপাসের গাছ ১—৪ হাত উচ্চ হয়। **পত্র** প্রায় এরণ্ড পত্র তুল্য, কেবল তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, গাঢ় হরিৎ বর্ণ, পত্রবৃন্ত দীর্ঘ, পত্রপ্রান্ত ৩ কিম্বা ৫ ভাগে চিরিত। **পুষ্প** পীতবর্ণ। ফলের ভিতর বহুবীজ এবং তুলা থাকে। **বীজে** তৈল আছে। কাপাসের মূল, উপরি পীতাভ এবং ভিতরে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ—কোন গন্ধ নাই। স্বাদ কটু ও কষায়।

অরণ্যকার্পাসীকে— রাঢ়ে "বন্‌ঢাঁড়শ্" বলে। বস্তুতঃ ইহার গাছ এবং ফল দেখিতে ঠিক্ ঢ্যাঁড়শের গাছ ও ফলের মত। কেবল ঢ্যাঁড়শ্ অপেক্ষা ইহার ফল কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। **বীজ** দেখিতে ৫এর মত, বর্ণ রুক্ষকৃষ্ণ এবং ফলগাত্র অতিসূক্ষ্ম রেখাবন্ধুর। পক্ক শুষ্ক বীজ মর্দ্দন করিলে,, কস্তুরীর ঘ্রাণ পাওয়া যায়। কলিকাতার বণিকেরা ইহাকেই লতাকস্তুরী বলিয়া বিক্রয় করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, ফল, মূল। **মাত্রা**—মূলত্বক্‌কল্ক—৩—৬ আনা। পত্রস্বরস—১— ২ তোলা।

বৈদ্যকে কার্পাসী ও অরণ্যকার্পাসীর ব্যবহার।

চরক—**কুষ্ঠে** কার্পাসী ত্বক্ ও পুষ্প—কাপাসের মূলত্বক্ ও পুষ্প পেষণ পূর্ব্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)। **সুশ্রুত**—**কর্ণস্রাবে** কার্পাসী ফল—সর্জ্জকল্ক চূর্ণ ও মধু সংযুক্ত কাপাসের ফলের (ডহ্বণ মতে অরণ্যকার্পাসের ফলের) রস, কর্ণে প্রদান

করিলে কর্ণস্রাব (কার্ণ হইতে জল বা পূয পড়া) প্রশমিত হয় (উঃ ২১ অঃ)। **বৃন্দ—কফাতিসারে** কার্পাসীমূল স্বরস —কাপাসমূলের রস, মধুযোগে, কফাতিসারী পান করিবে (অতিসার —চিঃ)। **চক্রদত্ত—শ্বেতপ্রদরে** কার্পাসমূল—শ্বেতপ্রদরগ্রস্তা নারী, কাপাসের মূল, (মূল কাষ্ঠগর্ভ হইলে মূলত্বক্) তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (অস্দার—চিঃ) (২) **স্তন্যবর্দ্ধনার্থ** অরণ্যকার্পাসী মূল—বনকাপাস ও ইক্ষুর মূল, কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, প্রসূতির স্তন্যস্রাব বর্দ্ধিত হয় (স্ত্রীরোগ —চিঃ)। **বঙ্গসেন—অপচীতে** অরণ্যকার্পাসমূল—অরণ্য কার্পাসীর মূলত্বক্ উর্ত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক, তণ্ডুল যোগে পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে, অপচী বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালাদি—চিঃ)।

বক্তব্য—কার্পাসীর নিঘণ্টূক্ত "গুণসূ" নাম হইতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, অতি প্রাচীন কালেও কার্পাস সূত্রের প্রচলন ছিল। **সুশ্রুত**, ব্রণবন্ধন দ্রব্যের উপদেশ প্রসঙ্গে কার্পাসতন্তুরচিত বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (সূঃ ১৮ অং)। মগধ পৌণ্ড্রকাদি দেশে, বৃক্ষবিশেষের পত্র হইতেও অতি প্রাচীন কালে সূত্র প্রস্তুত হইত। ব্রণবন্ধনের অষ্টম উপাদান "পত্রোর্ণ" শব্দের টীকায় **ডল্হণ** লিখিয়াছেন—"মগধপৌণ্ড্রাদিদেশেষু নাগবৃক্ষাদয়শ্চত্বারোবৃক্ষা স্তৎপত্রেভ্যো জাতৈর্হরিততন্তুভিকৃর্ণাক্লিপৈক্রয়তে যত্তৎ পত্রোর্ণমিত্যেকে" (সূঃ ১৮ অঃ—নিবন্ধসংগ্রহ)। **চরক**, বৃংহণীয় বর্গে (সূঃ ৪ অঃ) ভারদ্বাজী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The root bark contains starch, chromogene 28 p. c.; fixed oil, resin, glucose, tannin starch and ash 6 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 64).

Actions and uses.—A syrup of cotton flowers is given in hypochondriasis ; their poultice is applied to burns and scalds. The carpels are astringent. An unripe capsule with opium and nutmeg inserted into its interior, incinerated and reduced to powder, is used in Dysentery, Decoction of the rort bark is used as abortifacient, emmenagogue and oxytocic, it increases labour pains during delivery, and is given in amenorrhœa, dysmenorrhœa, uterine hæmorrhages and to procure abortion. The seeds, made into tea, are mucilaginous and used in dysentery and diarrhœa. They are demulcent, laxative, aphrodisiac, expectorant and galactagogue. The juice of the leaves is used in scanty lactation. Pounded cotton seed mixed with ginger is applied to orchitic swelling. The leaves with oil are applied to gouty joints,

Burnt cotton is applied round dropsical and paralyzed limbs, swollen legs, rheumatic and gouty joints, and in children to the chest in bronchitis and pneumonia to preserve heat and moisture and also to act as a sort of fomentation (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 96.) •

নব্যমত—কর্পাসপুষ্পের সিরাপ্ বিমর্ষাত্মক মনোবিকারে (Hypochondriasis) সেব্য। অগ্নিদগ্ধ কিম্বা অত্যুষ্ণ তরল বস্তুদ্বারা দগ্ধ অঙ্গে, পুষ্পের প্রলেপ হিতকর। কিঞ্জল্ক (Carpel) সঙ্কোচগুণান্বিত। কার্পাসের অপক্ক ফলের ভিতর অহিফেন এবং খণ্ডিত জায়ফল স্থাপন পূর্ব্বক, পুটপাক বিধানানুসারে পাক করিবে। এই চূর্ণ রক্তাতিসারে সেব্য। কার্পাসমূলক্কাথ, গর্ভস্রাবকারী, আর্ত্তবরজঃ প্রবর্দ্ধক এবং ত্বরিতপ্রসবকর্ত্তা। বিলম্বিত প্রসবে লুপ্তপ্রায় প্রসববেদনা পুনরানয়নের জন্য, ইহা সেবন করাইবে। **কার্পাস-বীজের** ফাণ্ট (অত্যুষ্ণ জলে কুট্টিত বস্তু নিক্ষেপ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল রাখিয়া ছাঁকিয়া লইলে ফাণ্ট প্রস্তুত হয়।) পিচ্ছিল ও স্নিগ্ধ। ইহা অতিসার ও রক্তাতিসারে সেবনীয়, অপিচ মৃদুরেচক, বৃষ্য, কফনিঃসারক এবং স্তন্যবর্দ্ধক। প্রসূতির স্তনে প্রচুর স্তন্য না থাকিলে, **কাপাসপাতার** রস সেবন করাইবে। কাপাসের বীজ ও আদা একত্র পেষণ পূর্ব্বক, কুরণ্ডে প্রলেপ দিবে। বাতরোগীর স্ফীত সন্ধিস্থানে, তৈলসহ কাপাসপত্র পেষণ পূর্ব্বক, লেপ দিবে। শোথগ্রস্ত অঙ্গ, পক্ষাঘাতাক্রান্ত প্রত্যঙ্গ, স্ফীতপদ আমবাতাক্রান্ত, সন্ধিদেশ এবং শিশুর চিরজাত ও অচিরজাত শ্লেষ্মরোগে (Bronchitis and Pneumonia). দগ্ধতুলা তত্তৎ অঙ্গে ছড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে উত্তাপ রক্ষা ও স্বেদের কার্য্য করে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৯৬ পৃঃ)।

কাসমর্দ্দ—কাসমর্দ্দঃ।

কাসমর্দ্দঃ, তুষা—Cassia Sophera, C. Occidentalis, senna Sophera.

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কাসারিঃ"॥ কাসমর্দ্দঃ সুতিক্তঃ স্যান্মধুরঃ কফবাতজিৎ। বিশেষতঃ পিত্তহরঃ পাচনঃ কণ্ঠশোধনঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥

কাসমর্দ্দঃ সতিক্তোষ্ণো, মধুরঃ কফবাতজিৎ। অজীর্ণকাসপিত্তঘ্নঃ পাচনঃ কণ্ঠশোধনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কাসমর্দ্দদলং রুচ্যং বৃষ্যং কাসবিষাস্রনুৎ। মধুরং কফবাতঘ্নং পাচনং কণ্ঠশোধনম্। বিশেষতঃ কাসহরং পিত্তঘ্নং গ্রাহকং লঘু।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—হিক্কাশ্বাসয়োঃ কাসমর্দ্দপত্রম্—"কাসমর্দ্দকপত্রানাং যূষঃ *। * হিক্কাশ্বাসনিবারণঃ"। (চিঃ ২১ অঃ)। (২) কাসে কাসমর্দ্দপত্র-স্বরসঃ—কাসমর্দ্দাশ্ববিট্ *। সক্ষৌদ্রাঃ কফকাসঘ্নাঃ *। (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ॥ দদ্রুকিটিমকুষ্ঠেষু কাসমর্দ্দমূলম্—কাসমর্দ্দকমূলঞ্চ সৌবীরেণ চ পেষিতম্। দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি জয়েদেতৎ প্রলেপনাৎ"। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (২) বৃশ্চিকবিষে কাসমর্দ্দমূলম্—"যঃ কাসমর্দ্দমূলং বদনে প্রক্ষিপ্য কর্ণে ফুৎকারম্। মনুজো দধাতি শীঘ্রং জয়তি বিষং বৃশ্চিকানাং সঃ" (বিষ—চিঃ। চক্রদত্তঃ॥ বাতজশ্লীপদে কাসমর্দ্দমূলম্—"কাসমর্দ্দশিফাকল্কং গব্যেনাऽऽজ্যেন যঃ পিবেৎ। শ্লীপদং বাতজং তস্য নাশমায়াতি সত্বরম্"। বঙ্গসেনঃ।

কাসমর্দ্দের ভাষানাম—বা চাকুন্দা, কাল্‌কাসুন্দা। কোঃ—কালল্‌কাসুন্দা। হিঃ—কসৌঁদী। সিং—রটতোর। গুঃ কসন্দী। তাঃ—পোন্নভেরাই। তৈঃ—হুতিকসিন্দা। ইং—নিগ্রোকফি। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কাসারি"।

বর্ণন—কাসমর্দ্দের ক্ষুপ যত্রতত্র জন্মিয়া থাকে। নিদাঘের বারিপাতে ইহা অঙ্কুরিত, বর্ষায় বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত, শরতে ফলিত এবং হেমন্তের তুষারপাতে পরিপক্ক শিম্বিসহ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার পাতা—২—৬ জোড়া, পাতাগুলি প্রায় গোল—বেলাবসানে, তেঁতুল প্রভৃতি অন্যান্য উদ্ভিদের পাতার মত ইহারও পাতাগুলি অবনত হইয়া একটীর সহিত আর একটী মিশিয়া যায়। পুষ্প ক্ষুদ্র, পীতবর্ণ। শিম্বি ক্ষীণ, দীর্ঘ, চক্রমর্দ্দের মত চ্যাপ্টা নহে। বীজ প্রায় মাষকলায়ের মত। ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, মূল, বীজ। মাত্রা—পত্রস্বরস ১—২ তোলা, মূলকল্ক—২—৪ আনা। বীজচূর্ণ, শিশুর পক্ষে—১—আনা।

বৈদ্যকে কাসমর্দ্দের ব্যবহার।

চরক—হিক্কাশ্বাসে কাসমর্দ্দপত্র—কাসমর্দ্দপত্রের যূষ, হিক্কাশ্বাস নিবারক (চিঃ ২১ অঃ)। (২) কাসে কাসমর্দ্দপত্রস্বরস—কাসমর্দ্দপত্র রস ও অশ্ববিষ্ঠার রস মধুসহ সেবন করিলে কফজকাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অং) চক্রদত্ত—দদ্রুকিটিমকুষ্ঠে কাসমর্দ্দমূল—কাসমর্দ্দমূল কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক দদ্রুকিটিমকুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (কুষ্ঠ—চিঃ)। (২) বৃশ্চিকবিষে কাসমর্দ্দমূল—কাসমর্দ্দমূল চর্ব্বণ করিয়া বৃশ্চিকদষ্টব্যক্তির কর্ণে ফুৎকার দিলে, বৃশ্চিকদংশন জ্বালা প্রশমিত হয় (বিষ চিঃ)। বঙ্গসেন—বাতজশ্লীপদে কাসমর্দ্দমূল—কাসমর্দ্দমূল গব্যরসে উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে বাতজশ্লীপদ (গোদ) সত্বর নাশ প্রাপ্ত হয় (শ্লীপদ—চিঃ)।

বক্তব্য—**চারক** "দশেমানি"তে কাসমর্দ্দের উল্লেখ নাই। বিমানোক্ত মধুরস্কন্ধে (৮ অঃ) "কালঙ্কত" পঠিত হইয়াছে। **সুশ্রুত**, সুরসাদিগণে কাসমর্দ্দ পাঠ করিয়াছেন। **চরক** শাকবর্গে ক্ষুবাকে (কাসমর্দ্দ) গ্রাহী ও ত্রিদোষঘ্ন বলা হইয়াছে।

Constituents.—The root contains a resinous snbstanne ; a bitter, non-alkaloid principle. Leaves contain cathartin, colouring matter and solts. The seeds contain, tannin sugar, sum, starch, cellulose, chrysophanic acid, calcium, sulphate and phosphate and fatty matter (olein and margarin) malic acid, sodium, chloride, magnesium, sulphate, iron, silica, &c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part., p. 201,)

Actions and uses.—The whole plent is purgative, alterative and expectorant, given in hysteria and whopping congh. The seeds are pnrgative and given to children with cow's or human milk in covulsions. The root is antiperiodic and given in fevers and neuralgia. The whole plant is used in cutaneous maladies as ringworm, scabies, pltyriasis and psoriasis ; also as an application over boils and carbut-cles. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Parr II., p. 201 .)

নব্যমত—কাসমর্দ্দের সমগ্র **ক্ষুপ**, বিরেচক, রসায়ন ও কফনিঃসারক। ইহা, ঘুংড়িকাসে সেব্য। ইহার **বীজ**, বিরেচক এবং শিশুগণের "তড়কা"র পক্ষে হিতকর। **বীজচূর্ণ**, গোদুগ্ধ কিম্বা স্তন্যের সহিত সেবন করাইতে হয়। **মূল** বিষমজ্বর প্রতিষেধক এবং "নিউর‍্যালজিয়া" রোগেও সেব্য। সমগ্র ক্ষুপ সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মবিকারের পক্ষে পরম হিতকর। স্ফোটক এবং পৃষ্ঠব্রণেও ইহার প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ খোরি, ২য় খণ্ড, ২০১ পৃঃ)।

কুঙ্কুম—কুঙ্কুমম্।

কুঙ্কুমম্, ঘুসৃণম্, রুধিরম্—Crocus Sativus.

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"কাশ্মীরম্," "বাহ্লীকম্"।

কুঙ্কুমং কটুকং তিক্তমুষ্ণং শ্লেষ্মসমীরজিৎ। ব্যঙ্গদৃষ্টিশিরোরোগবিষঘ্নং কায়কান্তিকৃৎ॥ ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কুঙ্কুমং সুরভি তিক্তকটূষ্ণং কাসবাত-কফকণ্ঠরুজাঘ্নম্। মূর্দ্ধশূলবিষদোষনাশনং রোচনং চ তনুকান্তিকারকম্।

राजनिघण्टुः॥ काश्मीरदेशजक्षेत्रे कुङ्कुमं यद्भवेद्धि तत्। सूक्ष्मकेसरमारक्तं पद्मगन्धि 'तदुत्तमम्'। वाह्लीकदेशसञ्जातं कुङ्कुमं पाण्डुरं भवेत्। केतकीगन्धयुक्तं तत् 'मध्यमं' सूक्ष्मकेसरम्। कुङ्कुमं पारसीकेयं मधुगन्धि तदीरितम्। ईषत्पाण्डुरवर्णं 'तदधमं' स्थूलकेसरम्। भावप्रकाशः॥ कुङ्कुमं रेचकं प्रोक्तं कण्डूवैवर्ण्यनाशनम्। राजवल्लभः॥ कुङ्कुमं कटुकं स्निग्धशिरोरुग्व्रणजन्तुजित्। उष्णं हास्यकरं वर्ण्यं व्यङ्गदोषत्रयापहम्। मदनविनोदः॥

वैद्यके व्यवहारः—सर्व्वेषु कृच्छ्रेषु कुङ्कुमम्—"* सकुङ्कुमम् * पेयः। द्राक्षारसेनाश्मरीशर्करासु। सर्व्वेषु कृच्छ्रेषु प्रशस्त एषः"। (चिः २६ अः)। चरकः॥ मूत्ररोधजे उदावर्त्ते कुङ्कुमम्—"* कषायं कुङ्कुमस्य च" (उः ५५ अः)। (२) मूत्राघाते कुङ्कुमम्—"पिवेत् कुङ्कुमकर्षम्वा मधूदकसमायुतम्। रात्रिपर्य्युषितं प्रातस्तथा सुखमवाप्नुयात्। (उः ५८ अः)। सुश्रुतः॥ शिरोरोगे कुङ्कुमम्—"सशर्करं कुङ्कुम माज्यभृष्टम्। नस्यं विधेयं पवनासृगुत्थे। भ्रूशङ्खकर्णाक्षिशिरोऽर्द्धशूले। दिनाभिवृद्धिप्रभवे च रोगे" (शिरोरोग—चिः)। चक्रदत्तः॥

কুঙ্কুমের ভাষানাম—বৈদ্যকে "কুঙ্কুম," "ঘুসৃণ" ও "রুধির" নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—কুন্‌কুম্। হিঃ—কেসর। **দ্বিঃ—কেসর। সিং—কোকুম্।** গুঃ—কেসর। কঃ—কুঙ্কুম। তৈঃ—কুঙ্কুমপুবু। ফাঃ—নরকীমাস। অঃ—জাফ্‌রান্। ইং—স্যাফ্‌রণ্। **উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা**—"কাশ্মীর," "বাহ্লীক"।

কাশ্মীরে কুঙ্কুমের আবাদ-অধুনা কাশ্মীর, পারস্য, স্পেন, ফ্রান্স ও সিসিলিতে কুঙ্কুমের আবাদ হইয়া থাকে। কুঙ্কুমের প্রাচীনতম নিঘণ্টুক্ত "কাশ্মীর" নাম পাঠ করিয়া, নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে, যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে কাশ্মীর প্রদেশে কুঙ্কুমের আবাদ হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি কাশ্মীরান্তর্গত পম্পুরের সন্নিকটে ১০০।১২৫ হস্ত উচ্চ ২।২½ ক্রোশ দীর্ঘ ভূমিখণ্ডে কুঙ্কুমের আবাদ হয়। এই সকল সুদীর্ঘ ভূমিখণ্ড বহুসংখ্যক কুঙ্কুম ক্ষেত্রে বিভক্ত। আলি বাঁধিয়া কুঙ্কুমের আবাদ করিতে হয়। যাতায়াতের জন্য কুঙ্কুমক্ষেত্রে ইতস্ততঃ পথ থাকে। আরণ্য ও আবাদী ভেদে কুঙ্কুমের গাছ দুই প্রকার। আবাদী ও আরণ্যগাছের আকার প্রকারের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। পালিত স্ত্রী কুঙ্কুমের গাছ প্রায় বন্ধ্যা হইয়া থাকে, অতএব আরণ্য পুংকুঙ্কুম গাছের ফুলের পরাগের সহিত কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীকুঙ্কুম গাছের ফুলের গর্ভাধান নির্ব্বাহ করাইতে হয়। কার্ত্তিক মাসে কুঙ্কুমের

গাছে ফুল হয়। কুঙ্কুম সংগ্রাহকগণ ইতঃপূর্ব্বেই আসিয়া, কুঙ্কুম ক্ষেত্রের অনতিদূরে বাস করে এবং প্রভাতী বায়ু কোরকিত উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশ কুঙ্কুমপুষ্পকে বিকসিত করিলে, কুঙ্কুমাহরণে প্রবৃত্ত হয়। এই সময় কুঙ্কুমাপহরণ নিরাকরণার্থ কুঙ্কুমক্ষেত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত করিয়া রাখা হয়।

কুঙ্কুম কি?—কুঙ্কুমপুষ্পের "চিহ্ন" এবং "গর্ভতন্তুর" কিয়দংশকে কুঙ্কুম বলে। "চিহ্ন" ও "গর্ভতন্তু" কি বুঝিতে হইলে, পুষ্পের স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের প্রত্যঙ্গগুলির পরিচয় লইতে হয়। পূর্ব্বে ৪ প্রকার পুষ্পের কথা বলিয়াছি ("উডুম্বর" দেখ)। গর্ভকেসরই পুষ্পের স্ত্রীজননেন্দ্রিয়। গর্ভকেসরের তিনটী প্রত্যঙ্গ—ডিম্বকোষ; গর্ভতন্তু ও চিহ্ন। ইংরাজিতে এইগুলিকে যথাক্রমে "ওভেরী" "ষ্টাইল" ও "ষ্টিগ্‌মা" বলে। গর্ভকেসরের সংখ্যার স্থিরতা নাই। যে সকল উদ্ভিদের শুঁটী হয় অর্থাৎ শিম্বিধারী উদ্ভিদের একটী মাত্র গর্ভকেসর থাকে। চাল্‌দার ফুলে বহু গর্ভকেসর দৃষ্ট হয়। অতএব শিম্বিধারী উদ্ভিদের পুষ্প একযোষিৎ এবং চাল্‌দার পুষ্প বহুযোষিৎ। **লিনীয়স্‌** গর্ভকেসরসংখ্যানুসারে উদ্ভিদের জাতি বিভাগ করিয়াছেন। গর্ভকেসরের শূন্যগর্ভ অধোভাগকে **ডিম্বকোষ** বলে। ইহাই পরে ফলে পরিণত হয়। ডিম্বকোষ, কচিৎ কুণ্ড ("নাগকেসর" দেখ) হইতে পৃথক্‌ ও উর্দ্ধে, কচিৎ কুণ্ড দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত ও অধোদেশে থাকে। গাবফুলের ডিম্বকোষ কুণ্ডের উর্দ্ধে এবং দাড়িম ও পেয়ারার ডিম্বকোষ কুণ্ডের অধোদেশে থাকে। গাবফলের বৃন্তের নিকট ফলগাত্রে লগ্ন এবং দাড়িম ও পেয়ারার "মাথায়" যে এক একটী বিচিত্রাকৃতি প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয়, সেইগুলি অধঃ ও উর্দ্ধস্থিত কুণ্ড মাত্র। **গর্ভতন্তু**, ডিম্বকোষের উপরিগত, দীর্ঘ সূত্রবৎ প্রত্যঙ্গ। ইহা গর্ভকেসরের অগ্র, পার্শ্ব কিম্বা মূলদেশ হইতেও উত্থিত হইয়া থাকে। গর্ভতন্তুর অগ্রভাগে স্থিত বিচিত্রাকৃতি প্রত্যঙ্গের নাম **চিহ্ন**। ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পে চিহ্ন কচিৎ পিণ্ডাকার, কচিৎ বিকীর্ণ, কচিৎ পক্ষাকৃতি এবং কচিৎ খণ্ডিত দৃষ্ট হয়। কুঙ্কুমপুষ্পের চিহ্ন, দীর্ঘ, সূত্রাকৃতি। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, ৪,৩০০ কুঙ্কুমপুষ্পের চিহ্ন সংগ্রহ করিলে, অর্দ্ধ ছটাক কুঙ্কুম হয়। কুঙ্কুমপুষ্পের চিহ্ন, উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ। গর্ভতন্তু ½—১ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং পীতাভ। এই গর্ভতন্তুর উপরিভাগে, দীর্ঘ, কিঞ্চিৎ মোচড়ান, তিনটী চিহ্ন অবস্থিত। চিহ্ন অতি সুগন্ধি, গন্ধের তীব্রত্ব এবং বিশিষ্টত্ব আছে। অপিচ ইহা কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল, তিক্ত ও ঝাল।

বিলাতী কুঙ্কুম—প্রথমতঃ কোন তীর্থযাত্রী কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে কুঙ্কুম নীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ্‌সায়ার এবং স্যাফ্‌রণ্‌ ওয়ালডেনে কুঙ্কুমের আবাদ হয়। খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিলাতে কুঙ্কুমের বাণিজ্যের চরমোন্নতি ঘটিয়াছিল, এবং ১৭৫৮ খৃঃ হইতে ক্রমিক খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতেছে। সদ্যঃ সংগৃহীত কুঙ্কুম, কাগজের উপরি ২।০ ইঞ্চ পুরু

করিয়া বিছাইয়া, কাপড় ঢাকা দিয়া, তদুপরি তক্তা চাপাইয়া, তক্তার উপর গুরুতার বস্তু স্থাপন করা হয়। অনন্তর ২ ঘণ্টা তীব্রতাপ এবং তৎপরে ২৪ ঘণ্টা মৃদুতর তাপ প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকারে সংহতাকৃতিত্ব প্রাপ্ত হইলে, কুঙ্কুমকে পিষ্টকাকারে বিভক্ত করে। বিলাতী কুঙ্কুমে, যে কোন প্রাণীর মেদ ও মাখম মিশ্রিত থাকে। ঔষধার্থ ও দেবতোদ্দেশে বিলাতী কুঙ্কুমের ব্যবহার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

কুঙ্কুমের পরীক্ষা—উত্তম কুঙ্কুম গাঢ় লেবুরঙ্গের। পুরাণ ও নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ফিকেপীত বা কাল, এবং চর্ব্বিমিশ্রিত কুঙ্কুম তৈলাক্ত দেখায়। ভাবপ্রকাশকারের মতে সূক্ষ্মকেসর, আরক্ত, পদ্মগন্ধি, কাশ্মীরদেশজাত কুঙ্কুম উত্তম। সূক্ষ্মকেসর, শ্বেতবর্ণ, কেতকী-পুষ্পগন্ধি, বহ্লীকদেশজাত কুঙ্কুম মধ্যম এবং স্থূলকেশর ঈষৎ শুভ্রবর্ণ ও মধুগন্ধি, পারস্য-দেশজাত কুঙ্কুম অধম। **মাত্রা**—কল্ক -২—৩ আনা। ক্বাথ—৫ তোলা—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কুঙ্কুমের ব্যবহার।

চরক—সর্ব্বপ্রকার **মূত্রকৃচ্ছ্রে** কুঙ্কুম—কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত কুঙ্কুম পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত**—মূত্ররোধজ **উদাবর্ত্তে** কুঙ্কুম—যাহার মূত্রবেগধারণ জন্য উদাবর্ত্ত হইয়াছে, তাহাকে কুঙ্কুমের ক্বাথ পান করাইবে (উঃ ৫৫ অঃ)। (২) **মূত্রাঘাতে** কুঙ্কুম, উত্তম মধু যত তাহার অষ্টগুণ শীতল জল লইয়া, একত্র সরবৎ প্রস্তুত করিবে। ইহাতে যোগ্য মাত্রায় কুঙ্কুমের কল্ক (পিষ্টকুঙ্কুম) মিশ্রিত করিয়া প্রস্তর বা কাচপাত্রে একরাত্রি স্থাপন করিয়া, প্রাতে সেবন করিলে, মূত্ররোধ নিবৃত্তি পাইবে (উঃ ৫৮ অঃ)। **চক্রদত্ত**-**শিরোরোগে** কুঙ্কুম—যে শিরোরোগে অর্দ্ধমস্তকে বেদনা হয় এবং বেলাবৃদ্ধির সহিত বেদনা বর্দ্ধিত হয়, সেই শিরোরোগ নিবৃত্তি জন্য গব্যঘৃতে ভর্জ্জিত কুঙ্কুম, কুঙ্কুমের সমভাগ চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, নস্য করিবে।

বক্তব্য—চরক শোণিতাস্থাপনবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) "রুধির" পাঠ করিয়াছেন। শোণিতাস্থাপন শব্দের অর্থ দুষ্টরক্তের শোধক। চক্রপাণি লিখিয়াছেন "শোণিতস্য দুষ্টস্য দুষ্টিমপহৃত্য প্রকৃতৌ শোণিতং স্থাপয়তীতি শোণিতাস্থাপনম্" (আয়ুর্ব্বেদদীপিকা)। **চারক** সূত্রস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এবং সৌশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬৪ অধ্যায়ে ঋতুচর্য্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ঋতুচর্য্যায় কুঙ্কুমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **বাগ্‌ভট ও বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের** (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ) ঋতুচর্য্যায় কুঙ্কুমের ব্যবহার লক্ষিত হয়। যথা—"কুঙ্কুমেন সদর্পেণ প্রদিগ্ধোঽগরুধূপিতঃ" (বাগ্‌ভট—সূঃ ২ অঃ)। "কুঙ্কুমেনাপি দিগ্ধাঙ্গোঽগরুণাগুরুণাপিবা" (অষ্টাঙ্গসংগ্রহঃ—সূঃ ৪ অঃ)। **সৌশ্রুত** পুষ্পবর্গে (সূঃ ৪৬ অঃ) কুঙ্কুমের উল্লেখ

আছে—"শ্লেষ্মপিত্তবিষঘ্নন্ত নাগং তদ্বচ্চ কুঙ্কুমম্"। চরকে পৃথক পুষ্পবর্গ নাই, শাক-বর্গেই যে কয়েকটী পুষ্পের গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে কুঙ্কুমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বহুকাল হইতে কুঙ্কুম অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কুণ্ডিনপুরী বর্ণনে শ্রীহর্ষও লিখিয়াছেন—"সুদতীজনমজ্জনার্পিতৈর্ঘুসৃণৈর্যত্র কষায়িতাশয়া। ন নিশা খিলয়াপি বাপিকা প্রসসাদ গ্রহিলেব মানিনী।"

Constituents A volatile oil, orocin—a glucoside also called poly chroita (many colours), which is the colouring matter, picrocrocin—bitter principle, wax, proteids, fixed oil, mucilage, sugar, ash 5 p. c., moisture 12 p c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 602).

Actions and uses—Stimulant, aromatic, and antispasmodic, also used as a colouring agent ; given in amenorrhœa, chlorosis, seminal weakness, leucorrhœa, dysmenorrhœa, in flatulent, colic, spasmodic, asthma and cough. Owing to its containing the volatile oil, it is used in rheumatism and neuralgic pains. It is given to children with ghee in looseness of the bowels. It is reputed to promote exanthematous eruptions in specific fevers as measles. Externally a paste of it is used in removing bruises and superficial sores and in headache. Pessaries of saffron are used in painful affections of the uterus. It gives the urine a yellow colour. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 602).

নব্যমত—কুঙ্কুম, উষ্ণ, সুগন্ধি, বায়ুনাশক, আক্ষেপ নিবারক এবং ঔষধ বা ব্যঞ্জনের বর্ণোৎপাদক রূপেও ব্যবহৃত হয়। ইহা ঋতুরোধ, ক্লোরোসিস (ঋতুরোধজন্য গাত্রের নীলিমা), ক্ষীণশুক্র, প্রদর, রজঃকৃচ্ছ্র, বায়ুজন্য শূল, বাতোল্বণশ্বাস এবং শ্লেষ্মরোগে সেব্য। কুঙ্কুমে উদ্বায়ী তৈল আছে বলিয়া ইহা আমবাত এবং "নিউর্যালজিয়া" মূলক বেদনায় হিতকর। শিশুগণের বারম্বার দাস্ত হইলে, ঘৃতসহ পিষ্টকুঙ্কুম সেবন করাইবে। কুঙ্কুম সেবন করিলে জ্বরবিশেষজাত কোঠ (Rashes) ও হাম সত্বর সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া থাকে। পিষ্ট অঙ্গে, অগভীর ক্ষতে এবং শিরঃপীড়ায় কুঙ্কুমের প্রলেপ হিতকর। গর্ভাশয়ের যন্ত্রণাপ্রদ পীড়ায় কুঙ্কুমের পিচুবর্ত্তি (Pessaries) যোনিতে ধারণ প্রশস্ত। কুঙ্কুম সেবন করিলে মূত্র পীতবর্ণ হয়।

কুটজদ্বয়—कुटजद्वयम् ।

सितकुटजः—Holarrhena Antinysenterica, *Well.* असितकुटजः Wrightia Tinctoria, *Br.*

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"कुटजः" ("कूटे शृङ्गे जायते स्म")। 'सितस्य' परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पाण्डुरद्रुमः," "वरतिक्तः," "यवफलः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"संग्राही"। 'असितस्य' परिचयज्ञापिका संज्ञा—"महागन्धः"। कुटजः कटुजस्तिक्तः कषायो रूक्षशीतलः। कुष्ठातिसारपित्तास्रगुदजानि विनाशयेत्॥ तत्फलगुणाः—शक्राह्वाः कटुतिक्तोष्णा स्त्रिदोषघ्नाश्च दीपनाः। रक्तार्शांस्यतिसारं च घ्नन्ति शूलवमी तथा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कुटजः कटुतिक्तोष्णः कषायश्चातिसारजित्। तत्रासितोऽस्रपित्तघ्न स्त्वग्दोषार्शोनिकृन्तनः॥ तत्फलगुणाः—इन्द्रयवः कटुस्तिक्तः शीतः कफवातरक्तपित्तहरः। दाहातिसारशमनः नानाज्वरदोषशूलमूलघ्नो। राजनिघण्टुः॥ कुटजः कटुको रूक्षो दीपनस्तुवरो हिमः। अर्शोऽतिसारपित्तास्रकफतृष्णामकुष्ठनुत्। भावप्रकाशः॥ * तत् 'पुष्प' शीतलं तिक्तं कषायं लघुदीपनम्। वातलं कफपित्तास्रकुष्ठातिसारजन्तुजित्। तस्य 'शिम्बीभवं शाकं' व्यञ्जनघ्नामवातजित्। रूक्षं कफघ्नं रक्तातिसारकुष्ठक्रिमीञ्जयेत्। मदनविनोदः॥ कुटजः कफपित्तास्रत्वग्दोषार्शोऽतिसारजित्। 'तद्बीजं' ज्वरजित्तिक्तं रक्तपित्तातिसारजित्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते इन्द्रयवः—"* वत्सककल्कसिद्धं तद्वत्" (चिः ४ अः)। (२) कुष्ठे इन्द्रयवः—"* वत्सकबीजस्य *। कल्कं * कुष्ठेषूद्वर्त्तनालेपः॥" (चिः ७अः)। (३) यक्ष्मिणोऽतिसारे इन्द्रयवः—"सनागरान् इन्द्रयवान् पिवेद् वा तण्डुलाम्बुना (चिः ८ अः)। (४) अर्शःसु रक्तस्रुतौ कुटजत्वक्—"कुटजत्वङ्निर्यूहः सनागरः स्निग्धरक्तसंग्रहणः" (चिः ८ अः)। (५) पित्तातिसारे कुटजफलम्—"पलं वत्सकबीजस्य श्रपयित्वा जलं पिवेत्। यो रसाशी जयेच्छीघ्रं स पैत्तं जठरामयम्"। (चिः १० अः)। (६) व्रणरोपणे कुटजत्वक्—"करवीरार्ककुटजाः कषायाः रोपणाः स्मृताः" (चिः १३ अः)। (७) मांसगते विषे कुटजमूलत्वक्—"* कौटजं मूलमथवा—" (चिः २५ अः)।

चरकः ॥ कफपित्तानुबन्धरक्तजेषु अर्शःसु कुटजफाणितम्—"कुटजमूलत्वक् फाणितम्" (चिः ६ अः)। सर्व्वेषु अर्शःसु कुटजत्वक्—"तथैवाऽर्शांसि सर्व्वाणि वृत्सकारुष्करौ हतः" (चिः ६ अः)। बहुश्लेष्मणि सरक्ते अतिसारे कुटजफाणितम्—"बहुश्लेष्मसरक्तञ्च मन्दवातं चिरोत्थितम्। कौटजं फाणितञ्चापि हन्त्यतिसारमोजसा" (उः ४० अः)। सुश्रुतः ॥ शुक्राश्मर्य्यां कुटजत्वक्—"पिबतः कुटजं दध्ना पथ्यमन्नञ्च खादतः। निपतन्त्यचिरात्तस्य नियतं मेढ्रशर्कराः"। (मः खः २ भाः)। भावप्रकाशः ॥

কুটজের ভেদ—চারক কল্পস্থানের বৎসককল্পে **দৃঢ়বল** স্ত্রীপুংভেদে দুই প্রকার কুটজের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যাহার ফল বৃহৎ, পুষ্প শ্বেত এবং পত্র স্নিগ্ধ, তাহা **পুংকুটজ**, এবং যাহার কাণ্ডত্বক শ্যামবর্ণ, পুষ্প শ্যাবারুণবর্ণ এবং ফল ও ফলবৃন্ত ক্ষুদ্র, তাহা **স্ত্রীকুটজবৃক্ষ**। নবীন উদ্ভিদ্‌বেত্তারা বলেন, সম্ভবতঃ Holarrhena Antidysenerica. Wrightia Tinctoria. W. Tomentosa, Holarrhena codaga, H. pubescens, ও malaccensis একই জাতীয় উদ্ভিদের ভেদমাত্র। **ডিমক্‌** বলেন Holarrhena Antidysenterica, Wrightia Tinctoria এবং W. Tomentosa এই তিন প্রকার উদ্ভিদ্‌ই কুটজ নামে প্রসিদ্ধ (২য় খঃ ৩৯৪ পৃঃ)। ইহার মধ্যে W. Tinctoria এবং W. Tomentosa তে গুণগত বিশেষ পার্থক্য নাই বলিয়া, নবীন দ্রব্য-গুণবেত্তারা কেবল W. Tinctoria রই গুণাদি বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। H. Antidysenterica ও W. Tinctoria তে স্থূলতঃ **প্রভেদ** এই—প্রথমটীর **কাণ্ডত্বক্‌** পাণ্ডুবর্ণ, দ্বিতীয়টীর কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমোক্তের **পত্র** শুষ্ক হইলে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয় না, দ্বিতীয়টীর শুষ্কপত্র কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটীর **বীজ** (ইন্দ্রযব), দারুচিনি রঙের ও তিক্ত, দ্বিতয়টীর বীজ মধুর ও কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটীর **শিম্বী** পৃথক্‌, দ্বিতীয়টীর শিম্বীদ্বয় অগ্রভাগে সংলগ্ন থাকে। প্রথমটীর **পুষ্প** শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল সঙ্কুচিত, দ্বিতীয়টীর পুষ্প বৃহৎ, স্থূল, অতিসুরভি ও শুভ্রবর্ণ। W. Tomentosaর পুষ্পাগ্রভাগ পীতবর্ণ। সুতরাং H. Antidysenterica সিতকুটজ এবং W. Tinctoria অসিতকুটজ নামে অভিহিত হইতে পারে। Holarrhena, (Antidysenterica, Codage, Pubescens, Malaccensis), দৃঢ়বলোক্ত **পুংজাতিকুটজ** এবং Wrightia (Tinctoria, Tomentosa) **স্ত্রীজাতিকুটজ**। কিন্তু গুণবিবরণ স্থলে আমরা পুংকুটজ শব্দ H. Antidysentrica অর্থে এবং স্ত্রীকুটজ শব্দ W. Tinctoria অর্থেই প্রয়োগ করিব।

সিতাসিতকুটজদ্বয়ের গুণস্বাদবিষয়ক প্রাচীন

নবীন মত—নব্যমতে সিতকুটজের বীজ (ইন্দ্রযব) তিক্তাস্বাদ, অসিতকুটজবীজ মধুর। কিন্তু প্রাচীনগণ দ্বিবিধ ইন্দ্রযবকেই তিক্ত বলিয়াছেন। নবীন দ্রব্যগুণবেত্তৃগণ সিতাসিতকুটজ বীজের গুণান্তর স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু **দৃঢ়বল** স্ত্রী পুং দ্বিবিধ কুটজের বীজই একার্থে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন ("কালে ফলানি সংগৃহ্য তয়োঃ শুষ্কানি—" কল্প ৫ অঃ)। সুশ্রুতটীকাকৃৎ **ডল্বণ** অতিসারে উক্ত কৌটজফাণিতের ব্যাখ্যায় (অতিসারে বৃন্দধৃত "কুটজত্বক্কৃতঃ ক্বাথঃ" পাঠের শ্রীকণ্ঠোক্ত ডল্বণ ব্যাখ্যা দেখ) পুংকুটজত্বক্কৃত (সিতকুটজত্বক্কৃত) ফাণিত ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং ডল্বণের মতে অসিত-কুটজাপেক্ষা সিতকুটজত্বক্ অতিসারে প্রশস্ততর। নব্যগণও এই মত পরিপোষণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ (সার্ ওয়াল্টার্ ইলিয়ট্ প্রভৃতি) বলেন রক্তাতিসারে পরমৌষধ বলিয়া য়ুরোপে পূর্ব্বে সিতকুটজের ত্বক্ (Conessi bark) প্রচুর রপ্তানি হইত। কিন্তু কালক্রমে ব্যবসায়ীরা সিতকুটজত্বকের সহিত অসিতকুটজত্বক্ ভেজাল দিতে আরম্ভ করায়, ইহার গৌরব হ্রাস পাইয়াছে। **সিতকুটজত্বক্** চর্ব্বণ করিলে, প্রথমতঃ ঈষতিক্ত এবং উত্তরোত্তর তীব্রতর তিক্তত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। **প্রাচীনগণ** সামান্যতঃ কুটজকে তিক্ত বলিয়াছেন, সিতাসিতকুটজত্বকের স্বাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন নাই। নব্যগণের মধ্যে **ডিমকের** মতে অসিতকুটজত্বকও সিতকুটজবৎ তিক্ত। **ফ্লোরির** মতে অসিতকুটজ-মূলত্বক্ মধুর না হইলেও তিক্তত্ববর্জ্জিত বলা যায়। **রাজনিঘণ্টুকারের** মতে অসিতকুটজত্বক্, বিশেষতঃ রক্তপিত্ত, ত্বগ্দোষ ও অর্শোনাশক। **সিতাসিত কুটজ-দ্বয়ের উৎপত্তি স্থান**—সিতকুটজ বঙ্গে প্রচুর জন্মে। অসিতকুটজ, বঙ্গে দুর্লভ। অসিতকুটজ,—মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট্, গোদাবরীতীর এবং ব্রহ্মদেশে জন্মে। উৎপত্তি স্থান চিন্তা করিয়া মনে হয়, হয়ত **মেঘদূতের** নির্ব্বাসিত যক্ষ, অতিসুরভি অসিতকুটজকুসুম দ্বারাই মেঘকে অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন। **সিতকুটজের ভাষানাম**—বাঃ—কুড়চিগাছ। কোঃ—ইন্দ্রজল্‌তিতা। **হিঃ—কুড়া, কোরিয়া। মিঃ—কৌলিন্দ।** গুঃ—পণ্ডাকুড়া। গোঃ—খন্ত, কুরো। পঃ—কুরো। লঃ—পণ্ডাকুড়া। তাঃ—ভেপ্পা লরিসি। তৈঃ—অম্‌কুড়ু। ইং—কোনেসি বার্ক। উঃ—কুড়িয়া। অঃ—তিবাজ্। **বীজের নাম**—বাঃ—ইন্দ্রযব। **হিঃ—ইন্দ্রযী।** ফাঃ—জবানে কুঞ্জস্ক তল্‌খ্। অঃ—লিসমুল্ অসকীরলমুর্। **অসিত-কুটজের ভাষানাম—হিঃ—মিঠাইন্দ্রযী।** গুঃ—গোদীইন্দ্রযব। ফাঃ—তুখ্‌মে আহেরি সিরীন্, জবানে কুঞ্জস্কি সিরীন্। তাঃ—ভেৎপাল ভিরাই। তৈঃ—অন্‌কুড় কোদিসা। **কুটজের অন্বর্থসংজ্ঞা—রাজনিঘণ্টুকার,** সিতাসিতকুটজের পর্য্যায় একত্র লিখিয়াছেন। আমরা সার্থক সংজ্ঞা গুলির যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতেছি। **সিত-**

কুটজের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পাণ্ডুরদ্রুম"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"বরতিক্ত," "সংগ্রাহী"। **অসিতকুটজের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"মহাগন্ধ," "কৃষ্ণতণ্ডুলা"।

বর্ণন—সিতকুটজের **বৃক্ষ** (H. Antidysenterica) মধ্যমাকৃতি। ইহা বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মে। কোচবিহার রাজ্যের স্থানে স্থানে ক্রোশার্দ্ধব্যাপী কুটজবন দৃষ্টিগোচর হয়। সুবর্দ্ধিত হইলে, ইহার **পত্র** প্রায় ধারাকদম্বের পত্রের তুল্য হইয়া থাকে। কোমল **শাখাগ্র** বা পত্র ভগ্ন করিলে শুভ্র আঠা নির্গত হয়। কুটজবৃক্ষ বর্ষায় পুষ্পিত হয়। **পুষ্প** অনুজ্জ্বল শুভ্র, মিলিতদল, পুষ্পনল, ক্ষীণ ও সঙ্কুচিত। পুষ্পনলাগ্রভাগ ৫ ভাগে চিরিত। পুষ্প, পত্রবৃন্ত সন্নিধান হইতে নির্গত ও সশাখ পুষ্পদণ্ডে স্থিত। **বীজ** যবাকৃতি, বীজে গুচ্ছাকৃতি রোম লগ্ন থাকে। আমাদের কোচবিহারের উদ্যানে দ্বাদশবর্ষ পালিত কএকটী কুটজবৃক্ষ, বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত হয়, কিন্তু অদ্যাপি শিম্বী ধারণ করিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। মেদিনীপুর অঞ্চলের সমতল ভূমিতে অতি ক্ষুদ্র কুটজ বৃক্ষেও শিম্বী হইতে দেখিয়াছি। বৃক্ষের ফলপুষ্পের সহিত জলবায়ুর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—আর্দ্র ত্বক্, বীজ। কচিৎ সপত্র শাখা। **মাত্রা**—ত্বক্ ও বীজকাথ ৫—১০ তোলা। বীজচূর্ণ—½—২ আনা। কৌটজফাণিত ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে কুটজের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযব কল্কের সহিত যথাবিধি পক্ক ঘৃত রক্তপিত্তহর (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **কুষ্ঠে** ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযবের প্রলেপ কুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **যক্ষ্মরোগীর অতিসারে** ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযব কল্ক কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে, যক্ষ্মীর অতিসার নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৮ অঃ)। (৪) **অর্শের রক্তস্রাবে** কুটজ—অর্শরোগীর পিচ্ছিল রক্তস্রাব প্রতীকারার্থ, শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কুটজত্বককৃত কাথ পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৫) **পিত্তাতিসারে** ইন্দ্রযব—৮ তোলা ইন্দ্রযবের কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করিবে এবং ঔষধ সেবনান্তে মাংসযুষ পথ্য করিলে, সত্বর পিত্তজ উদরাময় জয় করা যায় (চিঃ ১০ অঃ)। (৬) **ব্রণরোপণে** কুটজ—কুটজত্বককৃত কাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে ব্রণরোপণ হয় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৭) **মাংসগত বিষদোষে** কুটজ—বিষদোষ নিবৃত্ত্যর্থ কুটজমূলত্বক্, জলের সহিত উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)। **সুশ্রুত—কফপিত্তানুবন্ধ রক্তজার্শে** কুটজত্বক্—আর্দ্র কুটজত্বককৃত কাথ পুনঃ পাকদ্বারা গুড়ের মত গাঢ় করিয়া সেবন করিলে কফপিত্তপ্রধান রক্তজ অর্শঃ প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। **সর্ব্বপ্রকার অর্শে কুটজ**

—খদির এবং পিয়াল যেমন সর্ব্বকুষ্ঠ নাশ করিতে পারে তদ্রূপ কুটজ এবং ভল্লাতক সর্ব্বপ্রকার অর্শ বিনষ্ট করিতে পারে (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **বহুশ্লেষ্ম সরক্ত অতিসারে** কুটজফাণিত—কুটজত্বক্‌কৃত কাথ পুনঃ পাকে গাঢ় করিয়া সেবন করিলে, ঝটিতি বহুশ্লেষ্ম সরক্ত অতিসার (আমরক্তাতিসার) প্রশমিত হয় (উঃ ৪০ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—শর্করারোগে** কুটজত্বক্—দধির সহিত কুটজত্বক্ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে শর্করা মূত্রস্রোতঃ দ্বারা নির্গত হইয়া যায় ; শর্করারোগীর মূত্রের সহিত বালুকাবৎ পদার্থ বাহির হইয়া থাকে ।

বক্তব্য—বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও নিঘণ্টু-বচনবলাৎ রক্তপিত্ত, ত্বগ্দোষ এবং অর্শশ্চিকিৎসোক্ত কুটজশব্দে অসিতকুটজ এবং ইন্দ্রযব শব্দে অসিতকুটজবীজ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যত্র সিতকুটজ গ্রাহ্য। **চরক**, অর্শোঘ্ন ও কৃমিঘ্নবর্গে কুটজ এবং আস্থাপনোপগবর্গে ইন্দ্রযব পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** আরগ্বধাদি এবং লাক্ষাদি বর্গে কুটজ এবং আরগ্বধাদি, পিপ্পল্যাদি, বচাদি ও বৃহত্যাদি বর্গে ইন্দ্রযবের উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল দ্রব্য সর্ব্বত্র আর্দ্রগ্রহণের উপদেশ আছে, কুটজ তাহাদের অন্যতম। কুটজের ত্বকই আর্দ্রগ্রাহ্য, বীজ সর্ব্বত্রই শুষ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। **বাগ্‌ভট** বলেন—"কুটজো রক্তার্শঃপ্রশমনানাম্" (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ—সূঃ ১৩ অঃ)।

Constituents - *of H. Antidysenterica.*—A non oxygenated alkaloid. Wrightine.

Actions and uses.—The bark and seeds are antiperiodic, similar to cinchona alkaloids, but do not produce nausea, vomiting and headache. They are given in fever, chronic Diarrhœa, Dysentery, worms, internal Hæmorrhages ; also in chronic chest diseases, as Asthma, in renal colic, and to allay the vomiting in cholera. They are used after delivery to give tone to the genital soft parts (vagina). It is seldom given alone, generally in combination with a number of aromatics and astringents. *Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 387).

Actions and uses *of W. Tinctoria.*—Stomachic tonic and febrifuge in combination with other vegetable bitters, given in bowel complaints and during convalescence from fever, and other acute diseases. The seeds are tonic and are given in seminal weakness. Leaves when chewed relieve toothache. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part, II. p. 392).

নব্যমত—সিতকুটজ ত্বক্ ও বীজ, জ্বরপ্রতিষেধক, ইহার গুণ

সিঙ্কোনার তুল্য বিশেষত্ব এই, ইহা সিঙ্কোনার মত বিবমিষা, বমন কিম্বা শিরঃপীড়াদায়ক নহে। জ্বর, গ্রহণী, রক্তাতিসার, কৃমি, উর্দ্ধাধঃরক্তপ্রবৃত্তি, শ্বাস, শূলবিশেষ (renal colic) এবং বিসূচীকার বমন প্রতিষেধার্থ, সিতকুটজ ত্বক্ ও বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রসবের পর স্ত্রীজননেন্দ্রিয় দৃঢ়ীকরণার্থ বীজত্বকের প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৩৮৭ পৃঃ)।

অসিতকুটজ ত্বক্, পাচক, বল্য ও জ্বরঘ্ন। অন্যান্য তিক্ত ভেষজের সহিত, ইহা তরুণজ্বরাদিরোগাবসানজ দৌর্ব্বল্য দূরীকরণার্থ এবং উদরাময়ে সেব্য। ইহার **বীজ** বল্য এবং শুক্রক্ষয়জ দৌর্ব্বল্য প্রশমনার্থ সেবন করা হয়। ইহার **পত্র** চর্ব্বণ করিলে দন্তশূল নিবৃত্তি পায়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া -আর্ এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ)।

কুলত্থ—कुलत्थः।

कुलत्थः, कुलत्था, कुलत्थिकः।—Dolichos Biflorus.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"ताम्रवीजः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"दृक्प्रसादा," "लोचनहिता"। कुलत्थभेदाः—"कुलत्थस्य शुक्लकृष्णचित्रलोहितभेदेन चतुर्विधो भवति। तथा ग्राम्यवन्यभेदेन च द्विविधोऽपि"। चरकटीकायां चक्रः॥ कुलत्थिका कटुस्तिक्ता स्यादर्शःशूलनाशनी। विवन्धाऽऽध्मानशमनी चक्षुष्या व्रणरोपणी। राजनिघण्टुः। उष्णाः कषायाः पाकेऽम्लाः कफशुक्रानिलापहाः। कुलत्थाः ग्राहिणः कासहिक्काश्वासार्शसां हिताः। चरकः—(सू: २७ अ:)। उष्णः कुलत्थो रसतः कषायः। कटुर्विपाके कफमारुतघ्नः। शुक्राश्मरीगुल्मनिषूदनश्च। संग्राहकः पीनसकासहारी॥ आनाहमेदोगुदकीलहिक्का। श्वासापहः शोणितपित्तकृच्च। कफस्य हन्ता नयनामयघ्नः। विशेषतो वन्यकुलत्थ उक्तः॥ सुश्रुतः—(सू: ४६ अ:)। कषायस्वादुरुक्षोष्णाः कुलत्था रक्तपित्तलाः। पीनसश्वासकासार्शोहिध्माऽऽनाहकफानिलान्। घ्नन्ति शुक्राश्मरीं शुक्रं हृष्टिं शोफं तथोदरम्। ग्राहिणो लघव स्तीक्ष्णा विपाकेऽम्ला विदाहिनः। वृद्धवाग्भटः (अष्टाङ्गसंग्रहः—सू: ७ अ:)। कुलत्थः कटुकः पाके कषायः पित्तरक्तकृत्।

लघु विदाही वीर्य्योष्णः श्वासकासकफानिलान्। हन्ति हिक्काश्मरीशुक्र-दाहानाहान् सपीनसान्। स्वेदसंग्राहको मेदोज्वरकृमिहरः परः। भावप्रकाशः॥ कुलत्थः कफवातघ्नो ग्राह्युष्णो वृंहणः कटुः। गुल्मशुक्राश्मरीमेदः श्वासकास-प्रमेहजित्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—अर्शःसु कौलत्थयूषम्—"* यूषं कौलत्थमेव वा" (चिः ८ अः)। वातशूले कुलत्थः—"कुलत्थयूषो युक्ताम्लो लावकीयूषसंस्कृतः। ससैन्धवः समरिचो वातशूलविनाशनः"॥ (उः ४२ अः)। (२) कृमिषु कुलत्थः—"कुलत्थक्वाथसंसृष्टं चोरपानञ्च पूजितम्"। (उः ५४ अः)। सुश्रुतः। नेत्रकोपे कुलत्थः—"आरण्याश्छगणरसे पुटाववद्धाः सुस्विन्ना नखवितुषीकृताः कुलत्थाः। तच्चूर्णं सकृदवचर्णनान्निशीथे। नेत्राणां विधमति सद्य एव कोपम्"॥ (उः १६ अः)। वाग्भटः॥ स्वेदागमरोधार्थं कुलत्थः—स्वेदोद्गमे ज्वरे देय चूर्णो भृष्टकुलत्थजः"। (ज्वर—चिः)। (२) शीतपित्ते कुलत्थः—"* कौल-त्थेन रसेन वा। भोजनं सर्व्वदा पथ्यम्"। (शीतपित्त—चिः)। चक्रदत्तः॥ आमवाते कौलत्थयूषः—"हितञ्चयूषं कौलत्थ" (आमवात—चिः)। (२) अन्न-द्रवाख्ये शूले कुलत्थः—"कुलत्थशक्तूनथवा दध्नाऽद्याद्धितस्तरेण तु"। (अन्नद्रवाख्य-शूले—चिः)। (३) कफगुल्मे कुलत्थः—"कुलत्थान् *। कफगुल्मे प्रयो-जयेत्"। (गुल्म—चिः)। (४) गण्डमालायां कुलत्थः—"भोजनञ्चानभिष्यन्दि यूषः कौलत्थ इष्यते"। (गण्डमाला—चिः)। वङ्गसेन॥

কুলথের ভেদ—চক্রপাণি বলেন—গ্রাম্য ও বন্যভেদে কুলথ দুই প্রকার। এবং বর্ণভেদে ৪ প্রকার; যথা—শ্বেত, কৃষ্ণ, চিত্র ও লোহিত। বঙ্গে আরণ্য কুলথ দৃষ্টিগোচর হয় না। কোচবিহারে যে কুলথ কলায়ের আবাদ হয় তাহা তাম্রবর্ণ। **কুলথের ভাষানাম**—বাঃ—কুলথ বা কুর্ত্তিকলায়। কোঃ—কুলটেকলাই। হিঃ—কুলথি। মিঃ—কোলু। তাঃ—কোল্লু। তৈঃ—ওয়ালাওয়াল্লি। ইং—হর্স্গ্রাম্। **কুলথের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"তাম্রবীজ"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"দৃক্প্রসাদা," "লোচনহিতা"।

বর্ণন—কিঞ্চিৎ উচ্চ সরস ভূমিতে কুলথের আবাদ হয়। অন্যান্য রবিশস্যের ন্যায় ইহাও শীতকালে পরিপক্ক হয়। কুলথ ক্ষুপের শাখা পত্র প্রচুর রোমান্বিত। ইহা ত্রিপত্র।

পুষ্প গন্ধকবর্ণ, ক্ষুদ্র। **শিম্বী** চ্যাপ্টা। একটী শিম্বীতে উর্দ্ধ সংখ্যায় ৬টী কলায় থাকে। কলায়গুলির আকার প্রায় চৌকোণা। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কলায়, কচিৎ মূল। প্রায় পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "কুলথ গুড়," কুলথষট্‌পলঘৃত" ও "কুলথাদ্যঘৃত"তে ভূরি প্রযুক্ত।

বৈদ্যকে কুলত্থের ব্যবহার।

চরক—অর্শরোগে কুলথযূষ—কুলথযূষ অর্শরোগীর পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৯ অঃ)। **সুশ্রুত—বাতশূলে** কুলথ—লাবকপক্ষিমাংসের যূষসংস্কৃত, দাড়িমফলরসে. অম্লীকৃত, সৈন্ধব ও মরিচান্বিত কুলথযূষ পান করিলে বাতশূল নিবৃত্তি পায় (উঃ ৪২ অঃ)। (২) **কৃমিরোগে** কুলথ—কৃমিরোগে কুলথকাথ যুক্ত দুগ্ধপান প্রশস্ত (উঃ ৫৪ অঃ)। **বাগ্‌ভট-নেত্রকোপে** বন্যকুলথ কলায়, কাপড়ে আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া গোবরের রসে (টাট্‌কা গোবর জলের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া কুটাইয়া ছঁকিয়া লইলেই গোবররস প্রস্তুত হয়) সিদ্ধ করিয়া, নখ দ্বারা খোসা ছাড়াইয়া লইবে। অতঃপর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ইহার বস্ত্রপূত সূক্ষ্ম চূর্ণ নিশীথে একবার মাত্র চক্ষুতে দিলে নেত্রকোপ ("চোক উঠা) প্রশমিত হয়। (উঃ ১৬ অঃ)। **চক্রদত্ত**—জ্বররোগীর **স্বেদাগমরোধার্থ** কুলথ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অতিঘর্ম্ম নিবারণার্থ ভর্জ্জিত কুলথকলায়চূর্ণ মর্দ্দন করিবে (জ্বর—চিঃ)। (২) **শীতপিত্তে** কুলথ—শীতপিত্তরোগী, কুলথ যূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিবে (শীতপিত্ত—চিঃ)। **বঙ্গসেন—আমবাতে** কৌলথযূষ—আমবাতরোগী কুলথযূষ পান করিবে (আমবাত—চিঃ)। (২) **অন্নদ্রবাখ্যশূলে** কুলথ—যাহার অন্নদ্রবাখ্য শূল আছে সে কুলথ কলায়ের ছাতু দধির সহিত সেবন করিবে। অন্যপ্রকার ভোজন বর্জ্জন করিতে হইবে। (অন্নদ্রবাখ্যশূল—চিঃ)। (৩) **কফগুল্মে** কুলথ—কফগুল্মরোগীর পক্ষে কুলথ কলায় সেবন প্রশস্ত (গুল্ম—চিঃ)। (৪) **গণ্ডমালায়** কুলথ—গণ্ডমালারোগী অনভিষ্যন্দি বস্তু (যাহা কফবর্দ্ধক নহে) এবং কৌলথযূষ পান করিবে (গণ্ডমালা—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক কুলথকে স্বেদোপগবর্গে পাঠ করিয়াছেন। যে বস্তু ভুক্ত হইলে ঘর্ম্মোৎপাদনে সহায়তা করে তাহাকে স্বেদোপগ বলে। গ্রন্থান্তরে ঘর্ম্মরোধার্থ কুলথচূর্ণ মর্দ্দনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া হইয়াছে। অতএব প্রতীতি জন্মিতেছে, ভুক্ত কুলথ স্বেদোপগ এবং কুলথের বহিঃপ্রয়োগ স্বেদস্রুতিরোধক।

Constituents.—Albuminoids, starch, oil, ash and phosphoric acid.

Actions and uses.—Astringent, diuretic and tonic. The decoction is used in urinary diseases and menstrual derangements. Parturient women use it to promote lochia; also given to check profuse leucor

rhœa and menstrual fluxes. A powder of these seeds is applied to the skin to check cold sweats. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 210).

নব্যমত—কুলথ কলায়, কষায়, মূত্রকর এবং বল্য। কুলথ কলায়ের ক্বাথ অশ্মরী-শর্করাদি রোগ এবং ঋতুসম্বন্ধীয় দোষ নিবৃত্ত্যর্থ পেয়। প্রসূতিগণ প্রসবের পর কুলথ কলায় ভোজন করিলে "লোকিয়া" (প্রসবের পর কিছুদিন যোনি হইতে যে জলবৎ বস্তু স্রুত হইয়া থাকে) উত্তমরূপ নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহা আর্ত্তবরজঃ রক্ত বা শ্বেতপ্রদরের ভূরিস্রাব বন্ধ করিবার জন্য সেবন করা হইয়া থাকে। হিমাঙ্গরোগীর ঘর্ম্মরোধার্থ কুলথচূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করা হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ২১০ পৃঃ)।

কুশকাশাদি—कुशकाशादयः।

कुशः, मृदुदर्भः—Poa Ciliaris, *Roxb.* दर्भः, खरदर्भः—Poa Cynosuroides, *Roxb.* Eragrostis Cynosuroides, *Prain*, काशः—Saccharum Spontaneum, *Linn.* शरपत्रः—Saccharum Cylindricum, *Linn.* खागडः (काशभेदः)—Saccharum Fuscum, R.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—कुशः, ह्रस्वो मृदुः सूचीपत्रः। काशः, चामरपत्रः। दर्भः, पृथुलः खरपत्रो दीर्घः। (डल्हणः—निबन्धसंग्रहः सू: ३८ अ)। परिचयज्ञापिका संज्ञा—कुशस्य—"सूचीमुखः"। खरदर्भस्य—"दीर्घपत्रः", "पृथुल"। काशस्य—"शारदः", "सितपुष्पकः", "मादेयः"। खाड़गस्य—(काण्डेक्षुनाम्नः काशभेदस्य) "लेखनीकाण्डकः"। 'दर्भयुग्मं' पवित्रं स्यान्मूत्रकृच्छ्रत्रयातलम्। रक्तपित्तप्रशमनं केवलं पित्तनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'यवमूलं' हिमं वृष्यं मधुरं पित्तनाशनम्। रक्तज्वरहरं श्वासकामलादोषशोषहृत्। दर्भौ द्वौ च गुणे तुल्यौ तथाऽपि च सितोऽधिकः। यदि श्वेतकुशाभावस्तदपर योजयेद्भिषक्। राजनिघण्टुः॥ 'काशः' स्वादू रसे तिक्तो विपाके वीर्य्यतो हिमः। तर्पणो बलकृद्वृष्यः श्रमशोषभयापहः। 'काशद्वयं' पित्तास्रकृच्छ्रजिन्मधुरं हिमम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'काशश्च' शिशिरो गौल्यो रुचिकृत् पित्तदाहनुत्। तर्पणो बलकृद्वृष्यश्रामशोषक्षयापहः। 'शिमि' मधुरशीतः स्यात् पित्तदाहक्षयापहः।

राजनिघण्टुः ॥ 'दर्भद्वयं' त्रिदोषघ्नं मधुरं तुवरं हिमम्। मूत्रकृच्छ्राश्मरीतृष्णा-वस्तिरुक्प्रदरास्रजित्। 'काश'स्यान्मधुरस्तिक्तः स्वादुपाको हिमः सरः। मूत्रकृच्छ्राश्मदाहास्रक्षयपित्तजरोगजित्। 'एक्का' शिशिरा वृष्या चक्षुष्या वातकोपिनी। मूत्रकृच्छ्राश्मदाहपित्तशोणितनाशनी। भावप्रकाशः ॥

वैद्यके व्यवहारः—व्रणशोधनार्थं कुशः—"* न्यग्रोधादिर्बलाकुशः। * कषायाः शोधना मताः" (चि: १३ अ:)। चरकः ॥ प्रदरे कुशमूलम्—"कुशमूलं समुद्धृत्य पेषयेत्तण्डुलाम्बुना। एतत् पीत्वा त्र्यहान्नारी प्रदरात् परिमुच्यते"। (असृग्दर चि:)। चक्रदत्तः ॥ [illegible] अजीर्णे काशमूलम्—"[illegible]। —कपिञ्जलानां पिशितानि भुक्त्वा। काशस्य मूलं परि[illegible] पानम्। [illegible] हि [illegible]॥ (म: ख: २य: भाग)। भावप्रकाशः ॥ [illegible] शोणितस्रावे कुशमूलम्—"कुशमूलं बलायुक्तं पानं तण्डुलवारिणा। [illegible] गुदजं [illegible] प्रदरं वापि सर्व्वजम्" (अर्श—चि:)। वङ्गसेनः ॥

কুশকাশাদির ভাষানাম—কুশ—কুশ ও দর্ভ পৃথক হইলেও, উভয়ই দর্ভদ্বয় এই সাধারণ নামে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে দর্ভ হ্রস্ব, যাহার পত্র কর্কশ নহে (অতএব ইহার নামান্তর "মৃদুদর্ভ") এবং যাহার পত্রাগ্রভাগ সূচাগ্রতুল্য সূক্ষ্ম তাহার নাম কুশ আর যাহা দীর্ঘ, যাহার পত্র অতি কর্কশ (অতএব ইহার নামান্তর 'খরদর্ভঃ') এবং বৃহৎ তাহাই **দর্ভ**। রাজনিঘণ্টুকার **সিতদর্ভের** উল্লেখ করিয়াছেন। **কাশ** বঙ্গের সর্ব্বত্র কেশে বা কাশিয়া নামে খ্যাত। ইহা আর্দ্র ও নিম্নভূমি, খাল, পগার বা নদীর ধারে প্রায়শঃ জন্মিয়া থাকে, এজন্য **নিঘণ্টুকার** ইহাকে "নাদেয়" বলিয়াছেন। শরৎকালে কাশ পুষ্পিত হইলে, ইহার শুভ্র পুষ্পে ধরণী যেন শুভ্রবসনাবৃতের ন্যায় বোধ হয়। **কবিগণ** শরৎকে "কাশাংশুকা" বলিয়াছেন। নিঘণ্টুদ্বয়ে খাগড় শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না—সার্থক পর্য্যায় শব্দ আলোচনা করিলে বোধ হয় তন্মতে খাগড় একপ্রকার কাশ। পরবর্ত্তী কালে, কাশ ও খাগড়ের পৃথগুল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা—প্রমেহোক্ত কুশাবলেহে **চক্রপাণি** লিখিয়াছেন "বীরণশ্চ কুশঃ কাশঃ কৃষ্ণেক্ষুঃ খাগড়স্তথা"। নিঘণ্টুক্ত **শিশি** কাশভেদমাত্র। **শরপত্র** দর্ভভেদ—ইহার বাঙ্লা নাম উলুখড়। **এরকার** বাঙ্লা নাম হোগ্লা।

কুশাদির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—মৃদুদর্ভ বা **কুশের**—"সূচীপত্র"। খরদর্ভ বা **দর্ভের** "দীর্ঘপত্র" "পৃথুল"। **কাশের** "শারদ" "সিতপুষ্পক," "নাদেয়"। **খাগড়ের**—"লেখনীকাণ্ডক"।

বর্ণন—কুশ অতি অনুর্ব্বর ভূমিতেও আনন্দে বর্দ্ধিত হয়। নিতান্ত অনুর্ব্বর ভূমি বর্ণন করিতে হইলে লোকে বলে "কুশ ফলে না"। দৈবকার্য্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে কুশ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অতি সূক্ষ্মত্ব বর্ণনে কুশাগ্রের উল্লেখ প্রসিদ্ধ। লোকে কুশাগ্রধী বলিয়া থাকে। শকুন্তলা পুত্রবৎপালিত মৃগের "কুশসূচীবিদ্ধে মুখে" ব্রণরোপণ ইঙ্গুদী তৈল সেচন করিতেন। **কাশ**—দেশে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহা প্রধানতঃ গৃহাচ্ছাদনার্থ ব্যবহৃত হয়। **খাগড়া** কাশবৎ তৃণ, খাগড়া নামে প্রসিদ্ধ। ইহার কাণ্ড কাশাপেক্ষা স্থূলতর। খাগড়ার কাণ্ডে উত্তম লেখনী প্রস্তুত হয়। **শরপত্র** অর্থাৎ উলুখড়, গৃহাচ্ছাদনার্থ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিদাঘের প্রথম বারিপাতে উলুর অতুল চামরাকৃতি শুভ্র পুষ্পগুচ্ছ প্রান্তর শোভিত হয়। ইহার কাণ্ড নিতান্ত ক্ষীণ ও পত্রময়। **হোগ্‌লা** রজ্জুদ্বারা গ্রথিত হইয়া আচ্ছাদনার্থ ব্যবহৃত হয়। নদীতীরবর্ত্তী নিম্ন আর্দ্র ভূমিতে হোগ্‌লার উৎপত্তি। উলুবেড়িয়া মহকুমান্তর্গত স্থানে প্রচুর হোগ্‌লা অযত্নসম্ভূত ভাবে জন্মিয়া থাকে। ইহার কাণ্ড নাই। শিরাল, দীর্ঘ, পত্র, ৫।৬ হাত উচ্চ ভূপতিত হয় না। **ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য অংশ**—কুশকাশাদি মূলই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। **মাত্রা**—মূলকল্ক—২—৮ আনা। মূলকাথ ২—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কুশকাশের ব্যবহার।

চরক—ব্রণশোধনার্থ কুশ—কুশমূলের কাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে, ক্ষতের ক্লেদাদি অপগত হইয়া ক্ষতশুদ্ধি হয়। (চিঃ ৩ অঃ)। **চক্রদত্ত প্রদরে**—কাশমূল—কুশমূল, চেলোনীর সহিত উপযুক্তরূপ পেষণপূর্ব্বক তিন দিন পান করিলে রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। (অসৃগ্দর-চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ-কপোতাদিমাংসভোজনজাত অজীর্ণে** কাশমূল—কবুতর (পায়রা) প্রভৃতির মাংস ভোজন জন্য অজীর্ণ ঘটিলে, কাশমূল জলে পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। **বঙ্গসেন—রক্তার্শোরোগে** কুশমূল—শ্বেত বা পীত বেড়েলার আর্দ্র মূলত্বক এবং কুশমূল সমভাগে লইয়া, চেলোনীর সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, রক্তার্শোরোগীর অর্শোজন্য রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (অর্শ-চিঃ)। **বক্তব্য—চারক** স্তন্যশোধন ও মূত্রবিরেচন বর্গে কুশকাশ পঠিত হইয়াছে। **চরক**, বিধিধৌবধা যবাগূ বিবরণে বলিয়াছেন—"কুশামলকনির্য্যূহে শ্যামাকানাং বিরুক্ষণী" (সূঃ ২ অঃ)। শোথ, লৌহিত্য, দাহ ও বেদনান্বিত নবোদ্গত স্ফোটক, যে বস্তুর প্রলেপ দ্বারা বিলানত্ব প্রাপ্ত হয় ("বসিয়া যায়") সেই দ্রব্যকে "নির্ব্বাপণ" বলে। নির্ব্বাপণ প্রস্তাবে চরক বলিয়াছেন "যবাসমূলং কুশকাশয়োশ্চ। নির্ব্বাপণঃ স্যাজ্জলমেরকা চ" (সূঃ ৩ অঃ)।

সুশ্রুতক্ত তৃণপঞ্চমূলের (কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ইক্ষু) গুণ এইরূপ লিখিয়াছেন—"মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ। অন্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ" (সুঃ ৩৮ অঃ)।

কুষ্ঠ—কুষ্ঠম্।

कुष्ठम्—Saussurea Lappa, *Clarke.* Aplotaxis Auriculata, *Jacqu.*

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"वाप्यम्"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"व्याधिः" ("विगत व्याधिरनेन,") "पाकलम्" ("पाकं लाति,") "अगदः"। कुष्ठं कटूष्णं तिक्तं स्यात् कफमारुतरक्तजित्। विदाग्रविषकण्डूश्च कुष्ठरोगांश्च नाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। कुष्ठं कटूष्णं तिक्तं स्यात् कफमारुतकुष्ठजित्। विसर्पविषकण्डूतिखर्जूदद्रुघ्नकान्तिकृत्। राजनिघण्टुः॥ कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्रलं तिक्तकं लघु। हन्ति वातास्रविसर्पकासकुष्ठमरुत्कफान् भावप्रकाशः॥ कुष्ठं वातकफश्वासकासहिक्काज्वरापहम्। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—वातहरत्वाद्यर्थं कुष्ठम्—"कुष्ठं वातहराभ्यङ्गोपानाहयोगिनाम्" (सूः २५ अः)। (२) मण्डलकुष्ठे कुष्ठम्—लेपो योज्यः कुस्तुम्बुरूणि कुष्ठञ्च मण्डलनुत्"। (चिः ७ अः)। (३) अर्शःसु कुष्ठम्—"अभ्यज्य कुष्ठतैलेन स्वेदयेत्"। (चिः ८ अः)। (४) अपस्मारे कुष्ठम्—"* कुष्ठरसं वचां वा मधुसंयुताम्"। (चिः १५ अः)। (५) वातस्थानगते विषे कुष्ठम्—"वातस्थाने स्वेदो दध्ना नतकुष्ठकल्कपानञ्च"। (चिः २५ अः)। चरकः। अरुंषिकायां कुष्ठम्—"कपालभृष्टं कुष्ठं वा चूर्णितं तैलसंयुतम्। अरुंषिकालेपनं कण्डूक्लेदादाहार्त्तिनाशनम्"। (उः २४ अः)। (२) मुखकान्तिकरत्वे कुष्ठम्—"समांशं मातुलुङ्गस्य कुष्ठं वा मधुनाऽन्वितम्"। (उः ३२ अः)। वाग्भटः। शिरःपीड़ायां कुष्ठम्—"कुष्ठमैरण्डमूलञ्च लेपात् काञ्जिकपेषितम्। शिरोऽर्त्तिं नाशयत्याशु *"। (शिरोरोग—चिः)। चक्रसेनः।

কুষ্ঠের ভাষানাম—বাঃ—কুড়। গুঃ—উপলৎ। হিঃ—কুঠ্। তিঃ—কোষ্টম্। তাঃ—কোষ্টম্। তৈঃ—গোস্তমু। ফাঃ—কুস্-ই-তল্খ্। কুষ্ঠের অপরাপর[illegible]

উৎপত্তি:বাপ্যিকা সংজ্ঞা—"বাপ্য" (যাহা বাপীতে জন্মে)। ভাবপ্রকাশে পুষ্কর-মূলের পর্য্যায়ে "কাশ্মীর" পঠিত হইয়াছে, কিন্তু আমি যে যে বৈদ্যকগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি—তন্মধ্যে কুত্রাপি কুষ্ঠের "কাশ্মীর" নাম পাঠ করি নাই। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"ব্যাধি" (মানসবিকারনাশক) "পাকল" (অপক্ক ফোটকপাচক)। **কুষ্ঠের উৎপত্তি ও ভেদ—গুইবোর্ট** কৃত "হিষ্টোরি অফ ড্রাগস্" নামক পুস্তকের ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত সংস্করণের ৩য় খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায়, যে উদ্ভিদের মূল কুষ্ঠনামে খ্যাত, সেই উদ্ভিদের (Aplotoxis Auriculata) চিত্র অঙ্কিত আছে। কাশ্মীরে এই উদ্ভিদ্ প্রচুর জন্মে। বাপীতে জন্মে বলিয়া ইহার একটী "বাপ্য"। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে গাছ পরিপক্ক হইলে, মূল উত্তোলন পূর্ব্বক, খণ্ডশঃ কর্ত্তিত ও দেশান্তরে প্রেরিত হয়। **কুষ্ঠের ভেদ** সম্বন্ধে নব্যগণের মধ্যে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডাঃ **ফ্যাল্‌কোনার** কর্ত্তৃক কুষ্ঠের উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্ব নির্ণীত হইবার বহুপূর্ব্বে, কুষ্ঠ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে **রয়্‌লি** লিখিয়াছেন, কুষ্ঠ দুই প্রকার—তিক্ত ও মধুর। তিক্তাস্বাদ কুষ্ঠের ফার্সি নাম "কুস্ত্-ই-তল্‌খ্" এবং মধুর কুষ্ঠের নাম "কুস্ত্-ই-সিরিন"। তিক্তকুষ্ঠ সম্বন্ধীয় রয়লির বক্তব্য পাঠ করিলে বোধ হয় তিক্ত-কুষ্ঠই বণিক্‌গণকর্ত্তৃক দেশান্তরে প্রেরিত হয়। রয়লি যাহাকে তিক্তকুষ্ঠ বলেন, পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তাহা Aplotaxisএর মূল। **কুক্**, রয়লির উক্তির এইরূপ অর্থ করেন—বাস্তবিক মধুরতিক্তভেদে দ্বিবিধ কুষ্ঠ নাই, কিন্তু বোধ হয় একই কুষ্ঠমূল বৃক্ষের অপরিপক্কাবস্থায় উদ্ধৃত হইলে মধুর এবং পরিপক্কাবস্থায় উদ্ধৃত হইলে তিক্ত হইয়া থাকে। **ডিমক্**, কুকের মত বলবৎ রাখিবার জন্য বলিয়াছেন, বম্বে প্রদেশে কুষ্ঠের তিক্ত মধুর ভেদ অজ্ঞাত। "ইথ্‌তিয়ারৎ" নাম গ্রন্থরচয়িতা, হাজি জিন্ এল্ অতরের মতে কুস্ত্-ই-তল্‌খ্ কুষ্ঠ, (তিক্তকুষ্ঠ যাহাকে নব্যের Indian Costas বলেন) এবং কুস্ত্-ই-সিরিন্ (মধুরকুষ্ঠ আরবদিগের "কুস্ত্-ই-হলু"। এই "কুস্ত-ই-হলু" কেই নব্যেরা "অরিস্ রুট্" (Orris root) বলেন এবং তাঁহাদের মতে ইহার সংস্কৃত নাম পুষ্করমূল। এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, রয়লি যাহাকে মধুরকুষ্ঠ বলিয়াছিলেন, ডিমকাদির মতে তাহাই পুষ্করমূল। এই মত **ভাবপ্রকাশকারের** অনুমোদিত নহে। ভাবপ্রকাশে কুষ্ঠকে "কটুস্বাদু" বলা হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যগুণবেত্তৃগণ কুষ্ঠকে কেবল কটু (তিক্ত) বলিয়াছেন। এবং সমগ্র বৈদ্যকগ্রন্থে সর্ব্বত্রই পুষ্করমূলকে তিক্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং **রয়্‌লি** যে মধুর ও তিক্ত দুই প্রকার কুষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন ; **ভাবমিশ্রের** মত তাহার অনুকূল এবং ডিমকাদি যে মধুর কুষ্ঠকে পুষ্করমূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আয়ুর্ব্বেদানুমোদিত নহে। **কুষ্ঠের বাণিজ্য ও ব্যবহার**—কুষ্ঠের উৎপত্তি স্থান কাশ্মীর হইতে কুষ্ঠ ভারতবর্ষের বিভি

প্রদেশে এবং চীনরাজ্যে প্রচুর রপ্তানি হইয়া থাকে। কাশ্মীরের মহারাজা কুষ্ঠসংগ্রাহকগণের নিকট হইতে যে মূল্য দিয়া কুষ্ঠ ক্রয় করেন, তদ্দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ডাঃ **ষ্টুয়ার্ট** বলেন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই কুষ্ঠবাণিজ্যে মহারাজার প্রায় ১,৯০,০০০ টাকা আয় হইয়াছিল। যখন কুষ্ঠের ভার বৃষপৃষ্ঠে বাহিত হয় তখন বহুদূর পর্য্যন্ত কুষ্ঠের আমোদে আমোদিত হইয়া থাকে। রয়লি বলেন ১৯৬৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে চীনদেশে প্রায় দশ হাজার মণ কুষ্ঠ রপ্তানি হইয়াছিল। আমাদের দেশের দেবালয়ে যেমন ধুনাগুগ্‌গুল প্রভৃতি জ্বালান হয়। আমাদের দেশের দেবালয়ে যেমন ধুনা গুগ্‌গুল প্রভৃতি জ্বালান হইয়া থাকে, চীনদেশে সেইরূপ কুষ্ঠ জ্বালান হয়। কাহার মতে যখন অহিফেন ছিল না তখন কুষ্ঠের ধূমপান প্রচলিত ছিল। কল্কেতে সাজিয়া খাইলে কুষ্ঠ মাদকতা জন্মায়। অধুনা কুষ্ঠ, অনুলেপন, দন্তশূল, বাত, এবং কেশধাবনার্থ ব্যবহৃত হয়। শালব্যবসায়ীরা, কীট হইতে শাল রক্ষা করিবার জন্য শালের সহিত খণ্ড খণ্ড কুষ্ঠ রাখিয়া দেয়। **কুষ্ঠের পরীক্ষা**—কাশ্মীরবাসিগণ বলে, অন্তবিধ ৫।৬ প্রকার মূল কুষ্ঠের সহিত ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। চীনে প্রেরণার্থ কুষ্ঠের প্রায় ভেজাল দেওয়া হয়, সুতরাং এদেশে বিশুদ্ধ কুষ্ঠ সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার নহে। যে কুষ্ঠের বর্ণ অপেক্ষাকৃত ফিকে, যাহা শুষ্ক, নিরেট, যাহা কীটদষ্ট নহে, যাহাতে "ঝাঁজ" নাই, যাহা চর্ব্বণ করিলে উষ্ণ বোধ হয় এবং জিহ্বা "চিন্ চিন্" করে, সেই কুষ্ঠই উত্তম। প্রশস্ত কুষ্ঠের বর্ণনে **চক্রপাণি** লিখিয়াছেন—"ভঙ্গে মনাগপি নচেন্নিপতন্তি ততঃ কণাঃ। মৃগশৃঙ্গোপমং কুষ্ঠং—" (বাতব্যাধি—চিঃ)। যে কুষ্ঠ ভাঙ্গিলে কিঞ্চিন্মাত্রও গুঁড়া পড়ে না এবং যাহা আকৃতিতে হরিণের শৃঙ্গের মত, তাহাই উত্তম কুষ্ঠ। "মৃগশৃঙ্গোপম" বিশেষণ পাঠে অনুমান হয় পূর্ব্বে কুষ্ঠ খণ্ডাকারে কর্ত্তিত হইয়া বিক্রীত হইত না। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল **মাত্রা**—চূর্ণ ½—৩ আনা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কুষ্ঠের ব্যবহার।

চরক—বাতহরস্বাদ্যর্থে কুষ্ঠ—বাতহর অভ্যঙ্গ দ্রব্য এবং প্রলেপোপাদানের মধ্যে কুষ্ঠ শ্রেষ্ঠতম। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **মণ্ডলকুষ্ঠে কুষ্ঠ**—কুস্তুম্বুরু (ধনে) ও কুষ্ঠের প্রলেপ মণ্ডলকুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **অর্শোরোগে কুষ্ঠ**—অর্শে কুষ্ঠসাধিত তিলতৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৪) **অপস্মারে কুষ্ঠ**—অপস্মারী কুষ্ঠের রস (স্বরসাভাবে ক্বাথ) পান করিবে চিঃ ১৫ অঃ)। (৫) **বাতস্থানগত বিষে কুষ্ঠ**—বিষদোষ বাতস্থান (পক্বাশয়) প্রাপ্ত হইলে কুষ্ঠ ও তগরপাদুকা (অভাবে শিহলী জটা) দধির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৩ অঃ)। **ত্বাগ্‌ভট**—**অরুংষিকারোগে কুষ্ঠ**—মস্তকে বহুমুখ ক্লেদবহুল যে ক্ষত জন্মে তাহার [illegible]

অরুংষিকা। কুষ্ঠ চূর্ণ করিয়া, "কাঠখোলায়" অল্প ভাজিয়া, তিল তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া অরুংষিকার ক্ষতে প্রলেপ দিবে (উঃ ২৪ অঃ)। (২) **মুখকান্তিকরণে** কুষ্ঠ—মাতুলুঙ্গলেবুর ভিতর কুষ্ঠ সপ্তাহকাল রাখিয়া সেই কুষ্ঠ মধুসহ পেষণ পূর্ব্বক মুখে লেপন করিলে মুখের কৃষ্ণচিহ্ন ব্যঙ্গাদি প্রশমিত হইয়া মুখকান্তি বর্দ্ধিত হয় (উঃ ৩২ অঃ)। **বঙ্গসেন—শিরঃপীড়ায়** কুষ্ঠ—কুষ্ঠ ও এরণ্ড মূল (মূল কাষ্ঠগর্ভ হইলে মূলত্বক্) কাঞ্জিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় (শিরোরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—পুষ্করমূল, Iris Germanica নাম উদ্ভিদের মূল। ইহার ইংরাজী নাম "ওরিস্‌রুট" (orris root)। **হুকার** বলেন কাশ্মীরে এই উদ্ভিদের আবাদ হয়। ভাবপ্রকাশকার পুষ্করমূলকে "কুষ্ঠভেদ" বলিয়াছেন। এবং পুষ্করমূলের পর্য্যায়ে "কাশ্মীর" শব্দ পাঠ করিয়াছেন। নব্যতম বৈদ্যকগ্রন্থে পুষ্করমূলের অভাব ঘোষিত হইয়াছে এবং 'অভাবে পুষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে' বাক্যে প্রতিনিধিগ্রহণ উপদিষ্ট হইয়াছে। **ভাবপ্রকাশেও** এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহাতে তৎকালে পুষ্করমূলের অভাব প্রতিপন্ন হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীনতর বৈদ্যকগ্রন্থগুলির মধ্যে অধুনা যেগুলি বৈদ্যসমাজে প্রচলিত তন্মধ্যে কুত্রাপি পুষ্করমূলের অভাবের কথা পাঠ করি নাই, প্রত্যুত কুষ্ঠবৎ পুষ্করমূলেরও গুণপর্য্যায় বর্ণিত হইয়াছে। "ওরিস্‌রুট্"ই নব্যগণের মতে পুষ্করমূল। **হাকিমেরা** এই "ওরিস্‌রুট্" বহুবিধ পীড়ায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। চরক, লেখনীয়, শুক্রশোধক ও আস্থাপনোপগবর্গে কুষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন। এবং পুষ্করমূল সম্বন্ধে অগ্র্যগ্রন্থে লিখিয়াছেন "পুষ্করমূলং হিক্কাশ্বাসকাসপার্শ্বশূলহরানাম্" (সূত্র ২৫ অঃ)। সুশ্রুত এলাদিগণে কুষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—An odorous principle, composed of two liquid resins, an alkaloid, a solid resin, salt of valeric acid, an astringent principle, and ash which contains manganese. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 369.

Actions and uses.—As an stimulant it is given in spasmodic diseases as cough, asthma, cholera and deranged digestion. As an alterative it is used in chronic skin diseases and rheumatism. Locally a paste of it made in rose water is applied to swollen hands and feet and to swelled abdomen in obesity, and as a cooling lotion to sprains, contusion, and to the head in headache. It is also smoked like opium. Externally it is used as an astringent ointment on ulcers. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 369).

নব্যমতে—কুষ্ঠ, উত্তেজক বলিয়া, কফ, শ্বাস, বিসূচিকা এবং অজীর্ণে ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। রসায়ন বলিয়া চিরজাত চর্ম্মরোগ এবং আমবাতে সেব্য। গোলাপজলে পিষ্ট কুড়ের প্রলেপ, স্ফীত হস্তপদে, উদরগত শোথে এবং শিরঃপীড়ায় ব্যবহার করিবে। ঘৃষ্টপিষ্ট প্রত্যঙ্গে, পিষ্টকুড়মিশ্রিত জল ("লোশন") সেচন করিলে, তদঙ্গ শীতল হয়। অহিফেনের মত ইহারও ধূমপান প্রচলিত আছে। কুড়ের মলম ক্ষতের পক্ষে হিতকর (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্. ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৬৯ পৃঃ)।

কুষ্মাণ্ড—কুষ্মাণ্ডঃ।

কুষ্মাণ্ডঃ কুষ্মাণ্ডো—Benincasa Cerifera, *Swi.* Cucurbita Pipo, *Willd.* White Pumpkin.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"স্থিরফলা"। কুষ্মাণ্ডস্য ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু-রাজনিঘণ্টূক্তগুণাঃ ১১১ পৃষ্ঠায়াং লিখিতাঃ।

কুষ্মাণ্ডমুক্তং সক্ষারং মধুরাম্লং তথা লঘু। সৃষ্টমূত্রপুরীষঞ্চ সর্ব্বদোষ-নিবর্হণম্॥ চরকঃ—(সূঃ ২৭ অঃ)। পিত্তঘ্নং তেষু কুষ্মাণ্ডং "বালং" "মধ্যং" কফাপহম্। "পক্বং" লঘূষ্ণং সক্ষারং দীপনং বস্তিশোধনম্। সর্ব্বদোষহরং হৃদ্যং পথ্যঞ্চেতোবিকারিণাম্॥ সুশ্রুতঃ—(সূঃ ৪৬ অঃ)। কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ। 'বালং' পিত্তহরং শীতং 'মধ্যমং' কফকারকম্। 'বৃদ্ধং' নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু। বস্তিশুদ্ধিকরঞ্চেতোরোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ। ভাব-প্রকাশঃ॥ কুষ্মাণ্ডকং পিত্তহরং বালং মধ্যং কফাপহম্। পক্বং লঘূষ্ণং সক্ষারং দীপনং বস্তিশোধনম্। সর্ব্বদোষহরং হৃদ্যং পথ্যঞ্চেতোবিকারিণাম্। রাজবল্লভঃ॥ কুষ্মাণ্ডবীজতৈলগুণাঃ—ত্রপুস্যের্বারুকুষ্মাণ্ডশ্লেষ্মাতকপ্রিয়ালজম্। বাতপিত্তহরং কেশ্যং শ্লেষ্মলং গুরুশীতলম্। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কুষ্মাণ্ডনাড়িকা গুর্ব্বী শর্করাশ্মরী-নাশনী। রাজবল্লভঃ॥ কুষ্মাণ্ডবটকগুণাঃ—কুষ্মাণ্ডং কর্ত্তয়িত্বাঽস্যজলং নিষ্কাস্য যত্নতঃ। কুসুম্ভকনিশামাষচূর্ণং সতিলসৈন্ধবম্। নিক্ষিপ্য বটকাঃ কার্য্যা আতপে শোষয়েত্ততঃ। রুচিদা বাতহৃন্তারস্তিলতৈলে সুপাচিতা। বৈদ্যক-নিঘণ্টুঃ॥ কুষ্মাণ্ডস্য সুরা গুর্ব্বী ধাতুবর্দ্ধনকারিণী। অগ্নিমান্দ্যকরী বৃষ্যা প্রোক্তা দৃষ্টিপ্রদা বুধৈঃ। বৈদ্যকনিঘণ্টুঃ॥ পক্বং পিত্তহরং শীতং দীপনং বস্তি-শোধনম্। শোফং বাতকফৌ হন্তি রক্তপিত্তনিবর্হণম্। হারীতঃ॥

वैद्यके व्यवहारः—मदनकोद्रवजमदे कुष्माण्डरसः—"कुष्माण्ड रसः सगुड़ः शमयति मदमाशु मदनकोद्रवजम्"। (मदात्यय—चिः)। (२) उन्मादे कुष्माण्डरसः—"कुष्माण्डो * स्वरसाः। उन्मादह्नतो दृष्टाः पृथगेते कुष्ठ मधु-मिश्राः"। (उन्माद—चिः)। (३) अश्मर्य्यां कुष्माण्डरसः—"यवक्षारगुड़ोपेतं पिवेत् पुष्पफलोद्भवम्। रसं मूत्रविवन्धघ्नं शर्कराश्मरीनाशनम्"। (अश्मरी—चिः)। चक्रदत्तः॥ श्वासे कुष्माण्डमूलम्—"कुष्माण्डशिफाचूर्णं पीतं कोष्णेण वारिणा। शीघ्रं शमयति श्वासं कासञ्चापि सुदारुणम्"। (श्वास—चिः)। (२) मूत्रनिग्रहे कुष्माण्डवीजम्—"कुष्माण्डस्य तु वीजानि वीजानि त्रपुषस्य च। वस्तौ सञ्चारयेत् तेन प्रशाम्येन्मूत्रनिग्रहः"। (वातव्याधि—चिः)। (३) शूले कुष्माण्डक्षारः—"कुष्माण्डं तनुकृत्वा तु छिन्ना घर्म्मे विशोषयेत्। स्थाल्यां निःक्षिप्य तत् सर्व्वं पिधानेन पिधाय च। चूल्यां निवेश्य वह्निञ्च ज्वालयेत् कुशलो जनः। यथा यत्न भवेत् भस्म किन्त्वङ्गारो दृढ़ो भवेत्। तदा निर्व्वा-पयेच्छीतं सर्व्वथा चूर्णितन्तु तत्। माषद्वयमितं तावत् शुण्ठचूर्णेन मिश्रितम्। जलेन भक्षयेन्नित्यं महाशूलाकुलो नरः। असाध्यमपियच्छूलं तदप्येतेन शाम्यति"। (शूल—चिः)। भावप्रकाशः॥

কুষ্মাণ্ডের ভাষানাম—বাঃ—চালকুম্ড়া, দেশী কুম্ড়া! কোঃ—পাণিকুম্ড়া, পূর্। উঃ—কখারু, পাণিকখারু। হিঃ—कोहड़ा, कुम्भड़ा, पेठा। সিং—कोमड़ु पुसुल्। মঃ—কোহোঠ্ঠা। গুঃ—ভূরুং কোলুং। কঃ—দারকোহোঠ্ঠা। তৈঃ—পুল্লাহা বর্ডোকা, গুম্মডি। ফাঃ—ভূরাকুহ্। অঃ—মহদ্দেবা। ইং—পম্কিন্। **পরিচয়-জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"স্থিরফলা" (যাহার ফল দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—নাড়ী, ফলশস্য, বীজ, মূল। **মাত্রা**—শুষ্ক ফলশস্যচূর্ণ ৪—৮ আনা। ফলশস্যক্ষার—২—৪ আনা। বীজশস্যকল্ক ২—৫ তোলা। মূলচূর্ণ ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে কুষ্মাণ্ডের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—মদনকোদ্রবভক্ষণজন্য মত্ততায় কুষ্মাণ্ডরস—কোদ্র-বায় ও মদনফল (পক্ক মদনফল বালকে খায়, অল্প মাত্রায় ইহা অনিষ্টকারী নহে, মদনবীজ বামক।) অতি মাত্রায় ভোজন করিলে যে মত্ততা জন্মে তৎপ্রতীকারার্থ কুষ্মাণ্ডরস গুড়ের সহিত সেব্য (মদাত্যয়—চিঃ)। (২) **উন্মাদে** কুষ্মাণ্ডরস—পুরাণ কুমড়ার রস কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে পান করিবে। ইহা উন্মাদ রোগের পক্ষে সিদ্ধ ঔষধ (উন্মাদ—চিঃ)।

(৩) **অশ্মরীরোগে** কুষ্মাণ্ডরস—পুরাণ গুড় ও যবক্ষার যোগে কুষ্মাণ্ডরস পান করিবে। ইহা সেবনে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। ইহা শর্করা এবং অশ্মরীরোগেও হিতকর (অশ্মরী—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ** **শ্বাসে** কুষ্মাণ্ডশিফা—ঈষদুষ্ণ জলের সহিত কুষ্মাণ্ডমূলচূর্ণ পান করিলে শ্বাস নিবৃত্তি পায় (শ্বাস—চিঃ)। (২) **মূত্ররোধে** কুষ্মাণ্ডবীজ—বস্তিদেশে কুষ্মাণ্ডবীজের প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয় (বাতব্যাধি—চিঃ)। (৩) **শূলে** কুষ্মাণ্ডক্ষার—সুপক্ব কুষ্মাণ্ডের শস্য অতি পাৎলা ওছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া, সরা ঢাকাদিয়া, সন্ধিস্থান গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকা ও বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপ রোধ করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর জ্বালে চড়াইয়া, যাবৎ দৃঢ় অঙ্গারে পরিণত না হয় তাবৎ জ্বাল দিতে হইবে। যাহাতে একবারে ভস্ম না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। চুল্লী হইতে এইরূপ অবস্থায় পাত্র নামাইয়া, স্বাঙ্গশীত হইলে (স্বয়ং শীতল হইলে) ঢাকা সরা খুলিয়া, তন্মধ্যস্থ দৃঢ় অঙ্গার গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ৩ আনা মাত্রায় লইয়া, কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মহাশূলাকুল মনুষ্য পান করিবে। (শূল—চিঃ)। **বঙ্গসেন**ও পরিণামশূলে এই কুষ্মাণ্ডক্ষার ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন।

বক্তব্য—বৈদ্যকে কুষ্মাণ্ড শব্দে, শাদা দেশী কুমড়া বুঝিতে হইবে। **পীতকুষ্মাণ্ড** যাহাকে লোকে বিলাতী কুমড়া (কোচবিহারে "ঘিত্বকুমড়া") বলে তাহা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় না। **ক্ষতক্ষয় ও রক্তপিত্তে কুষ্মাণ্ড**—চরক ও সুশ্রুতোক্ত রক্তপিত্ত ও কাস চিকিৎসায় কিম্বা রসায়নাধিকারে কুষ্মাণ্ডের ব্যবহার দেখা যায় না। প্রচলিত বৈদ্যকগ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গহৃদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বৈদ্যক গ্রন্থে রক্তপিত্তক্ষতক্ষয় চিকিৎসা ও রসায়নাধিকারে কুষ্মাণ্ড ব্যবহৃত হয় নাই। যে মুদ্রিত হারীতসংহিতার অধুনা অধ্যয়নাধ্যাপনা হয় তাহা কেবল অগ্নিবেশের সতীর্থ হারীত রচিত নহে। ইহাতে অতি অর্ব্বাচীন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহু বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে (মৎপ্রণীত 'বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ' দেখ)। **বাগ্‌ভট** প্রথমে (অষ্টাঙ্গসংগ্রহে) ক্ষতক্ষয়কাসাধিকারে, পরে (অষ্টাঙ্গহৃদয়ে) কাসাধিকারে "কুষ্মাণ্ডকরসায়ন" ব্যবহার করিয়াছেন। বাগ্‌ভট যদিও বলিয়াছেন "অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হৃদ্যং কুষ্মাণ্ডকরসায়নম্‌" কিন্তু আমরা **চরকে** কিম্বা অশ্বিনীদ্বয়ের প্রশিষ্যশিষ্য **সুশ্রুতের** গ্রন্থেও এই "কুষ্মাণ্ডকরসায়নের" উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। বাগ্‌ভটোক্ত এই "কুষ্মাণ্ডকরসায়ন"ই বৃন্দ ও চক্রকর্ত্তৃক ভাষান্তরিত এবং অতি সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া, "খণ্ডকুষ্মাণ্ডক" নামে রক্তপিত্তে লিখিত হইয়াছে। টীকাকৃৎ **শ্রীকণ্ঠ** ও **শিবদাস** খণ্ডকুষ্মাণ্ডকের প্রা-

ব্যাখায় কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থের মতোদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রথমাবিষ্কর্ত্তা **বাগ্‌ভটের** নামোল্লেখ করেন নাই। **ভাবমিশ্রের** বহুপূর্ব্বে **চক্রপাণি** শূলে কুষ্মাণ্ড ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন (চক্রোক্ত "খণ্ডামলকী" দেখ)। **আকরোক্ত** শূলচিকিৎসায় কুষ্মাণ্ডের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **বঙ্গসেন** গ্রহণীতে (কুষ্মাণ্ডকল্যাণগুড়" দেখ) কুষ্মাণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন।

Constituents.—Fixed oil 44 p. c.; starch 32 p. c., an alkaloid cucurbitine, an acrid resin, proteids, myosin, vittlin, sugar, ash, 4 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 304).

Actions and uses.—Fruit is nutritive, tonic and diuretic. The seeds deprived of the outer covering are vermifuge, and are given in tapeworms and lumbrici; as a diuretic it is given in gonorrhœa and urinary diseases. The oil has been used for the same purposes. The fresh juice with sugar and saffron is given in insanity, epilepsy, nervous diseases and in diabetes. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 304). "According to **Dr. Savinge** of Rajamundry it has been used with success in diabetes, 4 ozs. of the juice with 100 grs. each of saffron, and the bran of red rice, are given morning and evening and a strict diet enjoined" (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part II., p. 70). This is so universally believed to be useful in pulmonary consumption that some trials should be made in order to discover whether it has any effect on the bacillus of pthisis discovered by Dr Koch. I have seen it, produce a decieded effect in arresting pulmonary tuberculosis. (Surgeon **K. D. Ghose**).

নব্যমত—কুষ্মাণ্ড, পুষ্টিপ্রদ, বল্য এবং মূত্রল। **বীজশস্য**, কোষ্ঠ হইতে কৃমি পাতিত করিতে পারে বলিয়া, পৃথুকৃমি রোগে (Tape-worms) সেব্য। অপিচ ইহা মূত্রল বলিয়া "গণোরিয়া" এবং অশ্মরীশর্করাদি রোগীর পক্ষে হিতকর। কুষ্মাণ্ডবীজজাত তৈলও এতদর্থে ব্যবহৃত হয়। উন্মাদ, অপস্মার এবং অন্যান্য বায়ুরোগে ও সোমরোগে পিষ্টকুঙ্কুম এবং চিনির সহিত কুষ্মাণ্ডরস সেবন করাইবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া —আর্, এন্. ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩০০ পৃঃ)। সার্জ্জেন কে, ডি, ঘোষ বলেন— কুষ্মাণ্ড শস্য যে উরঃক্ষত বিশেষ (Pulmonary tuberculosis) প্রশমিত করিতে পারে ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কুষ্মাণ্ড শস্য গ্রহণী ও অর্শে পিত্তপ্রশমক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফিরঙ্গ পীড়কায় (Syphilitic eruption) যে সকল দ্রব্যের "ভাপ্‌রা" দেওয়া হয় তন্মধ্যে কুষ্মাণ্ড শস্য প্রধানতম। পক্ক কুষ্মাণ্ডরস বিরেচক। পারদ সেবন জন্য বিবিধ দোষ দূরীকরণার্থ

কুষ্মাণ্ডরস পেয়। ক্ষয়রোগে কুষ্মাণ্ড উত্তম বলপ্রদ খাদ্য। (ওয়াট্)। "রাজমহেন্দ্রীর ডাঃ সেভিঙ্গ্ বলেন, আধ পোয়া কুষ্মাণ্ড রসে, ।৴০ আনা "কুঁড়ো" (bran of red rice) পেষণ পূর্ব্বক প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইয়া, সোমরোগে ("ডায়েবিটিশ্") বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। ঔষধসেবনকালে পথ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল।" (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—ডিমক্, ২ খণ্ড, ৭০ পৃঃ)।

কুসুম্ভ—কুসুম্ভ: ।

কুসুম্ভ:—Carthamus Tinctorius, *Linn.* C. Oxycantha, (*wild form of the plant*) *Bieb.*

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ग्राम्यकुङ्कुमः," "कुक्कुटशिखम्," "वह्निशिखम्"। **व्यवहारबोधिका संज्ञा**—"वस्त्ररञ्जनम्"। कुसुम्भं वातलं कृच्छ्रं रक्तपित्त-कफापहम्। 'कुसुम्भतैल' मुष्णञ्च विपाके कटुकं गुरु। विदाहि च विशेषेण तच्च रोगप्रकोपनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। कौसुम्भः कटुकः पाके श्लेष्म-च्छ्रोपनश्च सः। 'कौसुम्भशाकं' मधुरं कटूष्णम्। विम्मूत्रदोषापहरं मदघ्नम्। दृष्टिप्रसादं कुरुते विशेषाद्। रुचिप्रदं दीप्तिकरञ्च वह्नेः॥ 'कुसुम्भतैलं' क्रिमि-हारि तेजो।—बलावहं यक्ष्ममलापहञ्च। त्रिदोषकृत् पुष्टिवलक्षयञ्च। करोति दृष्टेः॥ राजनिघण्टुः। कुसुम्भो वातलो रूक्षो विदाही कटुकः स्मृतः। मूत्र-कृच्छ्रं कफं रक्तपित्तञ्चैव विनाशयेत्। 'कुसुम्भपुष्प" सुस्वादु त्रिदोषघ्नञ्च भेदकम्। रूक्षमुष्णं पित्तलञ्च केशरञ्जनकारकम्। कफनाशकरञ्चैव लघु प्रोक्तं मनीषिभिः। 'कुसुम्भपत्रं' मधुरं नेत्रमुष्णं कटु स्मृतम्। अग्निदीप्तिकरञ्चातिरुच्यं रूक्षंगुरु स्मृतम्। सरं पित्तकरञ्चाम्लं गुदरोगकरं मतम्। कफविम्मूत्रमेदसां नाशकं परमं मतम्। वैद्यकनिघण्टुः। कुसुम्भं वातलं कृच्छ्ररक्तपित्तकफापहम्। भावप्रकाशः॥ 'कुसुम्भतैलं' कटुकं गुरूष्णञ्च त्रिदोषदम्। राजवल्लभः॥ 'कुसुम्भ-बीजं' मधुरं स्निग्धं शीतं कषायकम्। मलघ्नं गुरु च प्रोक्तं कफवातास्रपित्तनुत्। बृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—**अश्मरीमूत्रकृच्छ्रयोः कुसुम्भबीजम्—"एर्वारुबीजं" त्रपुषात्**

कुसुम्भात् *। दूर्वाखदिरनागरमरीचकैर्वास्तु। सर्वेषु कृच्छ्रेषु प्रशस्त एषः" ॥ (चि: २६ अ:)। चरकः। प्रमेहे कुसुम्भस्नेहः—"कुसुम्भसर्षपातसी * स्नेहाः प्रमेहेषु" (चि: ११ अ:)। सुश्रुतः। निर्लोमकरणार्थं कुसुम्भतैलम्—"कुसुम्भ-तैलाभ्यङ्गो वा रोम्णामुत्पादितेऽन्तकृत्"। (स्त्रीरोग—चि:)। चक्रदत्तः।

কুসুম্ভের ভাষানাম—বাঃ—কুসুমফুল। কোঃ—কুসুমশাগ্। হিঃ—কর্ কুসুম্। সিং—বনুপ্। গুঃ—কসুম্ব। তাঃ—সেন্দুরকুম্। তৈঃ—অগ্নিশিখা। ফাঃ—খসক্রানা, কাজিরঃ। অঃ—অখরীজ্ হবুল্ অক্ফর্। ইঃ—স্যাফ্লোয়ার্। **কুসুম্ভের ভেদ**—কাহার মতে কুসুম্ভ তিন প্রকার—মহাকুসুম্ভ, হ্রস্বকুসুম্ভ, বন্যকুসুম্ভ। **কুসুম্ভের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"গ্রাম্যকুঙ্কুম," "বহ্নিশিখ"। **ব্যবহার-বোধিকা সংজ্ঞা**—"বস্ত্ররঞ্জন"।

বর্ণন—কুসুম্ভের **ক্ষুপ** ফলপাকান্ত। রবিশস্যের ন্যায় ইহারও বীজ শরতে বপন করিতে হয়। শীতে পুষ্পিত হইয়া থাকে। ইহার **পাতা** সরু, লম্বা ও কণ্টক-ব্যাপ্ত। **পুষ্প** প্রায় কুঙ্কুমবর্ণাভ, এজন্য ইহার নাম "গ্রাম্যকুঙ্কুম" ও "বহ্নিশিখ"। পুষ্প কেবল শাখাগ্রে থাকে, এবং পত্রাকৃতি বহুসংখ্যক **কুণ্ড** পুষ্পবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। **বীজ**, শুভ্র, মসৃণ, চিক্কণ, দেখিতে যেন ক্ষুদ্র শঙ্খের মত—একদিক্ স্থূল, অপদিক্ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মদিকে অঙ্গুরীয়কাকৃতি চিহ্ন, স্থূলদিকে ধূসরবর্ণ লাঞ্ছন বিদ্যমান্। বীজে একপ্রার গন্ধ আছে, স্বাদে তিক্ত। কোচবিহারের লোকে কুসুমশাক ভোজন করে। এবং গৃহস্থেরা অন্যান্য শাক সব্জীর ন্যায় কুসুম্ভেরও আবাদ করে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—শাক, বীজ, পুষ্প। **মাত্রা**—শাক স্বরস ১-২ তোলা। পুষ্পকাথ—৫—১০ তোলা। বীজকল্ক—২-৪ আনা।

বৈদ্যকে কুসুম্ভের ব্যবহার।

চরক—অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রে কুসুম্ভবীজ—কিস্‌মিসের কাথের সহিত কুসুম্ভবীজ কল্ক পান, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে প্রশস্ত। (চিঃ ২৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—নির্লোমকরণার্থ** কুসুম্ভ তৈল—উৎপাটিতকেশ কেশভূমিতে কুসুম্ভ তৈল মর্দ্দন করিলে, কেশের পুনরুদ্ভব হয় না। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। **বক্তব্য—চরক** স্থাবরস্নেহযোনিবর্গে (সূঃ ১৩ অঃ) কুসুম্ভ পাঠ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বস্ত্ররঞ্জনার্থ কুসুম্ভ পুষ্প ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কুসুম্ভের একটী নাম "বস্ত্ররঞ্জন"। কাব্যগ্রন্থে বসন্তোৎসব বর্ণনে কুসুম্ভরাগরঞ্জিতাম্বরা কামিনীগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চারক ও সৌশ্রুত শাকবর্গে কুসুম্ভ শাকের

উল্লেখ আছে—"রুক্ষাম্লমুষ্ণং কৌসুম্ভং কফঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্" (চরক—সূঃ ২৭ অঃ)। "কৌসুম্ভং মধুরং রুক্ষমুষ্ণং শ্লেষ্মহরং লঘু" (সুশ্রুত—সূঃ ৪৬ অঃ)। পূর্ব্বে রেশমরঞ্জনার্থ বার্ষিক ৬।৭ লক্ষ টাকার কুসুম্ভপুষ্প এদেশ হইতে রপ্তানি হইত, এখনও প্রায় লক্ষ টাকার কুসুম্ভপুষ্প বিদেশে রপ্তানি হয়।

Constituents.—The flowers contain a red colouring principle carthamin. a yellow colouring matter. cellulose, extractive matters, albumen, silica. manganese, iron, &c. The seeds contain a fixed oil. (*Materia Medica of India*—R. N. Rhory, Part II., 356).

Actions and uses.—The seeds are purgative. Medicated oil (the plant boiled in sesamum oil) is locally applied to rheumatic and painful joints, paralytic limbs and intractable ulcers. The hot infusion of dried flowers is given as a diaphoretic in jaundice, nasal catarrh and muscular rheumatism. A cold infusion is used as a laxative and tonic in measles and scarlatina to favour efflorescence of eruptions. The leaves have the property to curdle milk like rennet, hence it can be used in making cheese. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p 356). Barham tells us that a dram of the dried flowers taken cures the jaundice. (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part II., p. 309).

নব্যমত—কুসুমবীজ বিরেচক। কুট্টিত **কুসুম্ভক্ষুপ** তিলতৈলে পাক করিবে। এই তৈল, বাতে, স্ফীতসন্ধির বেদনায়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে এবং অথগু ক্ষত পূরণার্থ অভ্যঙ্গ করিবে। শুষ্ক কুসুম্ভ ফাণ্ট (Infusion) ঈষদুষ্ণাবস্থায় সেবন করিলে ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্মকারক বলিয়া, ইহা কামলা, প্রতিশ্যায় (Nasal catarrh) এবং আমবাতে সেব্য। শুষ্ক পুষ্পের শীতকষায়, মৃদুরেচক ও বল্য। ইহা, হাম এবং এবং কোঠোৎপাদিসন্নিপাত জ্বর বিশেষে (scarlatina) সেবন করিলে, হাম ও কোঠ (Rash) উত্তমরূপ প্রকাশ পাইবার সহায়তা করে। **কুসুমপাতায়** দুগ্ধ জমাট্‌ বাঁধাইবার শক্তি আছে। (কোরি ২য় ৩৫৬ পৃঃ)। **বাহাম** বলেন প্রায় ।৵০ আনা পরিমাণ শুষ্ক কুসুমফুল সেবন করিলে কামলা প্রশমিত হয় (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, ৩০৯ পৃঃ)।

কেতকীদ্বয়—কৈতকীদ্বয়ম্।

কৈতকীদ্বয়ম্—Pandanus Odoratissimus. কৈতকী (ক:), সিতকৈতকী (ক:)—The male plant. স্বৰ্ণকৈতকী, হৈমকৈতকী—The femal pl int.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—সিতকৈতক্যা:—"বিফলা", "ধূলিপুষ্পিকা", "স্থির-গন্ধা", "গন্ধপুষ্পা" (রা: নি:)॥ স্বৰ্ণকৈতক্যা:—"কনকপ্রসবা", "লঘুপুষ্পা", সুগন্ধিনী" (ধ: নি:)। অন্বর্থসংজ্ঞা (স্ত্রীপুংসো:)—"ক্রকচচ্ছদা", দীর্ঘ-পত্রা", "দলপুষ্পা", "ছিন্নরুহা", "শিবদ্বিষ্টা", "নৃপপ্রিয়া"। কৈতকী কটুকা পাকে লঘুতিক্তা কফাপহা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু:। কৈতকীকুসুমং বর্ণ্যং কেশ-দৌর্গন্ধ্যনাশনম্। হৈমাভং মদনোন্মাদবৰ্দ্ধনং সৌখ্যকারি চ। তস্য স্তনো(?)ঽতি শিশির: কটু: পিত্তকফাপহ:। রসায়নকরো বল্যো দেহদার্ঢ্যকর: পর:। রাজ-নিঘণ্টু:॥ কৈতক: কটুক: স্বাদুর্লঘুস্তিক্ত: কফাপহ:। উষ্ণা তিক্তরসা জ্ঞেয়া চক্ষুষ্যা হৈমকৈতকী। ভাবপ্রকাশ:॥ কৈতকী বাতলা বৃষ্যা তন্দ্রানিদ্রাকরী-মতা। আত্রেয়সংহিতা॥ ফলকেসরয়োশ্চৈবগুণা: পূৰ্ব্বোক্তবন্মতা:। নিঘণ্টু-রত্নাকর:॥

বৈদ্যকে ব্যবহার:—বাতগুল্মে কৈতকীক্ষার:—"* ক্ষার: কৈতকীজোঽপিবা। তৈলেন পীত: শময়েদ্ গুল্মং পবনসম্ভবম্"। (গুল্ম—চি:)। চক্রদত্ত:॥

কেতকদ্বয়ের স্ত্রীপুংভেদে ভাষানাম—স্ত্রীপুংভেদে কেতকী দুই প্রকার। তন্মধ্যে কেতকী বা সিতকেতকী পুরুষ, (ভাবপ্রকাশকার এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য "কেতক:" লিখিয়াছেন) এবং স্বর্ণকেতকী স্ত্রী। পুং কেতককে তৈলঙ্গী ভাষায় "মুগলীক" বা "মোগলী" এবং স্ত্রীকেতকীকে "গজডু'গু' বা "গোজ্জাঙ্গি' বলে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় উভয় কেতকই একনামে পরিচিত। কেতকীর ভাষানাম—বা:—কেয়াফুলের গাছ। কো:—ক্যাওড়ার গচ্। হি:—কেবড়া, কৈতকী। সিং—বেটকে। ম:—শ্বেতকেবড়া। গু:—কেবড়ো। ক:—কেদগে। ফা:—করব্। অ:—কাদী। পরি-চয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা (পুং বৃক্ষের)—'বিফলা," "ধূলিপুষ্পিকা," "স্থিরগন্ধা," "গন্ধপুষ্পা" (রা: নি:)। স্বর্ণকেতকীর (স্ত্রী বৃক্ষের)—"কনকপ্রসবা," "লঘুপুষ্পা," "সুগন্ধিনী" (ধ: নি:)। অন্বর্থ সংজ্ঞা—(উভয়ের) "ক্রকচচ্ছদা," "দীর্ঘপত্রা," "দলপুষ্পা," "ছিন্নরুহা," শিবদ্বিষ্টা (ইহার পুষ্পে শিবপূজা হয় না), "নৃপপ্রিয়া"।

২০০

বর্ণন—কেতকী আরণ্যবৃক্ষ। ইহার ডালে গাছ হয়। এজন্য ইহাকে "ছিন্নরুহা" বলে। যদি না কাটা যায় কেতকী **কাণ্ড** ৭।৮ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। কাণ্ড প্রায়ই বক্র হইতে দেখা যায়, বৃক্ষ অতি বৃদ্ধ হইলেও কাণ্ডকাষ্ঠ সারবান্‌ হয় না—কাণ্ডের মধ্যভাগ ঠিক বাঁধাকপির কাণ্ডের মত কোমল। বটের মত কেতকী কাণ্ড হইতে শিফা নির্গত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহার **পত্র** অবৃন্তক, কাণ্ডলগ্ন, ২।৩ হাত দীর্ঘ, সূক্ষ্মাগ্র, মসৃণ, চিক্কণ ও পত্রপ্রান্তে করাতের মত কাঁটা আছে। এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প থাকে। উভয় পুষ্পই শুভ্র পত্রপুট মধ্যে স্থিত, অতএব "দলপুষ্পা" নাম। পুষ্প, বিশেষতঃ পুং পুষ্প অতি সুরভি। পুংপুষ্প পরাগবহুল বলিয়া পুংকেতকীর "ধূলিপুষ্পিকা" নাম সার্থক। **ফল**, নারিকেল তুল্য বৃহৎ। কবি বলিয়াছেন—"পত্রাণি কণ্টকশতৈঃ পরিবেষ্টিতানি। বার্ত্তাপি নাস্তি মধুনো রজসাহন্ধকারঃ। আমোদমাত্ররসিকেন মধুব্রতেন। নালোকিতানি তব কেতকি! দূষণানি"। কেতকীর পুংপুষ্প পরাগবহুল। **পরাগ কি?** পরাগ কি বলিবার পূর্ব্বে, পুষ্পের পুংজননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। পুষ্পের পুংজননেন্দ্রিয়ের নাম পুংকেসর। পুংকেসরের সংখ্যা, অবস্থিতি এবং দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। এক একটী পুষ্পে, এক, দুই বা বহু পুংকেসর থাকিতে পারে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবেত্তা **লিনীয়স্‌**, পুংকেসরের সংখ্যানুসারে উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। তোমার আমার সংসারে যেমন কোথাও স্ত্রী বড়, কোথাও পুরুষ বড়, কোথাও বা উভয়ের তুল্যভাব, পুষ্পরাজ্যেও, আমরা তেমনি দেখিতে পাই। কোন পুষ্পে (চম্পক, পদ্ম প্রভৃতি) গর্ভকেসর উচ্চ পুংকেসর ছোট, আবার কোথাও বা (করবি প্রভৃতি) পুংকেসর বড়, গর্ভকেসর ছোট। আর অর্কজাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পে উভয়ে তুল্যভাবে মিলিত। পুংকেসরের সন্নিবেশও বিচিত্র—কোথাও ইহা "পুষ্পধি"তে (পুষ্পধির ব্যাখ্যা, উডুম্বরে দেখ) কোথাও বা দলে সন্নিবিষ্ট। যে সকল পুষ্প "মিলিতদল" ("অগস্তি" দেখ) তাহাদের পুংকেসর দলে নিবেশিত থাকে। পুষ্পের পুংকেসর সর্ব্বত্র সমদীর্ঘ হয় না। দ্রোণপুষ্পের (ঘলঘসি, দণ্ডকলস) ৪টী পুংকেসরের মধ্যে ২টী দীর্ঘ ও ২টী হ্রস্ব এবং সার্ষপ পুষ্পের ৬টীর মধ্যে ৪টী দীর্ঘ ও ২টী হ্রস্ব দৃষ্ট হয়। মিলিতদল পুষ্পের মধ্যে কোন কোন পুষ্পে (কদলী পুষ্প প্রভৃতি) পুংকেসর স্রক্‌নল অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়। কচিৎ (রজনীগন্ধ, শেফালিকা প্রভৃতি) স্রক্‌নলাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে। পুংকেসরগুলি কোন কোন পুষ্পে পৃথক্‌ পৃথক্‌ থাকে, কচিৎ বা পরস্পর মিলিত থাকে। এই মিলন দুই প্রকার, কেসরের মিলন এবং পরাগকোষের মিলন। কেসর, পরাগকোষ কি? **পুংকেসরের তিনটী প্রত্যঙ্গ**—কেসর, পরাগকোষ ও যোজক। পুংকেসরের পরাগকোষধারী সূত্রাকৃতি প্রত্যঙ্গের নাম **কেসর**।

কেসরকে পরাগকোষের বৃন্ত বলা যাইতে পারে। যেমন পত্র অবৃন্ত ও সবৃন্ত দৃষ্ট হয় পরাগকোষও তদ্রূপ অকেসর এবং সকেসর হইয়া থাকে। সকেসর পরাগকোষই প্রায় দেখা যায়। সকল কেসর যে পরাগকোষ ধারণ করিবেই এরূপ নিয়তত্ব নাই—পরাগ-কোষহীন অর্থাৎ বন্ধ্যা কেসরও দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজিজ্ঞাসু, বিভিন্ন পুষ্পে কেসরের আকৃতিবৈচিত্র্য দর্শন করিবেন। কেসরের অগ্রস্থিত পরাগোৎপাদক প্রত্যঙ্গের নাম **পরাগকোষ**। কেসরের সহিত পরাগকোষের সংযোগ নানাপ্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে। কুতূহলী পাঠক বিভিন্ন পুষ্প সংগ্রহ করিয়া সংযোগবৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করিবেন। উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে একসম্প্রদায়ের মতে, পরাগকোষ, পরাগ উৎপাদনক্ষম, বিচিত্রা-কৃতিপ্রাপ্ত পত্র মাত্র। পরাগকোষস্থ ধূলিবৎ বস্তুর নাম পরাগ, উদ্ভিদের এই পরাগ আর মানুষের শুক্র একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সঞ্চিত হয়। সুতরাং পরাগ, গর্ভকেসরের (গর্ভকেসরের বিবরণ "কুঙ্কুম" দেখ) সহিত সংলগ্ন হওয়া আবশ্যক। সংশ্লেষ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য পরিপূর্ণপরাগ পরাগকোষ বিদীর্ণ হইয়া যায়। বিভিন্ন পুষ্পের পরাগ-কোষের বিদারণ বিচিত্র প্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বপিপাসু পাঠক, অনুবীক্ষণ-যন্ত্রিত চক্ষুতে এই ব্যাপার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া, অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, কেতকীর এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প থাকে। তাহা হইলে গর্ভকেসরে পরাগের নিষেকক্রিয়া অর্থাৎ কেতকীর গর্ভাধান কিরূপে নির্ব্বাহ হয়? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা বুদ্ধিমানের তত্ত্বান্বেষণাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিবার জন্য উদ্ভিদের গর্ভাধানতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি। আমরা ইতঃপূর্ব্বে ("উডুম্বর" দেখ) চারি প্রকার পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে উভয়লিঙ্গাত্মক অর্থাৎ হরগৌরী মূর্ত্তির পুষ্পই সচরাচর অধিক দেখা যায়। একই পুষ্পে পুংকেসর, গর্ভকেসর থাকিলে, বিদীর্ণপরাগকোষ-চ্যুত পরাগ, সহজেই গর্ভকেসরের সহিত মিলিত হইতে পারে। প্রাচীনগণ বলেন, স্ত্রীপুংপুষ্পের মিলন স্বাধীন ও অব্যাহত রাখিবার জন্যই উদ্ভিদ্ রাজ্যে উভয়লিঙ্গাত্মক পুষ্পের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অপিচ প্রায়ই দেখিতে পাই, যে সকল পুষ্প ঊর্দ্ধমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, তাহাদের পুংকেসর দীর্ঘ, গর্ভকেসর হ্রস্ব, আর যে সকল পুষ্প অধোমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে তাহাদের পুংকেসর হ্রস্ব এবং গর্ভকেসর দীর্ঘ। এই সন্নিবেশ প্রণালীতে স্ত্রী নিম্নে এবং পুরুষ উপরি অবস্থিত হওয়ায়, ক্ষরিত পরাগ অতি সহজে গর্ভকেসরে পতিত হইয়া, ফলোৎপাদন করে। কিন্তু নব্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এক পুষ্পের পরাগ দ্বারা তাহারই গর্ভকেসরে ফলোৎপাদন করা উদ্ভিদের স্বাভাবসিদ্ধ কার্য্য নহে। অপিচ নরসমাজে যেমন স্বসম্পর্কিতের সহিত বিবাহ বীর্য্যবৎতনয়লাভের প্রতিকূল, উদ্ভিদ্‌জগতেও তদ্রূপ এক পুষ্পস্থ পুংপরাগনিষেকে তৎপুষ্পস্থিত

গর্ভকেসরের গর্ভাধান হইলে, যে ফলোৎপত্তি হয় তাহার বীজ, ভবিষ্যৎ বীর্য্যবান্ উদ্ভিদ্‌বংশ-বিস্তারের অনুকূল নহে। ইহা ত হইল উভয়লিঙ্গাত্মক পুষ্পের কথা, কিন্তু কেতকীর মত যাহাদের এক গাছে পুংপুষ্প অপর বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প বিদ্যমান্, সেই সকল উদ্ভিদে ফলোৎপত্তিসাধিকা নিষেকক্রিয়া কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়? এস্থলে পুংপুষ্পের পরাগধূলি স্ত্রীপুষ্পের গর্ভকেসরে নীত হইয়া, তাহায় গর্ভাধান ঘটিয়া থাকে। পরাগরেণু আনয়ন করে কে?—পতঙ্গ ও বায়ু দূতীর কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু পতঙ্গ যদি প্রথমে পুংপুষ্পে উপবেশন পূর্ব্বক তৎপরাগাচ্ছাদিত হইয়া, পশ্চাৎ স্ত্রীপুষ্পে গমন করে, তবেই গর্ভাধান ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু যদি প্রথমে স্ত্রীপুষ্পে বসিয়া পশ্চাৎ পুংপুষ্পে অধিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ক্রিয়া সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। পতঙ্গের এইপ্রকার অধিষ্ঠান বিপর্য্যয়ে অনেক স্ত্রীপুষ্প পুংপুষ্পের পরাগলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এবম্ভূত স্ত্রীপুষ্প ফলবতী না হইয়া অকালে পতিত হইয়া থাকে। পুষ্পের পতঙ্গসমাগম লাভের সাধন দুইটী—গন্ধ ও রূপ। যে পুষ্প সুরভি তাহা সুরূপ না হইলেও, কেবল সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াই, পতঙ্গ সেই পুষ্পে উপবেশন করে, যে পুষ্প সুরূপ, তাহা সুরভি না হইলেও, রূপের প্রভায় পতঙ্গকে মুগ্ধ করিয়া, তৎসমাগম লাভ করে। গন্ধ ও রূপ উভয় বিদ্যমান থাকিলে ত কথাই নাই। ডারুইন্ বলেন, পতঙ্গকে মুগ্ধ করিবার জন্যই পুষ্পের বিবিধ বর্ণ হয়। পুষ্প জানে, আমার মধুপান না করিয়াও পতঙ্গ অন্য উপায়ে স্বীয় বুভুক্ষা চরিতার্থ করিতে পারে, কিন্তু পতঙ্গ সমাগম বিনা আমাদের ফলোৎপাদন দুর্ঘট। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পুষ্প, ফল। **মাত্রা**—মূলক্কাথ—২—৪ আনা। পুষ্প-ক্কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কেতকীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—**বাতজগুল্মে** কেতকীক্ষার—তিলতৈলযোগে, কেতকীজটার অন্তর্ধূমদগ্ধক্ষার পান করিলে, বাতজগুল্ম প্রশমিত হয় (গুল্ম—চিঃ]।

বক্তব্য—**চারক** ও **সৌশ্রুত** পুষ্পবর্গে কেতকীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কেতকীর আতর, "কেওড়ার জল" এবং "কেয়াখয়ের" সর্ব্বজন পরিচিত। কেতকীর পত্রে ছাতা, কাগজ, মাদুর, চুপড়ী ও সাহেবদিগের টুপী প্রস্তুত হয়।

Actions and uses.—Stimulant, diaphoretic and antispasmodic; given in general debility, faintness, giddiness, often with javarasha. Locally it is used for the relief of long-standing headache. The oil is dropped into the ear in earache and in otorrhœa; the root brayed in milk is given in cases of threetened abortion. (*Materia Medica of India* —R. N. Khory, Part II., p. 634).

নব্যমত:—কেতকীপুষ্প, উষ্ণ, ঘর্ম্মপ্রদ এবং আক্ষেপহর। ইহা, দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা এবং শিরোঘূর্ণন রোগে সেব্য। অচিরজাত শিরঃপীড়ায় ইহার প্রবেশ হিতকর। কর্ণশূল ও পূতিকর্ণে ইহার তৈল বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে। কেতকীমূল, দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে গর্ভস্রাবাশঙ্কা থাকে না। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৬৩৪ পৃঃ)।

কোকিলাক্ষ—কোকিলাক্ষঃ।

কোকিলাক্ষঃ, ইক্ষুরকঃ—Ruellia Longifolia, *Roxb.* Hygrophila Spinosa, *Prain.*

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বজ্রকণ্টকঃ", "ক্ষুরকঃ"। বীজস্য—"পিচ্ছিলম্"। কোকিলাক্ষস্তু মধুরঃ শীতঃ পিত্তাতিসারনুত্। বৃষ্যঃ কফহরোবল্যো রুচ্যঃ সন্তর্পণঃ পরঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যঃ স্বাদ্বম্ল পিত্তলস্তথা। তিক্তো বাতামশোথাশ্মতৃষ্ণাদৃষ্ট্যনিলাস্রজিত্। ভাবপ্রকাশঃ॥ আমবাতানিলাপহ্নৌ কোকিলাক্ষহলোনকৌ। রাজবল্লভঃ॥ 'পর্ণঞ্চ' স্বাদু তিক্তং স্যাচ্ছোথশূলবিষাপহম্। আনাহবাতমুদরং পাণ্ডুরোগঞ্চ নাশয়েত্। কোকিলাক্ষস্য 'বীজন্তু' শীতং স্বাদু কষায়কম্। তিক্তং বৃষ্যং গুরু গ্রাহি গর্ভস্য স্থাপনন্তথা। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—অশ্মর্য্যাং কোকিলাক্ষমূলম্—"মূলং শ্বদংষ্ট্রেক্ষুরকোরুবূকাত্। ক্ষীরেণ পিষ্টং *"। (চিঃ ২৬ অঃ)। চরকঃ॥ বাজীকরণার্থং কোকিলাক্ষবীজম্—"স্বয়ংগুপ্তেক্ষুরকয়োঃ ফলচূর্ণং সশর্করম্। ধারোষ্ণেণ নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেত্"। (চিঃ ২৬ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ বাতরক্তে কোকিলাক্ষমূলম্—"কোকিলাক্ষকনির্য্যূহঃ পীতস্তচ্ছাকভোজিনা। কৃপাভ্যাস ইব ক্রোধং বাতরক্তং নিয়চ্ছতি"। (চিঃ ২২ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ॥ শোথে কোকিলাক্ষক্ষারঃ—শোথনুত্ কোকিলাক্ষস্য ভস্ম মূত্রেণ বাঽম্ভসা"। (শোথ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ সুখপ্রসবার্থং কোকিলাক্ষমূলম্—"সিতয়া চর্ব্বণং কৃত্বা কোকিলাক্ষস্য মূলকম্। তত্কর্ণপূরবিন্যাস সুখং নারী প্রসূয়তে"। (স্ত্রীরোগাধিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥ নিদ্রা-

জননার্থং কোকিলাক্ষমূলম্—"কাকজঙ্ঘাপামার্গঃ কোকিলাক্ষঃ *। আথো নিদ্রাকরঃ মীন্ন' মূলং বা বান্ধয়েচ্ছিরসাম্"। (চিঃ ১৬ অঃ)। হারীতঃ।

কোকিলাক্ষের ভাষানাম—বৈদ্যকে "কোকিলাক্ষ," "ইক্ষুরক" নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—কুলেখাড়া, কুলেকাঁটা, শূলমৰ্দ্দন। হিঃ—কুলিয়াকাঁটা, তালমখানা (বীজ)। মঃ—বিখরা। গুঃ—এখরো। কঃ—কুলুগোলিকে। তৈঃ—গোবী, গোলি-মিডিচেট্টু। উঃ—কুইলিরখা, মাখুরেণ। কোঃ—খাড়াকুলে। সিং—হুকিরি। **পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"বজ্রকণ্টক," "ছত্রক"। **বীজের**—"পিচ্ছিল"।

বর্ণন—কোকিলাক্ষের কণ্টকিত অনুচ্চ **ক্ষুপ** আর্দ্র, জলাসন্ন ভূমিতে জন্মে। ইহার **মূল,** বহুশাখান্বিত। **কাণ্ড,** চতুষ্কোণ। **শাখা,** গ্রন্থিযুক্ত, চ্যাপ্টা, রোমান্বিত এবং কচিৎ রঞ্জিত। **পত্র,** বৃন্তহীন, দীর্ঘ, সরু এবং শাখার গ্রন্থি হইতে জোড়া জোড়া নির্গত হইয়া থাকে। **পুষ্প,** মিলিতদল, বৃন্তহীন- শাখা গ্রন্থির চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া থাকে। দ্রোণপুষ্পের (ঘল্‌ঘসির) ফুল যেমন থাকে থাকে শাখার চতুঃপার্শ্ব ব্যাপিয়া থাকে, কোকিলাক্ষের পুষ্পসন্নিবেশও অবিকল তদ্রূপ। পুষ্পের বর্ণ, নীল, কচিৎ গোলাপী। **বীজ,** ক্ষুদ্র, রক্তাভ, মুখে রাখিবামাত্র পিচ্ছিল ও "চট্‌চটে" হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পত্র, বীজ। **মাত্রা**—মূলকাথ—৫—১০ তোলা; পত্র, শাকার্থ ব্যবহৃত হয়; বীজকল্ক বা চূর্ণ ১—২ আনা।

বৈদ্যকে কোকিলাক্ষের ব্যবহার।

চরক—অশ্মরীরোগে কোকিলাক্ষমূল—অশ্মরীরোগী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া ও এরণ্ডের মূল, দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত—বাজীকরণার্থ** কোকিলাক্ষবীজ—আলকুশী ও কুলেখাড়ার বীজচূর্ণ, চিনি এবং ধারোষ্ণ (দোহনমাত্র যে উষ্ণতা থাকে তাহা অপগত হইতে না হইতে) গব্যদুগ্ধ যোগে পান করিলে বীজকরণ নির্ব্বাহ হয়। (চিঃ ২৬ অঃ)। **বাগ্‌ভট—বাতরক্তে** কোকিলাক্ষমূল—কোকিলাক্ষের মূলকাথ সেবন করিবে। এবং কোকিলাক্ষের শাক ব্যঞ্জনরূপে ভোজন করিবে। কৃপাভ্যাস যেমন ক্রোধনাশক, ইহাও তদ্রূপ বাতরক্তহর (চিঃ ২২ অঃ)। **চক্রদত্ত—শোথে** কোকিলাক্ষার—কোকিলাক্ষের মূল বা, সমগ্রক্ষুপ কর্ত্তিত করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহার অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষার, গোমূত্র কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে শোথ প্রশমিত হয়। (শোথ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—সুখপ্রসবার্থ** কোকিলাক্ষমূল—চিনির সহিত কোকিলাক্ষমূল উত্তমরূপ চর্ব্বণ পূর্ব্বক, প্রসববেদনাকুলা নারীর কর্ণে উহার রসপ্রক্ষেপ করিলে, সুখপ্রসব হইয়া থাকে। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। **হারীত—নিদ্রাজননার্থ** কোকিলাক্ষমূল—কোকিলাক্ষ

মূলের কাথ পান করিলে, নিষ্টনিদ্র মনুষ্য সত্বর সুনিদ্রা লাভ করিতে পারে। মূল শিরোদেশে বন্ধন করিলেও তাদৃশ ফললাভ হয়। (চিঃ ১৬ অঃ)। **বক্তব্য**—চরক শুক্র-শোধনবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) ইক্ষুরক পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The seeds contain mucilage, albuminoids, rraces of alkaloid and a yellow fixed oil. The root and stem exhausted with alcohol deposit red shaped crystals. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 465).

Actions and uses.—The root is demulcent and diuretic, and given is dropsy, gonorrhœa, hepatic obstruction, Rheunatism; and in urinary affections. The seeds are used as aphrodisiac ; a paste of the sceds is applied to Rheumatic joints. (*Materia Medica of India*—R. N. Khoy, Part II., p. 466).

"In the *Pharmacopœia of India* several European contributors bear testimeny to the diuretic properties of the plant, but no mention is made of the use of the seeds as an aphrodisiac and diuretic." (Dymock—Part III., p. 37).

নব্যমত—কুলেখাড়ার মূল, স্নিগ্ধ ও মূত্রকর। ইহা শোথ, "গণোরিয়া," যকৃৎবিকৃতি (Hepatic obstruction) আমবাত এবং মূত্রকৃচ্ছ্র শর্করাদি রোগে সেব্য। ইহার বীজ বাজীকরণার্থ ব্যবহৃত হয়। বীজকল্কের প্রলেপ সন্ধিবাতের পক্ষে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৬৬ পৃঃ)। "ফার্ম্মাকোপিয়া ইণ্ডিয়া" তে বহুসংখ্যক ইংরাজ, কুলেখাড়ার মূত্রকরত্বগুণ সম্বন্ধে স্ব স্ব অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহাকে বৃষ্য বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। (ডিমক্—৩য় খণ্ড, ৩৭ পৃঃ)।

কোবিদার—কোবিদারঃ।

শ্বেতকোবিদারঃ (নির্গন্ধঃ) Bauhinia Acuminata, *Roxb.* **শ্বেতকোবিদারঃ (সুরভিকুসুমঃ)**—B. Candida, *Roxb.* **তাম্রপুষ্পকোবিদারঃ**—B. Veriegata, *Roxb.* **পীতপুষ্পকোবিদারঃ**—B. Purpurea, *Roxb.*

অন্বর্থসংজ্ঞা—**পীতপুষ্পস্য—"গিরিজঃ", "মহাপুষ্পঃ", "মহাযমলপত্রকঃ" (রাঃ নিঃ)। তাম্রপুষ্পস্য—"স্বল্পকেসরী", "গন্ধারিঃ"। কোবিদারঃ কাষায়স্তু সংগ্রাহী ব্রণরোপণঃ। গন্ডমালাগুদভ্রংশশমনঃ কুষ্ঠকৈমত্তা। ধন্বন্তরীয়**

নিঘণ্টুঃ ॥ কোবিদারঃ কষায়ঃ স্যাৎ সংগ্রাহী ব্রণরোপণঃ। দীপনঃ কফবাতঘ্নো মূত্রকৃচ্ছ্রনিবর্হণঃ। রাজনিঘণ্টুঃ ॥ কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ। কৃমিকুষ্ঠগুদভ্রংশগণ্ডমালাব্রণাপহঃ। 'কোবিদারোঽপি' তদ্বৎ স্যাত্তয়োঃ স্যাত্তয়োঃ পুষ্পং লঘু স্মৃতম্। রুক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাস্রপ্রদরক্ষয়কাসনুৎ। ভাবপ্রকাশঃ ॥ 'পীতস্তু কাঞ্চনো' গ্রাহী দীপনো ব্রণরোপণঃ। তুবরো মূত্রকৃচ্ছ্রস্য কফবায়োশ্চ নাশনঃ। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—অর্শঃসু কোবিদারমূলম্—"কোবিদারস্য মূলানাং মথিতেন রজঃ পিবেৎ" (চিঃ ৮ অঃ)। (২) মেধাবর্দ্ধনার্থং কাঞ্চনপত্রম্—"সর্পিষতুঃ-কুবলয়ং সহিরণ্যপত্রম্। মেধ্যং গবামপি ভবেৎ কিমুমানুষানাম্"। (উঃ ৩৯ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ ॥ গণ্ডমালায়াং কাঞ্চনারত্বক্—পিষ্টা "জ্যেষ্ঠাম্বুনা পেয়াঃ কাঞ্চনারত্বচঃ শুভাঃ। বিশ্বভেষজসংযুক্তা গণ্ডমালাহরাঃ পরাঃ"। (গলগণ্ড-চিঃ) চক্রদত্তঃ ॥ মসূরিকায়াং কাঞ্চনারত্বক্ কাঞ্চনারত্বচঃ ক্বাথস্তাম্য-চূর্ণাবচূর্ণিতঃ" (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ ॥

কোবিদারের ভাষানাম—বাঃ—কাঞ্চনফুলের গাছ। হিঃ—কচ্‌নার। সিং—কোবলীল। কোঃ—কঞ্চনগচ্। মঃ—কোরল। গুঃ—চম্পাকাটী। কঃ—কোচানে কচনার। তৈঃ—দেবকাঞ্চন। **কোবিদারের ভেদ**—পুষ্পের বর্ণভেদে কোবিদার তিন প্রকার—শ্বেতপুষ্প, রক্ত বা তাম্রপুষ্প এবং পীতপুষ্প। সুগন্ধি নির্গন্ধ পুষ্প ভেদে, শ্বেতকাঞ্চন আবার দুই প্রকার। বৈদ্যকে পুষ্পের শ্বেতরক্ত বর্ণভেদে কোবিদারের নামভেদ স্বীকৃত হয় নাই। এক কোবিদার শব্দে শ্বেতরক্ত উভয়কেই বুঝাইতে পারে। ভাবপ্রকাশে, কাঞ্চনার ও কোবিদার পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। অনুবাদকগণ লিখিয়াছেন কাঞ্চনার রক্তকাঞ্চন, কোবিদার শ্বেতকাঞ্চন। প্রচলিত ভাবপ্রকাশের পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, অনুবাদকগণের উক্তি আংশিক অমূলক বলিতে হইবে। যদি শ্বেতকাঞ্চনকে কোবিদার বলাই ভাবপ্রকাশের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কোবিদারের পর্য্যায়ে তাম্রপুষ্পঃ" শব্দ "পঠিত হইত না। পূর্ব্বাচার্য্যগণও পুষ্পের বর্ণ নির্বিশেষে কোবিদার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—যথা চক্রপাণি—"কোবিদার যুগপত্রঃ স দ্বিবিধো লোহিতসিতপুষ্পভেদাৎ" (সুশ্রুত—সূঃ টীঃ ৩৯ অঃ)। টীকাকারগণও কোবিদার এবং কাঞ্চনার উভয়ের অর্থই কাঞ্চন লিখিয়াছেন, কিন্তু পুষ্পবর্ণভেদে অর্থনির্দ্দেশ করেন নাই। নিঘণ্টুদ্বয়ে "কোবিদারঃ কাঞ্চনারঃ কুদালঃ কুণ্ডলীকুলী" পাঠে, কোবিদার ও কঞ্চনারের অভেদোল্লেখ দৃষ্ট হয়। "শোণপুষ্প"।

শব্দ ভাবপ্রকাশে কাঞ্চনারের পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে "শোণ" শব্দের অর্থ কোকনদচ্ছবি, কিন্তু সম্যক্ রক্তোৎপলবর্ণ কোবিদারের অসম্ভাব দৃষ্ট হয়। যদি শোণশব্দের রক্তার্থ করা যায়, তাহা হইলে "তাম্রপুষ্প" শব্দের সহিত অভিন্ন হইয়া, কাঞ্চনার কোবিদারের ভেদবিলোপ ঘটায়, অতএব যদি কেহ অনুমান করেন, ভাবমিশ্র. কাঞ্চনার শব্দ, রাজনিঘণ্টুক্ত "পীতপুষ্প," "গিরিজ," "মহাযমলপত্র" কাঞ্চনার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুমান অসঙ্গত হইবে না। চক্রের মতে কর্ব্বুদার শ্বেতকাঞ্চন ("দশেমানি"র বমনোপবর্গের টীকা দেখ)।

বর্ণন—রক্ত বা **তাম্রপুষ্প** কোবিদার বৃক্ষ, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পুষ্পের জন্য ইহা উদ্যানে রক্ষিত হয়। কাঞ্চনের পত্রাগ্রভাগ গভীররূপে চিরিত—যেন দুইটী পত্র মিলিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম "যুগ্মপত্র"। পুষ্পের ৫টী দল বিষমাকৃতি। রক্ত-কোবিদার ফাল্গুন চৈত্রে পুষ্পিত হয়। **শ্বেতকাঞ্চন** বৃক্ষ সর্ব্বথা রক্তকাঞ্চন তুল্য। ইহা শীতে কচিৎ শরতে পুষ্পিত হয়। **পীতকাঞ্চনের** বৃহৎ বৃক্ষ, প্রায় পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে, অতএব ইহার নাম "গিরিজ"। ইহার **পত্র** প্রোক্ত কাঞ্চনদ্বয়াপেক্ষা বৃহত্তর বলিয়া ইহার নাম "মহাযমলপত্র"। ইহার **পুষ্প** ও বৃহত্তর এইজন্য নিঘণ্টুকার ইহাকে "মহাপুষ্প" বলিয়াছেন। পীতকাঞ্চনের পুষ্পের বর্ণ ঘোর গোলাপী। শ্বেতকাঞ্চনের মধ্যে যাহার পুষ্প নির্গন্ধ তাহার কেসর দশটী এবং যাহা সুগন্ধি তাহার কেসর পাঁচটী। পীতকাঞ্চনের কেসর-সংখ্যা নির্গন্ধ শ্বেতকোবিদার তুল্য। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূলত্বক্, পত্র, পুষ্প। **মাত্রা**—মূলত্বক্—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে কোবিদারের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—অর্শে কোবিদারমূল—অর্শোরোগী, মথিত দধির সহিত কোবিদার মূলত্বক্ চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ৮ অঃ)। **মেধাবর্দ্ধনার্থ** কাঞ্চনপত্র—চতুঃকুবলয় অর্থাৎ পদ্মের ডাঁটা, মূল, পত্র ও কেসর এবং কাঞ্চনপত্রের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে গোরুও মেধাবী হয়, মানুষের কথা কি বলিব (উঃ ৩৯ অঃ)। **চক্রদত্ত—গণ্ডমালায়** কাঞ্চনত্বক্—কাঞ্চনমূলের ত্বক্ এবং শুণ্ঠী তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালা—চিঃ)। **মসূরিকায়** কোবিদার মূলত্বক্—কাঞ্চনমূলত্বকের ক্বাথে স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্তর্লীন মসূরিকা বাহ্যদেশে প্রকাশ পায় (মসূরিকা—চিঃ)। **বক্তব্য—চরক**, বমনোপগবর্গে কোবিদার পাঠ করিয়াছেন। "কোবিদারাদীনাং মূলানি" (সূঃ ৩৯ অঃ) এই **সৌশ্রুত** বাক্যে কোবি-দারের মূলই বান্তিকর বুঝিতে হইবে।

Constituents.—Tne bark contains tannin.

Actions and uses.—The bark and buds are alterative and

astringent. The decoction of the bark is given in leprosy, scrofula, skin diseases, and ulcers. In scrofulaus enlargements of the cervical glands, the bark with suntha and rice-water, is given as an emulsion or in combination with Boswellia serrata, myrobalans, and a number of aromatics. A gargle of the bark with pomegranate flowers and akakia is used in sorethroat and salivation. A decoration of the buds is given in Menorrhagia, hæmorrhoids and bleeding from the mucous surfaces. A docoction of the buds is given in cough, bleeding Piles, Hæmaturia and Menorrhagia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 193.

নব্যমত—কাঞ্চনের **মূলত্বক্** এবং পুষ্পমুকুল রসায়ন ও কষায়। মূলত্বকের ক্বাথ, কুষ্ঠ, গলগণ্ড, বিবিধ চর্ম্মরোগ এবং ক্ষতে সেবা। গণ্ডমালারোগে, শুণ্ঠীচূর্ণসহ কাঞ্চনমূলত্বক্ তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে। কিম্বা শল্লকীনির্য্যাস হরিতকী এবং বহুসুগন্ধি ভেষজসহ ব্যবহার করিবে। কাঞ্চমমূল, দাড়িম্বপুষ্প এবং বব্বূলত্বকের ক্বাথ প্রস্তত পূর্ব্বক গলক্ষত এবং লালাস্রাবের প্রতিকারার্থ কবল করিতে দিবে। **পুষ্পমুকুলের** ক্বাথ, প্রচুর আর্ত্তবস্রাব, শ্লেষ্মধরাকলা হইতে রক্তস্রুতি, কাস, রক্তার্শ ও রক্তমূত্রতারোগে সেবা। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড. ১৯৩ পৃঃ)। রক্তকাঞ্চনের **মূলক্বাথ**, গ্রহণী ও উদরাধ্মানে সেবিত হইয়া থাকে। পিষ্টপুষ্প চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। **ত্বক্**, কষায়, বল্য ও চর্ম্মবিকারে হিতকর। **শুষ্কপুষ্পমুকুল**, রক্তাতিসার ও অর্শের পক্ষে উপকারী। **ডিমক** বলেন ইহার পত্রক্বাথ ম্যালেরিয়া জ্বরের শিরঃপীড়া প্রশমক। (**ওয়াট্**)।

কোশাতকী—কোষাতকী।

কোষাতকী (শ্বেতপুষ্পা পীতপুষ্পা চ), কৃতবেধনঃ, ক্ষ্বেড়ঃ, ঘোষা—Luffa Echinata, *Roxb.* **ক্ষুদ্রফলা কোষাতকী, "জ্যোৎস্নিকা"**—Luffa Bindaal, *Roxb.* **বৃহৎফলা কোষাতকী**—Luffa Graveolens, ***Roxb.*** **রাজকোষাতকী (ধামার্গবঃ)**—Luffa Amara, *Roxb.* **ধারাকোষাতকী**—Luffa Acutangula, ***Roxb.***

অন্বর্থসংজ্ঞা—পীতশ্বেতপুষ্পকোষাতক্যাঃ—"মৃদঙ্গফলিকা," "কৃতচ্ছিদ্রা"। রাজকোষাতক্যাঃ—"কোষফলা," "পীতপুষ্পা,"

"হস্তিঘোষা," "কটুফলা" (দৃঢ়বলঃ), "মহাফলা"। ধারাকোশাতক্যাঃ—"স্বাদুফলা," "সুপুষ্পা," "পীতপুষ্পা," "ধারাফলা," "দীর্ঘফলা," "সুকোশা"। হস্তিঘোষা: কটুস্তীক্ষ্ণোঽপ্রগাঢ়শ্চ প্রশস্যতে। কুষ্ঠপাণ্ড্বাময়প্লীহশোফগুল্মগরাদিষু। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কোশাতকী তু শিশিরা কটুকাঽল্পকষায়কা। পিত্তবাতকফঘ্নী চ মলাধ্মানবিশোধিনী। 'ধারাকোশাতকী' স্নিগ্ধা মধুরা কফপিত্তনুৎ। ঈষদ্বাতকরী পথ্যা রুচিকৃদ্বলবীর্য্যদা। রাজনিঘণ্টুঃ॥ * 'রাজকোশাতকী'। গরে গুল্মোদরে কাসে বাতশ্লেষ্মাময়ে স্থিতে। কফে চ কণ্ঠবক্ত্রস্থে কফসঞ্চয়জেষু চ। দৃঢ়বলঃ॥ কোশাতকী কফার্শোঘ্নী পক্বামাশয়শোধিনী। রাজবল্লভঃ। শিরঃপাণ্ডুর্ত্তিশমনং জানীয়াজ্ জালিনীফলম্। ইতি কশ্চিৎ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—কুষ্ঠে কোশাতকীতৈলম্—"সর্ষপকরঞ্জকোশাতকানাং তৈলানি *। কুষ্ঠেষু হিতান্যাহুঃ *" (চিঃ ৭ অঃ)। চরকঃ॥ অর্শঃসু কোশাতক্যাঃ ফলং মূলঞ্চ—"কোশাতকীরজোঘর্ষান্নিপতন্তি গুদোদ্ভবাঃ" (অর্শশ্চিঃ), "যোজ্যং রক্তার্শসৈস্তদ্বৎ জ্যোৎস্নিকামূললেপনম্" (অর্শশ্চিঃ)। (২) সহজার্শঃসু ঘোষাক্ষারঃ—"স্বিন্নং বার্ত্তাকুফলং ঘোষায়াঃ ক্ষারজেন সলিলেন। তদ্ঘৃতভৃষ্টং যুক্তং গুড়েন বা তৃপ্তিতো যোঽত্তি। পিবতি চ তক্রং ন্যূনং তস্যাশ্বেবাতিপ্রবৃদ্ধগুদজানি। যান্তি বিনাশং পুংসাং সহজান্যপি সপ্তরাত্রেণ" (অর্শশ্চিঃ)। (৩) কামলায়াং জালিনীফলম্—"ঘ্রেয়ং বা জালিনীফলম্" (পাণ্ডু—চিঃ)। (৪) গণ্ডমালায়াং কোশাতকীফলম্—"কোশাতকীনাং স্বরসেন নস্যং *। * পিপ্পলীসংযুতেন" (গলগণ্ড—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ যোনিকন্দে ঘোষকস্বরসঃ—"ঘোষকস্বরসঃ পীতো মস্তুনা চ সমন্বিতঃ। যোনিকন্দং নিহন্ত্যাশু তন্নাড়ী চৈব ধূপতঃ" (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥

কোশাতকীর ভেদ—যদিও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় যে বর্গের নাম Luffa সেই উদ্ভিদ্‌গুলিরই সাধারণ নাম কোশাতকী, তথাপি বৈদ্যকে ঘোষালতা অর্থেই কোশাতকী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঘোষা চারি প্রকার—"কোশাতকী ঘোষকঃ, সা চতুর্বিধা,—বৃহৎফলা, অল্পফলা, পীতপুষ্পা, শ্বেতপুষ্পা ইতি" (ডহন—সূঃ ১১ অঃ)। তন্মধ্যে শ্বেতপুষ্পা ও পীতপুষ্প

ঘোষাতে পুষ্পের বর্ণগত পার্থক্য ভিন্ন অন্য কোন বিশিষ্টত্ব নাই। পীতপুষ্প ঘোষাকে কোচ-বিহারের লোকে "টোটুয়া ঘোষা" বলে। বৃহৎফলা ঘোষা ও ক্ষুদ্রফলা ঘোষার মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্থূল পার্থক্য বিদ্যমান, স্থূলপার্থক্য এই—বৃহৎফলার ফল নরাঙ্গুষ্ঠবৎ এবং ক্ষুদ্রফলা ঘোষার ফল গোল। উভয় ফলগাত্রেই অতীক্ষ্ণ কাঁটা আছে। **কোশাতকীর অন্বর্থ সংজ্ঞা**—**পীত ও শ্বেতপুষ্প** কোশাতকীর—"সুতিক্তা," "জালিনী," "মৃদঙ্গফলা," "কৃতচ্ছিদ্রা"। **রাজকোশাতকীর**—"কোশফলা," "পীতপুষ্পা," "হস্তিঘোষা," "কটুফলা" (দৃঢ়বল), "মহাফলা"। **ধারাকোশাতকীর**—"স্বাদুফলা," "সুপুষ্পা," "ধারা-ফলা," "দীর্ঘফলা," "সুকোশা"।

বর্ণন—**ঘোষালতা** আর্দ্র ভূমিতে জন্মে। কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলের লোকে, কোষ্ঠবদ্ধরোগীর শাকার্থ ঘোষা ব্যবহার করে। ঘোষার লতা ভূলুণ্ঠিত থাকে। অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, এই লতা অতি দীর্ঘ, এমন কি ১০।১২ ব্যাম প্রতান বিস্তার করিয়া থাকে। ঘোষার **পাতা** ও **ডাঁটা** প্রায় ঝিঙ্গের মত। ইহার **ফুল**ও ঝিঙ্গের ফুলের মত পীতবর্ণ। ঝিঙ্গের ফুলের মত ইহারও ফুল ফুটিবার কিছুদিন পরেই "কুঁকড়ে" (সঙ্কুচিত) যায়। ঘোষালতা, বর্ষাশেষে, শরতের প্রথমে পুষ্পিত হয়, শীতে ফল পরিপুষ্ট এবং শীতাবসানে লতা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। **ফল** দেখিতে ঠিক্ খোলের মত, অতএব ইহার "মৃদঙ্গফলিকা" নাম সার্থক। ফলগাত্রে, ফাঁক ফাঁক, খর্বাকৃতি, সরু কোমল কাঁটা আছে। ভিতরে ঝিঙ্গের মত জাল এবং তদভ্যন্তরে **বীজ** থাকে। পরিপক্ক ঘোষাফলের অগ্রভাগের খানিকটা খসিয়া গিয়া, একটী গোলাকৃতি ছিদ্র হয়, এইজন্য ইহার নাম "কৃতচ্ছিদ্রা"। এই ছিদ্রপথে পরিপক্ক বীজ পতিত হইয়া ঘোষার স্বয়ংসম্ভূত হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ঘোষার পাতা, ডাঁটা এবং ফল অতিরিক্ত, অতএব ইহার "সুতিক্তা" নাম অন্বর্থ। শ্বেতপুষ্পা ঘোষালতা সর্ব্বথা পীতঘোষার তুল্য। ঘোষার লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ঘোষার নাম,—**ডিমকের** মতে—Luffa Acutangula; **উদয়চাঁদের**—মতে L. Amara; **ওয়াটের** -মতে L. Acutangula L. Amara **ফ্লোরির** মতে—L. Amara. বৈদ্যগণ ঘোষালতা বলিয়া যাহা ব্যবহার করেন এবং বঙ্গীয় প্রাকৃত লোকেও যাহাকে ঘোষালতা বলিয়া জানে, তাহা L. Acutangula বা L. Amara নহে। প্রথমটীর সংস্কৃত নাম ধারাকোশাতকী, বাঙ্গলা নাম ঝিঙ্গা। দ্বিতীয়টীর সংস্কৃত নাম ধামার্গব, বাঙ্গলা নাম তেঁতো ধুঁদুল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পরিপক্ক ফল, সমগ্রলতা। **মাত্রা**—ফল বা লতার ক্বাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কোশাতকীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে কোশাতকীতৈল—কোশাতকীবীজজাত তৈল কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। **অর্শে** কোশাতকীফল—কোশাতকীফলচূর্ণ অর্শের বলিতে ঘর্ষণ করিলে বলি পতিত হয়। রক্তস্রাবি বলিতে ঘোষামূলের প্রলেপ দিবে। (২) **সহজার্শে**—ঘোষকক্ষার—সমূলপত্রফল ঘোষার লতা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া এই ভস্মে যথাবিধি ক্ষারোদক প্রস্তুত করিবে। বস্ত্রপূত এই ক্ষারোদকে বার্ত্তাকু সিদ্ধ করিয়া, তদনন্তর ঘৃতে ভাজিয়া গুড়ের সহিত তৃপ্তিমত ভোজন করিবে। ভোজনান্তে তক্র পান করিবে। এইরূপ ৭ দিন সেবন করিলে, জন্মপ্রভৃতি জাত অর্শও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে (অর্শঃ—চিঃ)। (৩) **কামলায়** ঘোষাফল—কামলারোগী ঘোষাফলের চূর্ণ নস্য করিবে। (৪) **গণ্ডমালায়** কোশাতকীফল—গণ্ডমালাক্রান্ত রোগী ঘোষাফলের রসে পিপ্পলী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্য করিবে।

বক্তব্য—চরকের কামলা ও উদর চিকিৎসায় কোশাতকীর উল্লেখ নাই। কৃতবেধন কল্পে (কল্প ৬ অঃ) দ্রব্যান্তরের সহিত কোশাতকীর বহুবিধ কল্পনা উপদিষ্ট হইয়াছে। অপামার্গতণ্ডুলীয়ে কৃতবেধনের ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ অনুশাসন দৃষ্ট হয়—"উপস্থিতে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যাধাবামাশয়াশ্রয়ে। বমনার্থং প্রযুঞ্জীত ভিষগ্দেহমদূষয়ন্"। **সুশ্রুত** বলেন কোশাতকীস্বরস উভয়ভাগহর অর্থাৎ বামক ও বিরেচক।

Actions and uses.—Every part of the plant is bitter, tonic and diuretic and combined with nitrohydrochloric acid, is given in dropsy and in enlargement of the liver and spleen due to malarial poison. The juice of the leaves is applied to sores and to the bites of venomous animals. The pulp is emetic and cathartic. The infusion of ripe seeds is used as a purgative and emetic. Tha dried fruit powdered is used as a snuff in jaundice. (*Meteria Medica of India*—R. N. Khory, Part II. p. 312).

"I have been using Luffa bindaal or the stems and the fruits of Ghosalata for a long time in the Campbell Hospital aud in private practice. From prolonged use, I have come to the conclusion that the fruits or even stems, if used as a tincture or hot or cold infusion, are superior to many remedies that I have used in the treatment of ascites and enlarged liver and spleen. I make the tincture with rectified spirit. The strength I generally use is 1 in 20. The usual dose is 10 to 20 minims of more. The cold infusion is made by infusing two bruised

fruits in a pint of water. In obstinate cases the dose is to be increased gradually. I have used it in larger doses to get the desired effect. Externally I have used the cold infusion as a stimulating and antiseptic lotion in carbuncles and other unhealthy ulcers. The result is very promising. I can strongly recommend this drug to the medical world in the treatment of foul ulcers after a prolonged use of many years, both in hospital and outside. In congestion of the brain causing intense headache and in jaundice I have used this infusion as an errhine. It is a very efficient errhine remedy. Profuse discharge is noticed under its influence from the nasal mucous membrane. In 10 to 15 minim doses the tincture acts as a purgative. In still larger doses it is emetic and drastic purgative. In cases of enlarged liver and spleen I have found this drug to be very useful. It is to be stopped when it produces Diarrhœa. In chronic cases I generally use iodide of potassium and arsenic with tincture or infusion of luffa. If used carelessly, it may produce Diarrhœa, The dose is to be regulated according to the effect produced. In infantile cirrhosis of the liver I have used the tincture as a purgative and diuretic. It is very useful in commencing cirrhosis. It is a very useful diuretic in dropsy of hepatic origin. Owing to its diuretic and drastic purgative properties, I have used it in many cases of ascites with highly satisfactory results. I have used many diuretics in ascites, but very few of them appear to me to be so efficient as Luffa bindaal. Often in a fortnight many ascites cases improve considerably. It is to be used in gradually increasing doses until the desired diuretic and purgative effect is obtained. (H. C. Sen—*Original Researches in the Treatment of Topical Diseases with Indigenous Drugs*, p.p. 97·98).

নব্যমত—ঘোষার **সমগ্র ক্ষুপ** তিক্ত, বল্য এবং মূত্রল। নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের সহিত ইহা শোথ এবং ম্যালেরিয়াবিষকৃত প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে সেব্য। **পত্রের রস,** ক্ষত এবং বিষধর প্রাণীর দংশনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। **ফলশস্য** বামক ও রেচক। **পক্ববীজের** শীতকষায়, বামক ও বিরেচক্। শুষ্ক **ফলের** চূর্ণ কামলারোগীর নস্যার্থ ব্যবহার করাইবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৩১২ পৃঃ। দীর্ঘকাল ব্যবহার করিয়া আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে ঘোষার ফল কিম্বা লতার টীংচার, কাথ বা শীতকষায়, শোথ এবং প্লীহাযকৃদ্বিবৃদ্ধির মহৌষধ। আমার ব্যবহৃত টীংচার একভাগ ঘোষা ও ২০ ভাগ "রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট্" দিয়া, এবং

শীতকষায়,—২টী পিষ্ট ঘোষাফল এক পাইট উষ্ণ জলে ফেলিয়া, প্রস্তুত করা হইয়াছিল। টীংচারের মাত্রা ১০—২০ বিন্দু বা ততোধিক। দীর্ঘকালজাত ব্যাধিতে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে তবে ঈপ্সিত ফললাভ হয়। ঘোষার শীতকষায়, পৃষ্ঠব্রণ কিম্বা কদর্য্য-ক্ষত ধাবনার্থ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, উহা পচননিবারক এবং ক্ষতস্থানে রক্তসঞ্চালন বর্দ্ধিত করিয়া, ক্ষতের রোপক। আমি এতদ্দ্বারা দীর্ঘকাল বহুক্ষতরোগী চিকিৎসা করিয়া, চিকিৎসক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন কদর্য্য ক্ষতে ঘোষায় শীতকষায় ব্যবহার করেন। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যহেতুজাত প্রবল শিরঃশূলে কিম্বা কামলায় ঘোষার শীতকষায়ের নস্য করাইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মস্রাব হইয়া থাকে। টীংচার ১০—১৫ বিন্দু মাত্রায় বিরেচক। এতদপেক্ষা অধিক মাত্রায় বামক এবং অতি বিরেচক। ইহা প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধিতে বেশ ফলপ্রদ। অতিসার জন্মাইলে ঔষধ বন্ধ করিতে হইবে। পুরাণ রোগে ঘোষার টীংচার বা শীতকষায় "আইওডিড্ পটাশ্" এবং "আর্সেনিকের" সহিত ব্যবহার করিয়াছি। সাবধানতার সহিত ব্যবহার না করিলে রোগীর অতিসার জন্মিতে পারে। ঔষধের ফল দর্শন করিয়া মাত্রা নিয়-মিত করা উচিত। শিশুর যকৃদ্বিকৃতিবিশেষে (Infantile cirrhosis of the lever) ঘোষার টীংচার বিরেচক ও মূত্রলরূপে ব্যবহার করিয়াছি। রোগের প্রারম্ভে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। যকৃদ্বিকৃতিজাত শোথেও ইহা ফলপ্রদ। শোথে মূত্রকারক অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু কোনটীই ঘোষার মত ফলপ্রদ নহে। অনেক স্থলে ইহা সেবনে একপক্ষের মধ্যেই শোথরোগী বিশেষ ফললাভ করিয়াছে। ঘোষার রেচকত্ব এবং মূত্রকরত্ব ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে হয়। (এইচ্, সি, সেন।)

খদির—খদিরঃ।

খদিরঃ, গায়ত্রী—Acacia Catechu, Mimosa Catechu, *Roxb.* **সোমবল্কঃ**—M. Sama, *Roxb.* Acacia Polycantha, *Willd.* **বিট্-খদিরঃ**—Acacia Farnesiana, *Prain.* **বল্লীখদিরঃ**—Mimosa Dumosa. **খদিরসারঃ, খাদিরঃ**—Catechu.

অন্বর্থসংজ্ঞা—খদিরস্য—"দন্তধাবনঃ," "কণ্টকী," "বক্রকণ্টঃ," "বালপত্রঃ," "কুষ্ঠারিঃ," "মেধ্যঃ," "রক্তসারঃ"। সোমবল্কস্য—"শ্বেতসারঃ," "কৈমিরঃ," "কার্ম্মুকঃ," "পথিদ্রুমঃ" "কুজকণ্টকঃ"। বিট্খদিরস্য—

"काम्बोजी," "मरुजः," "बहुसारः"। खदिरभेदाः—खदिरः, सोमवल्कः, ताम्रकण्टकः, विट्खदिरः, अरिः, वल्लीखदिरः। गुणाः—खदिरः स्याद्रसे तिक्तो हिमपित्तकफास्रनुत्। कुष्ठामकासकण्डूतिक्रमिदोषहरः स्मृतः। खादिरः कृमि-कुष्ठघ्नः कफरेतोविशोषणः। 'श्वेतस्तु' खदिरस्तिक्तः शीतपित्तकफापहः। रक्त-दोषहरश्चैव कण्डूकुष्ठविनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ खदिरस्तु रसे तिक्तः शीतः पित्तकफापहः। पाचनः कुष्ठकासास्रशोफकण्डूव्रणापहः। श्वेतस्तु खदिर-स्तिक्तः कषायः कटुपाकः। कण्डूतिभूतकुष्ठघ्नः कफवातव्रणापहः। 'ताम्र-कण्टकस्य' गुणाः—कटूष्णो रक्तखदिरः कषायो गुरुतिक्तकः। आमवातास्रवातघ्नो व्रणभूतज्वरापहः। 'विट्खदिरः' कटूष्णस्तिक्तो रक्तव्रणोत्थदोषहरः। कण्डूति विषविसर्पज्वरकुष्ठोन्मादभूतघ्नः। 'अरिः' कषायकटुका तिक्ता रक्तार्त्ति-पित्तनुत्। कटुकः खादिरः सारस्तिक्तोष्णः कफवातहृत्। व्रणकण्ठामयघ्नश्च रुचिकृद्दीपनः परः। राजनिघण्टुः॥ खदिरः शीतलो दन्त्यः कण्डूकासारुचि-प्रणुत्। तिक्तः कषायो मेदोघ्नः कृमिमेहज्वरव्रणान्। श्वित्रशोथामपित्तास्र-पाण्डुकुष्ठकफामयान्। वह्निमान्द्यमतीसारं प्रदरञ्च विनाशयेत्। 'इरिमेदः' (विट्खदिरः) कषायोष्णो मुखदन्तगदास्रजित्। हन्ति कण्डूविषश्लेष्मकृमि-कुष्ठविषव्रणान्। शोथातिसारकासांश्च विसर्पञ्चाप्यसृग्दरम्। 'कदरो' विशदो वर्ण्यो मुखरोगकफास्रजित्। भावप्रकाशः॥ इरिमेदस्य 'निर्य्यासो' मधुरस्तु बलप्रदः। धातुवृद्धिकरश्चैव मुनिभिः संप्रभाषितः। 'वल्लीखदिरक' स्तिक्तः कटूष्णः कषायकः। रसेऽम्लः श्वासकासघ्नः पित्तरक्तत्रिदोषजित्। निघण्टु-रत्नाकरः॥ खदिरः कुष्ठविसर्पमेहपित्तकफापहः। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे खदिरसारः—"* खदिरसारस्य। * * इति षट् कषाययोगाः कुष्ठघ्नाः निर्द्दिष्टाः"। (चिः ७ अः)। (२) कृमिकुष्ठे खदिरत्वक्-काष्ठे—"पानाहारविधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च। * विशिष्यते कुष्ठहृत् खदिरः" (चिः ७ अः)। (३) व्रणशोधने खदिरत्वक्काष्ठे—"त्रिफला खदिरः * कषायाः शोधना मताः"। (चिः १३ अः)। (४) वातजकासे खादिरः—"पिबेत् खदिरसारं वा मदिरादधिमस्तुभिः" (चिः २२ अः)। चरकः॥ सर्व्वेषु कुष्ठेषु खदिरत्वक्काष्ठे—"दिष्टकुरन्तं वुद्धस्य खदिरं कुष्ठपीडितः। सर्व्वैव

প্রযুঞ্জীত স্নানপানাশনাদিষু"। (চি: ৮ অ:)। (২) প্রমেহে খদিরত্বক্‌কাষ্ঠে—"প্রমেহিনং খদিরকষায়ম্"। (চি: ১১ অ:)। (৩) ক্ষৌদ্রমেহে খদিরত্বক্‌কাষ্ঠে—"ক্ষৌদ্রমেহিনং খদিরক্রমুকক্কষায়ম্" (চি: ১১ অ:)। সুশ্রুতঃ॥ রক্তপিত্তে খদিরপুষ্পম্—"খদিরস্য *। পুষ্পচূর্ণন্তু মধুনা লীঢ়্বা চারোগ্য মশ্নুতে"। (রক্তপিত্ত—চি:)। (২) স্বরভেদে খদিরত্বক্‌কাষ্ঠে—"তৈলাক্তং স্বরভেদে বা খদিরং ধারয়েন্মুখে"। (স্বরভেদ—চি:)। (৩) বিস্ফোটে খদিরত্বক্‌কাষ্ঠে—"খদিরেন্দ্রযবাম্বু বা। বিস্ফোটান্নাশয়ত্যাশু বায়ুর্জলধরানিব"। (বিসর্প-বিস্ফোট—চি:)। চক্রদত্তঃ॥ দন্তরোগে খদিরত্বক্‌কাষ্ঠে—"খদিরস্য তথা ক্কাথো *। * দন্তরোগনিবারণঃ"। (চি: ৪৫ অ:)। (২) স্থাবরবিষপ্রতিষেধে খদিরমূলত্বক্—"খদিরস্য চ মূলত্ব তথা নিম্বফলানি চ। উষ্ণোদকেন পীতানি জয়েয়ুস্তৃণাদিবিষম্" (চি: ৫৫ অ:)। হারীতঃ॥

খদিরবৃক্ষের ভেদ—ধন্বন্তরি, খদির ও সোমবল্ক এই দুই প্রকার এবং **রাজনিঘণ্টুকার** খদির, সোমবল্ক, তাম্রকণ্টক, বিট্‌খদির ও অরি এই পাঁচ প্রকার খদিরবৃক্ষভেদের গুণপর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন। এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাসকেই খাদিরসার (খএর) বলে। খাদির, খাদিরসার বা খদিরসার খএরের সংস্কৃত নাম। খদির শব্দে, খদির, বৃক্ষ, তন্মূল, কাণ্ডত্বক্ এবং কাষ্ঠ বুঝায়। রাজবল্লভাদি নব্যসংগ্রহকর্ত্তৃগণ খাদিরার্থে খদিরশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। **খদিরভেদের ভাষানাম**—খদির, শমী ও বাব্‌লাগাছ ইহাদের পরস্পর আকৃতিগত বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বলিয়া, যেগুলি শাস্ত্রতঃ খদির বৃক্ষ সেগুলিকেও লোকে শমী ও বাব্‌লা নামে ব্যবহার করে। অতএব সোমবল্কখদির "সাঁইকাঁটা" (বা শাদা বাব্‌লা লাটিন নাম—M. lencophlœa) এবং বিট্‌খদির "গুয়েবাব্‌লা" নামে লোকতঃ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাম্রকণ্টক এবং অরির ভাষা নাম অজ্ঞাত। Mimosa Catechuoides, M. Catechu, M. Suma, Acacia Catechu এই চতুর্বিধ বৃক্ষ, দেখিতে প্রায় একই প্রকার, এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই ত্বক্‌শাখাদি হইতে খএর প্রস্তুত হইতে পারে। সুতরাং উদ্ভিদ্‌বেত্তা এই লাটিন্ নামগুলি নিঘণ্টূক্ত খদিরপঞ্চকে যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবেন।

বর্ণন—খদির বৃক্ষ কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মে। তদ্দেশের লোকে খদির কাষ্ঠে পাকাদি নির্ব্বাহ করে, কিন্তু ইহা হইতে খএর প্রস্তুতের প্রণালী অবগত নহে। ইহার **পত্র** বব্বূলের পত্রের মত। শাখাকাণ্ড কণ্টকিত—কণ্টক ক্ষুদ্র ও বক্র। খদির-

বৃক্ষ নিদাঘশেষে প্রাবৃটের প্রথমে পুষ্পিত হয়। **শিম্বী,** সরু, ইহার ভিতর ৬—৮টী **বীজ** থাকে। **সোমবল্কের** (সাঁইকাঁটা) কাণ্ডত্বক্ শুভ্রবর্ণ, এই শুভ্রত্বই ইহার উত্তম ইতর-ব্যবচ্ছেদক চিহ্ন। পত্র খদিরবৎ—কণ্টক, সরল এবং মূলভাগে বিস্তৃত। শিম্বির আকার ও বীজ সংখ্যা খদিরবৎ। **বিট্‌খদিরের** (গুয়েবাব্‌লা) বৃক্ষ সর্ব্বথা বব্বুলতুল্য, কেবল ইহাতে কাঁটা অল্প এবং ইহার ত্বক্‌পত্রাদিতে বিষ্ঠার গন্ধ বিদ্যমান্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাণ্ড ও মূলের ত্বক্, কাষ্ঠ, পুষ্প ও সার। **মাত্রা**—ত্বক্, কাষ্ঠ ও পুষ্পের চূর্ণ ১—৪ আনা। সার (খএর) ½ আনা—২ আনা। ত্বক্ ও কাষ্ঠের কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে খদির ও খাদিরের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে খএর—কুষ্ঠরোগী খএরের কাথ সেবন করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **কৃমিকুষ্ঠে** খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—কুষ্ঠরোগীর পানে, আহারে, ধৌতিকার্য্যে, ধূপনে ও প্রলেপে যুক্তিপূর্ব্বক খদিরের কাষ্ঠ ও ত্বক্ ব্যবহার করাইলে, কুষ্ঠ হইতে মুক্তিলাভ হয়। (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **ব্রণশোধনে** খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—খদিরের ত্বক্ বা কাষ্ঠের কাথ দ্বারা ব্রণধৌত করিলে, ব্রণশুদ্ধি হয় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **বাতজকাসে** খএর—আয়ুর্ব্বেদোক্ত মদ্য, দধি কিংবা মস্তর (দ্বিগুণ বারিযুত দধি) সহিত খএর সেবন করিলে বাতজকাস নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ২২ অঃ)। **সুশ্রুত—সর্ব্বকুষ্ঠে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—যদি কুষ্ঠ প্রশমনে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কুষ্ঠরোগীর স্নানপানাশনাদিতে যুক্তিপূর্ব্বক খদির ব্যবহার করাও। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **শনৈর্মেহে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—বারম্বার অল্পাল্প সকফ প্রস্রাব হইলে, খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠের কাথ পান করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **ক্ষৌদ্রমেহে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—যাহার ক্ষৌদ্রমেহ হইয়াছে তাহাকে খদিরকাষ্ঠ ও কাঁচাসুপারির কাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** খদিরপুষ্প—রক্তপিত্তরোগী মধুর সহিত খদিরপুষ্প চূর্ণ লেহন করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) **স্বরভেদে** খদিরকাষ্ঠ বা ত্বক্—খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠচূর্ণ তিলতৈল যোগে মুখে রাখিলে স্বরভঙ্গ নিরাকৃত হয় (স্বরভেদ—চিঃ)। (৩) **বিস্ফোটে** খদিরকাষ্ঠ বা ত্বক্—খদির-কাষ্ঠ ও ইন্দ্রযবের কাথ পান করিলে, উত্থিত বিস্ফোট বিলীন হয়। (বিসর্প—চিঃ)। **হারীত—দন্তরোগে** খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠের কাথদ্বারা কবল করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৪৫ অঃ)। (২) **স্থাবরবিষপ্রতিষেধে** খদিরমূলত্বক্—খদিরমূলত্বক্ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ স্থাবর বিষদোষ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৫৫ অঃ)। ঔদ্ভিদ্ ও ধাতব বিষের নাম স্থাবর বিষ।

বক্তব্য—কৃত্রিম ও অকৃত্রিমভেদে খএর দুই প্রকার। খদিরবৃক্ষের শাখা ও পত্র সিদ্ধ করিয়া যে খএর পাওয়া যায় তাহা কৃত্রিম এবং খদির কাষ্ঠের ভিতর যে নির্য্যাস সঞ্চিত হয় তাহা অকৃত্রিম। কৃত্রিম খএর আবার দুই প্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ। শ্বেতখএর সেবন ও ঔষধার্থ এবং কৃষ্ণখএর বিবিধ শিল্পে এবং রঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রস্তুতের প্রণালীভেদে খএর শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়॥ খণ্ডশঃকৃত খদিরের শাখা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ শুষ্কপ্রায় না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দিলে কৃষ্ণ খএর প্রস্তুত হয় এবং ঐ কাথ কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে, তাহাতে খদিরের শাখা নিমজ্জিত করে এই শাখায় যে ফাণিতাকার বস্তু সঞ্চিত হয় তাহাই শ্বেতখএর। বৈদ্যকে যে খএরের উল্লেখ আছে তাহা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম খএর? রাজনিঘণ্টুকারের "খাদিরঃ খদিরোদ্ভূতঃ" এই উক্তি পাঠ করিয়া প্রতীতি হয় নিঘণ্টুক্ত খএর অকৃত্রিম, কেননা উদ্ভূত শব্দের কৃতার্থত্ব-প্রতিষ্ঠা কষ্টকল্পনা মাত্র। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় কোন কোন জাতি পুরুষানুক্রমে খএর প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে, সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে কৃত্রিম খএর প্রচলিত এ সিদ্ধান্তও নিরপবাদ। অধুনা পানের সহিত খএরের ব্যবহার যেরূপ বহুব্যাপকতা লাভ করিয়াছে, অতিপূর্ব্বে বোধ হয় এরূপ ছিল না। **চরক ও সুশ্রুতোক্ত** পানের মশলায় চূণখএরের উল্লেখ নাই। ("জাতিকটুকপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ। কক্কোলকফলং পত্রং তাম্বূলস্য শুভং তথা। তথা কর্পূরনির্য্যাসঃ সূক্ষ্মৈলায়াঃ ফলানি চ"।—চরক সূঃ ৫ অঃ)। ("পূগকক্কোলকর্পূরলবঙ্গ-সুমনঃফলৈঃ। কটুতিক্তকষায়ৈর্ব্বা মুখবৈশদ্যকারকৈঃ। তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ"—সুশ্রুত সূঃ ৪৬ অঃ)। **রাজনিঘণ্টুতে** আমরা পানের সহিত চূণখএরের ব্যবহার প্রথম দেখিতে পাই। সাজাপানের গুণদোষবর্ণনে নিঘণ্টুকার লিখিয়াছেন—পর্ণাধিক্যে দীপনী রঙ্গদাত্রী চূর্ণাধিক্যে রুক্ষদা কৃচ্ছ্রদাত্রী। সারাধিক্যে খাদিরে শোষদাত্রী চূর্ণাধিক্যে পিত্তকৃৎ পূতিগন্ধা"॥ আমাদের এই সিদ্ধান্তে যদি কোন কাব্যামোদী, অতি প্রাচীন কাব্যকথাদিবর্ণিত "তাম্বূলরাগরঞ্জিতাধরে"র অনুপপত্তি আশঙ্কা করেন, তাঁহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই, বঙ্গের কোন কোন প্রদেশে (যথা কোচবিহারে) অদ্যাপি এমন সম্প্রদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহারা পানের সহিত খএর ব্যবহার করে না, অথচ সে দেশে তাম্বূলরাগরঞ্জিতাধরের অসদ্ভাব নাই। ("তাম্বূল" দেখ)। অধুনা কলিকাতার বাজারে ৫ প্রকার খদির পাওয়া যায়, যথা—(১) পাপড়ি, (২) জনকপুরী, (৩) পেগু, (৪) তিলি, (৫) বেলগুটী।

Constituents.—Catechu tannic acid acid 35 p. c., catechu acid or catechin catechu red gum, puercetin and ash.

Actions and uses.—Powerful astringent stronger than kino, anti-
periodic and digestive. Its action is due to the tannic acid it contains.
It is a powerful astringent to the mucous membranes, given is dyspepsia
attended with pyrosis, and also diarrhœa iu children, in dysentery,
intermittent fever and scurvy ; as a gargle in hoarseness of voice and
sorethroat. Locally as a dusting powder hypertrophied relaxed tonsils,
ulcerated and spongy gums, as a gargle in salivation and as an injection
in leucorrhœa and to control passive hæmorrhages. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p, 184).

নব্যমত—খয়ের বলবান্ ধারক। ইহার গুণ "কাইনো" অপেক্ষা তীব্রতর; জ্বর-নিবারক এবং পাচক। খএরে "ট্যানিক্ এসিড্ আছে বলিয়াই উহা এবং গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। এর শ্লেষ্মধরাকলার (Mucous membrane) উপরি স্বীয় সঙ্কোচনীশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যে গ্রহণীরোগে রোগীর পাকস্থলীতে বেদনা এবং জলবৎ প্রচুর মল নির্গত হইতে থাকে, সেই স্থলে খএর হিতকর। অপিচ ইহা শিশুর অতিসার, আমরক্তাতিসার, বিষমজ্বর এবং "স্কার্ভি" রোগে (শাকসব্জি পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন মাংস ভোজন অন্য রক্তবিকৃতি জাত পীড়া বিশেষ) সেব্য। স্বরভঙ্গ এবং গলক্ষতে ইহার কবল বিশেষ ফলপ্রদ। দন্তমাড়ীক্ষতে দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব এবং তালুদেশ স্ফীত ও লম্বিত হইয়া পড়িলে খএরচূর্ণ ব্যবহার করিবে। লালাস্রাবে ইহার কবল এবং প্রদর ও রক্তপ্রবৃত্তিবিশেষে (Passive hæmorrhages) ইহার পিচকারী হিতকর। মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ)। অতিসারে খএরের গুঁড়া ১—২ আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেব্য। আমাতিসারে ৫ আনা মাত্রায় সেবন করা যায়। আল্‌জিব্ বড় হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে, একপ্রকার অতীব কষ্টপ্রদ উৎকাসি জন্মে, খএরের টুকরা মুখে রাখিয়া ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিলে ইহা প্রশমিত হয়। প্রদরে খএর ভিজান জলের পিচকারী দিলে উপকার হয়। দীর্ঘকালের পচাক্ষতে চর্ব্বির সহিত খএর মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। কচিৎ ইহার সহিত কিঞ্চিৎ তুঁতে যোগ করিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। হাকিমেরা বলেন খএর গর্ভস্রাব করাইতে পারে। কেহ বলেন অতিমাত্রায় সেবিত হইলে ইহা পুরুষত্বহানি করে। দাঁতের মাড়ীর স্ফীতি বা ক্ষতে খএর মহোপকারী। (ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া—ওয়াট্)।

खर्ज्जूरी—खर्ज्जूरी।

खर्ज्जूरी—Phœnix Sylvestris, *Roxb.* राजखर्ज्जूरी, छोपा (पिण्ड-खर्ज्जूरी), सुलेमानी, छोहारा—Phœnix Dactylifera, *Roxb.* भूखर्ज्जूरी—Phœnix Acculis, P. Farinifera, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—खर्ज्जूर्य्याः—"खरस्कन्धा," "दुरारोहा," "स्वादुमस्तका," "यवनेष्टा"। पिण्डखर्ज्जूर्य्याः—"मधुस्रवा," "फलपुष्पा," "हयभक्ष्या"। सुलेमान्याः—"मृदुला," "दलहीनफला"। क्षतक्षयापहं हृद्यं शीतलं तर्पणं गुरु। रसे पाके च मधुरं 'खर्ज्जूरं' रक्तपित्तजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'खर्ज्जूरी' तु कषाया च पक्वा गौल्यकषायका। पित्तघ्नी कफदा चैव क्रिमि-कृद्वृंहणी। 'पिण्डखर्ज्जूरिकायुग्मं' (पिण्डखर्ज्जूरी राजखर्ज्जूरी च) गौल्यं स्वादे हिमं गुरु। पित्तदाहार्त्तिश्वासघ्नं श्रमहृद्वीर्य्यवृद्धिदम्। अन्यच्च—दाहघ्नी मधुराऽस्रपित्तशमनी, तृष्णार्त्तिदोषापहा। शीता श्वासकफश्रमोदयहरा, सन्तर्पणी पुष्टिदा। वह्नेर्मान्द्यकरी गुरुर्विषहरा, हृद्या च दत्ते बलं। स्निग्धा वीर्य्यविवर्द्धनी च कथिता, 'पिण्डाख्यखर्ज्जूरिका'॥ मधुखर्ज्जूरी मधुरा हृद्या सन्तापपित्तशान्तिकरी। शिशिरा च जन्तुकरी बहुवीर्य्यविवर्धनं तनुते। भूखर्ज्जूरी मधुरा शिशिरा च विदाहपित्तहरा। राजनिघण्टुः॥ खर्ज्जूरी-त्रितयं (भूमिखर्ज्जूरी पिण्डखर्ज्जूरी छोहारा च) शीतं मधुरं रसपाकयोः। स्निग्धं रुचिकरं हृद्यं क्षतक्षयहरं गुरु। तर्पणं रक्तपित्तघ्नं पुष्टिविष्टम्भशुक्रदम्। कोष्ठमारुतहृद्बल्यं वान्तिवातकफापहम्। ज्वरातिसारक्षुत्तृष्णाकासश्वास-निवारकम्। मदमूर्च्छामरुत्पित्तमद्योद्भूतगदान्तकृत्। महतीभ्यां गुणैरल्पा 'स्वल्पखर्ज्जूरिका' स्मृता। 'खर्ज्जूरीतरुतोयन्तु' मदपित्तकरं भवेत्। वातश्लेष्महरं रुच्यं दीपनं बलशुक्रकृत्। नारिकेलस्य तालस्य खर्ज्जूरस्य 'शिरांसि' तु। कषाय-स्निग्धमधुरवृंहणानि गुरूणि च॥ 'सुलेमानी' श्रमभ्रान्तिमदमूर्च्छास्रापित्तहृत्। भावप्रकाश॥ क्षतक्षयापहं हृद्यं शीतलं तर्पणं गुरु। रसे पाके च मधुरं खर्ज्जूरं रक्तपित्तजित्। सुश्रुतः—(सूः ४६ अः)। मधुरं वृंहणं वृष्यं खर्ज्जूरं

गुरु शीतलम्। क्षयेऽभिघाते दाहे च वातपित्ते च तद्धितम्। चरकः—(सू: २७ अ:)।

वैद्यके व्यवहार:—हिक्कायां खर्ज्जूरमध्यम्—"खर्ज्जूरमध्यं मागध्यः *। मधुद्वितीया कर्त्तव्यास्ते हिक्कासु विजानता"। (उ: ५० अ:) सुश्रुतः॥ रक्तपित्ते खर्ज्जूरम्—"* खर्ज्जूरगोस्तनाः। मधुना घ्नन्ति संलीढ़ा रक्तपित्तं पृथक् पृथक्"। (रक्तपित्त—चि:)। चक्रदत्तः॥

খর্জ্জূরের ভাষানাম—বাঃ—খেজুর। হিঃ—खजुर। सिं—इन्दि। মঃ—শিন্দী। গুঃ—খজূরী। কঃ—ইঞ্চিলু। তৈঃ—ইণ্টাচেটু। **পিণ্ডখর্জ্জূরের ভাষানাম**—বাঃ—পিণ্ডিখেজুর। হিঃ—পিণ্ডখজূর। মঃ—খজুরী। গুঃ—খজূর, খারক। কঃ—সিংহইঞ্চিলু। তৈঃ—খজূরপপুণ্ডু। ফাঃ—তমররুতব্। অং—খুর্মাতর্, খুর্মাখুস্ক্। **অন্বর্থ সংজ্ঞা**।—**খর্জ্জূরের**—"খরস্কন্ধা," "দুরারোহা," "স্বাদ্মস্তকা," "যবনেষ্টা"। **পিণ্ডখর্জ্জূরের**—"মধুস্রবা," "ফলপুষ্পা" "হয়ভক্ষ্যা"। **সুলেমানীর** "মৃদুল।" "দলহীনফলা"।

বর্ণন—খর্জূরী অর্থাৎ খেজুরগাছ স্বয়ং প্রসিদ্ধ—ইহার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। **ভূখর্জ্জূরের** কাণ্ড নাই, ইহা অতি ক্ষুদ্র, দশ বৎসরের একটী গাছ ভূমি হইতে ৮।১০ অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হইবে না। পাতা খেজুরের পাতার মত কেবল তদপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি। ফল, মাংসল, ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ। ইহা বিহারাঞ্চলে জন্মে। **অপরভুখর্জ্জূরের** কাণ্ড হস্তাধিক উচ্চ হয় না। ইহা গোদাবরীসাগরসঙ্গম সন্নিহিত, অনুর্ব্বর, শুষ্ক বালুকাময় ভূমিতে জন্মে। ইহা অপরাংশে খেজুরের মত, কেবল ইহার পক্কফল কৃষ্ণবর্ণ ও অমাংসল। **পিণ্ডখর্জ্জূরের** বৃক্ষ, তুরস্কের অন্তর্গত বসোরা এবং আরবদেশে জন্মে। বিখ্যাত উদ্ভিদবেত্তা **রক্সবর্গ** এদেশে পিণ্ডখর্জূরের বৃক্ষ জন্মাইবার জন্য বিস্তর শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি শিবপুরের বাগানে একহাজার পিণ্ডখর্জূরের চারা উৎপাদন করাইয়া, ঐ বাগানে এবং অন্যান্য স্থানে ঐ চারাগুলি রোপণ করাইয়া অতিযত্নে উহাদিগকে পালন করিবার ব্যবস্থা করিলেও, কোন স্থানে পুষ্পিত হইবার পরই, কোন স্থানে বা তৎপূর্ব্বেই পুংবৃক্ষগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পিণ্ডখর্জূরের গাছ খেজুরের গাছের মত—কেবল ইহাতে কাঁটা নাই। খেজুরের মত ইহারও এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প থাকে। কাপ্তেন **বেঞ্জামিন্ রেক্**, পিণ্ডখর্জূর পুষ্পের গর্ভাধান সম্বন্ধে **রক্সবর্গকে** এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"আমি প্রায়ই বসোরার পিণ্ডখর্জূরের উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। উদ্যানপালকেরা অধিক ফললাভের জন্য কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাধান

নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্ত্রীপুষ্পের অসিফলকবৎ পৌষ্পিকপত্র (যাহাকে লোকে খেজুরের "মোচ" বলে। স্বয়ং বিদীর্ণ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উহাতে দীর্ঘচ্ছেদ করিয়া, তন্মধ্যে পুংপুষ্প-গুচ্ছ প্রবেশ করাইয়া রাখে, কেহবা তদুপরি পুংপুষ্পগুচ্ছ ঝুলাইয়া রাখে। প্রথমোক্ত প্রণালীই সুনিশ্চিত"। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, মস্তক (মেথি), ফল।

বৈদ্যকে খর্জ্জূরের ব্যবহার।

সুশ্রুত—হিক্কায় খর্জ্জূরমধ্য—খেজুরের মেথি পিপুলচূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে হিক্কা নিবৃত্তি পায়। (উঃ ৫০ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** খর্জ্জূর—মধুর সহিত পিণ্ডখর্জ্জূর লেহন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, শ্রমহরবর্গে খর্জ্জূর পাঠ করিয়াছেন। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** খর্জ্জূরের ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। **রাজনিঘণ্টুকার**, খর্জ্জূর, পিণ্ডখর্জ্জূরী, রাজখর্জ্জূরী, মধুখর্জ্জূরী ও ভূখর্জ্জূরী এই পাঁচ প্রকার এবং **ভাবমিশ্র**, ভূমিখর্জ্জূরী, পিণ্ডখর্জ্জূরী, ছোহারা ও সুলেমানি এই চারি প্রকার খর্জ্জূরের গুণ লিখিয়াছেন। খর্জ্জূরী ও ভূখর্জ্জূরী ভিন্ন যাবতীয় খর্জ্জূর বসোরা বা আরবদেশ হইতে ভারতে আনীত হইয়া থাকে।

Constituents.—Tannin, extractive, mucilage, insoluble matters and lime.

Actions and uses.—Khajur is nutritive, tonic and duretic ; used as dessert. Kharaka is used as an ingredient in various aphrodisiac and tonic confections. Boiled with milk it is given during convalescence from fevers and small-pox. The juice or toddy obtained from the stem is a good diuretic. A spirit known as Khajura-no-daru (lagbi) is obtained by distilation of the fruits. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. p. 626).

নব্যমত—খর্জ্জূর পোষক, বল্য এবং মূত্রল। বিবিধ বল্য ও বৃষ্য মোদকাদিতে খর্জ্জূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বর এবং মসূরীকার (বসন্তরোগ) অন্তে রোগীর যে দুর্ব্বলতা থাকে তাহা দূর করিবার জন্য, খর্জ্জূর গব্যদুগ্ধসহ পাক করিয়া সেব্য। **খর্জ্জূর-রস** উত্তম মূত্রজনক পানীয়। খর্জ্জূর "চোয়াইয়া" একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে যাহা "লগ্‌বি" নামে প্রসিদ্ধ। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—অর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৬২৬ পৃঃ)। খেজুরের **মেথি** প্রমেহ এবং **মূল** দন্তশূলে উপকারী। খেজুর "নার্ভাস্ ডেবিলিটী"র পক্ষে ভাল। (ওয়াট্)।

গণিকারিকা—गणिकारिका।

गणिकारिका, तर्क्कारी, वैजयन्ती, अग्निमन्थ:—Premna Spinosa, *Roxb.* क्षुद्राग्निमन्थ:—Premna Serratifolia, *Linn.*

अन्वर्थसंज्ञा—"तनुत्वचा," "गन्धपुष्पा," गन्धपत्रा"। तर्क्कारी कटुरुष्णा च तिक्तानिलकफापहा। शोफश्लेष्माग्निमान्द्यार्शोविड्‌वन्धाऽऽध्माननाशनी। 'अग्निमन्थद्वय'ञ्चैव तुल्य' वीर्य्यरसादिषु। तत्प्रयोगानुसारेण योजयेत् स्वमनीषया राजनिघण्टु:॥ तर्क्कारी कटुका तिक्ता तथोष्णाऽनिलपाण्डुजित्। शोथ-श्लेष्माग्निमान्द्यामविवन्धांश्च विनाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टु:॥ अग्निमन्थ: श्वयथुसुद्दीर्य्योष्ण: कफवातहृत्। पाण्डुनुत् कटुकस्तिक्तस्तुवरोमधुरोऽग्निद:। भावप्रकाश:॥ गणिकारी तु शोथघ्नी हिता वातविकारिणाम्। राजवल्लभ:॥ लघ्वग्निमन्थस्य गुणा: प्रोक्ता वृहदाग्निमन्थवत्। विशेषाल्लेपनेचोपनाहे शोफे च पूजित:। निघण्टुरत्नाकर:॥

वैद्यके व्यवहार:—अर्श:सु अग्निमन्थ:—अग्निमन्थस्य * पत्राणि। जलेनोत्क्राथ्य शूलार्त्तं स्वभ्यक्तमवगाहयेत्"। (चि: ८ अ:)। चरक:॥ इक्षुमेहे गणिकारिका—"इक्षुमेहिनं वैजयन्तीकषायम्" (चि: ११ अ:)। (२) चक्षु:कामित्वे गणिकारिकामूलम्—(५४ पृष्ठायां मृग्यम्)। सुश्रुत:॥ वातव्रणे गणिकारिकामूलम्—"मातुलुङ्गाग्निमन्थौ च * काञ्जिकेन च। * लेपो वातव्रणे हित:" (चि: ३५ अ:)। हारीत:॥ वसामेहे गणिकारिकामूलम्—"अग्निमन्थकषायन्तु वसामेहे प्रयोजयेत्" (प्रमेह—चि:)। (२) शीतपित्ते गणिकारिकामूलम्—"अग्निमन्थभवं मूलं पिष्टं पीतञ्च सर्पिषा। शीतपित्तोदर्द्दकोठान् सप्ताहादेव नाशयेत्"। (शीतपित्तोदर्द्द—चि:)। (३) स्थौल्ये गणिकारिकामूलम्—"स्थौल्यनुत् स्यादग्निमन्थरसोवापि शिलाजतु"। (स्थौल्य—चि:)। चक्रदत्त:॥

গণিকারিকার ভাষানাম—গণিয়ারী বৈদ্যকে, অগ্নিমন্থ, তর্কারী, বৈজয়ন্তী নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—গনিয়ারী, অগ্‌গাস্ত। কোঃ—গয়েন্দারী, গঁয়দারী। হিঃ—অরণী অগেথু। মঃ—থোরঐরণ। গুঃ—অরনী। কঃ—নরুবল। তৈঃ—নেলিচেট্টু। তাঃ—

অগ্নিরথ। আসাঃ—গণিয়ারী। হিঃ—ঘিঘ্নিমিদি। গণিকারিকার অন্যার্থ-সংজ্ঞা—"তনুত্বচা," "গন্ধপত্রা," "গন্ধপুষ্পা"।

বর্ণন—গণিকারিকার বৃক্ষ ১০।১২ হস্ত উচ্চ হয়, বহুশাখ। **কাণ্ডত্বক্‌,** উপরি ম্লানশুভ্র, ভেদান্তর হস্তিদন্তবৎ অতিশুভ্র, লঘু, অল্পাঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। **পত্রবৃন্ত,** পত্রের দৈর্ঘ্যের প্রায় তুর্য্যাংশ দীর্ঘ, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রোদর মসৃণ ও চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠ শিরাবদ্ধ। পত্রে একপ্রকার তীব্র গন্ধ আছে। **পুষ্প,** সশাখ পুষ্পদণ্ডে স্থিত, পুষ্পদণ্ডের প্রত্যেক শাখা ৩।৪টি পুষ্প ধারণ করে, পুষ্প অতিক্ষুদ্র, হরিদাভ শুভ্রবর্ণ, মিলিতদল, দলের অগ্র প্রধানতঃ ২ ভাগ, একভাগ তিন অংশে ঈষৎ খণ্ডিত ও দীর্ঘ, অপরাংশ অখণ্ড ও হ্রস্ব। **পুংকেসর** ৪টী, তন্মধ্যে ২টী বৃহৎ, ২টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, শ্বেতাভ পুষ্পোপরি দীর্ঘ পুংকেসরের কৃষ্ণবর্ণ পরাগকোষ স্পষ্ট নেত্রগোচর হয় **বীজ,** মটরকলায়ের মত। পুষ্পকাল—জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়। **ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থের** বৃক্ষ ক্ষুদ্রতর, এমন কি ইহাকে গুল্মও বলা যায়। গণিয়ারীর কাণ্ড ও শাখায়, বৃহৎ, দৃঢ়, পরস্পর বিপরীত দিকে বিস্তৃতভাবে স্থিত তীক্ষ্ণাগ্রশাখা, থাকে, ইহাতে তাহা নাই। ইহাই অগ্নিমন্থদ্বয়ের ব্যবচ্ছেদক লিঙ্গ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, মূল ও কাণ্ডত্বক্‌। **মাত্রা**—কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে গণিকারিকার ব্যবহার।

চরক—অর্শে গণিয়ারীপত্র—অর্শের বেদনায় আর্ত্ত রোগীকে তৈলমর্দ্দন করাইয়া ঈষদুষ্ণ গণিয়ারীপত্রকাথে অবগাহন করাইবে। (চিঃ ৯ অঃ)। **সুশ্রুত—ইক্ষুমেহে** গণিয়ারীর মূল বা কাণ্ডত্বক্‌—যাহার ইক্ষুমেহ হইয়াছে তাহাকে গণিয়ারীর মূল বা কাণ্ডত্বকের কাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **চক্ষুঃকামিন্থে** গণিয়ারী-মূলত্বক্‌—(৫৪ পৃষ্ঠায় দেখ)। **হারীত—বাতব্রণে** গণিয়ারীমূল—মাতুলুঙ্গ ও গণিয়ারীর মূল কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক বাতব্রণে লেপ দিবে (চিঃ ৩৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—বসামেহে** গণিয়ারীমূলত্বক—বসামেহী গণিয়ারীমূলত্বকের কাথ পান করিবে। (প্রমেহ—চিঃ)। **শীতপিত্তে** গণিয়ারীরমূল—পিষ্ট গণিয়ারীমূলত্বক্‌ গব্যঘৃতের সহিত সপ্তাহ কাল পান করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ নিবৃত্তি পায় (শীতপিত্তউদর্দ্দ—চিঃ)। **স্থৌল্যে** গণিয়ারীমূলত্বক্‌—গণিয়ারীমূলত্বককৃত কাথে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অতি স্থূলব্যক্তি কৃশ হইয়া থাকে (স্থৌল্য—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, অনুবাসনোপগ, শোথহর এবং শীতপ্রশমন বর্গে এবং **সুশ্রুত,** বরুণাদি ও বীরতর্বাদিগণে গণিয়ারী পাঠ করিয়াছেন। কোন কোন দেশে, বাতরোগীর শাকার্থ গণিয়ারীপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Constituents.—A resin, a bitter alkaloid and tannin,

Actions and uses.—Stomachic, alterative and tonic. The infusion of the leaves is used in eruptive fevers, colic and flatulence; the decoction of the root is given in Gonorrhœa during convalescence from fevers, also in Rheumatism and Neuralgia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 472). **Ainslie** states that the root has a worm bitter taste and agreeable smell, and is prescribed in decoction as a gentle cordial and stomachic in fevers. **Rheede** calls the plant Apeel, and notices the use of a decoction of the leaves for flatulence. **Atkinson** states that the leaves rubbed with pepper are administered in colds and fevers, and that externally a decoction of the whole plant is used in Rheumatism and Neuralgia." (*Dymock*, Part III., p. 67).

নব্যমত—গণিয়ারী পাচক, রসায়ন এবং বল্য। ইহার পত্রক্বাথ, বিস্ফোটাদিকৃত জ্বর, শূল ও উদরাধ্মানে এবং মূলত্বকের ক্বাথ, জ্বরাবসানজ দুর্ব্বলাবস্থা, "গণোরিয়া," বাত এবং "নিউর্যাল্‌জিয়া" রোগে সেব্য। **এন্‌স্লি** বলেন, গণিয়ারীর মূলত্বকের ক্বাথ, হৃদ্য, পাচক এবং জ্বরে হিতকর। **হ্রীডি** বলেন, গণিয়ারীপত্রক্বাথ উদরাধ্মানে সেব্য। **এট্‌কিন্‌সন্‌** বলেন, শৈত্যপ্রভব রোগ এবং জ্বরে গণিয়ারীপত্র মরিচসহ সেবিত হইয়া থাকে। শাখাপত্রসহ কুট্টিত গণিয়ারীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া বাত ও "নিউর্যাল্‌জিয়া" গ্রস্ত রোগীর অঙ্গে সেচন করিবে (ডিমক্‌, ৩য় খণ্ড, ৬৭ পৃঃ)।

গম্ভারী—गम्भारी ।

श्रीपर्णी, काश्मर्य्यः—Gmelina Arborea, *Linn.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"सुदृढ़त्वचा," "स्थूलत्वचा," "क्षीरिणी," "कृष्णवृन्ता," "महाकुसुमिका," "पीतपुष्पा," "पीतफला," "स्निग्धपर्णी"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"वातघ्नी"। श्रीपर्णी स्वरसे तिक्ता गुरूष्णा रक्तपित्तजित्। त्रिदोषभ्रमदाहार्त्तिज्वरतृष्णाविषाञ्जयेत्। अन्यच्च—श्रीपर्णी स्वादु तिक्ता च रक्तपित्तज्वरापहा। काश्मर्य्यं 'कुसुमं' वृष्यं बल्यं पित्तास्रनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ काश्मरी कटुका तिक्ता गुरूष्णा कफशोफनुत्। त्रिदोषविषदाहार्त्तिज्वरतृष्णास्रदोषजित्। राजनिघण्टुः॥ काश्मरी तुवरा तिक्ता वीर्य्योष्णा

मधुरा गुरुः। दीपनी पाचनी मेध्या भेदिनी भ्रमशोषजित्। दोषतृष्णाऽऽमशूलार्शोविषदाहज्वरापहा। तत् 'फलं' बृंहणं वृष्यं गुरु केश्यं रसायनम्। वातपित्ततृषारक्तक्षयमूत्रविबन्धनुत्। स्वादु पाके हिमं स्निग्धं तुवराम्लविशुद्धिकृत्। हन्याद्दाहतृषावातरक्तपित्तक्षतक्षयान्। भावप्रकाशः॥ गम्भारिका-'फलं' ग्राहि सतिक्तं मधुरं गुरु। केश्यं रसायनं मेध्यं शीतलं दाहपित्तजित्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तातिसारे गम्भारीफलम्—"काश्मर्य्याः फलयूषो वा किञ्चिदम्लः सशर्करः"। (चिः १० अः)। (२) गर्भे शुष्के शुष्यति बाले च गम्भारीफलम्—"गर्भे शुष्के तु वातेन बालानाञ्चापि शुष्यताम्। सिताकाश्मर्य्यमधुकैर्हितमुत्थापने पयः"। (चिः २८ अः)। (३) वातरक्ते गम्भारी त्वक्—"सिद्धं (तैलं) मधुककाश्मर्य्यरसैर्व्वा वातरक्तनुत्"। (चिः २९ अः)। चरकः॥ दाहतृष्णान्विते पित्तज्वरे गम्भारीफलम्—"* काश्मर्य्यस्याथवा पुनः। * कषायैः शर्करायुतैः। सुशीतैः शमयेत्तृष्णां प्रवृद्धां दाहमेव च"॥ (उः ३९ अः)। सुश्रुतः। टीका—"यद्यपि काश्मरीफलमत्र लिखितं तथापि काश्मरीफलमज्जा गृह्यते अत्यन्तपित्तहरत्वात्"—डल्वणः। रक्तपित्ते—गम्भारीफलम्—"पक्वोदुम्बरकाश्मर्य्य *। मधुना घ्नन्ति संलीढ़ा रक्तपित्तं पृथक् पृथक्"॥ (रक्तपित्त—चिः)। (२) शीतपित्ते गम्भारीफलम्—"गम्भारिकाफलं पक्वं शुष्कमुत्स्वेदितं पुनः। क्षीरेण शीतपित्तघ्नं खादितं पथ्यसेविना"। (शीतपित्तादि—चिः)। चक्रदत्तः॥ अङ्गुलिवेष्टे गम्भारीपत्रम्—"काश्मर्य्याः सप्तभिः पत्रैः कोमलैः परिवेष्टिताः। अङ्गुलिवेष्टकः पुंसां ध्रुवमाशु प्रशाम्यति"॥ भावप्रकाशः॥ पतितयोः पयोधरयोः गम्भारीत्वक्—"श्रीपर्णीरसकल्काभ्यां तैलं सिद्धं तिलोद्भवम्। तत्तैलं तूलके न्यस्य स्तनयोः परिधारयेत्। पतितावुत्थितौ स्त्रीणां भवेयातां पयोधरौ। गजकुम्भसमाकारौ वृत्तौ परिमण्डलौ। वङ्गसेनः॥

গাম্ভারীর ভাষানাম—বাঃ—গামার। কোঃ—গামারি। আঃ—গমারি। হিঃ—গম্ভারি। মঃ—শিবণগম্ভারী। গুঃ—শবন্ত। কঃ—শীবনী। তৈঃ—সাম্রাগুম্মুটি-চেট্টু। গাম্ভারীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সুদৃঢ়ত্বচা," "স্থূলত্বচা."

"ক্ষীরিণী," "স্নিগ্ধপর্ণী," "কৃষ্ণবৃন্তা," "পীতপুষ্পা," "মহাকুসুমিকা," "পীতফলা"। **গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"বাতহা"।

বর্ণন—গম্ভারী, বহুশাখ, মহোচ্চ, বিশাল ছায়াতরু। বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ নহে। বহুপল্লী অতিক্রম করিলে হয়ত একটী গম্ভারীবৃক্ষ পথিকের নেত্রগোচর হয়। **কাণ্ড**, দীর্ঘ, কাণ্ডত্বক্ স্থূল, শুভ্রবর্ণ। **পত্রের** বৃন্ত দীর্ঘ, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, বৃন্তসন্নিধানে পত্রভাগ ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া অবসিত হইয়াছে, এইস্থানে দুইটী তিনটী কিম্বা ৫টী গ্রন্থি বিদ্যমান, পত্রোদর মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ যেন কোন শুভ্রচূর্ণলিপ্ত। **পুষ্প**, মিলিতদল, বৃহৎ, পীতবর্ণ, মধ্যে মধ্যে তাম্রবর্ণে চিহ্নিত, হ্রস্ববৃন্ত, ক্ষুদ্র পুষ্পদণ্ডে স্থিত। **কুণ্ড ও পুষ্পদণ্ড**, তাম্রবর্ণ, সূক্ষ্ম রোম-ব্যাপ্ত। **পুংকেসর** ৪টী, তন্মধ্যে দুইটী ছোট দুইটী বড়, পুষ্পনল অতিক্রম পূর্ব্বক উত্থিত। **ফল**, বৃহত্ত্বে বকুলফলের মত, আকৃতি অলাবুর মত, পক্কফল পীতবর্ণ, স্বাদে অম্লমধুর, বীজশস্য বাদামের মত। **রক্সবর্গ** বলেন, গম্ভারীর কাষ্ঠ তিন বৎসরকাল নিরবচ্ছিন্ন জলের ভিতর থাকিয়াও কিঞ্চিন্মাত্রও বিকৃত হয় নাই। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পত্র, পুষ্প, ফল, ফলমজ্জা। **মাত্রা**—ফলস্বরস—১—২ তোলা। ফল ও ত্বক্‌কাথ—৫—১০ তোলা। পুষ্পচূর্ণ—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে গম্ভারীর ব্যবহার।

চরক—রক্তাতিসারে গম্ভারীফল—দাড়িমরসযোগে অম্লীকৃত এবং শর্করাযোগে মধুরীকৃত গম্ভারীফলের যূষ রক্তাতিসারী পান করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (২) **গর্ভে শুষ্কে** গাম্ভারফল—গম্ভারীফল যষ্টিমধু এবং চিনির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে, শীর্ণশিশু কিম্বা বায়ু কর্ত্তৃক শুষ্কীকৃত গর্ভ পুষ্টিলাভ করে। (চিঃ ২৮ অঃ)। (৩) **বাতরক্তে** গম্ভারীত্বক্—যষ্টিমধু এবং গম্ভারীত্বকের কাথে যথাবিধি পক্ক তিল তৈল অভ্যাঙ্গ করিলে বাত-রক্ত প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অং)। **সুশ্রুত—**দাহতৃষ্ণান্বিত **পিত্তজ্বরে** কাশ্মরী-ফলমজ্জা—গম্ভারীফলমজ্জার কাথ শীতল হইলে শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দাহ ও তৃষ্ণাযুক্ত পিত্তজ্বর প্রশমক। (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে গম্ভারীফল—পিষ্ট গম্ভারীফল মধুর সহিত লেহন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। **শিবদাস** বলেন দৈবাৎ মধুর অপ্রাপ্তি কিম্বা মধুপ্রয়োগ অসঙ্গত হইলে অগস্তির রস, চিনির জল, কিম্বা কদলীপুষ্পরসের সহিত সেব্য (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) **শীতপিত্তে** গম্ভারীফল—পক্ক, শুষ্ক, দুগ্ধে সিদ্ধ গম্ভারীফল ভক্ষণ করিলে শীতপিত্ত প্রশমিত হয়। **ভাবপ্রকাশ—অঙ্গুলিবেষ্টে** কোমল গম্ভারীপত্র—যে আঙুলে আঙুলহাড়া হইয়াছে সেই আঙুলটী ৭টী কোমল গম্ভারীপত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিলে,

আঙুলহাড়া সত্বর নিশ্চিত প্রশমিত হয়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—পতিত-স্তনে গম্ভারীত্বক্**—গম্ভারীত্বকের কাথ ও কল্কের দ্বারা যথাবিধি পক্ক তিল তৈলে তূলা ভিজাইয়া সেই তূলা পতিত স্তনে স্থাপন করিলে পতিত পয়োধর উত্থিত হইয়া থাকে (স্ত্রী-রোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিরেচনোপগ ও শোথহরবর্গে গম্ভারী এবং দাহপ্রশমনবর্গে গম্ভারীফল পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** সারিবাদিগণে গম্ভারীফল পাঠ করিয়াছেন এবং ফলবর্গে লিখিয়াছেন—"দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যমধুকপুষ্পখর্জ্জূরপ্রভৃতীনি। রক্তপিত্তহরাণ্যাহুর্গুরূণি মধুরাণি চ। কেশ্যং রসায়নং মেধ্যং কাশ্মর্য্যং ফলমুচ্যতে॥ (সুঃ ৪৬ অঃ)। পরিভাষাকার কিস্‌মিসের অভাবে গম্ভারীফল ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

Constituents.—The root contains a yellow viscid oil, resin, an alkaloid, a trace of Benzoic acid, and ash free from manganese; the fruit contains butyric and tartaric acids, an alkaloid, saccharine matter, resin and a trace of tannin.

Actions and uses.—Demulcent, stomachic, tonic, refrigerant and laxative. The root bark is given in Fevers, Indigestion and Anasarca. With liquorice it is given to increase the secretion of milk in women. The juice of the leaves is demulcent and given in Gonorrhœa; other properties are similar to those of Arani. The fruits are bitter and cooling and given in Fever and burning heat of the body. The bark is used to regulate fermentation of toddy. The wood is used for making artificial limbs, stethescopes &c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 470).

নব্যমত—গম্ভারী, স্নিগ্ধ, পাচক, বল্য, শ্রমহর এবং মৃদুরেচক। **মূলত্বক,** জ্বর, অজীর্ণ এবং অগভীর শোথে সেব্য। যষ্টিমধুসহ ইহা স্তন্যবর্দ্ধনার্থ সেবিত হইয়া থাকে। **পত্রস্বরস, স্নিগ্ধ,** ইহা "গণোরিয়ায়" সেব্য। অন্যান্য গুণে গম্ভারী গণিয়ারীর তুল্য। গম্ভারীর **ফল,** তিক্ত (?), জ্বর ও দাহে সেব্য। **বৃক্ষত্বক্** তাড়ির উৎসেচন নিয়মিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গম্ভারীর কাষ্ঠে কৃত্রিম অঙ্গ এবং "ষ্টেথেস্কোপ্" প্রভৃতি গঠিত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ)।

গুগ্‌গুলু—गुग्गुलुः।

गुग्गुलुः, पलङ्कषा, पुरः—Amyris Commiphora, *Roxb.* Balsamodendron Mukal.

अन्वर्थसंज्ञा गुग्गुलोः—"मरुदेश्यः," "कालनिर्य्यासः" "महिषाक्षः"। कणगुग्गुलोः—"गन्धराजः," "स्वर्णकणः," "सुरसः"। भूमिजस्य—"दुर्गाह्लादः"। सुगन्धिः सुलघुः सूक्ष्मस्तीक्ष्णोष्णः कटुको रसः। कटुपाकः सरोहृद्यो गुग्गुलुः स्निग्धपिच्छिलः। स 'नवो' वृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वपकर्षणः। तैक्ष्ण्यौष्ण्यात् कफवातघ्नः सरत्वात् मलपित्तनुत्। सौगन्ध्यात् पूतिकोष्ठघ्नः सौक्ष्म्यात् चानलदीपनः। सुश्रुतः (चिः ५ अः)। गुग्गुलुः पिच्छिलः प्रोक्तः कटुस्तिक्तः कषायवान्। वर्ण्यः स्वर्य्योलघुः सूक्ष्मो रुच्यो वातवलासजित्। अन्यच्च—गुग्गुलुः ग्रथितः स्निग्धः सरोष्णोऽथ कफानिलः।—वस्तिमेदोव्रणाश्मेहशोफभूतविकारजित्। गुग्गुलु र्विशदस्तीक्ष्णः कषायः पिच्छिलः कटुः। वर्ण्यः स्वर्य्योलघुर्भेदी स्निग्धो वातवलासजित्। स नवो वृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वतिलेखनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ गुग्गुलुः कटुतिक्तोष्णः कफमारुतकासजित्। कृमिवातोदरप्लीहशोफार्शोघ्नो रसायनः। कणगुग्गुलुः कटूष्णः सुरभिर्वातनाशनः। शूलगुल्मोदराऽऽध्मानकफघ्नश्च रसायनः। गुग्गुलुर्भूमिजस्तिक्तः कटूष्ण कफवातजित्। क्षमाप्रियश्च भूतघ्नो मेध्यः सौरभ्यदः सदा। राजनिघण्टुः॥ 'महिषाक्षो' 'महानीलः' 'कुमुदः' 'पद्म' इत्यपि। 'हिरण्यः' पञ्चमो ज्ञेयो गुग्गुलोः पञ्चजातयः। भृङ्गाञ्जनसवर्णस्तु 'महिषाक्ष' इति स्मृतः। 'महानीलस्तु' विज्ञेयः स्वनामसमलक्षणः। 'कुमुदः' कुमुदाभः स्यात् 'पद्मो' माणिक्यसन्निभः। 'हिरण्याक्षस्तु' हेमाभः पञ्चानां लिङ्गमीरितम्। महिषाक्षो महानीलो गजेन्द्राणां हिताबुभौ। हयानां कुमुदः पद्मः स्वस्त्यारोग्यकरौ परौ। विशेषेण मनुष्याणां कनकः परिकीर्त्तितः। अभावान्महिषाक्षश्च मतः कैश्चिन्नृणामपि। गुग्गुलुर्विशदस्तिक्तो वीर्य्योष्णः पित्तलःसरः। भग्नसन्धानकृद् वृष्यः कफवातव्रणापचीः। मेदोमेहाश्मवातांश्च क्लेदकुष्ठाममारुतान्। पीड़काग्रन्थिशोफार्शः गण्डमालाकृमीन्

जयेत्। मधुर्य्याच्छमयेद्वातं कषायत्वाच्च पित्तहा। तिक्तत्वात् कफजित्तेन गुग्गुलुः सर्व्वदोषहा। स नवो बृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वतिलेखनः। स्निग्धः काञ्चनसङ्काशः पक्वजम्बूफलोपमः। नूतनो गुग्गुलुः प्रोक्तः सुगन्धिर्यस्तु पिच्छिलः। शुष्को दुर्गन्धिकश्चैव त्यक्तप्रकृतवर्णकः। पुराणः स तु विज्ञेयो गुग्गुलु र्वीर्य्यवर्ज्जितः। अम्लं तीक्ष्ण मजीर्णञ्च व्यवायं श्रममातपम् मद्यं दोषन्त्यजेत् सम्यग् गुणार्थी पुरसेवकः। जायन्ते पुरपादपा मरुभुवि, ग्रीष्मेऽर्कसन्तापिता। शीतार्त्ता शिशिरेऽपि गुग्गलुरसं, मुञ्चन्ति ते पञ्चधा। हेमाभं महिषाक्षतुल्यमपरं, सत्पद्मरागोपमम्। भृङ्गाभं कुमुदद्युतिञ्च विधिना ग्राह्या 'परीक्षा' ततः। वह्नौ ज्वलन्ति तपने विलयं प्रयान्ति। क्लिद्यन्ति कोष्ण-सलिले पयसः समानाः। ग्राह्याः शुभाः परिहरेच्चिरकालजाता।—नङ्गारवर्ण-समपूयविगन्धवर्णान्। भावप्रकाशः॥ गुग्गुलुर्दीपनस्तिक्तः सकषायो रसायनः। कटुर्मेदोऽनिलश्लेष्मकुष्ठघ्नः स्रंसनो लघुः। सुस्वादः पीड़काघ्नश्च सोष्णश्च स्पर्श-शीतलः। वर्ण्यः स्वर्य्यः कटुः पाके रूक्षस्तीक्ष्णोऽग्निदीपनः। क्लेदमेदापची-ग्रन्थिशोफक्रिमिविनाशनः। स्निग्धः काञ्चनसङ्काशः पक्वजम्बूफलोपमः। नूतनो गुग्गुलुः प्रोक्तः सुगन्धिश्चापि पिच्छिलः। पुराणः शुष्को दुर्गन्धो मलानां नापकर्षकः। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—उदररोगे गुग्गुलुः—"शिलाजतु विधानेन गुग्गुलुं वा प्रयोजयेत्" (चिः १८ अः)। चरकः। ऊरुस्तम्भे गुग्गुलुः—मूत्रैर्व्वा गुग्गुलुं श्रेष्ठम्" (चिः (५ अः)। (२) शोथे गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं वा मूत्रेण" (चिः २३ अः)। (३) कर्णदौर्गन्ध्ये गुग्गुलुः—कर्णदौर्गन्ध्ये धूपनं श्रेष्ठमुच्यते" (उः २१ अः)। सुश्रुतः। श्वासे गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं वा *। * घृतप्लुतम्" (चिः ४ अः)। वाग्भटः। गृध्रस्यां गुग्गलुः—"रास्नायास्तु पलञ्चैकं कर्षान् पञ्च गुग्गुलोः। सर्पिषा गुड़िकां कृत्वा खादेद्वा गृध्रसीहराम्"। (वातव्याधि—चिः)। (२) क्रोष्टुकशीर्षे गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं क्रोष्टुशीर्षे च गुड़ूचीत्रिफलाम्भसा" (वातव्याधि—चिः)। (३) विद्रधौ गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं मूत्रयुक्तं वा विद्रधौ कफसम्भवे' (विद्रधि—चिः)। चक्रदत्तः।

গুগ্গুলুর ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার গুগ্গুলুর ভেদ স্বীকার করেন নাই। **রাজনিঘণ্টুতে** গুগ্গুলু, কণগুগ্গুলু এবং ভূমিজগুগ্গুলুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **ভাবমিশ্রের** মতে গুগ্গুলু পাঁচ প্রকার, যথা—মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম এবং হিরণ্য। ইহাদের অতি সংক্ষিপ্ত স্বরূপলক্ষণ ভাবপ্রকাশোক্ত বচনে দ্রষ্টব্য। **গুগ্গুলুর অন্বর্থসংজ্ঞা**—"মরুদেশ্য," "কালনির্য্যাস," "মহিষাক্ষ।" **কণগুগ্গুলুর**—"গন্ধরাজ," "স্বর্ণকণ," "সুরস"। **ভূমিজের**—"দুর্গাহ্লাদ"। **গুগ্গুলুর ভাষানাম**—বাঃ—গুগ্গুল্। **হিঃ—গুগল্, ভৈসাগুগল** গুঃ—গুগুল। মঃ—ক্ষণাগুগুঠ্ঠ। কঃ—ইডবোল। তৈঃ—গুগিগলমুচেট্টু, মহীসাছী। ফাঃ—বোএজহুদান্। অঃ—মুক্লিলেঅর্জক।

বর্ণন—গুগ্গুলুর বৃক্ষ ভারতবর্ষ, আরব এবং আফ্রিকা দেশে জন্মে। গুগ্গুলুবৃক্ষের আঠা গুগ্গুল নামে খ্যাত। গুগ্গুলুর নিঘণ্টুক্ত "মরুদেশ্য" নাম পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, অতি প্রাচীনকালেও আরব বা আফ্রিকা দেশ হইতে ভারতবর্ষে গুগ্গুলু আনীত হইত। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতানা, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গে গুগ্গুলুর বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। শীতকালে গুগ্গুলু বৃক্ষের কাণ্ডত্বক্ বিদীর্ণ করিয়া দিলে কাণ্ডগাত্র হইতে গুগ্গুলু ক্ষরিত হয়। গুগ্গুলু ধারণ করিবার জন্য ভূমিতে কোন পাত্র রক্ষিত হয় না, মাটীতেই পড়ে; সুতরাং বাজারের গুগ্গুলু এতাদৃশ আবর্জ্জনাপূর্ণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজলেখকগণ, গন্ধবিরেজা, শিলারস প্রভৃতি নির্য্যাসকে গুগ্গুলু কল্পনা করিয়া, গুগ্গুলু বিষয়ক বক্তব্যকে নিরর্থক অতি দীর্ঘ ও নিতান্ত দুরধিগম্য করিয়াছেন। ভাবমিশ্রবৎ য়ুনানী-লেখকগণও গুগ্গুলুর বহুভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ভাবমিশ্র কথিত মহিষাক্ষ, মহানীল, পদ্ম ও কনক, যথাক্রমে য়ুনানীগ্রন্থকারোক্ত সকল্বী, মুকুল্-ই-আরব, মুকুল্-ই-আজরক্ ও মুকুল্-ই-আহুদ্। **উত্তম গুগ্গুলুর লক্ষণ** বর্ণনে ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—যে গুগ্গুলু অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে জ্বলিয়া উঠে, যাহা রৌদ্রে রাখিলে গলিয়া যায়, এবং গরম জলে ফেলিলে গলিয়া দুগ্ধের মত হয় তাহাই উত্তম এবং ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধুনা বাজারে সচরাচর যে গুগ্গুলু পাওয়া যায় তাহা, ত্বক্ পত্র, কেশ ও কঙ্করাদিপূর্ণ, নিতান্ত পুরাণ এবং শুষ্ক। এবম্বিধ পরিহারযোগ্য গুগ্গুলুর ভেষজার্থ ব্যবহার ফলপ্রদ ও নিরাপদ নহে। ইহা দহনার্থ ব্যবহৃত হওয়াই স্পৃহনীয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—নির্য্যাস। **মাত্রা**—৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে গুগ্গুলুর ব্যবহার।

চরক—উদররোগে গুগ্গুলু—উদররোগী দুগ্ধমাত্র ভোজন করিয়া, একমাস

গুগ্‌গুলু (গোমূত্রসহ) সেবন করিবে। (চিঃ ১৮ অঃ)। **সুশ্রুত—উরুস্তম্ভে গুগ্‌গুলু**—উরুস্তম্ভরোগী গোমূত্রের সহিত উত্তম গুগ্‌গুলু পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। **শোথে গুগ্‌গুলু**—শোথরোগী গোমূত্রের সহিত গুগ্‌গুলু পান করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। (৩) **কর্ণদৌর্গন্ধ্যে গুগ্‌গুলু**—পূতিকর্ণে গুগ্‌গুলুর ধূম হিতকর। (উঃ ২১ অঃ)। **বাগ্‌ভট—শ্বাসে গুগ্‌গুলু**—শ্বাসরোগী গব্যঘৃতদ্বারা আপ্লুত বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। **চক্রদত্ত—গৃধ্রসীরোগে গুগ্‌গুলু**—রাস্নার সূক্ষ্মচূর্ণ ৮ তোলা ও ১০ তোলা বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু, গব্যঘৃতের সহিত মর্দ্দনান্তে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, উষ্ণোদকের সহিত প্রাতঃকালে, গৃধ্রসীবাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী সেবন করিবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (২) **ক্রোষ্টুকশীর্ষবাতব্যাধিতে গুগ্‌গুলু**—যাহার "শিবামুণ্ড" বাতব্যাধি হইয়াছে তাহাকে গুড়ূচী ও ত্রিফলার কাথসহ উত্তম গুগ্‌গুলু সেবন করাইবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (৩) **বিদ্রধিতে গুগ্‌গুলু**—কফজবিদ্রধিরোগী গোমূত্রসহ গুগ্‌গুলু পান করিবে। (বিদ্রধি—চিঃ)। **বক্তব্য—চরক** সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে এবং **সুশ্রুত** এলাদিবর্গে গুগ্‌গুলু পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—Volatile oil, gum resin, bitter principle.

Actions and uses—Alterative, demulcent, stimulant, tonic, antispasmodic and emmenagogue, often combined with aromatics and given in Rheumatism, scrofulous affections and nervous diseases. The compound pill known as Yogaraja Gugala, used as an alterative in enlarged glands in the neck, chronic Rheumatism, Dropsy, Gleet &c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 179).

নব্যমত—গুগ্‌গুলু, রসায়ন, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বল্য, আক্ষেপনিবারক এবং আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী। ইহা সচরাচর অন্যান্য সুগন্ধি ভেষজের সহিত মিশ্রিত করিয়া, বাত, গলগণ্ড-গণ্ডমালা এবং বাতব্যাধিতে সেবিত হইয়া থাকে। **যোগরাজগুগ্‌গুলু** রসায়ন, ইহা বাত, শোথ, "গণোরিয়া" এবং গলগণ্ডগণ্ডমালা রোগে সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্‌ ইণ্ডিয়া—আর্‌, এন্‌, কোরি, ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)। গুগ্‌গুলু স্নিগ্ধ, মৃদুরেচক, আধ্মানহর এবং রসায়ন। কুষ্ঠ, বাত, ফিরঙ্গরোগের আনুষঙ্গিক রোগবিশেষে ফলপ্রদ। ইহা বাতব্যাধি, গলগণ্ডগণ্ডমালা ও চর্ম্মরোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কদর্য্যক্ষতে ইহার মলম হিতকর। (ওয়াট্‌)।

গুঞ্জা—गुञ्जा ।

रक्तगुञ्जा, चूड़ामणिः, उच्चटा । श्वेतगुञ्जा, श्वेतकाम्भोजी, सितोच्चटा— Abrus Precatorius, *Willd.*

अन्वर्थसंज्ञा—रक्तगुञ्जायाः—"कृष्णचूड़िका," "रक्तिका," "भिल्लभूषणी"। गुञ्जा रूक्षा तथा तिक्ता वीर्य्योष्णा च प्रकीर्त्तिता। विषवैषम्यजन्तुघ्नी रोगग्रामभयापहा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः ॥ 'गुञ्जाद्वयञ्च' शीतोष्णं 'वीजं' वान्तिकरं 'शिफा'। शूलघ्नी विषहृत् 'पत्रं' वश्ये श्वेता प्रशस्यते। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च। गुञ्जाद्वयन्तु केश्यं स्यात् वातपित्तज्वरापहम्। मुखशोषभ्रमश्वास तृष्णामदविनाशनम्। नेत्रामयहरं वृष्यं वल्यं कण्डूव्रणं हरेत्। क्रिमीन्द्रलुप्तकुष्ठानि रक्ता च धवलाऽपिच। भावप्रकाशः। * मुखशोषरुजं वातं भ्रमं श्वासं तृषान्तथा। * वीजं वान्तिकरं मतम्। शूलनाशकरं मूलं पर्णञ्च विषनाशनम् ॥ वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—इन्द्रलुप्ते गुञ्जापत्रम्—"प्रच्छयित्वावगाढ़ं वा गुञ्जाकल्कैर्मुहुर्मुहुः। लेपयेदुपशान्त्यर्थं *" (चिः २० अः)। (२) वाजीकरणार्थं गुञ्जाफलम्—"उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरेणोत्तममिष्यते" (चिः २६ अः)। (३) पूतनाग्रहप्रतिषेधार्थं गुञ्जाफलम्—"* गुञ्जाश्चधारयेत्" (उः ३२ अः)। सुश्रुतः। कर्णपालीविवर्द्धनार्थं गुञ्जाफलम्—"गुञ्जाचूर्णयुते जाते माहिषे क्षीर उद्गतम्। नवनीतं तदभ्यङ्गात् कर्णपालीविवर्द्धनम्"। (कर्णरोग—चिः)। चक्रदत्तः। पित्तविसर्पे गुञ्जापत्रम्—"* पित्तविसर्पे वा गुञ्जापत्रैस्तु लेपनम्"। (चिः ३३ अः)। हारीतः। दारुणके गुञ्जाफलम्—"गुञ्जाफलैः शृतं तैलं भृङ्गराजरसेन च। कण्डूदारुणहृत् कुष्ठकपालव्याधिनाशनम्" ॥ भावप्रकाशः। गण्डमालायां गुञ्जाफलमूले—गुञ्जाफलमूलैस्तैलं तोये द्विगुणिते पचेत्। नस्याभ्यङ्गेन शमयेद्गण्डमालां सुदारुणाम्" ॥ (गण्डमाला—चिः)। (२) गृध्रस्यां गुञ्जापत्रम्—"द्विलिस्थानेषु गृध्रस्यां शिरां प्रच्छन्नवेधिताम्। गुञ्जाकल्केन लिप्ता च सद्यस्त्यजति वेदनाम्। वङ्गसेनः।

গুঞ্জার ভাষানাম—বৈদ্যকে, রক্তগুঞ্জা—চূড়ামণি ও উচ্চটা এবং শ্বেতগুঞ্জা—শ্বেতকাম্বোজী ও সিতোচ্চটা নামে ব্যবহৃত। বাঃ—কুঁচ। কোঃ—রত্তিকা। হিঃ—ঘুঁঘচি,

ঝিঁঝিটী। মঃ—গুঞ্জা। গুঃ—চণোটিরাতী। কঃ—গুলগুঞ্জে, এরডু। তৈঃ—গুলুবিন্দে। তাঃ—কারিন। উঃ—রুঞ্জ। ফাঃ—চশ্‌মেথ্‌রুস্‌। অঃ হব্‌ (সুর্থ, সফেদ্‌)। **রক্ত-গুঞ্জার অপরার্থসংজ্ঞা**—"কৃষ্ণচূড়িকা," "রক্তিকা," "ভিল্লভূষণী।

বর্ণন—গুঞ্জা পরিবেষ্টিকা লতা। শিম্বি পরিপক্ক হইলে লতার প্রতান শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। বর্ষার বারিপাতে মূল হইতে পুনঃ অভিনব প্রতান নির্গত হইয়া থাকে। শরৎকালে গুঞ্জালতা পুষ্পিত হয়। গুঞ্জার পাতা, তেঁতুলপাতার মত। **ফুল**,—শিমের ফুলের মত—কেবল তদপেক্ষা বৃহত্তর এবং গোলাপীবর্ণ। **শিম্বি**,—ছোট, প্রত্যেক শিম্বির ভিতর ২—৬টী কুঁচ থাকে। রক্ত ও শ্বেতভেদে কুঁচ প্রধানতঃ দুই প্রকার। লালকুঁচের গাত্র লাল, কাল চিহ্নযুক্ত এবং শ্বেতকুঁচের গাত্র শ্বেত, কৃষ্ণচিহ্নযুক্ত, কচিৎ বা এই কৃষ্ণ-চিহ্নের অভাব লক্ষিত হয়। গুঞ্জার বর্ণগত বৈচিত্র্য গণনীয় নহে—প্রত্যক্ষদর্শী জানেন একই লতায় এমনকি একই শিম্বির ভিতর, একটী লাল, কৃষ্ণচিহ্নান্বিত, অপরটী নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ, কোনটীর কতকটা লাল কতকটা কাল কুঁচ থাকে। ইহাও প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে লালকুঁচগুলি অর্দ্ধপক্কাবস্থা পর্য্যন্ত সমগ্র কৃষ্ণবর্ণ থাকে। গুঞ্জার মূলাপেক্ষা পত্রের স্বাদ মধুরতর। **ঔষধার্থ ব্যবহার্**—মূল, পত্র, বীজ।

বৈদ্যকে গুঞ্জার ব্যবহার।

সুশ্রুত—ইন্দ্রলুপ্তে গুঞ্জাপত্র—কেশভূমির ত্বকে কিঞ্চিৎ "আঁচড়" দিয়া পিষ্ট-গুঞ্জাপত্র লেপন করিলে টাকা নিবৃত্তি পাইয়া কেশোদ্গম হয়। (চিঃ ২০ অঃ)। (২) **বাজীকরণার্থ** গুঞ্জাফল—শোধিত গুঞ্জাফলের শস্য চূর্ণ (কাঁজিতে কিম্বা দুগ্ধে সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়) ধারোষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয়। (চিঃ ২৬ অঃ)। (৩) **পুতনাগ্রহপ্রতিষেধার্থ** গুঞ্জাফল—শিশু পুতানাগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উহাকে গুঞ্জাফল ধারণ করাইবে (উঃ ৩২ অঃ)। **চক্রদত্ত—কর্ণপালী-বিবর্দ্ধনার্থ** গুঞ্জাফল—গুঞ্জাফলের শস্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্রপূত করিবে। এই চূর্ণ মাহিষদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া, এই দুগ্ধের দধি প্রস্তুত করিবে। এই দধি হইতে যে নবনীত প্রস্তুত হইবে তাহা কাণের পাতায় মর্দ্দন করিলে কানের পাতা (কর্ণপালী) বর্দ্ধিত হয়।

হারীত—পিত্তবিসর্পে গুঞ্জাপত্র—পিত্তবিসর্পে গুঞ্জাপত্রের প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৩ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—দারুণকে** গুঞ্জাফল—গুঞ্জাফলশস্যের কল্ক এবং ভৃঙ্গরাজের স্বরস দ্বারা যথাবিধি পক্ক তিল তৈল মর্দ্দন করিলে, রুকি, খুস্কি, কেশদক্র নিবৃত্তি পায়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন গণ্ডমালায়** গুঞ্জাফল—গুঞ্জামূল ও ফলের কল্ক ও দ্বিগুণ (তৈলের দ্বিগুণ) জলসহ যথাবিধি পক্ক তিল তৈলের নস্য ও অভ্যঙ্গ করিলে

সুদারুণ গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। (গণ্ডমালা—চিঃ)। (২) **গৃধ্রসীতে** গুঞ্জাপত্র ও ফল —গৃধ্রসী রোগীর কটী কিম্বা সক্‌থির দুই তিন স্থানের সিরা প্রচ্ছন্নবেধিত করিয়া গুঞ্জাপত্রকল্ক লেপন করিলে সত্ত্বা বেদনার নিবৃত্তি হয়। (বাতব্যাধি—চিঃ)। লৌহিত্যোৎপাদক বলিয়া ফলশস্যের প্রলেপই যুক্ত। ফলশস্য ব্যবহৃত হইলে সিরাবেধ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

বক্তব্য—গুঞ্জাফল উপবিষ। **চরক**, স্থাবরবিষবর্গে (চিঃ ২৫ অঃ) গুঞ্জা পাঠ করেন নাই। **সুশ্রুত**, মূলবিষবর্গে (কঃ ২ অঃ) গুঞ্জা পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং সৌশ্রুত মতে গুঞ্জার মূল বিষ। **রসরাজসুন্দরে** লিখিত আছে "গুঞ্জা কাঞ্জিক-সংস্বিন্না প্রহরাচ্ছুধ্যতি ধ্রুবম্"। গুঞ্জাবিষের প্রতীকার প্রস্তাবে উপদিষ্ট হইয়াছে— "মেঘনাদরসোগ্রাহ্যঃ শর্করাযুক্তপানতঃ। উচ্চটায়া বিকারস্য শান্তিঃ স্যাৎ—"। মেঘনাদের বাঙ্‌লা নাম চাঁপানটে। **নব্যেরা** বলেন—গুঞ্জাফলশস্য সেবিত হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায় না, কিন্তু ক্ষতমুখে ইহার প্রলেপ বিষতুল্য ক্রিয়া করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের চর্ম্মকারেরা চর্ম্মলোভে ত্বগ্‌ভেদ পূর্ব্বক গো-শরীরে পিষ্টগুঞ্জাফলশস্যের তীক্ষ্ণাগ্রবর্ত্তি প্রবিষ্ট করাইয়া গোহত্যা করিয়া থাকে। **বৈদ্যকে** কেশভূমি আঁচড়াইয়া তাহাতে গুঞ্জাকল্কের প্রলেপ বিহিত হইয়াছে। ছিন্নাঙ্গে গুঞ্জাফলপ্রলেপের বিষকারিত্ব স্মরণপূর্ব্বক, এসকল স্থলে গুঞ্জাশস্যে গুঞ্জাপত্র ব্যবহৃত হওয়া উচিত। পঞ্জাবান্তর্গত হোসিয়ারপুর জেলায় গুঞ্জামূলকাথ গর্ভস্রাব করাইবার জন্য সেবিত হইয়া থাকে। অশুদ্ধ গুঞ্জাফল সেবিত হইলে অতিবিরেচন ও অতিবমন হইয়া বিসূচীকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। **চরকে** অন্তঃপরিমার্জ্জনার্থ গুঞ্জাফলের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। **ভাবমিশ্র** কুষ্ঠাধিকারোক্ত "মহাভল্লাতকাবলেহে" এবং **গোপাল-ভট্ট** উরুস্তম্ভাধিকারোক্ত "গুঞ্জাভদ্ররসে" সেবনার্থ গুঞ্জাফল ব্যবহার করিয়াছেন। অজ্ঞলোকে মনে করে গুঞ্জার মূলই যষ্টিমধু। উভয়েই স্বাদুত্বই বোধ হয় এই ভ্রান্তির কারণ।

Constituents.—The seeds contains some fixed oil, arabic acid, two proteid poisons, called aphyt-albuminose and paraglobulin, closely allied to principles found in snake venom, like ricin and to proteids contained in papaw juice. The root, leaves and branches contain sugar, and glycyrrhizic acid.

Actions and uses.—The seeds are harmless when eaten, but poisonous when a paste of them is applied to open wounds. Applied to the eyes they set up inflammation, œdema of the lids and ulceration of the cornea. The face and neck become swollen and the maxillary glands enlarged. Internally the seeds are demulcent, expectorant like liquorice; used in cough and gonorrhœa. The fresh leaves are chewed with

cubebs and sugar to relieve hoarseness of voice as in sore-throat and aphthæ in the mouth. In spermatorrhœa with bloody discharges, the white Abrus leaves and Henna leaves triturated with the powder of the root of holostemma rheedii with cumin seeds and sugar are given internally. With bhitrakamula the paste of the leaves is applied in skin diseases as leucoderma, and also recommended as a cure for baldness over the scalp. The infusion of the seeds should be used fresh, as in a short time it decomposes and swarms with bacteria. Boric acid may be added to prevent decomposition. It is used as an application for the eyes for the cure of pannus and old granular lids. Its use should be followed by weak solution of Alum or Borax. When applied to the inner surface it produces artifical purulent ophthalmia, varying in intensity with the frequency of the applications. It is also used for the cure of lupus and unhealthy ulcers. The paste of the seeds (1 in 4) is used as a rubefacient in sciatica, stiff shoulders and paralysis. The dried roots are made use of in the same manner as liquorice root. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 181).

নব্যমত—গুঞ্জাফলশস্য সেবন করিলে কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয় না, কিন্তু ক্ষতে ইহার প্রলেপ দিলে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে নেত্রের প্রদাহ, চোখের পাতার স্ফীতি এবং অক্ষিতারকায় ক্ষত জন্মে, মুখমণ্ডল ও গ্রীবা স্ফীত এবং কর্ণমূলসমীপস্থ গ্রন্থি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ভক্ষিত হইলে ইহা যষ্টিমধুর মত স্নিগ্ধ ও কফ-নিঃসারক, এবং কাস ও "গণোরিয়া" রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুঁচের টাট্‌কা পাতা কাবাবচিনি ও চিনির সহিত চর্ব্বণ করিলে স্বরভঙ্গ, গলক্ষত এবং মুখের শ্লেষ্মধরাকলার দধিবিন্দুবৎ শুভ্রক্ষত (Aphthæ) প্রশমিত হয়। রক্তমিশ্রিত শুক্রমেহে শ্বেতগুঞ্জার পত্র, মেউদিপাতা, জীরা ও চিনিসহ সেবন করিবে। চিতামূল ও শ্বেতগুঞ্জার পত্রের প্রলেপ চর্ম্ম বিকার বিশেষে (Leucoderma) হিতকর, টাকে ইহার প্রলেপ ভিষগ্‌গণের অনুমোদিত। গুঞ্জাফলের ফাণ্ট (infusion) প্রস্তুত করিয়াই ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু অল্পকাল মধ্যেই উহা বিকৃত এবং জীবাণুবহুল হইয়া থাকে। কিন্তু ফাণ্টে "বোরিক্‌ এসিড্‌" মিশ্রিত করিলে উহা অবিকৃত থাকে।

গুড়ূচী—गुड़ूची।

गुड़ूची, अमृता, छिन्नरुहा, वत्सादनी—Tinospora Cordifolia, *Prain.*

अन्वर्थसंज्ञा—वल्लीगुड़ूच्या:—"छिन्नरुहा," "वत्सादनी," "ज्वरनाशनी"। कन्दोद्भवाया:—"पिण्डामृता," "कन्दरोहिणी," "रसायनी"। गुड़ूची स्वरसे तिक्ता कषायोष्णा गुरुस्तथा। त्रिदोषजन्तुरक्तार्शः कुष्ठज्वरहरा परा। गुड़ूच्यागुष्मदा मेध्या तिक्ता संग्राहिणी बला। ज्वरहृट्पाण्डुवातास्रकच्छर्दिमेहत्रिदोषजित्। गुड़ूची कफवातघ्नी पित्तमेदोविशोषिणी। रक्तवातप्रशमनी कण्डूविसर्पनाशनी। 'कन्दोद्भवागुड़ूची' च कटूष्णा सन्निपातहा। विषघ्नी ज्वरभूतघ्नी वलीपलितनाशिनी। अन्यच्च—घृतेन वातं सगुड़ा विबन्धं। पित्तं सिताढ्या मधुना कफञ्च। वातास्रमुग्रं रुबुतैलमिश्रा। शुण्ठ्याऽऽमवातं शमयेद् गुड़ूची। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। ज्ञेया गुड़ूची गुरुरुष्णवीर्या। तिक्ता कषाया ज्वरनाशिनी च। दाहार्त्ति तृष्णावमिरक्तवात।—प्रमेहपाण्डुभ्रमहारिणी च॥ राजनिघण्टुः। गुड़ूची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्राहिणी कषायोष्णा लघ्वी बल्याऽग्निदीपनी। दोषत्रयामतृड्दाहमेहकासांश्च पाण्डुताम्। कामलाकुष्ठवातास्रज्वरक्रिमिवमीन् हरेत्। प्रमेहश्वासकासार्शःकृच्छ्रहृद्रोगवातानुत्। भावप्रकाशः॥ गुड़ूची ग्राहिणी बल्या त्रिदोषघ्नी रसायनी। दीपनी ज्वरहृट्छर्दिकामलावातपित्तनुत्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—रसायने गुड़ूची—"रसोगुड़ूच्यास्तु" (चि: १ अ:)। (२) विषमज्वरे गुड़ूची—"* गुड़ूच्या रसमेव वा" (चि: ३ अ:)। (३) कामलायां गुड़ूची—"* गुड़ूच्या वा रसं। शीतं मधुयुतं प्रातः कामलार्त्तः पिबेन्नरः"। (चि: २० अ:)। (४) पित्तात्मिकायां छर्द्यां गुड़ूची—* गुड़ूच्या जलं" (चि: २३ अ:)। (५) वातरक्ते गुड़ूची—"गुड़ूचीरसदुग्धाभ्यां तैलं * वातरक्तनुत्"। (चि: २८ अ:)। (६) स्तन्यशुद्ध्यर्थं गुड़ूची—"अमृतासप्तपर्णत्वक्क्वाथश्चैव सनागरम्"। (चि: ३० अ:)। चरकः॥ पित्तप्रबले वातरक्ते गुड़ूची—"पित्तप्रबले * गुड़ूचीकषायं वा" (चि: ५ अ:)। (२) अर्शःसु गुड़ूची—"एष एव * गुड़ूचीषु तक्रकल्पः" (चि: ६ अ:)।

(३) वातज्वरे गुड़ूची —"शृतशीतकषायं वा गुड़ूच्याः पिबमिवंतु (उः ३८ अः)। सुश्रुतः॥ मेहे गुड़ूची—"मधुयुक्तं गुड़ूच्या वा रसं" (चिः १२ अः)। वाग्भटः॥ बलाधानार्थं गुड़ूची—"अमृतायाः शतं चूर्णं वाससा परिशोधितम्। पृथक् पाड़र्शभागाः स्यु गुंड़माक्षिकसर्पिषाम्। यथाग्नि भक्षयेदेत नरो हितमिताशनः। नास्य कश्चिद्भवेद्व्याधि र्न जरापलितं नच। (मः खः १मः भाः। (२) जीर्णज्वरे गुड़ूची—"पिप्पली मधुसंयुक्तः क्वाथ श्छिन्नोद्भवोद्भवः। जीर्णज्वरकफध्वंसी *" (ज्वर—चिः)। (३) कामलायां गुड़ूचीपत्रम्—"गुड़ूचीपत्रकल्कं वा पिवेत्तक्रेण कामली" (कामला—चिः)। भावप्रकाशः। आमवाते गुड़ूची—"गुड़ूचीं नागरेण वा" (आमवात—चिः)। (२) ज्वरिणः शाकार्थं गुड़ूची—"पत्रं गुड़ूच्याः शाकार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत्" (ज्वर - चिः)। (३) श्लीपदे गुड़ूची—"श्लीपदघ्नो रसोऽभ्यासात् गुड़ूच्यास्तैलसंयुतः" (श्लीपद—चिः)। (४) कुष्ठे गुड़ूची—"छिन्नायाः स्वरसो वापि सेव्यमाना यथाबलम्। जीर्णे घृतेन भुञ्जीत स्वल्पं यूषोदकेन वा। अतिपूतिशरीरोऽपि दिव्यरूपो भवेन्नरः"। (कुष्ठ—चिः)। चक्रदत्तः। तिसृष्वपि छर्द्दिषु गुड़ूची—"क्वतं गुड़ूच्या विधिवत् कषायं हिम संस्थितम्। तिसृष्वपि भवेत् पथ्यं माक्षिकेण समन्वितम्" (छर्द्दि—चिः)। (२) हृदयस्थिते वायौ गुड़ूची—"हृदयानिलनाशाय गुड़ूची मरिचान्वितम्। पिवेत् प्रातः प्रयत्नेन सम्यगुष्णाम्भसा सह"॥ (वातव्याधि—चिः)। वङ्गसेनः।

গুড়ূচীর অন্বর্থ সংজ্ঞা—বল্লীগুড়ূচীর—"ছিন্নরুহা," "বৎসাদনী," "জ্বরনাশনী"। **কান্দোদ্ভবার**—"পিণ্ডামৃতা," "কন্দরোহিণী," "রসায়নী"।

গুড়ূচীর ভাষানাম—বাঃ—গুলঞ্চ। কোঃ—গুলটাই, গুল্লাই। হিঃ গিলোয়। মঃ—গুঠ্‌ঠবেল। গুঃ—গলো। কঃ—অমরদবল্লী। তৈঃ—তিপ্পতিগা, তিয়াতিক গোধুচি। তাঃ—সিন্দি, নকোদি। কণ্ঠ—গুরুঞ্চী। কাঃ—গিলাই। অঃ—গিলোই।

বর্ণন—গুড়ূচী দুই প্রকার—বল্লীগুড়ূচী ও কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী। বল্লীগুড়ূচী পরিবেষ্টিকা **লতা**। অতি পুরাণ হইলে মনুষ্যের বাহুতুল্য স্থূল হইয়া থাকে। ত্বক্ পাতলা কাগজের মত। **পাতা**, প্রায় পানের মত। **ফুল** গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত, অতিক্ষুদ্র, হরিদ্রাভশ্বেতবর্ণ। **ফল**, মটর কলায়ের মত, পাকিলে লাল হয়। আর এক প্রকার

গুড়ূচী আছে ইহার ডাঁটায় কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণাগ্র অৰ্ব্বুদাকৃতি উৎসেধ থাকে, লোকে ইহাকে পদ্মগুড়ূচী বলে। কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী সুপরিচিত ও সুলভ নহে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, সমগ্রলতা। **মাত্রা**—পত্রকল্ক—৪—৮ আনা কাণ্ডচূর্ণ ২—৪ আনা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা। স্বরস ½—২ তোলা।

বৈদ্যকে গুড়ূচীর ব্যবহার।

চরক—রসায়নে গুড়ূচী—রসায়নকামী কন্দোদ্ভবা গুড়ূচীর রস পান করিবে। (চিঃ ১ অঃ)। (২) **বিষমজ্বরে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর রস বিষমজ্বরে হিতকর। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) **কামলায়** গুড়ূচী—কামলাপীড়িত মনুষ্য প্রাতঃকালে গুড়ূচীর রস কিম্বা শীতকষায় মধুযোগে পান করিবে। (চিঃ ২০ অঃ)। (৪) **পিত্তজবমনে** গুড়ূচী—পিত্তজবমনে গুড়ূচীর ক্বাথ পান করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। (৫) **বাতরক্তে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর রস এবং দুগ্ধসহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অঃ)। (৬) **স্তন্যশুদ্ধ্যর্থ** গুড়ূচী—গুড়ূচী ও সপ্তপর্ণের ক্বাথ, শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত**—পিত্তপ্রবল **বাতরক্তে** গুড়ূচী—পিত্তপ্রবল বাতরক্তে গুড়ূচীর ক্বাথ পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। **অর্শে** গুড়ূচী—গুড়ূচী পেষণ পূর্ব্বক একটী মৃৎপাত্রের অভ্যন্তর ভাগ লেপন করিয়া, ঐ পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া দধি প্রস্তুত করিবে। অর্শোরোগীর পক্ষে এই দধিজাত তক্রপান প্রশস্ত। (চিঃ ৬ অঃ)। **বাতজ্বরে** গুড়ূচী—বাতজ্বররোগী গুড়ূচীর ক্বাথ শীতল হইলে পান করিবে। (উঃ ৩৯ অঃ)। **বাগ্‌ভট—মেহে** গুড়ূচী—মেহরোগী মধু প্রক্ষেপ দিয়া গুড়ূচীর রস পান করিবে। (চিঃ ১২ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বলাধানার্থ** গুড়ূচী—বস্ত্রপূত সূক্ষ্ম গুড়ূচীচূর্ণ ১০০ ভাগ, পুরাণ ইক্ষুগুড়, মধু এবং গব্যঘৃত প্রত্যেকে ১৬ ভাগ। মোদক প্রস্তুত করিয়া, হিতমিতাশী হইয়া অগ্নিবলানুসারে সেবন করিবে। ইহা পরম বল্য। (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)। (২) **জীর্ণজ্বরে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর ক্বাথ পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর ও কফ ধ্বংস করে। (জ্বর—চিঃ)। (৩) **কামলায়** গুড়ূচীপত্র—কামলারোগী তক্রের সহিত গুড়ূচীপত্র পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে। (কামলা—চিঃ)। **চক্রদত্ত—আমবাতে** গুড়ূচী—আমবাতগ্রস্ত মনুষ্য গুড়ূচী পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে সেবন করিবে। (আমবাত—চিঃ)। (২) জ্বররোগীর **শাকার্থ** গুড়ূচীপত্র—জ্বররোগী গুড়ূচীর পত্র শাকস্বরূপ ভোজন করিবে (জ্বর—চিঃ)। (৩) **শ্লীপদে** গুড়ূচী—তিলতৈল বা কটুতৈল-যোগে গুড়ূচীর রস সেবন করিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়। (শ্লীপদ—চিঃ)। (৪) **কুষ্ঠে**

গুড়ূচী—বলানুসারে গুড়ূচীর স্বরস পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে গব্যঘৃতের সহিত কিম্বা কিঞ্চিৎ যূষের (মুদ্গাদির) সহিত অন্ন ভোজন করিলে গলিতকুষ্ঠীও দিব্যরূপ প্রাপ্ত হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—বমনে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর শীতকষায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতপিত্তকফজ, ত্রিবিধ বমনই নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি—চিঃ)। (২) হৃদয়স্থিত বায়ুতে গুড়ূচী—বায়ু বিগুণতা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়স্থিত হইলে অর্থাৎ অস্বাভাবিকভাবে "বুক ধড়ফড়" করিলে, প্রাতঃকালে পিষ্টগুড়ূচী কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণসহ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, সন্ধানীয়, পিপাসানাশক, স্তন্যশোধক, স্নেহোপগ, তৃষ্ণানিগ্রহণ, মূত্রবিরেচনীয়, দাহপ্রশমন ও বয়ঃস্থাপন বর্গে এবং **সুশ্রুত,** আরগ্বধাদি, শ্যামাদি, পটোলাদি, কাকোল্যাদি, গুড়ূচ্যাদি ও বল্লীসংজ্ঞ বর্গে গুড়ূচী। পাঠ করিয়াছেন। যে সকল দ্রব্য আর্দ্র গ্রহণ করিবার উপদেশ আছে গুড়ূচী তাহাদের অন্যতম।

Constituents.—The root and stem contains starchy extract, bitter principle and a trace of berberine.

Actions and uses.—Fresh stem is more efficacious than the dry and is a good substitute for calumba. It is a stomachic bitter tonic, alterative, aphrodisiac, antiperiodic and demulcent, given in dyspepsia and in debility caused by repeated attacks of fever. Like peruvian barks it is a good febrifuge ; used in enlarged spleen. As an alterative given in secondary Syphilis, Rheumatism, Leprosy, skin diseases, such as Impetigo, and in Jaundice. As a diuretic and demulcent it is given in dysuria in scanty high-coloured urine due to catarrh of the bladder. The juice of the stem combined with Pakanbhed and honey, is given in Gonorrhœa. The starchy extract is nutritious, largely used in native practice in cold fevers, and seminal weakness, also in urinary affections. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., P. 31.) "Favourably spoken of by those who have tried it (T. Cordifolia) as a tonic, antiperiodic and diuretic" *Dymock*—Part I. P. 55).

নব্যমত—শুষ্কাপেক্ষা আর্দ্রগুড়ূচী অধিক ফলপ্রদ। ইহা কলম্বার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। গুড়ূচী, পাচক, তিক্তবলা, রসায়ন, বৃষ্য, জ্বরনিবারক ও স্নিগ্ধ। ইহা গ্রহণী ও পুনঃ পুনঃ জ্বরাগমন কৃত দৌর্ব্বল্যে সেব্য। গুড়ূচী "পিরুভিয়ান্ বার্কের" মত জ্বরে এবং প্লীহবিবৃদ্ধি রোগে সেবনীয়। গুড়ূচী রসায়ন বলিয়া ফিরঙ্গরোগের অবস্থা বিশেষে (secondary syphilis), বাত, কুষ্ঠ, চর্ম্মবিকারবিশেষ (Impetigo) এবং কামলা

রোগে সেব্য। স্নিগ্ধ এবং মূত্রল হেতু ইহা, মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং বস্তিগত দুষ্টশ্লেষ্মকর্তৃক রক্তবর্ণ অল্পপরিমাণ মূত্রনির্গমে হিতকর। পাষাণভেদী ও মধুসহ গুড়ূচীর রস "গণোরিয়া" রোগে সেবনীয়। গুলঞ্চের নাল পুষ্টিকর। এতদ্দেশীয় চিকিৎকগণ, শীতজ্বর, শুক্রক্ষয়কৃত দৌর্ব্বল্য এবং মূত্রদোষে ইহা ব্যাপকরূপে ব্যবহার করেন। (ক্ষোরি—২য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ)। গুড়ূচী যে বল্য, জ্বরনিবারক এবং মূত্রল ইহা বহুচিকিৎসক এবং কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে। (ডিমক্—১ম খণ্ড, ৫৫ পৃঃ)।

গোক্ষুর—গোক্ষুরঃ।

গোক্ষুরঃ, ত্রিকণ্টকঃ, স্বদংষ্ট্রঃ—Tribulus Terrestris, *Linn.* T. Lanuginosus, *Linn.*

অন্বর্থসংজ্ঞা—"গোক্ষুরঃ," "ত্রিকণ্টকঃ," "বনশৃঙ্গাটঃ," "কণ্টফলঃ," "ক্ষুরকঃ," "স্বদংষ্ট্রঃ," "চণপত্রকঃ,"। স্বদংষ্ট্রঃ বৃংহণো বৃষ্যস্ত্রিদোষশমনোঽগ্নিকৃৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মকৃচ্ছ্রঘ্নঃ প্রমেহবিনিবর্ত্তকঃ। অন্যচ্চ—গোক্ষুরো মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নো বৃষ্যঃ স্বাদুঃ সমীরজিৎ। মূত্রকৃদ্রোগশমনো বৃংহণো মেহনাশনঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ স্যাতামুভৌ গোক্ষুরকৌ সুশীতলৌ। বলপ্রদৌ তৌ মধুরৌ চ বৃংহণৌ। কৃচ্ছ্রাশ্মরীমেহবিদাহনাশনৌ। রসায়নৌ তত্র বৃহদ্গুণঃ পরঃ। রাজনিঘণ্টুঃ। গোক্ষুরঃ শীতলঃ স্বাদুর্বলকৃদ্বস্তিশোধনঃ। মধুরো দীপনো বৃষ্যঃ পুষ্টিদস্ত্বাশ্মরীহরঃ। প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃকৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ। ত্রিকণ্টশাকং বৃষ্যং স্যাত্তিক্তং স্রোতোবিশোধনম্। ভাবপ্রকাশঃ। গোক্ষুরোমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নো বল্যো বৃষ্যোঽনিলাপহঃ। তিক্তং গোক্ষুরকং শাকং বৃষ্যং স্রোতোবিশোধনম্। রাজবল্লভঃ। বীজং গোক্ষুরকং শীতং মূত্রলং শোথবারণম্। বৃষ্যমায়ুষ্করং মূত্রমেহনুৎ কৃচ্ছ্রনাশনম্। আত্রেয়সংহিতা।

বৈদ্যকে ব্যবহার—অশ্মর্য্যাং গোক্ষুরঃ—"গোক্ষুরকো মূত্রকৃচ্ছ্রানিলহরাণাম্" (সুঃ ২৪ অঃ)। (২) মূত্রমার্গাৎ সরক্তং প্রবৃত্তে মূত্রে গোক্ষুরঃ—গোক্ষুরকৈঃ শৃতম্বা" (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) অশ্মর্য্যাং গোক্ষুরঃ—"চূর্ণং শ্বদংষ্ট্রাফলবীজ পিবন্।

ক্ষীরেণ চৈবাষ্টগুণেন পেয়ম্"। (চিঃ ২৬ অঃ)। চরকঃ। অশ্মরীভেদনার্থং গোক্ষুরঃ—"ত্রিকণ্টকস্য বীজানি চূর্ণং মাক্ষিক—সংযুতম্। অবিক্ষীরেণ সপ্তাহ-মশ্মরীভেদনং পিবেৎ" (চিঃ ৭ অঃ) সুশ্রুতঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুরঃ—"ক্বাথং গোক্ষুরবীজস্য যবক্ষারযুতং পিবেৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রকৃচ্ছ্রস্য পীতঃ শীঘ্রং বিনাশয়েৎ" (মূত্রকৃচ্ছ্র—চিঃ)। (২) আমবাতে গোক্ষুরঃ—"শুণ্ঠীগোক্ষুরক-ক্বাথঃ প্রাতঃ প্রাতঃ নিষেবিতঃ। সামে বাতে কটীশূলে পাচনং রুক্প্রণাশনম্"॥ (আমবাত—চিঃ)। বৃন্দঃ।

গোক্ষুরের ভাষানাম—বাঃ—গোখ্রি। কোঃ—গোক্ষুরকাঁটা। হিঃ—গোখুরু, ছোটেগোখরু, গোরখুল। মিঃ—গোকাটু। গুঃ—গোখরু। তৈঃ—পালেরু। উঃ—গোখরা। ফাঃ—তুরস্বেথার খস্ক। অঃ—বজ্রুল্‌খস্ক, বক্‌লতল্‌খার, খস্‌ক্। **গোক্ষুরের অন্বর্থ সংজ্ঞা**—'ত্রিকণ্টক," "বনশৃঙ্গাটঃ," "কণ্টফল," "ক্ষুরক," "শ্বদংষ্ট্রা," "চণকক্রম"।

বর্ণন—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে গোক্ষুর দ্বিবিধ। ক্ষুদ্রগোক্ষুরের পাতা বুটের (চণকের) পাতার মত, ফুল পীতবর্ণ, ফল ছয়টী কণ্টকযুক্ত। বৃহৎগোক্ষুরের ক্ষুপ, হ্রস্ব, পত্র শ্বেতাভ, ফুল—শ্বেত ও পীতবর্ণ, ফল—মার্কেলের মত, পাঁচকোণা এবং চারিকোণে ৪টী কণ্টক বিদ্যমান। বৃহৎগোক্ষুরের বীজ আর্দ্র নবীনাবস্থায় সুগন্ধি স্বাদে কষায়। ডিমক্ Pedalimu Murex, *Linn.* উদ্ভিদের নাম বড়গোক্ষুর লিখিয়াছেন। ইহা দাক্ষিণাত্যে প্রচুর জন্মে। ইহার কাঁচা গাছে একপ্রকার বোট্‌কা গন্ধ আছে। কচি ডাল যদি জলে কিছুক্ষণ নাড়া যায় তাহা হইলে জল অণ্ডলালের মত গাঢ় ও পিচ্ছিল হইয়া পড়ে। গোয়ালারা দুধে জল মিশাইয়া সেই দুধে ইহার ডাল একবার নাড়িয়া লয়, তাহাতেই দুধ ঘন হইয়া যায়। ইহার ফল কণ্টকযুক্ত। কঙ্কন দেশের লোকে ফলের গুঁড়া ঘৃত ও চিনি যোগে "পোষ্টাই" বলিয়া ব্যবহার করে। ইহাও বৃহৎ গোক্ষুর কিনা ঠিক্ বলা যায় না। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র—ফল। পত্র—শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। ফলচূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে গোক্ষুরের ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যাগ্রন্থে গোক্ষুর—মূত্রকৃচ্ছ্রহর ও বায়ুনাশক দ্রব্যের মধ্যে গোক্ষুর শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **সরুক্ মূত্রনির্গমে** গোক্ষুর—মূত্রত্যাগ কালে বেদনা বোধ হইলে গোক্ষুরের ক্বাথ পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) **অশ্মরীতে** গোক্ষুর—গোক্ষুরের স্বরস (অভাবে ক্বাথ) এবং ঘৃতের অষ্টগুণ গব্যদুগ্ধসহ যথাবিধি গব্যঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সঞ্চিত অশ্মরী নির্গত হইয়া থাকে। (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত—অশ্মরীভেদনার্থ** গোক্ষুর—গোক্ষুরচূর্ণে মধু মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত

পান করিলে সপ্তাহ মধ্যে সঞ্চিত বৃহৎ অশ্মরী চূর্ণ হইয়া নির্গত হইয়া থাকে। চিঃ ৭ অঃ)। **চক্রদত্ত**—**শকৃজ্জ মূত্রকৃচ্ছ্রে** গোক্ষুর—গোক্ষুরের কাথ যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে নিরন্তর মলবেগ ধারণ জন্য যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহা নিবৃত্তি পায়। (মূত্রকৃচ্ছ্র—চিঃ)। (২) **আমবাতে** গোক্ষুর—শুণ্ঠী ও গোক্ষুরের কাথ প্রাতে সেবন করিলে আমবাতাশ্রিত কটীশূল প্রনষ্ট হয়। (আমবাত—চিঃ)। **বক্তব্য**—**চরক**, অনুবাসনোপগ, মূত্রবিরেচনীয় ও শোথহর বর্গে এবং **সুশ্রুত**, বিদারিগন্ধাদি, বীরতর্ব্বাদি এবং কণ্টকসংজ্ঞবর্গে গোক্ষুর পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The extract of the powdered fruits contains an alkaloid, a resion, probaly the source of the aroma, fat and mineral matter 14 p. c.

Actions and uses.—Alterative, diuretic, demulcent, and aphrodisiac. An infusion is used to releive painful micturition to increase the flow of urine, and as a vehicle for diuretic medicines in Dysuria, Gonorrhœa, urinary disorders, and for the relief of noctnrual emissions, incontinence of urine and impotence ; its action closely resembles that of buchu and nva ursi. It is generally given with hyoscyamus and opium. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 149).

নব্যমত—গোক্ষুরবীজ, রসায়ন, মূত্রজনক, স্নিগ্ধ এবং বৃষ্য। গোক্ষুরের শীতকষায়, কষ্টপ্রদ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছায় সেবন করিতে দিলে মূত্রের স্রাব বর্দ্ধিত করিয়া যন্ত্রণার লঘুতা জন্মাইয়া থাকে। গোক্ষুর মূত্রকৃচ্ছ্র, "গণোরিয়া" এবং বিবিধ মূত্রদোষের পীড়ায় ব্যবহৃত ঔষধের অনুপানরূপে সেবিত হইয়া থাকে ইহা সেবিত হইলে, মূত্রবেগ ধারণের অশক্তি, স্বপ্নদোষ এবং পুরুষত্বহানি প্রশমিত হয়। এস্থলে গোক্ষুর "বুচু" (Barosma Betulina, B. p.) এবং "উভাঅর্সি"—(Arctostaphylos Uva Ursi, B. p.) তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে ; ইহা প্রায়ই খোরাসানি যমানী এবং অহিফেনের সহিত প্রযুক্ত হয়। (কোরি—২য় খণ্ড, ১৪৯ পৃঃ)।

গোধাপদী—गोधापदी।

गोधापदी ,हंसपादी गोधावती—Cissus Vitiginea, *Linn.*

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"**गोधावती गोड्डालिया इति ख्याता**" **शिवदासः। हंसपादी कटूष्णा स्याद्विषभूतविनाशनी। भ्रान्त्यपस्मारदोषघ्नी विज्ञेया च**

रसायनी। राजनिघण्टुः॥ हंसपादी गुरुः शीता हन्ति रक्तविषव्रणान्। विसर्प-दाहातीसारलुताभूताग्निरोहिणीः। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—मूत्राघाते गोधावतीमूलम् "गोधावत्या मूलं क्वथितं घृततैलगोरसै मिश्रम्। पीतं निरुद्धमचिराद्भिनत्ति मूत्रस्य संघातम् (मूत्राघात—चिः)। (२) श्लीपदकोपोत्थे ज्वरे गोधावतीमूलम्—"गोधावतीमूलयुक्तां खादेन्माषेण्डरीं नरः। जयेत् श्लीपदकोपोत्थं ज्वरं सद्यो न संशयः। चक्रदत्तः।

গোধাপদীর ভাষানাম—বাঃ—গোয়ালে লতা।

বর্ণন—ইহা বৃক্ষাশ্রিতা সুদীর্ঘ লতা। পত্রের বৈচিত্র্যানুসারে গোয়ালেলতা তিন প্রকার—বড় গোয়ালে, ছোট গোয়ালে, ছয় আঙুলে গোয়ালে। শেষোক্ত জাতিই ঔষধার্থে প্রশস্ত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল।

বৈদ্যকে গোধাপদীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—মূত্রাঘাতে গোধাপদীমূল—গোধাপদীমূলের কাথে গব্যঘৃত, তিল-তৈল এবং দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (মূত্রাঘাত—চিঃ)। (২) **শ্লীপদকোপোত্থজ্বরে** গোধাবতীমূল—গোধাবতীর মূল পেষণ পূর্ব্বক পিষ্টমাষ-কলায়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণে শ্লীপদ (গোদ) জন্য জ্বর নিঃসংশয় নিবৃত্তি পায়। (শ্লীপদ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকের "দশেমানি"তে গোধাপদীর উল্লেখ নাই। সৌশ্রুত বিদারীগন্ধাদি-গণের টীকায় **ডল্হণ** লিখিয়াছেন—"হংসপাদী মধুস্রবা হংসপাদাকারপত্রা পীতপুষ্পা জলযুক্ত-দেশজাতা হংসপাঙ্গী ইতিলোকে প্রসিদ্ধা"। আমরা পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের দৃষ্টান্তানুসারে হংসপাদী শব্দ গোধাপদীর পর্য্যায়রূপে পাঠ করিয়াছি। ডল্হণোক্ত হংসপাদী পৃথক্ উদ্ভিদ্।

Actions and uses—The leaves are astringent. The decoction is used to check uterine and other fluxes. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 136).

নব্যমত—গোয়ালিয়ার পাতা কষায় ও ধারক। মূলকাথ, রক্তমূত্রণ কিম্বা অন্যবিধ রক্তস্রাব রোধ করিতে পারে। (কোরি—২য় খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ)।

গোধূম—गोधूमः।

गाधुमः—Triticum Vulgari, *Linn.* T. Stivum, *Lam.*.

वृष्यः शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनो वातपित्तहा। सन्धानो वृंहणो वल्यो गोधुमः स्थैर्य्यकृत् सरः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। गोधूमः स्निग्धमधुरो वातघ्नः पित्तदाहकृत्। गुरुः श्लेष्मामदो वल्यो रुचिरो वीर्य्यवर्द्धनः। स्निग्धोऽन्योलघुगोधूमो, गुरुर्वृष्यः कफापहः। आमदोषकरो वल्यो मधुरो वीर्य्यपुष्टिदः। राजनिघण्टुः॥ सन्धानकृद्वातहरो गोधूमः स्वादुशीतलः। जीवनो वृंहणो वृष्यः स्निग्धः स्थैर्य्यकरो गुरुः। 'नान्दीमुखी' 'मधूली' च मधुरस्निग्धशीतले। चरकः—सूः २७ अः। गोधूम उक्तो मधुरोगुरुश्च। वल्यः स्थिरः शुक्ररुचिप्रदश्च। स्निग्धोऽतिशीतोऽनिलपित्तहन्ता। सन्धानकृत् श्लेष्महरः सरश्च॥ सुश्रुतः—सूः ४६ अः। गोधूमो मधुरः शीतो वातपित्तहरोगुरुः। कफशुक्रप्रदो वल्यः स्निग्धः सन्धानकृत् सरः। जीवनो वृंहणो वर्ण्यो व्रण्योरुच्यः स्थिरत्वकृत्। 'मधूली' शीतला स्निग्धा पित्तघ्नी मधुरा लघुः। शुक्रला वृंहणी पथ्या तद्वत् 'नान्दीमुखः' स्मृतः। भावप्रकाशः। गोधूमः स्थैर्य्यकृद्वृष्यः स्निग्धः शीतः सरो गुरुः। सन्धाता वृंहणो वल्यो जीवनो वातपित्तहा। चक्रपाणिः॥ गोधूमो वृंहणो वल्यो जीवनो वातपित्तहा। वृष्यो स्निग्धो गुरुः शीतः सन्धाता स्थैर्य्यकृत् सरः। राजवल्लभः॥ गुरुर्मधुरविष्टम्भी वृष्यो वल्योऽथ वृंहणः। ईषत्कषायमधुरो गोधूमःस्यात्त्रिदोषहा। हारीतः॥

वैद्यके व्यवहारः—अस्थिभग्ने गोधूमः—"सघृतेन * गोधूमे *। सन्धियुक्तेऽस्थिभग्ने च पिवेत् क्षीरेण मानवः। (भग्न—चिः)। चक्रदत्तः॥ कफशूले जीर्णगोधूमः—"मधुना जीर्णगोधूमं कफशूले प्रयोजयेत् (शूल—चिः)। (२) हृदामये गोधूमः—"तैलाज्यगुड़विपक्वं चूर्णं गोधूमपार्थोत्थम्। पिवति पयोभुक् स भवति गतसकलहृदामयः पुरुषः। भावप्रकाशः॥

গোধূমের ভাষানাম—বাঃ—গম। হিঃ—গেহুঁ সিং—তিরিনুগু। মঃ—গহুঁ। গুঃ—ঘউ। কঃ—গোদী। তৈঃ—গোধুম্। ফাঃ—গন্দুম্। অঃ—হিণ্ডে। পাঃ—থানক্। ইঃ—হুইট্।

গোধূমের জেন্ম—ভারতবর্ষে মধ্যে পঞ্জাব, মুলতান, রাজপুতানা, সিন্ধু, অযোধ্যা,

ধলপুর, জব্বলপুর, নরসিংহপুর, হোসেঙ্গাবাদ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী, কাঠিয়াবাড় এবং ইংলণ্ড, ব্রহ্ম ও চীনদেশে প্রচুর গোধূম জন্মে। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার গোধূমের আবাদ হয়। কার্ত্তিক হইতে মাঘের প্রথম পর্য্যন্ত বপনের কাল এবং বৈশাখে ছেদনের উপযুক্ত হয়। ইংলণ্ডে শরৎ ও বসন্তকালে দুই জাতীয় গোধূমের চাস হইয়া থাকে। চীনদেশে শীত ও বসন্ত ঋতুতে হো-নন, শেন-সি, শান-সি, শান-তুঙ্গ ও পে-চি-লি নাম স্থানে গোধূমের চাষ হইয়া থাকে। পঞ্জাবে নানাজাতীয় গোধূম জন্মে তন্মধ্যে দুই প্রকার গোধূমের শুঁয়া আছে। একের রুটী কাল অন্যের রুটী কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণের হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একপ্রকার সমধিক শুভ্র গোধূম জন্মে ইহার নাম "দাদখানি"। মূলতানের গমে শুঁয়া নাই। অযোধ্যায় চারিপ্রকার গোধূম জন্মে—সফেদ্, মোরিলবা, রমোদবা ও লালিয়া। মোরিলবার শুঁয়া নাই। বোম্বাই দেশের গম অপেক্ষাকৃত শুভ্র। ইহা কাঠিয়াবাড় জেলার গম অপেক্ষা ভারী। কাঠিয়াবাড়ের গমের ময়দা কিছু কাল হয়। **ভাবমিশ্র** বলেন—গোধূম তিনপ্রকার—মহাগোধূম, মধূলী ও দীর্ঘগোধূম। মহাগোধূম (বড়গোধূমা) পশ্চিম দেশ হইতে আনীত। মধূলীগোধূম এতদপেক্ষা কিছু ছোট। ইহা মধ্যদেশে (দেহ্লী, আগরা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে) জন্মে। দীর্ঘগোধূমের শুঁয়া নাই, ইহাকে নান্দীমুখ বলে।

বৈদ্যকে গোধূমের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—অস্থিভঙ্গে গোধূম—যাহার অস্থি ভগ্ন হইয়াছে তাহাকে গব্যঘৃত ও দুগ্ধসহ পুরাণ গোধূমচূর্ণ সেবন করাইবে। (ভগ্ন—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ কফশূলে** জীর্ণগোধূম—কফশূলী মধুর সহিত পুরাণ গোধূম চূর্ণ করিয়া সেবন করিবে। (শূল—চিঃ)। (২)**হৃদ্রোগে** গোধূম—গোধূম ও অর্জ্জুনত্বক্‌চূর্ণ সমভাগে লইয়া, তিলতৈল ও ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ভাজিয়া, জল ও গুড়যোগে মোহনভোগের মত পাক করিবে। দুগ্ধমাত্রভোজী হইয়া ইহা ভোজন করিলে মনুষ্য হৃদ্রোগমুক্ত হইতে পারে। (হৃদ্রোগ—চিঃ)।

Constituents.—Wheaten flour contains all the constituents of wheat except cellulose, a part of starch, sugar and a large proportion of gluten, hence of less nutritive value than brown bread. It contains albuminoids 13·4 p. c., starch 68·4, oil 1·2, fibre 2·7, ash 1·7, free extractive 6·7, and sachhorine matter. The ash contains phosphoric acid. The flower contains nitrogenated principles chiefly gluten or vegetable fibrin, vegetable coseine and fat.

Actions and uses.—Wheat stareh is nutritive, restorative, demulcent and emollient. It is used by women to check profuse menstruation

and in Leucorrhœa. As an emollient, it is dusted over the inflamed skin as in burns, scalds &c. It also makes an excellent binding material in bandage. The bran is used for making poultices. Starches—These are hydrocarbons found in vegetable food and represent fats in animal food. They' are heat-producing agents, and do not enter into the structure or into the repair of the waste of tissues; for the well being of humane frame about 14 ozs. of hydrocarbon is necessary. In vegetable food, starch and sugar exists in four or five times the quantity of proteid material. Wheat contains starch in very large quantity. When taken in excess it delays tissue metamorphosis, deposits fat and increases the production of adipose tissue and leads to flatulence and acidity. It often poduces sugar in the urine. Given in disorders of the stomach and intestines as Diarrhœa, Dysentery, in hepatic disorders, in Bright's disease, Alcoholism, gout and Rheumatism. In fevers, these carbo-hydrates are very useful in supporting life and in preventing starvation and exhaustion due to want of fuel food. (*Metaria Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 646).

নব্যমত—গোধূমশ্বেতসার, পোষক, স্বাস্থ্যানুবর্ত্তক এবং স্নিগ্ধ। প্রচুর আর্ত্তবরজঃস্রাবরোধার্থ এবং প্রদরে স্ত্রীলোকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অগ্নি বা উষ্ণ বস্তু দ্বারা দগ্ধস্থান এতদ্দ্বারা অবধূলিত করা হয়। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে মেদোবৃদ্ধি, উদরাধ্মান, বিদগ্ধাজীর্ণ এবং মূত্রে শর্করা জন্মে। ইহা যকৃদ্বিকৃতিজাত রোগ, শোথবিশেষ, (Bright's disease) মদাত্যয়, আমবাত রোগের পথ্য। (ক্ষোরি ২য় খণ্ড, ৬৪৬ পৃঃ)।

घृतकुमारी—घृतकुमारी।

कुमारी, गृहकन्या. कन्या—Aloe Indica, *Royle*. A. Perfoliata, *Roxb*. A. Vera (Common Aloe). Perryi (Socotrine Aloe). A. Abyssinica (Jaferabod Aloe).

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"स्थलेरुहा"। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"स्थूलदला," "दीर्घपत्रिका," "कण्टकप्राहृता," "विपुलस्रवा"। गृहकन्या हिमा तिक्ता मदगन्धि कफापहा। पित्तकासविषश्वासकुष्ठघ्नी च रसायनी। राजनिघण्टुः। कुमारी भेदिनी शीता तिक्ता नेत्र्या रसायनी। मधुरा बृंहणी बल्या वृष्या

রাজবিষপ্রণুত্। গুল্মপ্লীহযকৃদ্বৃদ্ধি কফজ্বরহরী হরেত্। গ্রন্থ্যগ্নিদগ্ধবিস্ফোট-পিত্তরক্তত্বগামযান্। ভাবপ্রকাশ:।

বৈদ্যকে ব্যবহার:—কামলাযাং কুমারী—"অপহরতি কামলার্ত্তিং নস্যেন কুমারীকা জলং সদ্য:" (কামলা—চি:)। (২) গুল্মে কুমারী—"গুল্মী কুমারিকামাংসং কর্ষার্দ্ধং গোঘৃতান্বিতম্" (গুল্ম—চি:)। ভাবপ্রকাশ:। প্লীহ্নি কুমারী—"নিশাচূর্ণযুত: কন্যারস: প্লীহাঽপচীহর:"। শার্ঙ্গধর:।

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"স্থলেরুহা" পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"দীর্ঘপত্রিকা," "স্থূলদলা," "কণ্টকপ্রাবৃতা," "বিপুলস্রবা"। ঘৃতকুমারীর ভাষানাম—বাঃ—ঘৃতকুমারী। হিঃ—ঘিবকুমার কুবরপাট। সিং—কোমারিকা কোঃ—ঘিৱকঞ্চন। মঃ—কোরফড, কোরফান্টা। গুঃ—কুবার। কঃ—লোয়িসর। তৈঃ—পিন্নগোরিকণ্টলবন্দ। ফাঃ—দরখতেসিন্ন। অঃ—মুস্বর।

বর্ণন—উপরিলিখিত অন্বর্থ পর্য্যায়শব্দগুলি দ্বারাই ইহা যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। ঘৃতকুমারীর যষ্ট্যাকৃতি পুষ্পদণ্ড হইতে লেবু রঙের ফুল বাহির হয়—এই ফুলের জন্যই ঘৃতকুমারী "ভৃঙ্গেষ্টা"। ঔষধার্থ ব্যবহার—ঘৃতকুমারীর রস হইতে মুসব্বর প্রস্তুত হয়। চরক, সুশ্রুত ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে কুমারী কিম্বা মুসব্বরের উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণের গ্রন্থে আমরা কুমারীর উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু মুসব্বরের ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না। মুসব্বর চর্ম্মবদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছদেশ হইতে আনীত বলিয়া বোধ হয় ইহার ব্যবহারে কুণ্ঠা জন্মিয়া ছিল। ঘৃতকুমারীর শস্য ১—২ তোলা। মুসব্বর ½—১ আনা।

বৈদ্যকে ঘৃতকুমারীর ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—কামলায় কুমারী—কামলারোগী ঘৃতকুমারীর রসে নস্য করিলে কামলা প্রশমিত হয় (কামলা—চিঃ)। (২) গুল্মে কুমারী—গুল্মরোগী গব্যঘৃত যোগে ঘৃতকুমারীর শাঁস সেবন করিবে (গুল্ম—চিঃ)। শার্ঙ্গধর—প্লীহায় কুমারী—হরিদ্রাচূর্ণ যোগে ঘৃতকুমারীর রস সেবন করিলে প্লীহা ও অপচীরোগ প্রশমিত হয়।

বক্তব্য—মুসব্বর প্রধানতঃ চারি প্রকার:—(১) সকোট্রাইন, (২) এরেবিয়ান, (৩) জাফিরাবাদ, (৪) মহীশূর।

সকোট্রাইন্ মুসব্বর প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃতকুমারীকুপের সন্নিহিত স্থানে ক্ষুদ্রকায় ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া, সেই স্থলে ছাগচর্ম্ম বিস্তৃত করে এবং পরিপুষ্ট, কর্ত্তিত ঘৃতকুমারী পত্রাবলীর কর্ত্তিত প্রান্ত ছাগচর্ম্মাবৃত বিবরের অভিমুখী করিয়া বৃত্তাকারে ৩।৪

থাকে সজ্জিত করিয়া রাখে। প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যে কর্ত্তিত প্রান্ত হইতে মৃদুভাবে সমস্ত রস প্রবাহিত হইয়া ছাগচর্ম্মে সঞ্চিত হয়। এই রস বর্ণতঃ ফিকে পীত। ইহার স্বাদ ও গন্ধ অদ্ভুত। অনন্তর সঞ্চিত রস চর্ম্মবিনির্ম্মিত পুটকে (থলে) স্থাপন করে এবং এইরূপ তরলাবস্থাতেই ইহা মস্কট ও আরব দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। মাসাবধিকাল এই ভাবে থাকিলে, ইহার জলীয়াংশ পরিশুষ্ক হইয়া গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং পশ্চাত্তে জমাট বাঁধিয়া কঠিন হয়। এই কঠিনাবস্থাতেই ইহা ভিন্ন দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। চর্ম্মবদ্ধ সকোট্রাইন্ মুসব্বর জাঞ্জিবর এবং লোহিতসাগরতীরবর্ত্তী বন্দর হইতে বোম্বাই সহরে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই মুসব্বরে প্রচুর চর্ম্মখণ্ড এবং প্রস্তরাদি মিশ্রিত থাকে। বোম্বাই সহরে আনীত হইলে ইহা চর্ম্মপুটক হইতে নিষ্কাশিত হইয়া বাক্সে স্থাপিত ও য়ুরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে। **উত্তম সকোট্রাইন মুসব্বর** দেখিতে কটাসোণালী রঙের, উপরি কঠিন, অভ্যন্তর কোমল ও এক প্রকার বিচিত্র সুগন্ধযুক্ত। ইহার কণা বা চূর্ণ কটা লেবুরঙ্গের, কচিৎ ইহা প্রায় তরলাবস্থাতেই থাকে।

এরেবিয়ান্ অর্থাৎ **আরবদেশজাত মুসব্বর**—এডেন্ নামক বন্দর হইতে এদেশে আনীত হয় বলিয়া লোকতঃ ইহা প্রসিদ্ধ। **প্রস্তুত প্রণালী**—ঘৃতকুমারীর স্থূলপত্র পেষণপূর্ব্বক যাবৎ তন্নিস্থত রস তরল না হয় তাবৎ পদতলে মর্দ্দন করে। কিছুদিন পরে এই রস গাঢ় হয় তখন চর্ম্মপুটকে বদ্ধ করিয়া যাবৎ শুষ্ক না হয় তাবৎ রৌদ্রে রাখিয়া দেয়। এইরূপ কদর্য্য প্রণালীতে প্রস্তুত করে বলিয়াই আরবদেশীয় মুসব্বর তাদৃশ উত্তম হয় না। আরবীয় ও পারসীয় গ্রন্থকারগণ আরবীয় মুসব্বরাপেক্ষা সকোট্রাইন মুসব্বরের উপাদেয়তা স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আরবদেশীয় মুসব্বরেরই প্রচলন অধিক। ভৈষজ্যগুণ ইহাতে যথেষ্ট বিদ্যমান। খণ্ডাকৃতি **আরবীয় মুসব্বর,** কৃষ্ণবর্ণ, সচ্ছিদ্র, ইহার ছোট ছোট টুক্‌রা পীতাভ কটারঙের এবং চিক্কণ। ইহাতে মুসব্বরের তীক্ষ্ণ গন্ধ বিদ্যমান্। সকোট্রাইন্ বা জাফিরাবাদের মুসব্বরের মত সুগন্ধি নহে। নাইট্রিক্ এসিড্ সহ মিলিত হইলে ইহা লোহিতবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

জাফিরাবাদের মুসব্বর—জাফিরাবাদ হইতে আনীত মুসব্বর বৃক্কপিণ্ডাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহাতে চক্‌চকে কা'ট আছে। ক্ষুদ্র টুক্‌রাগুলি পীতাভকটা, চক্‌চকে; ইহার চূর্ণ ফিকেপীতবর্ণ। গন্ধ, মুসব্বরের গন্ধও কিঞ্চিৎ অনুভূত হয়। নাইট্রিক্ এসিডের সহিত মিশ্রিত করিলে ইহা লোহিতবর্ণ হয় না।

মহীশূর—মুসব্বর—যে জাতীয় ঘৃতকুমারীর পত্ররস হইতে এই মুসব্বর প্রস্তুত হয় সম্ভবতঃ তাহা A. Veraরই জাতিভেদ। মহীশূর মুসব্বর শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

Constituents.—Aloin ; resins 30 to 50 p. c., volatile oil and ash 1 p. c., also aloetic and chrysammic acids. The odour is due to the volatile oil.

Actions and uses—Hepatic, stimulant, cathartic, emmenagogue and vermifuge ; in small doses stomachic. hepatic, tonic and astringent. It stimulates the mammæ, liver and the pelvic organs, giving rise to abortion, hæmorrhoids, and priapism in the male ; and the milk in the female assumes a purgative quality ; in large doses it is an indirect emmenagogue and cathartic. It acts chiefly on the lower half of the large intestines and especially on the rectum producing copious soft stools with some griping and pain. It diffuses into the blood and is eliminated by the mucous membranes of the colon. It is chiefly given in fevers and enlarged glands as the liver, spleen &c. It is rubbed round the naval to open the bowels in young children. It is commonly given with honey to children (newly born) to hasten expulsion of the meconium. I has a slow but certain action in constipation, dependant upon fever and debilitating diseases due to old age, to sedentary habits and to repeated pregnancies. In hæmorrhoids with mucous discharges it is very useful. As an enema it is used to expell ascarides. Aloes with myrrh nuxvomica and iron is useful in amenorrhœa, hypochondriasis, atonic dyspepsia and constipation. As a local stimulant it acts favourably in skin diseases. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., pp. 609-10).

নব্যমত—মুসব্বর যকৃতের ক্রিয়াবর্দ্ধক, মৃদুরেচক, আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী এবং কৃমি নিঃসারক। অল্পমাত্রায় পাচক, যকৃতের বলর্দ্ধক এবং ধারক। মুসব্বর সেবিত হইলে স্তন যকৃৎ এবং কট্যাভ্যন্তরস্থিত ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হয়, সুতরাং গর্ভস্রাব অধোগরক্তপ্রবৃত্তি, এবং পুংশরীরে সতত উত্তেজিত ভাবে অবস্থান, জন্মাইয়া থাকে। মুসব্বর সেবন করিলে রমণীগণের স্তন্যও রেচনীশক্তি প্রাপ্ত হয়। অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে রজঃস্রাবকারী ও রেচক। মুসব্বর বৃহদন্ত্রের নিম্নাংশে বিশেষতঃ গুহ্যদেশে (Rectum) ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এবং কুন্থনের সহিত প্রচুর অকঠিন মল পাতিত করে। ভক্ষিত মুসব্বর রক্তে মিশ্রিত ও সঞ্চালিত হইয়া, অন্ত্রের শ্লেষ্মবরাকলা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। শিশুগণের নাভিতে এরণ্ড-তৈলে মর্দ্দিত মুসব্বর মর্দ্দন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। সদ্যোজাতশিশুকে মধুসহ মর্দ্দিত মুসব্বর লেহন করাইলে গর্ভমল ("কাল্‌গু") স্বরায় বহির্গত হয়। বৃদ্ধবয়সের দৌর্ব্বল্যোৎ-

পাদক পীড়া, ব্যায়ামবর্জ্জনপূর্ব্বক শয্যাসনসুখে রতি এবং পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ জন্য যে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিয়া থাকে তাহা দূরীকরণার্থ মুসব্বর সেবন করা উচিত। এস্থলে মুসব্বরের ক্রিয়া ত্বরিত না হইলেও নিশ্চিত বটে। অর্শোরোগীর আমসংযুক্ত রক্তস্রাবে ইহা ফলপ্রদ। লৌহাদির সহিত সেবিত হইলে ইহা আর্ত্তবরজোরোধ বা রজঃকৃচ্ছ্র, বিমর্ষাত্মক মনোবিকার, গ্রহণী এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগে বিশেষ হিতকর। ইহার প্রলেপ চর্ম্মবিকারনাশক। (ফোরি—২য় খণ্ডঃ)।

চক্রমর্দ্দ—चक्रमर्द्दः।

चक्रमर्द्दः, एड़गजः, प्रपुन्नाटः—Cassia Alata, C. Fœtida.

अन्वर्थसंज्ञा—"मेषाक्षिकुसुमः," "दद्रुघ्नः," "शकुनाशनः," "दृढ़वीजः" "खर्ज्जूघ्नः"। चक्रमर्द्दः कटूष्णः स्यात् प्रोक्तो वातकफापहः। दद्रुकण्डूहरः कान्तिसौकुमार्य्यकरो मतः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। चक्रमर्द्दः कटुस्तीव्रमेदोवातकफापहः। व्रणकण्डूतिकुष्ठार्त्तिदद्रुपामादिदोषनुत्। राजनिघण्टुः। चक्रमर्द्दोलघुः स्वादू रूक्षःपित्तानिलापहः। हृद्यो हिमः कफश्वासकुष्ठदद्रुक्रिमीन् हरेत्। हन्त्युष्णं तत् 'फलं' कुष्ठकण्डूदद्रुविषानिलान्। गुल्मकासक्रिमिश्वासनाशनं कटुकं स्मृतम्। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—सिध्मकुष्ठे एड़गजफलम्—"एड़गजसर्ज्जरसः *। काञ्जिके युक्तास्तु पृथङ्मतमिदमुद्वर्त्तनं क्रमशो लेपाः"। (चिः ७ अः)। चरकः। गण्डमालायां चक्रमर्द्दमूलम्—चक्रमर्द्दकमूलस्य कल्कं कृत्वा विपाचयेत्। केशराजरसे तैलं कटुकं मृदुनाऽग्निना। पक्वा शेषे विनिक्षिप्य सिन्दूरमवतारयेत्। एतत् तैलं निहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्"। (२) दद्रौ चक्रमर्द्दवीजम्—चक्रमर्द्दकवीजञ्च मूलकाम्बुप्रपेषितम्। दद्रुघ्नं लेपनं कुर्य्यात् *। (कुष्ठ—चिः)। (३) अर्द्धावभेदे चक्रमर्द्दवीजम्—"* अर्द्धविभेदजित्। चक्रमर्द्दकवीजैर्व्वा लेपः काञ्जिकसाधितः"। (शिरोरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

চক্রমর্দ্দের ভাষানাম—বাঃ—চাকুন্দে। কোঃ—বড়হেঞ্চা। আসাঃ—মেদেলুয়া। হিঃ—চক্রবড়, পমাড়। সিং—তোর। মঃ—টাংকাঠ্‌ঠা, তরোটা। গুঃ—কুবাথিয়ো। কঃ—চগচে। তৈঃ—তাংটামু। ফাঃ—সংজীসবোয়া। **চক্রমর্দ্দের অন্বর্থ-সংজ্ঞা**—"মেষাক্ষিকুসুম," "দদ্রুঘ্ন," "শকুনাশন," "দৃঢ়বীজ," "খর্জ্জুঘ্ন"।

বর্ণন—অনেকে চক্রমর্দ্দ ভ্রমে কাসমর্দ্দ এবং কাসমর্দ্দ ভ্রমে চক্রমর্দ্দ বর্ণন করিয়াছেন। এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ আমরা কাসমর্দ্দের সহিত তুলনায় চক্রমর্দ্দ বর্ণন করিতেছি। কাসমর্দ্দের কাণ্ড নরাঙ্গুষ্ঠাধিক স্থূল হয় না ; চক্রমর্দ্দের **কাণ্ড**, উর্ব্বর ভূমিতে নরজঙ্ঘাতুল্য স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। কাসমর্দ্দের পত্র গোল এবং প্রায় এক সাধারণ বৃন্তে ৫টীর অধিক হয় না, চক্রমর্দ্দের **পত্র** দীর্ঘ, সূক্ষ্মাগ্র এবং এক সাধারণ বৃন্তে সাতটী নয়টী কচিৎ এতদধিক দৃষ্ট হয়। চক্রমর্দ্দের পত্রসন্নিবেশের বিশিষ্টত্ব এই—ইহার প্রথম যুগ্মপত্র অন্যাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম এবং পত্রাগ্রভাগ শাখারদিকে মোড়া। কাসমর্দ্দের পুষ্প ক্ষুদ্র, ইহার **পুষ্প** বৃহৎ। কাসমর্দ্দের শিম্বি ক্ষীণ এবং গোল ইহার **শিম্বি** চ্যাপ্টা, বীজ সংখ্যানুসারে উচ্চনীচ ভাবে বন্ধুর এবং তরুণাবস্থায় শিম্বির আদ্যন্ত কতকগুলি বেগুণে রঙের চিহ্নাঙ্কিত থাকে ; চক্রমর্দ্দ বর্ষাশেষে কিম্বা শরতে পুষ্পিত হয়—পুষ্প পীতবর্ণ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ, মূলত্বক্।

বৈদ্যকে চক্রমর্দ্দের ব্যবহার।

চরক—সিধ্মকুষ্ঠে চক্রমর্দ্দফল—ধুনা এবং চাকুন্দেবীজ কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক সিধ্ম (ছুলি) স্থান তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে কিম্বা প্রলেপ দিলে সিধ্ম বিনাশ পায়। (চিঃ—৭ অঃ)। **বঙ্গসেন—গণ্ডমালায়** চক্রমর্দ্দমূল—চাকুন্দের মূলের ছালের কল্ক এবং কেশরাজের রসের সহিত যথাবিধি সার্ষপ তৈল পাক করিয়া কিঞ্চিৎ সিন্দূর প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। (গণ্ডমালা—চিঃ) (২) **দদ্রুরোগে** চক্রমর্দ্দবীজ—মূলার কাথে চাকুন্দের বীজ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৩) অর্দ্ধাবভেদকে চক্রমর্দ্দবীজ—কাঁজিপিষ্ট চক্রমর্দ্দবীজের প্রলেপ দিলে আধকপালে আরাম হয়। (শিরোরোগ—চিঃ)।

Constituents.—The seeds contain a glucosidal substance similar to emodin which agrees with chrysophanic acid in most of its properties. The leaves contain a principle similar to cathartin and a red colouring matter as in senna leaves, also mineral matters.

Actions and uses.—It has a great effect as an alterative in all kinds of skin diseases accompanied with induration as leprosy, cheloid, psoriasis &c. The juice of the leaves is applied to relieve cutaneous inflammation caused by bhilamo. The seeds, mixed, with Karanja tela (Pongamia glabra) are used locally as an application forring worm. With sour milk it is used externally in eczema. A paste of the root with lime juice is used for ring-worm also for buboes in plague. The decoction of the leaves is aperient and given to children during teething.

Locally they are used as a poultice over the boils to hasten suppuration. Lately the seeds have been used as a substitute for coffee. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 202.)

নব্যমত—চক্রমর্দ্দ রসায়ন, বিবিধ চর্ম্মরোগের মহৌষধ। ভল্লাতককৃত ত্বগ্‌গত প্রদাহে ইহার পত্ররস লেপন করা হয়। ইহার বীজ করঞ্জতৈলে পেষণ পূর্ব্বক দদ্রুতে প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। দধিপিষ্ট বীজের লেপ পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। লেবুর রসে পিষ্ট বীজকল্ক, দদ্রু এবং প্লেগের গ্রন্থিস্ফীতিতে লেপনার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্রকাথ সর অর্থাৎ মৃদুরেচক, শিশুগণের দন্তোদগমকালে এই কাথ পান করান হইয়া থাকে। পত্রের লেপ অপক্ক স্ফোটককে পক্ক করে। সম্প্রতি চক্রমর্দ্দপত্র কাফির প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২০২ পৃঃ)।

চন্দন—चन्दनम् ।

श्वेतचन्दनम्, श्रीखण्डम्, भद्रश्रीः—Santalum Album, *Linn.* **रक्तचन्दनम्**—Pterocarpus Santalinus, *Linn.* **कुचन्दनम्**—Adenanthera Pavonina, *Willd.*

अन्वर्थसंज्ञा—श्वेतचन्दनस्य—"गन्धराजं," "सर्पावासम्," "गन्धसारम्," "मलयजम्"। रक्तचन्दनस्य—"तिलपर्णम्," "प्रवालफलम्," "रक्तसारम्," "ताम्रसारम्," "क्षुद्रचन्दनम्"। कुचन्दनस्य—"रक्तकाष्ठम्," "पट्टरञ्जनम्"। कालीयकस्य—"नारायणप्रियम्," "पीतकाष्ठम्"। वर्व्वरिकस्य—"श्वेतम्," "निर्गन्धम्"। हरिचन्दनस्य—"महागन्धं," "लोहितम्"॥ 'श्रीखण्डं' शीतलं स्वादु तिक्तं पित्तविनाशनम्। रक्तप्रसादनम् वृष्यमन्तर्दाहापहारकम्। पित्तास्रविषतृड्दाहघ्नमिष्टं गुरु रूक्षणम्। सर्व्वं सतिक्तमधुरं चन्दनं शिशिरं परम्। 'रक्तचन्दन'मप्याह रक्तघ्नं तिक्तशीतलम्। रक्तोद्रेकहरं हन्ति पित्तकोपं सुदारुणम्। आदर्शान्तरे पठ्यते—रक्तचन्दनमेवं स्यादवृष्यं शीतलं मृदु। चक्षुष्यं रक्तपित्तघ्नं वर्ण्यं 'लोहितचन्दनम्'। स्वादु पाके रसे शीतं 'पतङ्गं' नातिशीतलम्। 'कुचन्दनं' तु तिक्तं स्यात् सुगन्धि व्रणरोपणम्। आदर्शविशेषे दृश्यते—स्वादु पाके रसे शीतं श्लेष्मलं नाति पित्तलम्। वातसाधारणे प्रोक्तं मुखरोगेषु शस्यते। 'कालीयकं' पवित्राख्यं शीतलं रक्तपित्तजित्। 'वर्व्वरिकस्य' गुणाः—पित्तश्लेष्मकफ-

दाहघ्नं कृमिघ्नं गुरुरक्षणम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'श्रीखण्डं' कटुतिक्तशीतल-गुणं, स्वादे कषायं कियत्। पित्तभ्रान्तिवमिज्वरकृमिहृषा, सन्तापशान्तिप्रदम्। हृद्यं वक्त्ररुजापहं प्रतनुते, कान्तिं तनोर्देहिनाम्। लिप्तं सुमनोजसिन्धुरमदा, रम्भादिसंरम्भदम्। 'श्रेष्ठ' कोटरकर्परोपकलितं, सुग्रन्थि सद्गौरवम्। छेदे रक्तमयं तथा च विमलं पीतञ्चयद्वर्षणे। स्वादस्तिक्तकटुः सुगन्धबहुलं, शीतं यदल्पं गुणे। स्तोकं चार्द्धगुणान्वितं तु कथितं, तच्चन्दनं 'मध्यमम्'। चन्दनं द्विविधं प्रोक्तं वेट्टसुकड़िसंज्ञकम्। 'वेट्ट' तु साद्रं विच्छेदं स्वयं शुष्कं तु 'सुकड़ि'। मलयाद्रिसमोपस्थाः पर्व्वता वेट्टसंज्ञकाः। तज्जातं चन्दनं यत्तु वेट्टाख्यं कथ्यते। वेट्टचन्दनमतीवशीतलं दाहपित्तशमनं ज्वरापहम्। छर्द्दिमोहतृषिकुष्ठतैमिरात् कासरक्तशमनञ्च तिक्तकम्। 'सुकड़ि'चन्दनं तिक्तं कृच्छ्रपित्तास्रदाहनुत्। शैत्यसुगन्धदं चार्द्रं शुष्कं लेपे तदन्यथा। रक्तचन्दन मतीवशीतलं तिक्तमोक्षणगदास्र-दोषनुत्। भूतपित्तकफकासज्वरभ्रान्तिजन्तुवमिजित्तृषापहम्। 'पत्राङ्ग' (कुचन्दनम्) कटुकं रुक्षमम्लं शीतं तु गौल्यकम्। वातपित्तज्वरघ्नञ्च विस्फोटो-न्मादभूतहृत्। 'पीतञ्च' शीतलं तिक्तं कुष्ठश्लेष्मानिलापहम्। कण्डुविचर्च्चिका-दद्रुकृमिहृत् कान्तिदं परम्। 'वर्व्वरं' शीतलं तिक्तं कफमारुतपित्तजित्। कुष्ठ-कण्डूव्रणान् हन्ति विशेषाद्रक्तदोषजित्। 'हरिचन्दनं' तु दिव्यं तिक्तहिमं तदिह दुर्लभं मनुजैः। पित्तटोपविलेपि च दवथुश्रमशोषमान्द्यतापहरम्। चन्दन-सामान्यगुणाः—सर्व्वाण्येतानि तुल्यानि रसतो वीर्य्यतस्तथा। गन्धेन तु विशेषः स्यात् पूर्व्वं श्रेष्ठतमं गुणैः। अन्यच्च—चन्दनानि समानानि रसतो वीर्य्यतस्तथा। भिद्यन्ते किन्तु गन्धेन तत्राद्यं गुणवत्तरम्। राजनिघण्टुः। (श्वेत) चन्दनं शीतलं रुक्षं तिक्तमाह्लादनं लघु। श्रमशोषविषश्लेष्मतृष्णापित्तास्रदाहनुत्। स्वादे तिक्तं कषे पीतं छेदे रक्तं तनौ सितम्। ग्रन्थिकोटरसंयुक्तं चन्दनं 'श्रेष्ठ'मुच्यते। 'कालीयकं' रक्तगुणं विशेषाद्व्यङ्गनाशनम्। 'रक्तं'—(चन्दनं) शीतं गुरु स्वादु छर्द्दितृष्णास्रपित्तहृत्। तिक्तं नेत्रहितं वृष्यं ज्वरव्रणविषापहम्। 'पत्राङ्ग' मधुरं शीतं पित्तश्लेष्मव्रणास्रनुत्। हरिचन्दनवद्वेद्यं विशेषाद्दाहनाशनम्। चन्द-नानि तु सर्व्वाणि सदृशानि रसादिभिः। गन्धेन तु विशेषोऽस्ति पूर्व्वं श्रेष्ठतमं गुणैः। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते चन्दनम् –“उशीरकालीयक *। पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुताः। रक्तं सपित्तं शमयन्ति सद्यः।” (चिः ४ अः)। (२) रक्तार्शसां स्निग्धरक्तसंग्रहणे चन्दनम्—“* सनागरश्चन्दनरसश्च”। (चिः ८ अः)। (३) हिक्कायां चन्दनम्—“नावयेच्च- न्दनं वापि नारीक्षीरेण संयुतम्”। (चिः २१ अः)। (४) वमने चन्दनम्— “धात्रीरसेनोत्तमचन्दनं वा”। (चिः २३ अः)। (५) रक्तातिसारे चन्दनम्— “पीत्वा सशर्कराक्षौद्रं चन्दनं तण्डुलाम्भसा। दाहतृष्णाप्रमेहेभ्यो रक्तस्रावाद्वि- मुच्यते”॥ (चिः १० अः)। चरकः॥ प्रदरे भद्रश्रीचन्दनञ्च—“दुर्गन्धि- पूयसङ्काशे मज्जतुल्ये तथाऽऽर्त्तवे। पिबेद्भद्रश्रियः क्वाथं चन्दनक्वाथमेव वा” (शाः २ अः)। (२) शुक्रमेहे चन्दनम्—“ककुभचन्दनकषायं वा” (चिः ११ अः)। (३) मञ्जिष्ठामेहे चन्दनम्—“मञ्जिष्ठामेहिनं मञ्जिष्ठाचन्दनकषायम्”। (चिः ११ अः)। सुश्रुतः॥ पित्तोत्क्लिष्टे च नेत्ररोगे चन्दनम्—“* क्षीरं चन्दनसाधितम्”। वाग्भटः॥ मूत्राघाते चन्दनम्—“सृतशीतपयोऽन्नाशी चन्दनं तण्डुलाम्बुना। पिबेत् सशर्करं श्रेष्ठ मुष्णवाते सशोणिते”॥ (मूत्रघात —चिः)। भावप्रकाशः॥ मसूरिकायां श्वेतचन्दनम्—श्वेतचन्दनकल्केन हिलमोचाभवं रसम्। पिबेन्मसूरिकारम्भे *”। (२) शिशोर्नाभिपाके चन्दनम्—* नाभिपाकेऽवचूर्णनम्। त्वक्चूर्णैः क्षीरिणां वापि कुर्य्या- च्चन्दनरेणुना”। (बालरोगाधिः)। वङ्गसेनः।

চন্দনের ভাষানাম—বাঃ—শ্বেতচন্দন। হিঃ—चन्दन। হিং—सन्दल्। কঃ—গন্ধ। গুঃ—সুখড়। ফাঃ—সন্দল্ সফেদ্। অঃ—সন্দলে অবীয়দ্। ইং—স্যাণ্ডেল্ উড্। দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রী ও তৈলঙ্গী ভাষায় চন্দন। **রক্তচন্দনের ভাষানাম**— বাঃ—রক্তচন্দন। হিঃ—লালচন্দন। মঃ—রক্তচন্দন। গুঃ—রতাঞ্জলী। কঃ—রক্তচন্দন। তৈঃ—এর্র গন্ধপুচেক্ক। তাঃ—সেন্ শাণ্ডনম্। ফাঃ—সন্দলে সুর্খ। অঃ—সন্দলে অহমর। ইং—রেড্ স্যাণ্ডেল্ উড্।

চন্দনের ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে চন্দন, রক্তচন্দন, কুচন্দন, কালীয়ক ও বর্ব্বরিক এই পাঁচ প্রকার; **রাজনিঘণ্টুতে** চন্দন (বেট্ট ও সুকড়ি), রক্তচন্দন, কুচন্দন (পত্রাঙ্গ), কালীয়ক, বর্ব্বর এবং হরিচন্দন এই ছয়প্রকার; **ভাব-**

প্রকাশে চন্দন, রক্তচন্দন, কালীয়ক (পীতচন্দন) এবং কুচন্দন (পত্রাঙ্গ বা পতঙ্গ) এই চারিপ্রকার চন্দনের গুণপর্য্যায় লিখিত হইয়াছে। রাজনিঘণ্টুতে কচিৎ শবরচন্দনেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** পৃথক্ হরিচন্দন পঠিত হয় নাই, রক্তচন্দনের পর্য্যায়েই হরিচন্দন শব্দ লিখিত হইয়াছে। **ভাবমিশ্রও** হরিচন্দনের পৃথক্ উল্লেখ না করিয়া, পীতচন্দনের পর্য্যায়ে কালীয়ক ও হরিচন্দন শব্দ পাঠ করিয়াছেন।

শ্বেতচন্দন—চন্দন শব্দে শ্বেতচন্দন, যথা—"চন্দনং গন্ধসারঞ্চ মহার্হং শ্বেতচন্দনম্" (ধন্ব: নি:)। পরিভাষাকারোক্ত "চন্দনে রক্তচন্দনম্" এই ব্যবস্থা নিঘণ্টুসম্মত নহে। চন্দন পীতাভশ্বেত সুগন্ধি কাষ্ঠ। উৎপত্তিস্থানভেদে শ্বেতচন্দন বিবিধ। মলয়পর্ব্বতোদ্ভব শ্বেতচন্দন ভদ্রশ্রী নামে প্রসিদ্ধ—"ভদ্রশ্রীশ্চ মলয়জম্"। **নিঘণ্টুদ্বয়ে** শ্বেতচন্দনের পর্য্যায়ে "গোশীর্ষ" এবং "তিলপর্ণ" শব্দ পঠিত হইয়াছে। অমরকোষের টীকাকৃৎ ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন "তৈলপর্ণগোশীর্ষে গিরী আকরাবস্য"। **তৈলপর্ণ** এবং **গোশীর্ষ** নাম পর্ব্বতজাত চন্দনবৃক্ষের সারকাষ্ঠকে তৈলপর্ণ ও গোশীর্ষ শ্বেতচন্দন বলে। এইরূপ **বেট্ট** ও **সুক্কড়** নামে আরও দুইপ্রকার শ্বেতচন্দনের উল্লেখ দেখা যায়। বেট্ট ও সুকড় চন্দনের পরিচয় নির্দ্দেশে মতভেদ আছে। রাজনিঘণ্টুকার বলেন জীবিত শ্বেতচন্দনবৃক্ষ ছেদন করিয়া যে চন্দন সংগ্রহ করা হয় তাহার নাম বেট্ট এবং স্বয়ংশুষ্ক শ্বেতচন্দনবৃক্ষের সারকাষ্ঠ সুকড় চন্দন। অন্যে বলেন, মলয়াদ্রিসমীপস্থ পর্ব্বতমালার নাম বেট্ট। এই সমস্ত পর্ব্বতজাত শ্বেতচন্দন বেট্টনামে প্রসিদ্ধ। এই মতভেদে দুইটী তত্ত্ব নিহিত আছে। স্থানভেদে এবং ছেদনের কালভেদে চন্দনের গন্ধ, বর্ণ ও তৈলের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দেখা যায়, সরস উর্ব্বরভূমিজাত সুবর্দ্ধিত চন্দনবৃক্ষাপেক্ষা প্রস্তরকঙ্করমিশ্রিত অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় জাত চন্দনবৃক্ষ ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও উহার সারকাষ্ঠে অধিক তৈল সঞ্চিত হইয়া থাকে। সারকাষ্ঠে সঞ্চিত তৈলের ন্যূনাধিক্যানুসারেই চন্দন অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। যে চন্দনবৃক্ষ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় তাহাতেই অধিক তৈল সঞ্চিত হইয়া থাকে। ৪০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। অপরিপক্ক ও পরিপক্ক কাষ্ঠের গন্ধ, বর্ণ, তৈলগত পার্থক্য অবশ্য বিদ্যমান্ থাকিবে। সুতরাং ছেদনের কালানুসারে গুণভেদ অবশ্যম্ভাবী। বর্ব্বর, বর্ব্বরপর্ব্বতোদ্ভব শ্বেতচন্দন। একথা স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য রাজনিঘণ্টুকার ইহাকে "শ্বেতবর্ব্বরক" বলিয়াছেন। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকারের মতে ইহা "নির্গন্ধ," রাজনিঘণ্টুকারের মতে ইহা "সুরভি"। এই যে পাঁচপ্রকার (গোশীর্ষ, তৈলপর্ণ, বেট্ট, সুকড় ও বর্ব্বর) শ্বেতচন্দনের উল্লেখ করিলাম এইগুলি একই বৃক্ষের কাষ্ঠ, কেবল উৎপত্তিস্থান ও সংগ্রহকালভেদে গুণান্তর প্রাপ্ত হওয়ায় নিঘণ্টুতে পৃথক্ নামে অভি-

হিত হইয়াছে মাত্র। **শ্বেতচন্দনের উৎপত্তিস্থান ও বাণিজ্য**—চন্দন বহুশাখ বৃক্ষ। বৃক্ষত্বকে দীর্ঘ বিদারণ দৃষ্ট হয়। **পাতা**, চৌড়া অপেক্ষা লম্বার বড়, অগ্রভাগ সরু নহে। **ফুল**, বহুসংখ্যক, ক্ষুদ্র, বিকাশের প্রথমাবস্থা ফিকেপীতবর্ণ পরে ঘোর বেগুণেরঙে পরিণত হইয়া থাকে। **ফল**, গোল, মসৃণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। ইহার পত্র, বৃক্ষত্বক্ ও পুষ্প মর্দ্দন করিলে কোন গন্ধ অনুভূত হয় না। মহীশূর রাজ্যে প্রচুর চন্দনবৃক্ষ জন্মে। চন্দন বিক্রয় করিয়া মহীশূরাধিপতি বার্ষিক বহুলক্ষমুদ্রা লাভ করিয়া থাকেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে চন্দন সংগ্রহ ও বিক্রয়ের জন্য নয়টী কুঠী আছে। ভূমি যাহারই অধিকারে থাকুক, তজ্জাত চন্দনবৃক্ষ রাজা ভিন্ন কাহারও কর্ত্তন করিবার অধিকার নাই। কেবল শৃঙ্গেরী মঠের গুরু জলেন্দরের জায়গীরদারগণের এই ক্ষমতা আছে যে, তাঁহারা স্ব স্ব জায়গীরস্থিত চন্দনবৃক্ষের যথাভিরুচি ব্যবহার করিতে পারেন। পূর্ব্বে চন্দনবৃক্ষ কর্ত্তন করা হইত, কিন্তু চন্দনবৃক্ষের মূলে কাণ্ডশাখা অপেক্ষা অধিক তৈল থাকে, এই তত্ত্ব অবগত হওয়ার পর, বৃক্ষ কর্ত্তিত না হইয়া উৎপাটিত হইতেছে। উৎপাটিত চন্দনবৃক্ষের ত্বক্ ও অসার কাষ্ঠ পরিত্যক্ত হয় এবং সঞ্চিত তৈল, গন্ধ ও বর্ণের ন্যূনাধিক্যানুসারে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীর চন্দন একটন্ ৫১৭ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। চন্দন, মহীশূর হইতে বোম্বাই সহরে নীত হয় এবং বোম্বাই হইতে ফ্রান্স, জার্ম্মনি ও আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া থাকে। মহীশূররাজ্যে চন্দনকাষ্ঠ চোয়াইয়া তৈল নিষ্কাশন করিবারও ব্যবস্থা আছে। চন্দনের মূল হইতেই প্রচুর ও উত্তম তৈল পাওয়া যায়। একমণ উত্তম কাষ্ঠ হইতে তিন ছটাক তৈল নিষ্কাশিত হইতে পারে। তৈল, অচ্ছ, ফিকে পীতবর্ণ। চন্দনের তৈল ও "চুয়া" একই দ্রব্য, কেবল নিষ্কাশনের প্রণালী ভিন্ন। উড়িষ্যা অঞ্চলে "চুয়া" পানের সহিত ব্যবহৃত হয়।

পীতচন্দন—নিঘণ্টুদ্বয়ে পীতচন্দন নামে কোন চন্দনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার কালীয়কের পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন—"মলয়োত্থং পীতকাষ্ঠং চতুর্থং হরিচন্দনম্।" কালীয়ক, মলয়পর্ব্বতোদ্ভব পীতকাষ্ঠ চন্দন, হরিচন্দন ইহার নামান্তর। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর বহুকাল পরে রচিত রাজনিঘণ্টুতে কালীয়ক ও হরিচন্দন পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। আবার ভাবমিশ্র পীতচন্দনের পর্য্যায়ে কালীয়ক ও হরিচন্দন শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থে কালীয়ক বা হরিচন্দনের পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। নিঘণ্টুদ্বয়ে পীতকাষ্ঠবৎ রক্তকাষ্ঠ হরিচন্দনেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু রাজনিঘণ্টুক্ত লোহিতহরিচন্দন "দুর্লভং মনুষ্যৈঃ," সুতরাং ভাবমিশ্র হরিচন্দন শব্দ পীতহরিচন্দনার্থে গ্রহণ করিয়া কাষ্ঠবর্ণানুসারে কালীয়ক ও হরিচন্দনকে পীতচন্দন এই সামান্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। ধন্বন্তরি, "মলয়োত্থং পীতকাষ্ঠং" বাক্যে শ্বেতচন্দনবৎ পীতচন্দনেরও উৎপত্তিস্থান যে মলয় পর্ব্বত ইহা স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত

শ্বেতন্দনের স্বরূপবর্ণনে ধন্বন্তরি এবং ভাবমিশ্র উভয়েই বলিয়াছেন—"কষে পীতং" অর্থাৎ উত্তম শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিলে পীতবর্ণ হয়। সুতরাং ঘৃষ্ট উত্তম শ্বেতচন্দন ও পীতচন্দন বর্ণতঃও তুল্য হইতেছে। শ্বেত ও পীতচন্দনের উৎপত্তিস্থান ও কষ তুল্য হইল, কেবল কাষ্ঠের বর্ণ-পার্থক্য বিদ্যমান রহিল। এক্ষণে যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে উত্তম শ্বেতচন্দনের সারই পীত-চন্দন, তাহা হইলে কি অসঙ্গত হয়? নব্যেরাও বলেন শ্বেত ও পীতচন্দন একই বৃক্ষের কাষ্ঠ—চন্দনবৃক্ষের উপরের পীতাভশ্বেতকাষ্ঠ শ্বেতচন্দন, ভিতরের পীতবর্ণ সারকাষ্ঠ পীতচন্দন। উড়িষ্যা অঞ্চলে পীতচন্দন অনুলেপনার্থ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রক্তচন্দন—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুক্ত রক্তচন্দন, "অন্তর্লোহিতং হরিচন্দম্" অর্থাৎ 'মহাগন্ধ' লোহিত হরিচন্দনকেই, ধন্বন্তরি রক্তচন্দন শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা যে নির্গন্ধ কাষ্ঠকে রক্তচন্দন বলিয়া ব্যবহার করি, ইহা ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুক্ত কুচন্দন এবং রাজ-নিঘণ্টুক্ত পতঙ্গ বা পত্রাঙ্গ। ইহার "রাগকাষ্ঠ," "পট্টরঞ্জন," "সুরঙ্গ," নাম পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, পূর্ব্বে ইহার কাষ্ঠ অনুপেনার্থ ব্যবহৃত হইত না—ইহা কেবল রঞ্জনকর্ম্মে ও ভেষ-জার্থ প্রযুক্ত হইত। কালে সুগন্ধি লোহিতচন্দন দুর্লভ হওয়ায় বোধ হয় নির্গন্ধ লোহিতচন্দন (কুচন্দন) যথার্থ রক্তচন্দনের স্থান অধিকার করিয়াছে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাষ্ঠ। মাত্রা—½—১আনা। তৈল ৫—১৫ ফোঁটা।

বৈদ্যকে চন্দনের ব্যবহার।

চরক রক্তপিত্তে শ্বেতচন্দন—উশীরাদি প্রত্যেক বস্তুত সমভাগ শ্বেতচন্দন শর্করা-যোগে পেষণ ও তণ্ডুলোদকে আপ্লুত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **রক্তার্শে** শ্বেতচন্দন—শুঁঠ ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে অর্শোরোগীর মিশ্ররক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **হিক্কায়** শ্বেতচন্দন—স্ত্রীদুগ্ধে ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দনের নস্য লইলে হিক্কা প্রশমিত হইতে পারে। (চিঃ ২ অঃ)। (৪) **বমনে** পীতচন্দন—আমলকীর রসে সুপিষ্ট পীতচন্দন পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ২৩ অঃ)। (৫) **রক্তাতিসারে** শ্বেতচন্দন—সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন শর্করা ও মধুসহ তণ্ডুলোদকে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ এবং রক্তাতিসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়। (চিঃ ১০ অঃ)। **সুশ্রুত—আর্ত্তবদোষে** শ্বেতচন্দন—ঋতুকালে ক্ষত রক্ত দুর্গন্ধি পূযতুল্য কিম্বা মজ্জার মত হইলে, শ্বেতচন্দন কিম্বা গোশীর্ষ শ্বেতচন্দনের কাথ পান করাইবে। (শাঃ ২ অঃ। (২) **শুক্রমেহে** শ্বেতচন্দন—যাহার শুক্রমেহ হইয়াছে তাহাকে অর্জ্জুনত্বক্ ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **মঞ্জিষ্ঠা-মেহে** শ্বেতচন্দন—যাহার মঞ্জিষ্ঠামেহ আছে তাহাকে মঞ্জিষ্ঠা ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান

করিতে দিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **বাগ্‌ভট**—পিত্তোৎক্লিষ্ট ও রক্তোৎক্লিষ্ট **নেত্ররোগে** লোহিতচন্দন—লোহিতচন্দনযোগে কথিত দুগ্ধ রক্ত বা পিত্তোৎক্লিষ্ট নেত্রে সেচন করিবে। (উঃ ৯ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—মূত্রাঘাতে** শ্বেতচন্দন—শৃতশীত দুগ্ধ ও অন্নমাত্র ভোজন করিয়া, সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন ও শর্করা তণ্ডুলোদকের সহিত পান, উষ্ণবাতাখ্য মূত্রাঘাতে প্রশস্ত (মূত্রাঘাত—চিঃ)। **বঙ্গসেন—মসূরিকায়** শ্বেতচন্দন—মসূরিকার প্রারম্ভে সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন হেলেঞ্চার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে (মসূরিকা—চিঃ)। (২) **শিশুর নাভিপাকে** শ্বেতচন্দন—শিশুর নাভিপাকে, শ্বেতচন্দন চূর্ণদ্বারা নাভি পূরণ করিলে ক্ষত পূরিয়া উঠে। (বালরোগাধিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বর্ণ্য, কণ্ডুঘ্ন, বিষঘ্ন, তৃষ্ণানিগ্রহণ, দাহপ্রশমন ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন-বর্গে চন্দন এবং **সুশ্রুত**, সালসারাদি পটোলাদি, সারিবাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও গুড়ূচ্যাদিবর্গে চন্দন ও কুচন্দন পাঠ করিয়াছেন। কালীয়ক সালসারাদিবর্গে পঠিত হইয়াছে। **টীকাকারগণ** কুচন্দন শব্দের অর্থ রক্তচন্দন লিখিয়াছেন। **সুশ্রুত** বহুস্থলে চন্দন কুচন্দন একত্র পাঠ করিয়াছেন। চন্দন শব্দের রক্তচন্দন হইলে কুচন্দনের উল্লেখ নিরর্থক হয়। চন্দন শব্দের রক্তেতর চন্দনার্থে প্রয়োগই ঋষির অভিপ্রেত। নির্ব্বাপণপ্রদেহে চরক লিখিয়াছেন—"প্রিয়ঙ্গুকালীয়কচন্দনানি" (সূঃ ৩ অঃ)। এস্থলে চন্দন শব্দের পীতেতর-চন্দনার্থই মুনির অনুমোদিত, নচেৎ কালীয়ক শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। নিঘণ্টুমতানুসারে চন্দন শব্দে যে শ্বেতচন্দন ইহা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং "চন্দনে রক্তচন্দনং" এই বিধি বিদ্বজ্জনগ্রাহ্য নহে। চরক ও সুশ্রুতোক্ত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে চন্দনের উল্লেখ নাই।

Constituents.—The wood contains a volatile oil 2 to 2·5 p. c., a dark resin and tannic acid.

Actions and uses.—The wood is bitter, cooling, sedative and astringent. The oil is an astringent to the mucous membrane. It causes dryness in the fauces, great thirst, colicky pains and fulness in the lions ; a paste of it is applied to the body in pains in limbs during high fever ; with rose-water and camphor or with Sarcocolla, to the head in headache, to inflammatry swellings, or to the skin in skin affections. The oil is astringent, diuretic, expectorant and stimulant ; given internally with cardamoms and bamboo-manna in gonorrhœa, bronchitis, in inflammation of the mucous membranes as cystisis, pyelitis and chronic diarrhœa. The seeds are used as a pessaries by native women to procure abortion. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 536.)

Constituents *of Pterocarpus Santalinus.*—Santalin, Santal, Pterocarpin, Homopterocapin or Santalic acid.

Actions and uses.—Refrigerant and astringent. A paste of the powder is used as a cooling application to the head in headache and to inflamed and swollen limbs. As an astringent it is used in combination with other astringent medicines in dysentery, diarrhœa &c. Its chief use, however, is a colouring agent in pharmacy. (*Meteria Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 227).

নব্যমত—শ্বেতচন্দনকাষ্ঠ তিক্ত, শীত, অবসাদক এবং ধারক। ইহার তৈল, শ্লেষ্মধরাকলার উপরি সঙ্কোচনী শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। এই তৈল সেবিত হইলে শুষ্কগলত্ব, অতিপিপাসা, শূলবৎ বেদনা এবং কটীদেশে গুরুত্বানুভব হয়। তীব্রজ্বরে রোগীর অঙ্গে বেদনা থাকিলে শ্বেতচন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়। গোলাপজল এবং কর্পূরের সহিত ইহার প্রলেপ শিরঃপীড়ায়, মস্তকের প্রদাহ ও স্ফীতিযুক্ত অঙ্গে এবং চর্ম্মবিকারগ্রস্ত ত্বকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চন্দনের তৈল, ধারক, মূত্রকারক, কফনিঃসারক এবং উষ্ণ। দারুচিনি এবং বংশলোচন সহ এই তৈল, "গণোরিয়া", কাস, মূত্রাশয়ের ও বৃক্কদ্বয়ের প্রদাহ এবং পুরাণ অতিসারে সেব্য। শ্বেতচন্দনবীজ দ্বারা কৃত পিচুবর্ত্তি (Pessary) যোনিতে ধারণ করিলে গর্ভস্রাব হয়। (ক্ষোরি—২ও খণ্ড, ৫৩৬ পৃঃ)। **রক্তচন্দনকাষ্ঠ**—শীত ও ধারক। ইহার চূর্ণের প্রলেপ, স্নিগ্ধ ও শিরোবেদনাহর এবং প্রদাহান্বিত স্ফীত অঙ্গের হিতকর। ধারক বলিয়া ইহা অন্যান্য গ্রাহিভেষজসহ আমাতিসার, রক্তাতিসার প্রভৃতিতে সেবিত হইলেও প্রধানতঃ বর্ণোৎপাদক দ্রব্য বলিয়াই ইহা ঔষধালয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ক্ষোরি—২য়ঃ খঃ, ২২৭ পৃঃ)।

চবিকা ও গজপিপ্পলী—चविकागजपिप्पल्यौ।

चविका—Piper Chaba. **गजपिप्पली**—Fruit of Piper Chaba, **अन्वर्थसंज्ञा—चविकाया:—"वल्ली," "कुटलमस्तकम्"। गजपिप्पल्या:—"चव्यफला," "चव्यजा," "छिद्रवैदेही," "दीर्घग्रन्थि:," "वत्तूली," "स्थूलवैदेही"। चव्यं च कटुकोष्णं स्याज्जन्तुघ्नदीपनं परम्। कफोद्रेककरं वातप्रकोपशमनं भवेत्। गजपिप्पलीका स्वादु: कटुरुष्णा च कीर्त्तिता। बलासं हन्ति वातेन जया धैर्य्यजयप्रदा। धन्वन्तरीयनिघण्टु:॥ चव्यं स्वादूष्णकटुकं लघु रोचन-**

दीपनम्। अम्लूर्द्धकापहं कासश्वासशूलाग्निविज्ञलनम्। गजोषणा कटूष्णा च कृष्णा मलविशोषणी। बलासवातहन्त्री च स्तन्यवर्णविवर्द्धिनी। राजनिघण्टु॥ चविकागजपिप्पल्यौ पिप्पलीमूलवत् स्मृते। राजवल्लभः॥ कणामूलगुणं चव्यं विशेषाद् गुदजापहम्। गजकृष्णा कटु वातश्लेष्महृद्वह्निवर्द्धिनी। उष्णा निहन्त्यतिसारं श्वासकण्ठामयक्रिमीन्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—अर्शःसु चव्यम्—"चव्यम्वा शीधुसंयुक्तं * पिबेत्"। (चिः ८ अः) चरकः॥

অন্যার্থসংজ্ঞা—চবিকার—"বল্লী", "কুটলমস্তক"। গজপিপ্পলীর—"চব্যফলা," "চব্যজা," "ছিদ্রবৈদেহী," "দীর্ঘগ্রন্থি," "বর্ত্তুলী," "স্থূলবৈদেহী"।

চব্যের ভাষানাম—বাঃ—চক্রি। হিঃ—চব্য। সিং—বিণ্ড্রুজালি। মঃ—মিরবেলীচেঁ মূঠ্ঠ চবঠ্ঠ। গুঃ—চবক। কঃ—চব্য। তৈঃ—সেবামু, চৈকার্ণ। আঃ—জাতিচক্রি বড়চক্রি।

বর্ণন—চবিকা বৃক্ষাশ্রয়ী **বল্লী**, কোচবিহারে এবং ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় প্রচুর জন্মে। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে ইহার **কাণ্ড** নরবাহুতুল্য স্থূল হইয়া থাকে। শাখার গ্রন্থিস্থান স্ফীত এবং কিঞ্চিৎ পীড়নমাত্রে দ্বিধা বিভক্ত হয়। **পত্র**, পানের মত, কিন্তু শিরাসন্নিবেশের বিচিত্রতাহেতু পত্রগাত্র উচ্চাবচ। ইহার পত্রবৃন্ত তাম্বুলাপেক্ষা হ্রস্বতর। **ফল**, পিপ্পলী অপেক্ষা দীর্ঘতর ও স্থূলতর। চবিকার কাণ্ড, শাখা, পত্র, মূল, ফল সমস্তই ঝাল। কোচবিহারের বহু গৃহস্থলীতে তাম্বূলবল্লীবৎ চবিকাবল্লীও সযত্নে রক্ষিত হইতে দেখিয়াছি। লোকে চক্রের ডাঁটার রস ব্যঞ্জনে ব্যবহার করে এবং কন্দবৎ স্থূল চবিকামূল "ভাতে দিয়া" খায়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাণ্ড, মূল ও ফল। মাত্রা—পিপ্পলীবৎ।

বৈদ্যকে চবিকার ব্যবহার।

চরক—অর্শে চবিকামূল—অর্শোরোগী শীধুনামক মদ্য বিশেষের সহিত চবিকামূল-চূর্ণ পান করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)।

বক্তব্য—স্থূলপিপ্পলীর তুল্য আকৃতি এবং শূকবিশিষ্ট প্রকার বস্তু, গজপিপ্পলী ভ্রমে অজ্ঞলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কাঁঠাল অতি ক্ষুদ্রাবস্থায় যেমন দেখায় ঠিক্ সেইরূপ লম্বা ও স্থূল এক প্রকার ফল, কোচবিহারে গজপিপ্পলী, নামে পরিচিত। বস্তুতঃ গজপিপ্পলী চবিকার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে—"চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী"। লতার নাম চবিকা, ফলের নাম গজপিপ্পলী, ইহাও বিচিত্র নহে। সকলেই জানেন যে, বৃক্ষের নাম

কুটজ, তাহারই বীজের নাম ইন্দ্রযব। নব্যেরা লিখিয়াছেন মেদিনীপুরের বাজারে কর্ত্তিত গজপিপ্পলী বিক্রীত হয় এবং ভিন্নদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ডিমকের মত ভিন্ন (পিপ্পলী দেখ)। **চরক,** দীপনীয়, তৃপ্তিঘ্ন ও অর্শোঘ্নবর্গে এবং **সুশ্রুত** পিপ্পল্যাদি বর্গে চব্য পাঠ করিয়াছেন।

Actions and uses.—Carminative and stimulant ; given in colic, tympanitis and in renal disease. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 517).

নব্যমত—চব্যি আধ্মানহর, বায়ুনাশক এবং উষ্ণ। ইহা শূল, অতিমাত্র আধ্মান এবং বৃক সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোরি—২য়: খ: ৫১৭ পৃ:)।

চিত্রক—चित्रकः।

चित्रकः, अग्निः—Plumbago Zeylanica, *Linn.* **रक्तचित्रः**—Plumbago Rosea, *Willd.*

अन्वर्थसंज्ञा चित्रकस्य—"शिखी"। रक्तचित्रकस्य—"महाङ्गः," "अतिदीप्यः," "गुणाढ्यः"। चित्रकोऽग्निसमः पाके कटुकः कफशोफजित्। वातोदरार्शोग्रहणीक्षयपाण्डुविनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'चित्रको'ऽग्निसमः पाके कटुः शोफकफापहः। वातोदरार्शोग्रहणीकृमिकण्डूविनाशनः। स्थूलकायकरो हृद्यः कुष्ठघ्नो 'रक्तचित्रकः'। रसे नियामकः लौहे वेधकश्च रसायनः। राजनिघण्टुः॥ चित्रकः कटुकः पाके वह्निकृत् पाचनो लघुः। रूक्षोष्णो ग्रहणीकुष्ठशोथार्शःकृमिकासनुत्। वातश्लेष्महरो ग्राही वातार्शःश्लेष्मपित्तहृत्। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—'अग्न्याशये' चित्रकमूलम्—"चित्रकमूलं दीपनीयगुदशोफहराणाम्" (सू: २५ अ:)। (२) 'अर्शःसु' चित्रकमूलम्—सनागरं चित्रकं वा शीधुयुक्तं प्रयोजयेत्" (चि: ८ अ:)। चरकः॥ 'कुष्ठे' चित्रकमूलम्—"एवं पेयश्चित्रकः सुक्ष्मपिष्टः" (चि: ८ अ:)। (२) 'सिकतामेहे चित्रकमूलम्—"सिकतामेहिनं चित्रककषायम्" (चि: ११ अ:)। सुश्रुतः॥ 'अर्शःसु' चित्रकमूलम्—"यो जातो गोरसः क्षीरादह्निमूर्च्छितात्। पिबेच्छमित्र

तेनैव भुञ्जानो गुदजान् जयेत्"। (चि: ৮ अ:)। (२) 'रसायनार्थं चित्रक मूलम्—"यथास्वं चित्रकः पुष्पैर्ज्ञेयः पीतसितासितैः। यथोत्तरं स गुणवान् विधिना च रसायनम्। छायाशुष्कं ततो मूलं मासं चूर्णीकृतं लिहन्। सर्पिषा मधुसर्पिर्भ्यां पिबन् वा पयसा यतिः। अम्भसा वा हिताशी शतं जीवति नीरुजः। मेधावी बलवान् कान्तो वपुष्मान् दीप्तपावकः। तैलेन लीढो मासेन वातान् हन्ति सुदुस्तरान्। मूत्रेण श्वित्रकुष्ठानि पीतस्तक्रेण पायुजान्। (उ: ३८ अ:)। वागभटः॥ 'ग्रहण्यां चित्रकमूलम्—"चित्रकक्वाथकल्काभ्यां ग्रहणीघ्नं शृतं हविः। गुल्मशोथोदरप्लीहशूलार्शोघ्नं प्रदीपनम्" (ग्रहणी—चि:)। (२) 'श्लीपदे' चित्रकमूलम्—"हितश्चालेपने नित्यं चित्रकोदेवदारु वा" (श्लीपद—चि:)। (३) 'व्रणशोथदारणार्थं' चित्रकमूलम्—"* चित्रकोहय-मारकः * दारणम्"। (व्रणशोथ—चि:)। चक्रदत्तः॥ 'ग्रहण्यां चित्रकक्षारः—"बृहतीचित्रकक्षारः सप्तवारपरिस्रुतः। द्विगुणेन घृतं पक्वं वर्द्धयत्याशु पावकम्"। (ग्रहणी—चि:)। (२) 'मेदोरोगे' चित्रकमूलम्—"मधुना चित्रकमूलं तथैव हितभोजनो भुङ्क्ते" (मेदोऽधिकाः)। (३) 'शोथे शाकार्थं चित्रकपत्रम्—"शाकं वह्निपुनर्नवा" (शोथ—चि:)। वङ्गसेनः।

চিত্রকেরকের অন্যথ সংজ্ঞা—শ্বেতচিত্রকের—"শিখী"। রক্তচিত্রকের—"মহাঙ্গ," "অতিদীপ্য," "গুণাঢ্য"।

চিত্রকের ভাষানাম—বাঃ—চিতা। কোঃ—ধলা ওড়া। হিঃ—চীতা। সিং—রতনেটল। মঃ—চিত্রক। কঃ—চিত্রমূল। তৈঃ—চিত্রমূলমু। তাঃ—শিবপু। উঃ—ধুবচিতা। গুঃ—চিত্রো। ফাঃ—বেখ্ বরন্দা। অঃ—শিতরঝ্। রক্তচিত্রকের ভাষানাম—বাঃ—লালচিতা। কোঃ—লাল ওড়া। হিঃ—লালচীতা। মঃ—রক্তচিত্রক। কঃ—কেপিন চিত্রমূল। তৈঃ—এরচিত্র। তাঃ—তাঃ—চিত্রির। উঃ—রক্তচিতা। চিত্রকের ভেদ—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার চিত্রের ভেদ স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই। কেবল পর্য্যায়নির্দ্দেশ স্থলে "কৃষ্ণারুণোঽনলোদ্দীপী চিত্রভানুশ্চ পাবকঃ" লিখিয়াছেন। রাজনিঘণ্টুতে চিত্রক ও রক্তচিত্রকের গুণপর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইয়াছে। ভাবমিশ্র কেবল চিত্রেকের উল্লেখ করিয়াছেন। বাগ্ভট বলিয়াছেন "যথাস্বং চিত্রকঃ পুষ্পৈ র্জ্ঞেয়ঃ পীতসিতাসিতৈঃ। যথোত্তরং স গুণবান্ বিধিনা চ রসায়নম্" (উঃ ৩৯ অঃ)। বাগ্ভটের মতে পুষ্পবর্ণ ভেদে

চিত্রক তিন প্রকার—পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ। তন্মধ্যে পীতাপেক্ষা শ্বেত এবং শ্বেতাপেক্ষা কৃষ্ণচিত্রক গুণবান্। নিঘণ্টুকারের মতে শ্বেতাপেক্ষা রক্তচিত্রক গুণাঢ্য। বাগ্‌ভটোক্ত পীতশব্দ যদি রক্তার্থে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে চিত্রক চারি প্রকার হয়—রক্ত, শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ। রাঢ়ে শ্বেতচিতার মত রক্তচিতা সুলভ নহে। কোচবিহারে শ্বেত রক্ত উভয় চিত্রকই সুলভ। তদ্দেশীয় লোকে রক্তচিতাই অধিক ব্যবহার করে। পীত এবং কৃষ্ণপুষ্প চিত্রক আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। **রক্সবর্গ** প্রভৃতি নবীন উদ্ভিদ্‌বেত্তৃগণ, শ্বেত ও রক্ত এই দুই প্রকার চিতারই উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ণন—চিত্রক ১½-২ হস্ত উচ্চ কএকবর্ষজীবী গুল্ম। বর্ষে বর্ষে মূল হইতে নূতন কাণ্ড নির্গত হইয়া চিত্রকগুল্ম ক্রমশঃ স্তম্বকারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। **কাণ্ড**, ক্ষীণ, গ্রন্থিযুক্ত, মসৃণ ও নমনশীল। **শাখা** দীর্ঘরেখাঙ্কিত। **পত্র**, অণ্ডাকৃতি, মসৃণ, অখণ্ড; **পত্রবৃন্ত**, খর্ব্ব, শাখাবেষ্টনকারী এবং উচ্চরেখান্বিত। **পুষ্প**, পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পদণ্ডে একপ্রকার চট্‌চটে বস্তুদ্বারা লিপ্ত ক্ষুদ্র রোম আছে; মিলিতদল, উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; **কুণ্ড**, দীর্ঘনলাকার, নলাগ্র সঙ্কুচিত, কুণ্ডগাত্রে লাল কঠিন রোম বিদ্যমান। **পুষ্পনল**, কুণ্ড-নলের প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ। **মূল** অঙ্গুষ্ঠতুল্য স্থূল, মাংসল, শতমূলীর মূলের মত ইহারও মূলের মধ্যে এক একটী সূত্রাকৃতি বস্তু থাকে। পুষ্পকাল—পৌষ মাঘ। **শ্বেতচিত্রক**, সর্ব্বথা রক্তচিত্রকবৎ। কেবল ইহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং পুষ্পদণ্ড ও পৌষ্পিক পত্রের কিঞ্চিৎ বিভিন্নত্ব লক্ষিত হয়। **পৌষ্পিকপত্র** কি? যে পত্রের কক্ষে পুষ্প বিদ্যমান থাকে তাহার নাম পৌষ্পিকপত্র। পুষ্প যদি অবৃন্তক হয় তাহা হইলে পৌষ্পিকপত্র পুষ্পে এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে যে উহাকে কুণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। পৌষ্পিকপত্রের বিলক্ষণ আকৃতিবৈচিত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। খেজুরের মোচ, কোলার মোচার খোল, আনারসের গাত্রস্থিত আঁসের মত প্রত্যঙ্গগুলি এবং ফলাগ্রস্থিতপত্রচূড়া পৌষ্পিকপত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। **ঔষধার্থ-ব্যবহার**—মূল ও পত্র। **মাত্রা**—মূলচূর্ণ ½—১ আনা। মাত্রাধিক্যে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। অতএব ব্যক্তিবিশেষে সাবধানে মাত্রাস্থির করা উচিত।

বৈদ্যকে চিত্রকের ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যাগ্রন্থে চিত্রকমূল—অগ্নিবৃদ্ধিকর, অর্শোহর ও শোথঘ্ন যত বস্তু আছে তন্মধ্যে চিত্রকমূল শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **অর্শে** চিত্রকমূল—অর্শোরোগী শুণ্ঠীযুক্ত চিত্রকমূল শীধুযোগে (ইক্ষুরসকৃত মদ্যবিশেষকে শীধু বলে) পান করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত—কুষ্ঠে চিত্রকমূল—কুষ্ঠরোগী চিতামূল গোমূত্রের সহিত উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **সিকতামেহে** চিত্রকমূল—সিকতামেহী

চিতামূলের ক্বাথ পান করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। সাধারণ অনুশাসন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এবং ক্বাথ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। **বাগ্‌ভট—অর্শে** চিত্রকমূল—দুগ্ধে চিত্রক নিক্ষেপ পূর্ব্বক দধি প্রস্তুত করিবে। এই দধিজাত তক্র পান এবং এই তক্রযোগে পথ্য সেবন করিলে অর্শ জয় করা যায়। (চিঃ ৮ অঃ)। (২) **রসায়নার্থ** চিত্রকমূল—রক্ত পীত, শ্বেত বা কৃষ্ণ চিত্রকের মূল ছায়াশুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। হিতভোজী ও সংযত হইয়া এই চূর্ণ, গব্যঘৃত, মধুগব্যঘৃত, দুগ্ধ কিম্বা জলের সহিত সেবন করিলে, নীরোগ, মেধাবী, বল বান্, কান্ত ও দীপ্তপাবক হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা যায়। চিত্রকচূর্ণ এক মাস তিলতৈল যোগে সেবন করিলে দুস্তর বাত প্রশমিত হয়, গোমূত্রসহ পান করিলে শ্বিত্র ও কুষ্ঠ দূর করে এবং তক্রের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ নিবৃত্তি পায়। (উঃ ৩৯ অঃ ,। **চক্রদত্ত —গ্রহণীতে** চিত্রকমূল—চিতামূলের ক্বাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে গুল্মশোথোদরাদি ব্যাধি বিনষ্ট হয় (গ্রহণী—চিঃ)। (২) **শ্লীপদে** চিত্রকমূল— চিতামূল এবং দেবদারু কাষ্ঠ গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক শ্লীপদে প্রলেপ দিবে। (শ্লীপদ—চিঃ)। (২) **ব্রণশোথদারণার্থ** চিত্রকমূল—অপকস্ফোটকে পিষ্ট চিত্রকমূলের প্রলেপ দিলে স্ফোটক বিদীর্ণ হইয়া যায়। (ব্রণশোথ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—গ্রহণীতে** চিত্রকক্ষার —বৃহতী ও চিত্রকের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষারদ্বারা ক্ষীরোদক প্রস্তুত করিবে। সপ্তবার পরিস্রুত এই ক্ষারোদক ঘৃতের দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃত যোগ্য মাত্রায় পান করিলে সত্বর অগ্নিবৃদ্ধি হয়। (গ্রহণী—চিঃ)। (২) **মেদোরোগে** চিত্রকমূল—হিতভোজী হইয়া মধুর সহিত চিত্রকমূল লেহন করিলে স্থৌল্যরোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। (স্থৌল্য—চিঃ)। (৩) **শোথে** শাকার্থ চিত্রকপত্র—শোথরোগী চিত্রকপত্র ও পুনর্নবার শাক সেবন করিবে। (শোথ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয়, ভেদনীয়, দীপন, তৃপ্তিঘ্ন, অর্শোঘ্ন ও শূলপ্রশমন বর্গে এবং সুশ্রুত, আরগ্বধাদি, বরুণাদি ও পিপ্পল্যাদিগণে চিত্রক পাঠ করিয়াছেন। কোচবিহারের লোকে বাতরোগীর স্ফীতসন্ধিস্থানে রক্তচিতার প্রলেপ দেয় এবং প্লীহোদরে, রক্তচিতার রসে সূতা সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া, রোগীর বাহূর্দ্ধদেশে বন্ধন করিয়া রাখে—ফোস্কা পড়িলে সূতা খুলিয়া দেয়।

Constituents.—Plumbagin, an acrid principle.

Actions and uses.—Alterative and gastric stimulant ; given in chronic diarrhœa, dyspepsia and general anasarca. Locally as a vesicant the root causes more pain than the ordinary blisters and the vesication does not heal readily. A paste of the root is used as a stimulant appli-

cation to rheumatic joints, leprosy, paralytic limbs and to abscesses to promote suppuration. The compound powder is alterative and given in flatulence, rheumatism. The root is acrid and if introduced into the os uteri causes abortion. Lal Chitraka is a more powerful vesicant than chitro or safed chitraka and is used in the preparation of caustic application. Taken internally it is said to expel the fœtus whether dead or alive. In large doses it is a narcotico irritant poison. (*Mateia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 381)

নব্যমত—চিতামূল, রসায়ন, পাচক ও অগ্নিবৰ্দ্ধক। ইহা অগভীর শোথ, গ্রহণী, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যাদি পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পিষ্টচিত্রকমূলের প্রলেপ দিলে ফোস্কা হয়—ইহা "ব্লষ্টার" অপেক্ষা অধিক কষ্টপ্রদ এবং ইহার প্রলেপে যে ক্ষত হয় তাহা সত্বর আরাম হয় না। চিতামূলের প্রলেপ দ্বারা, আমবাতরোগীর স্ফীত সন্ধিস্থান, কুষ্ঠ, এবং বাতব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। অপক্ক স্ফোটক, পিষ্টচিত্রকমূলের প্রলেপ দ্বারা পক্কতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। "ষড়ধরণযোগ" (চিত্রক যাহার অন্যতম উপাদান) রসায়ন, ইহা উদরাধ্মান ও আমবাতে ফলপ্রদ। চিত্রকমূল যোনিমার্গে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিলে গর্ভস্রাব ঘটে। শ্বেতচিত্রকাপেক্ষা **রক্তচিত্রকের** প্রলেপ অধিক ফোস্কা জন্মায়। রক্তচিত্রক ক্ষার প্রস্তুতার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যোগ্যমাত্রায় প্রসূতিকে চিত্রকমূলচূর্ণ সেবন করাইলে গর্ভস্থ শিশু (জীবিত বা মৃত) সত্বর বহির্গত হয়। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে চিত্রক বিষক্রিয়া দর্শাইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরী, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃঃ)।

চুক্র, চাঙ্গেরী ও বাস্তুক—চুক্রচাঙ্গেরীবাস্তুকাঃ।

চাঙ্গেরী—Oxalis Corniculata. **বাস্তুকঃ**—Chenopodium Album. **তদ্ভেদাঃ—পলাশলোহিতা চিল্লী**—Chenopodium Album (Purple) **শ্বেতচিল্লী**—C. Album (Green), **সূনকচিল্লী**—C. Laciniatum.

অন্বর্থসংজ্ঞা—চুক্রস্য—"অম্লবাস্তুকম্," "দলাম্লম্"। 'বাস্তুকস্য'—"শাকরাজঃ"। 'পলাশলোহিতায়াঃ'—"মৃদুপত্রী," "ক্ষারদলা," "বীরপত্রী"। 'শ্বেতচিল্ল্যাঃ'—সুপথ্যা," "ক্ষুদ্রবাস্তুকী," "জ্বরঘ্নী"। 'চুক্রং স্যাদম্লপত্রস্তু লঘূষ্ণং বাতগুল্মনুত্। রুচিকৃদ্দীপনং পথ্যমোষত্পিত্তকরং পরম্। 'বাস্তুকং' তু

मधुरं सुशीतलं, क्षारं मोषदम्लं त्रिदोषजित्। रोचनं ज्वरहरं मन्दाशंसां, नाशनश्च मलमूत्रशुद्धिकृत्। 'चिल्ली' वास्तुकतुल्या च सक्षारा श्लेष्मपित्तनुत्। प्रमेहमूत्रकृच्छ्रघ्नी पथ्या च रुचिकारिणी। 'श्वेतचिल्ली' सुमधुरा क्षारा च शिशिरा च सा। त्रिदोषशमनी पथ्या ज्वरदोषविनाशनी। 'श्वचिल्ली' कटुतीक्ष्णा च कण्डूतिव्रणहारिणी। 'चाङ्गेरीशाकमत्युष्णं कटु रोचनपाचनम्। दीपनं कफवातार्शःसंग्रहण्यतिसारजित्। राजनिघण्टुः। "* त्रिदोषघ्नं भिन्नवर्चस्तु 'वास्तुकम्'। 'प्रशस्यतेऽम्लचाङ्गेरी' ग्रहण्यर्शोहिता च सा। सूः २७ अः—चरकः॥ कटुर्विपाके कृमिहा मेधाग्निबलवर्द्धनः। सक्षारः सर्व्वदोषघ्नो 'वास्तुको' रोचकः सरः। चिल्ली वास्तुकवज्ज्ञेया *"। सुः ४६ अः—सुश्रुतः॥ वास्तुकस्तु सरो हृद्यो दोषनुत् पाकतो लघुः। सक्षारः कृमिहा मेध्यो रुच्योऽग्निबलवर्द्धनः। लघुपत्रातु या 'चिल्ली' सा वास्तुकसमा मता। 'चाङ्गेरी' तु कषायोष्णा मधुरा वह्निदीपनी। साम्ला वातकफौ हन्ति ग्रहण्यर्शोविकारनुत्। 'चुक्रकं' दुर्ज्जरं भेदि अम्लं पित्तकरं गुरु। 'चक्रपाणिः॥ 'चाङ्गेरी' दीपनी रुच्या रुक्षोष्णा कफवातनुत्। पित्तलाम्ला ग्रहण्यर्शःकुष्ठातिसारनाशिनी। 'वास्तुकद्वितयं' स्वादु क्षारं पाके कटूदितम्। दीपनं पाचनं रुच्यं लघु शुक्रबलप्रदम्। सरं प्लीहास्रपित्तार्शःकृमिदोषत्रयापहम्। 'चुक्रात्वम्लतरा' स्वाद्वी वातघ्नी कफपित्तकृत्। रुच्या लघुतरा पाके कट्वी च नातिरोचनी। भावप्रकाशः॥ कटुर्विपाके कृमिहा मेधाग्निबलवर्द्धनः। संस्कारे सर्व्वदोषघ्नो 'वास्तुको' रोचनः सरः। 'चाङ्गेरी' कफवातघ्नी वह्निकृद् ग्राहिणी हिता। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'अर्शःसु' चाङ्गेरी—"चाङ्गेर्य्याश्चित्रकस्य च। सुभृष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसरायुतम्"। (चिः ८ अः)। (२) 'रक्तार्शःसु' वास्तुकः—"छागलोपयः प्रयुक्तं निहन्ति रक्तं सवास्तुकं रसश्च" (चिः ८ अः)। (३) प्रवाहिकायां' वास्तुकः—* यमान्या वास्तुकस्य वा। * शुष्कशाकेन वा पुनः। दधिदाडिमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्। (चिः १० अः)। (४) 'वातजकासे वास्तुकः—"वास्तुकं * शस्यते वातकासे तु *"। (चिः २२ अः)। 'जठरगर्भे' वास्तुकः—"शाकैरलवणैरथ्याज्जलतैलोपसाधितैः. *।

वायसीवास्तुकैः * ऊरुस्तम्भविनाशनाः। (चि: २७ अ:)। चरकः। 'कर्णशूले' शुक्तः—"कर्णौ कोष्णेन शुक्तेन पूरयेत् कर्णशूलिनः। (उ: २१ अ:)। सुश्रुतः। 'चातुर्थकज्वरे' चाङ्गेरी—"अम्लोटजसहस्रेण दलेन सुक्तनां पिबेत्। पेयां घृतप्लुतां जन्तु श्चातुर्थकहरां परम्। (ज्वर—चि:)। चक्रदत्तः।

চুক্রাদির অন্বর্থসংজ্ঞা—চুক্রের—"অম্লবাস্তুক," "দলাম্ল"। বাস্তুকের—"শাকরাজ"! বাস্তুকভেদ—পলাশলোহিতের—"মৃদুপত্রী," "ক্ষারদলা" "চীরপত্রী"। শ্বেতচিল্লীর—"সুপথ্যা", "ক্ষুদ্রবাস্তুকী," "জরঘ্নী"।

চুক্রাদির ভাষানাম—চুক্রের—বাঃ—চুকাপালঙ্। হিঃ—चुक्रा, चुकाका शाक। सिं—एम्बुलेम्बिलिय। মঃ—আম্বটচুকা, লঘুবথোর। গুঃ—চুকোখাটীভাজী। কঃ—হুলিচকোত। ফাঃ—তুর্শক্। অঃ—হুমাজ্বুক্‌লে হামেজা। চাঙ্গেরীর—বাঃ—আম্‌রুল শাক। হিঃ—चुकातिपटी। বঃ—অম্বুটী, ভূঁই-সর্পটী। তাঃ—পুলিয়ারৈ। তৈঃ—পুলিচিন্তকূ। ইং—হর্নউড্ সোরেল। বাস্তুকের—বাঃ—বেতোশাক। কোঃ—বাতুয়াশাক। হিঃ—बथुया बड़बथुया। মঃ—চাকবত, চিবিল, চাকবতাটীভাজী। গুঃ—টাঙ্কো, চীল। কঃ—চক্রবতী, বিলিপচ্চিলিকে। ফাঃ—মুংশলেফা সরমক্। অঃ—বোক্‌বতুল, বজামেল্ কুতুফ্। ইং—গুজ্‌ফুট্ (হোয়াইট্ ও পর্পেল্)। টক্‌পালঙ্ ও আম্‌রুলশাক স্বনামপ্রসিদ্ধ। চিল্লী বাস্তুকভেদ মাত্র। লোকে যাহাকে "রাঙ্গবেতো" বলে তাহাই সংস্কৃত "পলাশলোহিতা"। ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ বা বল্লী। মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে চুক্রচাঙ্গেরীবাস্তুকের ব্যবহার।

চরক—অর্শে চাঙ্গেরী—অর্শোরোগী, যমকে (সমভাগে মিশ্রিত তিলতৈল ও গব্যঘৃতের নাম যমক) ভাজা ভাজা আমরুল বা চিত্রক শাক, দধির সর সহ ভোজন করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) রক্তার্শে বাস্তুক—ছাগীদুগ্ধের সহিত বেতোশাকের রস পান করিলে অর্শের রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) প্রবাহিকায় বাস্তুক—প্রবাহিকায় শুষ্ক বাস্তুকশাক দধি ও দাড়িম রসসহ পাক করিয়া তিলতৈলযোগে সেব্য। অতিসারের পক্কাবস্থায়, বহুকুন্থনে পিচ্ছিল, অল্পাল্প মলনির্গম হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) বাতজকাসে বাস্তুক—বাতজকাসরোগীর পক্ষে বস্তুকশাক প্রশস্ত। (চিঃ ২২ অঃ)। (৫) উরুস্তম্ভে বাস্তুক—উরুস্তম্ভ-রোগী জল ও তিলতৈল যোগে পক্বশাক, লবণসংযোগ না করিয়া ভোজন করিবে। (চিঃ

২৭ অঃ)। **সুশ্রুত—কর্ণশূলে চুক্র**—ঈষদুষ্ণ টকপালঙের রস বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (উঃ ২১ অঃ)। **চক্রদত্ত—চাতুর্থকজ্বরে চাঙ্গেরী** উত্তমরূপ শিলাপিষ্ট এক হাজার আমরুলের পাতা ওজনে যত হইবে, তাহার পঞ্চদশগুণ জলের সহিত মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তিন দিন সেবন করিলে দুইদিনছাড়া জ্বর প্রশমিত হয়। (জ্বর—চিঃ)।

Constituents *of Oxalis Corniculata.*—It contains acid potassium oxalate.

Actions and uses.—Cooling, refrigerant, appetizing and astringent; given in mild cases of dysentery, prolapse of the rectum and vagina, and as a stomachic in fever and billiousness. The fresh juice is given as an antidote to poisoning by Dhatura, (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 153.) **Constituents** *of Chenopodium Ambrosioides*—Oleum Chenopodii, a volatile oil, 3 p. c., obtained by distilling the fruit with water or steam, It is a thin yellowish liquid, of a highly comphoraceous odour and pungent bitter taste, It consists of a hydrocarbon and a liquid oxygenated oil. Dose, 4 to 10 ms. **Actions and uses.**—Anthelmintic; used chiefly for round worms. As an antispasmodic and stimulant, the oil is given in hysteria, chorea, flatulent dyspepsia and malarial and intermittent fevers. It increases the action of the heart and promotes the secretion of the skin, kidneys and bronchi. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 507.) Many plants of Chenopodiaceæ order are succulent, as the beet-root; some of them are used as pot herbs; seeds of some are nutritious. Several contain a volatile oil which renders them anthelmintic, antispasmodic, aromatic, carminative and stimulant. Several of them inhabit salt marshes and yield on combustion an ash called Barilla, known to the Greeks as salt-wort. The Arabs called it elkali, arkali, or ushnar, sujikhara (Hindi.)—a mixture of potash and soda. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 506.)

নব্যমত—আমরুলশাক, শীত, ক্ষুধাবৰ্দ্ধক ও ধারক। ইহা আমরক্তাতিসার, গুহ্যভ্রংশ ও নিঃসৃত যোনিতে (Prolapse of the rectum and vagina) হিতকর। পাচক বলিয়া ইহা পিত্তবিকৃতি এবং জ্বরে সেব্য। ধুস্তুর বিষের অগদ (Antidote) স্বরূপ ইহার রস পান করা হয়। নানাজাতীয় বেতোশাক কৃমিঘ্ন, ইহা প্রধানতঃ বৃত্তকৃমিরোগে ব্যবহৃত

ইহার তৈল উষ্ণ এবং আক্ষেপনিবারক বলিয়া, মূর্চ্ছা, বিসূচীকা, আধ্মান, গ্রহণী, ম্যালেরিয়া" এবং বিষমজ্বরে হিতকর। ইহা সেবিত হইলে হৃদয়ের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং র্ম, মূত্র ও শ্লেষ্মস্রাবের আধিক্য জন্মে।

জম্বুত্রয়—जम्बुत्रयम्।

राजजम्बुः, महाजम्बुः—Eugenia Jambolana, *Lamarck.* काकजम्बुः -Eugenia Caryophyllifolia, *Lamarck.* भूमिजम्बुः—Eugenia 'ruticosa, *Roxb.*

'पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"जम्बुस्त्रिविधा, राजजम्बुर्महाफला, काकजम्बु-गजम्बुरितिख्याता, भूमिजम्बुरल्पफला" (चक्रकृतद्रव्यगुणसंग्रहटीकायां शिवदासः)। 'अन्वर्थसंज्ञा राजजम्ब्वाः—"सुरभिपत्रा," "महाफलः," "महा-स्कन्धः," "नीलफला," "राजार्हा," "शुकप्रिया," "मेघमोदिनी"। 'काकजम्ब्वाः'— —"नादेयी," "काकवल्लभा," "भृङ्गेष्टा"। 'भूमिजम्ब्वाः—"ह्रस्वफला," 'भृङ्गवल्लभा," "पिकभक्ष्या," "काष्ठजम्बुः। "जाम्बवं (जम्बुफलं) कफ-पित्तघ्नं ग्राहि वातकरं परम्"। (चरकः—सूः २७ अः—फः वः)। "अत्यर्थं गतलं ग्राहि जाम्बवं कफपित्तजित्"। (सुश्रुतः—सूः ४६ अः फः वः)। जाम्बवं वातलं ग्राहि स्वाद्वम्लं कफवातजित। हृत्कण्ठघर्षणं चान्यत् कषायं 'क्षुद्रजाम्बवम्'। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। 'जम्बुः कषायमधुरा श्रमपित्तदाह। —कण्ठार्त्तिशोषशमनो क्रिमिदोषहन्त्री। श्वासातिसारकफकासविनाशनी च। विष्टम्भिनी भवति रोचनपाचनी च। 'महाजम्बु' रुच्या समधुरकषाया श्रमहरा। निरस्यत्यास्यस्थं झटिति जड़िमानं स्वरकरी। विधत्ते विष्टम्भं शमयति च शोषं वितनुते। श्रमातिसारार्त्तिश्वसितकफकासप्रशमनम्। 'काकजम्बुः' कषा-याम्ला पाके तु मधुराः गुरुः। दाहश्रमातिसारघ्नी वीर्य्यपुष्टिबलप्रदा। 'भूमि-जम्बुः' कषाया च मधुरा श्लेष्मपित्तनुत्। हृद्या संग्राहिहृत्कण्ठदोषघ्नी वीर्य्य-पुष्टिदा। राजनिघण्टुः॥ जम्बुः संग्राहिणी रुक्षा कफपित्तास्रदाहजित्। राजजम्बूफलं स्वादु विष्टम्भि गुरु रोचनम्। भावप्रकाशः। जाम्बवं गुरु विष्टम्भि

कषायं स्वादु शीतलम्। अग्निसन्दूषणं रुच्यं वातलं कफपित्तजित्। राजवल्लभः॥ जाम्बवं वातलं ग्राहि रुच्यं पित्तकफापहम्। द्रव्यगुणसंग्रहः॥ 'तम्मज्जा' कषायो ग्राही विशेषान्मधुमेहहा। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—'अग्न्यग्न्ये' जाम्बवम्—"जाम्बवं वातजननानाम्" (सुः २५ अः)। (२) 'व्रणरोपणार्थं' जम्बूत्वक्—"* लोध्रजाम्बवकट्फलैः। त्वचमाश्वेव गच्छन्ति त्वक्चूर्णैश्चूर्णिता व्रणाः"। (चिः १२ अः)। (३) 'पित्तजे वमने' जम्बुपल्लवम्—"जम्बाम्रयोः पल्लवजं कषायम्। पिवेत् सुशीतं मधुसंयुतं वा। (चिः २२ अः)। चरकः। अतिसारे 'शोणितस्रुतिवारणार्थं' जम्बूत्वक्—"शल्लकीवदरीजम्बू * त्वचः। पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृथक् शोणितनाशनाः"। (अतिसार चिः)। (२) 'वालग्रहण्यां जम्बूत्वक्—"तहदजाक्षीरसमो जम्बूत्वगुद्भवो रसः" (वालरोग—चिः)। चक्रदत्तः।

জম্বুত্রয়ের অন্বর্থসংজ্ঞা।—রাজজম্বুর—"সুরভিপত্রা," "মহাফলা," "মহাস্কন্ধা," "নীলফলা," রাজার্হা," "শুকপ্রিয়া," "মেঘমোদিনী"। কাকজম্বুর—"নাদেয়ী," "কাকবল্লভা," "ভৃঙ্গেষ্টা"। ভূমিজম্বুর—"হ্রস্বফলা," "ভৃঙ্গবল্লভা," "পিকভক্ষ্যা," "কাষ্ঠজম্বু"।

বড়জামের ভাষানাম—বাঃ—বড়জাম, কালজাম। হিঃ—জামুন, বড়িজামুন। সিং—দম্ব। মঃ—থোরজাম্ভুঠ্ঠ। কঃ—নিরলু। গুঃ—রাজজাম্বু। তৈঃ—পেদ্দানেরডি। ছোটজামের ভাষানাম—বাঃ—বনজাম, ছোটজাম। হিঃ—ফরেন্দ্র, ছোটীজামুন। জামুন। মঃ—নদীজাম্ভুঠ্ঠ। গুঃ—বেলশৌপাজাম্বু, ডুঙ্গরিজাম্বু। কঃ—নেরিনিরলু। তৈঃ—নীরনেরডি।

জম্বুর ভেদ—বঙ্গে যাহা কালজাম বা বড়জাম নামে প্রসিদ্ধ তাহা রাজজাম্বব (জম্বুর ফল জাম্বব) নহে। ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী পর্ব্বতবহুল প্রদেশে একজাতীয় জম্বুবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়, যাহার ফল পারাবতাণ্ডতুল্য বৃহৎ। আমার বোধ হয় ইহাই নিবণ্টুক্ত যথার্থ রাজজম্বুবৃক্ষ। বঙ্গে এতাদৃশ বৃহৎফলা জম্বু নাই, যেগুলি আছে তন্মধ্যে কালজামই বৃহত্তম সুতরাং ইহা রাজজাম্ববের প্রতিনিধিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। জম্বুর ভেদ কেবল ফলের ক্ষুদ্রত্ববৃহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত নহে—বৃক্ষ ও পত্রের আকৃতিপার্থক্য এবং ফলের স্বাদভেদও লক্ষিত হইয়া থাকে। বৈদ্যকে ফলের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাপনার্থ কাকশব্দের ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে, যথা—উডুম্বর, কাকোডুম্বর। এস্থলে কাকজম্বু শব্দের কাকশব্দও তদর্থে প্রযুক্ত

হইয়াছে। বৃক্ষের উৎপত্তি স্থানভেদে ভেদস্বীকারও বৈদ্যকসম্মত, অতএব আমরা গোশীর্ষচন্দন, শাবরলোধ্র প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই। নদীজম্বু ক্ষুদ্রজম্বু হইলেও উৎপত্তিস্থানবৈচিত্র্য প্রদর্শনার্থ কেহ কেহ ইহার পৃথগুল্লেখ করিয়া থাকেন। রাজজম্বুর ফলাপেক্ষা কাকজম্বুর ফল ক্ষুদ্রতর এবং কাকজম্বুর ফলাপেক্ষা ভূমিজম্বুর ফল ক্ষুদ্রতর। ভূমিজম্বুর ফল মটর কলায়ের অপেক্ষা বৃহত্তর হয় না—ইহা বর্ষায় পরিপক্ক হয়। ক্ষুদ্রজম্বুর নানা জাতি লোকতঃ প্রসিদ্ধ। যে সকল জম্বু চট্টগ্রামে "লম্বানলি জাম," "বুটিজাম," "ফুলজাম" "লালফুলজাম" নামে খ্যাত, সেগুলি কাকজম্বু, ভূমিজম্বুর ভেদমাত্র। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, ত্বক্, বীজ। **মাত্রা**—ত্বক্ ও পত্রের স্বরস—১-২ তোলা। বীজচূর্ণ—½—১ আনা।

বৈদ্যকে জম্বুর ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে জম্বুফল—বায়ুজনক যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে জম্বুফল শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **ব্রণরোপণার্থ** জম্বুত্বক্—জম্বুত্বকের সূক্ষ্মচূর্ণদ্বারা ক্ষত অবধূলিত করিলে ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **পিত্তজবমনে** জম্বুপল্লব—জম্বু ও আম্র পল্লবের কাথ শীতল হইলে মধুযোগে পান করিবে। ইহা পিত্তজবমনে প্রশস্ত। (চিঃ ২৩ অঃ)। **চক্রদত্ত**—অতিসারের **শোণিতস্রাবে** জম্বুত্বক্—পিষ্ট জম্বুত্বক্ প্রচুর মধুযোগে ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অতিসারীর শোণিতস্রাব নিবৃত্তি পায়। (অতিসার—চিঃ)। (২) **বালগ্রহণীতে** জম্বুত্বক্—জম্বুত্বকের স্বরস ছাগীদুগ্ধসহ পান করিলে বালকের গ্রহণী প্রশমিত হয়। (বাল—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, ছর্দ্দিনিগ্রহণবর্গে জম্বুপত্র এবং পুরীষবিরজনীয় ও মূত্রসংগ্রহণবর্গে জম্বু পাঠ করিয়াছেন। জম্বুর বীজই মূত্রসংগ্রহণ। **চক্রপাণি** মূত্রবিকারাধিকারে পঠিত ন্যগ্রোধাদ্যচূর্ণের "আম্রজম্বুকপিত্থক" পাঠের টীকায় **শিবদাস** লিখিয়াছেন "আম্রজম্বোঃ ফলাস্থি"। **বৃন্দোক্ত** ন্যগ্রোধাদিচূর্ণের টীকায় **শ্রীকণ্ঠ** ও বলিয়াছেন "আম্রকপিত্থজম্বূনাং ফলাস্থি"। যে দ্রব্য মূত্রের ভূরিস্রাব হ্রাস করে তাহার নাম মূত্রসংগ্রহণ।

Constituents.—The seed contains jambulin a glucoside ; also a trace of essential oil, chlorophyll, fat, resin, gallic acid, albumen etc. The bark contains tannin 12 p. c. and a kino-like gum.

Actions and uses.—The juice of the ripe fruit or syrup is stomachic, astringent, and diuretic acid given in scanty urine. The decoction of bark is astringent and used in diarrhœa of children, in chronic dysentery, as a gargle mixed with Dhumaso for the relief of spongy gums, and sore, cracked or irritable tongue. A paste of the leaves is used to promote healthy discharges from indolent sores or from unhealthy ulcers.

The extract of the powdered seeds and dried fruits is used in diabetes. It cheks diastatic conversion of starch into sugar in cases depending on increased production of glucose. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 269).

নব্যমত—পক্বজম্বুফলরস কিম্বা জম্বুর "সিরাপ," পাচক, ধারক, মূত্রকারক ; ইহা মূত্রাল্পতায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **জম্বুত্বকের** কাথ শিশুর অতিসারে এবং রক্তাতিসারে হিতকর। জম্বুত্বক্ ও তুরালতার কাথের কবল, দন্তমাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব, ক্ষত এবং জিহ্বা বিদারণে (জিবফাটা) বিশেষ উপকারী। **পিষ্টপত্রের** প্রলেপ দিলে কদর্য্য ক্লিন্ন ক্ষতের শুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। **বীজচূর্ণ** কিম্বা **শুষ্কফল** মধুমেহে (Diabetes) বিশেষ ফলপ্রদ। "ফ্লোরিডজিন্" ভেষজের এমন গুণ যে ইহা সেবন করিলে মধুমেহ জন্মে। ডাঃ সি, গ্রেঞ্জার্ একটী কুকুরকে "ফ্লোরিডজিন্" সেবন করাইয়া দেখিয়াছেন যে, জম্বুবীজের, "ফ্লোরিডজিন্" কর্তৃক উৎপাদিত মধুমেহ প্রশমনের শক্তি আছে। মনুষ্যের মধুমেহ প্রশমনপক্ষে ইহা কতদূর কার্য্যকারী হইবে তাহা পরীক্ষা করিবার বিষয়। পূর্ব্বে মুঙ্গেরে জম্বুফল হইতে উত্তম মদ্য প্রস্তুত হইত। (আর, এন্, ক্ষোরি —২য় খণ্ড, ৩৭০ পৃঃ। ডিমক্—২য়ঃ খণ্ড, ২৬-২৯ পৃঃ)।

জম্বীরমাতুলুঙ্গাদি—जम्बीरमातुलुङ्गादयः।

जम्बीरः, महाजम्बीरः, लिम्पाकः—Citrus Acida. **अन्वर्थसंज्ञा—"दन्तहर्षणः"।** **मातुलुङ्गः, वीजपूरः**—Citrus Medica. **नागरङ्गः**—C. Aurantium. **मधुकर्कटिका**—C. Decumana. **मिष्टनिम्बूः**—C. Nobilis. **अन्वर्थसंज्ञाः मातुलुङ्गस्य—"गन्धकुसुमः," "दन्तुरत्वचः," "वराम्लः," "केशराम्लः," "क्रमिघ्नः," "रोचनफलः"। 'जम्बीरभेदाः' 'धन्वन्तरीयनिघण्टुमताः'—(१) जम्बीरः, (२) मधुजम्बीरः, (३) नारङ्गः, (४) वीजपुरः (मातुलुङ्गः), (५) मधुकर्कटी। 'राजनिघण्टुमताः'—(१) जम्बीरः, (२) (मधुजम्बीरः,) (३) निम्बूकः, (४) नारङ्गः, (५) वीजपुरः, (मातुलुङ्गः), (६) मधुकर्कटी, (७) वनवीजपूरकः। 'भावप्रकाशमताः'—(१) निम्बूः, (२) मिष्टनिम्बूः, (३) बीजपुर (मातुलुङ्गः), (४) मधुकर्कटिका, (५) जम्बीरद्वयम्। 'राजवल्लभमताः'—(१) मातुलुङ्गः, (२) जम्बीरः, (३) मधुकर्कटिका,**

(४) नागरङ्गः। तृष्णाशूलकफोत्क्लेशच्छर्दिश्वासनिवारणः। वातश्लेष्मविबन्धघ्नं 'जम्बीरं' गुरु पित्तलम्। अम्लं समधुरं हृद्यं विषदं भक्तरोचनम्। वातघ्नं दुर्जरं प्रोक्तं 'नागरङ्ग फलं' गुरु। श्वासकासारुचिहरं तृष्णाघ्नं कण्ठशोधनम्। लघूष्णं दीपनं हृद्यं 'मातुलुङ्ग'मुदाहृतम्॥ 'त्वक्' तिक्ता • दुर्जरा तस्य वातक्रिमिकफापहा। स्वादु शीतं गुरु स्निग्धं 'मांसं' मारुतपित्तजित्॥ मेध्यं शूलार्त्तिच्छर्दिघ्नं कफारोचकनाशनम्। दीपनं लघु संग्राहि गुल्मार्शोघ्नं तु 'केसरम्'॥ पित्तमारुतकृद्बल्यं पित्तलं 'वह्लकेसरम्'। हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्॥ शूलाजीर्णविबन्धेषु मन्दाग्नौ कफमारुते। अपचीश्वासकासेषु 'रस'स्तस्योपयुज्यते। 'रसो'ऽति मधुरो हृद्यो वीर्य्यपित्तानिलापहः॥ कफघ्नदुर्जरा पाके 'मातुलुङ्गजटा' कटुः। 'मूल'ञ्चैव क्रिमीन् हन्ति 'पुष्पबीजञ्च' गुल्मजित्। अन्यच्च—चेतोहारी 'रसेन' प्रथयति कटुता, मम्लताञ्चापि धत्ते। हृद्रोगोदानगुल्मश्वसनकफहरः, प्लीहकोपापहन्ता। 'वीर्य्या'दर्शांसि कासग्रहणीमपहरत्यग्निकृत् पाचनोऽयम्। संधत्ते रक्तपित्तं 'परिणतिसमये,' केसरो मातुलुङ्ग्याः॥ 'मधुकर्कटिका' स्वादुः शीता पित्तास्रजिद् गुरुः। एषा त्रिदोषजिद् वृष्या रुचिकृच्चैव दुर्जरा। 'धन्वन्तरीयनिघण्टुः'॥ मधुरो, 'मधुजम्बीरो' शिशिरः कफपित्तजित्। अर्शोघ्नस्तर्पणो वृष्यः श्रमघ्नः पुष्टिकारकः। 'धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च॥ जम्बीरस्य 'फलं' रसेऽम्लमधुरं, वातापहं पित्तकृत्। पथ्यं पाचनरोचनं बलकरं, वह्नेर्विवृद्धिप्रदम्। 'पक्व'' चेन्मधुरं कफार्त्तिशमनं, पित्तास्रदोषापनुत्। वर्ण्यं वीर्य्यविवर्द्धनं च रुचिकृत्, पुष्टिप्रदं तर्पणम्॥ निम्बूफलं प्रथित मम्लरसं कटूष्णं। गुल्मामवातहरमग्निविवृद्धिकारि। चक्षुष्यमेतदथ कासकफार्त्तिकण्ठ।—विच्छर्दिहारि परिपक्वमतीव रुच्यम्॥ 'नारङ्गं' मधुराम्लं गुरूष्णं चैव रोचनम्। वातामक्रिमिशूलघ्नं श्रमहृद्बलकृच्छ्रमम्॥ 'बीजपूरफल'मम्लकटूष्णं श्वासकासशमनं पाचनञ्च। कण्ठशोधनपरं लघु हृद्यं दीपनं च रुचिकृत् पावनञ्च। तथाच—'बालं' पित्तमरुत्कफास्रकरणं, 'मध्यञ्च' तादृग्विधम्। 'पक्व'' वर्णकरञ्च हृद्यमथ तत्, पुष्णाति पुष्टिं बलम्॥ शूलाजीर्णविबन्धमारुतकफश्वासार्त्तिमन्दाग्निजित्। कासारोचकशोकशान्तिदमिदं, स्यात्मातुलिङ्गं सदा। अन्यच्च—'त्वक्'तिक्ता दुर्जरा स्यात् क्रमिकफपवनघ्नं स्निग्ध

স্নিগ্ধ মুষ্ণম্। 'মধ্যং' শূলার্ত্তিপিত্তশমনমখিলারোচকঘ্নঞ্চ গৌল্যম্। বাতার্ত্তিঘ্নং কটূষ্ণং জঠরগদহরং 'কেসরং' দীপ্যমম্লং। 'বীজং' তিক্তং কফার্শঃশ্বয়থুশমকরং বীজপূরস্য পথ্যম্॥ 'মধুকর্কটী' মধুরা শিশিরা দাহনাশিনী। ত্রিদোষশমনী রুচ্যা বৃষ্যা চ গুরুদুর্জরা। অম্লঃ কটূষ্ণা 'বনবীজপুরো'। রুচিপ্রদো বাতবিনাশনশ্চ। স্যাদম্লদোষঃ ক্রিমিনাশকারী। কফাপহঃ শ্বাসনিষূদনশ্চ। 'রাজনিঘণ্টুঃ'॥

নিম্বূকং ক্রিমিসমূহনাশনম্। তীক্ষ্ণমম্ল মুদরগ্রহাপহম্। বাতপিত্তকফশূলিনে হিতম্। কষ্টনষ্টরুচিরোচনং পরম্। ত্রিদোষবহ্নিক্ষয়বাতরোগনিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাম্। মন্দানলে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং বিসূচীকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥ 'মিষ্টনিম্বূফলং' স্বাদু গুরুমারুতপিত্তনুত্। গররোগবিষধ্বংসি কফোৎক্লেশি চ রক্তহৃত্। শোষারুচিতৃষাচ্ছর্দ্দিহরং বল্যঞ্চ বৃংহণম্॥ 'বীজপূরফলং' স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু। রক্তপিত্তহরং কণ্ঠজিহ্বাহৃদয়শোধনম্। শ্বাসকাসারুচিহরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্॥ 'মধুকর্কটিকা' স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ। রক্তপিত্তক্ষয়শ্বাসকাসহিক্কাভ্রমাপহা॥ 'জম্বীরং' মুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুত্। শূলকাসকফোৎক্লেশচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণামদোষজিত্। আস্যবৈরস্যহৃৎপীড়াবহ্নিমান্দ্যক্রিমীন্ হরেত্। 'স্বল্পজম্বীরিকা' তদ্বত্ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিনিবারণী॥ ভাবপ্রকাশঃ॥ মাতুলুঙ্গফলং হৃদ্যমম্লং লঘ্বগ্নিদীপনম্। শ্বাসকাসারুচিহরং তৃষ্ণাঘ্নং কণ্ঠশোধনম্। বিবদ্ধে চৈব হিক্কায়াং শূলে ছর্দ্যাঞ্চ শস্যতে॥ 'লিম্পাকং' সুরভি স্বাদু নাত্যম্লং ভক্তরোচকম্। বাতশ্লেষ্মহরং হৃদ্যং ছর্দ্দিঘ্নং নাতিপিত্তকৃত্॥ জম্বীরং মধুরং কিঞ্চিদত্যম্লং পিত্তকৃদ্ গুরু। সুগন্ধি দুর্জরং .শুক্রকফবাতবিবন্ধনুত্॥ 'মধুকর্কটিকা' শীতা শ্লেষ্মাস্যপ্রসাদনী। রুচ্যা স্বাদুর্গুরুঃ স্নিগ্ধা বাতপিত্তবিনাশিনী॥ 'নাগরঙ্গন্তু সুরভি বিপাকে দুর্জরং গুরু। নাত্যম্লমীষন্মধুরং হৃদ্যং বাতবিনাশনম্॥ রাজবল্লভঃ॥ 'গুল্মানাহয়োঃ' মাতুলুঙ্গমূলম্—"চূর্ণানি মাতুলুঙ্গস্য ভাবিতস্য রসেন বা। কুর্য্যাদ্বর্ত্তীঃ সগুড়িকা গুল্মানাহার্ত্তিশান্তয়ে"। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) 'পিত্তং সমাশ্রয়-

माननाय' मातुलुङ्गरसः—"मातुलुङ्गरसं क्षौद्रं पिप्पलीमरिचान्वितं। सनागरं पिबेत् पित्तं तथास्येति स्वमाश्रयम्"। (चिः २१ अः)। चरकः॥ ज्वरकृते 'आस्यवैरस्ये' मातुलुङ्गकेसरम्—"केसरं मातुलुङ्गस्य मधुसैन्धवसंयुतम्। * वैरस्ये धारयेत् कल्कं—"। (उः ३८ अः)। (२) 'रक्तपित्ते' मातुलुङ्गपुष्पमूले—"मूलानि पुष्पाणि च मातुलुङ्ग्याः पिष्ट्वा पिबेत् तण्डुलधावनेन"। (स ४७ अः)। सुश्रुतः॥

'कर्णशूले' मातुलुङ्गरसः—"रसेन वीजपुरस्य * पूरयेत्"। (उः १८ अः)। वाग्भटः॥ पित्तज्वरिणः 'पिपासायां' मातुलुङ्गकेसरम्—"केसरं मातुलुङ्गस्य मधुसैन्धवसंयुतम्। पेष्यमानं तालुलेपः सद्यः पित्ततृषापहः"। (चिः २ अः)। (२) 'तालुशोषे' मातुलुङ्गकेसरम्—केसरं मातुलुङ्गस्य पिष्टं तण्डुलवारिणा। प्रतप्तं मधुना तालुलेपः शोषापहः परः"। (चिः १४ अः)। (३) 'शर्करायं' मातुलुङ्गमूलम्—"यो मातुलुङ्गिकामूलं पिबेत् पर्य्युषिताम्बुना तस्याश्मः शर्करोद्भूतं दुःखं सद्यो विलीयते"। (चिः २८ अः)। (४) 'वातविसर्पे' मातुलुङ्गरसः—"मातुलुङ्गरसेनापि धावनं वातसर्पिषु"। (चिः ३३ अः)। (५) 'पित्तजे शिरोरोगे' मातुलुङ्गकेसरम् "केसरैर्मातुलुङ्गस्य पित्तजे शीतलेपनम्"। (चिः ३८ अः)। (६) 'गुर्व्विणीनामरुचौ' मातुलुङ्गकेसरम्—"* सकटुकं मातुलुङ्गस्य केसरम्। मार्ज्जनं दन्तजिह्वासु गण्डूषस्रोष्णवारिणा। गुर्व्विणीनाञ्च व्योषामरुचिञ्च नियच्छति"। (चिः ५० अः)। 'हारीतः'। ज्वरिणः अरुचौ' मातुलुङ्गकेसरम्—"अरुचौ मातुलुङ्गस्य केसरं साज्यसैन्धवम्। * आस्येन धारयेत्" (ज्वर–चिः)। (२) 'वातभवे शूले' वीजपूरकमूलम्—"वीजपूरक-मूलञ्च घृतेन सह पाययेत्। जायेद् वातभवं शूलं कर्षमेकं प्रमाणतः। (शूल—चिः)। (३) 'पार्श्वहृद्वस्तिशूले' मातुलुरसः—रमातुलुङ्गरसो वापि *। सक्षारो मधुना पीतः पार्श्वहृद्वस्ति शूलनुत्"। (शूल—चिः)। (४) अम्लपित्ते जम्बीररसः—"जम्बीरस्वरसः पीतः सायं हन्त्यम्लपित्तकम्" (अम्लपित्त—चिः)। (५) 'मद्यविकारापावनार्थं मातुलुङ्गकेसरम्—"सौवीरेण तु संपिष्टं मातुलुङ्गस्य

केसरं प्रलेपात् पाचयत्याशु दाहश्वाशु नियच्छति"। (मसूरिका—चिः)। चक्रदत्तः ॥

'सूतस्य परिपाकाय जम्बीररसः—"सूतस्य परिपाकाय जम्बीरस्य रसो हितः। (अजीर्णं—चिः)। (২) 'हिक्कायां' मातुलुङ्गरसः—"मधुसौवर्च्चलोपेतं मातुलुङ्ग रसं पिवेत्"। (हिक्का—चिः)। भावप्रकाशः ॥

'वमने' मातुलुङ्गरसः—"मातुलुङ्गरसो लाजाशर्करामधुसंयुतः। पिप्पलीचूर्ण-संयुक्तः श्रेष्ठ स्छर्दिनिवारणः"। (छर्दि—चिः)। (২) 'क्रमिदन्तरुजायां' वीजपूरकमूलम्—"वीजपूरकमूलस्य वाकूचीनां तथैव च। भागाभ्यां तु समं कृत्वा पिष्ट्वा वर्त्तिं तु कारयेत्। एषा रदस्थवर्त्तिस्तु दन्तैर्दन्तैर्निपीड़येत्। सद्योऽवस्थितमात्रा तु क्रमिदन्तरुजापहा। (मुखरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

অম্বর্থসংজ্ঞা।—জম্বীরের—"দন্তহর্ষণ"। **মাতুলুঙ্গের** (বীজপূরের)—"গন্ধকুসুম," "দন্তুরত্বচ," "বরাম্ল," "কেসরাম্ল," "ক্রমিঘ্ন," "রোচনফল"। **জম্বীরের ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** পাঁচ প্রকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—(১) জম্বীর, (২) মধুজম্বীর, (৩) নারঙ্গ, (৪) বীজপুর, (৫) মধুকর্কটী। **রাজনিঘণ্টুক্ত** সাত প্রকার যথা—(১) জম্বীর, (২) মধুজম্বীর, (৩) নিম্বুক, (৪) নারঙ্গ, (৫) বীজপুর (মাতুলুঙ্গ) (৬) মধুকর্কটী, (৭) বনবীজপূরক। **রাজবল্লভোক্ত** চারি প্রকার ; যথা—(১) মাতুলুঙ্গ, (২) জম্বীর, (৩) মধুকর্কটিকা, (৪) নাগরঙ্গ। **ভাবপ্রকাশোক্ত** পাঁচ প্রকার, যথা—(১) নিম্বূ. (২) মিষ্টনিম্বূ. (৩) বীজপূর, (৪) মধুকর্কটিকা, (৫) জম্বীরদ্বয়। **জম্বীরাদির ভাষানাম**—আমরা জম্বীর শব্দ লেবুর সাধারণ নামস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু বৈদ্যকোক্ত **জম্বীর** ও মহাজম্বীর শব্দে গোঁড়ালেবু গ্রহণ করিতে হইবে। **মাতুলুঙ্গের** পর্য্যায় বীজপূর ও মাতুলুঙ্গ একই লেবুর দুইটী নাম। মাতুলুঙ্গের বাঙলা নাম টাবালেবু। মাতুঙ্গের নিঘণ্টুক্ত অন্বর্থ নামগুলির মধ্যে "বরাম্ল" ভিন্ন যাবতীয় নামই বাতাবি লেবুতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। বরং "গন্ধকুসুম" শব্দ টাবালেবু অপেক্ষা বাতাবি লেবুতেই সম্যক্ অন্বর্থ। **ভাবমিশ্রোক্ত** মধুরবীজপূরক অর্থাৎ মধুকর্কটিকা, বাতাবিলেবু ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজনিঘণ্টুক্ত **"বনবীজপূরক"** বোধ হয় আরণ্য বাতাবিলেবু—"অত্যম্ল," "গন্ধাঢ্যা," "পীতা" ইহার পর্য্যায়। **ক্সবর্গ** লিখিয়াছেন টাবালেবুর গাছে কাঁটা আছে। বৈদ্যগণ যাহাকে টাবালেবু বলিয়া জানেন এবং প্রাকৃত লোকেও টাবালেবু নামে যাহা ব্যবহার করে, তাহার বৃক্ষ কণ্টকী নহে। **টাবালেবু,** বৃহৎ, গোল, ত্বক্ অপেক্ষাকৃত স্থূল, বীজ চ্যাপ্টা, ফলশক্ত অর্থাৎ "রোয়া"

পক্কাবস্থাতে ও শ্বেতবর্ণ, রস প্রচুর, স্বাদ অত্যম্ল। রাজনিঘণ্টূক্ত নিম্বুক এবং ভাবপ্রকাশোক্ত নিম্বু এক নহে। নিণ্টূক্ত নিম্বুক "প্রথিতমম্লরসং" এবং "পরিপক্কম তীব্ররুচ্যং"। বোধ হয় ভাবমিশ্রকথিত **নিম্বু** এবং রাজবল্লভোক্ত **লিম্পাক** একই বস্তু। নিম্বু "নষ্টকষ্টরুচি-রোচনংপরং" এবং লিম্পাক "ভক্তরোচকং"। এতদুভয়ের বাঙ্‌লা নাম পাতিলেবু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নিঘণ্টূদ্বয়ে বা ভাবপ্রকাশে লিম্পাক নামে কোন লেবুর উল্লেখ নাই। নিঘণ্টূকার ও ভাবমিশ্র বলিয়াছেন,—"বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তা মধুরা মধুকর্কটী," সুতরাং রাজনিঘণ্টূ ও ভাবপ্রকাশোক্ত **মধুকর্কটী** বাতাবিলেবু। রাজবল্লভোক্ত মধুকর্কটী বাতাবিলেবু কি কমলালেবু ঠিক্ বলা যায় না। নিঘণ্টূক্ত **মধুজম্বীর** বোধ হয় গ্রাম্য কমলালেবু, কিম্বা শ্রীহট্টির কমলালেবুও হইতে পারে। রাঢ়ে যাহা নারেঙ্গালেবু নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই নিঘণ্টূক্ত নারঙ্গ এবং রাজবল্লভোক্ত নাগরঙ্গ। ভাবপ্রকাশোক্ত **স্বল্পজম্বীর**কে কেহ কেহ কাগজীলেবু বলিয়া থাকেন। লেবুর বহুভেদ দেশে দেশে প্রসিদ্ধ। শীতকালে কোচবিহারে, শ্রীহট্টীয় কমলালেবু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, ঈষদম্লযুক্ত মধুরাস্বাদ এক প্রকার লেবু পাওয়া যায়, ইহা হিমগিরির পাদদেশে জন্মিয়া থাকে, লোকে ইহাকে "**সন্ত্রা**" বলে; ইহা কগজিলেবুরই মত কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি, কিন্তু তদপেক্ষা বৃহত্তর, স্থূলত্বক্, সুগন্ধি, অম্ল-রসপূর্ণ। আর একপ্রকার লেবু কোচবিহারে প্রচুর জন্মে, ইহাকে লোকে "**জম্বুরা**" বলে। চিড়া ও দালের সহিত ইহা ভক্ষণ করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পল্লব, পুষ্পকেসর, ফলত্বক্, ফলরস ও বীজ।

বৈদ্যকে জম্বীরাদির ব্যবহার।

চরক—গুল্ম ও **আনাহে** মাতুলুঙ্গমূল—মাতুলুঙ্গের মূলত্বক্ চূর্ণ করিয়া মাতুলুঙ্গেররসেই ভাবনা দিয়া বর্ত্তি ও গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মলমূত্রপ্রবৃত্তি রোধ এবং তজ্জন্য অন্যান্য উপসর্গের নাম আনাহ। আনাহরোগীর মলদ্বারে এই বর্ত্তি প্রবেশ করাইবে। এবং গুল্মরোগীকে এই গুড়িকা সেবন করাইবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **পিত্তের স্বমার্গানয়নার্থ** মাতুলুঙ্গরস—ত্রিকটুচূর্ণযোগে মাতুলুঙ্গরস পান করিলে, আশয়চ্যুত পিত্ত স্বমার্গে প্রতিনিবৃত্ত হয়। (চিঃ ২১ অঃ)। কামলাদি পীড়ায় পিত্ত রক্তসহ মিশ্রিত হইয়া, সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়, মাতুলুঙ্গরস এই মার্গভ্রষ্ট পিত্তকে যথামার্গে আনায়ন করে অর্থাৎ সুস্থলোকের পিত্ত যেমন মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে সেইরূপ নির্গত করায়। **সুশ্রুত—জ্বরকৃত মুখবিরসতায়** মাতুলুঙ্গকেসর—জ্বররোগীর মুখ বিস্বাদ হইলে মাতুলুঙ্গপুষ্পের কেসর মধু ও সৈন্ধবলবণসহ পেষণপূর্ব্বক মুখে রাখিলে, আস্যবৈরস্য থাকে না। (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** মাতুলুঙ্গপুষ্প ও মূল—রক্তপিত্তী মাতুলুঙ্গের

মূলত্বক্ ও পুষ্প তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)। **বাগ্‌ভট—কর্ণশূলে** মাতুলুঙ্গরস—মাতুলুঙ্গ ফলের রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে পাতিত করিলে কাণের বেদনা প্রশমিত হয়। (উঃ ১৮ অঃ)। **হারীত—পিত্তজ্বরীর পিপাসায়** মাতুলুঙ্গকেসর—মধু ও সৈন্ধবলবণযোগে পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেসর দ্বারা তালু প্রলিপ্ত করিলে (টাক্‌রায় লাগাইয়া রাখিলে) পিত্তজতৃষ্ণা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২ অঃ)। (২) **তালুশোষে** মাতুলুঙ্গকেসর—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট মাতুলুঙ্গ কেসর তপ্ত করিয়া, পশ্চাৎ মধুযোগে তালুতে প্রলেপ দিলে, তালুশোষ অন্তর্হিত হয়। (চিঃ ১৪ অঃ)। (৩) **শর্করারোগে** মাতুলুঙ্গমূল—বাসিজলের সহিত মাতুলুঙ্গমূলত্বক্ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, শর্করা (এই রোগে মূত্রের সহিত বালির মত বস্তু নির্গত হয়) প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অঃ)। (৪) **বাতবিসর্পে** মাতুলুঙ্গরস—বাতজবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ মাতুলুঙ্গকেসর ও ফলরসে ধৌত করিবে। (চিঃ ৩৩ অঃ)। (৫) **পিত্তজশিরোরোগে** মাতুলুঙ্গকেসর—পিত্তজশিরোরোগে আর্দ্র মাতুলুঙ্গকেসর পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। (চঃ ৩৯ অঃ)। (৬) **গর্ভিণীর অরুচিতে** মাতুলুঙ্গকেসর—ত্রিকটু কিম্বা ইহার একতমের সহিত পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেসর দ্বারা জিহ্বাদন্ত মার্জ্জন, কিম্বা জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কবল করিলে গর্ভিণীর অরুচি বিনাশ পায় (চিঃ ৫০ অঃ)। **চক্রদত্ত—জ্বররোগীর অরুচিতে** মাতুলুঙ্গকেসর—জ্বররোগী, ঘৃত ও সৈন্ধব লবণসহ পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেসর মুখে ধারণ করিলে, অরুচি প্রশমিত হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **বাতজশূলে** বীজপূরকমূল—বীজপূরকমূলত্বক্ ২ তোলা, গব্যঘৃতের সহিত পান করিলে বাতজশূল প্রশমিত হয়। (শূল—চিঃ)। এ মাত্রা অধুনা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য কিনা চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন। **পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলে** মাতুলুঙ্গরস—যবক্ষার ও মধুসহ মাতুলুঙ্গরস পান করিলে পার্শ্বহৃদয় এবং বস্তিদেশের শূল প্রশমিত হয়। (শূল-চিঃ)। **অম্লপিত্তে** জম্বীররস—সায়ংকালে জম্বীররস পান করিলে অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়। (অম্লপিত্ত—চিঃ)। এস্থলে বৃদ্ধবৈদ্যগণ জম্বীর শব্দে পাতিলেবু ব্যবহার করেন। (৫) **মসূরিকাপাচনার্থ** মাতুলুঙ্গকেসর—বসন্তরোগীর গাত্রে কাঞ্জিপিষ্ট মাতুলুঙ্গ কেসরের প্রলেপ দিলে, বসন্তের গুটি পাকিয়া উঠে এবং দাহ নিবৃত্তি পায়। (মসূরিকা—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—ঘৃতের পরিপাকজন্য জম্বীররস—ঘৃতের পরিপাক জন্য জম্বীররস পান করিবে। (অজীর্ণ—চিঃ)। (২) **হিক্কারোগে** মাতুলুঙ্গরস—হিক্কারোগী মধু ও সৌবর্চ্চললবণযোগে মাতুলুঙ্গ ফলের রস পান করিবে। (হিক্কা—চিঃ)। **বঙ্গসেন—ছর্দ্দিতে** মাতুলুঙ্গরস—খৈচূর্ণ, মধু, চিনি ও মাতুলুঙ্গরসের সহিত তরল করিয়া, কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণসহ পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। (ছর্দ্দি—চিঃ)। (২)

কৃমিদন্তশূলে বীজপূরকমূল—বীজপূরকমূলত্বক্ এবং সোমরাজ সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি কৃমিভক্ষিত দন্তোপরি স্থাপন পূর্ব্বক, দন্তে দন্তে এরূপভাবে পীড়ন করিবে যেন বর্ত্তি কৃমিভক্ষিত দন্তে প্রলিপ্ত হইয়া থাকে। ইহা কৃমি-ভক্ষিত দন্তের বেদনাহর। (মুখরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, হৃদ্য ও ছর্দ্দিঘ্নবর্গে মাতুলুঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। ফলবর্গে লিখিত আছে—"শূলেঽরুচৌ বিবন্ধে চ মন্দেঽগ্নৌ মদ্যবিক্ষেপে। হিক্কাকাসে চ শ্বাসে চ বম্যাং বর্চ্চোগদেষু চ। বাতশ্লেষ্মসমুত্থেষু সর্ব্বেষ্বেতেষু দিশ্যতে। কেসরং মাতুলুঙ্গস্য লঘুশীত মতোঽন্যথা॥ মধুরং কিঞ্চিদম্লঞ্চ হৃদ্যং ভক্তপ্ররোচনম্। দুর্জ্জরং বাতশমনং নাগরঙ্গফলং গুরু। (সূঃ ২৭ অঃ)। সৌশ্রুতফলবর্গে লিখিত আছে—"কফানিলহরং পক্বং মধুরাম্লরসং গুরু। শ্বাসকাসারুচিহরং তৃষ্ণাঘ্নং কণ্ঠশোধনং। লঘ্বম্লং দীপনং হৃদ্যং মাতুলুঙ্গমুদাহৃতম্। ত্বক্ তিক্তা দুর্জ্জরা তস্য বাতকৃমিকফাপহা। স্বাদুশীতং গুরুস্নিগ্ধং মাংসং মারুতপিত্তজিৎ। মেধ্যং শূলানিলচ্ছর্দ্দিকফারোচকনাশনম্। দীপনং লঘু সংগ্রাহি গুল্মার্শোঘ্নন্তু কেসরং। শূলাজীর্ণবিবন্ধেষু মন্দাগ্নৌ কফমারুতে। অরুচৌ চ বিশেষেণ রসস্তস্যোপদিশ্যতে"। (সূঃ ৪৬ অঃ)। নারঙ্গ ও জম্বীরের গুণ, ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে যাদৃশ লিখিত হইয়াছে, সৌশ্রুত ফলবর্গেও অবিকল তাহাই দেখিতে পাই। উপরি উদ্ধৃত মাতুলুঙ্গের গুণ-বিবরণও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুক্ত পাঠের সহিত অভিন্ন। অন্যান্য স্থলেও পাঠক এতদুভয়গ্রন্থোক্ত পাঠের ঐক্য দর্শন করিবেন। এইরূপ পাঠৈক্যের কারণ, সুশ্রুত ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর বক্তা একই ব্যক্তি সেই কাশীরাজ ধন্বন্তরি। আমরা ইন্দ্রবারুণী বিষয়ক প্রবন্ধে একথা সপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

Constituents *of C. Medica.*—Lemon juice contains citric acid 7 to 10 p. c., phosphoric and malic acids ; also citrates of potassium and other bases ; sugar, mucilage and ash. Dose 4 to 6 drs. Lemon peel contains a volatile oil, hesperidin, a bitter crystalline glucoside chiefly in the white of the rind ; and ash 4 p. c. Hesperidin a bitter principle 5 to 8 p. c. in yellow crystals, sparringly soluble in boiling water and ether, readily soluble in hot acetic acid, also in alkaline solutions.

Actions and uses—The juice, rind of the fruits and volatile oil are used in medicine. The peel is bitter tonic and stomachic, used for flavouring tinctures and infusions. It is also stimulant and carminative given in indigestion, flatulence, and as a corrective to purgatives. It is also extensively used to disguise the taste of medicines such as quinine, &c. The lemon juice is refrigerant, cooling and antiscorbutic, analogous

to orange juice, but it contains more citric acid less syrup, and hence called acid of lemons. **The juice taken internally** enters the blood as alkaline citrates, potassium salts and phosphoric acid. The citrates are partly oxidized into carbonic acid and water. The potassium salts and phosphoric acid act upon the red corpuscles. They precipitate uric acid and thus promote the formation of calculi. If long continued the juice or citric acid impairs digestion and impoverishes the blood. It is supposed to dissolve organic matters in the system ; hence used in the treatment of atheroma. The fresh juice is useful in scarvy. It is an ingredient in many refrigerant and diuretic effervescing drinks, used allaying febrile heat and thirst in saponing restlessness, promoting the action of the skin and kidneys. It is given in inflamatory affections and in Dyspepsia with vomiting. Its power of conveying alkalies into the blood renders it useful in acute Rheumatic affections Sciatica, Lumbago, &c., also given in obesity in large quantities with good results. It is often used with potassium bicarbonate and honey by the natives as a gargle in Diphtheria and sore throat. Externally it relieves itching if applied in sun-burn, and to check post partem hæmorrhage. The essential oil is a stimulating liniment for the relief of Rheumatic pains. The juice of baked lemon is used in bilious affections and to stop diarrhœa. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., pp. 125-26).

নব্যমত—লেবুররস পান করিলে ইউরিক্ এসিড্ মূত্র হইতে বিশ্লিষ্ট হয় সুতরাং অশ্মরীসঞ্চয়ের অনুকূলতা করে। লেবুররস কিংবা সাইট্রিক এসিড্ দীর্ঘকাল সেবন করিলে, পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতা জন্মে এবং রক্তের উপাদানসম্পদ্ হ্রাস পায়। ইহা শরীরাভ্যন্তরজ অর্ব্বুদাদি বিলীন করিতে পারে বলিয়া, অষ্ঠীলাদি রোগে (Atherma) হিতকর। লেবুর টাট্‌কা রস "স্কার্ভি" রোগে উপকারী। ত্বক্ ও বৃক্কের কার্য্যশক্তি বর্দ্ধন এবং জ্বরেরদাহ ও তৃষ্ণা প্রশমনার্থ যে সকল শীতল ও মূত্রকর পানীয় ব্যবহৃত হয়, লেবুররস তৎসমুদয় পানীয়ের অন্যতর উপাদান। ইহা প্রদাহমূলক পীড়া এবং অম্লপিত্তে সেব্য। লেবুররস রক্তে স্বীয় ক্ষারগুণ অর্পণ করিয়া থাকে, অতএব ইহা বাত গৃধ্রসী ও কটীশূলাদি পীড়ায় হিতকর। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে ইহা স্থৌল্যঘ্ন। রোহিণী প্রভৃতি গলরোগে ও মুখক্ষতে দেশীয় চিকিৎসক মধু ও যবক্ষারের সহিত লেবুর রসের কবল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার বাহ্যপ্রয়োগ কণ্ডূ, রৌদ্রসেবাজন্য পীড়া এবং প্রসবান্ত-রক্তস্রাবে হিতকর। **লেবুর খোসা,**—পাচক, উষ্ণ, বায়ুনাশক ও আধ্মানহর। অপিচ ইহার ক্বাথ, শীতকষায়াদি সুগন্ধিকরণার্থ এবং বিরেচকভেষজের সহকারীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার উদ্বায়ী তৈল বাতে হিতকর। অগ্নিপক্ক লেবুররস অতিসারের ঔষধ।

জবা ও জাতি—জবাজাতী।

जवा (पा)—Hibiscus Rosa Sinensis, Shoe-flower. **जातिः**—Jasminum Grandiflorum. Spanish Jasmine, *Chambeli.*

अन्वर्थसंज्ञा—जवायाः—"**ओड्रपुष्पम्**" ("**आ ईषदुनत्ति, उन्दो क्लेदने, ओड्र पुष्पमस्य**"), "**रक्तपुष्पी,**" "**अर्कप्रिया,**" "**हरिवल्लभा,**" "**सूर्य्याराधनसाधनी**"। जवा तु कटुरुष्णास्यादिन्द्रलुप्तकनाशकृत्। विच्छर्द्दिजन्तुजननी सूर्य्याराधन साधनी"। राजनिघण्टुः॥ जवा संग्राहिणी केश्या *। 'जातियुगं' (जातिः स्वर्णजातिश्च) तिक्तमुष्णं तुवरं लघु दोषजित्। शिरोऽक्षिमुखदन्तार्त्ति विषकुष्ठानिलास्रजित्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—'केशकृष्णीकरणे' जवापुष्पम्—(भृङ्गराजे द्रष्टव्यम्)। (२) 'आर्त्तवलाभाय' जवापुष्पम्—"सकाञ्जिकं जवापुष्पं * प्राश्य वनिता त्वार्त्तवं लभेत्"। (योनिव्यापद्‌ —चिः)। चक्रदत्तः॥ 'पूतिकर्णे' जातीपत्ररसः—"जातीपत्ररसैस्तैलं विपक्वं पूतिकर्णजित्" (कर्णरोग—चिः)। (२) 'मुखपाके' जातिपत्रम्—"कार्य्यश्च वहुधा नित्यं जातिपत्रस्य चर्व्वणम्" (मुखरोग—चिः)। भावप्रकाशः॥ 'सदाहमूत्रोष्णत्ववेदनाशमनार्थं' जातीमूलं—"अजाक्षीरेण संमिश्रं जातिमूलं प्रपेषितम्। पिवेत् सदाहमूत्रोष्णत्ववेदनाशमनं यतः। हारीतः॥

জবার অন্বর্থ সংজ্ঞা—"ওড্রপুষ্প" (পিচ্ছিলপুষ্প), "রক্তপুষ্পী" "অর্কপ্রিয়া," "হরিবল্লভা," "সূর্য্যারাধনসাধনী"। **জবার ভাষানাম**—বাঃ—জবাফুলের গাছ। **হিঃ—অড়হুল, জবা, গুড়হর। সিং—বদ। দে ষমন্।** মঃ—জাসবন্দ। গুঃ—জাসুম। কঃ—দাসনল। তৈঃ—মন্দারপু। এস্থলে জাতি শব্দ ভাবমিশ্রোক্ত চামেলী অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

বর্ণন—জবাফুলের গাছ পুষ্পার্থ উদ্যানে রক্ষিত হয়। নিঘণ্টুকার জবাকে রক্তপুষ্প বলিয়াছেন, সূর্য্য "জবাকুসুমসঙ্কাশ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অনুমান হয় অধুনা যেমন ঈষৎ পীত ও ম্লানশুভ্র জবাপুষ্প দৃষ্টিগোচর হয় পূর্ব্বে এই বর্ণ বৈচিত্র্যের অভাব ছিল। কৃষি-প্রণালী ও জলবায়ুর প্রভাবে উদ্ভিদের পুষ্প, কালে বর্ণান্তরিত হইয়া থাকে। জড়জগৎ যেমন জবাকে বর্ণান্তরিত করিয়াছে মনুষ্যসমাজকর্ত্তৃক তদ্রূপ ইহা অধিকারভ্রষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে পাই জবা শাক্তসম্প্রদায়েরই অধিক প্রিয়, কিন্তু নিঘণ্টুকার ইহাকে "হরিবল্লভা" বলিয়া জানিতেন।

চামেলী ফুলের গাছ পুষ্পার্থ উদ্যানে পালিত হয়। উচ্চ চামেলীক্ষুপ আত্মদেহ ধারণক্ষম নহে, এজন্য পালকেরা অবলম্বনার্থ কিঞ্চিৎ দান করে। সাধারণ বৃন্তে ২—৩ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটি অযুগ্ম পত্র থাকে, সাধারণবৃন্ত নাতিদীর্ঘ, ক্ষুদ্রপত্রবৃন্ত অতিহ্রস্ব, কেবল অগ্রস্থিত অযুগ্মপত্রের বৃন্ত দীর্ঘতর, বৃন্তমূলে পত্রভাগ বিষমভাবে অবসিত, পত্রোদর গাঢ়হরিদ্বর্ণ, পত্রপৃষ্ঠ ফিকেসবুজ, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম। পুষ্প—পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পবৃন্ত দীর্ঘ, পুষ্প শ্বেত ও পীতবর্ণ, পীত পুষ্পের নাম **স্বর্ণজাতি,** পুষ্প মিলিতদল, পুংকেসর দলে সন্নিবিষ্ট, পুষ্পনল অতিক্রম পূর্ব্বক স্থিত, গন্ধ মনোহর, পুষ্পকাল—ফাল্গুন চৈত্র। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, পুষ্প।

বৈদ্যকে জবা ও জাতির ব্যবহার।

চক্রদত্ত—কেশকৃষ্ণীকরণে জবাপুষ্প——(ভৃঙ্গরাজ দেখ)। (২) **আর্ত্তবলাভার্থ** জবাপুষ্প—জবাপুষ্প কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে নারীর ঋতুলাভ হয়। ইহা রজঃকৃচ্ছ্র, রজোরোধ এবং বিলম্বিত ঋতুতে (অর্থাৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতুদর্শন না হইলে) প্রযোজ্য। **ভাবপ্রকাশ—পূতিকর্ণে** জাতিপত্ররস—"কাণ পাকিলে" তিলতৈলে চামেলীর পাতা ভাজিয়া, সেই তৈল বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে। (কর্ণরোগ—চিঃ)। (২) **মুখপাকে** জাতিপত্র—চামেলীর পাতা চর্ব্বণ করিলে মুখের ক্ষত আরাম হয়। (মুখরোগ—চিঃ)।

হারীত—মূত্রের উষ্ণতাদাহ ও বেদনায় জাতিমূল—ছাগীদুগ্ধে পিষ্ট জাতিমূল পান করিলে প্রস্রাবকালীন দাহ, বেদনা এবং মূত্রের উষ্ণতা প্রশমিত হয়। (চিঃ ৩০ অঃ)।

বক্তব্য—ভাবমিশ্র জাতির হিন্দিনাম চামেলী লিখিয়া, জাতিদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। নিঘণ্টুকার মালতীর পর্য্যায়ে জাতি পাঠ করিয়াছেন, জাতির পৃথক উল্লেখ করেন নাই। এস্থলে ভাবমিশ্রবৎ চামেলী অর্থে জাতিশব্দ গৃহীত হইল। "মালতী"তে এ বিষয় বিচার করা হইবে। চামেলীফুলের দ্বারা সুগন্ধীকৃত তিলতৈল বহুপ্রসিদ্ধ।

Actions and uses *of Shoe-flower.*—The petals are demulcent and emollient. As a refrigerant drink its infusion is given in fevers, as a demulcent in cough and cystitis ; combined with milk, sugar and cumin ; it is given in gonorrhœa. In menorrhagia, combined with lotus root the bark of Eerisdendron Anfractuosum, it is of benefit. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 98). **Constituents** *of Jasminum Grandiflorum.*—Resin, salicylic acid, an alkaloid —named jasminine and an astringent principle. **Actions and uses,**

—Astringent. The juice of the leaves or the oil is dropped into the ear in otorrhœa. The leaves are chewed, or locally applied to aphthous sores or ulcers in the mouth. As uterine sedative a poultice of the leaves and flowers is applied over the genitals, pubis and loins, in painful menstruation, and in loss of venereal desire. The fresh juice of the leaves is applied to soft corns with relief. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 435).

নব্যমত—জবাফুল স্নিগ্ধ, শীত ও পিচ্ছিল। ইহার কাথ জ্বর, কাস এবং মূত্রকৃচ্ছ্রে স্নিগ্ধশীত পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ, চিনি এবং জীরার সহিত ইহা „গণোরিয়া” রোগে সেব্য। পদ্মকন্দ ও সিমুলমূলের সহিত সেবিত হইলে, ইহা প্রচুর আর্ত্তবরজঃস্রাবে হিতকর। (আর্, এন্ কোরি—৯৮ পৃঃ)। **চামেলীর পাতা**—ধারক, কর্ণ হইতে জল বা পূয়স্রাব হইলে চামেলীর পাতার রস ও পত্রসহভর্জ্জিত তৈল কর্ণে ক্ষেপণ করিলে পূতিকর্ণ নিবৃত্তি পায়। মুখক্ষতে ইহার পত্র চর্ব্বণ করিলে কিংবা পত্রের প্রলেপ দিলে ক্ষত পূরণ হয়। যোনিসন্নিহিত প্রদেশে কিংবা কটীদেশে চামেলির পুষ্প ও পত্রের প্রলেপ দিলে ঋতুকালীন যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া সুখে আর্ত্তবস্রাব হয় এবং গ্রাম্যধর্ম্মের বিলুপ্তপ্রায় স্পৃহা পুনরানয়ন করে। পত্রস্বরস “কড়া”র (corn) পক্ষে হিতকর। (আর, এন্ কোরি—২য়ঃ খঃ, ৪৩৫ পৃঃ)।

জয়ন্তী—জয়ন্তী।

জয়া, জয়ন্তী—Sesbania Ægyptiaca, *Pers.* Aeschynomene Sesban, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—“सूक्ष्ममूला,” “केशकृष्णा,” “विषमोह्रप्रशमनी”। विषघ्नी तिक्तकटुका कफपित्तसमीरजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। श्वेया जयन्ती गल-गण्डहारी (मदगन्धयुक्ता)। तिक्ता कटूष्णाऽनिलनाशनी च। भूतापहा कण्ठविशोधनी च क्षण्णा तु सा तत्र रसायनी स्यात्। राजनिघण्टुः। जयन्ती कफपित्तघ्नी क्रिमिशोथविषप्रणुत्। मदगन्धवती तिक्ता कटूष्णा कण्ठशोधिनी। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—ज्वरे जयन्तीमूलम्—मूलं जयन्त्याः शिरसा धृतं सर्व्व-ज्वरापहम्। (ज्वर—चिः)। (२) ‘इन्द्रमेहे’ जयन्तीमूलम्—“पारिजातजया *।

जयेत्तुमध्व * मेहान् क्रमादुघ्नन्ति चाष्टौ क्वाथाः समाक्षिकाः"। (प्रमेह—चिः)। (२) 'मेढ्रपाके' जयापत्रम्—"जयाजात्यश्वमाराक्र * दलैः पृथक्। कृतं प्रक्षालने क्वाथं मेढ्रपाके प्रयोजयेत्"। (उपदंश—चिः)। (४) 'श्वित्रे' श्वेतजयन्तीमूलम्—"श्वेतजयन्तीमूलं पिष्टं पीतञ्च गव्यपयसैव। श्वित्रं निहन्ति नियतं रविवारे वैद्यनाथाज्ञा" (कुष्ठ—चिः)। (५) 'प्रथममसूरदे दृश्यमाने' जयन्तीवीजम्—"पीतं वीजं जयायाः सघृतं *" (मसूरिका—चिः)। (६) 'प्रतिश्याये' जयन्तीपत्रम्—"पुटपक्क' जयापत्रं सिन्धुतैलसमन्वितम्। प्रतिश्यायेषु सर्व्वेषु शीलितं परमौषधम्"। (नासारोग—चिः)। चक्रदत्तः॥ 'गर्भधारणवारणाय' जयन्तीकुसुमम्—"आरणालपरिपेषित' त्र्यहं या जयाकुसुमम् अत्ति पुष्पिनी। सह पुराणगुड़मुष्टिसेविनी सन्दधाति नहि गर्भमङ्गना" (वन्ध्या—चिः)। भावप्रकाशः॥

জয়ন্তীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"সূক্ষ্মমূলা" "কেশরুহা," "বিষমোহপ্রশমনী"। **জয়ন্তীর ভাষানাম**—বাঃ—জৈন্তিগাছ। হিঃ—জান্থী। মঃ—শিভারী। তাং—চম্পাই। তৈঃ—সোমান্তি। অঃ—হব্-এল্-ফকদ। ফাঃ—সিসিবন্।

বর্ণন—জয়ন্তীর বৃক্ষ নাত্যুচ্চ। **পাতা** তেঁতুলের পাতার মত। একটী সাধারণ-বৃন্তে জোড়া জোড়া পাতা থাকে—অগ্রে বেজোড় পাতা নাই। জয়ন্তী **দুই প্রকার**। একজাতীয়ের সাধারণ বৃন্তে ১৫—১৮ জোড়া এবং অপর প্রকারের ১০—১২ জোড়া পাতা দেখা যায়—প্রথমোক্তের পুষ্প পীতবর্ণ এবং প্রশস্ততম দলের পৃষ্ঠদেশ বেগুণেরঙের। দ্বিতীয়টীর পুষ্পের প্রশস্ততম দলের পৃষ্ঠদেশে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু ও রেখা দৃষ্ট হয়। পুষ্পের গঠন শিম্বিধারী উদ্ভিদের পুষ্পতুল্য, পুষ্প পুষ্পদণ্ডস্থিত, প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ৩—১২টী পুষ্প থাকে। শিম্বী—দীর্ঘ, ক্ষীণ, বীজদ্বয়মধ্যগতাংশ সঙ্কুচিত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, পুষ্প, মূল, বীজ। পত্র, শাকার্থ ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যকে জয়ন্তীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—জ্বরে জয়ন্তীমূল—জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে জ্বর নিবৃত্তি পায়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **ইক্ষুমেহে** জয়ন্তীমূল—জয়ন্তীমূলের কাথ মধুযোগে পান করিলে ইক্ষুমেহ প্রকশমিত হয়। (প্রমেহ—চিঃ)। **মেঢ্রপাকে** জয়ন্তীপত্র—জয়ন্তীপত্রের কাথে মেঢ্র ধৌত করিলে মেঢ্রপাক-বিনাশ পায়। (উপদংশ—চিঃ)। (৪) **মসূরিকার প্রথমাবির্ভাবকালে** জয়ন্তীবীজ—গব্যঘৃতসহ পিষ্ট ২৪টী জয়ন্তীবীজ বাসি

জলের সহিত, বসন্ত বাহির হইবার সময়ে পান করিবে। (মসূরিকা—চিঃ)। (৫) **শ্বিত্রে** শ্বেতজয়ন্তীমূল—রবিবারে, শ্বেতজয়ন্তীমূল গব্যদুগ্ধে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৬) **প্রতিশ্যায়ে** জয়ন্তীপত্র—জয়ন্তীপত্র পেষণপূর্ব্বক কলার পাতে আল্গা করিয়া বাঁধিয়া অঙ্গারের উপরি স্থাপন করিবে। বেষ্টিত কদলীপত্র অর্দ্ধদগ্ধ হইলে তুলিয়া, সৈন্ধবলবণ এবং সার্ষপ তৈলযোগে ভক্ষণ করিলে প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসিকা হইলে জলবৎ শ্লেষ্মস্রাব নিবৃত্তি যায়। **ভাবপ্রকাশ**—**গর্ভধারণবারণার্থ** জয়ন্তীকুসুম—ঋতুকালে তিন দিন, পুরাণগুড়যোগে পিষ্ট জয়ন্তীপুষ্প সেবন করিলে নারী বন্ধ্যা হয়। (বন্ধ্যা—চিঃ)।

বক্তব্য—যাহারা কফপ্রকৃতি সর্ব্বঋতুতেই শ্লেষ্মরোগপীড়িত থাকে—কারণে অকারণে প্রত্যহই নাসিকা হইতে প্রচুর জলবৎ শ্লেষ্মস্রাব হয় তাহাদের পক্ষে শাকস্বরূপ জয়ন্তীপত্রের ব্যবহার পরম হিতকর। ইহা বহুধা পরীক্ষিত। মধুমেহে কিম্বা সোমরোগে পিষ্টজয়ন্তী পত্র আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া রুটী প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রস্রাবের পরিমাণ সত্বর হ্রাস পায়—মূত্রের আপেক্ষিত গুরুত্ব লঘু এবং শর্করার পরিমাণ খর্ব্বীকৃত হয়।

Constituents.—The seeds contain a fixed oil, an odorous body, resin, sugar, an organic acid, gum, proteids and ash 5 p. c. **Actions and uses.**—The seeds and the juice of the bark are astringent and given in diarrhœa. The leaves are used as a poultice to promote suppuration. The powdered seeds are applied to relieve the pain of the scorpion bites. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 230).

নব্যমত—জয়ন্তীর **বীজ** এবং ত্বকের স্বরস, ধারক অতএব অতিসারে সেব্য। পিষ্ট ও উষ্ণ **পত্রের** প্রলেপ দিলে অপকস্ফোটক সত্বর পক্বতা প্রাপ্ত হয়। কীটদংশন জ্বালা প্রশমনার্থ **বীজের** প্রলেপ হিতকর। (আর, এন্, খোরি—২য়ঃ খঃ, ২৩০ পৃঃ)।

জাতিফল ও জয়িত্রী—জাতিফলজাতিপত্রী।

জাতিফলম্—Myristica Fragrans, Nutmeg. **জাতিপত্রী**—Mace.

অন্বর্থসংজ্ঞা—'জাতিফলস্য'—"মদশৌণ্ডম্"। 'জাতিপত্র্যাঃ'—"মলনাশিনী"।

'জাতীফলং' কষায়োষ্ণং কটু কফামযার্ত্তিজিৎ। বাতাতিসারমেহঘ্নং লঘু বৃষ্যঞ্চ

দীপনম্। 'ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রাজনিঘণ্টুশ্চ। 'জাতিপত্রী' কটুকা স্যাৎ সুরভিঃ কফনাশিনী। বক্ত্রদৌর্গন্ধ্যহৃদ্বর্ণ্যা বিষহৃৎ কায়কান্তিদা। ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টুঃ। 'জাতিপত্রী' কটুস্তিক্তা সুরভিঃ কফনাশনী। বক্ত্রবৈশদ্যজননী জাড্যদোষনিকৃন্তনী। রাজনিঘণ্টুঃ। 'জাতিফল'' 'রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং' রোচনং লঘু। কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্। নিহন্তি মুখবৈরস্য—মলদৌর্গন্ধ্যকৃষ্ণতাঃ। ক্রিমিকাসবমিশ্বাসশোষপীনসহৃদ্রুজঃ। 'জাতিপত্রী' লঘুঃ স্বাদুঃ কটূষ্ণা রুচিবর্ণকৃৎ। কফকাসবমিশ্বাসতৃষ্ণাক্রিমিবিষাপহা। বক্ত্রবৈশদ্যজননী তিক্তা দৌর্গন্ধ্যহারিণী। ভাবপ্রকাশঃ॥ 'জাতীফল'' তৃষাচ্ছর্দ্দি-শূলঘ্নং বাতপিত্তজিৎ। 'জাতীপত্রী' লঘুস্তৃষ্ণাতোদদৌর্গন্ধ্যজিন্মতা। রাজবল্লভঃ॥ 'তৈল'' জাতিফলোদ্ভূতং সমুত্তেজনমগ্নিদম্। জীর্ণাতিসারশমন মাধ্মানাক্ষেপ-শূলহৃৎ। আমবাতহরং বল্যং দন্তবেষ্টব্রণার্ত্তিনুৎ। আত্রেয়সংহিতা॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—পিপাসোত্ক্লেশয়ো র্জাতিফলম্—"পিপাসায়া মথোত্ক্লেশে * জাতিফলস্য বা শীতং। (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ 'ব্যঙ্গনীলিকায়াঃ' জাতিফলম্—"জাতিফলস্য লেপস্তু হরেদ্ ব্যঙ্গঞ্চ নীলিকাম্" (মুখরোগ—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥ 'বিপাদিকায়াং' জাতিফলম্—"পিষ্টা জাতীফলং লেপাদ্ধি নিহন্তি বিপাদিকাম্ (কুষ্ঠাধিকারঃ) বঙ্গসেনঃ।

অন্বর্থ-সংজ্ঞা—জাতিফলের—"মদশৌণ্ড" (মদকারী)। জাতিপত্রীর—"মলনাশনী"। জাতিফলের ভাষানাম—বাঃ—জায়ফল। হিঃ—জায়ফল। সিং—সাদিক্কা। মঃ—জায়ফঠ্ঠ। কঃ গুঃ—জাইফল। তৈঃ—জাজিকায়া। তাঃ—জোদি করায়। বর্ম্মা—জাদিক্কু। ফাঃ— জোমোবুবা। অঃ—জোঝ্-উৎলীব্। ইং—নট্‌মেগ্। জয়িত্রীর ভাষানাম— বাঃ—জৈত্রী। হিঃ—জাবিত্রী। সিং—বসাবাসি। মঃ—জায়পত্রী। গুঃ—জাবত্রী। কঃ—জায়পত্রী। তৈঃ—জাজিপত্রী। কঃ—জবিত্রী, বজ্‌বার। অঃ—বিস্‌বাসাঃ। ইং—মেস্।

বর্ণন—জাতিফলের বৃক্ষ মলকা দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। পিনাং, মালয় এবং জাঞ্জিবর দ্বীপে ইহার আবাদ হয়। জাতিফলবৃক্ষের কাণ্ড বৃক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সরলভাবে উত্থিত হয়। শাখাগুলি সমদূরবর্ত্তীরূপে স্থিত, শাখাগ্র ভূমির দিকে আনত। মর্দ্দিতপত্র কিঞ্চিৎ সুগন্ধি। পুষ্প—বহু, ক্ষুদ্র, নির্গন্ধ ও পীতবর্ণ। জাতিফলের ফল গোলকাকৃতি আকার কুক্কুটডিম্ববৎ, ফলগাত্র মসৃণ ও পীতবর্ণ। জায় ফলের তিনটী স্তর (১) ফলাবরণ (Pericarp), (২) জয়িত্রী,

(৩) বীজাবরণ (Testa)। (১) ফলাবরণ—স্থূল, মাংসল, পকাবস্থায় পীতবর্ণ, ইহা বেষ্টন পূর্ব্বক একটী সীতাচিহ্ন বিদ্যমান্। ফল পরিপক্ক হইলে এই সীতাচিহ্ন বিদীর্ণ হইয়া ফলাবরণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। (২) বিভক্ত হইলে দেখা যায়, পলাশপুষ্পবর্ণ মাংসল, বহুধা ভিন্ন জয়িত্রীর দলগুচ্ছ বীজাবরণ বেষ্টন পূর্ব্বক তদ্গাত্রে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। শুষ্ক হইলে জয়িত্রী ভঙ্গপ্রবণ, পীতবর্ণ এবং বীজাবরণ হইতে খসিয়া পড়ে। (৩) বহুধা ভিন্ন জয়িত্রীর দলগুলির আশ্লেষহেতু বীজাবরণ গাত্রে তদনুকারি চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। এই বীজাবরণ কঠিন, স্থূল এবং দারুময়; ভাঙ্গিলে ইহার ভিতর জায়ফল দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারে দুই প্রকার জায়ফল পাওয়া যায়, বীজাবরণসহ জায়ফল এবং বীজাবরণবর্জ্জিত জায়ফল। জায়ফল যত বৃহৎ হইবে ততই উত্তম। সাবান সুগন্ধিকরণার্থ জয়িত্রী ও জায়ফলের তৈল ব্যবহৃত হয়—এতদর্থে ফ্রান্স ও য়ুরোপে ভূরিপ্রমাণ জায়ফল ও জয়িত্রী নীত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, ফলকোষ (জয়িত্রী) ও তৈল। **মাত্রা**—জয়িত্রীর —½—২ আনা। জায়ফলের—১—২ আনা।

বৈদ্যকে জাতিফলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—পিপাসা ও উৎক্লেশে জাতিফল—জাতিফলের শীতকষায় পিপাসা ও বমনোদ্বেগনাশক। (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—ব্যঙ্গে ও নীলিকায়** জাতিফল——"মেছেতা" কিম্বা মুখের নীলবর্ণচিহ্নে ঘৃষ্টজায়ফল লেপন করিবে। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—বিপাদিকায়** জাতিফল—জাতিফলের প্রলেপে পাদস্ফোট প্রশমিত হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)।

বক্তব্য—এদেশে অতিপ্রাচীন কাল হইতে জায়ফল ও জয়িত্রী পানের মশলারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। "মাত্রাশিতীয়ে" **চরক** বলিয়াছেন—"জাতিকটুকপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ। কক্কোলকফলং পত্রং তাম্বূলস্য শুভং তথা"। রসচিকিৎসার প্রসারের সহিত জায়ফল জয়িত্রীর ভেষজার্থ ব্যবহার ব্যাপকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। **আকরোক্ত** সন্নিপাতজ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণরোগের চিকিৎসায় কিম্বা বাজীকরণাধিকারে জায়ফল জয়িত্রী ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু রসচিকিৎসার অভ্যুদয়কালে রচিত গ্রন্থগুলিতে, ঐ সকল পীড়ার চিকিৎসায় জায়ফল, জয়িত্রীর ভূরি ব্যবহার দৃষ্ট হয়। **আকরোক্ত** তৈলযোনি-ফলবর্গে জাতিফল ও জাতিপত্রীর উল্লেখ নাই। **নিঘণ্টুদ্বয়ে** জাতিফল বা জাতিপত্রীর তৈলের গুণ বিবৃত হয় নাই।

Constituents.—The kernel contains a volatile oil, 2 to 8 p. c., a fixed oil, proteids, fat, starch, mucilage and ash ; concrete oil, called oil

of mace, 20 p. c. The mace contains a volatile oil (by distillation) identical with the volatile oil from the kernel, a fixed oil (by pressure), resin, fat, sugar, dextrine and mucilage. **Actions and uses.**—Aromatic, stomachic and stimulant. In small doses it stimulates digestion, increases appetite, relieves flatulence, dyspepsia and colic. In large doses it causes stupor and delirium. As a carminative, anodyne and astringent, it is given in diarrhœa and dysentery, to allay nausea and vomiting, small doses frequently given relieves strangury. A paste of it is used as an external application to the head in headache, palsy cramps &c. The wood is used as an astringent to check diarrhœa. The oil is stimulant and carminative, and in large doses, narcotic and is given in atonic dyspepsia, diarrhœa and as an adjunct to other stimulant medicines. Locally diluted with bland oil, it is applied in rheumatism, paralysis, sprains &c. Butter of nutmeg is externally applied in rheumatism, contusions, sprains etc. Mace is used for the same purposes as the kernel. (*R. N. Khory—Part II., p. 524*).

নব্যমত—জায়ফল ও জয়িত্রী—সুগন্ধি, পাচক ও উষ্ণ। অল্পমাত্রায় সেবিত হইতে ইহা পরিপাক ক্রিয়ার ত্বরিত নির্ব্বাহক, ক্ষুধার বর্দ্ধক এবং উদরাধ্মান, গ্রহণী ও শূল প্রশমক। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে মূঢ়তা এবং প্রলাপ জন্মায়। পাচক, ধারক এবং বেদনাহর বলিয়া অতিসার, রক্তাতিসার এবং বিবমিষা ও বমনরোগে প্রয়োজ্য। অল্পমাত্রায় সেবিত হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তমূত্রণে হিতকর। প্রলেপ,—শিরঃপীড়া, বাতব্যাধি ও হস্তপদ সঙ্কোচে (cramp) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জায়ফলবৃক্ষের **কাষ্ঠ** ধারক—অতিসার প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। **তৈল**—উষ্ণ, বায়ুনাশক, ও গ্রহণীতে এবং অন্যান্য উত্তেজক ঔষধের সহকারীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে মদকারক। ইহা সার্ষপাদি তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাত, বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগে মর্দ্দনার্থ প্রযুক্ত হয় (আর, এন্, ক্ষোরি—২য়ঃ খঃ, ৫২৪ পৃঃ)।

জীরকত্রয়—जीरकत्रयम्।

जीरकः (कम्), अजाजी Cuminum Cyminum, *Linn.* **उपकुञ्चिका**—Carum Carui, *Linn.* **कृष्णाजाजी**—Nigella Sativa, *Sibthorp.*. N. Indica, *Roxb.*

'भेदाः'—जीरकपञ्चकं यथा—"जीरकः" (पीताभः), **"शुक्लाजाजी," "कृष्णाजाजी," "उपकुञ्चिका," "वनजीरकः"। जीरकत्रयं यथा—"जीरकः,"**

"कृष्णाजाजी," "उपकुञ्चिका"। 'पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"जीरकशब्देन च प्रसिद्धं महज्जीरकम्" "कारवी, ईषत्कृष्णक्षुद्रजीरकम्" (उदररोगोक्तनारायणचूर्णस्य टीकायां 'शिवदासः')। "उपकुञ्चिका, स्थूलकृष्णजीरकम्" (ग्रहण्युक्तायामकाञ्जिकस्य टीकायां 'शिवदासः')। 'जीरकानां पर्य्यायाः—जीरकस्य—"अजाजी"। 'कृष्णजीरकस्य'—"कृष्णाजाजी," "कारवी" (शिवदासः)। कृष्णजीरकस्य 'शाजीरा कलौजी इति ख्यातस्य'—"कालाजाजी" "कारवी," "सुषवी," "पृथ्वीका" "उपकुञ्चिका"—'(राजनिघण्टु भावप्रकाशश्च)। 'अन्वर्थसंज्ञा—जीरकस्य—उत्पत्तिबोधिका'—"मागधम्"। 'परिचयज्ञापिका—"पीताभं"। 'गुणप्रकाशिका'—"रुच्यं," "मनोज्ञम्," "दीप्यम्"। 'शुक्लजीरकस्य'—"गौरजीरकः," "दीर्घकणा," "स्तन्या," "दीप्यः"। 'कृष्णजीरकस्य'—उत्पत्तिबोधिका—"काश्मीरजीरकः," "सुगन्धः"। 'उपकुञ्चयाः'—"कालिका," "स्थूलजीरकः"। 'जीरकं' कटु रुक्षं च वातहृद्दीपनं परम्। गुल्माध्मानातिसारघ्नं ग्रहणीक्रिमिहृत् परम्॥ 'गौराजाजी' हिमा रुच्या कटुर्मधुरदीपनी। क्रिमिघ्ना विषहन्त्री च चक्षुष्याऽऽध्माननाशिनी॥ जरणा (कृष्णाजाजी) कटुरुष्णा च कफशोफनिकृन्तनी। रुच्या जीर्णज्वरघ्नी च चक्षुष्या ग्राहिणी परा॥ 'वन्यजीरः' कटुः शीतो व्रणहा पञ्चनामकः। "धन्वन्तरीयनिघण्टुः। 'जीरकः' कटुरुष्णश्च वातहृद्दीपनः परः। गुल्माध्मानातिसारघ्नो ग्रहणीक्रिमिहृत् परः। 'गौराजाजी' हिमा रुच्या कटूर्मधुरदीपनी। क्रिमिघ्नी विषहन्त्री च चक्षुष्याऽऽध्माननाशनी। जरणा कटूरुष्णा च कफशोफनिकृन्तनी। रुच्या जीर्णज्वरघ्नी च चक्षुष्याग्राहिणी परा। 'जीरकादिगुणाः'—जीरकाः कटुकाः पाके क्रिमिघ्ना वह्निदीपनाः। जीर्णज्वरहरा रुच्या व्रणहाऽऽध्माननाशनाः। राजनिघण्टुः॥ 'जीरकत्रितयं' रुक्षं कटूष्णं दीपनं लघु। संग्राहि पित्तलं मेध्यं गर्भाशयविशुद्धिकृत्। ज्वरघ्नं पाचनं वृष्यं बल्यं रुच्यं कफापहम्। चक्षुष्यं पवनाऽऽध्मानगुल्मच्छर्द्यतिसारहृत्। भावप्रकाशः॥ जीरकं रुचिकृत् स्वादु गन्धाढ्यं कफवातजित्। पाके कटु च तीक्ष्णोष्णं लघुपित्ताग्निवर्द्धनम्। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'विषमज्वरे' अजाजी—"अजाजी गुड़संयुक्ता विषमज्वरनाशनी। अग्निसादं जयेत् सम्यग्वातरोगांश्च नाशयेत्"। (ज्वर—चिः)।

(২) 'রক্তপিত্তে' পৃথ্বীকা—"লোহগন্ধিনী নিঃশ্বাসে উদ্গারে রক্তগন্ধিনি। পৃথ্বীকাং মানমাত্রাস্তু খাদেদ্দ্বিগুণশর্করাম্"। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) 'বৃশ্চিকদংশনে' জীরকঃ—"জীরকস্য কৃতঃ কল্কো ঘৃতসৈন্ধবসংযুতঃ। সুখোষ্ণো বৃশ্চিকার্ত্তানাং সুখলেপো ব্যথাপহঃ"। (বিষ—চি)। চক্রদত্তঃ॥ 'বিষমজ্বরে'—কৃষ্ণাজাজী—"কালজাজীতু সগুড়া বিষমজ্বরনাশনী"। (জ্বর—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥ মুখপাকে জীরকঃ—"কৃষ্ণজীরককুষ্ঠেন্দ্রযবচর্ব্বণতস্ত্র্যহাৎ। মুখপাকব্রণক্লেদ-দৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি"। (মুখরোগ—চিঃ)। (২) 'প্রতিশ্যায়ে' কৃষ্ণজীরকঃ—"প্রতিশ্যায়ে * ঘ্রেয়ং বা কৃষ্ণজীরকং" (নাসারোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

জীরকত্রয়ের সংস্কৃতনাম—যে কটারঙের জীরা বঙ্গে ব্যঞ্জনের সহিত ব্যবহৃত হয় তাহার নাম জীরক, অজাজী। যাহা "কেলেজীরে" নামে খ্যাত তাহা কৃষ্ণজীরক, ইহা শিবদাসের মতে কারবী; নিঘণ্টুকারের মতে কৃষ্ণাজাজী। যাহা শাজীরা কির্মানী জিরা ও বিলাতী জিরা নামে বাজারে প্রসিদ্ধ তাহা ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে উপকুঞ্চিকা, সুষবী, পৃথ্বীকা; রাজনিঘণ্টুতে উপকুঞ্চিকা, সুষবী, কারবী ও পৃথ্বীকা; এবং ভাবপ্রকাশে কালাজাজী, উপকুঞ্চিকা, সুষবী, কারবী ও পৃথ্বীকা নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজনিঘণ্টু ও ভাবপ্রকাশে কারবী উপকুঞ্চিকার পর্য্যায়ে পঠিত হইলেও চরক মতে ইহারা পৃথক্, অর্শোক্ত তক্রারিষ্টে কুঞ্চিকা ও কারবী পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ পার্থক্য এই, চরক ও শিবদাসের মতে কালজীরার নাম কারবী, ভাবমিশ্র ও নিঘণ্টুকারের মতে 'কারবী' শাজীরা। নিঘণ্টুক্ত কৃষ্ণাজাজী এবং ভাবপ্রকাশোক্ত কালাজাজী এক নহে। প্রথমোক্তের ভাষানাম কালজীরা, শেষোক্তের নাম শাজীরা বা কলৌঞ্জী। **জীরক-ত্রয়ের ভাষানাম**—**জীরকের**—বাঃ—জীরে। হিঃ—দুধ। মঃ—জিরে। গুঃ—শাকমুজীরং। কঃ—জীরিগে। তৈঃ—জিলকারা। এাঃ—জীরভ। অঃ—কমুন্। য়ূনানী—রবামূন্। **কৃষ্ণজাজীর** -বাঃ—কেলেজীরে, কালজীরে। হিঃ—কালাজীরা। মঃ—শহাজীরে। গুঃ—শাজীরু। কঃ—করিজীরকে। তৈঃ—নল্লজীর। ফাঃ—জীরেশ্যাহ। অঃ—কমুন্‌কিরমানী। **উপকুঞ্চিকার**—বাঃ—শাজীরা কির্মানী জিরা, বিলাতী জিরা। হিঃ—কলৌঁজী। মগরেলা। মঃ—কলৌঁজীজীরে। গুঃ—কলৌজী জীরু। কঃ—করিদোড্ড-রিগে। তৈঃ—নল্লজীরাকারী। ফাঃ—শোনিয্, শ্যাদানে। অঃ—ইবতুস্‌সোদা। **অরণ্য-জীরকের**—বাঃ—বনজীরেহিঃ—কালাজীরি। মঃ—কডুজিরে। কঃ—কাজীরগে। গুঃ—কালাজীরি, কড্‌বীজীরি। অঃ—কমুন্‌বহরী, মমুন্‌রুমী। **জীরকের ভেদ**—নিঘণ্টুদ্বয়ে জীরকপঞ্চকের উল্লেখ আছে। যথা—(১) জীরক (পীতাভ), (২) শুক্লজীরক,

(৩) কৃষ্ণজীরক, (৪) উপকুঞ্চিকা (শাজীরা), (৫) বনজীরক। ভাবমিশ্র জীরকত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) জীরক, (২) কৃষ্ণজীর, (৩) কালাজাজী। (১) **জীরক—ধন্বন্তরি,** জীরকের পর্য্যায়ে পীতাভ শব্দ পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে জীরক শব্দে পীতাভ-জীরক। **রাজনিঘণ্টুকার,** জীরকের বর্ণজ্ঞাপক কোন পর্য্যায়ের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ইহার মতে জীরকের স্বরূপ স্পষ্ট জানা যায় না। (২) **শুক্লজীরক—ধনন্তরি,** অজাজীশব্দ জীরকের পর্য্যায়ে এবং **নরহরি,** শুক্লাজাজীর পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। কণশব্দ, উভয়েই শুক্লাজাজীর পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন। **ভাবমিশ্র** অজাজী ও কণা জীরকের পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং ধন্বন্তরির মতে অজাজী পীতাভজীরক, নরহরি ও ভাবমিশ্রের মতে শুক্লজীরক। অথবা ভাবমিশ্রোক্ত জীরক শব্দ পীতাভ ও শুক্ল দ্বিবিধ জীরকেরই জ্ঞাপক। আমরা যে কটারঙের জীরা ব্যঞ্জনে ব্যবহার করি, তাহাকে শুক্লজীরা বলাই সঙ্গত। ইহাকেই ধন্বন্তরিকথিত পীতাভজীরা বলিলে, পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের সহিত বিরোধ ঘটে। ধন্বন্তরিকথিত পীতাভজীরক কি, স্বরূপতঃ নির্দ্দেশ করা যায় না। (৩) **কৃষ্ণাজাজী**—কালজীরা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা দেখিতে দানাদার বারুদের মত, কৃষ্ণবর্ণ, বীজগাত্র উচ্চনীচ, কৃষ্ণবর্ণ ত্বকের ভিতর, শুভ্র, তৈলাক্ত, সুগন্ধি শস্য থাকে; গন্ধ লেবু বা কাবাবচিনির মত; স্বাদ যেন রসুনের মত। (৪) **কলৌঞ্জী** বা **শাজীরা**—ইহাও কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কালজীরার মত ইহা গাঢ়কৃষ্ণ নহে তদপেক্ষা ফিকেরঙের; আকারে কালজীরা অপেক্ষা দীর্ঘতর ও ক্ষীণ। উৎপত্তিস্থানভেদে কলৌঁজী দুই প্রকার—পারস্যজাতের নাম শাজীরা এবং কির্ম্মানীজীরা, উভয়েই শাজীরা নামে বিখ্যাত। (৫) **বন্যজীর**—নিঘণ্টুদ্বয়ে ইহা বৃহৎপালী নামে অভিহিত হইয়াছে—"সূক্ষ্মপত্রা" ইহার নামান্তর। অধুনা বাজারে বন্যজীরকের অপ্রচার দৃষ্ট হয়। বৈদ্যকে ব্যবহারক্ষেত্রে জীরকচতুষ্টয় বা জীরকপঞ্চ-পেক্ষা জীরকত্রয়েরই অধিকতর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **উষধার্থ ব্যবহার**—বীজ। **মাত্রা**—কৃষ্ণজীরা ও শাজীরার—½—১ আনা। শুক্লজীরার—২—৮ আনা।

বৈদ্যকে জীরকত্রয়ের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—বিষমজ্বরে শুক্লজীরাচূর্ণ পুরাণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর নিবৃত্তি পায়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** শাজীরা—রক্তপিত্তরোগীর উদ্গার ও নিঃশ্বাসে রক্তগন্ধ অনুভূত হইলে শাজীরাচূর্ণ দ্বিগুণ চিনিসহ সেব্য। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (৩) **বৃশ্চিকদংশনে** জীরক—বিছা কামড়াইলে দষ্টস্থান, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত ঈষদুষ্ণ শুক্লজীরার কল্কদ্বারা প্রলিপ্ত করিলে দংশনজ্বালা নিবৃত্তি পায়। (বিষ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে** কালাজাজী—শাজীরাচূর্ণ পুরাণ গুড়ের সহিত সেবিত

হইলে বিষমজ্বর নাশ করে। (জ্বর—চিঃ)। **বঙ্গসেন—মুখপাকে** কৃষ্ণজীরক, কুড় এবং ইন্দ্রযব একত্র তিনদিন চর্ব্বণ করিলে মুখের ক্ষত ও দৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হয়। (মুখরোগ—চিঃ)। (২) **প্রতিশ্যায়ে** কৃষ্ণজীরক—তরুণকফরোগে কৃষ্ণজীরকচূর্ণের নস্য লইবে। (নাসারোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—উপকুঞ্চিকা ও কারবীর অর্থ নির্দ্দেশে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। আচার্য্যগণও এসম্বন্ধে পরস্পর বিসম্বাদী। **ডল্হণ** বলেন—"জীরকদ্বয়ং শুক্লপীতভেদেন"। "কারবী কৃষ্ণজীরকঃ উত্তরাপথে প্রসিদ্ধঃ"। "কারবী যমানীত্যেকে। অজমোদেত্যপরে"। "অন্যে রাজিকামাহুঃ"। আমরা নিঘণ্টুমতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। **চরক** শূলপ্রশমনবর্গে অজাজী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents *of C. Cyminum.*—The seeds yield 7·7 p. c. fat oil, 13·5 p. c. resin, 8 p. c. mucilage and gum, 15·5 protein compounds, malates and an essential oil, on which the peculiar aromatic odour and taste depends. This essential oil contains cuminol or cuminaldehyde 56 p. c. a mixture of hydrocarbons, cymene or cymol, terpene, &c. **Actions and uses.**—Carminative, aromatic, stomachic and stimulant, used in hoarseness of voice, dyspepsia, flatulence and diarrhœa. (R. N. Khory, Part II., p. 286). **Constituents** *of Nigella Sativa.*—The seeds contain a fixed oil 37·5 and volatile oil 1 5, albumen 8·25, mucilage 2, albumen 1·8, organic acids 0·9, metarabin 1·4, melanthin, resembling helleborin, 1·4, ash 4·5, moisture 7·4, sugar glucose 2·5 and arabic acid 3·2, &c. **Actions and uses.**—Anthelmintic, diuretic, galactagogue, emmenagogue and carminative. It is an aromatie adjunct to purgative and bitter remedies. A decoction of the seeds just after delivery is given to stimulate the uterus to contraction and to increase the secretion of the milk ; also in worms. As a carminative and stomachic with plumbagoroot it is given in dyspepsia, loss of appetite, diarrhoea and intermittent fevers, As an emmenagogue it is used in amenerrhoea and in dysmenorrhœa. In large doses it causes abortion. Locally it is largely used prayed in water to remove painful swellings of hands and feet The seeds are scattered between woollen shawls and clothes as a protection against insect. (R. N. Khory—Part II., p. 17.)

নব্যমত—জীরক—বায়ুনাশক, সুগন্ধি, পাচক ও উষ্ণ। ইহা স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, গ্রহণী, উদরাধ্মান এবং অতিসারে ব্যবহৃত হয়। **কালজীরা**—কৃমিঘ্ন, মূত্রকর,

স্তন্যবর্দ্ধক, আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী এবং বায়ুনাশক। বিরেচক এবং তিক্তভেষজ সুগন্ধি করণার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার কাথ প্রসবের পরেই পান করিলে গর্ভাশয়দ্বার সঙ্কোচ প্রাপ্ত এবং স্তন্য বর্দ্ধিত হয়। কৃমির পক্ষেও ইহা হিতকর। বিষমজ্বর, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও অতিসারে ইহা চিতামূলের সহিত সেবন করান হয়। আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী বলিয়া ইহা রজঃকৃচ্ছ্র, রজোরোধ বা বিলম্বিতরজে সেব্য। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে গর্ভস্রাব ঘটায়। জলপিষ্ট কালজীরার প্রলেপ হস্তপদের কষ্টপ্রদ শোথে হিতকর। পশমীবস্ত্র ও শাল প্রভৃতিকে কীট হইতে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণজীরা তদুপরি ছড়াইয়া রাখে।

জীবন্তী—जीवन्ती।

जीवन्ती—Dendrobium Macraci, *Lsndl.*

'अन्वर्थसंज्ञा'—"जीववर्द्धनी," "शाकश्रेष्ठा," "शृङ्गाटी," "जीवपुष्ठा," "शशशिम्बिका," "सुपिङ्गला"।

चक्षुष्या सर्व्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा। शाकानां प्रवरा यूनां 'द्वितीया' किञ्चिदेवतु। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ जीवन्ती मधुरा शीता रक्तपित्तानिलापहा। क्षयदाहज्वरान् हन्ति कफवीर्य्यविवर्द्धनी। एवमेक 'वृहत्पूर्व्वा' रसवीर्य्य-बलान्विता भूतविद्रावनी ज्ञेया वेगाद्रसनियामिका। राजनिघण्टुः॥ जीवन्ती शीतला स्वादुः स्निग्धा दोषत्रयापहा। रसायनी बलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी लघुः। रक्तपित्तं क्षयं हन्ति दाहहृत् स्वरशोधिनी। भावप्रकाशः॥ जीवन्ती श्वासकासघ्नी स्वर्य्या च क्षयनाशिनी। राजवल्लभः॥ 'अतिसारे' जीवन्ती—"* जीवन्त्याश्चिर्भिटस्य वा। * शुष्कशाकेन वा पुनः। दधिदाड़िममिश्रेन बहुस्नेहेन भोजयेत्। (चिः १० अः)। (२) 'विषदोषे' जीवन्ती—"तण्डुलीयकजीवन्ती-वार्त्ताकुसुनिषण्णकाः * शाकाश्च कुलकं हितम्" (विष—चिः)। चरकः॥ 'नक्ताम्ध्ये' जीवन्ती—"घृते सिद्धानि जीवन्त्याः पल्लवानि च भक्षयेत्" (उः १२ अः)। वाग्भटः॥ 'मुखरोगे' जीवन्ती—"जीवन्तीकल्क' पयसा समांशम्। तैलं विपक्वा मधुना विमिश्रम्। ओष्ठास्ययोः सर्ज्जरसाष्टभागम्। व्रणं निहन्यात् सकृदेव लेपात्' ॥ (मुखरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

'পাষর্শূলে' জীবন্তী—"জীবন্তীমূলকল্কো বা সতৈল: পার্শ্বশূলনুৎ" (শূল—চি:)। চক্রদত্ত:।

জীবন্তীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"জীববর্দ্ধনী," "শাকশ্রেষ্ঠা," "শৃঙ্গাটী," "জীবপৃষ্ঠা," "শশশিম্বিকা," "সুপিঙ্গলা"। **জীবন্তীর ভাষানাম**—হিঃ—ডোডী। গুঃ—রাডারুডী, বাঞ্জটী। কঃ—হিরিয়াহলি। **জীবন্তীর ভেদ ও পরিচয়ে সন্দেহ**—জীবন্তী ও বৃহজ্জীবন্তী ভেদে জীবন্তী দুই প্রকার। শালিগ্রামবৈশ্য স্বর্ণজীবন্তী, তিক্তজীবন্তীর উল্লেখ করিয়া, রাজনিঘণ্টু গ্রন্থ হইতে গুণোদ্ধার করিয়াছে। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু সহিত রাজনিঘণ্টুতে তিক্ত ও স্বর্ণজীবন্তীর উল্লেখ নাই। আমি যতগুলি মুদ্রিত রাজনিঘণ্টু পাঠ করিয়াছি তন্মধ্যে আনন্দাশ্রমের সংস্করণই সর্ব্বোত্তম। হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত কোচবিহার লৌহবর্ত্মের বক্সারোড্ নামক ষ্টেশনের নিকট হইতে, হিমগিরির প্রত্যন্ত পর্ব্বত সান্ত্রীবাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যে, কোন আরণ্যবৃক্ষের স্থূলকাণ্ডে এবং শাখায়, বণিকগণ জীবন্তী নামে যে দ্রব্য বিক্রয় করে, অবিকল তদ্রূপ উদ্ভিদ্ দেখিয়াছি। **ডল্হণ** সৌশ্রুত উত্তর তন্ত্রের ৫১ অধ্যায়ের টীকায় বলিয়াছেন "জীবন্তী পাঠাসমানপত্রা"। সিদ্ধযোগের কাসাধিকারোক্ত রাস্নাদ্য ঘৃতের টীকায়, জীবনীয়গণের ব্যাখ্যায় **শ্রীকণ্ঠ** বলিয়াছেন "জীবন্তী পটোলসদৃশৈঃ পত্রৈঃ কন্দবতী পশ্চিম দেশে প্রসিদ্ধৈব। লাটদেশে স্থূলবল্লী বিলক্ষণৈব"। একজন বলিলেন জীবন্তীর পত্র পাঠার পাতার মত, অপরে বলিলেন পটোলের পাতার মত; সুতরাং জীবন্তীর পরিচয়ের আচার্য্যগণ পরস্পর বিসম্বাদী। **ক্ষোরি** বলেন, জীবন্তী জম্বুবৃক্ষোপরি জন্মে। ইহা বহুশাখ **কাণ্ড**—দীর্ঘ, লম্বিত, গ্রন্থিত, এবং কন্দাকৃতি উৎসেধযুক্ত। পত্র একটী, রক্তবর্ণ, অবৃন্তক, দীর্ঘ। **পুষ্প**—শুভ্র, পুষ্পোষ্ঠ পীত, সুগন্ধি। এই সকল বিভিন্ন মত পাঠে প্রতীত জন্মিতেছে যে, অধুনা বণিক্গণ যে উদ্ভিদ্ জীবন্তী নামে বিক্রয় করে, তাহা উপরি উক্ত কোনটীরই লক্ষণান্বিত নহে; সুতরাং উহা জীবন্তী কিনা সন্দেহ। **সুশ্রুত** তৈলযোণিবর্গে জীবন্তী পাঠ করিয়াছেন। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ।

বৈদ্যকে জীবন্তীর ব্যবহার।

চরক—অতিসারে জীবন্তী—অতিসারী দধির সহিত সিদ্ধ, দাড়িমরসে অম্লীকৃত জীবন্তীশাক বহুস্নেহযোগে, সেবন করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (২) **বিষদোষে জীবন্তী**—সর্পাদিদ্বারা দষ্ট মনুষ্যের পক্ষে জীবন্তী হিতকর। (বিষ—চিঃ)। **বাগ্ভট—নক্তান্ধ্যে জীবন্তী**—ঘৃতে ভর্জ্জিত জীবন্তীশাক ভক্ষণ করিলে নক্তান্ধ্য অর্থাৎ রাতকাণা প্রশমিত হয়। (উঃ ১৩ অঃ)। **বঙ্গসেন—মথরোগে জীবন্তী**—তিলতৈল,

জীবন্তীকল্ক এবং তৈলসম গব্যদুগ্ধযোগে যথাবিধি পাক করিয়া, মধু এবং তৈলাষ্টমাংশ ধুনা মিশ্রিত করিয়া, একবারমাত্র লেপন করিলে ওষ্ঠ ও মুখপাক দূর করে। (মুখরোগ—চিঃ)।

Costituents.—Two resinous principlrs termed alpha and beta jibantic acids and an alkaloid called jibantine. **Actions and uses.**—As a tonic given in debility due to siminal discharges. R. N. Khory, Part II., p. 588).

নব্যমত—জীবন্তী শুক্রক্ষয়জন্য দৌর্ব্বল্যে বল্য ভেষজরূপে ব্যবহৃত হয়। (আর, এন, খোরি—২য় খঃ, ৫৮৮ পৃঃ)।

জ্যোতিষ্মতী—ज्योतिष्मती।

कटभी, ज्योतिष्मती, अलवणा—Celastrus Paniculata, *Willd.*

'पुर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्'—"ज्योतिष्मती वर्त्तुलपक्वरक्तफला पीततैला काकुमर्द्दनिकेति लोके प्रसिद्धा"। (डल्वणः—सुः सूः ३८ अः)। **अन्वर्थसंज्ञा**—"वायसादनी," "पीततैला," "अग्निफला," "मेध्या," "दुर्ज्जरा"। कटभी कटुतीक्ष्णोष्णा कफजिच्च विरेचनी। मेधाकरी वर्णकरी व्रण्या जठरनाशिनी। ज्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित्। अत्युष्णा वमनी तीक्ष्णा वह्निबुद्धिस्मृतिप्रदा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ ज्योतिष्मती तिक्तरसा च रुक्षा। किञ्चित् कटुर्वातकफापहा च। दाहप्रदा दीपनकृच्च मेध्या। प्रज्ञाञ्च पुष्णाति तथा द्वितीया। कटु ज्योतिष्मती तैलं तिक्तोष्णं वातनाशनम्। पित्तसन्तापनं मेधाप्रज्ञाबुद्धिविवर्द्धनम्। राजनिघण्टुः॥ ज्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित्। अत्युष्णा वमनी तीक्ष्णा वह्निबुद्धिस्मृतिप्रदा। भावप्रकाशः॥ मेध्या ज्योतिष्मती तीक्ष्णा व्रणविस्फोटनाशनी। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—**'आर्त्तवलाभाय' ज्योतिष्मतीपत्रम्**—"सकाञ्जिकं * भृष्टं ज्योतिष्मतीदलम्। * प्राश्य वनिता त्वार्त्तवं; लभेत्"। (योनिव्यापद—चिः)। चक्रदत्तः॥ **'सन्निपातोदरे' ज्योतिष्मतीतैलम्**—"ज्योतिष्मत्याः पिवेत्तैलं पयसा वा दिनाष्टकम्" (उदर—चिः)। वङ्गसेनः।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বায়সাদনী," "পীততৈলা," "অগ্নিফলা," "মেধ্যা," "দুর্জ্জরা"।

জ্যোতিষ্মতীর ভাষানাম—বঙ্গে জ্যোতিষ্মতী লতা জন্মে না, সুতরাং ইহার বাঙ্‌লা নাম নাই,—"লতাফটকী" জ্যোতিষ্মতী নহে। **হিঃ—মালকাঙ্‌নী, মল্‌টাঙ্গুন্।** **সিং—দুদু।** মঃ—মালকাঙ্গোনী। কঃ—কোগুএরডু। তৈঃ—বাবঙ্গী। ফাঃ—কাল।

বর্ণন—জ্যোতিষ্মতী বৃক্ষারোহী লতা। কাকে পক্ক জ্যোতিষ্মতীফল ভোজনপূর্ব্বক বিষ্ঠত্যাগ করিলে, তাহাতে যে অঙ্কুর জননোযোগী বীজ থাকে তাহা হইতেই প্রায় ইহা অঙ্কুরিত হয়। ইহার পত্র গোল ও পত্রপ্রান্ত চিরিত। ফলগুচ্ছে ৩।৪টী বা ততোধিক ফল থাকে। ফল আকারে সেয়াকুল বা ছোটমটরের মত। ভ্যারেণ্ডার ফলগাত্র যেমন ভাগ ভাগ করা—ইহার ও তদ্রূপ। পক্কফল পীতবর্ণ। ফলবীজ লাল, আকারে দ্রাক্ষাবীজের মত, স্বাদে কটু ও উষ্ণ। বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়—তৈল পীতবর্ণ, গাঢ়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পত্র, তৈল। তৈল—৫-১৫ বিন্দু।

বৈদ্যকে জ্যোতিষ্মতীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—আর্ত্তবলাভার্থ জ্যোতিষ্মতীপত্র—ঘৃতভৃষ্ট জ্যোতিষ্মতীপত্র কাঁজির সহিত পান করিলে বনিতা আর্ত্তব লাভ করে। (যোনিব্যাপদ্—চিঃ)। **বঙ্গসেন—**

সন্নিপাতোদরে জ্যোতিষ্মতী তৈল—যাহার সন্নিপাত জন্য উদর রোগ হইয়াছে তাহাকে দুগ্ধের সহিত ৮ দিন জ্যোতিষ্মতী তৈল পান করাইবে। (উদর—চিঃ)।

Cocstituents.—The seeds contain an oil, a bitter resinous principle tannin and ash 5 p.c. Oleum nigrnm—an empyreumatic. Black oil—is obtained by the destructive distillation of the seeds of C. Paniculatus to which Loban, lavang, jaiphal and javantri are often added. Dose 5 to 15 ms. Pomatum—1 in 8 of butter known as Magz Sudhi or brain-polisher, So named under the belief that it promotes the intelligence of pundits and learned men who use it as an application for the head. **Actions and uses.**—The seeds are alterative, stimulant and nervine tonic, combined with aromatics and given in rheumatism, gout, paralysis and leprosy. The oil is used as pomade and also as rubefacient for relieving rheumatic pains of a malarious character and in paralysis. Oleum nigrum has been tried in berberi with some benefit. (R. N. Khory, Part II., p. 155).

নব্যমত—জ্যোতিষ্মতী বীজ,—রসায়ন, উষ্ণ, এবং নর্ভের বলপ্রদ। অন্যান্য সুগন্ধি ভেষজসহ ইহা আমবাত, বাত, বাতব্যাধি এবং কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত হয়। জ্যোতিষ্মতী-তৈল—পমেটমরূপে ব্যবহৃত হয়। ১ ভাগ জ্যোতিষ্মতী তৈল ৭ ভাগ মাখন মিশ্রিত করিয়া

পমেটম্ প্রস্তুত করা হয়। এই পমেটম্ "মগজশুদ্ধি" অর্থাৎ মস্তিষ্কশোধক নামে প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতগণ মেধাবর্দ্ধনার্থ এই পমেটম্ মাথায় মাখিয়া থাকেন। ইহা মর্দ্দন করিলে ম্যালেরিয়া রোগীর বাতের বেদনা এবং বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। জ্যোতিষ্মতীর কৃষ্ণবর্ণ তৈল (oleum nigrum) ভরতবর্ষে সচরাচরদৃষ্ট তরুণ শোথরোগবিশেষে (Berberi) ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। (আর্, এন্, কোরি—২য় খঃ, ১৫৫ পৃঃ)। ইহার বীজ হইতে তৈল হয়। এই তৈল মর্দ্দনে বাতের স্ফীতি ও বেদনা প্রশমিত হয়। ১০-৩০, ফোঁটা মাত্রায় সেবনে মূত্র ও ঘর্ম্মকারক। "বারবেরি" রোগের মহৌষধ। অধিকন্তু ইহা উত্তেজক এবং বায়ু-নাশক। মুদ্দেন সেরিফ্ বলেন, শোথে এই তৈল ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে ১০-৩০ ফোঁটা মাত্রায় মূত্রকারক এবং ৫-১৫ ফোঁটা মাত্রায় ঘর্ম্মকারক। (ওয়াট্)।

ঝিণ্টিকাচতুষ্টয়—ঝিণ্টিকাচতুষ্টয়ম্।

সৈরেয়কः (শ্বেতপুষ্পः)। আর্ত্তগলः, দাসী (নীলপুষ্পः)। কুরণ্টকः, কিঙ্কিরাতः (পীতপুষ্পः), কুরবকः (রক্তপুষ্পः)।

সৈরেয়কः—Barleria Dichotoma; **দাসী**—B. Cærulea, B. Cristata; **কুরণ্টকः**—B. Prionitis; **কুরবকः**—B. Ciliata. **'কুরণ্টকः' হিমস্তিক্তঃ শোফতৃষ্ণাবিদাহনুৎ। কেশ্যো বৃষ্যোঽথ বল্যশ্চ ত্রিদোষশমনো মতः। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুः॥ উষ্ণः কটুः 'কুরবকো' বাতাময়শোফনাশনো জ্বরনুৎ। আধ্মানশূলকাসশ্বাসার্ত্তিপ্রশমনো বর্ণ্যः॥ 'কিঙ্কিরাতः' কষায়োষ্ণস্তিক্তশ্চ কফবাতজিৎ। দীপনः শোফকণ্ডূতিরক্তত্বগ্দোষনাশনः॥ 'আর্ত্তগলः' কটুস্তিক্তঃ কফমারুতশূলনুৎ। কণ্ডূকুষ্ঠব্রণান্ হন্তি শোফত্বগ্দোষনাশনो॥ 'ঝিণ্টিকাः' কটুকা স্তিক্তা দন্তাময়শান্তিদাশ্চ শূলঘ্নाः। বাতকফশোফকাসত্বগ্দোষবিনাশকারিণ্যঃ॥ রাজনিঘণ্টুः॥ 'সৈরেয়কः' কুষ্ঠবাতাস্রকফকণ্ডূবিষাপহः। তিক্তোষ্ণো মধুরো দন্ত্যः সুস্নিগ্ধः কেশরঞ্জনः। ভাবপ্রকাশः॥ 'শ্বেত কুরণ্টক' স্তিক্তः কেশ্যः স্নিগ্ধো লঘুঃ স্মৃতः। কটুশ্চোষ্ণো দন্তহিতো বলীপলিতনাশনः। কুষ্ঠং বাতং রক্তদোষং কফং কণ্ডূং বিষন্তথা। নাশয়েদ্বাবণশ্চৈব ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্। 'পীতঃকুরণ্টক'শ্চোষ্ণস্তিক্তশ্চতুবরः স্মৃতः। অগ্নিদীপ্তিকরো**

वातकफकण्डूहर: स्मृत:। शोथं रक्तविकारञ्च त्वग्दोषञ्चैव नाशयेत्।" 'नील:-कुरण्टक' स्तिक्त: कटुर्वातकफापह:। शोथकण्डूशूलकुष्ठव्रणत्वग्दोषनाशन:। 'रक्त:कुरण्टक'स्तिक्तो वर्ण्यश्चोष्ण: कटु: स्मृत:। शोथं ज्वरं वातरोगं कफं रक्तरुजस्तथा। पित्तमाध्मानकं शूलं श्वासं कासञ्च नाशयेत्। निघण्टुरत्नाकर:॥

वैद्यके व्यवहार:—'वातजे क्षये' आर्त्तगल:—"साधितं (घृतं) कासजित् स्वर्य्यं सिद्धमार्त्तगलेन वा" (चि: ५ क:)। (२) 'आखोर्विषे सैरेयकमूलम्—अथवा सैर्य्यकाम्मूलं सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना (उ: ३८ अ:)। वागभट:॥ 'सिध्मनाशाय' नीलझिण्टिकापत्रस्वरस:—"नीलकुरण्टकपत्रं स्वरसेनालिप्य गात्रमतिबहुश:। सिध्मेभ्मूलकबीजै: पिष्टैस्तक्रेण सिध्मनाशाय" (कुष्ठ—चि:)। (२) 'दन्तचाले' आर्त्तगलदल:—"आर्त्तगलदलक्वाथगण्डूषो दन्तचालनुत्" (दन्तरोग—चि:)। चक्रदत्त:॥

ঝিণ্টিকার ভেদ—ধন্বন্তরি বলেন—"সৈরেয়কঃ সহচরঃ সৈরেয়শ্চ সহাচরঃ। পীতো রক্তোঽথ নীলশ্চ কুসুমৈস্তং বিভাবয়েৎ। পীতঃকুরণ্টকো জ্ঞেয়ো রক্তঃ কুরবকঃ স্মৃতঃ"। ইহাতে সৈরেয়কের পুষ্পের বর্ণ এবং নীলপুষ্প ঝিণ্টিকার বিশেষ নাম জানিতে পারা গেল না। **ভাবমিশ্র** বলিয়াছেন "সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ"; নরহরি লিখিয়াছেন—"নীলপুষ্পা তু সা দাসী"। সুতরাং **ধন্বন্তরির** মতে ঝিণ্টিকা চারি প্রকার,—শ্বেতপুষ্প, পীতপুষ্প, রক্তপুষ্প, নীলপুষ্প। ইহাদের নাম যথাক্রমে সৈরেয়ক, কুরবক এবং দাসী। **নরহরির** মতে পুষ্পবর্ণভেদে ঝিণ্টিকা ছয় প্রকার। যথা—রক্তপুষ্প, রক্তাম্লানপুষ্প, পীতপুষ্প, পীতাম্লানপুষ্প, নীলপুষ্প, নীলাম্লানপুষ্প; যথাক্রমে ইহাদের নাম রক্তসহাখ্য, কুরক, কিঙ্কিরাত, কুরণ্টক, দাসী ও ছাদন। নরহরি শ্বেতপুষ্পা ঝিণ্টিকার উল্লেখ করেন নাই। **নরহরিই** পুষ্পের বর্ণের মলিনত্ব এবং ঔজ্জ্বল্যানুসারে ঝিণ্টিকার নামভেদ স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নবীন উদ্ভিদ্‌বেত্তা **রক্সবর্গও** নীল এবং উজ্জ্বলনীলপুষ্পভেদে দুই প্রকার ঝিণ্টির পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মতে নীলপুষ্পের নাম B. Cærulea এবং উজ্জ্বলনীলপুষ্পের নাম B. Cristata. আমরা উভয়েরই সংস্কৃত নাম দাসী লিখিয়াছি, কিন্তু নরহরির মতে B. Cærulea ছাদন এবং B. Cristata দাসী। নীলবৎ রক্তাদিরও মলিন উজ্জ্বল পুষ্পভেদ অধুনা দেখিতে পাওয়া যায় কি না, রক্সবর্গ তাহা স্পষ্ট লেখেন নাই। কুরণ্টক পীতঝিণ্টিকা হইলেও, নিঘণ্টু এবং চিকিৎসা গ্রন্থবিশেষে নীলরক্তাদি ঝিণ্টিকার্থেও কুরণ্টক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। **ঝিণ্টিকার ভাষানাম—বাঃ—ঝাঁটী, ঝিণ্টি।**

কোঃ—পৈঝুটী (পীতপুষ্পের)। হিঃ—কটসরৈয়া, পিয়াবাসা। মঃ—করোণ্টা। গুঃ—কাঁটা অসেলীয়ো। কঃ—গোরটে। তৈঃ—গোরেণ্ডু। সিং—গিরিনিল্ব। এই সকল নামে পুষ্পের বর্ণবাচক শব্দ যোগ করিলেই তত্তৎ ঝিণ্টিকার বোধক হয়।

বর্ণন—পীতঝিণ্টির ক্ষুপ যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রায় হস্তদ্বয়াধিক উচ্চ হয় না। পীতঝিণ্টি বহুশাখ, পাতা, লম্বা, সরু কিঞ্চিৎ কর্কশ, পত্রবৃন্ত হ্রস্ব, পত্রপ্রান্ত কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত, মসৃণ; পত্রবৃন্তসন্নিকটে সরল, ক্ষীণ, তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক আছে। পুষ্প পত্রবৃন্তসন্নিধানে স্থিত, পুষ্পকাল—প্রায় সর্ব্বঋতু, ফল যবাকৃতি। **নীলঝিণ্টির** ক্ষুপ পীতঝিণ্টি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর। শাখা—বহু, সরল, কর্কশ, গোল, গ্রন্থিযুক্ত এবং গ্রন্থির উপরিভাগ কিঞ্চিৎ স্ফীত। পুষ্পদণ্ড, পত্রবৃন্তসন্নিধান ও শাখাগ্র হইতে বক্রভাবে বহির্গত হয়, বক্র পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে অর্থাৎ কুব্জপৃষ্ঠে পুষ্প সন্নিবিষ্ট থাকে। পুষ্পের জন্য ইহা উদ্যানে পালিত হয়। পুষ্পকাল—শীতঋতু। পুষ্প নীলাম্লান। **উজ্জ্বলনীলপুষ্প** ঝিণ্টির পুষ্প, পত্রকক্ষে অবস্থিতি করে, পুষ্পের কুণ্ড কণ্টকিত, পত্র রোমাম্বিত। রক্ত ও শ্বেতপুষ্প ঝিণ্টি সর্ব্বত্র সুলভ নহে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ—বিশেষতঃ পত্র।

বৈদ্যকে ঝিণ্টিকার ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—বাতজক্ষয়রোগে আর্ত্তগল—নীলঝিণ্টির ক্কাথ ও কল্কযোগে পক্বঘৃত ক্ষয়জিৎ ও স্বরবর্দ্ধক। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **মূষিকবিষে** সৈরেয়কমূল—মূষিকদংশনে শ্বেতঝিণ্টির মূল পেষণপূর্ব্বক মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে। **চক্রদত্ত—সিধ্মে** নীলকুরণ্টকপত্র—সিধ্ম অর্থাৎ ছুলি প্রশমনার্থ নীলঝিণ্টির পত্ররস গাত্রে উত্তমরূপ লেপন করিয়া কাঁজিপিষ্ট মূলার বীজের প্রলেপ দিবে। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (২) **দন্তচালে** আর্ত্তগলদল—নীলঝিণ্টির পত্রক্বাথে গণ্ডূষ করিলে চলদন্ত স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। (দন্তরোগ—চিঃ)।

Constituents.—Neutral and acid resins, soluble in petroleum and ether. **Actions and uses**.—The plant is slightly bitter and astringent, and given in catarrhal affections of children accompanied with fever; also in anasarca Locally the juice of the leaves is apllied to the feet to prevent the cracking of the soles and with common salt to strengthen the gums when spongy. The paste of the root is applied to the boils and glandular swellings to cause their dispersion. The medicated oil is used as an application to unhealthy wounds. (R. N. Khory Part II., p. 466).

"Ainslie says that the juice of the leaves, which is slightly bitter

and acid, is a favourite medicine of the Hindus of Lower India in those catarrhal affections of children which are accompanied with fever and much phlegm; it is generally administered in a little honey or sugar and water in the quantity of two table-spoonfuls twice daily. Dr. Bidie observes that it acts as a diaphoretic and expectorant. (Dymock—Part III., p. 44)

নব্যমত—ঝিণ্টি ঈষত্তিক্ত এবং কষায়। বালকের কফজ্বর এবং অগভীর শোথে সেব্য। **পাতার রস** হস্তপদে মর্দ্দন করিলে হাত পায়ের তলা ফাটিবার শঙ্কা থাকে না সামান্য কারণে অথবা অকারণে যাহার দন্তমাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব হয় তাহাকে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ঝিণ্টিপত্ররসের কবল করাইবে। ইহার মূলের প্রলেপ, স্ফোটক ও গ্রন্থিস্ফীতি বিলীন করিতে পারে। ঝিণ্টির কল্কে পক্কতৈল কদর্য্যক্ষতে হিতকর। (আর্, এন্, ক্ষোরি—২য় খঃ, ৪৬৬ পৃঃ)। **এন্সলি** বলেন হিন্দুগণ, বালকের কফজ্বরে মধু ব. চিনিসহ জলমিশ্রিত ঝিণ্টিপত্রেররস চামচের একচামচ দৈনিক ২ বার সেবন করাইয়া থাকেন। ডাঃ **বিডি** বলেন, ঝিণ্টি ঘর্ম্মকারক এবং কফনিঃসারক। (ডিমক্—৩য়ঃ খঃ, ৪৪ পৃঃ)।

তণ্ডুলীয়, জলতণ্ডুলীয় ও মারিষ—तण्डुलीय-जलतण्डुलीये मारिषस्य।

तण्डु (न्दु) लीयः, अल्पमारिषः—Amaranthus Polygamus. *Willd.* **जलतण्डुलीयम्, कञ्चटम्**—Jussieua repens. *Willd.* Commelina. Bengalensis, *Linn.* **मारिषः**—Amarantus Spinosus, *Linn.*

अन्वर्थसंज्ञा—'तण्डुलीयस्य'—"बहुवीर्य्यः"। 'कञ्चटस्य'—"जलजम्"। 'मारिषस्य'—"दीर्घनाल," "रक्तपर्णः," "बिन्दुपर्णः"। तण्डुलीयो विषघ्नश्च रूक्षः शीतलः शुचिः। मधुरो रसपाकाभ्यां रक्तपित्तापघातकः। मधुरो रसपाकाभ्यां रक्तपित्तापघातकः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ तण्डुलीयस्तु शिशिरो मधुरो विषनाशनः। रुचिकृद्दीपनः पथ्यः पित्तदाहभ्रमापहः। तण्डुलीयक'दलं' हिमम्शः पित्तरक्तविषकासविनाशि। ग्राहकञ्च मधुरञ्च विपाके दाहदोषशमनं रुचिदायि। राजनिघण्टुः॥ 'तण्डुलीयो लघुः शीतो रूक्षः पित्तकफास्रजित्। सृष्टमूत्रमलो रुच्यो दीपनो विषहारकः। 'मारिषो' मधुरः शीतो विष्टम्भी

पित्तनुत् गुरुः। वातश्लेष्मकरो रक्तपित्तनुत् विषमाग्निजित्। 'रक्तमार्षो नातिगुरुः सक्षारो मधुरः सरः। श्लेष्मलः कटुकः पाके स्वल्पदोष उदीरितः। 'पानीयतण्डुलीयन्तु कञ्चट" समुदाहृतम्। कञ्चटं तिक्तकं रक्तपित्तानिलहरं लघु। भावप्रकाशः॥ 'तण्डुलीय'मस्रक्पित्तविषनुत् स्वादुपाकतः। 'मारिषो' मधुरः शीतो विष्टम्भी पित्तजिद्गुरुः। रक्तनाड्यादयश्चान्ये तज्जातीयाश्च तद्गुणाः। 'राजवल्लभः। तण्डुलीयकमूलं स्यादुष्णं श्लेष्मविनाशनम्। रजोरोधकरं रक्तपित्तप्रदरसंहरम् इति कश्चित्।

वैद्यके व्यवहारः—'रक्तपित्ते' तण्डुलीयकमूलम्—"* वेतसतण्डुलीयकम्। निशिस्थिता वा स्वरसीकृता वा। कल्कीकृता वा मृदिता शृता वा। एते समस्ता गणशः पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः" (चिः ४ः अः)। (२) 'सर्व्वविषदोषे तण्डुलीयकदलम्—"तण्डुलीयकजीवन्ती * हितम्" (चिः २५ अः)। (३) 'प्रदरे' तण्डुलीयकमूलम्—"तण्डुलीयकमूलञ्च सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना" (चिः ३० अः)। चरकः। 'अर्शःसु' तण्डुलीयकदलम्—"यथादोषशाकैर्व्वास्तुकतण्डुलीयक * अन्यै र्वा" (चिः ६ अः)। (२) 'मूषिकविषे' तण्डुलीयकमूलम्—"तण्डुलीयककल्कन्तु लिह्यात्तत्र समाक्षिकम्" (कः ५ अः)। सुश्रुतः। 'अतिसारे' तण्डुलीयकमूलम्—"ज्येष्ठाम्बुना तण्डुलीयम् पीतञ्च ससितामधु" (अतिसार—चिः। (२) 'ग्रहण्यां कञ्चटपल्लवम्—"जम्बूदाड़िमशृङ्गाटपाठाकञ्चटपल्लवैः। पक्वं पर्य्युषितं वालविल्वं सगुड़नागरं। हन्ति सर्व्वानतीसारान् ग्रहणीमतिदुस्तरां"। चक्रदत्तः। 'रक्तपित्ते तण्डुलीयदलम्—"शाकार्थे शाकसात्म्यानां तण्डुलीयादयो हिताः" (रक्तपित्त—चिः)। भावप्रकाशः। 'विषशमनार्थं' तण्डुलीयकमूलानि पिष्ट्वा चोष्णेन वारिणा। पीतं पीतविषं हन्ति वमने लाघवं भवेत्"। चिः ५५ अः)। हारीतः॥ 'पूतिनखे' तण्डुलीयकमूलम्—तण्डुलीयकमूलस्य चूर्णं पूतिनखापहम्" (क्षुद्ररोग—चिः)। वङ्गसेनः।

তণ্ডুলীয়ের ভাষানাম—বাঃ—চাপানটে, কুদেনটে। হিঃ—চৌলাইকা শাক। তৈঃ—মোলাকুরা। মঃ—তান্দুলিজা। কঃ—কিরুকুশালে। তাঃ—মুলুকিরই। দ্রাবিঃ—কাপেনাট। ফাঃ—সুপেজবর্ক। অঃ—বুকলেয়মানিয়। জলতণ্ডুলীয়ের

ভাষানাম—বাঃ—কাঁচড়াদাম। **হিঃ—জলচীলাহু।** মঃ—চবঠঠাই। তৈঃ—কুইকোরা। **মারিষের ভাষানাম**—বাঃ—কাঁটানটে। কোঃ—কাঁটাখুড়িয়া। **হিঃ—মরষা, নবন্ডা।** মঃ—ভাজী। গুঃ—ডান্তো। উঃ—নেউটাশাক। তৈঃ—ডুগলকুরা।

কাঁটানটের সংস্কৃতনাম মারিষ, তণ্ডুলীয়ক যে কাঁটানটে নহে মারিষের সার্থক নামগুলির অর্থ চিন্তা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মারিষ "দীর্ঘনাল," নালশব্দের অর্থ পুষ্পদণ্ড, কাঁটানটেরই দীর্ঘ পুষ্পদণ্ড আছে, চাঁপানটের নাই। এইরূপ "বিন্দুপর্ণ" শব্দ মারিষেই অন্বর্থ। পক্ষান্তরে নটে বহুবিধ; যথা—গোবরানটে বাঁশপাতানটে, টুনটুনি-নটে; কিন্তু তণ্ডুলীয়ক শব্দে চাঁপানটে ভিন্ন অন্য নটে নহে, যেহেতু আচার্য্য তণ্ডুলীয়কে "বহুবীর্য্য" বলিয়াছেন। এস্থলে আধারার্থে আধেয়ের ব্যবহার, অর্থাৎ বীর্য্য শব্দের অর্থ বীর্য্যবান্ পুংপুষ্প, সুতরাং "বহুবীর্য্য" শব্দের অর্থ বহুপুংপুষ্পধারী। চাঁপানটেই বহুপুংপুষ্প-ধারী, ইতরে নহে।

বর্ণন—মারিষ অর্থাৎ কাঁটানটের ক্ষুপ কণ্টকিত, প্রায় হস্তাধিক উচ্চ। পত্র ক্ষুদ্র, পত্রাংশ অগ্রভাগে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত এবং বৃন্তসন্নিধানে ক্রমে অবসিত। দীর্ঘ পুষ্পদণ্ড পুচ্ছাকৃতি। **তণ্ডুলীয়ক** অর্থাৎ চাঁপানটের ক্ষুপ প্রায় ভূলুণ্ঠিত থাকে, শাখা ক্ষীণ, কণ্টকবর্জ্জিত। শ্বেত ও রক্তভেদে ইহা দ্বিবিধ। জলতণ্ডুলীয়ক অর্থাৎ কঞ্চট, পল্বল ও পুষ্করিণীতে জন্মে। ইহার প্রতানকাণ্ড স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, পত্র কাঁঠালের পাতার মত স্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ, ক্ষুদ্র। বর্ষায় পুষ্পিত হয়—পুষ্প শুভ্রবর্ণ, দেখিতে ঠিক্ মুড়ির মত; পীড়ন করিলে অতিশয় সঙ্কুচিত হয়। কঞ্চটের গ্রন্থি হইতে শিফা নির্গত হইয়া থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ বা মূল।

বৈদ্যকে তণ্ডুলীয়াদির ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে তণ্ডুলীয়মূল—চাঁপানটের শীতকষায়, স্বরস, কল্ক, ফাণ্ট কিম্বা কাথ রক্তপিত্তে হিতকর। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **সর্ব্ববিষদোষে** তণ্ডুলীয়শাক—চাঁপানটের শাক বিষদোষনাশক; (চিঃ ২৫ অঃ)। (৩) **প্রদরে** তণ্ডুলীয়মূল—প্রদরে চাঁপানটের মূল মধুযোগে পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত—অর্শে** তণ্ডুলীয়দল—অর্শোরোগীর দোষসম্পর্ক বিবেচনা পূর্ব্বক তণ্ডুলীয়াদির অন্যতম শাক সেবন করাইবে। (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **মূষিকবিষে** তণ্ডুলীয়ক মূল—লালন নাম মূষিককর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, চাঁপানটের মূল পেষণপূর্ব্বক মধুযোগে পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ) **চক্রদত্ত—অতিসারে** তণ্ডুলীয়কমূল—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট ও তরলীকৃত চাঁপানটের মূল চিনি ও মধুসহ পান করিলে অতিসার নিবৃত্তি পায়। (অতিসার—চিঃ)।

(২) **গ্রহণীতে** কঞ্চটপল্লব—জম্বু, দাড়িম- পাণিফল, পাঠা ও কাঁচড়ার পাতা উপর্য্যুপরি সজ্জীকৃত করিয়া, তদুপরি একটী কাঁচাবেল রাখিয়া, অনুরূপ জল দিয়া পাক করিবে। বাসী হইলে ঐ বিল্ব সমভাগ পুরাণগুড় এবং ঝাল হয় এতাবৎমাত্র শুণ্ঠীচূর্ণযোগে ভক্ষণ পূর্ব্বক, পশ্চাৎ উৎস্বিন্নজল (যে জলে বেল সিদ্ধ হইয়াছিল) পান করিবে। ইহা গ্রহণীতে হিতকর। (গ্রহণী—চিঃ) **ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তে** তণ্ডুলীয়দল—রক্তপিত্তীর শাকার্থ চাঁপানটেশাক ব্যবস্থা করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। **হারীত—বিষদোষশমনার্থ** তণ্ডুলীয়মূল—চাঁপানটের মূল পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ জলসহ পান করিলে বমন হইয়া বিষদোষের লাঘব হয়। (চিঃ ৫৫ অঃ)। **বঙ্গসেন—পূতিনখে** তণ্ডুলীয়কমূল—নখকুনিতে চাঁপানটের মূল চূর্ণ করিয়া দিলে বেদনাপাকাদি নিবৃত্তি পায়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

Actions and uses *of A. Spinosus.*—Demulcent, astringent and diuretic. A poultice of the leaves is used as an application over unhealthy sores. The root is given in combination with other astringents in menorrhagia and in gonorrhœa. Its ashes are used for the same purposes as the ashes of Aghada, a paste of which is applied in eczema (R. N. Khory, Part II., p. 505). "The authors of the *Pharmacopœia. of India* regard the plant as a simple emollient, and inferior to many others, but recently the root has been found to be of great service in the treatment of gonorrhœa and eczema. In gonorrhœa it is said to stop the muco-purulent discharge and all the concomitant symptoms, such as heat, scalding and general irritation. (Dymock, Part III., p. 138.)

নব্যমত—কাঁটানটের **মূল**, পিচ্ছিল, ধারক এবং মূত্রকারক। কদর্য্যক্ষতে **পত্রের** প্রলেপ হিতকর। মূল,—অন্যান্য কষায় ভেষজের সহিত প্রদর ও "গণোরিয়া" রোগে প্রযোজ্য। অপামার্গের ক্ষার যে সকল রোগে প্রযোজ্য কাঁটানটের **ক্ষারও** তত্তৎ রোগে হিতকর। পাঁচড়ার পক্ষে কাঁটানটের ক্ষার উপকারী! (আর্, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ৫০৫ পৃঃ)। সম্প্রতি প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে, কাঁটানটের মূল "গণোরিয়া" রোগে এবং পাঁচড়ায় বিশেষ উপকারী। ইহা গণোরিয়ার ধাতুস্রাব এবং তদানুষঙ্গিক শিশ্নের উষ্ণতা, দাহ এবং উত্তেজনা নিবারণ করে। (ডিমক্, ৩য় খঃ, ১৩৮ পৃঃ)।

ভামলকী—তামলকী।

তামলকী, ভূধাত্রী, ভ্রামলকী—Phyllanthus Niruri, P, Urinaria, *Linn.*

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বহুপত্রিকা," "বহুফলা," "বৃষ্যা," "বিষঘ্নী"। ভূধাত্রী মধুরা তিক্তা বীর্য্যতঃ শিশিরা স্মৃতা। পিত্তং হন্তি কফাস্রঘ্নী তৃষ্ণাদাহবিনাশনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। ভূধাত্রী তু কষায়াম্লা পিত্তমেহবিনাশনী॥ ভূধাত্রী বাতকৃত্ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা। পিপাসাকাসপিত্তাস্রকফকণ্ডূক্ষতাপহা। ভাবপ্রকাশঃ॥ ভূধাত্রী তু বিশেষেণ বিষঘ্নী পুষ্টিদায়িনী। শোঢ়লনিঘণ্টুঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'হিক্কাশ্বাসয়োঃ তামলকী—"সশর্করাং তামলকীং * শাশয়েত্ত্বাবয়েত্ তথা"। (চিঃ ২১ অঃ)। চরকঃ॥ 'নেত্রপীড়ায়াং' ভূম্যামলকী—"ভূম্যামলকী ঘৃষ্টা সসৈন্ধব তাম্রবারিযোজিতা তাম্রে। জাতা ঘনলমল্লো জয়তি বহির্লেপতঃ পীড়াম্"। (নেত্ররোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ 'রক্তপ্রদরে' ভূম্যামলকীবীজম্—ভূম্যামলকীবীজন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা। দিনদ্বয়ত্রয়েণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বহুপত্রিকা," "বহুফলা," 'বৃষ্যা," 'বিষঘ্নী"। তামলকীর ভাষানাম—বাঃ—ভূমিআমলকী, ভূঁইআমলা। হিঃ—ভূঁইআমলা, ফত্রআঁবলা, পতালআঁবরা। মঃ—ভূঁইআম্বঠ্ঠী। গুঃ—ভোঁআম্বলা। কঃ—আরুনেল্লি। তৈঃ—নেলাউসীরীকে।

বর্ণন—ভূমি আমলকীর ক্ষুপ ক্ষুদ্র। পত্র আমলকীর পত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ চৌড়া। কোন কোনটীর শাখা ও পত্রবৃন্ত রক্তাভ আবার কোনটীর বা শ্বেতাভ। পত্রসন্নিবেশ ঠিক্ আমলকীর মত। প্রতি পত্রবৃন্তের নিকট একটী করিয়া সর্ষপাকৃতি বীজ থাকে, সুতরাং সাধারণপত্রবৃন্তে যেমন দুই পংক্তিতে পত্রগুলি সজ্জিত থাকে, তেমনি বীজগুলিও দুই শ্রেণীতে বিন্যস্ত থাকে। ভূমিআমলকীর ক্ষুপ শরতেই অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। বহার স্বাদ চর্ব্বণমাত্রে কষায়াম্ল এবং পরে কিঞ্চিৎ তিক্ত। কেহ বলেন পর্ব্বতজাত যে একপ্রকার ক্ষুপের মূলে আমলকীতুল্য ফল মালাকারে গ্রথিত থাকে, তাহাই ভূম্যামলকী। ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ—বিশেষতঃ মূল ও বীজ। মাত্রা—সমগ্রক্ষুপচূর্ণ—২—৬ আনা।

বৈদ্যকে ভূমিআমলকীর ব্যবহার।

চরক—হিক্কাশ্বাসে ভূধাত্রী–ভূমিআমলকীর মূলের রস চিনিসহ পান এবং নস্য করিলে হিক্কাকাস প্রশমিত। (চিঃ ২১ অঃ)। **চক্রদত্ত-নেত্রপীড়ায়** ভূমিআমলকীর মূল কাঁজি ও সৈন্ধবলবণ সহ তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া, ঘন হইলে নেত্র-বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা নেত্রব্যথাহর। (নেত্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—রক্তপ্রদরে** ভূমিআমলকীবীজ—ভূমিআমলকীবীজ তণ্ডুলোদকে পেষণপূর্ব্বক ২।৩ দিন পান করিলে রক্ত বা শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। **বক্তব্য**—চরক, শ্বাসহরবর্গে ভূমিআমলকী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—A bitter principle, pseudo chiratin, an alkaloid, fat and colouring matter. **Actions and uses.**—Antiperiodic, diuretic, stomachic and demulcent. It is used in intermittent fevers, to prevent paroxysms ; also given in diseases of the spleen and liver, in dropsy, gonorrhœa, acid urine and in jaundice, A poultice of the leaves mixed with salt is used for itch and scaly affections of the skin. The infusion mixed with methi, is used as a stomachic, bitter and astringent, and also given as a remedy in chronic dysentery. (R. N. Khory, Part II. P. 552).

নব্যমত—ভূমিআমলকী—জ্বরনিবারক, মূত্রকর, পাচক এবং শীত। ইহা বিষমজ্বর, প্লীহযকৃতের পীড়া, শোথ, "গণোরিয়া" মূত্রের কটুত্ব, ও কামলারোগে এবং পর্য্যায়নিবারক রূপে জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সৈন্ধবযোগে পিষ্ট ভূমিআমলকী পত্রের প্রলেপ কণ্ডু এবং চর্ম্মরোগ বিশেষের (scaly) পক্ষে হিতকর। ভূমিআমলকী ও মেথির ক্বাথ পাচক, তিক্ত এবং ধারক—ইহা গ্রহণীর মহৌষধ। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ৫৫২ পৃঃ)।

তাম্বূলবল্লী—ताम्बूलवल्ली।

ताम्बूलवल्ली—Piper betel.

तद्भेदाः—कृष्णपर्णी शुभ्रपर्णी (धन्वन्तरिः) श्रीवाटी, अम्लवाटी, सप्तसा, गुहागरे, अम्लसरा, पटुलिका, हेसनीया च (नरहरिः)। 'अन्वर्थसंज्ञा'— "मुखरागकरी," "कामजननी," "आमोदजननी," "श्रमभञ्जनी," "तीक्ष्णमञ्जरी," "सप्तशिरा," "भक्ष्यपत्री"। ताम्बूलं कटु तिक्तमुष्णमधुरं, क्षारं कषायान्वितम्। वातघ्नं कृमिनाशनं कफहरं, दुर्गन्धि निर्नाशनम्। वक्त्रस्याभरणं विशुद्धिकरणं,

कामाग्निसन्दीपनम्। ताम्बूलस्य सखे! त्रयोदशगुणाः, स्वर्गेऽपि ते दुर्लभाः।
'कृष्णं' पर्णं तिक्तमुष्णं कषायं, धत्ते दाहं वक्त्रजाड्यं, मलञ्च। 'शुभ्रं' पर्णं
श्लेष्मवातामयघ्नं, पथ्यं रुच्यं दीपनं पाचनञ्च। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। ताम्बूल-
पत्रं तीक्ष्णोष्णं कटु पित्तप्रकोपणम्। सुगन्धि विशदं तिक्तं स्वर्य्यं वातकफा-
पहम्। स्रंसनं कटुकं पाके कषायं वह्निदीपनम्। वक्त्रकण्डूमलक्लेददौ-
र्गन्ध्यादिविशोधनम्। सुश्रुतः॥ नागवल्ली कटुस्तीक्ष्णा तिक्ता पीनसवातजित्।
कफकासहरा रुच्या दाहकृद्दीपनी परा। 'श्रीवाटी' मधुरा तीक्ष्णा वातपित्त-
कफापहा। रसाढ्या सरसा रुच्या विपाके शिशिरा स्मृता। 'स्यादम्लवाटी'
कटुकाम्लतिक्ता। तीक्ष्णा तथोष्णा मुखपाककर्त्री। विदाहपित्तास्रविकोपनी
च। विष्टम्भदा वातनिवर्हणी च। 'सतसा' मधुरा तीक्ष्णा कटुरुष्णा च पाचनी
गुल्मोदराध्मानहरा रुचिकृद्दीपनी परा। 'गुहागरे' सप्तशिरा प्रसिद्धा। तत्-
पर्णजूर्णातिरसाऽतिरुच्या। सुगन्धि तीक्ष्णा मधुराति हृद्या। सन्दीपनी
पुंस्त्वकराऽतिवल्या। नाम्नाऽन्या'ऽम्लसरा' सुतीक्ष्णमधुरा, रुच्या क्षिमा
दाहनुत्। पित्तोद्रेकहरा सुदीपनकरी, वल्या मुखामोदिनी। स्त्री-सौभाग्य-
विवर्द्धनी मदकरी, राज्ञां सदा वल्लभा। गुल्माऽऽध्मानविबन्धजिच्च कथिता, सा
मालवे तु स्थिता। अन्या 'पटुलिका' नाम कषायोष्णा कटुस्तथा। मलाप-
कर्षा कण्ठस्य पित्तकृद्वातनाशनी। 'वह्वेसनीया' कटुस्तीक्ष्णा हृद्या दीर्घदला
च सा। कफवातहरा रुच्या कटुर्दीपनपाचनी। 'अन्यच्च'—सद्यस्त्रोटित-
भक्षितं मुखरुजाजाड्यावहं दोषकृत्। दाहारोचकरक्तदायि मलकृद्विष्टम्भि
वान्तिप्रदम्। यद्भूयो जलपानपोषितरसं, तच्चेच्चिरात् त्रोटितम्। ताम्बूलीदल
मुत्तमं च रुचिकृद्वर्ण्यं त्रिदोषार्त्तिनुत्। राजनिघण्टुः।

नागवल्लीफलं हृद्यं सुगन्धि कफवातजित्॥ आत्रेयसंहिता। न नेत्ररोगे
न च रक्तपित्ते। क्षते न वाते न विषे न शोषे। मदात्यये नापिच मोहमूर्च्छा-
स्वासेषु ताम्बूलमुशन्ति वैद्याः। सुषेणदेवः॥ ताम्बूलं विशदं रुच्यं तीक्ष्णोष्णं
तुवरं सरम्। वश्यं तिक्तं कटु क्षारं रक्तपित्तकरं लघु। वल्यं श्लेष्मास्यदौर्गन्ध्यं
मलवातश्रमापहम्। भावप्रकाशः॥ ताम्बूलपत्रं तीक्ष्णोष्णं कटु वातकफा-
पहम्। पित्तकृत् स्रंसनं हृद्यं वक्त्रिकृद्दन्तशोधनम। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—श्लीपदे ताम्बूलम्—"सप्ततांबूलपत्राणां कल्कं तप्तेन वारिणा संघृष्टलवणोपेतं श्लीपदं हन्ति सेवनात्"। (श्लीपद—चिः)। वङ्गसेनः।

তাম্বূলের অপর্য্যায়সংজ্ঞা—"মুখরাগকরী," "কামজননী," "আমোদজননী," "শ্রমভঞ্জনী," "তীক্ষ্ণমঞ্জরী," "সপ্তশিরা," "ভক্ষ্যপত্রী"। **তাম্বূলের ভাষানাম**—বাঃ—পান। **হিঃ—নাগরবেল, পান**। মঃ—নাগবেল। কঃ—পানবেল। গুঃ—নাগরবেল্ল, পান। কঃ—নাগরবল্লী, পর্ণ। তৈঃ—তামলপাকু। তাঃ—বেট্রিলী। ফাঃ—বর্গতম্বোল। অঃ—কান। ইঃ—বিটেল্ লিফ্। **তাম্বূলের ভেদ—ধন্বন্তরি**, শুভ্র, কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার তাম্বূলের উল্লেখ করিয়াছেন। **নরহরি** বলিয়াছেন—"শ্রীবাটাম্লাদিবাটাদি-নানাগ্রামস্তোমস্থানভেদাদ্বিভিন্না। একাপ্যেষা দেশমৃৎস্নাবিশেষান্নানাকারং যাতি কায়ে গুণে চ"। নানাদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণে তাম্বূল, আকার, বর্ণ ও গুণের বিশিষ্টত্ব লাভ করিয়া থাকে। **নরহরি** সাতপ্রকার তাম্বূলের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—শ্রীবাটী, অম্লবাটী, সতসা, গুহাগরে, অম্লসরা, পটুলিকা ও বেহ্সনীয়া। ইহাদের মধ্যে "গুহাগরে" এবং "অম্লসরা" সুগন্ধি তাম্বূল। অম্লসরা মালবে, পটুলিকা অন্ধ্রদেশে এবং বেহ্সনীয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশে জন্মে। "গুহাগর" দেশের পানের নাম গুহাগরে,—এই দেশে সুপারি ও পান উভয়ই প্রচুর জন্মিত। "পূগ" প্রবন্ধে আমরা গুহাগর পূগের উল্লেখ করিব। আবাদের প্রণালী ভেদে, অধুনা পান দুই প্রকার। এক প্রকার পান বোরোজে পালিত হয়, অপর বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোচবিহার ও আসামাঞ্চলে প্রথোমোক্ত জাতি বারুইপান এবং শেষোক্ত গাছপান নামে প্রসিদ্ধ। গাছপানের আকার প্রকার দেখিয়া অনুমান হয়, উহা কৃষ্যুৎকর্ষবশাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত চবিকামাত্র—গাছপান ক্ষুদ্রাকৃতি, নিতান্ত কটু এবং ইহার "ছিব্ড়ে" অধিক। বোরোজে পালিত পান নানাপ্রকার; নরহরি যথার্থই বলিয়াছেন, দেশমৃৎস্নাবিশেষান্নানাকারং যাতি কায়ে গুণে চ"। অধুনা বঙ্গে নানাস্থানে পানের আবাদ হয়—কিন্তু সুন্টেবাঁটুলের সুগন্ধি পানের তুল্য উপাদেয় পান বঙ্গের কুত্রাপি জন্মে না। **শালিগ্রামবৈশ্য** ছয় প্রকার পানের উল্লেখ করিয়াছেন—"বংগলা," "মৌহবা," "মহারাজপুর," "বিলৌআ," "কপুরী," "কুলবা"। **উপযোগ্যাংশ ব্যবহার পত্র—মাত্রা—** স্বরস ½—২ তোলা।

বৈদ্যকে তাম্বূলের ব্যবহার।

বঙ্গসেন—শ্লীপদে তাম্বুল—সাতটী তাম্বুল পেষণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে তপ্তজলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (শ্লীপদ—চিঃ)। **মন্তব্য**—চারক, "দশেমানি" কিম্বা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয় অধ্যায়ে তাম্বুল পঠিত হয় নাই।

চরক মাত্রাশিতীয়ে এবং সুশ্রুত "অন্নপানবিধি"তে তাম্বুলের উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে চর্ব্বনার্থ তাম্বূল ব্যবহৃত হইতেছে। আহারের পরবর্ত্তী কৃত্যে উপদেশ কালে সুশ্রুত বলিয়াছেন—তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্বা বিচক্ষণঃ। ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্নক্লমো গতঃ "(সুঃ ৪৬অঃ)। চারক কিম্বা সৌশ্রুত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে তাম্বূল পঠিত হয় নাই।

Constituents.—The leaves yield on distillation. a light aromatic and volatile oil known as betel oil and chavicol a very volatile pale essential oil. Betel oil contains terpene, betel phenol and sesquiterpene

Actions and uses.—Stimulant, carminative and antiseptic ; given in flatulence, fœtor of the mouth, dyspepsia, colic &c., mostly used as a masticatory by the natives of India. Chavicol is a powerful antiseptic 5 times stronger than carbolic acid, and twice as strong as eugenol. The juice is also antiseptic and used in catarrhal affections and inflammation of the throat and bronchi in diphtheria &c. (R. N. Khory, Part II., p. 516). "Of late years the medicinal properties of betel leaves have been investigated in Europe. Dr. Kleinstuck of Zwatzen, near Jena, has found that the essential oil is of much use in catarrhal affections, inflammations of the throat, larynx and bronchi ; it has an antiseptic action. He has used it in diphtheria as a gargle and by inhalation. The dose is one drop in one hundred grams of water. In India the juice of four leaves may be used similarly diluted." (Dymock, Part I I I., p. 186). "Being always at hand, Pan leaves are used as a domestic remedy in various ways, the stalk of the leaf smeared with oil is introduced into rectum in constipation and tympanitis of children, with the object of iuducing the bowels to act. The leaves are applied to the temples in headache for relieving pain, to painful and swollen glands for promoting the secretion, and to the mammary gland with the object of checking the secretion of milk. Pan leaves are used as a reado dressing for foul ulcers, which seem to improve under them." (*Hind. Mat. Med.,* p 245.)

নব্যমত—পান—উষ্ণ, পাচক এবং পচননিবারক (Antiseptic). ইহা উদরাধ্মান, মুখদৌর্গন্ধ্য, গ্রহণী, অজীর্ণ, শূল প্রভৃতি রোগে বিশেষতঃ চর্ব্বণার্থ ব্যবহৃত হয়। পান চোয়াইলে দুই প্রকার **তৈল** পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যাহা ফিকেরঙের, সুগন্ধি এবং উদ্বেয় (উবিয়া যায়) তাহা **তাম্বূল তৈল** (Be tel oil); আর যাহা অতি উদ্বেয় তাহার নাম "চবিকল"

"চবিকল" মহান্ পচননিবারক। ইহা "কার্বলিক্ এসিড্" অপেক্ষা পঞ্চগুণ এবং "এক্সিনল্" অপেক্ষা দ্বিগুণ তীব্রতর। পানের রসও পচননিবারক, ইহা শ্লেষ্মরোগে এবং রোহিণী প্রভৃতি গলরোগে হিতকর। (আর্, এন্, চোপ্রা, ২য় খঃ, ৫১৬ পৃঃ)। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাম্বূলের তৈল কফীয় পীড়া এবং গল, বাগিন্দ্রিয় ও শ্বাসনাড়ী শাখার (Bronchi) প্রদাহে বিশেষ উপকারী। ইহার পচননিবারণী শক্তি আছে। রোহিণীতে (Diphtheria) ইহার কবল ও ধূমগ্রহণ করান হইয়াছে। ১০০ গ্রাম্ অত্যুষ্ণ জলে ১ ফোঁটা তৈল দিয়া তদুত্থিত ধূম আঘ্রাত হইয়াছিল। এদেশে ১ বিন্দু তৈলের পরিবর্ত্তে ৪টী পানের রস দেওয়া যাইতে পারে। (ডিমক্, ১মঃ খঃ, ১৮৬ পৃঃ)। পান এতদ্দেশীয় গার্হস্থ্য ঔষধ। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধে ও উদরাময়ে দাস্তের জন্য পানের বোঁটায় তৈল মাখাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করান হইয়া থাকে। তাম্বূলপত্র শঙ্খদেশে (Temples) স্থাপন করিলে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। গ্রন্থিস্ফীতি কিম্বা প্রসূতির স্তনে স্থাপন করিলে স্ফীতি বিলীনতা প্রাপ্ত হয় এবং স্তন্যস্রাব রোধ করে। তাম্বূলপত্রে ক্ষত আচ্ছাদিত হইলে ক্ষতশুদ্ধি হয়। (উদয়চাঁদ দত্ত, ২৪৪ পৃঃ)।

তাম্রপীতপাটলা ও মুষ্কক—ताम्रपीतपाटली मुष्ककाख्य।

पाटला, ताम्रपुष्पा पाटला—Stereospermum Suaveolens, D. C. Bignonia Suaveolens, *Roxb.* **पीतपुष्पा पाटला**—Bignonia Chelonoides, S *Willd.* Chelonoides. **सितपुष्पा पाटला, काष्ठपाटला, मुष्ककम्**—Schrebera Swietenioides, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—'ताम्रपुष्पायाः'—'व्यवहारज्ञापिका'—"अम्बुवासिनी; 'परिचयज्ञापिका—"वसन्तदूती," "कालवृन्तिका," "स्थिरगन्धा," "अलिवल्लभा"। 'मुष्ककस्य'—"क्षारश्रेष्ठः"। पाटलाऽपि रसे तिक्ता गुरूष्णा पवनास्रजित्। पित्तहिक्कावमिशोफकफारोचकनाशनी। 'पाटलायुगलं हृद्यं सुगन्धं कफवातजित्। पाटलाया गुणस्तद्वत् किञ्चिन्मारुतकोपजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ पाटली तु रसे तिक्ता कटूष्णा कफवातजित्। शोफाऽऽध्मानवमिश्वासशमनी सन्निपातनुत्। 'सितपाटलिका' तिक्ता गुरूष्णा वातदोषजित्। वमिहिक्काकफघ्नी च श्रमशोषापहारिका। राजनिघण्टुः॥ पाटला तुवरा तिक्ताऽनुष्णा दोषत्रयापहा। अरुचिश्वासशोथास्रच्छर्दिहिक्कातृषापहरी। 'पुष्पं' कषायं मधुरं

हिमं हृद्यं कफास्रनुत्।- पित्तातिसारहृत् कण्ठ्यं 'फलं' हिक्कास्रपित्तहृत्। भावप्रकाश: ॥ पाटला कफवातघ्नी। राजवल्लभ:।

वैद्यके व्यवहार:—'व्रणप्रच्छादनार्थं' पाटलीपत्रम्—"* पाटल्या: *। व्रणप्रच्छादने विद्वान् पत्राणि * चादिशेत्" (चि: १३ अ:)। चरक:॥ 'शर्करायां' पाटलीक्षार:—"क्षार: पेयोऽविमूत्रेण शर्करानाशन: पर:। पाटली करवीराणाम्" (चि: ७ अ:)। (२) 'हिक्कासु' पाटलाफलपुष्पे—"पाटलाया: फलं पुष्पं *। चत्वारो यूषयोगा: स्यु: प्रतिपादप्रशंसिता:। मधुद्वितीया कर्त्तव्यास्ते हिक्कासु विजानता"। (उ: ५० अ:)। (३) 'मूत्राघाते' पाटला-क्षार:—"पाटलाक्षारमाहृत्य सप्तकृत्य: परिस्रुतम्। पिबेन्मूत्रविकारघ्नं संसृष्टं तैलमात्रया" (उ: ५८ अ:)। सुश्रुत:॥ 'दग्धव्रणे पाटलामूलत्वक्—"सिद्धं कल्ककषायाभ्यां पाटल्या: कटुतैलकम्। दग्धव्रणरुजास्रावदाहविस्फोटनाशनम्। (नाड़ीव्रण—चि:)। चक्रदत्त:॥ 'अम्लपित्ते' पाटलात्वक्—"पटोलपाटला-क्वाथो धान्यनागरकान्वित:। जलेन हितक: प्रोक्तश्चाम्लपित्तनिवारण:"। (चि: २५ अ:)। हारीत:।

অন্বর্থসংজ্ঞা।—তাম্রপুষ্প পাটলার—ব্যবহারজ্ঞাপিকা—"অম্বুবাসিনী"; পরিচয়জ্ঞাপিকা—"বসন্তদূতী," "কালবৃন্তিকা," "স্থিরগন্ধা" "অলিবল্লভা"। মুষ্ককের—"ক্ষারশ্রেষ্ঠ"। পাটলার ভাষানাম—বা:—পারুল। হি:—পাডরি, পাঢ়ল। ম:—রক্তপাডঠ্ঠ। গু:—রাতাফুলনা, পাডল। ক:—হাদরী। তৈ:—কলগোরু। তা:—পড়ি। উ:—পাটুড়ি। তাম্রপুষ্পা ও পীতপুষ্পা পাটলার ভাষানামে পার্থক্য নাই। সিতাপাটলার ভাষানাম—বা:—ঘণ্টাপারুল। হি:—সফেদপাডর, কঠপাডর। গু:—শ্বেতপাডর, কাকচ। বিলিয়হাদরী। তৈ:—কোলিগোট্টু চেট্টু।

পাটলার ভেদ—ধন্বন্তরি ও নরহরি উভয়েই গুড়ুচ্যাদিবর্গে পাটলা (তাম্র বা রক্তপুষ্প) এবং সিতা পাটলার (কাষ্ঠপাটলা) ও আম্রাদিবর্গে মুষ্ককের গুণপর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয়েরই মতে মুষ্কক "দ্বিবিধঃ শ্বেতকৃষ্ণকঃ"। নিঘণ্টুদ্বয়ে কাষ্ঠপাটলার পর্য্যায়ে মুষ্কক শব্দ পঠিত হয় নাই, নরহরি মুষ্ককের পর্য্যায়ে "পাটলি" পাঠ করিয়াছেন। ভাবমিশ্র মুষ্কক পৃথক্ পাঠ করেন নাই এবং "—পরা স্যাৎ পাটলা

সিতা। মুষ্ককো মোক্ষকো ঘণ্টাপাটলিঃ কাষ্ঠপাটলা" বাক্যে কাষ্ঠপাটলার পর্য্যায়েই মুষ্কক শব্দ পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং ভাবমিশ্রের মতে শ্বেতপুষ্প পাটলাই মুষ্কক অর্থাৎ ঘণ্টাপারুল। নিঘণ্টুতে দেখি, পাটলা বসন্তদূতী এবং পাটলী মুষ্কক, ভাবমিশ্র পাটলার পর্য্যায়েই পাটলী পাঠ করিয়াছেন। আমরা ভাবমিশ্রবৎ শ্বেতপুষ্প পাটলাকেই মুষ্কক শব্দে অভিহিত করিয়াছি। বিশ্বামিত্র বলেন মুষ্কক বহুবিধ—"শ্বেতপুষ্পঃ কালপুষ্পো রক্তপুষ্প স্তথৈবচ। পীতপুষ্পো বরস্তেষু কালপুষ্পঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"। (ভানুমতী সূঃ ১১ অঃ)। ভাবমিশ্রের উক্তি উপলক্ষণমাত্র অতএব পাটলা (তাম্র বা রক্তপুষ্প) ও রক্তপুষ্প মুষ্কক, সিতা পাটলা ও শ্বেতপুষ্প মুষ্কক, পীতপুষ্প পাটলা ও পীতমুষ্কক স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুশ্রুত, ক্ষারপাকবিধি উপদেশকালে অসিতমুষ্ককেরই ক্ষারকার্য্যোপযোগিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নিঘণ্টুদ্বয়ে শ্বেতকৃষ্ণ মুষ্কক নির্ব্বিশেষে "ক্ষারশ্রেষ্ঠ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পাটলা শব্দে বৈদ্যগণ রক্তপুষ্প পাটলাই ব্যবহার করেন, দেশান্তরে পাটলা শব্দে রক্ত ও পীতপুষ্প দ্বিবিধ পাটলাই ব্যবহৃত হয়। অতএব আমরা প্রবন্ধের শিরোনাম, কেবল পাটলার পরিবর্ত্তে তাম্রপীতপাটলা লিখিয়াছি। এবং ভাবমিশ্রবৎ শ্বেতপুষ্প পাটলাকেই মুষ্কক শব্দে অভিহিত করিয়াছি। বঙ্গে পীতপুষ্পাপেক্ষা রক্তপুষ্পপাটলা সুলভতর। ঘণ্টাপারুল শব্দে বঙ্গে শ্বেতপুষ্পপাটলা গৃহীত হইয়া থাকে। কৃষ্ণপুষ্পমুষ্কক গিরিসানুজ বৃক্ষ, ইহা নিম্নবঙ্গের সমতল ভূমিতে জন্মে না।

বর্ণন—পাটলা উচ্চবৃক্ষ। বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ নহে। দীর্ঘ পত্রবৃন্তে ২ জোড়া বা ৪ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটী অযুগ্মপত্র আছে। প্রথম জোড়া এবং অগ্রস্থিত অযুগ্মপত্র অন্যাপেক্ষা বৃহত্তর, পত্রবৃন্তমূল স্ফীত, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম নহে। তরুণাবস্থায় পত্রের পৃষ্ঠোদর যেন শুভ্রলেপাবৃত, পরিণতাবস্থায় কর্কশ। ইহা গ্রীষ্মে পুষ্পিত হয়। অচিরপ্রবৃত্ত গ্রীষ্মবর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন ;—"পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ" **পুষ্প**—সশাখপুষ্পদণ্ডে স্থিত, পাটল অর্থাৎ শ্বেতাভরক্তবর্ণ, মিলিতদল, অতি সুগন্ধি। **কুণ্ড**—ঘণ্টাকৃতি রোমান্বিত, কুণ্ডাগ্র চতুর্ধা চিরিত। **পীতপুষ্পপাটলার** বিশিষ্টত্ব এই—ইহার পত্র ৪ জোড়ার কম হয় না, ইহারও অগ্রে অযুগ্মপত্র থাকে। পত্রপ্রান্ত কিঞ্চিত খণ্ডিত, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, **শিম্বি**—ক্ষীণ, দীর্ঘ ও আবর্ত্তিত। **শ্বেতপুষ্পপাটলা** অর্থাৎ ঘণ্টাপারুলের বৃক্ষ প্রায় উপত্যকায় জন্মিয়া থাকে। ইহা বহুশাখ ছায়াপ্রধান তরু। **পত্র**—৩।৪ জোড়া, অগ্রে অযুগ্মপত্র আছে, প্রথম জোড়া বৃহত্তর ও চৌড়া দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ জোড়া ক্রমশঃ অপ্রশস্ত, সমস্ত পত্রেরই প্রান্ত অখণ্ড, অগ্রদেশ সূক্ষ্ম এবং পৃষ্ঠোদর মসৃণ। **পুষ্প**—বৃহত্তর, তাম্রাভশ্বেতবর্ণ, রজনীতে সুগন্ধি, উত্তানাকৃতি, মিলিতদল, প্রকৃনগ চোঙ্গার মত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাণ্ড, মূলত্বক্, কাষ্ঠক্ষার, পত্র, পুষ্প, ফল।

বৈদ্যকে পাটলার ব্যবহার।

চরক—ব্রণাচ্ছাদনার্থ পাটলাপত্র—পাটলাপত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত করিবে। (চিঃ ১৩ অঃ)। **সুশ্রুত—শর্করারোগে** পাটলাক্ষার—যথাবিধি প্রস্তত পাটলাক্ষার ছাগীমূত্রের সহিত পান করিবে। ইহা পরম শর্করাহর। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **হিক্কায়** পাটলাপুষ্প ও ফল—কোন কলায়ের সহিত পারুলের পুষ্প ও ফলেরযূষ পাক করিয়া মধুযোগে পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। উঃ ৫৩ অঃ)। (৩) **মূত্রাঘাতে** পাটলাক্ষার—সপ্তধা পরিস্রুত পাটলাক্ষারোদক তিলতৈলযোগে পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (উঃ ৫৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—দগ্ধব্রণে** পাটলামূলত্বক্—পারুলের মূলত্বকের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা যথাবিধি পক্ক সার্ষপতৈল লেপন করিলে দগ্ধব্রণের রোপণ হয়। (নাড়ীব্রণ—চিঃ)। **হারীত—অম্লপিত্তে** পাটলাত্বক্—পটোল ও পারুল ছালের ক্বাথ, ধনে ও শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে পান করিলে অম্লপিত্ত নিবারিত হয়। (চিঃ ২৫ অঃ)।

বক্তব্য—পাটলা বৃহৎ পঞ্চমূলের অন্যতম। চরক, শোথহর, প্রজাস্থাপনবর্গে এবং সুশ্রুত আরগ্বধাদিবর্গে পাটলা পাঠ করিয়াছেন। পূর্ব্বে পারুলফুল নিক্ষেপ করিয়া পানীয়জল সুরভীকৃত হইত, অতএব পাটলার নাম "অম্বুবাসিনী"।

Constituents.—The flowers contain albuminous, saccharine and mucilaginous matters and wax. **Actions and uses.**—Refrigerant and diuretic; used in dyspepsia, fever, cough, dropsy, &c. The flowers with honey stop troublesome hiccough. (R. N. Khory, Part II., p. 460).

নব্যমত—পাটলা শীত, শ্রমহর, মূত্রকর। ইহা গ্রহণী, জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। পারুলের পুষ্প মধুর সহিত পেষণপূর্ব্বক লেহন করিলে কষ্টপ্রদ হিক্কা প্রশমিত হয়। (আর, এন্ ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৪৬ পৃঃ)

তাল—তালঃ।

তালঃ, তৃণরাজঃ—Borassus Flabelliformis.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"দীর্ঘস্কন্ধঃ," "চিরায়ুঃ," "দীর্ঘপত্রঃ," "দৃঢ়চ্ছদঃ" "লেখ্যপত্রঃ," "মধুররস," "আসবদ্রুঃ"। **'ফলং' স্বাদু রসং পাকে তালজং গুরু পিত্তজিৎ। 'তদ্বীজং' স্বাদু পাকেতু 'মূলং' স্যাদ্রক্তপিত্তজিৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। তালস্য মধুরঃ শীতপিত্তদাহশ্রমাপহঃ। স্রবেৎ কফপিত্তঘ্নো মদকৃদ্দাহশোষনুৎ।**

राजनिघण्टुः। पक्वं तालफलं पित्तरक्तश्लेष्मविवर्द्धनम्। दुर्ज्जरं बहुमूत्रञ्च तन्द्राभिष्यन्दशुक्रदम्। 'तालमज्जा, तु तरुणः किञ्चिन्मदकरो लघुः। श्लेष्मलो वातपित्तघ्नः सस्नेहो मधुरः सरः। तालजं तरुणं 'तोय' मतीवमदकृन्मतम्। अम्लीभूतं यदा तु स्यात् पित्तकृद्वातदोषहृत्। भावप्रकाशः॥ तालस्तु बृंहणो बल्यः क्रिमिघ्नो कुष्ठनाशनः। रक्तपित्तहरः स्वादुः स्तालः सप्तगुणान्वितः। 'तालशस्यन्तु' मधुरं मूत्रलं वातपित्तजित्। तालास्थि'मज्जा' मधुरा मूत्रला शीतला गुरुः। कफक्रिमिहरा वृष्या वातला दुर्ज्जरा मता। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्रे च' तालशस्यम्—"* तालशस्यै-स्तथा शृतम्। घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्र एव च"। (चिः २२ अः)। चरकः॥ 'मूत्राघाते' तरुणतालमूलम्—"पिष्ट्वाऽथवा सुशीतेन शालितण्डुल-वारिणा तालस्य तरुणंमूलं *"। (उः ५८ अः)। सुश्रुतः॥ 'उन्मादे' तालशाखाभवो रसः—"उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा तालशाखजः। रसः *"। (उन्माद—चिः)। (२) 'प्लीहोदरे' ताल पुष्पभवः क्षारः—"तालपुष्पभवः क्षारः सगुड़ः प्लीहनाशनः"। (प्लीह—चिः)। चक्रदत्तः। 'सुखप्रसवार्थं' ताल-मूलम्—"तालस्य चोत्तरं मूलं स्त्रीप्रमाणेन तन्तुना। बद्धा कट्याञ्च नियतं सुखं नारी प्रसूयते"। (स्त्रीरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

তালের ভাষানাম—বাঃ—তালগাছ। হিঃ—তাড়। মঃ—তাড়। গুঃ—তাড। তাঃ—পনম। ফাঃ—তাল। অঃ—তার। **অন্বর্থসংজ্ঞা**—"দীর্ঘস্কন্ধ," "চিরায়ু," "দীর্ঘপত্র," "দৃঢ়চ্ছদ," "লেখ্যপত্র," "মধুররস," "আসবদ্রু। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মোচ, ফল, মূল, তালমস্তক (মেতি)। **মাত্রা**—মোচক্ষার ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে তালের ব্যবহার।

চরক—মূত্রের বিবর্ণতা ও কৃচ্ছ্রে 'তালশস্য—কাঁচাতাল ফলের শস্যের (তালশাঁস) কল্কদ্বারা পকঘৃত কিম্বা ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক তালশস্যের কাথ, কাসরোগীর মূত্রের বৈবর্ণ্য ও কৃচ্ছ্রে পেয়। (চিঃ ২২ অঃ)। **সুশ্রুত—মূত্রাঘাতে** তরুণতালমূল—শীতলজল কিম্বা শালিতণ্ডুলোদকসহ তরুণ তালবৃক্ষের মূল পেষণপূর্ব্বক পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। উঃ ৫৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—উন্মাদে** তালশাখারস

—উন্মাদরোগী তালশাখজ (তালশাঁড়ার) রস মধুসহ বা কেবল পান করিবে। (উন্মাদ—চিঃ)। (২) **প্লীহোদরে** তালপুষ্পভবক্ষার—তালজটার অন্তর্ধূমদগ্ধক্ষার পুরাণগুড়ের সহিত সেবন করিবে। ইহা প্লীহবিবৃদ্ধিতে হিতকর। (উদর—চিঃ)। **বঙ্গসেন—সুখপ্রসবার্থ** তালমূল—তালবৃক্ষের উত্তরদিকের মূল স্ত্রীশরীরসমদীর্ঘ সূত্রদ্বারা কটীদেশে বাঁধিয়া দিলে সুখপ্রসব হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—নিঘণ্টুদ্বয়ে তাল, শ্রীতাল, হিন্তাল ও মাড় এই চতুর্বিধ তালভেদের উল্লেখ আছে। শ্রীতালাদির অন্বর্থসংজ্ঞা ও গুণ উদ্ধৃত হইতেছে—**শ্রীতাল**—"মধুতাল," "মৃদুচ্ছদ," "বিশালপত্র," "শিরলিপত্রক," "লেখার্হ"। গুণ—শ্রীতালো মধুরোঽত্যন্তমীষচ্চৈব কষায়কঃ। পিত্তজিৎ কফকারী চ বাতমীষৎ প্রকোপয়েৎ॥ **হিন্তাল**—"স্থূলতাল," "কন্ধপত্র," "বৃহদ্দল," 'বহুকণ্টক,' "শিরাপত্র," "অম্লসার"। গুণ—হিন্তালো মধুরাম্লশ্চ কফকৃৎপিত্তদাহনুৎ। শ্রমতৃষ্ণাপহারীচ শিশিরো বাতদোষনুৎ॥ **মাড়**—"বিতানক," "মত্তক্রম," "মোহকারী"। গুণ—**মাড়স্তু** শিশিরো রুক্ষ্যঃ কষায়ঃ পিত্তদাহকৃৎ। তৃষ্ণাপহো মরুৎকারী শ্রমহৃৎ শ্লেষ্মকারকঃ॥ তালের মেতি, তালের রস, পক্ব তালের শাঁস, তালআঁটীর শাঁস, তালের মিছরি উত্তম খাদ্যৌষধ।

Contituents.—Gum, like tragaconth, fat, albuminoid. **Actions and uses.**—Demulcent, refrigerant and diuretic ; the root is cooling and restorative ; the juice is cooling and diuretic when fresh ; the pulp obtained from the unripe fruit is diuretic and demulcent, and nutritive ; given in gonorrhœa, leucorrhœa, &c., the tody when fermented is converted into Tada-no-daru (Arrak), a country drink. It is used as diuretic in gonorrhœa. The terminal bud of the tree and embryo of the germinating seed are used as vegetable and are nutritive and diuretic. The ash of the spathe is used by the natives in the treatment of enlarged spleen. (R. N. Khory, Part II., 622).

নব্যমত—তাল শীত, শ্রমহর ও মূত্রকর। তালমূল শীতল ও বলপ্রদ। তালরস টাটকা থাকিতে পান করিলে, শীতল ও মূত্রকর। পর্য্যুষিত ও উদ্রিক্ত তালরস (তাড়ি) "গণোরিয়া" রোগে মূত্রকরহেতু পেয়। তালশাঁস মূত্রকর, শীত, পোষক, ইহা "গণোরিয়া," প্রদর প্রভৃতি রোগে সেব্য। তালের মেতি এবং তাল আঁটীর শাঁস পুষ্টিকর ও মূত্রল। তালজটাক্ষার দেশীয় লোকে প্লীহবিবৃদ্ধিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৬২২ পৃঃ)।

তালীসক—তালীসকম্।

তালীসকম্, তালীসম্—Abies Webbiana, *Lindl.*

অন্বর্থসংজ্ঞা—"আমলকীপত্রম্," "পত্রাঢ্যম্." "শুকোদরম্," "ঘনচ্ছদম্," "মুখরোগহরম্," "হৃদ্যম্"। তালীসং শ্বাসকাসঘ্নং দীপনং শ্লেষ্মপিত্তজিৎ। মুখরোগহরং হৃদ্যং সুপত্রং পত্রসংজ্ঞকম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ তালীসপত্রং তিক্তোষ্ণং মধুরং কফবাতনুৎ। কাসহিক্কাক্ষয়শ্বাসচ্ছর্দ্দিদোষবিনাশকৃৎ। রাজনিঘণ্টুঃ। তালীসং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্। নিহন্ত্য রুচিগুল্মামবহ্নিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্। ভাবপ্রকাশঃ॥ তালীসপত্রং মধুরং তিক্ত-মুষ্ণং লঘু স্মৃতম্। তীক্ষ্ণং স্বর্য্যঞ্চ হৃদ্যঞ্চ অগ্নিদীপ্তিকরং মতম্। শ্বাসং কফং বাতং ক্ষয়গুল্মারুচীস্তথা। রক্তদোষং বমিঞ্চামমগ্নিমান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ। মুখরোগঞ্চ পিত্তঞ্চ নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্। নিঘণ্টুরত্নাকরঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'অরোচকে' তালীসপত্রম্—"তালীসচূর্ণবটকাঃ সকর্পূর-সিতোপলাঃ। রুচিকরা ভৃশম্"। (চিঃ ৫ অঃ)। বাগ্ভটঃ। 'রক্তপিত্তে' তালীসপত্রম্—"তালীসচূর্ণসংযুক্তঃ পেয়ঃ ক্ষৌদ্রেণ বাসকস্বরসঃ। কফপিত্ত-তমকশ্বাসস্বরভেদরক্তপিত্তহরঃ। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

তালীসপত্রের ভাষানাম—বাঃ—তালীসপত্র। হিঃ—লঘুতালীসপত্র। কঃ—তালীসপত্র। তৈঃ—তালীসপত্র। গুঃ—তালীসপত্রী। গুঃ—তালীসপত্র। বম্—তাম্বঠ। ব্রাঃ—পনিঅল ফাঃ—জার্নব্। অঃ—তালীসফর। **অন্বর্থসংজ্ঞা**—"আমলকীপত্র," "পত্রাঢ্য," "শুকোদর," "মুখরোগহর," "হৃদ্য"।

বর্ণন—তালীসবৃক্ষ অত্যুচ্চ হয়। ইহা চিরহরিৎ কদাপি পত্রবিবর্জ্জিত হয় না। পাঞ্জাবের অন্তর্গত সিন্ধুতীরস্থ প্রদেশ হইতে ভুটান পর্য্যন্ত ব্যাপী হিমগিরির প্রত্যন্তপ্রদেশে তালীসপত্রের বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ব্রাণ্ডিস্ সাহেব-বলেন ঝিলম্ নদীতীরস্থ প্রদেশের লোকে তালীসের ক্ষুদ্র শাখা ও পত্র শীতকালে গোমেষাদির ভক্ষণার্থ রক্ষা করে। ইহার পত্র কল্কে-ফুলের (পীতকরবীর) পত্রাপেক্ষা সরু, লম্বা, শাখার চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া থাকে। পত্রের পৃষ্ঠ, বৃন্ত হইতে পত্রাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত একটী রেখাকৃতি আলিদ্বারা বিভক্ত, পত্রোদর বার্ণিশ করার মত চিক্কণ। পত্রপ্রান্ত সঙ্কুচিত। পত্রোদর উজ্জ্বল, শাখাগাত্রে পত্রবৃন্তমূলে ভূমিআমলকী

বা সিদ্ধিবীজের মত ছোট ছোট ফল আছে। স্বাদ অতি তিক্ত। ক্ষুদ্রশাখাসহ শুষ্কপত্রের ঘ্রাণ প্রায় রেউচিনির মত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র বা ক্ষুদ্রশাখাগ্রসমন্বিত পত্র। **মাত্রা**—১/৪—১/২ আনা।

বৈদ্যকে তালিসপত্রের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—অরোচকে তালীসপত্র—মিছরির রস প্রস্তুত তালীসপত্রচূর্ণের বটক প্রস্তুত করিয়া সুগন্ধিকরণার্থ কিঞ্চিৎ কর্পূর যোগ করিবে। এই বটক রুচিকারী। (চিঃ ৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** তালীসপত্র—বাসকপত্রের রস তালীসপত্র-চূর্ণ ও মধুযোগে পান করিবে। ইহা রক্তপিত্ত, শ্বাস, স্বরভেদাদির পক্ষে হিতকর। (রক্ত-পিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—তালীসের লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাকে ডিমক্ Taxvs Baccata, রয়লী Rhododendron Lepidotum, এন্সলি Flacourtia Cataphracta, মুদেন্ সেরিফ্ Cinnamomum Tamala এবং ডাঃ উদয়চাঁদ Abeis Webbiana বলেন। কিন্তু বঙ্গের কবিরাজগণ যাহা তালীসপত্র নামে ব্যবহার করেন তাহা Abeis Webbianaর ক্ষুদ্রশাখা ও পত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। চারক "দশেমানি"তে তালীসের উল্লেখ নাই। সুশ্রুত, শিরোবিরেচন বর্গে তালীস পাঠ করিয়াছেন। "তালীসাদীনামর্জ্জকান্তানাং পত্রাণি" (সুঃ ৩৯ অঃ) বাক্যে তালীসপত্রেরই শিরোবিরেচকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। "তালীসাদ্যচূর্ণ," "ভাস্করলবণ," "শৃঙ্গারাভ্র" প্রভৃতি ঔষধে তালীসপত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। নব্যেরা বলেন তালীসপত্র অতি মাত্রায় সেবিত হইলে বিষক্রিয়া করে।

Actions and uses.—Antispasmodic given in asthma, hæmoptysis, epilepsy and other spasmodic affections. (R. N. Khory, Part II., p, 584).

নব্যমত—তালীসপত্র আক্ষেপ নিবারক। ইহা শ্বাস, রক্তপিত্ত, অপস্মার, এবং অন্যান্য আক্ষেপমূলক পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫৮৪ পৃঃ)।

তিন্তিড়ী ও বৃক্ষাম্ল—তিন্তিড়ীবৃক্ষাম্লে।

তিন্তিড়ী, অম্লিকা, বিম্বা—Tamarindus Indica, *Linn.* **বৃক্ষাম্লম্**—Garcinia Purpurea, *Roxb.*

অন্যার্থসংজ্ঞা বৃক্ষাম্লস্য—"মাকাম্ল'," "চুক্রাম্ল'," "ফলাম্ল'," "অম্লবীজ'"।

অম্লিকায়াঃ 'ফলং'স্যাদম্ল মত্যন্তং পিত্তকৃল্লঘু। রক্তকৃদ্বাতশমনং বস্তিশুদ্ধিকরং পরং। 'পক্বন্তু' মধুরাম্লঞ্চ ভেদি বিষ্টম্ভি বাতজিৎ। 'ত্বগ্ ভস্ম' স্যাৎ কষায়োষ্ণং কফঘ্নন্ত্বনিলাপহম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। চিঞ্চাঽত্যম্লা ভবে'দামা' 'পক্বা' তু মধুরাম্লিকা। বাতঘ্নী পিত্তদাহাস্রকফদোষপ্রকোপনী। অম্লিকায়াঃ ফলং ত্বামমত্যম্লং লঘু পিত্তকৃৎ। 'পক্বন্তু' মধুরাম্লং স্যদ্ভেদি বিষ্টম্ভবাতজিৎ। 'পক্বচিঞ্চাফলরসো' মধুরাম্লো রুচিপ্রদঃ। শোফপাককরো লেপাদ্ ব্রণদোষবিনাশনঃ। 'চিঞ্চাপত্রঞ্চ' শোফঘ্নং রক্তদোষব্যথাপহম্। তস্যশুষ্কং'ত্বচাক্ষারং' শূলমন্দাগ্নিনাশনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ। তিন্তিড়ীকং (বৃক্ষাম্লং) চ বাতঘ্নং গ্রাহ্যুষ্ণং রুচিকৃল্লঘু। ধন্বন্তরিঃ॥ বৃক্ষাম্লমম্লং কটুকং কষায়ং। সোষ্ণং কফার্শোঘ্নমুদীরয়ন্তি। তৃষ্ণা সমীরোদরহৃদ্গদাদি।—গুল্মাতিসারব্রণদোষনাশি। রাজনিঘণ্টুঃ॥ 'বৃক্ষাম্ল মাম'মম্লোষ্ণং বাতঘ্নং কফপিত্তলং। 'পক্বন্তু' গুরু সংগ্রাহি কটুকং তুবরং লঘু। অম্লোষ্ণং রোচনং দীপনং কফবাতকৃৎ। তৃষ্ণার্শো-গ্রহণীগুল্মশূলহৃদ্রোগজন্তুজিৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥ অম্লিকাম্লা গুরুর্বাতহরী পিত্তকফাস্রকৃৎ। 'পক্বা' তু দীপনী রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥ 'বৃক্ষাম্লং' গ্রাহি রুক্ষোষ্ণং বাতশ্লেষ্মণি শস্যতে। 'অম্লিকায়াঃ' ফলং পক্বং তস্মা-দল্পান্তরং গুণৈঃ। চরকঃ। (সূঃ ২৭ অঃ)। চিঞ্চা'পুষ্পন্তু' তুবরং স্বাদ্বম্লঞ্চ রুচিপ্রদম্। বিশদং চাগ্নিজনকং লঘুবাতকফাপহম্। প্রমেহঘ্নং সমুদ্দিষ্টং 'পর্ণং' শোথহরং মতম্। চিঞ্চাতু 'নূতনা' বাতকফস্য কারিণী মতা। সা 'বার্ষিকী' বাতপিত্তনাশিনী পরিকীর্ত্তিতা। নিঘণ্টুরত্নাকরঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'শোথে' তিন্তিড়ীপত্রম্—"সংস্বেদনক্রিয়া কার্য্যা সা কার্য্যা চ পুনঃ পুনঃ। * অথবা তিন্তিড়ীচ্ছদৈঃ"। (চিঃ ২৬ অঃ)। হারীতঃ। 'অরোচকে' অম্লিকা—"অম্লিকাগুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলামরিচান্বিতম্। অভক্তচ্ছন্দ-রোগেষু শস্তং কবড়ধারণম্"। (অরোচক—চিঃ)। (২) 'মসূরিকায়াং চিঞ্চা-চ্ছদঃ—"নিশাচিঞ্চাচ্ছদৈ শীতবারিপীতে তথৈব তু। (মসূরিকা—চিঃ)। (৩) 'নবে প্রতিশ্যায়ে' চিঞ্চাপত্রম্—নবে প্রতিশ্যায়ে। শস্তো যূষশ্চিঞ্চাদলোদ্ভবঃ। ততঃ পক্বং কফং জ্ঞাত্বা হরেচ্ছীর্ষবিরেচনৈঃ"। (নাসারোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ। 'গুল্মে' চিঞ্চাক্ষারঃ—"পলাশবজ্রিশিখরীচিঞ্চার্কতিলনালজাঃ। যবজঃ স্বর্জিকা

घेति भारा अष्टौ प्रकीर्त्तिता:। एते गुल्महरा: भारा अजीर्णस्य च पाचका:"। (गुल्म—चि:)। (२) 'अस्थिभग्ने' अम्लिका—"अम्लिकाफलकल्कै: सौवीर-तैलमिश्रितै: स्वेदात्। भग्नाभिहतरुजाघ्नै: *"। (भग्न—चि:)। भाव-प्रकाश:। 'वातव्याधौ' तिन्तिड़ीपत्रम्—"तिन्तिड़ीकदलै: सिद्धं तालमखिकया सह। पिष्ट्वा सुखोष्णमालेपं दद्याद्वातरुजापहम्"। (वातव्याधि—चि:)। वङ्गसेन:।

তিন্তিড়ীর ভাষানাম—বাঃ—তেঁতুলগাছ। হিঃ—ইম্‌লী। মঃ—চিঞ্চ। গুঃ—আম্বলী। কঃ—হুনিসে, হুণিসেহন্নু, হুনিসিনমরলে। তৈঃ—চিন্তাচেট্টু, চিণ্ট। উঃ—কংআং। তাঃ—পুঠ্ঠি। বম্—টিন্‌টজ্। অঃ—তমরহিন্দী। **বৃক্ষাম্লের ভাষা-নাম**—হিঃ—বিষাম্বিল, ততড়ীক। মঃ—আমসোল। গুঃ—কোকন। কঃ—তিন্তিড়ীক। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, ফল, ত্বক্‌ক্ষার। **মাত্রা**—পত্রকাথ, ৫—১০ তোলা। ত্বক্‌ক্ষার—½—২ আনা।

বর্ণন—তেঁতুলগাছ সর্ব্বজনপরিচিত। বৃক্ষাম্ল ও তিন্তিড়ী পৃথক্। বৈদ্যকে ইহাদের গুণপর্য্যায় পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। বৃক্ষাম্লের পর্য্যায়ে তিন্তিড়ী পঠিত হইলেও তিন্তিড়ীর পর্য্যায়ে বৃক্ষাম্ল শব্দ পঠিত হয় নাই। **বৃক্ষাম্লের বৃক্ষ** উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বিষাম্বিলবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অতি শোভনদর্শন। পত্র দীর্ঘ ও চিক্কণ। ইহা বসন্তে ফলিত হয়। ফল লেবুর মত। ইহার বৃক্ষাম্ল নাম সর্ব্বথা অন্বর্থ—যেহেতু ইহা "শাকাম্ল," "চূড়াম্ল," "ফলাম্ল" ও "অম্লবীজ"।

বৈদ্যকে তিন্তিড়ীর ব্যবহার।

হারীত—শোথে তিন্তিড়ীপত্র—তিন্তিড়ীপত্রসিদ্ধ অত্যুষ্ণ জলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া কিম্বা পিষ্ট তিন্তিড়ীপত্রের উষ্ণপিণ্ডদ্বারা শোথে স্বেদ দিবে (চিঃ ২৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—অরোচকে** তেঁতুল—পাকা তেঁতুলের সরবৎ গুড়যোগে, মধু এবং দারুচিনি, এলাচ ও মরিচচূর্ণ দ্বারা সুগন্ধি করিয়া মুখে ধারণ করিলে, অভক্তচ্ছন্দ নাম অরোচক প্রশমিত হয়। (অরোচক—চিঃ)। (২) **মসুরিকায়** তিন্তিড়ীপত্র—হরিদ্রা ও তেঁতুলপাতা শীতল জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। ইহা বসন্তের পক্ষে হিতকর। (মসূরিকা—চিঃ)। (৩) **নবপ্রতিশ্যায়ে** তিন্তিড়ীপত্র—নূতন কফরোগে তেঁতুল-পাতার যূষপান প্রশস্ত। পরে কফ পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইলে নস্তদ্বারা শীর্ষবিরেচন করাইবে। (নাসারোগ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—গুল্মে** চিঞ্চাক্ষার—তিন্তিড়ী বৃক্ষের কাণ্ডের

স্বয়ংশুষ্ক ত্বক্ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া যোগ্যমাত্রায় সেবন করিবে, ইহা গুল্ম ও অজীর্ণে প্রশস্ত। (গুল্ম—চিঃ)। (২) **অস্থিভগ্নে** বা অভিহতে চিঞ্চাফল—কাঁচা তেঁতুল কাঁজি ও তিল-তৈলযোগে পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। আঘাত পাইয়া কোন অঙ্গে বেদনা হইলে কিম্বা সন্ধির অস্থিচ্যুতি ঘটলে, এই প্রলেপ বিশেষ ফলপ্রদ। (ভগ্ন—চিঃ)। **বঙ্গসেন —বাতব্যাধিতে** তিন্তিড়ীপত্র—তাড়িতে (উদ্রিক্ত তালরসে) তেঁতুলপাতা সিদ্ধ করিয়া পেষণ করিবে, ইহার ঈষদুষ্ণ প্রলেপ বাতরুক্হর। (বাতব্যাধি—চিঃ)।

Constituents.—The pulp contains tartaric 5 p. c., citric 4 p. c., malic and acetic acids, bitartrate of potassium, sugar, gum and pectin, the seed's testa contains tannin, a fixed oil and insoluble matter.

Actions and uses.—Pulp antiscorbutic, refrigerant and laxative; used in fever to quench thirst, in sun-stroke and in bilious vomiting. As an aperient, it is given in habitual constipation. The pulp and the leaves made hot are applied locally to inflammatory swellings. A gargle of it is given in aphthous sores, and for the relief of sore-throat. The seeds are given in dysentery. The ash obtained from the suber is used as an alkaline medicine in acidity of urine and in gonorrhœa. (R. N. Khory, Part II., p. 231).

নব্যমত—পাকাতেঁতুলের **শাঁস** "স্কার্ভি"রোগ প্রতিষেধক, শ্রমহর এবং মৃদু-রেচক। ইহা জ্বর, তৃষ্ণা, অংশুঘাত (সর্দ্দিগর্ম্মি) এবং পিত্তপ্রধান বমনে ব্যবহৃত হয়। রেচক হেতু, ইহা চিরজাত কোষ্ঠবদ্ধরোগে হিতকর। কোন অঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্ফীত হইলে, কাঁচাতেঁতুল ও তেঁতুল**পাতা** পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা স্ফীত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। ইহার কবল মুখক্ষতে হিতকর। তেঁতুল**বীজ** আম বা রক্তাতিসারে ব্যবহৃত হয়। স্বয়ংশুষ্ক তেঁতুলছালের **ক্ষার** মূত্রের কটুত্বে এবং "গণোরিয়া রোগে সেব্য। (আর্, এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ২৩১ পৃঃ)। পুরাণ তেঁতুলবীজশস্য কোষ্ঠবদ্ধরোগীর পক্ষে উপকারী। (ওয়াট্)।

তিন্দুক ও বিষতিন্দুক—তিন্দুকবিষতিন্দুকী।

তিন্দুকম্—Diospyros Embryopteris, *Pers.* **বিষতিন্দুকম্, কারস্কর:**—Strychnos Nux-vomica, *Linn.*

পর্য্যায়সংজ্ঞা—'কারস্কারস্ক'—"বিষদ্রুমঃ," "রম্যফলঃ," "কালকূটকঃ"।

'तिन्दुकस्य'—"नीलसार," "कालस्कन्धः"। 'आमं' कषायं संग्राहि तिन्दुकं वातकोपनम्। विपाके गुरुः 'सम्पक्वं' मधुरं कफपित्तजित्। धन्वन्तरीय-निघण्टुः॥ 'तिन्दुकस्तु' कषायः स्यात् संग्राही वातकृत् परः। 'पक्वस्तु' मधुरः स्निग्धो दुर्ज्जरः श्लेष्मलो गुरुः। 'कारस्करः' कटूष्णश्च तिक्तः कुष्ठविनाशनः। वातामयास्रकण्डूतिकफामार्शोविषापहः। राजनिघण्टुः। 'स्वादामं' तिन्दुकं ग्राहि वातलं शीतलं लघु। 'पक्वं' पित्तप्रमेहास्रश्लेष्मघ्नं मधुरं गुरु। 'कुपीलु' (विषतिन्दुकम्) शीतलं तिक्तं वातलं मदकृल्लघु। परं व्यथाहरं ग्राहि कफ-पित्तास्रनाशनम्। भावप्रकाशः। 'विषतिन्दु'र्हिमस्तिक्तः कफवातविषापहः। कारस्कारो मदकर स्तुवरो ग्राहकः स्मृतः। कटुस्तिक्तो लघुश्चोष्णः कुष्ठरक्त-विकारहा। कण्डूं कफं वातरोगं व्रणश्चार्शोज्वरं जयेत्। निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—'गात्रसवर्णकरत्वे' तिन्दुकम्—"लेपः सवर्णकृत् पिष्टं स्वर-सेन च तिन्दुकम्" (उः ३२ अः)। वाग्भटः॥ 'अतिसारे' तिन्दुकम्—"तिन्दुकत्वचमाहृत्य काश्मरीपत्रवेष्टितम्। मृदा विलिप्य विधिवद्दहेत् वह्निना भिषक्। रसं गृहीत्वा सक्षौद्रं सर्व्वातिसारनाशनम्"। (चिः ३ अः)। हारीतः। 'अग्निदग्धे' तिन्दुकम्—"तिन्दुकस्य कषायैर्व्वा घृतमिश्रैः प्रलेपयेत्। सर्व्वेषामग्निदग्धाना मेतद्रोपणमुत्तमम्" (आगन्तुव्रण—चिः)। भावप्रकाशः॥ 'शिशोर्हिक्कासु' तिन्दुकपुष्पफले—"जम्बूकतिन्दुकानाञ्च पुष्पाणि च फलानि च। घृतेन मधुना लीढ्वा मुच्यते हिक्कया शिशुः"। (बालरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

অন্যথ সংজ্ঞা—বিষতিন্দুক অর্থাৎ কারস্করের—"বিষদ্রুম," "রম্যফল," "কালকূটক"। তিন্দুকের—"নীলসার," "কালস্কন্ধ"।

তিন্দুকের ভাষানাম—বাঃ—গাবগাছ। কোঃ—গেঁন্দ্। তিঃ—তেঁদু। মঃ—টেম্ভুর্ণি আপন। গুঃ—টিম্বরবো। কঃ—কবুরু। তৈঃ—তুমিক্। তাঃ—তুম্বিক। ফাঃ—অব্নুস্ঝাড়্। ইং—ইবনি। বিষতিন্দুকের—বাঃ—কুঁচ্লে। হিঃ—কুচলা। মঃ—কাজরা, কারস্কার, কুচলা। গুঃ—ঝেরকোচলাং। কঃ—কাঞ্জিবার। তৈঃ—মুষ্টিগিঞ্জা। ফাঃ—ইফ্রাকী। অঃ—তাতিলুল্ কৰ্ ফলুজ্মালী। ইং—পয়্জন্ নাট্।

বর্ণন—তিন্দুক নাত্যুচ্চ বৃক্ষ। কাণ্ড সরল ও দীর্ঘ কাণ্ডত্বক্ কৃষ্ণবর্ণ। পত্র—দৃঢ়, হ্রস্ববৃন্ত, উজ্জ্বল, সূক্ষ্মাগ্র, নবীনাবস্থায় কোমল ও লোহিতবর্ণ। পুংপুষ্পধারী পুষ্পদণ্ড

—কাক্ষিক, আনত এবং শ্বেতবর্ণ, ক্ষুদ্র ৩।৪টী বা এতদধিক **পুষ্প** ধারণ করে। উভয়লিঙ্গ পুষ্পধারী, পুষ্পদণ্ড একটীমাত্র বৃহত্তর শ্বেতপুষ্প বহন করে। **ফল**—লড্ডুকাকৃতি, অপকাবস্থায় ফলগাত্র ইষ্টকচূর্ণবৎ পদার্থে আবৃতহেতু রঞ্জিত দেখায়। পক্কফল পীতবর্ণ, অপক্কফলের স্বাদ অত্যন্ত কষায়, পক্কফল মধুর। অপক্ক গাবফলের রসে নৌকার তলদেশ এবং মাছধরা জাল রঙ্ করে। ফলরস আঠাল।

বিষতিন্দুকের নাত্যুচ্চবৃক্ষ এদেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। ইহার **কাণ্ড,** খর্ব্ব, প্রায়ই বক্র, কিন্তু বেশ স্থূল। কাণ্ড ও শাখার ত্বক্ পাঁশুটে রঙের; **পত্র** প্রায় গোল, হ্রস্ববৃন্তক, চিক্কণ, পৃষ্ঠোদর মসৃণ, অখণ্ড, ৩—৫টী শিরা স্পষ্টলক্ষিত হয়। **পুষ্প**—ক্ষুদ্র, হরিদাভ শ্বেত; শাখাগ্রস্থিত ক্ষুদ্রপুষ্পদণ্ডে বিচিত্রভাবে বিন্যস্ত। **ফল**—বৃহৎ লড্ডুকাকৃতি, ফলগাত্র মসৃণ, পক্কাবস্থায় রক্তাভ পীতবর্ণ। ফলাভ্যন্তরে শুভ্র কোমল শস্যে বীজ নিমজ্জিত থাকে, বীজ ক্ষুদ্র চক্রাকৃতি—বোতামের মত। অত্যন্ত চিম্‌শে সহজে চূর্ণ করা যায় না। **ঔষধার্থ ব্যবহার—তিন্দুকের**—পুষ্প, ফল, ত্বক্। **বিষতিন্দুকের**—বীজ **মাত্রা**—১/১৬—১/৮ আনা। অতিমাত্রায় বিষক্রিয়া করে।

বাগ্‌ভট—গাত্রসবর্ণকরণে তিন্দুকফল ক্ষত আরাম হইলেও কখন ক্ষতস্থান গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয় না—শুভ্র থাকে, এস্থলে কাঁচা গাবফলের রস লেপন করিলে, শুভ্রবর্ণ অপগত হইয়া গাত্রসাবর্ণ্য জন্মিয়া থাকে। (উঃ ৩২ অঃ)। **হারীত—অতিসারে** তিন্দুকত্বক্—কুট্টিত গাব গাছের ছাল গম্ভারী পত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক মৃত্তিকার লেপ দিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া রস নিষ্কাশন করিবে। এই রস মধুযোগে সেবন করিলে সর্ব্বাতিসার প্রশমিত হয়। (চিঃ ৩ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—অগ্নিদগ্ধে** তিন্দুকফল—অপক্ক তিন্দুকফলের কাথ পুনঃপাকে ঘনীভূত করিয়া গব্যঘৃতযোগে অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে লেপন করিলে ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে। (আগন্তুব্রণ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—শিশুর হিক্কায়** তিন্দুকপুষ্প ও ফল—তিন্দুকের পুষ্প বা ফল মধুযোগে শিশুকে লেহন করাইলে, শিশুর হিক্কা প্রশমিত হয়। (বালরোগাধিঃ—চিঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরি ও নরহরি কথিত কাকতিন্দুক বা কপীলু, এবং ভাবমিশ্র লিখিত কপীলু এক নহে। ধন্বন্তরি ও নরহরি লিখিত কপীলু, তিন্দুক অর্থাৎ গাবের ভেদমাত্র, কিন্তু ভাবমিশ্রোক্ত কপীলু, "বিষতিন্দুক," "মদকৃৎ" এবং "পরং ব্যথাহরং"। নরহরি কথিত কারস্কর এবং ভাবমিশ্রোক্ত কপীলু একই উদ্ভিদ্। কারস্করের "বিষদ্রুম," "বিষতিন্দুক" এবং "রম্যফল" নাম পাঠ করিয়া প্রতীতি জন্মে নরহরি কথিত কারস্কর ও ভাবমিশ্রোক্ত কপীলু কুচিলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। চরক, উদর্দ্দপ্রশমনবর্গে তিন্দুক পাঠ করিয়াছেন।

Constituents of Strychnos Nuxvomica—The seeds contain strychnine ½ p. c.; Brucine ¼ to 1 p. c, Igasurine or impure frucine in combination with igasuric or strychnic acid. Loganin, a glucoside; proteids 11 p. c.; yellow colouring matter a concrete oil or fat, gum starch, sugar 6 p. c.; wax, earthy phosphates and ash 2 p, c. The wood bark and leaves contain brucine but no strychnine. **Actions and uses.**—The seeds are nervine, stomachic, tonic and aphrodisiac, Externally the paste is antiseptic; the solution is highly irritant to the tissues. If injected subcutaneously it is poisonous. The action of nuxvomica is that of strychnine. In small doses it stimulates the stomach and intestines, increases the gastric, the pancreatic, the intestinal and the biliary secretions. Strychnine promotes digestion, sharpens appetite, increases peristalsis and acts as a purgative. It stimulates the uterus and the genito urinary organs, promotes menstruation and increases virile powers. It increases the flow of urine and is often found in the urine, saliva and sweats, It is a cumulative poison, it contracts the renal arteries and thus hinders its own excretion by the kidneys. In large doses it produces tetanic spasms spasms with relaxation between the paroxysms. During the paroxysm is causes contraction of the arterioles and thereby raises the blood pressure. The pupils are dilated, there are jerking movements of the limbs, the respiration becomes spasmodic, the lower jaw becomes stiff and there is risus sardonicus or an unmeaning smile depicted on the face.

In poisonous doses there is an addition a sense of suffocation, great dyspnœa and rigidity of the limbs (which are stuck out) the hands are clenchid, ths feet arched and the belly tense. There is oposthotenos, and the breathing becomes arrested. In the height of the paroxysm the face becomes cyanosed and the eye-balls protrude. The pulse is frequent, there is increased blood heat, but the intellect remains clear to the last. These is a feelig of a sense of approaching death. In the interval of the paroxysms there is great prostration with profuse sweating. And slight cause, as a breath of wind, some noise or even bright light, brings on the recurrence of the paroxysm. Death may be due to exhaustion or asphyxia due to prolonged rigidity of the respiratory muscles.

As a general stimulant it is givn in acute or chronic fevers, anæmia,

chlorosis, wasting and other exhausting diseases; also in hysteria, chorea, epilepsy, infra-orbital neuralgia or in neuralgia of the viscera &c. In local paralytic affections it should be given only after the acute stage has passed away. In prolapsus ani, in incontinence of urine, due to atony of the bladder and sometimes in impotence and spermatorrhœa it may be given with benefit. It is administered internally or injected subcutaneously in impending cardiac failure from any cause. With an imperceptible pulse, clammy breath and cold extremities, liquor strychninæ has been given with advantage. It is a nice bitter tonic, in atonic dyspepsia. Given as an adjunct to purgatives in constipation, in increases their peristaltic effects. In vomiting of pregnancy and of phthisis it is the best agent. In torpid liver with foul breath, coated and ferred tongue, pale coloured and offensive stools, if given with blue pill it is very useful. In sick headache or in headache occurring in women at the climateric period it is a very valuable agent. As a neurotic it influences the pneumogasrtic nerve and is useful in cough of phthisis, in bronchitis, pneumonia, emphysema; also in bronchial asthma, in cardiac or pulmonary dyspnœa, cardiac palpitation with irregular heart and in hypochondriasis; strychnine is of great service in acute and chronic alcoholism, under its use the morning vomiting, dyspepsia of drunkards and delirium tremens disappear. It removes the craving for stimulants. (R. N. Khory, Part II., pp. 407-8)

নব্যমত—কুচিলার বীজ উত্তেজক, নার্ভের বলকারক, এবং ইহা বাত, অজীর্ণ, বাতব্যাধি, বাতব্যাধি, গ্রহণী, বিসূচীকা, ধ্বজভঙ্গ, শূল, অন্ত্রের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্যহেতুজাত কোষ্ঠবদ্ধ শ্বাস, শুক্রমেহ, গুদভ্রংশ, হৃৎস্পন্দন, মনোবিকার, মদাত্যয়, আক্ষেপ, মদ্যপায়ীর বমন ও অজীর্ণ, নেশাকরার ঝোঁক থামায় ও বিবিধ কফ ও কাসরোগে ব্যবহৃত হয়। **ডিমক্** বলেন—কুচিলার কাঁচাডালের দুই দিকে দুইটী পাত্র রাখিয়া মধ্যে অগ্নি সংযোগ করিলে, যে শাখাচ্যুত রস পাত্রমধ্যে সঞ্চিত হইবে, তাহার কএক বিন্দু প্রবল অতিসার ও বিসূচীকার পক্ষে হিতকর। বাজীকরণার্থ অনেকে কুচিলাবীজ টুক্‌রা করিয়া পানের সহিত চর্ব্বণ করিয়া থাকে। ইহাতে একপ্রকার মত্ততা জন্মে। পাতিলেবুর রসে পিষ্ট কুচিলা-মূলত্বকের বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সাধ্যবিসূচীকা প্রশমিত হয়। কুচিলাবিষের লক্ষণ মূল ইংরাজিতে দ্রষ্টব্য।

তিল—तिलः।

कृष्णतिलः—Sesamum Indicum, *Linn.* S. Orientale, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—"होमधान्यम्," "वनोद्भवः"। 'तद्भेदाः'—"कृष्णः," "सितः," "रक्तः," "वन्यः"। तिलो रसे कटुस्तिक्तो मधुरस्तुवरो गुरुः। विपाके कटुकः स्वादुः स्निग्धोष्णः कफपित्तनुत्। बल्यः केश्यो हिमस्पर्शस्त्वच्यः स्तन्यो व्रणे हितः। दन्त्योऽल्पमूत्रकृद्‌ग्राही वातघ्नोऽग्निमतिप्रदः धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'स्निग्धो' वर्णबलाग्निवृद्धिजननः, स्तन्यानिलघ्नो गुरुः। सोष्णः पित्तकरोऽल्पमूत्रकरणः, केश्योऽतिपथ्यो व्रणे। संग्राही मधुरः कषायसहित स्तिक्तो विपाके कटुः। 'कृष्णः' पथ्यतमः 'सितोऽ'ल्पगुणदः, क्षीणा स्तथान्ये तिलाः। राजनिघण्टुः॥ तिलः कृष्णः सितोरक्तः स वन्योऽल्पतिलः स्मृतः। तिलो रसे कटुस्तिक्तो मधुरस्तुवरोगुरुः। विपाके कटुकः स्वादुः स्निग्धोष्णः कफपित्तनुत्। बल्यः केश्यो हिमस्पर्शस्त्वच्यः स्तन्यो व्रणे हितः। दन्त्योऽल्पमूत्रकृद् ग्राही वातघ्नोऽग्निमतिप्रदः। 'कृष्णः' श्रेष्ठतमस्तेषु शुक्लो मध्यमः 'सितः'। अन्ये हीनतराः प्रोक्ता स्तज्ज्ञैः रक्तादयस्तिलाः। भावप्रकाशः॥ 'पिण्याकं' मधुरं रूक्षं तीक्ष्णं नेत्रविकारकृत्। मलापष्टम्भकं रक्तं कफवातप्रमेहनुत्। पित्तास्रबलपुष्टिञ्च ददातीति भिषङ्‌मतम्। निघण्टुरत्नाकरः॥ तिलो विपाके मधुरो बलिष्ठः। स्निग्धो व्रणालेपन एव पथ्यः। दन्त्योऽग्निमेधाजननोऽल्पमूत्र। स्त्वच्योऽथ केश्योऽनिलहा गुरुश्च। राजवल्लभः॥ 'तिलतैलगुणा—तैलं स्नेहोत्तमं प्रोक्तं तिलजं तिलसम्भवं। कषायं च रसे स्वादु सूक्ष्म मुष्णं व्यवायि च। पित्तलं बद्धविण्मूत्रं न च श्लेष्मविवर्द्धनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ स्नानाभ्यङ्गावगाहेषु तिलतैलं विशिष्यते। तद्वस्तिष्वपानेषु नस्यकर्णाक्षिपूरणे। अन्नपानविधौ वाऽपि प्रयोज्यं वातशान्तये। छिन्नभिन्नयुतापिष्ठमथितक्षतपातिते। भग्ने स्फुटितविद्धाग्निदग्धविश्लिष्टदारिते। भयाभिहतनिर्भुग्ने मृगव्यालादिभिः क्षते। तैलयोगश्च संस्कारात् सर्व्वरोगापहो मतः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। तिलतैलमलं करोति केश्यं मधुरं तिक्तकषाय मुष्णतीक्ष्णम्। बलकृत् कफवातजन्तुकण्डूव्रणकुष्ठतिहरं च कान्तिदायि। राजनिघण्टुः॥ तिलतैलं गुरुस्थैर्य्यबलवर्णकरं

सरम्। द्रव्यं विकाशि विषदं मधुरं रसपाकयोः। सूक्ष्मं कषायानुरसं तिक्तं वातकफापहम्। 'वीर्य्येनोष्णं' हिमं 'स्पर्शे' वृंहणं रक्तपित्तकृत्। लेखनं वद्ध-विण्मूत्रं गर्भाशयविशोधनम्। दीपनं बुद्धिदं मेध्यं व्यवायि व्रणमेहनुत्। श्रोत्र-योनिशिरःशूलनाशनं लघुताकरम्। त्वच्यं केश्यञ्च चक्षुष्यमभ्यङ्गे भोजनेऽन्यथा। छिन्नभिन्नच्युतोत्पिष्टमथिते क्षतपिच्चिते। भग्नस्फुटितविद्धाग्निदग्धविश्लिष्ट-दारिते। तथाभिहतनिर्भुग्नमृगव्याघ्रादिविक्षते। वस्तौ पानेऽन्नसंस्कारे नस्ये कर्णाक्षिपूरणे। सेकाभ्यङ्गावगाहेषु तिलतैलं प्रशस्यते। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—'अर्शःसु' तिलः—"* तिलकल्कैः * सुखोष्णैः स्नेह-संयुतैः * स्वेदयेत् पोट्टलीकृतैः" (चिः ८ अः)। "नवनीततिलाभ्यासात् * अर्शांस्यपयान्ति रक्तानि" (चिः ८ अः)। (२) 'प्रवाहिकायां तिलः—"कल्कः स्याद्वालविल्वानां तिलकल्कश्च तत्समः। दध्नः सरोऽम्ल स्नेहाढ्यः खड़ो हन्यात् प्रवाहिकाम्"। (चिः १० अः)। (३) 'व्रणोपनाहने' तिलः—"सतिलाः * दध्यम्ला * शक्तुपिण्डिका। * शस्ता स्यादुपनाहने"। (चिः १३ अः)। (४) 'मारुतोत्तरे व्रणे' तिलः—"सदाहा वेदनावन्तो ये व्रणा मारुतोत्तरा। तेषां तिलानुमांश्चैव भृष्टान् पयसि निर्वृतान्"। (चिः १३ अः)। चरकः॥ 'वातरक्ते' तिलः—"लेपः पिष्टाः तिलास्तद्वत् भृष्टाः पयसि निर्वृताः" (चिः २२ अः)। (२) 'पोषणार्थं' दन्तदृढ़ीकरणार्थञ्च' तिलः—"दिने दिने कृष्णतिल-प्रकुञ्चं समश्नतां शीतजलानुपानं। पोषः शरीरस्य भवत्यनल्पो। दृढ़ीभवन्त्या-मरणाच्च दन्ताः॥ (उः ३८ अः)। 'तृष्णायां' तिलपिण्याकम्—"सर्व्वाण्य-ङ्गानि लिम्पेच्च तिलपिण्याककाञ्जिकैः"। (चिः ३ अः)। वाग्भटः॥ 'मूत्र-रोधे' तिलकाण्डक्षारः—"यस्तिलकाण्डक्षारं दधिमधुसंमिश्रितं पिवेत्। स नरश्च मूत्ररोधं हत्वा सद्यः सुखमाप्नोति"। (चिः ३० अः)। हारीतः॥ 'वातशूले' तिलः—"तिलैश्च गुड़िकां कृत्वा भ्रामयेज्जठरोपरि। गुड़िका शमय-त्येषा शूलश्चैवातिदुःसहम्"। (शूल—चिः)। (२) 'अश्मर्य्यां' तिलनाल-क्षारः—"तद्वन्मधुदुग्धयुक्ता त्रिरात्रं तिलनालभूतिश्च" (अश्मरी—चि)। चक्र-दत्तः॥ 'आमवाते' तिलः—"कल्कमथवा तिलविश्वयोः" (आमवात—चिः)।

(२) 'व्रणशोधनरोपणे' तिलः—"वर्त्तिस्तिलानां कल्को वा शोधयेद्रोपयेद् व्रणम्"। (व्रणशोथ —चिः)। (३) 'सूर्य्यावर्त्ते' तिलः—"क्षीरपिष्टैस्तिलैः स्वेदः" (शिरोरोग—चिः। (४) 'मांसभक्षणजाजीर्णे' तिलनालक्षारः—"मांसानि सर्व्वाण्यपि यान्ति पाकं। क्षारेण सद्यस्तिलनालजेन" (विशिष्टद्रव्याजीर्ण— (५) 'इन्द्रलुप्ते' तिलपुष्पम्—"गोक्षुरस्तिलपुष्पाणि तुल्ये च मधुसर्पिषी। शिरःप्रलेपितं तेन केशैः समुपचीयते" (क्षुद्ररोग—चि)। भावप्रकाशः॥ 'रक्तातिसारे' तिलः—"वदरीमूलकल्कन्तु तिलकल्कं तथैव च। संग्राह्य सरसं तेषामजाक्षीरेण योजयेत्" (अतिसार—चि)। (२) 'नेत्ररोगे' तिलः—"स्नानं कृष्णतिलैश्चापि चक्षुष्यं तिमिरापहम्" (नेत्ररोग —चिः)। वङ्गसेनः॥

তিলের ভাষানাম—বাঃ—তিল। হিঃ—তিলী। মঃ—তিঠ্‌ঠ। গুঃ—তল। সিঃ—তল। কঃ—এলু। তৈঃ—তোবুলু। তাঃ—বাল্লেনেয়। দ্রাঃ—বারিক তিল। ফাঃ—কুঞ্জদ্। অঃ—সিম্‌সিম্। ইং—সিসেমম্। **তিলের ভেদ**—কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তভেদে তিল তিন প্রকার। এতদ্ভিন্ন এক প্রকার ক্ষুদ্র তিল আছে তাহা বৈদ্যকে বন্যতিল নামে প্রসিদ্ধ। তিলবপনের কাল দুইটী—বর্ষার প্রথমে ও শীতে। বর্ষার প্রথমে উপ্ত তিল শরতে এবং শীতে উপ্ত গ্রীষ্মের প্রথমে পরিপক্ক হয়। রক্ততিল রামতিল নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণতিল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। রক্ততিলের ক্ষুপ কৃষ্ণতিলেরই মত কেবল ইহার ক্ষুপ উচ্চতর, পত্র বৃহত্তর এবং পুষ্পেরও কিঞ্চিৎ বর্ণবিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। শ্বেততিলের তাদৃশ আবাদ হয় না। কৃষ্ণতিলে শতকরা ৪৫ ভাগ এবং রাম তিলে ৩৫ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। তৈল নিষ্কাশনার্থ তিল তিনবার পেষণ করা হয়; প্রথম দুইবার শীতল এবং তৃতীয় বার উষ্ণ করিয়া—কলিকাতায় দুইবারের অধিক পেষণ করা হয় না। প্রথমবারে শতকরা ৩৬ ভাগ উত্তম তৈল পাওয়া যায়, দ্বিতীয় বারে শতকরা ১১ ভাগ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর তৈল নিঃসৃত হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ, নাল, তৈল।

বৈদ্যকে তিলের ব্যবহার।

চরক—অর্শে তিল—পিষ্টতিল গব্যঘৃত কিম্বা তিলতৈলযোগে উষ্ণ করিয়া, এই ঈষদুষ্ণ পিণ্ডদ্বারা অর্শের বলিতে স্বেদ দিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। ননী ও পিষ্টতিল ভোজন করিলে রক্তার্শ প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **প্রবাহিকায়** তিল—কাঁচা কচি বেলের শাঁস ও তিল সমভাগে লইয়া পেষণপূর্ব্বক দধির সর ও তিলতৈলযোগে খড়যূষ পাক করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা ("আমাশা") প্রশমিত হয়। (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) **ব্রণোপ**-

বাহনে তিল—শক্তুর সহিত পিষ্টতিল মিশ্রিত করিয়া অম্লদধিযোগে স্ফোটক প্রলিপ্ত করিলে, অপক্ক স্ফোটক পক্কতা প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **বাতপ্রধান** ব্রণে তিল—("অতসী" দেখ)। **বাগ্‌ভট—বাতরক্তে** তিল—কাঠখোলায় ভাজা তিল দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই দুগ্ধেই পেষণ পূর্ব্বক, বাতরক্তরোগীর স্ফুটিত অঙ্গে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ২২ অঃ)। (২) **পোষণার্থ ও দন্তদৃঢ়ীকরণার্থ** তিল—প্রতিদিন ৮ তোলা কৃষ্ণতিল পেষণপূর্ব্বক ভোজন করিয়া পশ্চাৎ শীতল জল পান করিলে শরীর পুষ্টি এবং দন্ত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়,—আমরণ দন্ত পতিত হয় না। (উঃ ৩৯ অঃ)। (৩) **তৃষ্ণায়** তিলপিণ্যাক—তিলের খইল কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক গাত্রে লেপন করিলে রৌদ্রসেবারজন্য তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। (চিঃ ৬ অঃ)। **হারীত—মূত্ররোধে** তিলকাণ্ডক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ তিলকাণ্ডক্ষার দধিমধুযোগে পান করিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৩০ অঃ)। **চক্রদত্ত—বাতশূলে** তিল—পিষ্ট তিলের গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, উদরের উপরি সেই গুড়িকাগুলি সঞ্চালিত করিলে দুঃসহ বাতজশূল প্রশমিত হয় (শূল—চিঃ)। (২) **অশ্মরীতে** তিলনালক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ তিলনালক্ষার মধু ও দুগ্ধসহ ত্রিরাত্র পান করিলে অশ্মরী পতিত হয়। (অশ্মরী—চিং)। **ভাবপ্রকাশ—আমবাতে** তিল—আমবাতরোগী তিল ও শুঁঠের কল্ক সেবন করিবে। (আমবাত—চিঃ)। (২) **ব্রণশোধনরোপণে** তিল—পিষ্টতিল কিম্বা তৎবর্ত্তি ক্ষতে প্রয়োগ করিলে কদর্য্য স্রাবাদি নিবৃত্তি পাইয়া, ক্ষতশুদ্ধি এবং ক্ষতের রোপণ (পূরণ) হইয়া থাকে। (৩) **সূর্য্যাবর্ত্তে** তিল—দুগ্ধপিষ্ট তিলের স্বেদ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগে প্রশমিত হয়। (শিরোরোগ—চিঃ)। (৪) **মাংসভক্ষণজ অজীর্ণে** তিলনালক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ তিলনালক্ষার সেবন করিলে মাংসভক্ষণজাত অজীর্ণ প্রশমিত হয় কিম্বা অতি মাত্রায় ভক্ষিত মাংস পরিপাক করিবার জন্য তিলনালক্ষার সেব্য। (বিশিষ্ট দ্রব্যভক্ষণজাজীর্ণ—চিঃ)। (৫) **ইন্দ্রলুপ্তে** তিলপুষ্প—গোক্ষুর ও তিলপুষ্প সমভাগ ঘৃতমধুযোগে পেষণপূর্ব্বক শিরঃপ্রলিপ্ত করিলে টাক আরাম হয়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—রক্তাতিসারে** তিল—কুলমূলের কল্ক এবং তিলকল্কের রস নিপীড়ন পূর্ব্বক ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (অতিসার—চিঃ)। (২) **নেত্ররোগে** তিল—কৃষ্ণতিলের কাথে স্নান করিলে তিমির রোগ বিনাশ পায়—ইহা চক্ষুর হিতকর। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

Constituents.—Fixed oil 50 to 60 p. c.; proteid 22 p. c., mucilage 4 p. c., and ash 48 p. c. **Actions and uses.**—The seeds are used as food. As laxative they are used in removing constipation and in piles.

As demulcent they are given in dysentery, and as diuretic in urinary diseases. The oil is used as a hair oil in place of olive oil for which it is a very good substitute. It is useful in preparing plasters, and other medicated fragrant or scented oils. (R. N. Khory, Part II., p. 462).

নব্যমত—তিল শাস্ত্রৌষধ। সারক বলিয়া ইহা কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শরোগে সেব্য। পিচ্ছিল ও স্নিগ্ধহেতু ইহা আমরক্তাতিসারে এবং মূত্রকারকহেতু মূত্ররোগে সেবিত হইয়া থাকে। তিলতৈল অলিভ্ অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, ইহা উত্তম কেশতৈল। প্রলেপ, মলমাদি প্রস্তুত করিবার জন্য তিলতৈল ব্যবহৃত হয়। ভেষজতৈল এবং সুগন্ধি তৈল, তিলতৈলে প্রস্তুত করা হয়। (আর্, এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ৪৬২ পৃঃ)।

তুলসী—तुलसी।

'तद्भेदाः'—सुरसा (सः), कुठेरका (अर्ज्जकाः) त्रयः ; मरुवकः, सुमुखा, वर्व्वरः। सुरसा, तुलसी—Ocymum Sanctum. **कुठेरकाः (अर्ज्जकाः)**—O. villosum, **मरुवकः फणिज्जकः**—O. Gratissimum, *Willd.* **सुमुखः, वनवर्व्वरिका**—O. Caryophyllatum, *Roxb.* **वर्व्वरः**—O. Pilosum, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञाः—'सुरसायाः'—"ग्राम्या," "सुलभा," "बहुमञ्जरी," "बहुपत्री," "पावनी," "विष्णुवल्लभा," "शूलघ्नी"। फणिज्जकस्य—"खरपत्रः," "गन्धपत्रः," "बहुवीर्य्यः," "प्रस्थकुसुमः," "आजन्मसुरभिपत्रः"। 'त्रयाणां कुठेरकानां'—"क्षुद्रपर्णः," "कठपत्रः," "विल्वगन्धः," "कृष्णमल्लिका"। 'सुमुखस्य' (वनवर्व्वरकस्य)—"कठपत्रः," "सुगन्धि"। 'वर्व्वरस्य'—"ज्वरघ्नः," "सूक्ष्मपत्रकः," "निद्रालुः"."शोफहारी"। 'तुलसी' लघुरुष्णा च रूक्षा कफविनाशनी। क्रिमिदोषं निहन्त्येषा रुचिकृद्वह्निदीपनी। 'फणिज्जकी' हिमस्तिक्तो रूक्षः कफविनाशनः। रक्तहारी तथा हन्ति सुघोरं कृत्रिमं विषम्। 'मरुवकः' कफहरो रुच्यो मुखसुगन्धकृत्। 'अर्ज्जकः' शीतलस्तिक्तः श्लेष्मामयविनाशनः। द्विविधस्य विषं हन्त्याहुष्टरक्तविनाशनः। 'कुठेरकाः' सुगन्धाः स्युः कटुपाकरसाः स्मृताः पित्तघ्ना लघुरूक्षाश्च तीक्ष्णोष्णाः पित्तवर्द्धनाः॥ पित्तकृत् पार्श्वशूलघ्नः 'सुमुखः' समुदाहृतः

कफानिलविषश्वासकासदौर्गन्ध्यनाशनः । 'धन्वन्तरीयनिघण्टुः' ॥ 'तुलसी' कटुतिक्तोष्णा तुलसी श्लेष्मवातजित् । जन्तुभूतकृमिहरा रुचिकृद्वातशान्तिकृत् । 'मरुवः' कटुस्तिक्तोष्णः क्रिमिकुष्ठविनाशनः । विड्वन्धाऽऽमहृच्छूलघ्नो मान्द्यत्वग्दोषनाशनः । 'त्रयोऽर्ज्जकाः कटूष्णाः स्युः कफवातामयापहाः । नेत्रामयहरा रुच्याः सुखप्रसवकारकाः । कृत्रिमञ्च विषं हन्युः रक्तदोषविनाशनाः । 'वनवर्व्वरिका' चोष्णा सुगन्धो कटुका च सा । पिशाचवान्तिभूतघ्नो घ्राणसन्तर्पणी परा । राजनिघण्टुः ॥ 'तुलसी' कटुका तिक्ता हृद्योष्णा दाहपित्तकृत् । दीपनी कुष्ठकृच्छ्रास्रपार्श्वरुक्कफवातजित् । 'शुक्ला' 'कृष्णा' च तुलसी गुणैस्तुल्या प्रकीर्त्तिता । 'वर्व्वरीतितयं रुच्यं शीतं कटु विदाहि च । तीक्ष्णं रुचिकरं हृद्यं दीपनं लघुपाकि च । पित्तलं कफवातास्रकण्डूक्रिमिविषापहम् । भावप्रकाशः ॥ तुलसी पित्तकृद्वातक्रिमिदौर्गन्ध्यनाशनी । पार्श्वशूलाऽरतिश्वासकासहिक्काविकारजित् । राजवल्लभः ॥

वैद्यके व्यवहार—'कफजकासे' असितसुरसः—"दशौद्राः कफकासघ्नाः सुरसस्यासितस्य च" । (चिः २२ अः) । चरकः ॥ 'नासारोगे' सुरसा—"श्लेष्मिके सुरसावासारसेन विहितञ्च तत्" (चिः ४२ अः) । 'हारीतः' । 'पोथक्यां' फणिज्जकदलम्—"फणिज्जकरसोनस्य रसैः पोथकिनाशनः" (नेत्ररोग—चिः) । (२) 'वृश्चिकदंशे' कुठेरमूलम्—"दंशे भ्रामणविधिना वृश्चिकविषहृत् कुठेरपादगुडिका:" (विश—चिः) । चक्रदत्तः ॥ 'वातव्याधौ'—"वृहत्फणिज्जकोत्थेन रसेन परिलेपयेत् । प्रदेशं वायुना ग्रस्तं नरः सम्यक् प्रशान्तये" । (वातव्याधि—चिः) । (२) 'शुक्रनामाक्षिरोगे' फणिज्जकदलस्वरसः—"फणिज्जकरसे वीजं पलाशस्य विभावितम् । शोषयित्वा सुपिष्टं तत् चाञ्जनाच्छुक्रहृत् परम् । (नेत्ररोग—चिः) । (३) 'वरटीविषे' फणिज्जकरसः—"फणिज्जकरसं हन्यालेपनाद्वरटीविषम्" । (विषाधिकाः) । वङ्गसेनः ॥

তুলসার ভেদ—(১) সুরসা, (২) কুঠেরক বা অর্জকত্রয়, (৩) ফণিজ্জক, (৪) সমুখ (বনবর্ব্বর), (৫) বর্ব্বর । সুরসা—ইহার পর্য্যায়ে ধন্বন্তরি "দেবদুন্দুভি," "গ্রাম্যা," সুরভি," "বহুমঞ্জরী," এবং নরহরি "পূতপত্রী," "বিষ্ণুবল্লভা" শব্দ পাঠ করিয়াছেন ; সুতরাং

বুঝা যাইতেছে অধুনা যে তুলসী দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়—যাহা গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে নিতান্ত সুলভ তাহাই সুরসা। ভাষায় তুলসী শব্দ তুলসীভেদের সামান্য নাম হইলেও আমরা দেখিতে পাই ধন্বন্তরি ও নরহরি কেবল সুরসার পর্য্যায়েই তুলসী শব্দ পাঠ করিয়াছেন। নিঘণ্টুদ্বয়ে তুলসীভেদের বহু পর্য্যায়ের মধ্যে আর কুত্রাপি তুলসী শব্দ নাই। **অর্জ্জক ও কুঠেরক**—নরহরি কথিত অর্জ্জক ও ধন্বন্তরি প্রোক্ত কুঠেরক এক—ভিন্ন নহে। অর্জ্জক তিন প্রকার, কুঠেরকও তিন প্রকার। ধন্বন্তরি মতে কুঠেরকের ভেদ—(১) কুঠেরক, (২) পর্ণাস, (৩) শালুক। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—"কুঠেরকস্তু বৈকুণ্ঠঃ ক্ষুদ্রপর্ণোঽর্জ্জকস্তথা"—ক্ষুদ্রপত্র অর্জ্জককে কুঠেরক বলে। "বটপত্রঃ কুঠেরোঽন্যঃ পর্ণাসো বিল্বগন্ধকঃ"—যাহার পত্র গোল ও বৃহৎ এবং যাহার গন্ধ বিল্বপত্রতুল্য তাহা বটপত্রকুঠের ইহার নামান্তর পর্ণাস। "কুঠেরকস্তৃতীয়োঽন্যঃ শালুক কৃষ্ণশালুকঃ," কৃষ্ণার্জ্জক ইহার নামান্তর। এক্ষণে আমরা নরহরির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে ধন্বন্তরি কথিত কুঠেরকত্রয় এবং তদুক্ত অর্জ্জকত্রয় স্বরূপতঃ অভিন্ন। নরহরি বলিয়াছেন "অর্জ্জকঃ ক্ষুদ্রতুলসী ক্ষুদ্রপর্ণো *" সুতরাং কুঠেরক ও অর্জ্জক, "সিতার্জ্জকস্তু বৈকুঠো বটপত্রঃ কুঠেরকঃ" সুতরাং পর্ণাস ও সিতার্জ্জক, এবং "কৃষ্ণার্জ্জকঃ কৃতমালো শালুকঃ কৃষ্ণশালুকঃ" সুতরাং কৃষ্ণার্জ্জক ও শালুক স্বরূপতঃ অভিন্ন। এই কুঠেরক বা অর্জ্জকত্রয়ের বাঙ্‌লা নাম কি?—অর্জ্জক ও সুরসাতে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না! সিতার্জ্জক বা পর্ণাস, অধুনা যাহা শ্বেততুলসী নামে খ্যাত তাহারই স্থূলপত্র ভেদ মাত্র। কৃষ্ণার্জ্জক বা শালুক, অধুনাপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণতুলসী। **ফণিজ্জক** (মরুবক)—ইহার পর্য্যায়ে নরহরি, "খরপত্র," "গন্ধপত্র," "বহুবীর্য্য," "প্রস্থকুসুম," "আজন্মসুরভিপত্র" পাঠ করিয়াছেন। ধন্বন্তরি ফণিজ্জককে "জম্বূক" বলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা প্রতীতি জন্মিতেছে অন্যান্য তুলসী অপেক্ষা ইহার পত্র বৃহত্তর। ফণিজ্জককে রামতুলসী বলা যাইতে পারে। নরহরি বলেন "দ্বিধা মরুবকঃ প্রোক্তঃ শ্বেতশ্চৈব সিতেতরঃ। শ্বেতো ভেষজকার্য্যে স্যাদপরঃ শিবপূজনে'। **সুমুখ**—রাঢ়ে ইহা দুলালতুলসী নামে প্রসিদ্ধ। ধন্বন্তরি যাহাকে সুমুখ বলিয়াছেন নরহরি তাহারই বনবর্ব্বর বা বনবর্ব্বরিকা নাম দিয়াছেন। "সুগন্ধি," "কটুপত্র," "সূক্ষ্মপত্রক," "নিদ্রালু," "শোফহারী" ইহার পর্য্যায়। "সুবক্ত্র," "খাস্ত," "সুবদন" নাম পাঠ করিয়া বোধ হয় মুখমারুত সুরভি করিবার জন্য এই তুলসীর পত্রমঞ্জরী চর্ব্বণ করা হইত। পল্লীগ্রামের লোকে তামাক সুগন্ধি করিবার জন্য ইহার পত্র ও মঞ্জরী ব্যবহার করে। **বর্ব্বর**—ইহা বাবুই তুলসী নামে রাঢ়ে প্রসিদ্ধ। কোচবিহারের লোকে "বাবর" বলে।

বৈদ্যকে তুলসীর প্রভৃতির ব্যবহার।

চরক—**কফজকাসে** কৃষ্ণসুরস—কৃষ্ণ সুরসের রস মধুর সহিত সেবন করিলে

কফজকাস বিনাশ পায়। (চিঃ ২২ অঃ)। **হারীত—নাসারোগে** সুরস—শ্লৈষ্মিক নাসারোগে সুরস ও বাসক স্বরসের নস্য হিতকর (চিঃ ৪১ অঃ)। **চক্রদত্ত—পোথকীতে** ফণিজ্জক—ফণিজ্জক ও রসোনের রস পোথকীনাশক। (নেত্ররোগ—চিঃ)। (২) **বৃশ্চিকদংশনে** কুঠেরক মূল—কুঠেরক পেষণপূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে সঞ্চালিত করিলে দংশন জ্বালা নিবৃত্তি পায়। (বিষ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে** বৃহৎ ফণিজ্জক—বায়ু দ্বারা আক্রান্ত অঙ্গ বৃহৎ ফণিজ্জক রস দ্বারা লিপ্ত করিলে সুস্থতা লাভ করা যায়। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (২) **শুক্রনাম নেত্ররোগে** ফণিজ্জক পত্ররস—পলাশবীজ চূর্ণ করিয়া ফণিজ্জক রসে ৭টী ভাবনা দিয়া উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে শুক্রনাম নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। নেত্ররোগ—চিঃ)। (৩) **বরটীবিষে** ফণিজ্জক রস—ফণিজ্জক রস লেপন বরিলে বোল্‌তা ভীমরুলের বিষ প্রশমিত হয়। (বিষ—চিঃ)।

Actions and uses *of O. Album.*—Stimulant, diaphoretic and carminative ; given to children in cold and catarrh. **Constituents** *of O. Basilicum.*—The leaves contain a yellowish green oil, which if kept for a time crystallizes, and is then known as Basil Camphor. **Actions and uses.**—Diaphoretic, mucilaginous, carminative and stimulant ; given in intestinal fluxes, gonorrhœa, catarrh and to relieve after-pains in parturition ; also given during the cold stage of intermittent fever and to alloy vomiting. It is dropped into the ear in ear-ache.

Actions and uses *of O. Gratimum.*—Demulcent and carminatine ; generally combined with o her expectorants, in cough mixtures ; also used in urinary disorders svch as gonorrhœa, scanty and scalding urine, &c. Locally, the jcice mixed with Gul-i-armani is used as an application to swollen hands or feet. Baths and fumigation of tulsi are used in Rheumatism. **Actions and uses** *of O. Sanctum.*—Demulcent, expectopant and antiperiodic ; with Kalamiri it is given in catarrhal affections of the lungs and cough. The powder of dry leaves is used by the natives ns snuff in ozæna and for destroying maggots. The paste of the leaves with Suntha and Saphedamiri is given in intermittent and remittent fevers. The medicated oil is used as drops into the ears in ear-ache and in purulent discharges and into the nose in ozæna. With lime juice tee leaves arh rubbed over ring-worm. The seed are mucilaginous and used as a diuretic in scanty urine and in cough. **Actions and uses** *of O, Pilosum.*—Demulcent, expectorant and

Gonorrhœa, strangury and kidney diseaces ; also in dysentery and cough. The jelly is given in speamatorrucea. (R. N. Khory—Part II., p.p. 490—3).

নব্যমত—শ্বেততুলসী—উষ্ণ, ঘর্ম্মকারক ও পাচক। বালকের প্রতিশ্যায় ও কফরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। **বাবুইতুলসী**—ঘর্ম্মকারক, পিচ্ছিল, বায়ুনাশক এবং উষ্ণ। ইহা অমোতীসার, "গণোরিয়া," কফরোগ, প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনা, জীর্ণজ্বরের পীতাবস্থায় (colc stage) এবং বমন প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। কর্ণশূলে ইহা রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে পাতিত করিবে। ইহা রক্তমূত্রণ, বৃক্কের পীড়া, আম বা রক্তাতিসার ও কাস-রোগে সেবিত হইয়া থাকে। বীজ জলে ভিজাইয়া আলোড়িত করিলে অণ্ডলালবৎ প্রাপ্ত হয়, ইহা শুক্রমেহ পান করাইবে। **শ্বেত ও কৃষ্ণতুলসী**—শীতস্নিগ্ধ, কফনিঃসারক, জ্বরনিবারক। মরিচের সহিত ইহা ফুস্‌ফুসস্থিত শ্লেষ্মা এবং কফরোগে সেব্য। শুষ্কপত্র-চূর্ণের নস্য পীনসে এবং কীট বিনার্থ ব্যবহৃত হয়। শুণ্ঠী ও শ্বেতমরিচসহ পিষ্ট তুলসীপত্র সবিরাম ও অবিরামজ্বরে সেব্য। তুলসীকল্কদ্বারা পক্ব তৈলের নস্য, কর্ণশূল এবং পূতি-নাসাস্রাবে হিতকর। লেবুর রসসহ পিষ্টতুলসীপত্র দদ্রুগ্রস্ত সঙ্গে মর্দ্দন করিবে। বীজ—পিচ্ছিল, মূত্রপ্রদ, অতএব মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কাসে প্রয়োজ্য। **রামতুলসী**—শীতস্নিগ্ধ, বায়ুনাশক। ইহা অন্যান্য কফনিঃসারক বস্তুর সহিত কফরোগে ব্যবহৃত হয়। রামতুলসী "গণোরিয়া," সদাহ মূত্রকৃচ্ছ্রাদি মূত্ররোগের পক্ষে উপকারী। হস্তপদস্ফীতিতে ইহার প্রলেপ হিতকর। তুলসীর কাথে স্নান কিম্বা তুলসীর ধূমগ্রহণ আমবাতের পক্ষে হিতকর। (আর, এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ৪৯১ পৃঃ)।

তুরবক—तुवरकः।

तुवरकः—Cynocardia Odorata, *R. Br.*

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"कुष्ठला"। तुवरस्तुवरश्चोष्णो रसे पाके च तिक्तकः। कफव्रणघ्नमिमेहकुष्ठज्वरविनाशनः। आनाहमर्शःशोफञ्च नाशयेदिति ते जगुः। निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—'कुष्ठे मधुमेहे च' तुवरकतैलम्—"पञ्चकर्मगुणातीत

अन्नावन्तं जिजीविषुं योगेनानेन मतिमान् साधयेत् कुष्ठिनं नरम्। तुवरकस्तुवरका ये स्युः पश्चिमार्णवभूमिषु। वीचीतरङ्गविक्षेपमारुतोद्धूतपल्लवाः। तेषां फलानि गृह्णीयात् सुपक्वान्यम्बुदागमे। मज्जस्तेभ्योऽपि संहृत्य शोषयित्वा विचूर्ण्य च। तिलवत् पीड़येद्द्रोण्यां क्वाथयेद्वा कुसुम्भवत्। तत्तैलं संहृत्य भूयः पचेदातोय-संक्षयात्। अवतार्य्य करीषे च पक्षमात्रं निधापयेत्। स्निग्धः स्विन्नोद्धृतमलः पश्चाद्दुष्टं प्रयत्नवान्। चतुर्थभक्तान्तरितः शुक्लादौ दिवसे शुभे। मन्त्रपूतस्य तैलस्य पिबेन्मात्रां यथाबलम्। * तेनास्योर्द्ध्वमधश्चापि दोषा यान्त्यसकृत्ततः। अलोहलवणां सायं यवागूं शीतलां पिबेत्। पञ्चाहं प्राशयेत्तैल मनेना विधिना नरः। पञ्च परिहरेच्चापि मुद्गयूषौदनाशनः। पञ्चभिर्दिवसैरेवं सर्व्वकुष्ठैर्वि-मुच्यते। तदेव खदिरक्वाथे त्रिगुणे साधु साधितम्। निहन्ति पूर्व्ववत् पक्षं पिबेन्मासमतन्द्रितः। तेनाभ्यक्तशरीरश्च कुर्व्वीताहारमीरितम्। भिन्नस्वरं रक्त-नेत्रं विशीर्णं कृमिभक्षितम्। अनेनाशु प्रयोगेण साधयेत् कुष्ठिनं नरम्। सर्पिर्मधुयुतं पीतं तदेव खदिराम्बुना। पक्षिमांसरसाहारं करोति द्विशतायुषम्। तदेव नस्यपञ्चाशद्दिवसानुपयोजितम्। वपुष्मन्तं श्रुतिधरं करोति त्रिशतायुषम्। शोधयन्ति नरं पीता मज्जानस्तस्य मात्रया। महावीर्य्यस्तुवरकः कुष्ठमेहापहः परः। (चि: १३ अ:)। 'कुष्ठे' तुवरास्थीनि—"रसायनप्रयोगेन तुवरास्थीनि शीलयेत्" (चि: १८ अ:)। वाग्भटः।

তুবরকের ভাষানাম—বাঙলা হিন্দি ও পারস্য ভাষায় চালমুগরা নামে নামে প্রসিদ্ধ, তাহারই সংস্কৃত নাম তুবরক। **তুবরকের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"কুষ্ঠহা"। **উৎপত্তিস্থান**—রেঙ্গুন, মালয়োপদ্বীপ, সিকিম, খাসিয়া-পর্ব্বত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ ও তৈল। বীজ একটী, ক্রমিক মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া ৫টী পর্য্যন্ত। তৈল ৩।৪ বিন্দু। শিশুর পক্ষে—১—২ বিন্দু। দিনে তিনবার সেব্য।

বৈদ্যকে তুবরকের ব্যবহার।

সুশ্রুত—মধুমেহ ও কুষ্ঠে তুবরকতৈল—সুপক্ব তুবরক ফল সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে তিলবৎ বা কুসুম্ভবৎ তৈল নিষ্কাশিত করিবে। যাবৎ জলীয়াংশ নিঃশেষিত না হয় তাবৎ এই তৈল অগ্নিতে পাক করিবে। অতঃপর এক পক্ষকাল শুষ্ক গোময় রাশিতে

স্থাপন করিবে। পক্ষান্তে উত্তোলন পূর্ব্বক স্নিগ্ধ, স্বিন্ন, হৃতমল রোগীকে চতুর্থভক্তান্তরিত রূপে শুভদিবসে এই তৈল যোগ্য মাত্রায় যথাবল পান করিতে দিবে। চতুর্থভক্তান্তরিত শব্দের অর্থ এই—পক্ষান্তে শুষ্কগোময় রাশি হইতে তৈল উত্তোলন করিয়া প্রথম দিবসে প্রাতঃ সায়ং যথাবৎ ভোজন করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রাতে মাত্র ভোজন করিবে সায়ং অভুক্ত থাকিবে কিম্বা সায়ং ভোজনকালে ফলাম্ল ও উষ্ণোদক পান করিবে। তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে লঘু কোষ্ঠে তৈল পান করিবে ইহারই নাম চতুর্থ-ভক্তান্তরিত। সায়ংকালে ঈষৎস্নেহ ও লবণান্বিত শীতল যবাগূ পান করিবে। পাঁচ দিন এইরূপে তৈল পান করিবে। এক পক্ষকাল মুগের যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিবে এবং ক্রোধাদি পরিহার করিবে। যে কুষ্ঠ রোগীর স্বর ভগ্ন, চক্ষু রক্তবর্ণ, অঙ্গ বিশীর্ণ ও কৃমিভক্ষিত তাহাকে চাউলমুগরার তৈলের ত্রিগুণ খদির কাষ্ঠের কাথযোগে চাউলমুগরার তৈল পাক্ করিয়া এই তৈল যোগ্য-মাত্রায় এক মাস পান এবং গাত্রে মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা দিবে। কিম্বা চাউলমুগরার তৈল ঘৃত ও মধুযোগে খদির কাষ্ঠের কাথের সহিত পান করিবে। তৈল সেবনকালে পক্ষিমাংসযূষপান করিবে। চাউলমুগরার তৈলের নস্য রসায়ন। তুবরকফলমজ্জাও এবং গুণবিশিষ্ট। (চিঃ ১৩ অঃ)।
বাগ্‌ভট—কুষ্ঠে তুবরকফলমজ্জা—রসায়নবিধিতে অর্থাৎ মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে চাল-মুগরার ফলমজ্জা সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। (চিঃ ১৯ অঃ)।

Constituents.—Oleum Gynocardiæ, chaulmogra oil—It is a fixed oil, very bulky, of a sherry wine or brownish colour. The odour is nauseous and peculiar. Dose 2 to 15 ms. The oil deposits on keeping crystalline fat, and contains palmitic acid 60 p. c. and therefore solid in cold climates. It contains Gynocardic acid 11 p. c., the active ingredient; cocinic acid 2·5 p c. and hypogœic acid 4 p. c. Both of the latter acids are found either combined with glycerides as fats or in a free state. Gynocardic acid is a fatty acid crystallizes in yellowish flakes, and has an acrid burning taste Dose ½ to 2 grs. (R. N. Khory—Part II., p. 56.)

Actions and uses.—The seeds and oil are alterative and tonic, used to improve the state of the blood as in leprosy, phthisis, skin diseases, &c. By some the oil is regarded as a specific in leprosy, and, no doubt, in some cases it has very beneficial effects. It is also used in scrofula, secondery syphilis, phthisis and Rheumatism with stiff joints both extrnally as an inunction or ointment, and internally with mucilage or as capsules or pearls. Gynocardic acid ointment, 15 to 25 grains to an ounce of vaseline is used in herps, tinea, leprosy and other

skin affections. It should be given after meals in milk or with Cod-liver oil. (R. N. Khory - art II., p. 57.

নব্যমত—চালমুগরার বীজ ও তৈল, রসায়ন, বলকারক এবং কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও বিবিধ চর্ম্মরোগে রক্তের যে বিকৃতি জন্মিয়া থাকে তাহা প্রশমিত করে। কেহ কেহ বলেন চাল-মুগরার তৈল কুষ্ঠরোগের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। কোন কোন স্থলে ইহা যে বিশেষ উপকারী তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। গণ্ডমালা, দ্বিরাবৃত্ত ফিরঙ্গরোগ (Secondary Syphilis), আমবাতে সন্ধিস্তব্ধতা বিদ্যমান থাকিলে চালমুগরার তৈল পান ও অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চালমুগরার তৈলে যে এসিড্ আছে তাহার নাম "গাইনোকার্ডিক্ এসিড্"। "ভেসিলীন্" যোগে এই এসিডের মলম প্রস্তুত করিয়া, কুষ্ঠ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে মর্দ্দনার্থ প্রয়োগ করা হয়। চালমুগরার তৈল দুগ্ধ বা "কড্‌লিভার অয়েলের" সহিত পান করিতে হয়। (আর্, এন্, খোরি,—২য়ঃ খণ্ড, ৫৭ পৃঃ)। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসের "ইণ্ডিয়ান্ এনাল্‌স অভ্ মেডিক্যাল্ সায়েন্স" হইতে ডিমক্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত (১মঃ খঃ ১৪৩ পৃঃ) অংশ পা ঠ করিলে চালমুগরার তৈলের ব্যবহার বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়।

ত্রায়মাণা—त्रायमाणा।

त्रायमाणा—DeĮphinium Zalil.

अन्वर्थसंज्ञा—"गिरिसानुजा"। **उत्पत्तिस्थानम्**—"हिमवति प्रसिद्धा।" त्रायन्ती कफपित्तास्रगुल्मज्वरहरा मता। उष्णा कटुकषाया च सूतिकाशूल-नाशिनी। रक्तपित्तमच्छर्द्दिविषघ्नी तिक्तवल्कला। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ भ्रम-तृष्णाक्षययक्ष्माग्निविषच्छर्द्दिविनाशिनी। अन्यच्च—त्रायन्ती शीतमधुरा गुल्म-ज्वरकफास्रनुत्। भ्रमतृष्णाक्षययक्ष्माग्निविषच्छर्द्दिविनाशनी। हिमवति प्रसिद्धा। राजनिघण्टुः॥ त्रायन्ती तुवरा तिक्ता सरा पित्तकफापहा। ज्वरहृद्रोगगुल्मा-र्शोभ्रमशूलविषप्रणुत्। भावप्रकाशः॥ हृद्रोगं रक्तपित्तञ्च दुर्नामानि विना-शयेत्। निघण्टुरत्नाकर॥ * त्रायन्ती कफवातनुत्। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'ज्वरे' त्रायमाणा—"* त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिबेत्" (चि: ३ अ:)। (२) 'रक्तपित्ते' त्रायमाणा—"त्रायमाणागवाक्षीर्वा मूलं *। विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमधुशर्करम्"। (चि: ४ अ:)। (३)

'গুল্মে' ত্রায়মাণা—"দ্বিপলং ত্রায়মাণায়া জলদ্বিপ্রস্থসাধিতম্। অষ্টভাগস্থিতং পূতং কোষ্ণং ক্ষীরসমং পিবেৎ। পিবেদুপরি তস্যোষ্ণং ক্ষীরমেব যথাবলং। তেন নিহৃতে দোষেঽস্য গুল্মঃ শাম্যতি পৈত্তিকঃ।" (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) 'পৈত্তিকাতিসারে' ত্রায়মাণা—"পলাশবৎ প্রযোজ্যা বা ত্রায়মাণা বিশোধিনী" (চিঃ ১০ অঃ)। (৫) 'বিসর্পে' ত্রায়মাণা—"ত্রায়মাণাশৃতং বাপি পয়োদদ্যাদ্বিরেচনম্"। (চিঃ ১১ অঃ)। চরকঃ।

ত্রায়মাণা কি?—ত্রায়মাণা বলালতা বা বলাডুমুর নহে—ইহা বঙ্গদেশে জন্মে না। গুজরাটে অদ্যাপি যাহা ত্রায়মাণ নামে সর্ব্বজনপরিচিত তাহাই যথার্থ ত্রায়মাণা। ইহা পারস্য দেশ হইতে আনীত হয়। খোরাসানের পর্ব্বতে ত্রায়মাণ জন্মিয়া থাকে। ত্রায়মাণা ফলপাকান্ত—পুষ্প, পত্র এবং অপক্ব ফলসহ ইহা বাজারে বিক্রীত হয়, ইহার গন্ধ মধুর মত। ত্রায়মাণের ক্ষুপকাণ্ড ৬।৭ অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হয় না। পত্র—ক্ষুদ্র, পীতবর্ণ। পুষ্প পীতবর্ণ, কোমল কণ্টকব্যাপ্ত। মূল, ক্ষুপকাণ্ডতুল্য দীর্ঘ। ত্রায়মাণ জলে নিমজ্জিত করিলে অবিলম্বে জল পীতবর্ণ ও তিক্তাস্বাদ হইয়া থাকে।

ত্রায়মাণার ভাষানাম—হিঃ—অস্তক্ ত্রায়মাণ। অঃ—জিরিব্। বম্—ত্রায়মাণ, গুল্জলীল্। গুঃ—ত্রায়মাণ। মহা—ত্রায়মাণ। ফাঃ—জলীল, অস্ত্রক্। পঞ্জা—অস্বর্গ-আফিজ্ গাফিজ্। **ঊষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্রক্ষুপ।

বৈদ্যকে ত্রায়মাণার ব্যবহার।

চরক—জ্বরে ত্রায়মাণা—জ্বররোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ত্রায়মাণার ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত কাথ পান করাইবে। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** ত্রায়মাণা—বিরেচনযোগ্য রক্তপিত্তে ত্রায়মাণা ও ইন্দ্রবারুণীচূর্ণ প্রভৃত মধু ও শর্করাযোগে সেবন করাইবে। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **পৈত্তিকগুল্মে** ত্রায়মাণা—ত্রায়মাণা ১৬ তোলা চারি সের জলে পাক করিয়া, আধ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, উহাতে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ আধ সের মিশ্রিত করিয়া পান করিবে এবং পশ্চাৎ বলানুসারে দুগ্ধ পান করিলে দোষের নির্হরণ হইয়া পৈত্তিকগুল্ম প্রশমিত হয়। (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) **পৈত্তিকাতিসারে** ত্রায়মাণা—পলাশবৎ ("পলাশ" দেখ) ত্রায়মাণা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া পৈত্তিকাতিসার নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১০ অঃ)। (৫) **বিসর্পে** ত্রায়মাণা—বিসর্পে বিরেচনার্থ ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক্ক ত্রায়মাণার কাথ পান করাইবে।

Actions and uses.—A bitter tonic, alterative, anodyne, diuretic and parasiticide. As a tonic it is used in fevers and dyspepsia; as an

alterative and diuretic in enlargement of the abdominal viscera as liver and spleen, in jaundice and dropsy. Locally mixed with lime juice the ash is used in parasitic affections of the skin, as scabies, itch, etc. With barley meal a poultice of it is used in inflammatory swellings. (R. N. Khory,—Part II., p. 12.)

নব্যমত—ত্রায়মাণা তিক্তবল্য, রসায়ন, বেদনাহর, মূত্রকর এবং কীটনাশক। বল্যহেতু ইহা জ্বর এবং গ্রহণীতে, রসায়ন এবং মূত্রকরহেতু প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি, কামলা এবং শোথে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেবুর রসের সহিত পিষ্ট ত্রায়মাণা কণ্ডু প্রভৃতি চর্ম্মবিকারে মর্দ্দনার্থ ব্যবস্থা করা হয়। বার্লি শস্যের সহিত ত্রায়মাণার লুল্টিশ্ বিদাহান্বিত শোথে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (খোরি—২য় খণ্ড, ১২ পৃঃ)।

ত্রিবৃৎ—त्रिवृत्।

त्रिवृत्—Ipomœa Turpethum, *R. Br.* Convolvulus Turpethum, *Linn.*

पर्य्याया:—'रक्तायाः'—"कालिन्दी," "त्रिपुटा"। श्वेतायाः—"त्रिभण्डी," "त्रिपुटा," "सरला," "सर्व्वानुभूति:"। कृष्णायाः—"कालमेषी," "सुषेणी"। अन्वर्थसंज्ञा:—'रक्तायाः'—"ताम्रपुष्पिका," "कुलवर्णा," "मसूरी," "कासनाशिका:"। 'श्वेतायाः'—"कुमुदगन्धिनी"। 'कृष्णायाः'—"मालविका," "मसूरविदला"। त्रिवृता (श्यामा) कटुरुष्णा तु कृमिश्लेष्मोदरज्वरान्। शोफपाण्ड्वामयप्लीहान् हन्ति श्रेष्ठा विरेचने। कषाया मधुरा चोष्णा विपाके कटुका त्रिवृत् (श्वेता)। कफपित्तप्रशमनी रूक्षा चानिलकोपिनी॥ कफपित्तहरा रूक्षा मधुरा बहुरेचनी। वातकृत् कटुका पाके कषाया त्रिवृता'ऽरुणा'। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। त्रिवृत (श्यामा) तिक्ताकटूष्णा च क्रिमिश्लेष्मोदरार्त्तिजित्। कुष्ठकण्डूव्रणान् हन्ति प्रशस्ता च विरेचने॥ 'रक्ता' त्रिवृद्रसे तिक्ता कटूष्णा रेचनी च सा। ग्रहणीमलविष्टम्भहारिणी हितकारिणी। राजनिघण्टुः॥ 'श्वेता त्रिवृद्रे'चनी स्यात् स्वादु रुष्णा समीरकृत्। रूक्षा पित्तज्वरश्लेष्मपित्तशोथोदरापहा॥ 'श्यामा' .त्रिवृत्ततो हीनगुणा तीव्रविरेचनी। मूर्च्छादाहमदभ्रान्तिकण्ठोत्कर्षणकारिणी। भावप्रकाशः॥ 'अरुणा त्रिवृता' स्वादुः

कषाया मृदुरेचनी । रूक्षा च कटुकाचैव पाके तिक्ता कफापहा ॥ तस्यास्त्वन्यान्तरगुणा विज्ञेया 'त्रिवृता सिता' ॥ ज्वरहृद्रोगवातासृग्गुदावर्त्तादिरोगनुत् । राजवल्लभः ॥ 'विरेचने' त्रिवृन्मूलं श्रेष्ठमाहु र्मनीषिणः । कषाया मधुरा रूक्षा विपाके कटुका च सा । कफपित्तप्रशमनी रौक्ष्याच्चानिलकोपनी । सैदानीमौषधैर्युक्ता वातपित्तकफापहैः । फल-वैशिष्यमासाद्य सर्व्वरोगहरा भवेत् । मूलन्तु द्विविधं तस्याः श्यामञ्चारुणमेव च । तयोर्मुख्यतरं विद्धि मूलं यदरुणप्रभम् । सुकुमारे शिशौ वृद्धे मृदुकोष्ठे च तच्छुभम् । मोहयेदाशुकारित्वा'च्छ्यामा' कण्ठं क्षिणोत्यपि । तैक्ष्ण्यात् कर्षति हृत्कण्ठमाशु दोषं हरत्यपि । शस्यते बहुदोषाणां क्रूरकोष्ठाश्च ये नराः । गुणवत्यां तयोर्भूमौ जातं मूलं समुद्धरेत् । * गम्भीरानुगतं श्लक्ष्णं न तिर्य्यग्विसृतञ्च यत् । गृहीत्वा विसृजेत् काष्ठं त्वचं शुष्कां निधापयेत् । स्निग्धस्विन्नो विरेच्यस्तु पेयामात्राशितः सुखम् । अक्षमात्रं तयोः पिण्डं विनीयाम्लेन ना पिवेत्" । 'दृढ़वलः' (चः कः ७ अः) ।

वैद्यके व्यवहारः—'ज्वरे' त्रिवृन्मूलम्—"* मृद्वीकानां रसेन वा । त्रिवृतां ज्वरितः पिवेत्" । (चिः ३ अः) । (२) 'रक्तपित्ते त्रिवृन्मूलम्—"त्रिवृतां * विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमधुशर्करम्" (चिः ४ अः) । (३) 'अर्शःसु त्रिवृन्मूलम्—"पाययेत त्रिवृच्चूर्णं त्रिफलाया रसेन वा । हृते गुदाश्रये दोषे गच्छन्त्यर्शांसि संक्षयं" (चिः ८ अः) । (४) 'अर्शःसु' त्रिवृच्छाकम्—"त्रिवृद्दन्तीपलाशानां * । सुभृष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसरायुतम्" । (चिः ८ अः) । (५) 'विसर्पे त्रिवृन्मूलम्—"त्रिवृच्चूर्णं समालोड्य सर्पिषा पयसाऽपिवा । धर्म्माम्बुना वा संयोज्य मृद्वीकानां रसेन वा । विरेकार्थं प्रयोक्तव्यं सिद्धं विसर्पनाशनम्" (चिः ११ अः । (६) 'पित्तोदरे' त्रिवृन्मूलम्—"पयसा सत्रिवृत्कल्केन" (चिः १८ अः) । (७) 'गाढ़पुरीषाय उदररोगिणे त्रिवृच्छाकम्—"शङ्खिनीसुक् त्रिवृद्दन्ती * । शाकं गाढ़पुरीषाय प्रागभक्तं दापयेद् भिषक्" (चिः १८ अः) । (८) 'पित्तपाण्डुरुजि' त्रिवृन्मूलम्—"द्विशर्करं त्रिवृच्चूर्णं पलार्द्धं पैत्तिकः पिवेत्' । (चिः २० अः । चरकः ॥ 'वातशोफे' त्रिवृत्तैलम्—"तत्र वातश्वयथौ त्रैवृत मैरण्डतैलं वा मासमर्द्धमासं वा पाययेत् । (चिः २१ अः) । (२)' 'प्रवृत्तज्वरे'

ত্রিবৃন্মূলম্—"শান্তিং নয়েৎ ত্রিবৃতাপি সক্ষৌদ্রা প্রবলং জ্বরং" (উ: ৩৮ অ:)। (৪) 'গুল্মে' ত্রিবৃন্মূলম্—"পিবেৎ ত্রিবৃন্নাগরং বা" (উ: ৪২ অ:)। (৪) গুল্মে ত্রিবৃচ্ছাকম্—"ত্রিবৃচ্ছাকেন বা স্নিগ্ধমুষ্ণং ভুঞ্জীত ভোজনম্" (উ: ৪২ অ:)। (৫) 'কামলায়াং' ত্রিবৃন্মূলম্—"সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী" (উ: ৪৪ অ:)। সুশ্রুত:॥ 'রাজযক্ষ্মনি' ত্রিবৃন্মূলম্—"* বিরেচনং দদ্যাৎ ত্রিবৃচ্ছ্যামানৃপদ্রুমান্। শর্করামধুসর্পির্ভিঃ পয়সা তর্পণেন বা। দ্রাক্ষাবিদারীকাশ্মর্য্যমাংসানাং বা রসৈর্যুতম্" (চি: ৫ অ:)। (২) 'নেত্ররোগে' ত্রিবৃন্মূলম্—"ত্রিফলাত্রিবৃদ্দারিণা পক্বং অনয়ক্তে ঘৃতং পিবেৎ" (ক: ১১ অ:)। (৩) 'কীটবিষে' ত্রিবৃন্মূলম্—"তণ্ডুলীয়কতুল্যাংশাং ত্রিবৃতাং সর্পিষা পিবেৎ" (উ: ৩৭ অ:)। বাগ্ভট:॥ 'সুকুমারাণাং রেচনার্থং ত্রিবৃন্মূলম্—"শর্করাক্ষৌদ্রসংযুক্তং ত্রিবৃচ্চূর্ণাবচূর্ণিতম্। রেচনং সুকুমারাণাং ত্বক্পত্রমরিচাংশিকম্" (বিরেচনাধিকারে)। (২) 'পিত্তবিঘ্নতী ত্রিবৃন্মূলম্—"ছিত্বা দ্বিধৈস্তু পরিলিপ্য কল্কৈঃ। ত্রিভণ্ডীজাতৈঃ পরিবেষ্ট্য রজ্জ্বা। পক্বান্তু সম্যক্ পুটপাকযুক্ত্যা। খাদেত্তু তং পিত্তগদী সুশীতম্" (বিরেচনাধিকারে)। চক্রদত্ত:॥ 'বিষমজ্বরে ত্রিবৃন্মূলম্—"শান্তিং নয়েত্ত্রিবৃতাপি সক্ষৌদ্রা বিষমজ্বরম্" (জ্বর—চি: বঙ্গসেন:।

ত্রিবৃতের ভাষানাম—বাঃ—তেউড়ী। হিঃ—নিসোত, পনিলর। সিং—এস্তবালু। মঃ—নিসোত্তর, তেও। গুঃ—নিসোতর। কঃ—তিগডে। তৈঃ—আলতেগডা। তাঃ—শিবদই। ফাঃ—নিসোথ। অঃ—তুর্‌বুদ্। **ত্রিবৃতের ভেদ**—ধন্বন্তরি কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্ত, **নরহরি** কৃষ্ণ ও রক্ত, **ভাবমিশ্র** কৃষ্ণ ও শ্বেত, **রাজবল্লভ** রক্ত ও শ্বেত, **দৃঢ়বল** কৃষ্ণ ও রক্ত ত্রিবৃতের উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ণন—ত্রিবৃতের সুদীর্ঘ লতা আর্দ্র ভূমিতে উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়। তেউড়ীর **ডাঁটা** ত্রিশির, শিরাগ্রভাগ পক্ষবৎ বর্দ্ধিত। বর্ষায় ত্রিবৃৎলতা প্রচুর শুভ্রবর্ণ **পুষ্পে** শোভিত হয়—পুষ্পের আকৃতি কঙ্কে বা ঘণ্টার মত। পত্র দূরে দূরে স্থিত, পত্রের আকৃতির নিয়ত নাই, কোনটী চৌড়া কোনটী ক্ষীণদীর্ঘ, কিন্তু সকলেই সূক্ষ্মাগ্র, প্রান্তে চিরিত বা অসমভাবে খণ্ডিত। **মূল**—স্থূল, দীর্ঘ, সশাখ ও কোমল স্থূলত্বকে আবৃত। সদ্য উদ্ধৃত মূলত্বক্ ছেদন করিলে দুগ্ধবৎ আঠা বাহির হয়—ইহা স্বাদে প্রথমে স্বাদু, পরে কটু। মূল কাষ্ঠগর্ভ। লতা যত পুরাণ হয় মূলত্বক্ ততই কাঠবৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লতা ও পুষ্পের বর্ণানুসারে

ত্রিবৃতের কৃষ্ণ রক্ত ভেদ কথিত হইয়াছে। কোষকার কৃষ্ণত্রিবৃৎকে "মসূরবিদলার্দ্ধচন্দ্রা" বলিয়াছেন। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ভেষজার্থ অরুণাভ ত্রিবৃন্মূলই প্রশস্ত, অভাবে শ্বেত। মূলত্বক্, পত্র, তৈল। ত্রিবৃৎকল্পে **দৃঢ়বল** বলিয়াছেন—গুণবতী ভূমিতে জাত রক্তত্রিবৃতের গভীর প্রবিষ্ট প্রধান মূল গ্রহণ করিবে—ইতস্ততঃ বিস্তৃত শাখামূল পরিত্যাগ করিবে। মূলের কাষ্ঠ বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল মূলত্বক্ লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিবে এবং কার্য্যকালে প্রয়োগ করিবে। **মাত্রা**—মূলত্বক্ চূর্ণ—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে ত্রিবৃতের ব্যবহার।

চরক—জ্বরে ত্রিবৃন্মূল—জ্বররোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত ত্রিবৃন্মূলচূর্ণ সেব্য। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** ত্রিবৃন্মূল—রক্তপিত্তী, বিরেচনার্থ প্রভূত মধু ও শর্করাযোগে ত্রিবৃন্মূলচূর্ণ পান করিবে। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **অর্শে** ত্রিবৃন্মূল—অর্শোরোগীকে ত্রিফলার ক্বাথের সহিত ত্রিবৃন্মূল পান করাইলে গুদস্থিত অর্শঃকারী দোষ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে, সুতরাং অর্শও প্রশমিত হয়। (চিঃ ৯ অঃ)। (৪) **অর্শে** ত্রিবৃৎশাক—অর্শোরোগী তেউড়ীর পাতা যমকে (তিলতৈল ও গব্যঘৃত সমভাগ) ভাজিয়া দধির সরের সহিত সেবন করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (৫) **বিসর্পে** ত্রিবৃন্মূল—বিসর্পরোগীকে ঘৃত, দুগ্ধ, উষ্ণজল কিম্বা কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত ত্রিবৃচ্চূর্ণ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৬) **পিত্তোদরে** ত্রিবৃন্মূল—পিত্তোদরী দুগ্ধের সহিত ত্রিবৃৎকল্ক পান করিবে। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৭) **গাঢ়পুরীষ উদররোগীর** শাকার্থ ত্রিবৃৎ—তেউড়ীর শাক বিবিধ কল্পনানুসারে ভোজনের পূর্ব্বে রোগীকে সেবন করাইলে গাঢ়বিট্‌কতা প্রশমিত হইয়া তরল মল নিঃসৃত হয়। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৮) **পিত্তপাণ্ডুরোগে** ত্রিবৃন্মূল—পিত্তপাণ্ডুরোগী দ্বিগুণ শর্করাসহ ত্রিবৃচ্চূর্ণ সেবন করিবে। (চিঃ ২০ অঃ)। **সুশ্রুত—বাতজশোথে** ত্রিবৃৎতৈল—বাতজশোথরোগীকে ত্রিবৃতের কিম্বা এরণ্ডের তৈল এক মাস কিম্বা এক পক্ষকাল পান করাইবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। (২) **প্রবলজ্বরে** ত্রিবৃন্মূল—মধুযোগে ত্রিবৃৎচূর্ণ সেবন করিলে প্রবল জ্বর নিবৃত্তি পায় (উঃ ৩৯ অঃ)। (৩) **গুল্মে** ত্রিবৃন্মূল—গুল্মরোগে ত্রিবৃৎ ও শুণ্ঠীচূর্ণ উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে। (উঃ ৪২ অঃ)। (৪) **গুল্মে** ত্রিবৃৎশাক—গুল্মরোগী স্নিগ্ধোক্ত পথ্যের সহিত স্বিন্ন ত্রিবৃৎশাক ভোজন করিবে। (উঃ ৪২ অঃ)। (৫) **কামলায়** ত্রিবৃৎ—কামলারোগী শর্করাসহ শ্বেতত্রিবৃন্মূল সেবন করিবে। (উঃ ৪৪ অঃ)। **বাগ্‌ভট—রাজযক্ষ্মায়** ত্রিবৃন্মূল—বলবান্ যক্ষ্মরোগীকে, চিনি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, দ্রাক্ষাক্বাথ, ভূমিকুষ্মাণ্ডরস, গম্ভারীফলরস বা মাংসযূষের সহিত ত্রিবৃন্মূল সেবন করাইবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **নেত্র-**

রোগে ত্রিবৃৎ—গব্যঘৃত ত্রিবৃৎক্বাথের সহিত তিনবার পাক করিয়া সেবন করিবে। ইহা ক্ষতশুক্রে হিতকর। (উঃ ১১ অঃ)। (৩) **কীটবিষে** ত্রিবৃন্মূল—কীটবিষ প্রশমনার্থ চাপানটের মূল ও ত্রিবৃন্মূল সমভাগে ঘৃতের সহিত পান করিবে। (উঃ ৩৭ অঃ)। **চক্রদত্ত—সুকুমারগণের রেচনার্থ** ত্রিবৃন্মূল—ত্রিবৃন্মূলত্বকচূর্ণ যত, শর্করা তত, সুগন্ধি করণার্থ দারুচিনি, তেজপত্র, মরিচচূর্ণ কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া, মধুযোগে লেহন করিবে। সুকুমারগণের পক্ষে ইহা উত্তম বিরেচন। (বিরেচনাধিকারে)। (২) **পিত্ত-দুষ্টিতে** ত্রিবৃন্মূল—আর্দ্র শ্বেতত্রিবৃন্মূলত্বক্ পেষণপূর্ব্বক লম্বালম্বি দ্বিধা ছিন্ন ইক্ষুদণ্ডে লেপন করিয়া রজ্জু দ্বারা সংযুক্ত করিয়া আগুনে সেকিয়া লইবে। ইহার রস, শীতল হইলে পিত্ত-রোগীকে পান করাইবে। (বিরেচনাধিকারে)।

Constituents.—Turbeth resin consists of a soft resin soluble in ether, and of a substance insoluble in ether, benzine, sulphide of carbon, and essential oils. This substance is called Turpeth or Turpethine ; a volatile oil and yellow colouring matter. Turpethin, a resin, a grey substance, analogous to jalapine and convolvuline. It is named as having some resemblance in colour to turpeth mineral. Alkaline bases convert it into turpeth acid and mineral acid into glucose and turpetholic acid. The root contains it to the extent of 4 p. c. **Actions and uses.**—Turbeth is cathartic, given either alone, or in combination with other purgatives. With Harade, it is particularly beneficial in rheumatic and paralytic affections, melancholia, gout, dropsy and leprosy, it is more powerful and drastic than jalap. (R. N. Khory—Part II., p. 420).

নব্যমত—তেউড়ীর মূলত্বক্ বিরেচক। ইহা কেবল কিম্বা অন্যান্য বিরেচক ভেষজ সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরীতকীসহ ত্রিবৃৎ আমবাত, পক্ষাঘাত, বিমর্ষাত্মক মনোবিকার, বাত, শোথ এবং কুষ্ঠরোগে বিশেষ হিতকর। "জোলাপ" অপেক্ষা ইহার রেচনীশক্তি তীব্রতর। (আর্, এন্, খোরি—২য় খঃ, ৪২০ পৃঃ)।

দন্তী, দ্রবন্তী ও রেচক—দন্তীদ্রবন্তীরেচকাঃ।

দন্তী, নিকুম্ভা, মকুলকঃ, উপচিত্রা—Croton Polyandrum, *Roxb.* **দ্রবন্তী, আখুপর্ণিকা, চিত্রা**—A variety of C. Polyandrum, with

many fleshy roots रेचकः दन्तीवीजम्, जयपालः—The seeds of Danti and Drobanti. Croton Tiglium, *Linn.*

तद्भेदाः—दन्ती, श्ररणी, द्रवन्ती । अन्वर्थसंज्ञाः—'दन्त्याः—"उदुम्बर-पर्णी," "एरण्डफला," "एरण्डपत्रिका," "निःशल्या," "विशोधनी" । द्रवन्त्याः—"शतमूलिका," "आखुपर्णिका" । रेचकस्य—"मलद्रावी," "वीजरेचकः" । 'दन्ती' तीक्ष्णोष्णकटुका कफवातोदराञ्जयेत् । अर्शोव्रणाश्मरीशूलान् हन्ति दीपनशोधनी । 'दन्ती' (अरणी नाम) रसेषु तिक्तोष्णा शूलत्वग्दोषनाशनी । कफवातोदरार्शांसि हन्ति दीपनशोधनी । 'जेपालः' कटुरुष्णश्च क्रिमिहारी विरेचनः । दीपनः कफवातघ्नो जठरामयशोधनः । 'द्रवन्ती' ग्रहणीतृष्णा-त्रिदोषशमनी हिता । अभिच्छिन्नतनी शम्यशं प्रमेहे जठरे गरे । कफपित्ता-मये पाण्डौ क्रमिकोष्ठभगन्दरे । 'द्रवन्ती' हृद्रोगहरा कफक्रिमिविनाशनी धन्वन्तरीयनिघण्टुः । 'दन्ती' कटूष्णा शूलामत्वग्दोषशमनी च सा । अर्शो-व्रणाश्मरीशल्यशोधनी दीपनी परा । 'अन्या दन्ती' कटूष्णा च रेचनी क्रिमिहा परा । शूलकुष्ठामदोषघ्नी तन्द्रामयविनाशनी । 'जेपालः' कटुरुष्णश्च क्रिमिहारी विरेचनः । दीपनः कफवातघ्नो जठरामयशोधनः । 'द्रवन्ती' मधुरा शीता रसवन्धकरी परा । ज्वरघ्नी क्रिमिहा शूलशमनी च रसायनी । राजनिघण्टुः । 'क्षुद्रदन्तीफलन्तु' स्यान्मधुरं रसपाकयोः । शीतलं सृष्टविण्मूत्रं गरशोथकफा-पहम् । 'जयपालो' गुरुः स्निग्धो रेची पित्तकफापहः । 'दन्तीद्वयं' सरं पाके रसे च कटुदीपनम् । गुदाङ्कुरामशूलामकण्डूकुष्ठविदाहनुत् । तीक्ष्णोष्णं हन्ति पित्तास्रकफशोथोदरक्रिमीन् । भावप्रकाशः । दन्ती साष्ठीलिकाऽऽध्मान गुल्मोदरोहरा सरा । 'कानकं' कफनुत् क्लेदि तीक्ष्णमुष्णं विरेचनम् । राज-वल्लभः । दन्ती वह्निसमा पाके शोफदद्रुविनाशनी । कण्डूपामाहरा कुष्ठ-नाशिनी क्रिमिहृत् परा । गणनिघण्टुः । तैलं निकुम्भवीजोत्थं मस्तुश्र' रेचनं परम् । आनाहमुदरं हन्ति सन्न्यासञ्च शिरोगदम् । धनुस्तम्भज्वरोन्मादं गदमैवाङ्गसंग्रहम् । आमवातञ्च शोथञ्च मर्द्दनात् कासनाशनम् । आत्रेय-संहिता ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'অর্শঃসু' দন্তীশাকম্—"ত্রিবৃদ্দন্তীপলাশানাং *। সুভৃষ্টং যমকে দদ্যাচ্ছাকং দধিসরায়ুতম্" ॥ (চিঃ ৮ অঃ)। (২) 'দুষ্যোদরে' দন্তীদ্রবন্তীফলতৈলম্—"দন্তীদ্রবন্তীফলজং তৈলং দূষ্যোদরে হিতম্" (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) 'পাণ্ডুরোগে' দন্তীশলাটুঃ—"দন্ত্যাশ্চ তম্ফলরসৈঃ পিষ্টৈর্দন্তীশলাটুভিঃ। তদ্বৎ প্রস্থো ঘৃতাৎ সিদ্ধঃ প্লীহপাণ্ড্বর্ত্তিশোফজিৎ"। (চিঃ ২০ অঃ)। (৪) 'কামলায়াং' দন্তীমূলম্—"দন্ত্যর্দ্ধপলকল্কং দ্বিগুড়ং শীতবারিণা। কামলী * পিবেৎ"। (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) 'গুল্মোদরে' দন্তীমূলম্—"তয়ো (দন্তীদ্রবন্ত্যোঃ) মূলানি সংগৃহ্য স্থিরাণি বহুলানি চ। হস্তিদন্তপ্রকারাণি শ্যাবতাম্রাণি বুদ্ধিমান্। পিপ্পলীমধুলিপ্তানি স্বেদয়েন্মৃৎকুশান্তরে। শোষয়েদাতপেঽর্কাগ্নৌ হৃতোহ্যেষাং বিকাশিতাম্ * দধিতক্রসুরামণ্ডৈঃ পিণ্ডমক্ষসমং তয়োঃ। পিয়ালকোলবদরপীলুশীধুভিরেব চ। পিবেদ্‌গুল্মোদরী দোষৈরভিখিন্নশ্চ যো নরঃ। (কল্পঃ ১২ অঃ)। (৬) 'বিরেচনার্থং' দন্তীমূলকল্কম্—"পাটয়িত্বেক্ষুকাণ্ডং বা কল্কেনালিপ্য চান্তরা। স্বেদয়িত্বা ততঃ খাদেৎ সুখং তেন বিরিচ্যতে"। কল্পঃ—১২ অঃ)। (৭) 'পক্কশোথপ্রভেদনে' দন্তীমূলম্—"বিট্‌পলাশভবঃ ক্ষারো হেমক্ষীরী 'মুকূলকঃ। ইত্যুক্তো ভেষজগণঃ পক্কশোথপ্রভেদনঃ ॥ (চিঃ ১৩ অঃ)। 'চরকঃ। ক্রিমিষু দ্রবন্তীদলম্—"আখুপর্ণীদলৈঃ পিষ্টৈঃ পিষ্টকেন চ পূপিকাম্। জগ্ধ্বা সৌবীরকম্বানু পিবেৎ ক্রিমিহরং পরম্। (ক্রমি—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

দন্তীর ভেদ—ধন্বন্তরি—দন্তী, অরণী এবং দ্রবন্তী, **নরহরি**—দন্তী, অন্যা দন্তী ও দ্রবন্তী ; **ভাবমিশ্র**—লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী উল্লেখ করিয়াছেন। অরণী ও অন্যাদন্তীর পর্য্যায় শব্দ পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে ধন্বন্তরি কথিত অরণী ও নরহরি লিখিত অন্যাদন্তী স্বরূপতঃ অভিন্ন। অরণী বা অন্যাদন্তী অধুনা নামমাত্রে পরিচিত। দন্তী ও দ্রবন্তীকেই ভাবমিশ্র লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী বলিয়াছেন। ভাবমিশ্র বৃহদ্দন্তীর পর্য্যায়ে "শতমূলিকা," "সহস্রমূলী" শব্দ পাঠ না করায় এবং "অর্কপর্ণ" এই অভিনব অথচ জয়পাল বৃক্ষ স্বপ্রযুক্ত সংজ্ঞার উল্লেখ করায়, তৎকথিত বৃহদ্দন্তীকে জয়পাল বলিয়া সন্দেহ হয়।

অন্বর্থসংজ্ঞা—দন্তীর—"উদুম্বরপর্ণী," "এরণ্ডফলা," "এরণ্ডপত্রিকা," "নিঃশল্যা," "বিশোধনী"। **দ্রবন্তীর**—"শতমূলিকা," সহস্রমূলী," "আখুপর্ণিকা"। **রেচকের**—"মলস্রাবী," "বীজরেচক"।

দন্তীর ভাষানাম—বাঃ—দন্তী। কোঃ—দন্তী। **হিঃ—দন্তী, নির্বিফল।** মঃ—লঘুদন্তী। **সিং—ইন্দ।** গুঃ—দান্তএটলে, নেপালনাং মূল। কঃ—দন্তী। তৈঃ—দন্তীচেট্টু কোণ্ড অমুদম্। ফাঃ—দন্দ। অঃ—হবুলং মুলুক্। **দ্রবন্তীর ভাষানাম**—**হিঃ—মুগলাহ্ অরুণ্ড।** মঃ—থোরদন্তী। গুঃ—রতনজ্যোৎ। কঃ—এরন্দনেদন্তী। ফাঃ—শকারহুজুবা। অঃ—অবুগলসা। **রেচক** অর্থাৎ **জয়পালের ভাষানাম**—বাঃ—জয়পাল। **হিঃ—জামালগোটা।** মঃ—জেপাঠ্ঠ। গুঃ—নেপালো। কঃ—জেপাল। অঃ—হবুস্‌সালাতীন্। ফাঃ—তুখ্ মেখেদং জীরখতাই। **সিং—মিনুগ।**

বর্ণন—দন্তী ক্ষুদ্রগুল্ম। অধোদেশস্থ **পত্র**—বৃহৎ, চৌড়া, গোলাকার; অগ্রভাগের পত্র ক্ষুদ্রতর ও সূক্ষ্মাগ্র। পত্রপ্রান্ত করাতদন্তিত বা ৩ ভাগে চিরিত। পত্রপৃষ্ঠোদর ও কোমল শাখাগ্র, শুভ্র, ক্ষুদ্র, ঘনরোমব্যাপ্ত **পুষ্প**—পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পদণ্ড, পত্রকক্ষ হইতে নির্গত, পত্রবৃন্তাপেক্ষা হ্রস্বতর। স্ত্রী ও পুংপুষ্প প্রায়ই পৃথক্ পুষ্পদণ্ডেস্থিত, পুংপুষ্পধারী পুষ্পদণ্ড স্ত্রীপুষ্পবহ পুষ্পদণ্ডাপেক্ষা দীর্ঘতর। ফলধারী হইলে বক্রভাবে অধোলম্বিত থাকে। পুষ্প অতি ক্ষুদ্র, পীতাভ। **ফল**—গভীরভাবে ভাগত্রয়ে চিহ্নিত, অতি সূক্ষ্ম রোমাবৃত। বীজসংখ্যা—৩। পুষ্পকাল—ফাল্গুন, চৈত্র। **দ্রবন্তী**—"আখুপর্ণিকা," "শতমূলিকা" ও "সহস্রমূলী" দন্তী। **দৃঢ়বল** বলিয়াছেন ইহার মূলগুলি "স্থিরানি বহুলানি হস্তিদন্তপ্রকারানি এবং শ্যাবতাম্রানি"। বৈদ্যকশব্দসিন্ধু সঙ্কলয়িতা দ্রবন্তীকে বুড়িগুয়াপান বলিয়াছেন। দ্রবন্তী বুড়িগুয়াপান নহে। বৃহদ্দন্তী উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইলেও বঙ্গে ইহা তাদৃশ সুলভ ও সুপরিচিত নহে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, বীজ, তৈল—দন্তী ও দ্রবন্তীর মূল এবং তৈলই **আকরে** বিরেচনার্থ ব্যবহৃত হইতে দেখি, বীজের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চরক হস্তিদন্তীকে (দ্রবন্তী) মূলিনীবর্গে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ১ অঃ)। দূষ্যোদরের চিকিৎসায় দন্তীদ্রবন্তীর তৈল ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। সুশ্রুত সংশোধন সংশমনীয় অধ্যায়োক্ত ও অধোভাগহরবর্গে দন্তীদ্রবন্তী পাঠ করিয়া "তত্র তিল্বকপূর্ব্বানাং মূলানি" বাক্যে দন্তী দ্রবন্তীর মূলেরই বিরেচকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এবং তৈলবর্গে (সূঃ ৪৫ অঃ) দন্তী দ্রবন্তী তৈল অধোভাগহর কথিত হইয়াছে। দন্তী ও দ্রবন্তীর মূল অসংস্কৃতাবস্থায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। **দৃঢ়বল** দন্তীদ্রবন্তী মূলের সংস্কার সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—সারবান্, পুষ্ট, হস্তিদন্ততুল্য এবং শ্যাবতাম্রবর্ণ দন্তীদ্রবন্তীর মূলসংগ্রহ করিবে। উত্তমরূপ ধৌত করিয়া মূল গুলিতে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু মাখাইয়া কুশপুটে স্থাপনপূর্ব্বক মৃত্তিকার লেপ দিয়া অগ্নিপক্ব করিবে। অতঃপর নিষ্কাশিত করিয়া ধৌত করিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে। অগ্নি ও রৌদ্র দন্তীদ্রবন্তীর বিকাশিতা নষ্ট করে। যে বস্তু অপক্বাবস্থাতেই সকল শরীর ব্যাপ্ত হইয়া ধাতুশৈথিল্য জন্মায় তাহাকে বিকাশী বলে।

বীজ—ধন্বন্তরি ও নরহরি দন্তীবীজের গুণপর্য্যায়ের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা নিঘণ্টু দ্বয়ের মতে দন্তীবীজ, দ্রবন্তীবীজ নহে, রেচক ও জয়পাল ইহার পর্য্যায়। **ভাবমিশ্র**—লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী উভয়েরই ফলের গুণোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু "জয়পালো দন্তবীজং বিখ্যাতং তিন্তিরীফলম্" বাক্যে বৃহদ্দন্তী অর্থাৎ দ্রবন্তীর বীজকেই জয়পালবীজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জয়পাল শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে—পূর্ব্বে রেচক ও জয়পাল শব্দে দন্তীর বীজ ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে জয়পাল বৃক্ষের বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী গ্রন্থে দন্তীবীজ হইতে জয়পালকে পৃথক্ করিবার জন্য বা দন্তীর সহিত জয়পালের সম্পর্ক সর্ব্বথা নিরাকরণার্থ জয়পালের দন্তী সম্পর্কীয় যাবতীয় পর্য্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, অতএব আমরা **রাজবল্লভে** জয়পালবীজার্থে "কানক" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। **মাত্রা**—১—২ বীজ। মূলকল্ক ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে দন্তী ও দ্রবন্তীর ব্যবহার।

চরক—অর্শে দন্তীপত্র—যমকে (ঘৃত ও তিল তৈল সমভাগে মিশ্রিত) উত্তমরূপ ভৃষ্ট দন্তীপত্র দধির সরের সহিত অর্শোরোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **দুষ্যোদরে** দন্তীদ্রবন্তী তৈল—দন্তী ও দ্রবন্তীর ফলজাত তৈল দুষ্যোদরে হিতকর। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) **পাণ্ডুরোগে** দন্তীমূল ও ফল—চারিপল দন্তীমূলের রস এবং ঘৃত চতুর্থাংশ অপক্ব দন্তীফল কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্ব ঘৃত পান করিলে প্লীহা, পাণ্ডু ও শোথ জয় করা যায়। (চিঃ ২০ অঃ)। (৪) **কামলায়** দন্তীমূল—দন্তীমূলত্বক্ পুরাতন ইক্ষু-গুড়সহ শীতল জলযোগে পান করিলে কামলা প্রশমিত হয়। (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) **গুল্মোদরে** দন্তীমূল—যথোক্তরূপ সংস্কৃত দন্তী বা দ্রবন্তীমূল যোগ্য মাত্রায় দধি, তক্রাদির সহিত সেবন করিলে দোষদ্বারা অভিভিন্ন গুল্মোদরী স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে। (কল্প ১২ অঃ)। (৬) **বিরেচনার্থ** দন্তীমূলকল্ক—ইক্ষুদণ্ডকে চিরিয়া উহাতে দন্তীকল্ক লেপন করিয়া রজ্জু দ্বারা সংযোজিত করিয়া অগ্নিপক্ব করিবে। এই ইক্ষুরস পান করিলে সুখে বিরেচন হয়। (কল্পঃ ১২ অঃ)। (৭) **পক্বশোথপ্রভেদনে দন্তী**—দন্তী-মূলত্বকের প্রলেপ পক্ব স্ফোটক বিদীর্ণ করিতে পারে। (চিঃ ১৩ অঃ)। **চক্রদত্ত—ক্রিমিরোগে** দ্রবন্তীপত্র—বৃহদ্দন্তীর কোমলপত্রসহ পিষ্ট যবচূর্ণের (সুশ্রুত টীকাকৃতের মতে) কিংবা তণ্ডুলের (নিশ্চল মতে) পিষ্টকভোজন পূর্ব্বক পশ্চাৎ কাঁজি পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (কৃমি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, ভেদনীয় এবং কৃমিঘ্নবর্গে দ্রবন্তী এবং **সুশ্রুত** শ্যামাদিবর্গে দন্তী পাঠ করিয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি বৈদ্যকোক্ত রেচক ও জয়পাল শব্দের অর্থ

দন্তীর বা দ্রবন্তীর বীজ, কিন্তু এক্ষণে বৈদ্যগণ জলপাল স্থলে জয়পাল বৃক্ষের (Croton Tiglium) বীজ ব্যবহার করেন। অতএব পরিচয়ার্থ এস্থলে **জয়পালবৃক্ষ** সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। ইহা উচ্চবৃক্ষ; পত্রাংশ বৃন্তসন্নিধানে চৌড়া, অগ্রভাগে অপ্রশস্ত, মধ্য-পশুর্কা কর্তৃক অসমানভাগে বিভক্ত। অতি কোমল পত্র হরিদাভ সিন্দুরবর্ণ, পরিণত পত্র হরিদ্বর্ণ, অতি ক্ষুদ্র, উত্থিত রোমব্যাপ্ত, পত্রবৃন্তপার্শ্বে দুইটী মসৃর কলায়াকৃতি অর্ব্বুদ আছে। পত্র প্রান্ত অতিসূক্ষ্মরূপে খণ্ডিত, দন্তাগ্রভাগ পত্রাগ্রাভিমুখী। পত্রবৃন্ত নাতিদীর্ঘ ও রেখাঙ্কিত। **পুষ্প** নগ্ন অর্থাৎ দলহীন, পুংপুষ্প, পুষ্পদণ্ডের উপরি এবং স্ত্রীপুষ্প নিম্নে থাকে। পুংপুষ্প বহু, স্ত্রীপুষ্প অল্প ও দীর্ঘতর। ইহার **বীজ** দন্তী দ্রবন্তীর বীজাপেক্ষা তীব্রতর বিরেচক। জয়পাল বীজ শোধন পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। **শোধনপ্রণালী**—"জেপালং নিস্তুষং কৃত্বা দুগ্ধে দোলাযুতে পচেৎ। অন্তর্জিহ্বাং পরিত্যজ্য যুঞ্জীয়াদ্রসকর্ম্মণি"। জয়পাল বীজ দ্বিধা বিভক্ত করিলে দলদ্বয়ের মধ্যে যে পত্রাকৃতি বস্তু থাকে তাহাই অন্তর্জিহ্বা। অন্তর্জিহ্বাবর্জ্জিত জয়পাল বীজ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়।

Constituents *of C. Polyandrum*—The root contains resin and starch. **Actions and uses.**—The root is purgative, often used with aromatics in constipation with flatulence, and in anasarca and jaundice. The seeds are drastic purgative and given with trikatu and tankana khara, &c. Dose 1 to 3 grs. (R. N. Khory—Part II., p. 539).

Constituents *of Croton Tiglium*—The entire seed contains expressed or fixed oil—oleum crotonis, 30 to 40 p. c. and the kernel alone contains the oil 50 to 70 p.c.; proteids albumin, &c. **Actions and uses.**—The seeds are never used until the testa and embryo are removed, and the kernel boiled in milk. It is a powerful drastic cathartic and the rubefacient. The oil is highly irritant, Applied to the skin it pustulates, leaving unsightly scab. In small doses as a cathertic it acts promptly, producing copious watery stools. In large doses it causes vomiting and produce gastritis; it also irritates the intestinal glands as well as setting up inflammation of the intestinal mucous membrane and giving rise to increased peristalsis. The addition of an alkali increases hypercatharsis where prompt derivative action is desired, with speedy discharge of alvine evacuations and lowering of blood pressure. It is given in apoplexy, mania, coma, intestinal obstruction, paralysis, dropsy and constipation. It should not be given in inflammation of the stomach or intestines or if any organic obstruction exists. It may be used where bulky doses can not be taken. In

persons who refuse to take purgatives, the oil may be dropped upon the tongue with benefit. The seeds and the oil are especially used in fever, constipation, intestinal worms, anasarca, ascites, dropsy, enlargement of the abdominal viscera, tymponitis, colic. calculous affections and gout. Externally as a vesicant it is applied to the scalp in acute cerebral diseases, to the cord in spinal meningitis, to the chest in chronic bronchitis, and to the throat in laryngitis. Its liniment is used as a powerful counter-irritant in neuralgia, sciatica, ovaritis, gout, glandular swellings, chronic articular rheumatism, pulmonary diseases as bronchitis, pleurisy and tinca tonsurans of the scalp. (R. N. Khory,—Part II., p. 542).

নব্যমত—**দন্তীমূল** রেচক। অন্যান্য সুগন্ধি ভেষজসহ ইহা উদরাধ্মানসনাথ কোষ্ঠবদ্ধ, অগভীর শোথ এবং কামলারোগে সেব্য। **দন্তীবীজ** অতিরেচক—১/২—১ পাই মাত্রায়, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ প্রভৃতির সহিত সেব্য। (আর্. এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ৫৩৯ পৃঃ)। জয়পাল বীজের ত্বক্ এবং বীজ দ্বিধা ছেদন করিলে মধ্যে যে পত্রাকৃতি ক্ষুদ্র পাৎলা বস্তু থাকে তাহা নিষ্কাশিত এবং দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জয়পালবীজ, অপ্রতিহত তীব্রবিরেচক, পিষ্টবীজের প্রলেপ ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক। জয়পালের তৈল অতিউত্তেজক। প্রলিপ্ত হইলে ত্বকে ফোস্কা পড়ে, ফোস্কার ক্ষতের উপরি যে মাম্‌ড়ি পড়ে তাহা নিতান্ত বিকটদর্শন। অল্প মাত্রায় সেবিত হইলে সত্বর জলবৎ প্রচুর মলস্রাব হয়। অধিক মাত্রায় ভক্ষণ করিলে, বমন, পাকস্থালীর প্রদাহ, অন্ত্রস্থিত গ্রন্থিগণের (glands) উত্তেজন, অন্ত্রের শ্লেষ্মধরাকলার (mucus membrane) প্রদাহ এবং অন্ত্রের "পেরিস্ট্যাল্টিক্ মুভ্‌মেণ্ট" (যে বিচিত্র গতির বলে অন্ত্রস্থিত বস্তু ক্রমশঃ লুঠিত হইয়া বহির্গত হয়) বর্দ্ধিত হয়। ক্ষার সংযুক্ত হইলে ইহার ত্বরিত রেচনী শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা অপস্মার, মনোবিকার, জ্ঞানহীন ও হিমাঙ্গ অবস্থায় (coma), উদাবর্ত্ত, পক্ষাঘাত, শোথ এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাকস্থালী কিংবা অন্ত্রের প্রদাহ বা কোন যান্ত্রিক বিবন্ধ (organic obstruction) বিদ্যমান থাকিলে ইহা সেবন করা উচিত নহে। যে রোগী ভূরি ঔষধ সেবনের অনুপযুক্ত, তথায় ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। যে রোগী রেচক ঔষধ ব্যবহারে অসম্মত তাহার জিহ্বায় কএক বিন্দু জয়পালের তৈল লাগাইয়া দিলে ফললাভ হয়। বীজ এবং তৈল বহুরোগে প্রযোজ্য হইলেও জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি, অগভীর শোথ উদররোগ, শোথ, প্লীহযকৃৎবিবৃদ্ধি, উদরাধ্মান, শূল, অশ্মরী, শর্করা এবং বাতরোগে বিশেষতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজের প্রলেপ বা তৈলের অভ্যঙ্গ, শিরোদেশে তরুণ শিরোরোগ

বিশেষ (cerebral diseases), পৃষ্ঠবংশের পীড়া বিশেষে (spinal meningitis) মেরুদণ্ডে পুরাণ কাসরোগে বক্ষোদেশে এবং বাগিন্দ্রিয়ের প্রদাহে (leryngitis) কণ্ঠে ব্যবস্থা করিবে। ইহার লিনিমেণ্ট, নিউর‍্যালজিয়া, গৃধ্রসী (sciatica), "ওভেরির" প্রদাহ, বাত, গ্রন্থিস্ফীতি, বিবিধ বক্ষোরোগ, ও পুরাণ সন্ধিগতবাত রোগে হিতকর।

দাড়িম—दाड़िमः।

दाड़िमः—Punica Granatum.

तद्भेदाः—"द्विविधं तच्च विज्ञेयं मधुरञ्चाम्लमेव च" (ध: नि:)। "तत्फलं त्रिविधं स्वादु स्वाद्वम्लं केवलाम्लकम्" (भावप्रकाशः)। अन्वर्थसंज्ञा—नीलपत्रः," "लोहितपुष्पकः," "स्वाद्वम्लः," "रक्तवीजः," "दन्तवीज," "मणिवीजः," "मधुवीजः," "सुफलः," "कुचफलः," "वृत्तफलः," "वल्कफलः," "शुकवल्लभः"। अम्लं कषायमधुरं वातघ्नं ग्राहिदीपनम्। स्निग्धोष्णं दाड़िमं हृद्यं कफपित्ताविरोधि च। रुक्षाम्लं दाड़िमं यत्तु तत् पित्तानिलकोपनम्। मधुरं पित्तनुत्तेषां तद्धि दाड़िममुत्तमम्। (चरकः—फः वः सूः २७ अः)॥ कषायानुरसं तेषां दाड़िमं नातिपित्तलम्। दीपनीयं रुचिकरं हृद्यं वर्च्चोविबन्धनं। द्विविधं तत्तु विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव च। त्रिदोषघ्नञ्च मधुरमम्लं वातकफापहं। सुश्रुतः। (सूः ४६ अः)। स्निग्धोष्णं दाड़िमं हृद्यं कफपित्तविरोधि च। 'धन्वन्तरीयनिघण्टुः'। दाड़िमं मधुराम्लकषायं कासवातकफपित्तविनाशि। ग्राहि दीपनकरं च लघूष्णं शीतलं श्रमहरं रुचिदायि। तत्र वातकफहारि किलाम्लं तापहारि मधुरं लघु पथ्यम्। ग्रन्थान्तरे--अम्लं कषायं मधुरं वातघ्नं ग्राहि दीपनम्। राजनिघण्टुः। तत्तु 'स्वादु त्रिदोषघ्नं तृड्दाहज्वरनाशनम्। हृत्कण्ठमुखरोगघ्नं तर्पणं शुक्रलं लघु। कषायानुरसं ग्राहि स्निग्धं मेधाबलावहम्। 'स्वाद्वम्ल" दीपनं रुच्यं किञ्चित्पित्तकरं लघु। 'अम्लन्तु' पित्तजनकमम्लं वातकफापहम्। भावप्रकाशः। दाड़िमं हृद्यममोम्लं वातघ्नं ग्राहि दीपनम्। कषायानुरसंमोष्णं कफपित्तविरोधि च। 'मधुरन्तु त्रिदोषघ्नमम्लं वातकफापहम्। ज्वरघ्नं दीपनं पथ्यं पाके लघ्वग्निदीपनम्। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'व्रणात् प्रवृत्ते रुधिरे' दाड़िमपुष्परसः—"* तथा दाड़िमपुष्पतोयम्" (चिः ५ अः)। (२) 'रक्तार्शःसु' दाड़िमत्वक्—"* स्निग्ध-रक्तसंग्रहणः त्वग्दाड़िमस्य तद्वत्"। (चिः ८ अः)। चरकः। 'मुखप्रवृत्ते रुधिरे' दाड़िमफलत्वक्—"दाड़िमस्य फलत्वग्वा चूर्णं लिह्यात् सितायुतम्" (चिः ११ अः)। (२) 'चलितगर्भे' दाड़िमपत्रम् "पञ्चमे मासि चलिते गर्भे दाड़िमीपत्राणि चन्दनं दधि मधु च पाययेत्" (चिः ४८ अः)। हारीतः। सरक्ते 'अतिसारे' दाड़िमत्वक्—"कषायो मधुना पीतस्त्वचो दाड़िमवत्-सकात्। सद्यो जयेदतीसारं सरक्तं दुर्निवारकम्"। (अतिसार—चिः)। (२) 'अरोचके' दाड़िमफलरसः—"विट्चूर्णमधुसंयुक्तो रसो दाड़िमसम्भवः। असाध्यमपि संहन्यादरुचिं वक्त्रधारितः" (अरोचक—चिः)। (३) 'उपदंशे' दाड़िमत्वक्—"* दाड़िमत्वगभवेन वा। गुण्डनं * उपदंशहरं परम्"। (उपदंश—चिः)। चक्रदत्तः॥ ज्वरकृते 'आस्यवैरस्ये दाड़िमवीजः—"शर्करा-दाड़िमाभ्याञ्च द्राक्षादाड़िमयोस्तथा। वैरस्ये धारयेत् कल्कं गण्डूषञ्च तथा-हितम्"। (ज्वर—चिः)। (२) 'रक्तातिसारे' दाड़िमवीजरसः—"कुटजस्य फलं ग्राह्य मष्टभागे जले शृतम्। तथैव विपचेद्भूयो दाड़िमोदकसंयुतम्। यावच्च लसिकाभासं शृतं तमुपकल्पयेत्। तस्यार्द्धकर्षं तक्रेण पिवेद्रक्तातिसार-वान्। अवश्यमरणीयोऽपि मृत्योर्याति न गोचरम्। कुटजक्वाथतुल्योऽत्र दाड़िमस्य रसो मतः"। 'वङ्गसेनः॥ 'रक्तातिसारे' दाड़िमशलाटुत्वक्—"वत्सत्वग्दाड़िमतरुशलाटुफलसम्भवात् त्वक् च। त्वग्युगलं पलमानं विपचेद-ष्टांशसम्मिते तोये। अष्टमभागशेषं क्वाथं मधुना पिवेत् पुरुषः। रक्तातीसार मुल्वणमतिशयितम्" नाशयेन्नियतम्। (अतिसार—चिः)। (२) आमाजीर्णे दाड़िमम्—आमे अजीर्णे * अथ दाड़िमं वा आमेष्वजीर्णेषु गुदामयेषु वर्चो-विवन्धेषु च नित्यमद्यात्"। (अजीर्ण—चिः)। भावप्रकाशः।

দাড়িমের অন্যথ সংজ্ঞা—"নীলপত্র," "লোহিত-পুষ্পক," "রক্তবীজ," "দন্তবীজ," "মধুবীজ," "মণিবীজ," "সুফল," "কুচফল," "বৃত্তফল," "বল্কফল," "শুকবল্লভ"। দাড়িমের ভাষানাম—বাঃ—ডালিম। হিঃ—অনার। তিং—দৈলুম্। মঃ—

ডঠি্ঠব। গুঃ—দাডয়ম। বঃ—দালিম্ব। তৈঃ—ডানিম্বচেট্টু, দালিম্বকায়া। তাঃ—মাদলই চেহেড্ডি। উঃ—দালিম্ব। ফাঃ—অনাবৃতুরস্, অনারসীরী। অঃ—রুমানহামীজ, রুমান্‌হুলু।

দাড়িমের ভেদ—দাড়িম তিন প্রকার—কেবলমধুর, অম্লমধুর ও অম্ল। কলিকাতার বাজারে "পাটনাই দাড়িম" নামে যাহা বিক্রীত হইয়া থাকে তাহা প্রায়ই অম্লমধুর তন্মধ্যে কেবল মধুর কচিৎ দৃষ্ট হয়। বঙ্গের প্রায় গৃহে গৃহে যে দাড়িমের বৃক্ষ দেখা যায় তৎফল অম্ল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বৃক্ষত্বক্, কাঁচাফল, ফলত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজস্বরস।

বৈদ্যকে দাড়িমের ব্যবহার।

চরক—ঘ্রাণপ্রবৃত্তরুধিরে দাড়িমপুষ্পরস—দাড়িমপুষ্পরসের নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **রক্তার্শে** দাড়িমত্বক্—দাড়িম বৃক্ষত্বকের কাথ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে পান করিলে অর্শোরোগীর রক্তস্রাব বিনাশ পায়। (চিঃ ৯ অঃ)। **হারীত—মুখপ্রবৃত্তরুধিরে** দাড়িমফলত্বক্—দাড়িমফলত্বক্‌চূর্ণ চিনির সহিত লেহন করিলে, মুখ হইতে রক্তপাত প্রশমিত হয়। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **চলিতগর্ভে** দাড়িমপত্র—যে নারী অস্থিরগর্ভা অর্থাৎ যাহার প্রায়ই গর্ভস্রাব হয় তাহার গর্ভস্রাবাশঙ্কা নিবারণার্থ তাহাকে পঞ্চম মাসে পিষ্টদাড়িমপত্র ও শ্বেতচন্দন, দধি ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া পান করাইবে। (চিঃ ৪৯ অঃ)। **চক্রদত্ত—সরক্ত অতিসারে** দাড়িমত্বক্—কুটজ ও দাড়িমবৃক্ষ ত্বকের কাথ প্রস্তুত করিয়া মধুযোগে পান করিলে, সরক্ত দুর্নিবার অতিসার জয় করা যায়। (অতিসার—চিঃ)। (২) **অরোচকে** দাড়িমফলরস—দাড়িমের ফলরস বিট্‌লবণ ও মধুযোগে মুখে ধারণ করিলে অসাধ্য অরুচিও প্রশমিত হইয়া থাকে। (অরোচক—চিঃ)। (৩) **উপদংশে** দাড়িম-বৃক্ষত্বক্—দাড়িমবৃক্ষ ত্বকের চূর্ণদ্বারা উপদংশক্ষত অবধূলিত করিলে ক্ষত রোপণ হইয়া থাকে। (উপদংশ—চিঃ)। **বঙ্গসেন**—জ্বরকৃত **মুখবিরসতায়** দাড়িমবীজ—চিনিসহ পিষ্ট দাড়িমবীজ কিংবা শর্করা মিশ্রিত দাড়িমফলরস, কিস্‌মিস ও দাড়িমবীজ ফলের রসে তরল করিয়া মুখে ধারণ বা গণ্ডূষ করিলে জ্বররোগীর মুখবিরসতা বিনষ্ট হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **রক্তাতিসারে** দাড়িমবীজস্বরস—কুট্টিত আর্দ্র কুটজের ত্বক্ ৮ তোলা ৬৪ তোলা জলে পাক করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিবে। ইহাতে ১৬ তোলা দাড়িমফল রস মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে। গুড়ের মত গাঢ় হইলে নামাইবে। এই ফাণিতাকার বস্তু ১ তোলা সেবন করিলে মৃত্যুমুখে পতিত রক্তাতিসারীও জীবনলাভ করিবে। **ভাবপ্রকাশ—রক্তাতিসারে** কোমল দাড়িমফল—আর্দ্র কুট্টিত কুটজত্বক্ ৪ তোলা কাঁচা দাড়িমফলের খোসা ৪ তোলা—৬৪ তোলা জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া

৮তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ মধুর সহিত পান করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায়। (অতিসার—চিঃ)। (২) আমাজীর্ণে দাড়িমফল—সুপিষ্ট দাড়িমফল পুরণ গুড়ের সহিত ভোজন করিলে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়। ইহা অর্শঃ প্রভৃতি গুদরোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধে প্রশস্ত। (অজীর্ণ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, হৃদ্য ছর্দ্দিনিগ্রহণ এবং শ্রমহরবর্গে দাড়িম পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The bark contains tannin and punico tannic acid 22 p.c., mannit, sugar, gum, pectin, ash 15 p.c., an active liquid, alkaloid pelletierine and isopelletierine and two inactive alkoloids. **Therapeutics.**—The juice is given in dyspepsia and fevers ; flowers and rind of the fruit mixed with aromatics and astringents such as cloves, cinnamon, coriander, pepper, &c, are given in chronic diarrhœa of children and in chronic dysentery unaccompanied tenesmus. The juice of the flowers with durva root juice (cynodon dactylon) is used to stop bleeding from the nose. The decoction of root bark is vermifuge and is used for expelling tape worms, (R. N. Khory, Part II., p. 278).

"Besides using the flowers and rind in a variety of ways on account of their astringency, they recommend the root bark as being the most astringent part of the plant, and a perfect specific in cases of tape-worms ; it is given, in decoction, prepared with two ounces of fresh bark, boiled in a pins and a half of water till but three quarters of a pint remain ; of this when cold a wine glassful may be drunk every half hour, till the whole is taken. This dose sometimes sickens the stomach a little, but seldom fails to destroy the worm, which is soon after passed." (Dymoch, Part II., p. 45).

নব্যমত—দাড়িমের রস গ্রহণী ও জ্বর বিশেষে সেব্য। দাড়িমের খোসা ও ফুল লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে মরিচ প্রভৃতি সহ শিশুর দীর্ঘকালের অতিসার এবং রক্তাতিসারে কুন্থন বিদ্যমান না থাকিলে প্রযোজ্য। দূর্ব্বাঘাসের রসে দাড়িম্বপুষ্প পেষণপূর্ব্বক নস্য করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। মূলত্বকের কাথ ক্রিমিঘ্ন, অন্ত্র হইতে ফিতার মত ক্রিমি পাতনার্থ ইহার কাথ সেবিত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ২৭৮ পৃঃ)। ডিমক্ বলেন ২ ঔন্স (প্রায় এক ছটাক) দাড়িম মূলত্বক দেড় পাঁইট (প্রায় ৯ ছটাক) জলে সিদ্ধ করিয়া ৪½ ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে মদ্যপানের গ্লাসের এক গ্লাস করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সমস্তটুকু পান করিবে। এই মাত্রায় পান করিলে কদাচিৎ উদরের দোষ ঘটিয়া থাকে কিন্তু, ক্রিমিবিনাশ ও পাতন পক্ষে ইহার শক্তি প্রায় অব্যর্থ। (ডিমক্ ২য় খণ্ড, ৪৫ পৃঃ)।

দারুহরিদ্রা—दारुहरिद्रा।

दारुहरिद्रा, दार्वी, कटङ्कटेरी—Berberis Asiatica, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—"पीतदारु," "स्थिररागा"। तिक्ता दारुहरिद्रा स्यादुष्णा व्रणमेहजित्। कर्णनेत्रमुखोद्भूतां रुजं कण्डुञ्च नाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। तिक्ता दारुहरिद्रा तु कटूष्णा व्रणमेहनुत्। कण्डूविसर्पत्वग्दोषविषकर्णाक्षिदोषनुत्। राजनिघण्टुः। एषोष्णा कटुका तिक्ता नेत्रकर्णास्यरोगनुत्। मेहकण्डूविसर्पघ्नो त्वग्दोषव्रणनाशनो। विषघ्नो स्वेदनो पित्तकफशोथविनाशनो। भावप्रकाशः। * दार्व्वी विशेषेण कफाभिष्यन्दनाशनी। राजवल्लभः॥ 'दार्वीक्वाथसमुद्भवस्य रसाञ्जनस्य गुणाः—रसाञ्जनं हिमं तिक्तं रक्तपित्तकफापहम्। हिध्माश्वासहरं वर्ण्यं मुखरोगविषापहम्। रसाञ्जनं रसे चोष्णं चक्षुष्यं तिक्तकं कटु। रक्तपित्तविषच्छर्द्दि हिक्काघ्नं हृत्प्रसादनम्। अन्यच्च—रसाञ्जनञ्च पीताभं विषवक्त्रगदापहम्। श्वासहिध्माहरं वर्ण्यं वातपित्तास्रनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। * तत् नेत्रयो परमं हितम्। रसाञ्जनं कटुश्लेष्मविषनेत्रविकारनुत्। उष्णं रसायनं तिक्तं छेदनं व्रणदोषहृत्। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—'व्रणरोपणार्थं' दार्व्वीत्वमूलत्वक् "दार्व्वीत्वचश्च कल्केन प्रधानं व्रणरोपणम्" (चिः १३ अः)। चरकः॥ 'पिष्टमेहे दारुहरिद्रा "पिष्टमेहिनं हरिद्रादारुहरिद्राकषायं (पाययेत्)" (चिः ११ अः)। सुश्रुतः॥ 'श्लैष्मिके व्रणे' दारुहरिद्रा—"गोमूत्रेण पिबेत् कल्कं श्लैष्मिके पीतदारुजम्"। (चिः १३ अः)। (२) सर्व्वदोषप्रकुपिते नेत्रे दारुहरिद्रा—"शोड़शभिः सलिलपलैः पलं तथैकं कटङ्कटेर्य्याः सिद्धम्। सेकोऽष्टभागावशिष्टः क्षौद्रयुतः सर्व्वदोषप्रकुपिते नेत्रे"। (उः १६ अः)। 'वाग्भटः'। मुखरोगास्रग्दरनाड़ीव्रणेषु' दार्वीरसक्रिया "स्वरसः क्वथितो दार्व्या घनीभूतो रसक्रिया। सक्षौद्रा मुखरोगासृग्दोषनाड़ीव्रणापहा"। (कण्ठरोग चिः)। (२) 'कामलायां' दार्वीरसः *

দার্ব্যা নিম্বস্য বা রসঃ। সামর্মাখিকর্মসংযুক্তঃ মীলিতঃ কামলাপহঃ"। (পাণ্ডু বিঃ)। 'বঙ্গদত্তঃ।

অম্বর্থসংজ্ঞা—"পীতদারু," "স্থিররাগা"। **দারুহরিদ্রার ভাষানাম**—বাঃ—দারুহরিদ্রা। **হিঃ—দারুহলদি**। মঃ—দারুহঠ্ঠ। গুঃ—দারুহলদর। কঃ—মরদর্শিনা। তৈঃ—মনিপসুপু। তাঃ—মরমঞ্জিল। ফাঃ—দারচোব। অঃ—দারহলদ্। **লিঃ—বনুবেলা**।

বর্ণন—দারুহরিদ্রা পর্ব্বতজাত গুল্ম। গুল্মের মূল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কাণ্ড নির্গত হয়—এই সমস্ত কাণ্ড প্রায়ই এক পার্শ্বে আনত হইয়া থাকে। শাখাগুলি বিস্তৃত এবং ভূমির দিকে আনত। কোমল শাখার গাত্র কোণান্বিত এবং বন্ধুর। পুরাণ ত্বক্ উপরি পাংশুটে রঙের, অভ্যন্তরে পীত; কাষ্ঠও পীতবর্ণ। ৬।৭ বৎসরের দারুহরিদ্রা গুল্ম ৪।৫ হস্তের অধিক উচ্চ হয় না। **পত্র**—কঠিন, শিরাবন্ধুর ক্ষুদ্রবৃন্তযুক্ত, পত্রপ্রান্ত কণ্টকাকৃতি দন্তযুক্ত। **পুষ্প**—বৃহৎ, পীতবর্ণ। দল ছয়টী দুই থাকে সজ্জিত। **ফল**—ঘোর পাটলবর্ণ, অভ্যন্তরে রক্তবর্ণ, অম্লাস্বাদ এবং কষায় ফলশস্য দৃষ্ট হয়। রাঢ়ে যাহাকে মালঞ্চ ফুলের গাছ বলে কোচবিহারের লোকে তাহাই "দারুহলদি" ভ্রমে ব্যবহার করে। মালঞ্চফুলের গাছের কাষ্ঠ বিশেষতঃ মূল পীতবর্ণ, ইহার মূলের রঙ্গে কোচবিহারের লোকে বস্ত্রাদি বয়নের সূতা রঞ্জিত করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূলত্বক্, কাষ্ঠ বর্ণে পীত, স্বাদে তিক্ত ও কষায়। **মাত্রা**—মূলত্বক্স্বরস ½—১ তোলা। কাষ্ঠকাথ—৫—১০ তোলা। ঘনীভূত কাথ (রসাঞ্জন) ½ আনা—২ আনা।

বৈদ্যকে দারুহরিদ্রার ব্যবহার।

চরক—ব্রণরোপণার্থ দারুহরিদ্রামূলত্বক্—দারুহরিদ্রার মূলত্বকের কল্কযোগে যথাবিধি পক্ব তৈল সেচন করিলে ব্রণরোপণ হয় অর্থাৎ ক্ষত পূরিয়া উঠে। (চিঃ ১৩ অঃ)। **সুশ্রুত—পিষ্টমেহে** দারুহরিদ্রা—হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রা কাষ্ঠের কাথ, পিষ্ট মেহীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **বাগভট—শ্লৈষ্মিকবৃদ্ধিরোগে** দারুহরিদ্রা—যাহার কফজ বৃদ্ধিরোগে হইয়াছে তাহাকে গোমূত্রপিষ্ট দারুহরিদ্রা পান করাইবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) সর্ব্বদোষপ্রকোপজে **নেত্ররোগে** দারুহরিদ্রা—৮ তোলা দারুহরিদ্রা ৴২ দুই সের জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিবে। এই কাথ মধুযোগে চক্ষুতে সেচন করিলে সর্ব্বদোষজন্য নেত্রের লৌহিত্য, ব্যথা, স্ফীতি, জলস্রাব ও ক্লেদস্রাব নিবৃত্তি পায় (উঃ ১৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—মুখরোগ, রক্তপ্রদর ও**

নাড়ীব্রণে দার্বীস্বরসরসক্রিয়া—দারুহরিদ্রার মূলত্বকের স্বরস ঘনীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। এই রসক্রিয়া (ঘনী ভূত ক্বাথ বা স্বরস) মুখরোগাদি নাশক। (কুষ্ঠরোগ—চিঃ)। (২) **কামলায়** দার্বীরস—দারুহরিদ্রার ছালের রস মধুযোগে প্রাতঃকালে সেবন করিলে কামলা বিনষ্ট হয়। (পাণ্ডু—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয় এবং কণ্ডূঘ্নবর্গে দারুহরিদ্রা পাঠ করিয়াছেন। বিভিন্ন তিনটী বস্তু বৈদ্যকে রসাঞ্জন শব্দে অভিহিত হয়। (১) পিত্তলধাতুতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক লোহিত বর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পিটিলে উহা হইতে যে মল বিক্ষিপ্ত হয় তাহার নাম রসাঞ্জন —যথা—"রীত্যাস্তু ধ্মায়মানায়াং তৎকিট্টং তু রসাঞ্জনম্। তদভাবে তু কর্ত্তব্যং দার্বীক্বাথসমুদ্ভবম্"। (**রাজনিঘণ্টু**) (২) যে কৃষ্ণপাষাণাকৃতি ধাতুদ্রব্য স্রোতোঽঞ্জন নামে খ্যাত তাহাও রসাঞ্জন শব্দ বাচ্য। যথা—"রসাঞ্জনং দ্বিবিধং, স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণপাষাকৃতি ধাতুদ্রব্যং, অন্যৎ দারুহরিদ্রাক্বাথেন কৃত্রিমং পীতলোহিতম্" (সুশ্রুত টীকায় **ডল্হণ**)। (৩) দারুহরিদ্রার ক্বাথ সমপরিমিত গোদুগ্ধের সহিত যাবৎ ঘনীভূত না হয় তাবৎ অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাও বৈদ্যকে রসাঞ্জন নামে খ্যাত। যথা"দার্বীক্বাথসমং ক্ষীরং দত্ত্বা পক্ত্বা যথাঘনম্। তদা রসাঞ্জনাখ্যং" (**ভাবপ্রকাশ**)। কিন্তু মেটিরিয়া মেডিকা রচয়িতা ডাঃ **উদয়চাঁদ** স্বগ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন—রসাঞ্জন অর্থে "রসোৎ"ই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের নিকট "রসোৎ" অপরিচিতহেতু তাঁহারা রসাঞ্জন শব্দে স্রোতোঽঞ্জন ব্যবহার করেন। রসাঞ্জন শব্দে স্রোতোঽঞ্জনের গ্রহণ অজ্ঞতার সূচক নহে, মতান্তরমাত্র। রক্তপ্রদরের ভূরিস্রাব রোধার্থ রসোৎ সেবন করাইয়া বহুশঃ ফললাভ করা গিয়াছে।

Constituents.—The root and wood contain in great abundance a yellow alkaloid berberine or berberina, oxyacanthine, fat, resin, tannin also berbamine and another alkaloid. The fruit contains malic and citric acids and tannin. **Actions and uses.**—The bark and stem—Tonic, diaphoretic, stomachic antiperiodic, and a gentle but certain aperient, used in malarial fevers, diarrhœa, dyspepsia, ague, during convalescence from fevers and acute diseases. As an alterative it is used in bilious complaints, torpid liver dropsy and jaundice. With gypsum it in given in metrorrhagia. The berries are cooling and acid and used as refrigerant in febrile diseases, diarrhœa, &c. The extract (Rusot) is an anodyne, tonic and febrifuge internally used like the bark. Externally rusot, mixed with alum, rock salt, chebulic myrabolams and opium, is applied round the orbit in painful affections of the eye, as

in black eye, &c. Mixed with honey it is applied to ulcers in the mouth. It is also applied to relieve pain of cancer and of neuralgia. (R. N. Khory Part II., p. 34).

নব্যমত—দারুহরিদ্রার ত্বক্ ও কাষ্ঠ, বলপ্রদ, ঘর্ম্মকারী, পাচক, জ্বরনিবারক এবং ফলপ্রদ মৃদুবিরেচক। ইহা ইহা ম্যালেরিয়াজ্বর, অতিসার, গ্রহণী, আমরক্তাতিসার, কম্পজ্বর, জ্বর এবং অন্যান্য তরুণ পীড়ার অবসানজাত দৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হয়। দোষহর (alterative) বলিয়া ইহা, পিত্তবিকার, যকৃদ্দোষ (torpid liver), শোথ এবং কামলারোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজ, অম্ল এবং শীতল, ইহা জ্বর ও অতিসারে ব্যবহৃত হয়। **রসোৎ**,—বেদনাহর, বল্য ও জ্বরঘ্ন। দারুহরিদ্রার কাষ্ঠ এবং ত্বক্ যে যে পীড়ায় প্রয়োজ্য ইহাও তত্তৎ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফট্‌কিরি, সৈন্ধব, হরীতকী এবং অহিফেনের যোগে রসোতের প্রলেপ, "ব্ল্যাক্ আই" প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ অক্ষিরোগে অক্ষিগোলকের চতুঃপার্শ্বে প্রলিপ্ত করা হইয়া থাকে। আঘাতাদিহেতু অক্ষি বর্ণান্তরিত হইলে "ব্ল্যাক্ আই" বলে। রসোৎ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া মুখের ক্ষতে এবং "ক্যান্সার" ও "নিউর‍্যালজিয়া"র যন্ত্রণা প্রশমনে প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। (আর্, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৪ পৃঃ)।

দুরালভা ও যবাস—दुरालभा यवासश्च।

दुरालभा, दुरालम्भा, धन्वयवासः (मरुद्भवा दुरालभा)—Alhagi Camelorum, *Fisch.* **यवासः, यासः**—Alhagi Maurorem, *D. C.*

अन्वर्थसंज्ञाः—'यवासस्य'—"विपर्णिकाः," "अल्पकः," "सूक्ष्मपत्रः," "बहुकण्टकः," "विषकण्टकः," "दीर्घमूलः," "सुदूरमूलः," "विषघ्नः"। 'दुरालभायाः' —"धन्वयासः" (मरुद्भवा दुरालभा), "सूक्ष्मदला," "दुःस्पर्शा," "ताम्रमूली," "गजभक्ष्या," "उष्ट्रभक्षिका," "करभप्रिया"। 'दुरालभा' स्वादुशीता तिक्ता दाहविनाशनी। विषमज्वरहृट्छर्दिमेहमोहविनाशनी। 'यवासकः' स्वादुतिक्तो ज्वरहृद्रक्तपित्तनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'यवासशर्करा' मधुरकषाया तिक्तानुरसा श्लेष्महरी सरा चेति। (सुश्रुतः द्रव्यवर्गः—सू: ४५ अ:)। "यवासक्वाथघनीभावात् शर्करा कृता यवासशर्करा"—डल्हणः॥ 'दुरालम्भा कटुस्तिक्ता वीर्य्योष्णा वातहृत्तिका तथा। मधुरा वातपित्तघ्नी ज्वरगुल्मप्रमेहजित्।

দুরালভা 'দ্বিতীয়া' চ গৌল্যাऽস্রজ্বরকুষ্ঠনুত্। শ্বাসকাসভ্রমঘ্নী চ পারদে মূর্ছিকারিকা। 'যাসো' মধুরতিক্তোऽসৌ শীতঃ পিত্তাস্রদাহজিত্। বলীদীপন-জন্তৃষ্ণাকফচ্ছর্দিবিসর্পজিত্। রাজনিঘণ্টুঃ॥ যাসঃ স্বাদুঃ সরস্তিক্তঃ তুবরঃ শীতলো লঘুঃ। কফমেদোমদভ্রান্তিপিত্তাসৃক্কুষ্ঠকাসজিত্। তৃষ্ণাবিসর্পবা-তাস্রবমিজ্বরহরঃ স্মৃতঃ। যবাসস্য গুণৈস্তুল্যা বুধৈ রুক্তা দুরালভা। ভাব-প্রকাশঃ॥ যাসঃ সরো জ্বরচ্ছর্দিশ্লেষ্মপিত্তবিসর্পজিত্। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'রক্তপিত্তে' দুরালভা—"* দুরালভা পর্পটকা মৃণা-লম্। পৃথক পৃথক্ চন্দনযোজিতানি। তেনৈব কল্পেন স্থিতানি নত্ত"। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) 'ঘ্রাণাত্ প্রবৃত্তে রুধিরে' দুরালভামূলম্—"যবাসমূলানি * নস্যম্"। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) 'মদাত্যয়ে' দুরালভা—"দুস্পর্শেন * সৃতং বাপি দদ্যাদ্দোষবিপাচনং। এতদেব চ পানীয়ং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে। নিরত্যয়ং পীয়মানং পিপাসাজ্বরনাশনম্" (চিঃ ১২ অঃ)। (৪) 'কফজবমনে' দুরালভা "দুরালভাং বা মধুসম্প্রযুক্তাং। লিহ্যাত্ কফচ্ছর্দ্দিবিনিগ্রহার্থম্"। (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ॥ 'মূত্রাঘাতে' ধন্বযাসঃ—"রসং বা ধন্বযাসস্য"। (চিঃ ১১ অঃ)। বাগ্ভটঃ॥ 'ভ্রমরোগে' দুরালভা—"পিবেদ্দুরালভাক্বাথং সঘৃতং ভ্রম-শান্তয়ে"। (মূর্চ্ছা—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥

দুরালভার ভেদ—ধন্বযাস বা দুরালভা, ক্ষুদ্র দুরালভা এবং যবাস ভেদে যাস তিন প্রকার। নিঘণ্টুকার, দুরালভা বা দুরালম্ভা শব্দ ধন্বযাসের পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। ধন্বযাস শব্দের অর্থ মরুদেশজাত যাস। দুস্পর্শ ইহার পর্য্যায়। ভাবমিশ্র যবাস এবং দুরালভার গুণ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে দুরালভা শব্দ ধন্বযাসের পর্য্যায় নহে। ভাবপ্রকাশে যাসের পর্য্যায়ে ধন্বযাস পঠিত হইয়াছে এবং সমুদ্রান্তা বোদিনী প্রভৃতি ছয়টী শব্দ দুরালভার পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং নিঘণ্টুর সহিত বিরোধ হইল। পারস্য, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি ভূভাগের মরুদেশজাত যাসকে ধন্বযাস বলে। ইহার হিন্দি নাম ধমাসা। আর যাহা গান্ধারদেশে (আফগানিস্থান বিশেষতঃ কান্দাহার) সুলভ তাহার নাম যবাস। ইহার হিন্দি নাম জবাসা। ইহা গঙ্গাতীরভূমিতেও জন্মিয়া থাকে। ভাবমিশ্র দুরালভার পর্য্যায়ে "গান্ধারী" শব্দ পাঠ করিয়াছেন, নরহরি, যবাসের পর্য্যায়ে "গান্ধারী" লিখিয়াছেন। সুতরাং দুরালভা শব্দে নিঘণ্টুমতে ধমাসা এবং ভাবমিশ্রের মতে জবাসা। আমরা দুরালভা শব্দ ধন্বযাসার্থে প্রয়োগ করিয়াছি। **দ্বিং—এক্দকসাল্পিলির্ং।**

বর্ণন—দুরলভা এবং যবাসের নিঘণ্টুক্ত অন্বর্থ সংজ্ঞাগুলিই উহাদের পরিচয়পক্ষে প্রচুর। **দুরালভা**—"মরুদ্ভব," "সূক্ষ্মদলা," "তীক্ষ্ণকণ্টক," 'তাম্রমূলী,' 'অজভক্ষ্যা,' "উষ্ট্রভক্ষিকা," এবং "করভপ্রিয়া।" **যবাস**—গান্ধারী" (গান্ধারদেশজ), "অল্পক," "সূক্ষ্ম-পত্র," "বহুকণ্টক," "বিষকণ্টক," "দীর্ঘমূল" "সুদূরমূল" ও "বিষঘ্ন।" দক্ষিণ আসিয়ার কোন কোন অংশে উষ্ণ রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া তত্রত্য লোকে যবাসের "টাটি" পর্দার মত বাতায়নপথে স্থাপন করে। বসন্তের বারিপাতের পর যবাসক্ষুপ হইতে যে নির্য্যাস ক্ষরিত হইয়া সঞ্চিত হয় তাহার নাম "ম্যানা"। ডিমক্ বলেন কেবল মরুভূমিজ দুরালভা হইতেই ম্যানা নির্গত হইয়া থাকে। রক্স্বর্গ বলেন কান্দাহার, মীরাট্ অঞ্চলের যবাস-ক্ষুপ হইতেও ম্যানা সংগৃহীত হইয়া থাকে। কর্ত্তিত যবাসক্ষুপ বস্ত্রোপরি নাড়িলে, উহা হইতে ম্যানা পতিত হয়। ম্যানা দেখিতে শুভ্রবর্ণ রেণুবৎ। বম্বে প্রদেশে ম্যানা তরঞ্জাবীন্ নামে খ্যাত। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে বম্বে নগরে ইহার আমদানী হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের আর্দ্র বায়ুতে ইহা দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে না, সত্বর জমিয়া চটচটে পিণ্ডাকৃতিত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বাদ আদৌ মধুর পশ্চাৎ ঈষত্তিক্ত। কর্ত্তিত যবাসক্ষুপ নাড়িয়া মানা পাতিত করিবার পরও ক্ষুপে কিঞ্চিৎ ম্যানা থাকিয়া যায়, এই ক্ষুপ সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার শর্করা পাওয়া যায় তাহা অপকৃষ্ট ম্যানা। সুশ্রুত এবং চরক উভয়েই ইক্ষুবর্গে যাসশর্করার উল্লেখ করিয়াছেন। **চরক** বলেন—"কষায়মধুরা শীতা সতিক্তা **যাসশর্করা**।" **সুশ্রুত** বলেন—"যবাসশর্করা মধুরকষায়া তিক্তানুরসা শ্লেষ্মহরী সরাচেতি।" **ডিমক** বলেন—সংস্কৃতে দুরালভা ক্ষুপ হইতে ক্ষরিত ম্যানার উল্লেখ নাই। যে যাসশর্করার উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দুরালভাক্ষুপ-জাত কাথ ঘনীভূত করিয়া প্রস্তুত। চরকটীকাকার **চক্রপাণি** এবং সুশ্রুতটীকাকার **ডল্হণ** যাসশর্করার ঐ রূপ অর্থই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু যখন নিঘণ্টুতে মরুজাত দুরা-লভার পৃথক্ উল্লেখ ও গুণনির্দ্দেশ দৃষ্ট হইতেছে এবং নিঘণ্টুকার ধন্বযাস ও যাসের পৃথক্ উল্লেখ করিলেও, যাস, যবাস শব্দ যখন ধন্বযাসের পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন, তখন যবাসশর্করা শব্দে যে কৃত্রিম যবাসশর্করাই আচার্য্যের অভিপ্রেত একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ ও যবাসশর্করা। অধুনা যে ক্ষুদ্র কণ্টকিত ক্ষুপ দুরালভা নামে বাজারে বিক্রীত হয় ইহা নিঘণ্টুক্ত দুরলভা নহে। ইহা নিঘণ্টুক্ত যবাস। এই সকল ক্ষুপ গঙ্গাতীরবর্ত্তী আর্দ্র ভূমিতে কুত্রাপি সজলস্থানে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। এই সকল ক্ষুপ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে—ইহারা ফলবান্ হইবার, কচিৎ পুষ্পিত হইবার পূর্ব্বেই কর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফলবান্ অন্ততঃ পুষ্পিত যবাসক্ষুপই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। দুরালভা শব্দে ম্যানাসমন্বিত মরুদেশজ দুরালভাক্ষুপ ব্যবহৃত হওয়াই শাস্ত্রানুমত। বঙ্গে ধন্বযবাস সুলভ নহে। অভাবে যবাস ব্যবহর্ত্তব্য। **মাত্রা**—স্বরস ১—২ তোলা।

ক্বাথ—৫—১০ তোলা। মূলত্বক্‌চূর্ণ—½ আনা হইতে ২ আনা। যবাসশর্করা ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে দুরলভার বা যবাসের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে দুরলভা—দুরলভা ও চন্দন সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক শর্করাযোগে পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) নাসিকা হইতে **রক্তস্রাবে** দুরলভা—যবাসমূলের রসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **মদাত্যয়ে** দুরালভা—মরুদেশজাত দুরালভার ক্বাথ দোষপাচনার্থ পান করাইবে কিংবা পিপাসু মদাত্যয়রোগীকে ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত দুরলভাপানীয় পান করিতে দিবে। ইহা মদাত্যয়ের সর্ব্বাবস্থায় পেয়। এই পানীয় পিপাসা ও জ্বরনাশক। (চিঃ ১২ অঃ)। (৪) **কফজবমনে** দুরালভা—কফজ-বমন নিবারণার্থ দুরালভাচূর্ণ মধুযোগে লেহন করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। **বাগ্‌ভট—মূত্রঘাতে** দুরালভা—যাহার—মূত্ররোধ হইয়াছে তাহাকে দুরালভার ক্বাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **চক্রদত্ত—ভ্রমরোগে** দুরালভা—ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া দুরালভা ক্বাথ পান করিলে ভ্রমরোগের শান্তি হয়। (মূর্চ্ছা—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, অর্শোঘ্ন, তৃষ্ণানিগ্রহণ, হিক্কানিগ্রহণ এবং কাসহরবর্গে দুরলভা পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—Manna contains mannite and cane-sugar. **Actions and uses.**—The plant is laxative, diuretic and expectorant. The manna and the extract, cholagoque, aphrodisiac and demulcent, given in coughs. The fresh juice is diuretic and given in combination with aromatics in the suppression of urine; also used in opacities of the cornea, and snuffed up the nose in migraine. A poultice of the plant or its fumigation is used in the cure of piles. The plant is smoked with black dhatura, tobacco and bishops-weed seeds in asthma. (R. N. Khory, Part II., p. 189).

নব্যমত—দুরালভা ক্ষুপ রেচক, মূত্রপ্রদ এবং কফনিঃসারক। ম্যানা এবং যবাস-শর্করা যকৃৎ হইতে পিত্তস্রাববর্দ্ধক, বৃষ্য ও স্নিগ্ধ—ইহা কাসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুরালভার স্বরস মূত্রকরহেতু অন্য সুগন্ধি ভেষজের সহিত মূত্ররোগে সেব্য। অক্ষিরোগ বিশেষে (opaoity of the cornea) স্বরস হিতকর। দুরালভা ক্ষুপের প্রলেপ কিংবা ইহার ধূম অর্শের পক্ষে হিতকর। শ্বাসরোগী কৃষ্ণধুতুরা, তামাক এবং যমানীর সহিত দুরালভা ক্ষুপ কল্কেতে সাজিয়া খায়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ১৮৯)।

दूर्वा—दूर्वा।

दूर्वा—Cynodon Dactylon, *Pers.* Panicum Dactylon, *Linn.* 'तद्भेदाः'—नीलदूर्व्वा, श्वेतदूर्व्वा (गोलोमी), गण्डदूर्व्वा, मालादूर्व्वा। अन्वर्थसंज्ञा—'नीलदूर्वायाः'—"हरितम्," "शतपर्वा"। 'श्वेतदूर्वायाः'—"श्वेतकाण्डा," "सितच्छदा," "सुपर्व्वा," "कच्छान्तरुहा," "दुर्मरा"। 'मालादूर्वायाः'—"ग्रन्थिला," "रोहत्पर्व्वा"। 'गण्डदूर्वायाः'—"सूचीपत्रा," "श्यामकाण्डा," "चित्रा"। 'दूर्व्वात्रय-(नीलश्वेतगण्डदूर्वाः) गुणाः'—दूर्वा शीता कषाया च रक्तपित्तकफापहा। अनुपत्रा कषाया च शीतला श्लेष्मवातला। अन्यच्च—दर्भः शरो नलश्चैव तथा दूर्वात्रयं समम्। स्वादुतिक्तकषायाणि पित्तश्लेष्महराणि च। दाहतृष्णास्रवीसर्परक्तपित्तापहाणि च। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'नीलदूर्वा' तु मधुरा तिक्ता शिशिररोचनी। रक्तपित्तातिसारघ्नी कफवातज्वरापहा। 'श्वेतदूर्वा'ऽपि शिशिरा मधुरा वान्तिपित्तजित्। आमातीसारकासघ्नी रुच्या दाहतृषापहा। 'वल्लीदूर्वा' (मालादूर्वा) सुमधुरा तिक्ता च शिशिरा च सा। पित्तदोषप्रशमनी कफवान्तितृषापहा। 'गण्डदूर्वा' तु मधुरा वातपित्तज्वरापहा। शिशिरा द्वन्द्वदोषघ्नी भ्रमतृष्णाश्रमापहा। दूर्वासाधारणगुणाः—दूर्वाः कषायाः मधुराश्च शीताः। पित्ततृषारोचकवान्तिहन्त्र्यः। सदाहमूर्च्छाग्रहभूतशान्ति। —श्लेष्मश्रमध्वंसनतृप्तिदाश्च। राजनिघण्टुः॥ 'नीलदूर्वा' हिमा तिक्ता मधुरा तुवरा हरेत्। कफपित्तास्रवीसर्पतृष्णादाहत्वगामयान्। 'श्वेतदूर्वा' कषाया स्यात् स्वाद्वी वर्ण्या च जीवनी। तिक्ता हिमा विसर्पास्रतृट्पित्तकफदाहहृत्। 'गण्डदूर्वा' हिमा लोह-द्राविणी ग्राहिणी लघुः। तिक्ता कषाया मधुरा वातकृत् कटुपाकिनी। दाहतृष्णाबलासास्रकुष्ठपित्तज्वरापहा। भावप्रकाशः॥ दूर्वा तु रक्तपित्तघ्नी कण्डूत्वग्दोषनाशनी। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'घ्राणात् प्रवृत्ते रुधिरे' दूर्वास्वरसः—"नस्यं * दूर्वास्वरसस्य चैव" (चिः ५ अः)। (२) 'विसर्पे' दूर्वा—"दूर्वास्वरससिद्धञ्च घृतं स्याद्व्रणरोपणम्"। (चिः ११ अः)। चरकः॥ 'रक्तपित्ते' दूर्वा—"लिह्याच्च दूर्वावटजांश्च पल्लवान्। मधुद्वितीयान्"। (उः ४५ अः)। सुश्रुतः॥ 'कच्छ्वादिषु' दूर्वा—

"रसेन च दूर्वायाः पचेत्तैलं चतुर्गुणम्। कच्छूविचर्च्चिकापामा अभ्यङ्गादेव नाशयेत्"। (कुष्ठ—चि:)। (२) 'आर्त्तवलाभाय' दूर्वा—"दूर्वायाः पिष्टकं प्राश्य वनितात्वार्त्तवं लभेत्" (योनिव्याप—चि:)। चक्रदत्तः॥ 'मूत्राघाते' दूर्वा—"गोजानाम्लोमूलं पलमेकं क्वथितशोषितं पीतम्। छित्त्वा मधु च सितञ्च प्रणुदति मूत्रस्य संरोधम्"। (मूत्रघात—चि:)। भावप्रकाशः।

দূর্বার অন্বর্থসংজ্ঞা—নীলদূর্ব্বার—"হরিত", "শতপর্ব্বা" "**শ্বেতদূর্বার**" শ্বেতকাণ্ডা, "সিতচ্ছদা", "সুপর্ব্বা," "কচ্ছান্তরুহা," "হুর্মরা"। **মালাদূর্ব্বার**—"গ্রন্থিলা", "রোহৎপর্ব্বা" **গণ্ডদূর্ব্বার**—সূচীপত্রা," "শ্যামকান্তা," "চিত্রা"।

নীলদূর্বার ভাষানাম—বাঃ—দূর্বাঘাস। হিঃ—दूब। সিং—ইলইনন। মঃ—হরন্ঠী। গুঃ—ধ্রো। কঃ—হসুগরুকে। তৈঃ—দূর্বালু। তাঃ—অরুগম্ পল্লু। উঃ—দূব্। **শ্বেতদূর্ব্বার**—বাঃ—শাদাদূর্ব্বা। হিঃ—सफेद दूब्। মঃ—শ্বেতহরন্ঠী। গুঃ—ধোলীধ্রো। তৈঃ—গরিকেগড্ডি। **গণ্ডদূর্ব্বার**—বাঃ—গেঁটেদূর্ব্বা। হিঃ—गाण्डरदूब्। মঃ—গণ্ডূরদূর্ব্বা। গুঃ—গণ্ডূরধ্রো। কঃ—হোন্নগুন্দে। তৈঃ—পোন্নগণ্ডী। **দূর্ব্বারভেদ**—নীলদূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা (গোলোমী), গণ্ডদূর্ব্বা, মালাদূর্ব্বা।

বর্ণন—ইতস্ততঃ যে হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বা দেখা যায় তাহাই নীলদূর্ব্বা। নীল ও শ্বেতদূর্ব্বার কেবল বর্ণগত পার্থক্য বিদ্যমান্। মালাদূর্ব্বা নীলদূর্ব্বার তুল্য কেবল উহার ব্রততি মালাকৃতি। গণ্ডদূর্ব্বার ক্ষুপ হয়, ইহা কাসতৃণের তুল্য। গণ্ডদূর্ব্বায় ঘর ছাওয়া হয়। **ঔষধার্থে ব্যবহার**—সমগ্র লতা বা ক্ষুপ বিশেষতঃ মূল। **মাত্রা**—স্বরস ১—২ তোলা। কল্ক বা চূর্ণ ২—৪ আনা। ক্বাথ ৫—১০ তোলা (সামান্যতঃ)।

বৈদ্যকে দূর্ব্বার ব্যবহার।

চরক—নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে দূর্ব্বারস—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে দূর্ব্বা ঘাসের রসের নস্য করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **বিসর্পে** দূর্ব্বা—দূর্ব্বারসে যথাবিধি পক্বঘৃত বিসর্পব্রণরোপক। (চিঃ ১১ অঃ)। **সুশ্রুত—রক্তপিত্তে** দূর্ব্বা—রক্তপিত্তী দূর্ব্বাপত্রচূর্ণ মধুযোগে লেহন করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—কচ্ছুরোগে দূর্ব্বা—তৈলের চতুর্থাংশ দূর্ব্বা স্বরসের সহিত তিলতৈল যথাবিধ পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে কচ্ছু বিচর্চিকাপামাদি চর্ম্মরোগ নিবৃত্তি পায়। (কুষ্ঠঃ—চিঃ)। (২) **আর্ত্তবলাভার্থ** দূর্ব্বা—পিষ্টদূর্ব্বাঘাস তণ্ডুলচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। যে স্ত্রীর অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতুদর্শন হয় নাই কিম্বা যাহার

রজোরোধ হইয়াছে তাহাকে এই পিষ্টক ভোজন করিতে দিবে। (যোনিব্যাপ—চিঃ)।
ভাবপ্রকাশ—মূত্রাঘাতে শ্বেতদূর্ব্বা—শ্বেতদূর্ব্বার মূল ৮ তোলা দুই সের জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া চতুর্থাংশাবশিষ্ট রাখিবে। শীতল হইলে ইহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (মূত্রাঘাত—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক বর্ণ্য এবং প্রজাস্থাপনবর্গে দূর্ব্বা পঠিত হইয়াছে। গর্ভাশয়ে যে সমস্ত দোষ বিদ্যমান থাকিলে মৃত বা অল্পায়ু সন্তান প্রসূত হয়, যে সকল বস্তু সেবিত হইলে এই সকল দোষ বিনাশ পায় তাহাদের নাম প্রজাস্থাপন। বর্ণ্যবর্গে "সিতালতা" পঠিত হইয়াছে। চক্রপাণি বলেন "সিতা শ্বেতদূর্ব্বা, লতা শ্যামদূর্ব্বা"। সিতালতা পৃথক্ বস্তু স্বীকার না করিলে দশ সংখ্যা পূর্ণ হয় না। আমরা যতগুলি নিঘণ্টু পাঠ করিয়াছি কুত্রাপি লতা শব্দ শ্যামদূর্ব্বার পর্য্যায়ে পঠিত হইতে দেখি নাই। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর মতে সিতালতা শব্দ শ্বেত দূর্ব্বার পর্য্যায় যথা—"শ্বেতদূর্ব্বা তু গোলোমী শ্বেতদণ্ডা সিতালতা"। অতএব চারক বর্ণ্যবর্গের পাঠবিশুদ্ধত্ব চিন্ত্য।

Actions and uses.—Dmulcent, astringent, and acid; used in checking vomiting. As a diuretic it is given in dysuria, and as an astringent epistaxis and to stop bleeding from wounds. It is used as a substitute for triticum repens. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., page 640).

নব্যমত—দূর্ব্বা শীত, কষায় এবং অম্ল। ইহা বমন নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। মূত্রকর-হেতু ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সেব্য। সঙ্কোচক বলিয়া ইহা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং শস্ত্রাদি ক্ষতের রক্তস্রাব রোধার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (আর্. এন্. কোরি—২য়ঃ খণ্ড, ৬৪০ পৃঃ।)

দেবদারু—देवदारु।

देवदारु, सुराह्वम् स्निग्धदारु—Pinus Deodara, *Roxb.* Cedrus Libani, *Barrel.* **'तद्भेदौ'—स्निग्धदारु, काष्ठदारु च। देवदारु रसे तिक्तं स्निग्धोष्णं श्लेष्मवातजित्। आमदोषविबन्धाऽऽध्मानमेहविनिवर्त्तकम्। देवदार्व्वनिलं हन्ति स्निग्धोष्णं श्लेष्मपाकतः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। 'देवकाष्ठन्तु' तिक्तोष्णकफश्लेष्मानिलापहम्। भूत दोषापहं धत्ते लिप्तमङ्गेषु कालिकम्। 'तैलगुणाः'—तीक्ष्णं कटूष्णं पित्तजित्। अर्शःशुक्रकृमिश्लेष्मकुष्ठमेदोऽनिलापहम्। राज-निघण्टुः॥ देवदारु लघु स्निग्धं तिक्तोष्णं कटुपाकि च। विबन्धाऽऽध्मानशोथामतन्द्राहिक्काज्वरास्रजित्। प्रमेहपीनसश्लेष्मकासकण्डूसमीरणुत्। भाव-**

प्रकाश: ॥ * सरलदेवदारु * 'स्नेहा'स्तिक्ता कटुकषाया दुष्टव्रणशोधना: क्रिमिकफकुष्ठानिलहराश्च । सुश्रुत: ॥

वैद्यके व्यवहार:—'हिक्काश्वासयो:' देवदारु—"* क्वाथ मथवा देवदारुण:" (चि: २१ अ:)। चरक: ॥ 'ज्वरे' देवदारु—"* देवदारुणि। कषायं विधिवत्कृत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम्"। (उ: ३८ अ:)। (२) शोथे देवदारु—"देवदारुशुण्ठीं वा मूत्रेण" (चि: २३ अ:)। सुश्रुत: ॥ 'कफकासे देवदारु-स्नेह:—"कफकासी पिबेदादौ सुरकाष्ठात् प्रदीपितात् स्नेहं परिस्रुतं व्योषयवक्षारावचूर्णितम्"। (चि: ३ अ:)। वाग्भट: ॥ 'वातव्रणे' सुरदारु—"सुरदारु तथा शुण्ठी लेपो वातव्रणे हित:" (चि: २५ अ:)। हारीत: ॥ 'श्लीपदे' देवदारु—"हितश्चालेपने नित्यं चित्रको देवदारु वा * सुखोष्णो मूत्रपेषित:"। (श्लीपद—चि:)। चक्रदत्त: ॥ 'कुब्जे वाते' देवदारुसमायुक्तं नागरं परिपेषितम्। कुद्दालवेदनायुक्त: पीत्वा सुखमवाप्नुयात्"। (वातव्याधि—चि:)। भावप्रकाश: ॥ 'कफजगण्डमालायां' देवदारु—"देवदारु विशाला च कफगण्डे प्रलेपनम्" (गलगण्ड—चि:। (२) 'श्लीपदे' देवदारु—"* देवदारु च। पिबेत् सर्षपतैलेन श्लीपदानां निवृत्तये"। (श्लीपद—चि:)। वङ्गसेन: ॥

দেবদারুর ভাষানাম—বাঃ—দেবদারু। হিঃ—देवदार। মঃ—তেল্যা-দেবদারু। গুঃ—দেবদার। কঃ—চোপড়াদেবদারু। তৈঃ—দেবদারুচেক্কা। ফাঃ—দেবদার। অঃ—শজর্ তুল্‌জীন্। **দেবদারুর ভেদ**—দেবদারু দুই প্রকার—স্নিগ্ধদারু ও কাষ্ঠদারু। সুগন্ধি, ভারী, তৈলাক্ত, ঈষৎ পীতবর্ণের নাম স্নিগ্ধদারু। ইহা পর্ব্বতে জন্মে! কাষ্ঠদারু—নির্গন্ধ, লঘুতর, রুক্ষ। ইহা যত্রতত্র জন্মিয়া থাকে! উৎসবোপলক্ষ্যে ভবনাদি সজ্জীকরণার্থ লোকে যে গ্রাম্যদেবদারু শাখা ব্যবহার করে তাহাই কাষ্ঠদারু। বণিক্‌গণ যে তৈলাক্ত গুরু সুগন্ধি কাষ্ঠ বিক্রয় করে তাহা স্নিগ্ধদারু। বৈদ্যকে দেবদারু শব্দে স্নিগ্ধদারু গ্রাহ্য। গিরিচারী বায়ুর সৌরভ্যবর্ণনার্থ দেবদারুর উল্লেখ কাব্যপ্রসিদ্ধ। হিমগিরিবাহী বায়ু বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন—"মুহুঃকম্পিতদেবদারুঃ"।

বর্ণন—পর্ব্বতে বহুযোজনব্যাপি দেবদারুর বন দৃষ্ট হয়। ইহার কাণ্ড ১২।১৩ হাত উচ্চ এবং ব্যাস প্রায় তিন হাত। কাণ্ড অতি সরল এবং মাছধরা ছিপের মত অগ্রভাগে ক্রমশঃ সরু ও শাখাগুলি ভূতলাভিমুখে আনত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাষ্ঠ, তৈল। **মাত্রা**—কাষ্ঠচূর্ণ—১—৪ আনা। তৈল ২০—৪০ বিন্দু।

বৈদ্যকে দেবদারুর ব্যবহার।

চরক—হিক্কাশ্বাসে দেবদারু—হিক্কাশ্বাসরোগী দেবদারু কাষ্ঠের কাথ পান করিবে। (চিঃ ২১ অঃ)। **সুশ্রুত—বিষমজ্বরে** দেবদারু—বিষমজ্বররোগী ক্ষীরপরিভাষানুসারে সাধিত দেবদারু কাথ পান করিবে। (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) **শোথে** দেবদারু—শোথরোগী গোমূত্রপিষ্ট দেবদারু পান করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। **বাগ্‌ভট—কফকাসে** দেবদারুস্নেহ—দেবদারু কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে উহা হইতে যে তৈল পতিত হইবে কফকাসী ত্রিকটু ও যবক্ষারসহ সেই তৈল পান করিবে। (চিঃ ৩ অঃ)। **হারীত—বাতব্রণে** দেবদারু—দেবদারু ও শুণ্ঠীর প্রলেপ বাতজব্রণের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৩৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—শ্লীপদে** দেবদারু—গোমূত্রপিষ্ট ঈষদুষ্ণ দেবদারুর প্রলেপ শ্লীপদে হিতকর। (শ্লীপদ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ**—বায়ু হৃদয়গত হইলে দেবদারু—দুষ্টবায়ু হৃদয় আশ্রয় করিলে (যাহাকে লোকে প্যাল্‌পিটেশন্ অভ্ দি হার্ট বলে) দেবদারু ও শুণ্ঠী পেষণপূর্ব্বক উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)। **বঙ্গসেন**—কফজগণ্ডমালায় দেবদারু—দেবদারু ও বিশালার (মাখাল) প্রলেপ কফজ-গণ্ডমালায় হিতকর। (গলগণ্ড—চিঃ)। (২) **শ্লীপদে** দেবদারু—দেবদারুচূর্ণ সার্ষপ তৈলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ নিবৃত্তি পায়। (শ্লীপদ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকোক্ত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে দেবদারুর উল্লেখ নাই। সুশ্রুত ও নরহরি কথিত দেবদারু তৈলের গুণ এই প্রবন্ধের শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে। অচিরকর্ত্তিত দেবদারুসার এতাদৃশ স্নিগ্ধ থাকে যে উহা অঙ্গুলিস্পৃষ্ট হইলে চট্‌চট্ করে। বণিকগণ সচরাচর যে দেবদারু কাষ্ঠ বিক্রয় করে তাহা অতি পুরাণ বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প স্নেহান্বিত।

Constituents.—An acid resin. **Actions and uses.**—The wood is carminative, diaphoretic and diuretic ; given in fever, flatulence, drospy and urinary diseases as gravel. In ascites it is given in combination with shegata chhala and aghado. In gonorrhœa, syphilis, gout and rheumatism, the decoction (Devdari Kvatha) is given as a powerful alterative. With halada and gugala its paste is applied to indolent swellings. The tar is used as a favourite alterative and given in chronic skin diseases and in large doses, given in leprosy and also applied externally to ulcers. (R. N. Khory, Part II., p. 578).

নব্যমত—দেবদারু কাষ্ঠ, বায়ুনাশক, ঘর্ম্মকারক এবং মূত্রপ্রদ। ইহা জ্বর, উদরাধ্মান, শোথ, অশ্মরী প্রভৃতি মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়ায় সেব্য। দ্রব্যান্তরের সহিত উদররোগে প্রযোজ্য। দেবদারু কাথ—গণোরিয়া, ফিরঙ্গ, বাত এবং আমবাতে বীর্য্যবান্ রসায়ন

(alterative) রূপে প্রযোজ্য। হরিদ্রা এবং গুগ্‌গুলুসহ ইহার প্রলেপ বেদনাহীন শোথের পক্ষে হিতকর। দেবদারুর তৈল—জনপ্রিয় রসায়ন। ইহা পুরাতন চর্ম্ম রোগে এবং অধিক মাত্রায় কুষ্ঠে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষতেও ইহা প্রলেপার্থ প্রয়োগ করা হয়। (আম্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৫১৮ পৃঃ)।

দ্রাক্ষা—द्राक्षा।

द्राक्षा—Vitis Vinifera, *Linn.*

तद्भेदाः—(१) द्राक्षा—Grapes, पक्वशुष्का द्राक्षा—Sultanas. Raisins (२) कपिलद्राक्षा—Blaek large grape. (३) क्षुद्रद्राक्षा, निर्व्वीजा—Muscateles. (४) गोस्तनी, मृद्वीका—Raisins (Munakha). अन्वर्थसंज्ञाः—'द्राक्षायाः' "गुच्छफला," "चारुफला," "तापसप्रिया," "रसाला," "काश्मीरिका"। 'कपिलद्राक्षायाः'—उत्पत्तिबोधिका—"उत्तरापथिका"। 'द्राक्षा स्वादुरसा स्वर्य्या मधुरा स्निग्धशीतला। रक्तपित्तज्वरश्वासतृष्णादाहक्षयापहा। 'मृद्वीका' मधुरा स्निग्धा शीता हृद्या तु लोमनी। रक्तानिलश्वासकासभ्रमतृष्णाज्वरापहा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। 'द्राक्षा'तिमधुराम्ला च शीता पित्तार्त्तिदाहजित्। मूत्रदोषहरा रुच्या हृद्या सन्तर्पणी परा। 'गोस्तनी' मधुरा शीता हृद्या च मदहर्षिणी। दाहमूर्च्छाज्वरश्वासतृषाहृल्लासनाशिनी। शिशिरा श्वासहृल्लासनाशिनी जनवल्लभा। 'द्राक्षाविशेषगुणाः—द्राक्षा 'बालफलं' कटूष्णविशदं पित्तास्रदोषप्रदम्। 'मध्य' चाम्लरसं 'रसान्तरगते' रुच्यातिवह्निप्रदम्। 'पक्व" चेन्मधुरं तथाम्लसहितं तृष्णास्रपित्तापहं। पक्व 'शुष्कतमं' श्रमार्त्तिशमनं सन्तर्पणं पुष्टिदम्। अपरञ्च—शीता पित्तास्रदोषं शमयति मधुरा 'स्निग्धपाका'तिरुच्या। चक्षुष्या श्वासकासश्रमवमिशमनी शोफतृष्णाज्वरघ्नी। दाहाध्मानभ्रमादीनपनयति परा तर्पणी 'पक्वशुष्का'। द्राक्षा क्षीणवीर्य्यानपि मदनकलाकेलिदक्षान् विधत्ते। राजनिघण्टुः॥ द्राक्षा 'पक्वा' सरा शीता चक्षुष्या बृंहणी गुरुः। स्वादुपाकरसा स्वर्य्या तुवरा सृष्टमूत्रविट्। कोष्ठमारुतकृद्‌वृष्या कफपुष्टिरुचिप्रदा। हन्ति तृष्णाज्वरश्वासवातास्रकामलाः। कृच्छ्रास्रपित्तसंमोहदाहशोषमदात्ययान्। 'आमा' स्वल्पगुणा गुर्वी सैवाम्ला रक्तपित्तकृत्। वृष्या 'स्वाद-

'गोस्तनी' द्राक्षा गुर्व्वी च कफपित्तनुत् । 'अवीजा'ऽन्या स्वल्पतरा गोस्तनी सदृशी गणैः । द्राक्षा 'पर्व्वतजा' यादृक् तादृशी करमर्द्दिका । भावप्रकाशः ॥ द्राक्षा तु मधुरा स्निग्धा हृद्या शीतानुलोमनी । वल्या वृष्या क्षतक्षीणास्तथा· वातास्रपित्तजित् । राजवल्लभः ॥ तृष्णादाहज्वरश्वासरक्तपित्तक्षतक्षयान् । वातपित्तमुदावर्त्तं स्वरभेदं मदात्ययम् । तिक्तास्यता मास्यशोषं कासञ्चाशु व्यपोहति । मृद्वीका वृंहणी वृष्या मधुरस्निग्धशीतला । चरकः—फः वः । तेषां द्राक्षा सरः स्वर्य्या मधुरा स्निग्धशीतला । रक्तपित्तज्वरश्वासतृष्णादाह· क्षयापहा । सुश्रुतः ।

वैद्यके व्यवहारः—'मूत्ररोधज उदावर्त्ते द्राक्षा—"* द्राक्षारसमथापि वा" । (उः ५५ अः) । सुश्रुतः ॥ मदात्ययस्य 'पिपासायां द्राक्षा—"तृष्यते चातिवलवद्वातपित्ते समुद्धते । दद्याद्द्राक्षारसं पानं शीतं दोषानुलोमनम्" (चिः ७ अः) । (२) 'मूत्रकृच्छ्रे द्राक्षा—"तोयेन कल्कं द्राक्षायाः पिवेत् पर्य्युषितेन वा" (चिः ११ अः) । वाग्भटः ॥ 'रक्तपित्ते' द्राक्षा—"पुराणसर्पिषः प्रस्थो द्राक्षार्द्धप्रस्थसाधितः । कामलागुल्मपाण्डुर्त्तिज्वरमेहोदरापहः । (रक्तपित्त—चिः) । चक्रदत्तः ।

দ্রাক্ষাদির অন্বর্থসংজ্ঞা—দ্রাক্ষার—"গুচ্ছফলা," "চারুফলা," "তাপসপ্রিয়া," "রসাল," "কাশ্মীরিকা" (উৎপত্তিবোধিকা)। কপিলদ্রাক্ষার—"উত্তরাপথিকা," (উৎপত্তিবোধিকা) ক্ষুদ্রদ্রাক্ষার—"নির্বীজা।

দ্রাক্ষার ভাষানাম—বাঃ—অঙ্গুর। হিঃ—अाङ्गुर। মঃ—কাঠেদ্রাক্ষ। গুঃ—ধরাখ। কঃ—বেডগণদ্রাক্ষে। তৈঃ—দ্রাক্ষা। তাঃ—কোডিমণ্ডি। ফাঃ—আঙ্গুর। অঃ—কার্ম। সিং—मिदिवल्। কপিলদ্রাক্ষা—হিঃ—कालीदाख्। নির্বীজা ক্ষুদ্রদ্রাক্ষা—অঃ—কীস্‌মীস্। গোস্তনী—ফাঃ—মুনক্কা। দ্রাক্ষার ভেদ—দ্রাক্ষা (আঙ্গুর) কপিলদ্রাক্ষা (কালীদাখ), ক্ষুদ্রদ্রাক্ষা (কীস্‌মীস্), গোস্তনীদ্রাক্ষা (মুনেক্কা)। এতদ্ভিন্ন ভাবমিশ্র পর্ব্বতজা-দ্রাক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাপি কাশ্মীর প্রদেশ দ্রাক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। দ্রাক্ষার একটী নাম ' কাশ্মীরিকা"। কাবুল হইতেই এদেশে ভূরিপ্রমাণ অঙ্গুর আনীত হইয়া থাকে। নরহরি আম, অর্দ্ধপক, পক্ক ও পক্কশুষ্ক দ্রাক্ষার গুণবিশিষ্টত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরকে কেবল মৃদ্বীকা এবং সুশ্রুতে কেবল দ্রাক্ষার গুণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঔষধার্থ ব্যবহার—আম ও শুষ্ক ফল।

বৈদ্যকে দ্রাক্ষার ব্যবহার।

সুশ্রুত—মূত্ররোধজ **উদাবর্ত্তে** দ্রাক্ষা—যাহার মূত্রবেগধারণজন্য উদাবর্ত্ত হইয়াছে তাহাকে দ্রাক্ষার কাথ পান করাইবে। (উঃ ৫৫ অঃ)। **বাগ্‌ভট**—মদাত্যয়ের **পিপাসায়** দ্রাক্ষা—তৃষিতমদাত্যয় রোগীর বাতপিত্তাধিক্য থাকিলে তাহাকে শীতল দ্রাক্ষাকাথ পান করা ইবে – ঔষধ জীর্ণ হইলে মধুরাম্লবস্তুযোগে সংস্কৃত ছাগমাংস যূষ সহ ভোজন করিতে বলিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **মূত্রকৃচ্ছ্রে** দ্রাক্ষা পেষণ পূর্ব্বক বাসি জলের জলের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়। (চিঃ ১১ অঃ)। **চক্রদত্ত**—**রক্তপিত্তে** দ্রাক্ষা—দশবৎসরের পুরাণ ঘৃত /৪ সের, /১ পিষ্ট দ্রাক্ষা এবং ১৬ সের জলের সহিত যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপিত্তকামলাদির পক্ষে হিতকর। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকে, আসবযোনিফলবর্গের শিরোদেশে মৃদ্বীকা পঠিত হইয়াছে। কেবল ব্যাধিমোচনার্থ নহে শোকবিস্মরণ সুনিদ্রা এবং সংহর্ষণ লাভের জন্যও লোকে আসব পান করিত। **মহর্ষি,** যজ্জঃপুরুষীয়ে বলিয়াছেন—"মনঃশরীরাগ্নিবলপ্রদানাম্। অস্বপ্নশোকারুচিনাশনানাম্। সংহর্ষণানাং প্রবরাসবানাম্। অশীতিরুক্তা চতুরুত্তরৈষা"। মৃদ্বীকাজাতমদ্যের গুণবিবরণে **নরহরি** লিখিয়াছেন—"মাদ্বীকং লেখনং হৃদ্যং নাত্যুষ্ণং মধুরং সরং। অল্পপিত্তানিলং পাণ্ডু মেহার্শঃক্রিমিনাশনম্।

Constituents.—The pulp contains grape sugar cream of tartar, gum and malic acid. The seeds contain a bland fixed oil and tannic acid ; skin of the fruit contains tannic acid. **Actions and uses.**—Skin and stones from the grapes should be removed before use. Raisins are refrigerant, demulcent, cooling and also aperient, generally used to sweeten medicinal preparations and given to relieve thirst in fever and inflammatory affections and in constipation. The leaves are astringent and used in diarrhœa. The ashes of the wood are used as prophylactic against stone and in uric acid diathesis. The natives apply the paste of the ashes to swellings of testicles and to piles. Black raisin is generally used as an ingredient in purgative mixtures. Kishamis is used also as an ingredient of several confections (R. N. Khory, Part II., p. 137).

নব্যমত—ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে আঙ্গুরের খোসা এবং বীজ পরিত্যাগ করিবে। **মুনেক্কা,** শ্রমহর, স্নিগ্ধশীত, মৃদুরেচক। ইহা প্রায় ভেষজ মধুরকরণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা জ্বরের পিপাসা, প্রদাহমূলক পীড়া এবং কোষ্ঠবদ্ধরোগে সেব্য।

পত্র—কষায়, অতিসারে ব্যবহৃত হয়। কাষ্ঠের ভস্ম, অশ্মরীরোগের পূর্ব্বরূপে এবং শরীরে ইউরিক্ এসিড্ সঞ্চয়হেতু ভাবিরোগোৎপাদনানুকূল অবস্থায় অনাগতাবাধপ্রতিষেধকরূপে অর্থাৎ ভাবী ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারিবে না বলিয়া, সেবিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোকে কোষের স্ফীতি এবং অর্শে ইহার প্রলেপ দেয়। কপিলদ্রাক্ষা (কালীদাখ্) সচরাচর চেরক ঔষধের অন্যতম উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিস্‌মিস্, বিবিধ খণ্ডমোদকাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ)।

দ্রোণপুষ্পী—দ্রোণপুষ্পী।

द्रोणपुष्पी, कुम्भा, कुम्भयोनिः—L. Zeylanica, *Br.* Leucas Linifolia, *Spreng.* L. Aspera, *Spreng.* **महाद्रोणा, देवद्रोणी**—Loucas Cephalotes, *Spreny.*

अन्वर्थसंज्ञा—'द्रोणपुष्प्याः—"क्षवपत्री," "छत्रका," "फलेपुष्पा," "दीर्घपत्रा," "चित्राक्षुपः," "सुपुष्पा," "चित्रपत्रिका"। महाद्रोणायाः—"दिव्यपुष्पी"। द्रोणपुष्पी कटुः सोष्णा रुच्या वातकफापहा। अग्निमान्द्यहरा चैव पथ्या वातापहारिणी। 'देवद्रोणी' कटुस्तिक्ता मेध्या वाताग्निभूतनुत्। कफमान्द्यापहा चैव युक्त्या पारदशोधनी। राजनिघण्टुः॥ द्रोणपुष्पी गुरुः स्वादूरूक्षोष्णा वातपित्तकृत्। सतीक्ष्णलवणस्वादुपाका कट्वी च भेदिनी। कफामकामला-शोथतमकश्वासजन्तुजित्। द्रोणपुष्पी'दलं' स्वादु रूक्षं गुरु च पित्तकृत्। भेदनं कामलाशोथमेहज्वरहरं कटु। भावप्रकाशः॥ द्रोणपुष्पी कफार्शोघ्नी कामला-क्रिमिशोथजित्। राजवल्लभः॥ द्रोणपुष्पी कटुः सोष्णा रुच्या वातकफापहा। अग्निमान्द्यहरा चैव पक्षाघातस्य नाशिनी। शोढ़लनिघण्टुः।

वैद्यके व्यवहारः—'विषमज्वरे' द्रोणपुष्पीरसः—"द्रोणपुष्पीरसो वापि निहन्ति विषमज्वरान्" (ज्वर—चिः)। (२) 'कामलायां' द्रोणपुष्पीरसः—"अञ्जने कामलार्त्तानां द्रोणपुष्पीरसो हितः" (कामला—चिः)। भावप्रकाशः।

দ্রোণপুষ্পার অন্বর্থসংজ্ঞা—"ক্ষবপত্রী," "দীর্ঘপত্রা," "চিত্রপত্রিকা," "ছত্রকা," "চিত্রাক্ষুপ," "সুপুষ্পা," "ফলেপুষ্পা"। মহাদ্রোণার—"দিব্যপুষ্পী"।

দ্রোণপুষ্পীর ভাষানাম—বাঃ—ঘলঘসি, দণ্ডকলস। কোঃ—কাণশিসা। হিঃ—**গুমা**। মঃ—কুম্ভা, তুম্বা। গুঃ—কুবো। কঃ—তুম্ব। তৈঃ—লতুগতুম্মি। **সিং—গেটতুম্ব**।

বর্ণন—দ্রোণপুষ্পী ক্ষুদ্র **ক্ষুপ**। প্রায় হলকৃষ্ট ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে। ইহার **পত্র** পুষ্প স্তরে স্তরে নিন্যস্ত থাকে। পাতা—সরু লম্বা, পত্রপ্রান্ত দন্তযুক্ত, মর্দ্দনে বিচিত্র তীব্র গন্ধযুক্ত। **পুষ্প**—চোঙ্গের মত অতএব দ্রোণপুষ্পী নাম, শুভ্রবর্ণ, শীতে পুষ্পির হয়—নিদাঘের রৌদ্রে ক্ষুপ শুষ্ক হইয়া যায়। **কুণ্ড**—অতিসূক্ষ্ম দন্তিত, অগ্রভাগ "কলককাটার" মত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, পুষ্প। স্বরস—½-তোলা।

বৈদ্যকে দ্রোণপুষ্পীর ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে দ্রোণপুষ্পীরস—মরিচচূর্ণসহ দ্রোণপুষ্পীর পত্রের রস বিষমজ্বরে হিতকর। (জ্বর—চিঃ)। (২) **কামলায়** দ্রোণপুষ্পীরস—কামলারোগীর নেত্রে কএক বিন্দু দ্রোণপুষ্পীপত্রের রস সেচন করিবে। (কামলা—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক শাকবর্গে কুতুম্বা (দ্রোণপুষ্পী) পঠিত হইয়াছে "দশেমানিতে" দ্রোণপুষ্পীর উল্লেখ নাই।

Constituents.—A small quantity of essential oil and an alkaloid. **Actions and uses.**—Stimulant, expectorant and aperient; given in jaundice, cough, nasal and intestinal catarrh. It is also externally applied in skin eruptions. (R. N. Khory, Part II., p. 585).

নব্যমত—দ্রোণপুষ্পী—উষ্ণ, কফনিসারক এবং রেচক। ইহা কামলা, কাস, প্রতিশ্যায়, প্রবাহিকা ("আমাশয়") রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাত্রে কণ্ডু (চুলকণা) জন্মিলে ইহার রস মর্দ্দন করা হয়। (আর্, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪৮৫ পৃঃ)।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

ধাতকী—धातकी ।

धातकी । Woodfordia floribunda, *Salisb.* Lythrum fructicosum, *Roxb.* Grislea tomentosa, *Willd.*

उत्पत्तिज्ञापिका संज्ञा—"पार्व्वती" । 'परिचयज्ञापिका संज्ञा'—"ताम्रपुष्पी", "बहुपुष्पिका" । धातकी कटुकोष्णा च मदकृद्विषनाशिनी । अतिसारहरा गर्भस्थापनी क्रिमिरक्तनुत् । धन्वन्तरीयनिघण्टु: ॥ धातकी कटुरुष्णाच मदकृद्विषनाशिनी । प्रवाहिकातिसारघ्नी विसर्पव्रणनाशनी । राजनिघण्टु: ॥ धातकी कटुका शीता मदकृत्तुवरा लघु: । तृष्णातिसारपित्तास्रविषक्रिमिविसर्पनुत् । भावप्रकाश: ॥ धातकीकुसुमं शीतं रक्तपित्तातिसारजित् । राजवल्लभ: ।

वैद्यके व्यवहार:—'कुष्ठे' धातकी—"लोध्रस्य धातकीनां * । कल्क * कुष्ठेषूद्वर्त्तनालेप:" । (चि: ७ अ:) । चरक: ॥ 'व्रणरोपणे' धातकी—"धातकीचूर्णलोध्रैर्व्वा तथा रोहन्ति ते व्रणा:" (व्रणशोथ—चि:) । (२) 'असृग्दरे' धातकी—"धातक्याश्चाक्षमात्रं वा" (असृग्दर—चि:) । चक्रदत्त: ॥ 'प्रवाहिकायां' धातकी—"धातकीवदरीपत्र * । * एकतो दध्ना पिवेत् प्रवाहिकाहृत:" । (म: ख: १ म: भा:) । भावप्रकाश: ॥ 'ज्वरातिसारे' धातकी—"धातकीक्वाथसंसिद्धा विश्वभेषजसंस्कृता । दाड़िमाम्लयुता पेया ज्वरातिसारशूलिनाम्" ॥ (ज्वरातिसार—चि:) वङ्गसेन: ।

উৎপত্তিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পার্ব্বতী"। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তাম্রপুষ্পী" "বহুপুষ্পিকা"। ধাতকীর ভাষানাম—বাঃ—ধাইফুল। **হি:—धायके फुल, धवइके फुल ।** মঃ—ধায়টী। গুঃ—ধাবনী। কঃ—ধায়ি ফুল। তৈঃ—ধাতকী পুড। উঃ—জ্ঞাতিকো। **সিং—মযিল্ল।**

বর্ণন—ধাইফুলের গাছ ছোট হয়। পর্ব্বতে জন্মে বলিয়া ইহার একটী নাম "পার্ব্বতী"। পত্রের বৃন্ত নাই—শাখায় যেন লাগিয়া থাকে। পত্রপৃষ্ঠ শুভ্ররোমাবৃত, পত্রোদর মসৃণ। পুষ্পদণ্ড পত্রের অধোদেশ হইতে নির্গত হয়, একটী পুষ্পদণ্ড ৫—১৫টী পুষ্প থাকে। পুষ্প, তাম্র বা অগ্নিবর্ণ, দল ৬টী। শীত ঋতুতে কিম্বা বসন্তের প্রথমে ধাতকীবৃক্ষ পুষ্পিত হয়। বর্ষাকালে বীজ পরিপক হয়। ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প। মাত্রা ৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে ধাতকীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে ধাতকী—ধাইফুল পেষণপূর্ব্বক কুষ্ঠরোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিবে কিম্বা প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)। **চক্রদত্ত—ব্রণরোপণে** ধাতকীপুষ্প—ধাইফুল চূর্ণে ব্রণক্ষত পূরণ করিলে শীঘ্র ব্রণরোপণ হয় অর্থাৎ ক্ষত পূরিয়া উঠে (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) **অসৃগ্দরে** ধাতকী—রক্তপ্রদরে ধাতকীপুষ্প যোগ্য মাত্রায় সেব্য (অসৃগ্দর চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায়** ধাতকী—প্রবাহিকা রোগী দধির সহিত ধাতকী পুষ্প পেষণপূর্ব্বক সেবন করিবে (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)। **বঙ্গসেন—জ্বরাতিসারে** ধাতকী—ধাতকীর ক্বাথ দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণ এবং দাড়িমের রস মিশ্রিত করিবে। এই পেয়া জ্বরাতিসারীর পক্ষে হিতকর (জ্বরাতিসার চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, মূত্রবিরজনীয়, সন্ধানীয় এবং পুরীষসংগ্রহণীয় বর্গে ধাতকী পাঠ করিয়াছেন। চারক সূত্রস্থানের ২৫শ অধ্যায়োক্ত আসবযোনি পুষ্পের মধ্যে ধাতকীর উল্লেখ আছে। এজন্য ধাতকীর একটী নাম "মদ্যপুষ্প"। **সুশ্রুত** প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদি-গণে ধাতকী পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ৩৮ অঃ)। চরক বা সুশ্রুত কেহই অতিসার প্রবাহিকা বা গ্রহণীতে কেবল ধাতকী ব্যবহার করেন নাই; কিন্তু অতিসার ও গ্রহণীতে দ্রব্যান্তরের সহিত ধাতকী প্রয়োগের অভাব নাই—"ধাতকীদ্বিগুণং দদ্যাৎ" (চরক, চিঃ ১০ অঃ), "সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং" (সুশ্রুত উঃ ৪০ অঃ)।

Constituents.—Tannin 20 p. c. **Actions and uses.**—Stimulant and astringent given in dysentery beaten up with honey; also in checking hæmorrhages, and chronic discharges, such as menorrhagia and leucorrhœa. The powder of flowers is sprinkled over vesicular eruptions and foul ulcers to diminish the discharges and promote granulations. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II., p. 279.)

নব্যমত—ধাইফুল উষ্ণ, কষায়। ইহা মধুর সহিত পেষণ পূর্ব্বক আমাতীসার ও রক্তাতিসারে প্রযোজ্য। রক্তস্রাব নিরোধার্থ কিম্বা রক্তপ্রদর এবং শ্বেতপ্রদরের স্রাব বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষতে ধাতকীপুষ্পচূর্ণ ছড়াইয়া দিলে ক্ষত হইতে পূযাদি নির্গম লঘু হয় এবং ক্ষত পূরিয়া উঠে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া আর্ এন্ খোরি—২য় খণ্ড—২৭৯ পৃঃ)।

धान्यक—धान्यकम् ।

कुस्तुम्बुरु:, धान्यकम् । Coriandrum Sativum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"सूक्ष्मपत्रम्", "शाकयोग्यम्" 'गुणप्रकाशिका संज्ञा —"सुगन्धि" । आर्द्रा कुस्तुम्बुरु: कुर्य्यात् स्वादु: सौगन्ध्यहृद्यताम् । सा शुष्का मधुरा पाके स्निग्धा तृड् दाहनाशिनी । धान्यकं कासतृट्छर्द्दिज्वरहृच्चक्षुषो हितम् । कषायं तिक्तमधुरं हृद्यं रोचनदीपनम् । धन्वन्तरीयनिघण्टु: ॥ धान्यकं मधुरं शीतं कषायं पित्तनाशनम् । ज्वरकासतृषाछर्द्दिकफहारि च दीपनम् । राजनिघण्टु: ॥ धान्यकं तुवरं स्निग्ध मवृष्यं मूत्रलं लघु । तिक्तं कटूष्णवीर्य्यञ्च दीपनं पाचनं स्मृतम् । ज्वरघ्नं रोचकं ग्राहि स्वादु पाके त्रिदोषनुत् । तृष्णादाहवमिश्वासकासामार्श:क्रिमिप्रणुत् । आर्द्रन्तु तद्गुणं स्वादु विशेषात् पित्तनाशनम् । भावप्रकाश: ।

वैद्यके व्यवहार:—वातोल्वणेषु 'अर्शस्सु' धान्यकम् —"* शृतं नागरधान्यकै: । अन्नपानं भिषग्दद्यात् वातवर्च्चोऽनुलोमनम् (चि: ८ अ:) । चरक: ॥ रोगोपसर्गजातायां 'तृष्णायां' धान्यकम्—"रोगोपसर्गजातायां धान्याम्बु ससितामधु । पाने प्रशस्तं * ।" (चि: ७ म:) । वाग्भट: ॥ 'वातरक्ते' धान्यकम्—"धन्या कर्षञ्च जीरे द्वे गुड़ेन परिपाचितम् भक्षणे वातरक्तानां दापयेद्दोषशान्तये" । (चि: २४ अ:) । हारीत: ॥ 'अन्तर्दाहे' धान्यकम्—"व्युषितं धान्यकजलं प्रात:पीतं सशर्करं पुंसाम् । अन्तर्दाहं शमयत्यचिराद्दूरप्ररूढ़मपि" । (पित्त-ज्वर—चि:) । (२) 'अतिसारे' धान्यकम्—"धान्योदीच्यशृतं तोयं तृष्णा-दाहातिसारनुत्" । (अतिसार—चि:) चक्रदत्त: ॥ 'पित्तातिसारे' धान्यकम् —"धान्यकल्केन संसिद्धं चतुर्गुणजले घृतम् । पित्तातिसारे सरुजं देयं दीपनपाचनम्" । (अतिसार—चि:) । (२) 'आमाजीर्णे' शूले च धान्यकम्— "धान्यनागरसिद्धं वा तोयं दद्याद्विचक्षण: । आमाजीर्णप्रशमनं शूलघ्नं वस्ति-शोधनम्" । (अजीर्णाधिकारे) । (३) शिशो: 'कासे श्वासे' च धान्यकम्— धान्यं शर्करया युक्तं तण्डुलोदकसंयुतम् । पानमेतत् प्रदातव्यं कासश्वासापहं शिशो:" । (बालरोगाधिकारे) वङ्गसेन: ।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সূক্ষ্মপত্র", "শাকযোগ্য"। **গুণ প্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"সুগন্ধি"। **ধান্যকের ভাষানাম**—বাঃ—ধনে। **হিঃ**—**ধনিয়া। মিঃ—কোত্তমল্লি।** মঃ—ধনে, কোথিম্বীর। গুঃ—ধাণা, কোথমীর। তৈঃ—কোথমিলু। তাঃ—কোতমল্লি। ফাঃ—তুখ্‌মে কস্‌রীঝ। অঃ—কজবুরা। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল। **মাত্রা** ½—১ তোলা।

বৈদ্যকে ধান্যকের ব্যবহার।

চরক—বাতোল্বণ **অর্শে** ধান্যক—শুঁঠ ও ধনের কাথ বাতোল্বণ অর্শোরোগী অনুপান করিবে। "অন্তে ভক্তস্য মধ্যে বা" এই বাগ্‌ভট বচনবলাৎ ভোজনের মধ্যে বা অন্তে পান করিবে। (চিঃ ৯অঃ)। **বাগ্‌ভট**—রোগোপসর্গজ **তৃষ্ণায়** ধান্যক—জ্বরাদিরোপসর্গজ তৃষ্ণায় চিনি ও মধুসহ ধানের কাথ হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। **হারীত**—**বাতরক্তে** ধন্যাক—ধন্যাচূর্ণ ২ তোলা, জীরাচূর্ণ ১ তোলা, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ১ তোলা, গুড়পাকবিধানানুসারে পাক করিবে। ইহা বাতরক্তে হিতকর। (চিঃ ২৪ অঃ)। **চক্রদত্ত**—**অন্তর্দাহে** ধন্যাক—পূর্ব্বদিবসে কৃত ধনের কাথ পর দিবস প্রাতে চিনির সহিত পান করিবে। ইহা বহুদিনের অন্তর্দ্দাহ বিনষ্ট করিতে পারে। (জ্বর চিঃ)। (২) **অতিসারে** ধন্যাক—ধনে ও বালার কাথ তৃষ্ণাদাহাতিসারনাশক (অতিসার চিঃ)। **বঙ্গসেন**—**পিত্তাতিসারে** ধান্যক—ধন্যার কল্ক ও চতুর্গুণ জলসহ ঘৃতপাক করিয়া পিত্তাতিসারীকে পান করাইবে (অতিসার চিঃ। (২) **আমাজীর্ণ** ও শূলে ধান্যক—ধনে ও শুঁঠের কাথ আমাজীর্ণ প্রশমক, শূলনাশক ও বস্তিশোধক (অজীর্ণাধিকারে)। (৩) শিশুর **কাসশ্বাসে** ধান্যক—ধনে ও চিনি তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক শিশুকে পান করাইবে। ইহা শিশুর কাসশ্বাস নাশক (বালরোগাধিকারে)।

বক্তব্য—**চরক**, তৃষ্ণানিগ্রহণ ও শীতপ্রশমন বর্গে ধন্যাক পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** গুড়ূচ্যাদি বর্গে কুস্তুম্বুরু পাঠ করিয়াছেন। ব্যঞ্জন স্বাদু ও সুগন্ধি করণার্থে ধনের শাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Constituents.—The fruits yield a volatile oil 1 p. c.; fixed oil 13 p. c. fatty matter 13 p. c.; mucilage tannin, malic acid and ash 5 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory.—II. p. 283) **Actions and uses.**—Aromatic stimulants, Carminative and stomachic; used in sore throat, dyspepsia, and Common catarrh, but chiefly as a flavouring agent and as a Corrective to griping medicines as jalap, rhubarb and Senna. With barley meal the leaves (kotha miri Hind,) form a

useful application for indolent swellings. Dhana disguises the odour and taste of senna and of other purgatives. The oil is a carminative and aromatic, and is used in flatulent colic; also in rheumatism neuralgia &. The fresh herb is called kothamiri and is used to flavour vegetables and curry. (Do)

নব্যমত—ধন্যাক, সুগন্ধি, উষ্ণ, বায়ুনাশক, পাচক। ইহা মুখরোগ, গ্রহণী এবং প্রতিশ্যায় রোগে ব্যবহৃত হইলেও, প্রধানতঃ জেলাপ, রুবার্ব, সেনা প্রভৃতি বিরেচক ভেষজ ব্যবহার জন্য উৎপন্ন শূল (পেট কামড়ানি) প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাটির সহিত ধনের শাকের প্রলেপ, বেদনাবিবর্জ্জিত স্ফীতির পক্ষে হিতকর। সেনেগা কিম্বা তত্তুল্য অন্য রেচক ঔষধের স্বাদ ও গন্ধ আচ্ছাদিত করিবার জন্য ধন্যাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধনের তৈল সুগন্ধি ও বায়ুনাশক। ইহা "নিউর্যাল্‌জিয়া", আধ্মান, বাত প্রভৃতি রোগে প্রয়োজ্য। ধনের শাক, ব্যঞ্জন সুগন্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ২৮৩ পৃঃ)।

ধুস্তূর—धुस्तूरः।

धुस्तू(स्तु)रः, धत्तू(स्तु)रः उन्मत्तः। Datura Fastuosa. Var. Alba flowers white or cream coloured; **कृष्णधुस्तूरः कनकः।** Datura Fastuosa (flowers more or less purple) D. Stramonium, D. Tatula, var.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"मदामोदी" "खर्ज्जूघ्नः"। 'परिचयज्ञापिका संज्ञा—"कण्टफलः" "घण्टापुष्पः"। धत्तूरः कटुकष्णश्च कान्तिकारी व्रणार्त्तिनुत्। कुष्ठानि हन्ति लेपेन प्रभावेन ज्वरं जयेत्। त्वग्दोषखर्ज्जूकण्डूतिज्वरहारी भ्रमावहः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ धत्तूरः कटुकष्णश्च कान्तिकारी व्रणार्त्तिनुत्। त्वग्दोषखर्ज्जूकण्डूतिज्वरहारी भ्रमप्रदः। राजनिघण्टुः॥ धुस्तरो मदवर्णाग्निवातकृज्ज्वरकुष्ठनुत्। कषायो मधुरस्तिक्तो यूकालिक्षाविनाशकः। उष्णो गुरुर्व्रणश्लेष्मकण्डूक्रिमिविषापहः। भावप्रकाशः॥ धत्तूरो मद-मूर्च्छाकृत् कफघ्नो वह्निपित्तकृत्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—अलर्क 'विषे धत्तूरमूलम्—"श्वेता पुनर्नवाचास्य दद्याद्धत्तूरकान्विताम्" (चः ६ चः)। सुश्रुतः॥ 'इन्द्रलुप्ते'—धत्तूरपत्रम्—

"* রসেন বা। ধস্তূরকস্য পত্রানাং *"। (ত: ২৪ অ:)। বাগ্‌ভট:॥ বাত'নেত্রাময়ে' ধুস্তূরকমূলম্—"* মূলং ধুস্তূরকস্য বা। অঞ্জনঞ্চ হিতং তেষাং বাতনেত্রাময়াপহম্" (চি: ৪৪ অ:। হারীত:। 'স্তনোত্থিতায়াং পীড়ায়াং' কনকদলম্—"নিশাকনককল্কাভ্যাং লেপ: প্রোক্তস্তনার্ত্তিহা" (ম: খ: ৪ভা:)। (২) 'ক্রিমিষু' ধুস্তূরপত্রম্—"ধুস্তূরপত্রজং বাপি ক্রিমিনাশন মুত্তমম্।" (ম: খ: ২য় ভা:)। (৩) বিশিষ্টদ্রব্যভক্ষণজে 'অজীর্ণে' ধুস্তূরবীজম্—"গোধূমমাষহরিমন্থসতীনমুদ্গপাকো ভবেজ্ঝটিতি মাতুলপুত্রকৈশ্চ"। (ম: খ: ২য়: ভা:)। (৪) 'পাদদার্য্যাম্' ধুস্তূরবীজম্—"উন্মত্তকস্য বীজেন মানকক্ষারবারিণা। বিপক্কং কটুতৈলন্তু হন্যাদ্দারীং ন সংশয়:"। (ম: খ: ৪ভা:)। ভাবপ্রকাশ:॥ 'উন্মাদে' শ্বেতোন্মত্ত:—"শ্বেতোন্মত্তোত্তরদিঙ্‌মূলবিষস্তু পায়স: গুড়াজ্যসংযুতো হন্তি সর্ব্বোন্মাদাংস্তু দোষজান্॥" (উন্মাদ—চি:)। (২) 'কর্ণনাড্যাং' ধুস্তূরপত্রম্—"নিশাগন্ধপলে পক্কং কটুতৈলং পলাষ্টকম্। ধুস্তূরপত্রজরসে কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি।" (কর্ণরোগ—চি:)। চক্রদত্ত:॥ 'শ্লীপদে' ধুস্তূর:—"ধস্তূরকস্য বীজানি পিপ্পলীবর্দ্ধমানবৎ। শীতোদকেন পীতানি শ্লীপদং হন্তি দারুণম্।" (শ্লীপদাধিকারে)। বঙ্গসেন:।

ধুস্তূরের ভাষানাম—বাঃ ধুতুরা। হিঃ—ধুতুরা। সিং—**দুদু অত্তন**। মঃ—ধোত্রা, ধোতরা। গুঃ—ধন্তুরী। কঃ—মদকুণিকে। তেঃ—নাল্লাউম্মীতে, উম্মেত্ত চেট্টু। তাঃ—উমততাই, কারু উমতে। অঃ—জোজ্‌ধুস্তশীল্, জোজ্‌নশী তাতুরা। **কৃষ্ণধুস্তূর** বাঙলায় কনকধুৎরা নামে প্রসিদ্ধ। **ধুস্তূরভেদ—রাজনিঘণ্টুতে** লিখিত আছে—"সিতনীলকৃষ্ণলোহিতপীতপ্রসবাশ্চ সন্তি ধস্তূরাঃ। সামান্যগুণোপেতাস্তেষু গুণাঢ্যস্তু কৃষ্ণকুসুমঃ স্যাৎ"। শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ, লোহিত এবং পীতপুষ্প ধুস্তূর আছে। ইহারা সমগুণান্বিত হইলেও কৃষ্ণপুষ্প ধুস্তূরই গুণাঢ্য। সিং—**কালু অত্তন**। **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে** ধুস্তূরের শ্বেতাদি ভেদের উল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টুকার ধুস্তূর, কৃষ্ণধুস্তূর এবং রাজধুস্তূর এই তিনপ্রকার ধুস্তূরের পর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন। রাজনিঘণ্টুতে কনক শব্দ কৃষ্ণধুস্তূরের পর্য্যায়ে পাঠ করা হইয়াছে। আবার সামান্য ধুস্তূরের পর্য্যায়েও "কনকাহ্বয়ঃ" পঠিত হইয়াছে। আমরা কনক শব্দকে কৃষ্ণধুস্তূরের পর্য্যায় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। রাজনিঘণ্টুকার নীল, রক্ত, পীত ধুস্তূরের উল্লেখ করিলেও চরকাদি আকরে আমরা কুত্রাপি উহাদের উল্লেখ দেখি নাই।

বর্ণন—শ্বেতপুষ্প ধুস্তূর সর্ব্বত্র সুলভ। শ্বেত ধুস্তূরের পুষ্প নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রবর্ণের হয় না—পুষ্পের অগ্রভাগে ভিতরের দিকে গন্ধকবর্ণের রেখা এবং বাহিরের দিকে বেগুনে রঙের চিহ্ন থাকে। কনকধুতুরার মত ইহার ফুলের তবক হয় না। শ্বেতপুষ্প ধুস্তূরের পত্র, কাণ্ড, শাখা, সমস্তই হরিদ্বর্ণ। কৃষ্ণধুস্তূরের অর্থাৎ কনকধুতুরার ফুল গাঢ় বেগুনে রঙের হয়। কেবল ফুল নহে কনক ধুতুরার পত্র, বিশেষতঃ পত্রপৃষ্ঠ, শাখা, কাণ্ড ও ফল সমস্তই ঘোর বেগুনে রঙের হইয়া থাকে। কনকধুতুরার ফুল দেখিলে বোধ হয় যেন একটী ফুলের ভিতর আর একটী ফুল প্রবেশ করান হইয়াছে। কচিৎ কনকধুতুরার ফুল তিন তবকও হইয়া থাকে। কাহার মতে পীতপুষ্প ধুতুরাই কনকধুতুরা। এমত নিঘণ্টু সম্মত নহে। উভয় ধুতুরার ফলই গোল লাড়ুর মত, ফলের উপরে কাঁটা আছে। শ্বেত ধুতুরার ফলে হরিদ্বর্ণ কচিৎ বেগুনে রঙের চিহ্ন থাকে। কোচবিহার রাজ্যে অন্য এক প্রকার শ্বেত ধুস্তূর প্রচুর জন্মে। ইহার গাছ মনুষ্যাপেক্ষা উচ্চতর হয়। পাতা ঠিক্ বাসকের পাতার মত। বাসকের পাতার সহিত এত সাদৃশ্য আছে যে বাসকভ্রমে ইহার পাতার রস সেবন করিয়া অনেককে ধুতুরাবিষের প্রতিকারার্থ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। ফুল, শ্বেত ধুস্তূরের ফুলের মত বটে, কিন্তু তদপেক্ষা দীর্ঘতর। অধিক লম্বা বলিয়া, ফুল ঝুলিয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখে ইহার ফুল হয়। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি কোন স্থলে ফল দেখি নাই। কোচবিহারে ইহাকে "গজঘণ্টা ধুৎরা" বলে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পত্র, বীজ। **মাত্রা**—পত্রস্বরস,—উন্মত্ত কুক্কুরাদিদষ্টে সেবনার্থ ½—১ তোলা। অন্যত্র ৫ বিন্দু। বীজ ½ আনা। মূল—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে ধুস্তূরের ব্যবহার।

সুশ্রুত—কুক্কুরবিষে ধুস্তূরমূল—আর্দ্র পুনর্নবামূল আধ তোলা ও আর্দ্র ধুতুরার মূল ৪আনা বা এতদধিক মাত্রায় একত্র পেষণ পূর্ব্বক শীতল দুগ্ধ বা শীতল জলের সহিত উন্মত্ত কুক্কুর শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে পান করাইবে (কঃ৬অঃ)। **বাগ্‌ভট—ইন্দ্রলুপ্তে** ধুস্তূরপত্র—টাক হইলে ধুস্তূর পত্রের রস লেপন করিবে (উঃ ২৪ অঃ)। **হারীত—বাতনেত্রাময়ে** ধুস্তূরমূল—বায়ুজন্য চক্ষুরোগে ধুস্তূরমূলের অঞ্জন হিতকর (চিঃ ৪৪ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—স্তনোত্থিতপীড়ায়** ধুস্তূরপত্র—হরিদ্রা ও ধুৎরার পাতার প্রলেপ স্তনের বেদনায় হিতকর (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (২) **ক্রিমিতে** ধুস্তূর পত্র—ধুস্তূরপত্রের রস ৫ বিন্দু, তক্রের সহিত ক্রিমি বিনাশার্থ পেয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৩) বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণজ **অজীর্ণে** ধুস্তূরবীজ—গোধূম, মাষ, চণক, মটর ও মুগ ভক্ষণ জন্য অজীর্ণ হইলে, ধুস্তূর বীজ সেবন করিবে। কিম্বা ঐ সকল দ্রব্য অতিমাত্রায় ভক্ষণ করিয়া

পরিপাক করিবার জন্য ধুস্তূরবীজ সেবন করিবে। (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। (৫) **পাদদারী** রোগে ধুস্তূরবীজ—মানকক্ষারজলে এবং ধুস্তূর বীজের কল্ক দ্বারা সার্ষপ তৈল পাক করিয়া, অভ্যঙ্গ করিলে পাদদারী (পায়ের তলা ফাটা) প্রশমিত হয়। (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। **চক্রদত্ত—উন্মাদে** ধুস্তূরমূল—উত্তমরূপ শিলাপিষ্ট ধুতুরার মূল, মূল কাষ্ঠগর্ভ হইলে মূলত্বক্‌ ৪ আনা, অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে ৫ তোলা পুরাণ সূক্ষ্ম তণ্ডুল পাক করিবে, পরে যথাকালে উহাতে একসের গব্যদুগ্ধ ও অর্দ্ধ পোয়া মিছরি এবং আধছটাক গব্যঘৃত দিয়া পায়স প্রস্তত করিয়া, উন্মাদীকে দুইবারে সেবন করাইবে। (উন্মাদ চিঃ)। অবস্থা বুঝিয়া ইহা প্রয়োগ করিলে হিতকর হয়। (২) **কর্ণনাড়ী** রোগে ধুস্তূরপত্র—একসের ধুতুরাপাতার রস ও হরিদ্রা ৮ তোলা গন্ধক ৮ তোলা সহ এক সের সার্ষপতৈল যথারীতি পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণক্ষত প্রশমিত হয়। (কর্ণরোগ চিঃ)। **বঙ্গসেন—শ্লীপদে** ধুস্তূরবীজ—শীতলজলের সহিত ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ধুস্তূরবীজ সেবন করিলে দারুণ শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ প্রশমিত হয়। (শ্লীপদাধিকারে)।

বক্তব্য—চরকে কোনও রোগে কেবল ধুস্তূর বা অন্য কোন একটী দ্রব্যের সহিতও ধুস্তূরের প্রয়োগ নাই। চরকে ধুস্তূর শব্দেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। স্থানে স্থানে কনক শব্দ পাওয়া যায়। যথা—"মধুকস্য হরিদ্রায়া বচায়াঃ কনকস্য চ"। (চিঃ ১অঃ)। "ত্রিফলৈলে ত্বকমরিচপত্রং কনকঞ্চ কর্ষাংশম্"—(চিঃ ৭ অঃ)। **নিঘণ্টুকার** কনক শব্দের পাঁচটী অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—"স্বর্ণেপ্যথো গুগ্‌গুলুকেশরাখ্যশঠেষু ধীরাঃকনকং বদন্তি" (**রাজনিঘণ্টু**)। ধুস্তূর শব্দের একবারে উল্লেখ না থাকায় এখানে ধুস্তূরার্থেই যে কনক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় না। চরকের "দশেমানিতে" কনক বা ধুস্তূর শব্দ নাই। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উদ্ধৃতাংশের শেষোক্তস্থলে, কনক শব্দের ধুস্তূর অর্থই অধিকতর সঙ্গত। **সুশ্রুতই** খবিষ প্রতিকারার্থ ধুস্তূর প্রয়োগের প্রথম প্রবর্ত্তক। আকর গ্রন্থে শ্বাসরোগে ধুস্তূরের প্রয়োগ নাই। **বৃন্দ চক্র** প্রভৃতি আদৃত সংগ্রহ গ্রন্থেও শ্বাসের ঔষধে ধুস্তূরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। নিঘণ্টু গ্রন্থে ইহাকে কফঘ্ন ও শ্লেষ্মাপহ বলা হইয়াছে। মহালক্ষ্মীবিলাসাদি শ্লেষহর ঔষধে ধুস্তূর বীজের ব্যবহার আছে। **হারীত** অর্শোহর বর্ত্তির উপাদান মধ্যে ধুস্তূরদলের উল্লেখ করিয়াছেন "* গৃহধূমং চ সিদ্ধার্থং ধুস্তূরকদলানিচ"। (চিঃ ১২ অঃ)। ধুস্তূরের মূল, পত্র ও বীজ অযুক্তিযুক্ত হইলে শরীরে বিষ ক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া, মহান্ অনর্থোৎপাদন করে, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। তস্করগণ মিষ্টান্নের সহিত প্রচ্ছন্ন ভাবে ধুস্তূরবীজ সেবন করাইয়া হৃতসংজ্ঞ পথিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। ক্রীড়াচ্ছলে

শিশুগণ ধুস্তূরবীজ ভক্ষণপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত কিম্বা যাবজ্জীবন মূঢ় হইয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ধুস্তূরবিষের প্রতিকারার্থ চিকিৎসকগণও আহূত হইয়া থাকেন, অতএব তৎপ্রতিকারপ্রণালী গৃহস্থ কি চিকিৎসক সকলেরই অবগত হওয়া উচিত।

Contituents—The leaves contain an alkaloid—daturine mucilage, albumen and ash, 17 p. c. which contains potassium nitrate 25 p. c. The seeds contain daturine, resin, mucilage, proteids, malic acid, scopolamine and ash, 3 p. c. (*Materia Medica of India*, R. N. Khory—II, p. 441). **Actions and uses**—Narcotic and anodyne ; other properties are similar to those of belladona, but stronger. It affects sympathetic nervous system, but not the motor or the sensory nerves. In full doses, the heart's action becomes irregular, and there is furious delirium. Like atropine, hyoscyamine, and duboisine it acts as a mydriatic. As an antispasmodic, it is given in hepatic colic, laryngeal cough, chorea, stammering, &. In dysmenorrhœa, neuralgia, ticdouloureux and sciatica it is very useful. In nymphomania and in puerperal mania with a tendency to suicide it is given with benefit. Pulvis stramonii compositus is burned on a plate and the fumes inhaled. Cigarettes of dhatura tatula are used in nervous attacks of asthma. Exterally a paste of the seeds is used in urticaria and other skin diseases due to the presence of lice or other animal parasites. It is also applied to decayed teeth and to relieve toothache. Dhatura seeds are frequently used in India for Criminal purposes * * The natives apply a medicated oil to the head in headache, to enlarged testicles and boils ; and to the skin in skin diseases as pediculi lice and psoriasis. Dhatura juice with the root of boerhavia diffusa (satodi) and opium is used as an application for the relief of rheumatic pains and swelling over the hands and feet. In hæmorrhoids fissures and other painful diseases of the rectum leading to tenesmus, its application as a local anodyne ointment gives relief (Do,—II p. 442)

নব্যমত—ধুস্তূর মদকারী ও বেদনাহর। অন্যান্য গুণে ইহা "বেলেডনার" তুল্য; বরং তদপেক্ষা তীব্রতর। "মোটর" কিম্বা "সেন্সরি" নার্ভের উপর ইহার প্রভাব লক্ষিত হয় না। "সিম্প্যাথেটিক্" নার্ভের উপরেই ধুস্তূরের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ণমাত্রায় সেবন করিলে হৃদয়ের ক্রিয়াবৈষম্য ঘটিয়া থাকে এবং ভয়াবহ প্রলাপ লক্ষিত হয়। এট্রো-

পাইন্ প্রভৃতির মত ইহাও অরিষ্টভূত নয়নতারকা বিস্তারক। শূলবিশেষ (Hepatic colic). কণ্ঠোৎকাস (উৎকাসি),"কেরিয়া" (এই রোগে রোগী তাণ্ডববৎ উদ্ধতভাবে হস্তপদ বিক্ষেপ করে) এবং গদ্গদ (তোৎলা) রোগে ধুস্তূর আক্ষেপ নিবারকরূপে প্রয়োগ করা হয়। ইহা নিউর‍্যাল্জিয়া, রজঃকৃচ্ছ্র, মুখমণ্ডলের নিউর‍্যাল্জিয়া কিম্বা "সায়েটিকা" রোগে হিতকর। কামোন্মাদ এবং আত্মঘাতেচ্ছা লক্ষণান্বিত সূতিকান্মাদে ধুস্তূর ফলপ্রদ। ধুস্তূরের ধূমপান শ্বাসের পক্ষে হিতকর। ধুস্তূর বীজ উদর্দ্দাদি চর্ম্মরোগে হিতকর। ক্রিমিভক্ষিত দন্তের শূলেও ইহা বেদনা নিবারণার্থ প্রয়োগ করা হয়। ধুস্তূর সাধিত তৈল, শিরঃপীড়া, কুরণ্ড, স্ফোটক এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ধুস্তূর পত্রের রসে অহিফেন ও পুনর্নবামূল পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে, বাতের বেদনা এবং হস্তপদগত শোথ নিবৃত্তি পায়। রক্তার্শ, গুদক্ষত কিম্বা গুহ্যদ্বারের অন্যান্য পীড়াপ্রদ রোগে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের প্রবৃত্তি থাকিলে ধুস্তূর ঘটিত মহলম্ বেদনা নিবারক রূপে ব্যবহার করিবে। (আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ৪৪২ পৃঃ)।

নলমুঞ্জশর—নলমুঞ্জশরাঃ।

নলঃ Arundo karka, *Linn.* **মুঞ্জঃ**—Saccharum Munja, *Roxb.* **শরঃ**—Saccharum Sara, *Roxb.*

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"নলো দূর্ব্বাকারাঙ্কুরোঽন্তঃশুষিরঃ স্বনামখ্যাতঃ" (ডল্বণঃ সুঃ টীঃ ১৮ অঃ)। নলঃ শীতঃ কষায়শ্চ পিত্তমূত্রবিনাশনঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ 'দেবনালো'ঽতিমধুরো রুচ্য ঈষৎকষায়কঃ। নলঃস্বাদ-ধিকো বীর্য্যে শস্যতে রসকর্ম্মণি। রাজনিঘণ্টুঃ॥ অথ নিঘণ্টুগ্রন্থেভ্যো মুঞ্জস্য শরয়োশ্চ গুণা লিখ্যন্তে। 'মুঞ্জো'ঽনুষ্ণো বিসর্পাস্রমূত্রবস্ত্যক্ষিরোগনুৎ। 'বাণাহ্বো' মধুরঃ শীতঃ পিত্তদাহতৃষাপহঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ 'মুঞ্জস্তু' মধুরঃ শীতঃ কফপিত্তজদোষজিৎ। শরস্তথাস্য দোষাস্তু পাবনো ভূতনাশনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ 'শরদ্বয়ং' স্যান্মধুরং সতিক্তং। কোষ্ণং কফভ্রান্তিমদাপহারি। বলঞ্চ বীর্য্যঞ্চ করোতি নিত্যং। নিষেবিতং বাতকরঞ্চ কিঞ্চিৎ। ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টু রাজনিঘণ্টুশ্চ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—কফজ'বিসর্পে' নলমূলম্—"শৈবলং নলমূলাদি * *।

* মৃত্গালেপনং কুর্য্যাদ্বহুশঃ সর্ব্বদোষপিত্তা। প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেয়াঃ স্বল্পঘৃতাপ্লুতাঃ"। (চিঃ ১১ অঃ)। চরকঃ।

নলাদির অম্বর্থসংজ্ঞা—নলের—"মৃদুপত্র", "শূন্যমধ্য"। **মুঞ্জের**—"দূরমূল" "দৃঢ়তৃণ" "বহুপ্রজ" "ব্রহ্মণ্য"। **শরের**—"ক্ষুরিকা পত্র" "বহুমূল" "দীর্ঘমূলক"।

নলাদির ভাষানাম—**নল**। বাঃ—নল। **হিঃ—নরসল**। মঃ—নঠ্ঠ। গুঃ—নালী। কঃ—দেবনাল। তৈঃ—ভুসুগুরু। স্থূলনাল নলকে দেবনাল বলে। **মুঞ্জের ভাষানাম**—মুঞ্জকে হিন্দিতে **মুঞ্জ্** বলে। **থিঁ—বট**। **শরের ভাষানাম**—বাঃ—শর। **হিঃ—কাঁড়া**। সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে শর দ্বিবিধ।

বর্ণন নলতৃণ—আর্দ্র নিম্ন ভূমিতে জন্মে। ইহা বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ ও সুপরিচিত। রাঢ়ে আশ্বিন সংক্রান্তিতে কৃষকেরা ধান্যক্ষেত্রে নলকাণ্ড প্রোথিত করিয়া এই কামনা করে যেন ধান্যস্তম্ব নলের মত উচ্চ হয়। **মুঞ্জ** তৃণ, রাঢ়ে, কলিকাতা অঞ্চলে বা পূর্ব্ববঙ্গে জন্মে না। মুঞ্জ, বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর জন্মে এবং তথাকার লোক ইহাতে রজ্জু প্রস্তুত করে। উপনয়নের সময় মৌঞ্জী মেখলা ধারণ করিতে হয়। এই জন্য নিঘণ্টুকার মুঞ্জকে 'দীক্ষায় পাবনঃ" বলিয়াছেন। বঙ্গে মুঞ্জের অভাবে কুশ ব্যবহৃত হয়। কাব্যে ও মৌঞ্জীমেখলার উল্লেখ দেখা যায়। **মাঘ** নারদ বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"পিশঙ্গমৌঞ্জীযুজমর্জ্জুনচ্ছবিং"। মুঞ্জতৃণ অনেকাংশে নলের তুল্য। **শর,** রাঢ়ে শর নামেই সুপরিচিত। ইহা উচ্চ অথচ জলাশয়সন্নিকৃষ্ট স্থানে জন্মে। ইক্ষুর পত্র সরু হইলে যেমন হয় ইহার পত্রও তদ্রূপ, পাতা ধারাল বলিয়া ইহার নাম "ক্ষুরিকাপত্র"। খাগড়া অপেক্ষা শরের কাণ্ড স্থূলতর হয়। শরকাণ্ডের লেখনী অনেকেই দেখিয়াছেন। স্থূল শরকে "ইক্ষুরক" বলে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল। **মাত্রা**—মূলকাথ ১০ তোলা।

বৈদ্যকে নলের ব্যবহার।

চরক—কফজ বিসর্পে নলমূল—কফজ বিসর্পে নলমূল পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতযোগে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **বক্তব্য—সুশ্রুত** বীরতর্ব্বাদিগণে নল পাঠ করিয়াছেন (সুঃ সূঃ ৩৮ অঃ)। এবং জ্বরচিকিৎসায় নল ব্যবহার করিয়াছেন যথা—নলবেতসয়োর্মূলে মূর্ব্বায়াং দেবদারুণি—(উঃ ৩৯ অঃ)।

নাগকেসর—নাগকেসরঃ।

নাগকেসরঃ—Mesua ferrea, *Linn.*

নাগকেসরং লঘূষ্ণং লঘুতিক্তং কফাপহম্। বস্তিবাতাময়ঘ্নঞ্চ কণ্ঠশীর্ষ-রুজাপহম্। রাজনিঘণ্টুঃ। নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রূক্ষং লঘ্বামপাচনম্। জ্বরকণ্ডূতৃষাস্বেদচ্ছর্দ্দিহৃল্লাসনাশনম্। দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবিসর্পকফপিত্তবিষাপহম্। ভাবপ্রকাশঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'রক্তার্শঃসু' নাগপুষ্পম্—"কেশরনবনীতশর্করাভ্যাসাৎ * অর্শাংস্যপয়ান্তি রক্তানি" (চিঃ ৫ অঃ)। চরক॥ 'শ্বেতপ্রদরে' নাগকেশরম্ —"তক্রোদনাহাররতা সংপিবেন্নাগকেশরম্। ত্র্যহং তক্রেণ সম্পিষ্টং শ্বেতপ্রদর-শান্তয়ে।" (মঃখঃ ৪ভাঃ) ভাবপ্রকাশঃ॥ রক্তাতিসারে নাগকেশরম্— "* * সিতয়া সহ। নাগকেসরচূর্ণং বা রক্তসংগ্রহণং পরম্" ॥ (অতিসারাধিকারে)। বঙ্গসেনঃ।

নাগকেসরের ভাষানাম—বাঃ—নাগেশ্বর ফুলের গাছ। হিঃ—নাগ-কেসর। তৈঃ—নাগ কেশরালু। বম্—নাগচম্প। অঃ—নারমুক্। **সিং—নাকেসুরু।**

বর্ণন—নাগকেসরের **বৃক্ষ** বৃহৎ হয়। রাঢ়ে নাগকেসরের বৃক্ষ অতি যত্নে উদ্যানে পালিত হইয়া থাকে। কোচবিহার রাজ্যে নাগকেসরের বৃক্ষ প্রচুর, এবং স্বল্পপ্রযত্নে বর্দ্ধিত হয়। নাগকেসরের **পাতা** লম্বা, অগ্রভাগ সরু, পত্রপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ণ লেপ থাকে, মুছিলে দাগ পড়ে। পত্রোদর হরিদ্বর্ণ। শিশুনাগকেসর বৃক্ষের **শাখা** এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে গাছটী দেখিলে যেন রথের মত বোধ হয়। ফাল্গুনের শেষে চৈত্রের প্রথমে নাগকেসর বৃক্ষ পুষ্পিত হয়। নাগকেসরফুলের কেসর বহু এবং কেসরগুলি অতি সুন্দররূপে বিন্যস্ত। নাগেশ্বরফুলের **দল** শুভ্রবর্ণ, দেখিতে ঠিক্ বড় টগর ফুলের দলের মত। দল সুবিন্যস্ত নহে, কুণ্ডের বৃতিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া, ফাঁক ফাঁক অসমান ৪টী দল থাকে। দলপ্রান্ত তরঙ্গায়িত। **কুণ্ড** কাহাকে বলে? পূর্ব্বে (উদুম্বর দেখ) পুষ্পের তিনটী আবর্ত্তের কথা বলিয়াছি—এই আবর্ত্তত্রয় ভিন্ন সর্ব্ব বহিঃস্থিত যে আবর্ত্ত থাকে তাহাকেই কুণ্ড বলে। কাঞ্চন প্রভৃতির পুষ্পমুকুল কুণ্ডদ্বারা আবৃত থাকে। বেণের দোকানে পুরাণ নাগেশ্বর ফুলে, স্থূল, কঠিন, বাটীর মত যে দলগুলি জীর্ণ কেসরগুলিকে বেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করে, সেইগুলি বস্তুতঃ দল নহে, নাগকেসর ফুলের কুণ্ড। পুষ্পের গন্ধ মনোরম। ফল বড় হয়। ফল হইতে

একপ্রকার নির্য্যাস বাহির হইয়া থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পুষ্প ও পরাগ। **মাত্রা**—।০ তোলা হইতে একতোলা।

বৈদ্যকে নাগকেসরের ব্যবহার।

চরক—রক্তার্শে—নাগকেসর—নাগেশ্বর ফুলের পরাগ শর্করা ও নবনীতের সহিত সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—শ্বেতপ্রদরে**—নাগকেসর—নাগকেসর পুষ্প তক্রের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবনকালে তক্রোদন পথ্য করিতে হইবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। **বঙ্গসেন—রক্তাতিসারে** নাগকেসর—চিনির সহিত নাগকেসর ফুলচূর্ণ সেবন করিলে অতিসারের রক্তস্রাব রোধ করে।

বক্তব্য—নাগকেসর চাতুর্জ্জাতকের অন্তর্গত একটী দ্রব্য। গুণান্তরাধান ভিন্ন, ঔষধ সুগন্ধি ও সুখসেব্য করিবার জন্য ও চাতুর্জ্জাতকের ভূরি ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

Constituents.—The fruit contains an oleo resin and an essential oil. The seeds contain a fixed oil. The hard pericarp contains tannin. The resin is in tears ; it sinks in water. It is partially dissolved in rectified spirit, amyl alcohol and ether, but wholly in benzol. The essential oil is very fragrant, of a pale yellow colour and of the odour of flowers and resembles chain turpentine (*Materia Medica of India* II. p. 78.) **Actions and uses.**—The dried blossoms, root, and bark are bitter, aromatic and sudorific. Unripe fruits are aromatic, acrid and purgative. Flowerbuds are used in dysentery. The oil is used as an application for rheumatic joints ; an ointment of the powder of blossoms, with butter is applied to bleeding piles and for burning sensation of the feet. (Do. II p. 78).

নব্যমত—নাগেশ্বরের শুষ্ক কুঁড়ি, মূল এবং বৃক্ষত্বক্, তিক্ত সুগন্ধি এবং ঘর্ম্মকারক। অপক্ক **ফল**, কটু, উষ্ণ এবং বিরেচক। কুঁড়ি **ফুল**, আমরক্তাতিসারে ব্যবহৃত হয়। ইহার **তৈল** সন্ধিগত বাতে অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করা হয়। নাগেশ্বর ফুলের গুঁড়া এবং মাখন একত্র মিশ্রিত করিয়া রক্তস্রাবি অর্শের বলিতে কিম্বা পদদাহে পদতলে প্রলেপ দিতে হয় (আর এন্ কোরি—২য় খণ্ড ৭৮ পৃঃ)।

নারিকেল—नारिकेलः ।

नारिकेलः (रः) । Cocos Nucifera, *Linn.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"रसफलः", "दृढ़फलः", "स्कन्धफलः" "सदाफलः" "उच्चतरुः", "कूर्च्चशेखरः" । 'उत्पत्तिज्ञापिका संज्ञा—"दाक्षिणात्यकः" * * नारिकेलफलानिच । वृंहणस्निग्धशीतानि वल्यानि मधुराणि च । 'चरक (सूः २७ अः) । नारिकेलं गुरु स्निग्धं पित्तघ्नं स्वादुशीतलम् । वलमांस प्रदं हृद्यं वृंहणं वस्तिशोधनम् । 'सुश्रुतः' (सूः ४६ अः) । नारिकेलो गुरु स्निग्धः शीतः पित्तविनाशनः । 'अर्द्धपक्व' स्तृषाशोषशमनो दुर्ज्जरः परः । नारिकेल—'सलिलं' लघु वल्यं शीतलं च मधुरं गुरु पाके । पित्तपीनसतृषा-श्रमदाहशान्ति शोषशमनं सुखदायि । 'पक्व' मेतदपि किञ्चिदिहोक्तं पित्तकारि रुचिदं मधुरं च । दीपनं वलकरं गुरु हृद्यं वीर्य्यवर्द्धनमिदं तु वदन्ति । राजनिघण्टुः ॥ नारिकेरफलं शीतं दुर्ज्जरं वस्तिशोधनम् । विष्टम्भि वृंहणं वल्यं वातपित्तास्रदाहनुत् । विशेषतः 'कोमल-नारिकेलं निहन्ति पित्तज्वर-पित्तदोषान् । तदेव 'जीर्णं' गुरु पित्तकारि विदाहि विष्टम्भि मतं भिषग्भिः । 'तस्याम्भः' शीतलं हृद्यं दीपनं शुक्रलं लघु । पिपासापित्तजित् स्वादु वस्तिशुद्धि-करं परम् । नारिकेलस्य तालस्य खर्ज्जूरस्य 'शिरांसि' तु । कषायस्निग्ध-मधुरवृंहणानि गुरूणि च । भावप्रकाशः ।

वैद्यके व्यवहारः—'सूर्य्यावर्त्तार्द्धभेदकयो' र्नारिकेलनीरम्—"नीरं वा नारि-केलजम्" (शिरोरोगचिः) । चक्रदत्तः । 'परिणामशूले' नारिकेलम्—"नारिकेलंसतोयञ्च लवणेन सुपूरितम् । मृदाववेष्टितं शुष्कं पक्वं गोमय-वह्निना । पिप्पल्या भक्षितं हन्ति शूलं हि परिणामजम्" । (मः खः १भाः) (२) 'शर्करायां' नारिकेलकुसुमम्—"* दध्ना पीतं वा नारिकेलजं कुसुमम् । विषम शर्करायाः भवति सुखी कतिपये र्दिवसैः (मः खः १भा) । भावप्रकाशः ॥

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"রসফল," "দৃঢ়ফল," "স্কন্ধফল," "সদাফল," "উচ্চতরু," "কূর্চ্চশেখর"। উৎপত্তিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"দাক্ষিণাত্যক"।

নারিকেলের ভাষানাম—বাঃ—নারকেল্। **হিঃ—নারিয়ল খোপরা।** মঃ—শ্রীফল, নারঠঠ। গুঃ—নালীয়র। কঃ—তেঁগনকায়ী। তৈঃ—টেঁকায়া, নারিকদম। তাঃ—টেন্না, তেঙ্গায়ি। উঃ—নড়িয়া। **সিঃ**—পোল্। কাঃ—জোজ্ হিন্দী নারীগল্। অঃ—নার্জিল্।

বর্ণন—লবণাম্বুসিক্ত ভূমিতে নারিকেল বৃক্ষ আনন্দে বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশে যথেষ্ট নারিকেল বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। "আঁটেল" মাটীতে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে না; রাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে নারিকেল বৃক্ষ নিতান্ত দুর্লভ। সাত আট বৎসরের পূর্ব্বে নারিকেল বৃক্ষ প্রায় ফলোৎপাদন করে না। নারিকেল যথার্থই "সদাফল"। ভাদ্রের জল পাইলে নারিকেল "ঝুনো" হয়। মণ্ডনপ্রিয় ললনাগণ "নারিকেল ফুল" (অলঙ্কার বিশেষ) পরিয়া থাকেন। ডাব ও ঝুনো নারিকেল উভয়েই উত্তম খাদ্য। নারিকেলের "খোলে" হুকা, ছোব্‌ড়ায় রজ্জু এবং "কাটিতে" ঝাঁটা প্রস্তুত করে। নারিকেল পত্রক্ষার দন্তের পক্ষে হিতকর। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল, ফুল, তৈল।

বৈদ্যকে নারিকেলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদকে নারিকেল জল—নারিকেল-জলে চিনি মিশ্রিত করিয়া নাসিকাদ্বারা পান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নামক শিরোরোগ নিবৃত্তি পায়। **ভাবপ্রকাশ**—পরিণামশূলে নারিকেল—সুপক্ক সজল নারিকেলের ভিতর সৈন্ধব লবণ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। স্বাঙ্গশীত হইলে নারিকেল ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ নারিকেল শস্য গ্রহণ করিবে। ইহা ২—৪ আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ পিপ্পলী চূর্ণের সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। (২) **শর্করা** রোগে নারিকেল কুসুম—দধির সহিত নারিকেল ফুল পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই শর্করা রোগ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

বক্তব্য—চরকের "দশেমানি" তে নারিকেলের উল্লেখ নাই। তৈলযোনিফলমধ্যে ও নারিকেল পঠিত হয় নাই। **সুশ্রুত**, তৈলযোনি-ফলবর্গে লিখিয়াছেন তাল নারিকেল * ফলস্নেহাঃ পিত্তসংসৃষ্টে বায়ৌ" (চিঃ ৩১ অঃ)। নারিকেলাদি ফলের গুণোল্লেখ প্রসঙ্গে **বাগ্‌ভট** বলিয়াছেন—" * * বৃংহণং গুরু শীতলম্। দাহক্ষতক্ষয়হরং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্। স্বাদু পাকরসং স্নিগ্ধং বিষ্টম্ভি কফশুক্রকৃৎ" (সূঃ ৭ অঃ) **রাজনিঘণ্টুকার** নারিকেল-তৈলকে বাতপিত্তহর, কেশ্য, শ্লেষ্মল, গুরু ও শীতল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু চিকিৎসাগ্রন্থে তিল, এরণ্ড ও সর্ষপজাত তৈলবৎ আমরা নারিকেল তৈলের ব্যবহার দেখিতে পাই না। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তদুপরি নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, কোনও

প্রামাণ্য বৈদ্যক চিকিৎসা গ্রন্থে ভেষজসংস্কৃত নারিকেল তৈলের উল্লেখ নাই। নারিকেল তৈ মূর্চ্ছাপাক সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয় কেশ্য তৈলও তিলতৈলে প্রস্তুতের বি প্রবর্তিত হইয়াছিল। অম্লপিত্ত ও শূল বিশেষে ব্যবহৃত সুপরিচিত "নারিকেলখণ্ড" না খাদ্যৌষধে, নারিকেলশস্যের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। "নারিকেলখণ্ড," সিদ্ধযোগ, চক্রদত্ত ভাবপ্রকাশ ও বঙ্গসেনে লিখিত হয় নাই; ইহা সারকৌমুদীকারের আবিষ্কার। প্রচলিত চক্রদত্ত সংগ্রহের শূলাধিকারে ',নারিকেলখণ্ডে"র উল্লেখ থাকিলেও প্রামাণিক টীকাকার **শিবদাস** স্বীয় তত্ত্বচন্দ্রিকায় উহার ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া, উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয় অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। "নারিকেলখণ্ড" অম্লপিত্ত ও শূলাধিকারে পঠিত হইলে আমি চিকিৎসকগণকে ক্ষতক্ষয় রোগে উহা ব্যবহার করাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

"**Constituents**.—The fresh kernel contains nitrogenous substance, fat, ash, palm sugar, and inorganic substances." (R. N. Khory – II p. 624.) **Action and uses**.—Cocoanut milk—refrigerant, nutrient, aperient, diuretic and anthelmintic. Nariela-nu-pani is cooling, refrigerant, demulcent and in large doses aperient. The oil is used as a substitute for cod-liver oil in debility and phthisis, but is not so very digestible. An inunction of it to the whole body is used in fevers, and to the chest in lung diseases. It is used as an application for the growth of hair and to prevent them from turning grey. Katali-nu-tela is applied in chronic skin diseases such as ring worm, psoriasis, pityriases. The fresh kernel or the tender pulp is nourising, cooling, diuretic and refrigerating, The pulp of the ripe fruit is hard and indigestible. The terminal buds are nourishing, agreeable and digestive and are used as vegetable. The root is diuretic. Naliera-nu-dudha, juice of the kernel, with kali giri is locally applied to freckles with relief. Koparani-vati—old and dried kernel is cut into thin slices and used as an aphordisiac ingredient in confection ; also as an anthelmintic, it is used in removing tapeworms. (Do—II p. 624). "Cocoanut oil has been recommended as a substitute for cod-liver oil, but its prolonged use is said to induce disturbance of the digestive organs and diarrhœa ; this objection may be removed by using the olein separated from the solid fats, as is done by the natives in the preparation of what they call *muthel* or hand oil. To prepare this the kernel of the fresh nuts is pulped and strained and the oil prepared from the milky fluid by

heating it ; a preparation of the same kind is now known in Europe as *coco olein.* (Dymock—III p. 515).

নব্যমত—নারিকেলের **দুগ্ধ** শীত, পুষ্টিপ্রদ, সর (কিঞ্চিৎ রেচক) মূত্রল এবং ক্রিমি নাশক। নারিকেল **জল** শীত, স্নিগ্ধ এবং অধিক মাত্রায় কিঞ্চিৎ রেচক। নারিকেল **তৈল** কড্‌লিভার অয়েলের পরিবর্ত্তে দৌর্ব্বল্য ও উরঃক্ষতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা দুর্জ্জর। জ্বর ও কাসরোগে নারিকেল তৈল অভ্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। কেশের অকালপক্বতা দূরীকরণার্থ নারিকেল তৈল প্রশস্ত। ইহা কেশবর্দ্ধক ও বিবিধ চর্ম্মরোগে হিতকর। "নেয়াপাতি" ডাবের শাঁস, পোষক, শীত ও মূত্রকর। "ঝুনা" নারিকেলের শাঁস কঠিন ও দুর্জ্জর। নারিকেলের **মূল** মূত্রকর। নারিকেল দুগ্ধ ও কালজীরা চূর্ণ একত্র প্রলেপ দিলে রৌদ্রদগ্ধ অঙ্গ প্রকৃতিস্থ হয়। পক্ব পুরাণ শুষ্ক নারিকেল **শস্য**, বৃষ্য খণ্ডমোদকাদির অন্যতম উপাদান। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে অন্ত্রস্থ ফিতার মত কৃমি নিঃসারিত হয় (আর, এন, কোরি—১ম খণ্ড ৬২৪ পৃঃ)। "নারিকেল **তৈল**, কড্‌লিভার অয়েলের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে পরিপাকের ব্যতিক্রম বা অতিসার জন্মিতে পারে। পীড়নপূর্ব্বক নারিকেল শস্য হইতে দুগ্ধ নিষ্কাশিত করিবে, এই দুগ্ধ জ্বাল দিয়া যে তৈল পাওয়া যাইবে সেই তৈল দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলেও অজীর্ণ বা অতিসারের আশঙ্কা থাকে না (ডিমক্—৩য় খণ্ড ৫১৫ পৃঃ)।

নিম্ব—নিম্বঃ।

निम्बः, अरिष्टः—Melia Azadiracta, *Willd.* **महानिम्बः** Melia Bukayun, M. Sempervirens, *Willd.*

अन्वर्थसंज्ञा—निम्बस्य—"सुतिक्तकः," "कीरेष्टः," "विशीर्णपर्णः," "छर्दनः," "पवनेष्टः," "हिङ्गुनिर्य्यासः"। महानिम्बस्य—"अक्षीरः"। 'निम्बगुणाः—निम्बस्तिक्तरसः शीतो लघुः श्लेष्मास्रपित्तनुत्। कुष्ठकण्डूव्रणान् हन्ति लेपाहारादिशीतलः। अपक्वं पाचयेच्छोफं व्रणं पक्वं विशोधयेत्। धन्वन्तरीय निघण्टुः॥ प्रभद्रकः प्रभवति शीतनिम्बकः कफव्रणक्रिमिवमिशोफशान्तये। बलासभिद्बहुविधपित्तदोषजिद्विशेषतो हृदयविदाहशान्तिकृत्। 'राजनिघण्टुः'। निम्बः शीतो लघुर्ग्राही कटुपाकोऽग्निवातनुत्। अहृद्यः

श्रमहृक्कासज्वरारुचिक्रिमिप्रणुत्। व्रणपित्तकफच्छर्दिकुष्ठहृल्लासमेहनुत्। निम्ब-'पत्रं' स्मृतं नेत्र्यं क्रिमिपित्तविषप्रणुत्। वातलं कटुपाकञ्च सर्व्वारोचककुष्ठ-नुत्। 'निम्बफलं' रसे तिक्तं पाकेतु कटुभेदनम्। स्निग्धं लघूष्णं कुष्ठघ्नं गुल्मार्शःक्रमिमेहनुत्॥ 'भावप्रकाशः'। निम्बः पित्तकफच्छर्दिव्रणहृत् वातकुष्ठ-नुत्। राजवल्लभः॥ 'महानिम्बगुणाः—महानिम्बो रसे तिक्तः शीतपित्त-कफापहः। कुष्ठरक्तविनाशो च विसूचीं हन्ति शीतलः। 'धन्वन्तरीयनिघण्टुः। महानिम्बस्तु शिशिरः कषायः कटुतिक्तकः। असृदाहवलासघ्नो विषमज्वर-नाशनः। 'राजनिघण्टुः'। महानिम्बो हिमो रूक्षस्तिक्तो ग्राही कषायकः। कफपित्तभ्रमच्छर्दिकुष्ठहृल्लासरक्तजित्। प्रमेहश्वासगुल्मार्शोमूषिकविषनाशनः। 'भावप्रकाशः'। महानिम्बः परंग्राही कषायोऽम्लश्च शीतलः। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे निम्बः—* निम्बपटोलस्य *। * इति षट्-कषाययोगाः कुष्ठघ्ना निर्द्दिष्टाः। * स्नाने पाने च मताः। (चिः ७अः)। चरकः॥ जातसत्त्वे कुष्ठे निम्बः—निम्बक्वाथं जातसत्त्वः पिवेद्वा (चिः ८अः) (२) 'सुरामेहे' निम्बः—"सुरामेहिनं निम्बकषायं" (चिः ११ अः)। (३) 'अरूंषिकायां' निम्बः—"अरूंषिकां हृते रक्ते सेचयेन्निम्बवारिणा"। (चिः २० अः)। (४) 'पद्मिनीकण्टके' निम्बः—"निम्बारग्वधयोः क्वाथो हित उत्सादने भवेत्"। (चिः २० अः)। (५) 'दाहज्वरे' निम्बः—"मधुफाणितयुक्तेन निम्बपत्राम्भसाऽपिवा। दाहज्वरार्त्तं मतिमान् वामयेत् क्षिप्रमेव च"। (उः ३८ उः अः)। (६) कफज'तृष्णायां' निम्बः—"हितं भवेच्छर्दनं मेवचात्र तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन"। (उः ४८ अः)। सुश्रुतः॥ 'वातरक्ते' निम्ब-पत्रम्—"पटोलनिम्बपत्राणि क्वथित्वा मधुसंयुतम्। पाचनं वातरक्तानां तथा च शमनानि च"। (चिः २५ अः)। "काञ्जिकेन च सम्पिष्य पिचुमर्द्ददलानि च। लेपनं शस्यते तस्य वातरक्तप्रशान्तये"। (चिः २५ अः)। (२) 'व्रणशोधनार्थे' निम्बपत्रम्—"निम्बपत्राणि संपिष्य मधुना व्रणशोधनम्"। (चिः ३५ अः)। 'दन्तरोगे' निम्बमूलम्—"क्वाथश्च निम्बमूलस्य दन्तरोग-निवारणः"। (चिः ४५ अः)। (२) 'विषप्रतिकारे' निम्बः * निम्बफलानि

च। उष्णोदकेन पीतानि जयेयुस्तत्क्षणात् विषम्। (चि: ५५ अ:)। हारीत:॥ 'खालित्ये' पलिते च निम्बतैलम्—"मासं वा निम्बजं तैलं क्षीरभुङ् नावयेद् यति:"। (उ: २४ अ:)। (२) 'व्रणसंशोधने' निम्बपत्रम्—"स क्षौद्र-निम्बपत्राभ्यां युक्त: संशोधनं परम्"। (उ: २५ अ:)। वाग्भट:॥ 'उदर्द-कोठादौ' निम्बपत्रम्—"निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन। धात्रीविमिश्रान्यथ-वोपयुञ्ज्यात्। विस्फोटकोठक्षतशीतपित्तं कण्डूवमूलपित्तं सहसा च हन्यात्"। (अम्लपित्त—चि:)। (२) 'कामलायां' निम्ब:—* निम्बस्य वा रस:। प्रातर्माक्षिकसंयुक्त:। शीलित: कामलापह:। (पाण्डुरोग—चि:)। चक्रदत्त:॥ 'गृध्रस्यां' महानिम्बमूलम्—हृष्टनिम्बतरोर्मूलं वारिपेषितम्। पीतं नाशयेत् क्षिप्रमसाध्यामपि गृध्रसीम्। (वातव्याध्यधिकारे)। (२) कफज 'हृद्रोगे' निम्ब:—"वनानिम्बकाषाताभ्यां वाम्यं हृदि कफोत्थिते" (हृद्रोगाधिकारे)। (३) 'नेत्ररोगे' निम्ब:—शुण्ठीनिम्बदलै: पिण्ड: सुखोष्ण: स्वल्प-सैन्धव:। धार्य्यश्चक्षुषि संदेपाच्छोथकण्डूव्यथापह: (नेत्ररोगाधिकारे)। (४) 'शिरोज्वररोगे' निम्ब:—"निम्बस्य पत्रं माक्षिकं सर्पियुक्तन्तु धूपनम्। ज्वर-वेगं निहन्त्याशु बालानान्तु विशेषत:"। (बालरोगाधिकारे)। वङ्गसेन:॥ 'द्रव्यविशेषपरिपाकार्थं" निम्बवीजम्—मधूकमालूरम्रपादनानां पनसखर्ज्जूर-कपित्थकानाम्। पाकाय पेयं पिचुमर्द्दवीजं घृतेऽपि तक्रेऽपि तदेव पथ्यम्"। (म: ख: २ भा:)। (२) 'क्रिमिषु' निम्बपत्रम्—"निम्बपत्रसमुद्भूतं रसं क्षौद्रयुतं पिबेत्।" (म: ख: २ भा:)। (३) 'रक्तपित्ते' शाकार्थं निम्बपत्रम्—पटोलनिम्बवेत्राग्रप्लक्षवेतसपल्लवा:। शाकार्थे शाकसात्म्यानां * हिता:"। (म: ख: २ भा:)। (४) व्रणेषु 'क्रिमिनाशार्थं" निम्ब:—"लेपो हिङ्गुनिम्ब-कृतोऽथवा"। (म: ख: २ भा:)। भावप्रकाश:।

অন্বর্থসংজ্ঞা—নিম্বের—"সুতিক্তক," "কীটেষ্ট", "বিশীর্ণপর্ণ", "ছর্দ্দনঃ", "পব-নেষ্ট", "হিঙ্গুনির্য্যাস" মহানিম্বের—"অক্ষীর"।

নিম্বের ভাষানাম—বা—নিম্‌গাছ। হিঃ—নীম্। মঃ—কড়ু নিম্ব। গুঃ—লিম্বড়ো। কঃ—বেভবেবু। তৈঃ—বেয়াটোয়াচেট্টু। তাঃ—বেপুম্মরম। ফাঃ—নেনব নীম্ দরখ্তে হক্। **মহানিম্বের ভাষানাম**—বাঃ ঘোড়া নিম। হিঃ—বকায়ন্।

হিং—নীমৰ্‌। মঃ—বকানিনিম্ব, কড়্ নিম্ব। গুঃ—বকান্ত। কঃ—মহাবেড। তৈঃ—পেদবেপ্না। তাঃ—মালাইবেতু বাবেপ্যম। ফাঃ—আজাদ্ দরখ্‌ত। অঃ—বান্, বীজকে—হবুল্। **নিম্বের ভেদ—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে** তিন প্রকার নিম্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—(১) নিম্ব (২) মহানিম্ব (৩) কৈডর্য্য। মহানিম্বকে বাঙ্‌লা ও আসামী ভাষায় ঘোড়ানিম্ বলে। নিম্ববৎ মহানিম্ব ও গ্রামে গ্রামে অযত্নসম্ভূত হইয়া ছায়া ও ফলদান করে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ মহানিম্বকে "পর্ব্বতনিম্ব" নামে পরিচিত করিয়াছেন (সৌশ্রুত পিপ্পল্যাদিবর্গের ভানুমতি ও নিবন্ধসংগ্রহ দেখ)। **শিবদাস** তত্ত্বচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন "গ্রামনিম্ব এব পর্ব্বতভবত্বেন পর্ব্বতনিম্ব ইত্যাহুরন্যে"। এই সকল পাঠ করিয়া যদি কাহারও মনে মহানিম্বের পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে তৎপ্রতি আমাদের বক্তব্য এই, নিঘণ্টুকার মহানিম্বকে, কষায় বলিয়াছেন এবং ইহার একটী নাম "মদোদ্রেক"। ঘোড়ানিমের পত্র চর্ব্বণ করিলে প্রথমে কষায় এবং বহুপরে কিঞ্চিৎ তিক্তাস্বাদ অনুভূত হয়। পরীক্ষাদ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে ঘোড়ানিমের পত্রাদি অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মত্ততাসহ বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়; সুতরাং স্বাদগুণ বিচার দ্বারা সমর্থিত হইতেছে যে মহানিম্ব ঘোড়ানিম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। উপরিলিখিত অন্বর্থসংজ্ঞাগুলির মধ্যে নিম্বকে "হিঙ্গুনির্য্যাস" অর্থাৎ যাহার আঠা হিঙ্গুর মত এবং মহানিম্বকে "অক্ষীর" অর্থাৎ যাহার আঠা নাই, বলা হইয়াছে। এই দুই সংজ্ঞাই নিম্বদ্বয়ের ইতরব্যবচ্ছেদক লক্ষণ। পর্ব্বত নিম্ব অর্থে যে গ্রামে জন্মিবে না এমন বুঝায় না। গ্রামনিম্বই (যাহাকে লোকে নিম্ বলে) পর্ব্বতে হইলে পর্ব্বতনিম্ব অর্থাৎ মহানিম্ব হয়, যাহারা একথা বলেন তাঁহাদের মত আদৃত হইবার যোগ্য নহে। কৈডর্য্যের হিন্দিনাম "মিঠানিম্, "কৃষ্ণনিম্ব" ও "বরসঙ্গ"। বাঙ্‌লায় ইহার পৃথক্ নাম নাই—ইহাকেও লোকে ঘোড়ানিম্ বলিয়া থাকে।

বর্ণন—নিম্ব সর্ব্বত্র সুপরিচিত। আমরা শিশুগণকে "নিম্‌ফল কোমরপাটা" পরাইয়া থাকি। ঘোড়ানিমের পাতা নিম্বের পত্রাপেক্ষা হ্রস্বতর কিন্তু তদপেক্ষা চৌড়া। সাধারণ-বৃন্তে ২—৪ যোড়া পাতা থাকে—প্রথম পত্রযুগ্ম প্রায়ই ত্রিপত্র হয়। নিম্বের পত্রপ্রান্ত গভীর ভাবে চিরিত, ঘোড়ানিমের সামান্য চিরিত। আবার কৈডর্বের পত্রপ্রান্ত চিরিত নহে। নিম্বের পত্র বক্র—ঘোড়া নিমের পত্র বক্র নহে—পত্রাংশ বৃন্ত সন্নিধানে কিঞ্চিৎ বিষমভাবে অবসিত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজ ও তৈল। **মাত্রা**—ত্বক্‌চূর্ণ, ১—৪ আনা। পত্রচূর্ণ—১—৪ আনা। বীজ—২ আনা। পত্রস্বরস—১ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে নিম্বের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে নিম্ব—নিমছাল ও তিক্ত পটোলের লতা পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া কুষ্ঠরোগীকে পান করাইবে। কুষ্ঠরোগীর স্নানীয় এবং পানীয় জলও নিমছাল ও পল্‌তা দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ব্যবহার করাইবে (চিঃ ৭ অঃ)। **সুশ্রুত—জাতসত্বেকুষ্ঠে** নিম্ব—যে কুষ্ঠীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে তাহাকে নিমছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **সুরামেহে** নিম্ব—যাহার সুরামেহ হইয়াছে সে নিমছালের কাথ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **অরুংষিকা** রোগে নিম্ব—অরুংষিকা রোগে রক্তস্রাব করাইয়া তদনন্তর নিমছালের কাথ সেবন করাইবে (চিঃ ২০ অঃ) (৪) **পদ্মিনীকণ্টক** রোগে নিম্ব—পদ্মিনীকণ্টক নাম চর্ম্মরোগে নিমছাল ও সোণালুর পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথ দ্বারা রুগ্ন অঙ্গ মর্দ্দন করিবে (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) **দাহজ্বরে** নিম্ব—দাহযুক্তজ্বরে পীড়িত ব্যক্তিকে নিমপাতার কাথ গুড় যোগে পান করাইয়া বমন করাইবে (উঃ ৩৯ অঃ)। (৬) কফজ**তৃষ্ণায়** নিম্বপুষ্প—কফজতৃষ্ণা নিরূপণপূর্ব্বক নিমফুলের উষ্ণ কাথ পান করাইবে। ইহাতে বমন দ্বারা তৃষ্ণানিবৃত্তি হয় (উঃ ৪৮ অঃ)। **হারীত—বাত-রক্তে** নিম্বপত্র—নিমপাতা ও তিক্ত পটোলের লতা পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া বাতরক্ত রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা দোষের পাচক ও শমক (চিঃ ২৫ অঃ)। নিমপাতা কাঞ্জিতে পেষণপূর্ব্বক বাতরক্তের মণ্ডলাকার কণ্ডুতে প্রলেপ দিবে (চিঃ ২৫ অঃ)। (২) **ব্রণশোধনার্থ**—নিম্বপত্র—মধুর সহিত পিষ্ট নিম্বপত্রের প্রলেপ দিলে ব্রণের কদর্য্যস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া ক্ষতশুদ্ধি হয় (চিঃ ৩৫ অঃ)। (৩) **বিষপ্রতীকারে** নিম্বফল—নিমফল উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিষ জয় করা যায়। (চিঃ ৫৫ অঃ) এখানে বিষশব্দে প্রকরণাধীন স্থাবরবিষ বুঝিতে হইবে। **বাগ্‌ভট—টাক ও কেশের অকালপক্কতা** নিবারণার্থ নিম্বতৈল—আহার বিহারাদিতে মিতাচার অবলম্বনপূর্ব্বক দুগ্ধমাত্রভোজী, একমাস নিম্বতৈলের নস্য গ্রহণ করিবে। ইহা খালিত্য ও পলিত-নাশক (উঃ২৪অঃ) **ব্রণশোধনার্থ**—নিম্বপত্র—মধু, তিলও নিম্বপত্র,উত্তমক্ষত সংশোধক (উঃ ২৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—উদর্দ্দকোঠাদিতে**—নিম্বপত্র—গব্যঘৃতের সহিত নিম্বপত্রচূর্ণ কিম্বা নিম্বপত্র ও আমলকী একত্র পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে, বিস্ফোট, কোঠ, ক্ষত, শীতপিত্ত, কণ্ডু (চুলকণা) এবং অম্লপিত্ত নাশকরে (অম্লপিত্ত চিঃ)। (২) **কামলা** রোগে নিম্ব—নিমছালের বা নিমপাতার রস মধুযোগে প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা রোগ প্রশমিত হয় (পাণ্ডু চিঃ)। **বঙ্গসেন—গৃধ্রসী**রোগে মহা-নিম্বমূল—ঘোড়ানিমের মূলত্বক্ জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে, অসাধ্য গৃধ্রসী-

রোগেও প্রশমিত হয় (বাতব্যাধি—অধিঃ) (২) কফজ **হৃদ্রোগে** নিম্ব—বচ ও নিমছালের কাথ পান করাইয়া কফজহৃদ্রোগীকে বমন করাইবে (হৃদ্রোগাধিঃ)। (৩) **নেত্ররোগে** নিম্ব—নিমপাতা ও কিঞ্চিৎ শুঁঠ, জলের ছিটা দিয়া একত্র পেষণপূর্ব্বক সৈন্ধব লবণ যোগে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া, ঈষদুষ্ণাবস্থায় মুদ্রিত চক্ষুতে সূক্ষ্মবস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা নেত্রের কণ্ডু, স্ফীতি ও ব্যথা নিবারক (নেত্ররোগাধিকাঃ)। (৪) শিশুর **জ্বরে** নিম্ব—মধু গব্যঘৃতসহ নিম্বপত্র দগ্ধ করিবে। ইহার ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইলে জ্বরনিবৃত্তি পায় (বালরোগাধিকাঃ)। **ভাবপ্রকাশ**—দ্রব্য বিশেষ **পরিপাকার্থ** নিম্ববীজ—মৌয়া, বেল, রাজাদন, পরুষক (ফলসা), খর্জ্জুর, কপিত্থ, ঘৃত ও তক্র পরিপাক করিবার জন্য নিম্ববীজ সেব্য। (২) **ক্রিমিরোগে** নিম্বপত্ররস মধুসহ সেবন করিবে। ইহা ক্রিমিনাশক। (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৩) **রক্তপিত্তে** নিম্বপত্র—রক্তপিত্তীকে শাকার্থ নিম্বপত্র ব্যবস্থা করিবে। যাহারা শাকসাত্ম্য তাহাদিগের পক্ষেই প্রশস্ত (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৪) **ব্রণের ক্রিমিনাশার্থ** নিম্ব—ক্ষতের কৃমি নষ্ট করিবার জন্য নিম্ব (তৈলই প্রশস্ত) কিম্বা হিঙ্গু লেপন করিবে (মঃ খঃ ৩য় ভাঃ)।

বক্তব্য—চরক কৃমিঘ্নবর্গে নিম্ব এবং সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে কৈডর্য্য পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** ঊর্দ্ধভাগহর অর্থাৎ বামকদ্রব্যের মধ্যে ও আরগ্বধাদিগণে নিম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু**কারের মতে নিম্ব পত্রের লেপ, অপক্ব ব্রণকে পাকায় এবং পক্বব্রণকে শোধন করে। **রাজনিঘণ্টুকার** বলেন নিম্ব বলাসজিৎ অর্থাৎ জমাট্ শ্লেষ্মা তরল করে এবং হৃদয়বিদাহশান্তিকৃৎ অর্থাৎ সেবনে "বুকজ্বালা" ভাল হয়। **ভাবপ্রকাশ**কারের মতে নিমফল ভেদক। **রাজবল্লভ** বলেন মহানিম্ব অত্যন্ত গ্রাহী অর্থাৎ ধারক। ভাবপ্রকাশে মহানিম্বকে মূষিকবিষনাশক বলা হইয়াছে। সকলেই নিম্বকে কুষ্ঠ নাশক বলিয়াছেন। নিম্বমূলত্বক্, কাণ্ডত্বক্, পত্র, পুষ্প ও ফল "পঞ্চনিম্ব" নামে প্রসিদ্ধ। **রাজনিঘণ্টুকার** নিম্বতৈলের গুণবিবরণে লিখিয়াছেন "নাত্যুষ্ণং নিম্বজং তৈলং ক্রিমিপিত্তকফাপহম্। বাতপিত্তপ্রশমনং মদাশ্মরীরুজাপহম্"।

Constituents.—of M Bukayun—Noncrystalline resinous substance—the active principle, sugar, tannin. (R. N. Khory—II. p. 118). **Actions and uses.**—In small doses, the bark is a bitter tonic, astringent, antiperiodic anthelmintic, given to children in round worms, and to adults in fever and indigestion ; leaves and flowers are alterative and diuretic. The juice of the leaves is used in fevers, dyspepsia, general debility, jaundice, worms, scrofula, boils, leprosy &c. Externally the flowers and leaves are discutients ; as a poultice they are made worm and

applied to the head in nervous headaches. A poultice of the flowers is said to kill lice and to cure eruptions of the scalp ; a paste of the leaves is applied hot to unhealthy ulcers to indolent scrofulous glands and to pustular eruptions. The drug is a narcotic poison in large doses, producing giddiness, dimness of sight, mental confusion, stupor, dilated pupils and stertor. It also acts as a gastro-intestinal irritant, producing vomitting and purging. (Do.—II p. 119). **Constituents.**—of M. Azadirachta—The seeds contain a resinous oil known as margosa or neem oil. The bark contains a neutral resinous bitter principle, margosine, non-crystalline and without alkaloidal properties catechin gum, sugar and tannin. (R. N. Khory—p. 119). **Actions and uses.**—The bark and leaf stalks are astringent bitter tonic and antiperiodic, and used in intermittent and paroxysmal fevers and for general debility and convalescence and after febrile and other diseases. The leaves are discutient and local stimulant and used as varalians or poultices to disperse indolent glands and swellings. The young trees yield a kind of sweet juice (toddy) which when fermented is used as stomachic and anthelmintic and is given in worms and jaundice. The pulp is applied to boils, postular eruptions, opensores and bruised joints. The compound powper *Pancha nimba churun* is tonic and given in convalescence after fever. The fruit is a purative anthelmintic and alterative. The oil of the seed is bitter, anthelmintic and stimulant, given in leprosy, intestinal worms, piles and urinary diseases. The gum is used by lying-in women as a uterine stimulant. The seeds are used for killing pediculi, and the powdered kernel for washing the hair and as a remedy for mange in dogs. The oil, mixed with other oils is applied to skin diseases, suppurating scrofulous glands, and leprous ulcers. It is rubbed on the skin in rheumatic-affections and to the head in headache. The oil contains sulphur, and therefore with alkalies it is used in skin diseases. (Do —II, 120).

নব্যমত—নিম্বের গুণ ও ব্যবহার—নিম্বের **ত্বক্ ও পত্র** তিক্ত—বলকারক, কষায়, জ্বরনিবারক এবং বিষমজ্বর ও পালাজ্বরে সেব্য। সাধারণ দৌর্ব্বল্যে কিংবা জ্বরাদিপীড়াবসানজ দৌর্ব্বল্যে হিতকর। অর্ব্বুদ কিংবা বেদনাহীন গ্রন্থিস্ফীতি বা স্ফীতিতে নিম্বপত্রের প্রলেপ কিংবা অখণ্ড নিম্বপত্র স্থাপন করিলে অর্ব্বুদাদি বিলীন হইয়া যায়। তরুণ নিম্বতরু হইতে এক প্রকার স্বাদুরস (তাড়ি) প্রাপ্ত হওয়া। পর্য্যুষিত হইয়া উগ্রিক হইলে,

এই রস পাচক ক্রিমিঘ্ন এবং ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগে হিতকর হয়। নিম্ব **নির্য্যাস**, গর্ভিনী মহিলাগণ, গর্ভাশয়ের উত্তেজক বলিয়া ব্যবহার করেন। নিম্বফলশস্য—স্ফোটক, বিসর্প, নাড়ীব্রণ এবং পিষ্টসন্ধিস্থানে প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা কেশ ধাবনার্থে ব্যবহৃত হয় এবং কুকুরের চর্ম্মরোগের মহৌষধ। **পঞ্চনিম্ব** (মূল, ত্বক, পত্র, পুষ্প ও ফল), বলকারক এবং জ্বরাবসানজাত দুর্ব্বলতায় সেব্য। নিম্ববীজজাত **তৈল**—তিক্ত, ক্রিমিনাশক ও উষ্ণ। ইহা কুষ্ঠ, ক্রিমি ও প্রমেহে প্রযোজ্য। নিম্বতৈল, অন্যতৈল সহ, বিবিধ চর্ম্মরোগ, পক্কতা প্রাপ্ত গণ্ডমালার ক্ষত এবং গলিতকুষ্ঠে পূরণ ও অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অভ্যঙ্গ বাত ও শিরোরোগে প্রশস্ত। নিম্বতৈলে গন্ধক আছে ; এজন্য ক্ষারসহ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি—২য় খণ্ড ১২০ পৃঃ)। **ঘোড়ানিমের** গুণ ও ব্যবহার—ঘোড়ানিমের ছাল, অল্প মাত্রায়, তিক্তবলকারক, ধারক, জ্বরনিবারক, ও ক্রিমিঘ্ন। শিশুর বৃত্তকৃমিতে এবং প্রাপ্তবয়স্কের জ্বর ও অজীর্ণে সেব্য। **পত্র ও পুষ্প** রসায়ন এবং মূত্রকারক। পত্রস্বরস—জ্বর, গ্রহণী, দুর্ব্বলতা, পাণ্ডু, কৃমি, গলগণ্ড গণ্ডমালাদি রোগে, ব্রণ ও কুষ্ঠে সেবনার্থ ব্যবহৃত হয়। পুষ্প ও পত্রের উষ্ণ প্রলেপ বায়ুপ্রধান শিরঃপীড়ার পক্ষে হিতকর। নিম্ববৎ ইহারও পত্র অর্ব্বুদাদির বিলীনত্বসাধক। পুষ্পের প্রলেপ মস্তকের কণ্ডূ প্রশমিত করে। পত্রের প্রলেপ, ক্লেদবহুল ক্ষত, বেদনারহিত স্ফীতি, গলগণ্ডরোগ এবং বিসর্পে হিতকর। অধিক মাত্রায় ঘোড়ানিম সেবন করিলে জড়তা, ঝাপ্‌সা দেখা, চিত্তবৈকল্য, সংজ্ঞাহীনতা, অক্ষিতারকা বিস্তার, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, এতদ্ভিন্ন অতিবমন সহ বিরেচনও হইয়া থাকে (ঐ—২য় খণ্ড ১১৯ পৃঃ)।

नीलिनी—नीलिनी ।

नीलिनी, नीली । Indigofera Tinctoria, *Linn.*

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"ग्राम्या" । 'परिचयज्ञापिका संज्ञा—"नीलपुष्पी", "गन्धपुष्पा" । 'गुणप्रकाशिका संज्ञा—"रञ्जनी," "शोधनी," "केशरञ्जना," "रङ्गपत्री" । नीली तिक्ता रसे चोष्णा कटिवातकफापहा । केश्या विषोदरं हन्ति वातासृक्‌क्रिमिनाशनी ॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः ॥ नीली तु कटुतिक्तोष्णा केश्या कासकफामनुत् । मरुद्विषोदरव्याधिगुल्मजन्तुज्वरापहा ॥ 'महानीली गुणाढ्या स्यादुक्तमेषा सुवीर्य्यदा । पूर्व्वोक्तनीलीकादेषा सगुणा सर्व्वकर्मसु । राजनिघण्टुः ॥

নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা। উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহবাতরক্তকফা-
নিলান্। আমবাতমুদাবর্ত্তং বিষঞ্চ মদমুদ্ধতম্। ভাবপ্রকাশঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'মূষিকবিষে'—নীলিনী—"বর্ষাভূনীলিনীক্কাথসিদ্ধং নর
ঘৃতং পিবেৎ"। (কঃ ৬ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ 'দশনক্রিমিষু নীলিনী—"নীলি-
বায়সজঙ্ঘা স্নুক্দুগ্ধীনান্তুমূলমেকৈকম্। সঞ্চর্ব্ব্য দশনবিধৃতং দশনক্রিমিপাতনং
প্রাহুঃ"। (দন্তরোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

নীলিনীর উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"গ্রাম্যা"। **পরিচয়-জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"নীলপুষ্পী," "গন্ধপুষ্পা"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"রঞ্জনী," "রঙ্গপত্রী," "শোধনী," "কেশরুহা"। **নীলিনীর ভাষানাম**—বাঃ—নীলগাছ। **হিঃ—নীল, লীল**। মঃ—গুলী। গুঃ—গলী। কঃ—হিরীপলীলী। তৈঃ—নীলিচেট্টু। **মহানালীর ভাষানাম**—বাঃ—বড় নীল। গুঃ—মোটীগলী। কঃ—হিরীপনীল। **সিং—অবরীয**।

বর্ণন—পূর্ব্বে, বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে নীলের চাষ ছিল। নীলের আবাদের কথায় নিরীহ বঙ্গীয় কৃষকগণের উপর নীলকরগণের অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে নদিয়া, যশোহর এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন হয়। নীলের ক্ষুপ ফলপাকান্ত, ২½।৩ হাত উচ্চ, গাছে রোম আছে, **পাতা** ২—৬ জোড়া, অগ্রভাগে একটী অযুগ্ম পত্র থাকে। সাধারণ পত্রবৃন্তের মূলদেশ হইতে **পুষ্পদণ্ড** নির্গত হয়, পুষ্পদণ্ড হ্রস্ব। **পুষ্প** ক্ষুদ্র, দলবদ্ধ, রঙ্—নীলাভ গোলাপী। **শিম্বি** ছোট, অগ্রভাগে বক্র। নিদাঘের বারিপাতে ক্ষেত্র কর্ষণপূর্ব্বক বীজ বপন করিতে হয়। ৪।৫ দিনে বীজ অঙ্কুরিত হয়। তিন মাসে পুষ্পিত হইয়া থাকে এবং পুষ্পিত হইলেই নীল প্রস্তুত জন্য ছেদন করা হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ।

বৈদ্যকে নীলিনীর ব্যবহার।

সুশ্রুত—মূষিকবিষে নীলিনী—কোকিল নাম মূষিক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, পুনর্নবা ও নীলির কাথ দ্বারা যথাবিধি পক্ব ঘৃত পান করাইবে (কঃ ৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—দশনক্রিমিরোগে** নীলিনী—দন্তগত কৃমি বিনষ্ট করিবার জন্য নীলিনীর মূল চর্ব্বণ পূর্ব্বক ক্রিমিভক্ষিত দন্তোপরি স্থাপন করিবে (দন্তরোগচিঃ)। **বক্তব্য—চরক,** "পক্কাশয়গতে দোষে বিরেকার্থং" নীলিনী প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন (সূঃ ২য়)। **সুশ্রুত** অধোভাগহরগণে অর্থাৎ বিরেচকবর্গে নীলিনী পাঠ করিয়াছেন "পূগাদীনাং

এরণ্ডাস্থানাং ফলানি" বাক্যে সুশ্রুত নীলিনীর বীজকেই বিরেচক বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে (সুঃ ৩৯ অঃ)। ডিম্মক্ বলিয়াছেন "নীল যে একটী প্রধান পণ্য, তাহা নীলের "বণিগ্বন্ধু" এই নাম হইতেই স্পষ্ট প্রতীতি হয় "(১ম খণ্ড ৪০৭ পৃঃ) আমরা প্রচলিত কোন বৈদ্যকগ্রন্থে নীলের "বণিগ্বন্ধু" নাম পাই নাই। তথাপি নীল যে প্রাচীনকাল হইতে রঞ্জনকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে ইহা নীলের নিঘণ্টূক্ত "রঞ্জনী," "রঙ্গপত্রী," "স্থিররঙ্গা" নামে পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।

Constituents.—Indican (a glucoside) **Actions and uses.**—Plant stimulant, alterative and purgative ; used in enlargement of the liver and spleen, dropsy, affections of the lungs and kidneys, whooping cough and palpitation of the heart. Indigo is given in epilepsy and erysipelas and also in amenorrhœa. The natives apply indigo to the navel with castor oil in constipation also to the pubes and hypogastrium in relieving retention of urine- A poultice of the plant is used to relieve hæmorrhoids. Indigo is a soothing application to burns and scalds, and the juice of the leaves is used as a poultice externally and given internally as a prophylactic against bites of venomous animals and hydrophobia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II P. 215—16) The plant has a great repute in some parts of India as a prophylactic against hydrophobia so much so as to be known among the natives as "*The dogbite shrub.*" A wineglassful of the juice of the leaves is administered in the morning, without milk, for three days. to those who have bttten by dogs supposed to be mad. People who have taken it inform us that beyond slight headache no disagreeable effect is produced, but that when a larger dose has been given it has proved purgative. In addition to the interal adminstration, the expressed leaves are each day applied to the bitten part as a poultice. *For Roth's observations on the use of Indigo in epilepsy and other Spasmodic affections. See *Brit, and For. Med. Rev.* July 1836, p. 244. His account of its Physio logical effects is as follows ;—"Shortly after taking it, the patient experiences a sense of constriction at the fauces, and the impression of a metalic taste on the tongue. These are followed by nausea and frequently by actual vomiting. The intensity of these symptoms varies in differeat cases. In some the vomiting is so violent as to preclude the further use of the remedy. The matter vomited presents no peculiarity except its blue colour. When the vomiting has subsided, diarrhœa

usually occurs ; the stools are more frequent liquid, and of a blue or blackish colour. The vomiting and diarrhœa are frequently accompanied by cardialgia and colic. Occasionally these symptoms increase, and the use of the remedy is in consequenc obliged to be omitted. Dyspepsia and giddiness sometimes succeed. The urine has a brown, dark violet colour ; but Dr. Roth never found the respiratory matter tinged with it. After the use of Indigo for a few weeks twitchings of the muscles sometimes were observed, as afther the use of strychnia (*Pharmacographia Indica.* Vol. I—408-9).

নব্যমত—নীলিনীর ক্ষুপ উষ্ণ, রসায়ন ও বিরেচক। ইহা প্লীহোদর, যকৃদুদর, শোথ, শ্লেষ্মরোগ, প্রমেহ ও অন্যান্য মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়া, ঘুংড়িকাসি এবং হৃৎকম্পে ব্যবহৃত হয়। নীল অপস্মার ও বিসর্পরোগে প্রশস্ত। যে সকল স্ত্রীলোকের অধিক বয়সেও ঋতু হয় না কিম্বা যাহাদের ঋতু দীর্ঘকাল বন্ধ আছে তাহাদের পক্ষে নীল হিতকর। এতদ্দেশীয় লোকে এরণ্ড তৈলের সহিত নীল মিশ্রিত করিয়া কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর নাভিতে এবং মূত্ররোধ রোগে বস্তিদেশে প্রলেপ দেয়। নীল, অগ্নি কিম্বা উষ্ণতরল বস্তু দ্বারা দগ্ধস্থানের পক্ষে স্নিগ্ধ প্রলেপ নীলের শাখা ও পত্রের প্রলেপ রক্তার্শের রক্তস্রুতি নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। পত্র শাখা সহিত নীলের রস, বিষধর প্রাণিকর্ত্তৃক দংশন জন্য বিষদোষ প্রতিকারার্থ কিংবা কুকুর দংশন জন্য জলত্রাস প্রশমনার্থ সেবন ও লেপন করা হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ উপরি উদ্ধৃত ইংরাজি অংশ পাঠ করিলে জানা যাইবে।

পটোল—पटोलः।

पटोलः, कुलकः। Trichosanthes Dioica, *Roxb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"कर्कशच्छदः", "कटुफलः", "राजीफल," "पाण्डु-फलः"। 'गुणप्रकाशिका संज्ञा'—"कुष्ठघ्ना", "कासमुक्तिदः"। पटोलं कटुकं तीक्ष्णमुष्णं पित्ताविरोधि च। कफासृक्कण्डूकुष्ठानि ज्वरदाहौ च नाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ पटोलः कटुतिक्तोष्णो रक्तपित्तबलासजित्। कफकण्डू-तिकुष्ठास्रग्ज्वर—दाहार्त्तिनाशनः। राजनिघण्टुः॥ पटोलं पाचनं हृद्यं वृष्यं लघ्वग्निदीपनम्। स्निग्धोष्णं हन्ति कासास्रज्वरदोषत्रयक्रमीन्। पटो-

लस्य 'भवेन्मूलं' विरेचनकरं सुखात्। 'नालं' श्लेष्महरं 'पत्रं' पित्तहारि 'फलं' पुन:। दोषत्रयहरं प्रोक्तं तद्वत्तिक्ता पटोलिका'। भावप्रकाश:॥ पटोलं कफपित्तास्रव्रणकुष्ठज्वरापहम्। विसर्पनयनव्याधित्रिदोषगरनाशनम्। पटोल- 'पत्रं पित्तघ्नं 'नाड़ी'तस्य कफापहा 'फलं' तस्य त्रिदोषघ्नं 'मूलम्' तस्य विरेचनम्। राजवल्लभ:॥ पटोल'पत्रं' विनिहन्ति पित्तम। 'नालं' कफघ्नं प्रवदन्ति धीरा:। 'फलञ्च' तस्य दोषशान्तिमेव। करोति नूनं ज्वरिणो हितं स्यात्। हारीत:।

वैद्यके व्यवहार:—'रक्तपित्ते' पटोलपत्र'—"ह्रीवेर मूलानि पटोलपत्रम्। * एते समस्ता गणश: पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगा:"। (चि: ४ अ:)। (२) 'मदात्यये' पटोलस्य वल्ली पत्रञ्च—* "पटोलस्याथवा भिषक्"। (चि; १२ अ:)। (३) 'शोथे' पटोलपत्रम्—"सुवर्चिका शङ्खनकं पटोलं। शाकार्थिनां शाकमतिप्रशस्तम्"। (चि: १७ अ:)। (४) 'विषदोषे' पटोल- शाकम्—"शाकञ्च कुलकं हितं"। (चि: २५ अ:)। (५) 'ऊरुस्तम्भे' पटोल- शाकम्—"शाकैरलवणै रुच्याज्जलतैलोपसाधितै:। * कुलकादिभि:"। (चि: २७ अ:)। चरक:॥ 'रक्तपित्तिन:' शाकार्थं पटोलपत्रम्—"पटोलनिम्बु * सिन्धुवारम्'। हितञ्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा"। (उ: ४५ अ:)। सुश्रुत:॥ पित्तश्लेष'ज्वरे' पटोलपत्रम् "निम्बकुलकयूषस्तु पित्तकफात्मके हित:"। (ज्वर —चि:)। (२) 'ज्वरिण:' शाकार्थं पटोलपत्रम्—"पटोलपत्रं * शाकार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत् (ज्वर—चि:)। (३) 'पित्तज्वरे' पटोलम्—"पटोलयवनि: क्वाथो मधुना मधुरीकृत:। तीव्रपित्तज्वरामर्दी पानात्तृड्दाहनाशन:। (ज्वर —चि:)। (४) 'वातव्याधौ'—पटोलफलम्—पटोलफलकैर्यूषो वृष्यो वात-हरो लघु:। (वातव्याधि—चि:)। चक्रदत्त:॥ 'मसूरिकायां' पटोलमूलम्— "पटोलमूलं क्वथितं। आदावेव मसूर्यान्तु पित्तजायां प्रयोजयेत्"। (म: ख: ४ भाग:)। भावप्रकाश:।

পটোলের ভাষানাম—বা—ভিৎপটোল, তিৎপলুতা। কোচঃ—নতি, বননতি

হিঃ—কড়বী পরবল। মঃ—কডু পডবঠ্ঠ। গুঃ—কডবা পটোল। কঃ—কহি পডবল। তৈঃ—সেস পদূলা। তাঃ—কোম্বু পুডলৈ। মোরহতী। **সিং—দুম্মেল্ল**।

বর্ণন—যে পটোলের আবাদ হয়, যাহার স্বাদু ফলের ব্যঞ্জন জনপ্রিয় খাদ্য, ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু ও রাজনিঘণ্টূক্ত পটোল শব্দে তাহা বুঝায় না। নিঘণ্টুদ্বয়োক্ত পটোল "কটুফল" অর্থাৎ উহার ফল তিক্ত, এবং উহা "কর্কশচ্ছদ"—পাতা কর্কশ। যাহাকে রাঢ়ে তিৎ-পটোল এবং কোচবিহারের লোকে "নতি" বা "বন্‌নতি" বলে তাহাই নিঘণ্টুদ্বয়োক্ত পটোল। তিৎ পটোল বা বন্‌নতির লতা স্বাদু পটোলের তুল্য; কেবল উহার ফল বীজবহুল ও স্বাদু পটোলাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং স্বাদে অতি তিক্ত। ইহা আরণ্য লতা—সুদীর্ঘকাল যত্ন পালিত হওয়ায় এই আরণ্য তিৎ পটোলই স্বাদু পটোলে পরিণত হইয়াছে। আরণ্যজাতি কোন কোন প্রদেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কোথাও বা এখনও প্রচুর বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাঢ় অপেক্ষা কোচবিহার অঞ্চলে তিৎপটোল (বন্‌নতি) অত্যন্ত সুলভ। ঠিক্ রাঢ়ের মত স্বাদু পটোল কোচবিহারে জন্মে না। কোচবিহারের স্বাদু পটোল (যাহাকে লোকে রারুই পটোল বলে), আবাদ দ্বারা এখনও রাঢ়ের মত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না—দেখিলেই বোধ হয়, ইহা যেন উৎকৃষ্ট স্বাদু পটোল এবং তিৎ পটোল এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় রহিয়াছে। দীর্ঘকাল আবাদ করিতে করিতে কালে ইহা উৎকৃষ্ট স্বাদু পটোলের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইবে। যে দেশে তিৎ পটোলের আবাদ হয় না, সে দেশে উহা অদ্যাপি আরণ্যাবস্থায় তিৎ পটোল রূপেই বিদ্যমান্ রহিয়াছে, স্বাদু পটোল সে দেশে অজ্ঞাত। দাক্ষিণাত্যে তিৎ পটোল আছে স্বাদু পটোল নাই। ভাবপ্রকাশাদি নব্য সংগ্রহগ্রন্থে,—আমারা দেখিতে পাই নিঘণ্টূক্ত পটোল (অর্থাৎ তিক্তফল পটোল) শব্দ "কটুফল" নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাদু পটোলার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং তিক্ত পটোল বুঝাইবার জন্য "তিক্তপটোলিকা" শব্দ রচিত হইয়াছে। ভাবপ্রকাশকার পটোলের নিঘণ্টূক্ত তাবৎ প্রসিদ্ধ নামই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু 'কটুফল' নাম পরিত্যাগ করিয়াছেন (ভাবপ্রকাশের পটোলপর্য্যায় দেখ)। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, নিঘণ্টুকারের সময়ে তাবৎ পটোলই "কটুফল" ছিল। পরে কৃষ্যুৎকর্ষজাত স্বাদু পটোলের উৎপত্তি হওয়ায়, ভাবপ্রকাশকার পটোলের নিণ্টূক্ত "কটুফল" সংজ্ঞা হরণ করিয়া উহাকে স্বাদু পটোলার্থে প্রয়োগ পূর্ব্বক, পৃথক্ তিক্তপটোলিকার উল্লেখ করিয়াছেন। চরকাদি আকরোক্ত পটোল শব্দে তিৎ পটোল বুঝিতে হইবে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পত্র, নাড়ী। **কাথ**—৫—১০ তোলা। **স্বরস**—১—২ তোলা।

বৈদ্যকে পটোলের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পটোলপত্র—কাথ কল্কাদির অন্যতম কল্পনানুসারে প্রযুক্ত

পটোলপত্র, রক্তপিত্তের প্রশমক (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **মদাত্যয় রোগে** পটোল—পত্র, সহিত পটোলের ডাঁটার কাথ করিবে। শুঁঠচূর্ণযোগে এই কাথ, রক্তনিষ্ঠীবনাদি পীড়িত মদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে। (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) **শোথে** পটোলপত্র—শোথ রোগীকে যদি শাক সেবন করাইতে হয়, তাহা হইলে তিৎপল্‌তাই প্রশস্ত (চিঃ ১৭ অঃ)। (৪) **বিষদোষে** পটোল শাক—সর্ব্বপ্রকার বিষদোষের পক্ষে তিৎপল্‌তা প্রশস্ত (চিঃ ২৫ অঃ)। (৫) **উরুস্তম্ভে** পটোলশাক—তিৎপল্‌তা জলে সিদ্ধ করিয়া, তৈলে সন্তলন পূর্ব্বক, বিনা লবণে, উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২৭ অঃ)। **সুশ্রুত—রক্তপিত্তে** পটোলপত্র—ঘৃত ভর্জ্জিত তিৎপল্‌তা রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর (উঃ ৪৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে** পটোলপত্র—নিমপাতা ও পল্‌তার যূষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর রোগীর পক্ষে হিতকর (জ্বর চিঃ)। (২) **জ্বরে** শাকার্থ পটোল—জ্বর রোগীকে শাক দিতে হইলে, তিৎপল্‌তা বা পল্‌তা দিবে (জ্বর চিঃ)। (৩) **পিত্তজ্বরে** পটোলপত্র—পল্‌তা ও যবের কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ শীতল হইলে, মধু দ্বারা মধুর করিয়া, পিত্তজ্বরীকে পান করাইবে। ইহা পিত্তজ্বরের তৃষ্ণা ও দাহ নিবারক (জ্বর চিঃ)। (৪) **বাতব্যাধিতে** পটোলফল—পটোলের যূষ লঘু, বৃষ্য ও বাতহর (বাতব্যাধি চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ**—পিত্তজ **বসন্ত** রোগে প্রথমেই পটোল মূলের কাথ পান করাইবে (মঃ খঃ ৪ভাঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু ও রাজনিঘণ্টু রচয়িতা পটোলী বা স্বাদুপাটালী নাম যে উদ্ভিদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি? শ্রুতমাত্র বোধ হয়, যাহাকে আমরা ইতিপূর্ব্বে স্বাদু পটোল বলিয়াছি, স্বাদু পটোলী তাহারই সংস্কৃত নাম। বস্তুতঃ তাহা নহে। স্বাদু পটোলীর একটী নাম "স্নিগ্ধপর্ণী," আর একটী নাম "স্বাদুপত্রফলা" স্বাদু পটোল 'স্নিগ্ধপর্ণী" নহে, কিন্তু তিৎ পটোলের মত "কর্কশচ্ছদ"। স্বাদু পটোল, স্বাদুফল বটে, কিন্তু স্বাদুপত্র নহে ; সুতরাং "স্বাদু পটোলী" আমাদের কথিত স্বাদু পটোল হইল না। যাহার পাতা চিক্কণ, যাহার ফল আকারে ও স্বাদে স্বাদু পটোলের মত, তাহাই "স্বাদু পটোলী। সে "স্বাদু পটোলী" কি ? আমার অনুমান হয়, যাহাকে এক্ষণে লোকে "কুঁদ্‌-রুকি" বলে তাহাই স্বাদু পটোলী। কাশী প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট কুঁদরুকি পটোলবৎ বাজারে বিক্রীত হয় এবং উহার রীতিমত আবাদ হয়। কিন্তু ইহাতে একটী আপত্তি জন্মে। নিঘণ্টুদ্বয়ে স্বাদু পটোলীর গুণ বর্ণন স্থলে বলা হইয়াছে—"পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং বল্লী চাস্য কফাপহা। ফলং ত্রিদোষনাশনং মূলঞ্চাস্য বিরেচয়েৎ"। ভাবপ্রকাশ রাজবল্লভাদিতে স্বাদু পটোলের পত্রাদিরও ঠিক্ ঐরূপ গুণ বর্ণন করা হইয়াছে। এবং স্বাদু পটোলী নামে পৃথক্ কোন উদ্ভিদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহাতে পারে, কুঁদ্‌রুকির পত্রাদি গুণও স্বাদু পটোলের

মত। কুঁদ্রুকির পত্রাদি, আমরা ঔষধার্থে ব্যবহার করি না; সুতরাং এস্থলে আমার পরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান নাই। সুশ্রুত, পটোলস্নেহকে কুষ্ঠে হিতকর বলিয়াছেন (চিঃ ৩১ অঃ)। **নব্যমত—ক্ষোরি ডিমক্** প্রভৃতি নবীন দ্রব্যগুণবেত্তারা পটোলের গুণ বর্ণন-প্রস্তাবে বনচিচিঙ্গা ও মহাকালের গুণ বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে পটোলের গুণ সম্বন্ধীয় নব্যমত উদ্ধৃত হইল না। কবিরাজগণ যাহাকে পটোল বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহা বস্তুতঃ কি, আমরা উপরে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি।

পদ্ম—পদ্মম্।

পদ্মম্, কমলম্। Nelumbium Speciosum.

উত্পলানি কষায়ানি রক্তপিত্তহরাণি চ। কুমুদোত্পল'নালাস্তু' সপুষ্পাঃ সফলা স্মৃতাঃ। শীতাঃ স্বাদুকষায়াস্তু কফমারুতকোপনাঃ। কষায় মীষদ্বিষ্টম্ভি রক্তপিত্তহরং স্মৃতম্। পৌষ্করন্তু 'ভবেদ্বীজং' মধুরং রসপাকয়োঃ। চরকঃ॥ সতিক্তং মধুরং শীতং 'পদ্মং' পিত্তকফাপহম্। মধুরং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং 'কুমুদং' হ্লাদি শীতলম্। তস্মাদল্পান্তরগুণে বিদ্যাত্ 'কুবলয়োত্পলে'। সুশ্রুতঃ। 'পুণ্ডরীকং' হিমং তিক্তং মধুরং পিত্তনাশনম্। দাহশ্রমস্রশোষঘ্নং পিপাসাভ্রমনাশনম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টূরাজনিঘণ্টুশ্চ। 'নীলাব্জং' শীতলং স্বাদু সুগন্ধি পিত্তনাশনম্। রুচ্যং রসায়নে শ্রেষ্ঠং দেহদার্ঢ্যঞ্চ কেশদম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টূ রাজনিঘণ্টুশ্চ। পাকে 'রক্তোত্পলং' শীতং তিক্তঞ্চ মধুরং রসে। ভিনত্তি পিত্তসন্তাপৌ ধ্বংসয়ত্যস্রজাং রুজম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ 'কোকনদং' কটু তিক্তং মধুরং শিশিরং চ রক্তদোষঘ্নম্। পিত্তকফবাতশমনং সন্তর্পণকারণং বৃষ্যম্। 'কমলং' শীতলং স্বাদু রক্তপিত্তশ্রমার্তিনুত্। সুগন্ধি ভ্রান্তিসন্তাপশান্তিদং তর্পণং পরম্॥ রাজনিঘণ্টুঃ। 'কুমুদং' শীতলং স্বাদু পাকে তিক্তং কফাপহম্। রক্তদোষহরং দাহশ্রমপিত্তপ্রশান্তিকৃত্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টূ রাজনিঘণ্টুশ্চ। 'উত্পলিনী' হিমতিক্তা রক্তাময়হারিণী চ পিত্তঘ্নী। তাপকফকাসতৃষ্ণাশ্রমবমিশমনী চ বিজ্ঞেয়া। রাজনিঘণ্টুঃ। 'পদ্মিনী শিশিরা রুচ্যা কফপিত্ত-

हरा स्मृता। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। 'पद्मिनी मधुरा तिक्ता कषाया शिशिरा परा। पित्तक्रमिशोषवान्तिभ्रान्तिसन्तापशान्तिकृत्। राजनिघण्टुः॥ स्वादु तिक्तं 'पद्मबीजं' गर्भस्थापनमुत्तमम्। रक्तपित्तप्रशमनं किञ्चिन्मारुतकृद्भवेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'पद्मबीजं' कटु स्वादु पित्तच्छर्द्दिहरं परम्। दाहास्रदोषशमनं पाचनं रुचिकारकम्। राजनिघण्टुः॥ अविदाहि 'बिसं' प्रोक्तं रक्तपित्तप्रसादनम्। विष्टम्भि मधुरं रूक्षं दुर्जरं वातकोपनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'मृणालं' शिशिरं तिक्तं कषायं पित्तदाहजित्। मूत्रकृच्छ्रविकारघ्नं रक्तवान्तिहरं परम्। राजनिघण्टुः॥ 'पद्मकन्दः' कषायः स्यात् स्वादे तिक्तो विपाकतः। शीतवीर्य्योऽस्रपित्तोत्थरोगभङ्गाय कल्पते। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'शालूकं' कटु विष्टम्भि रूक्षं रुच्यं कफापहम्। कषायं कासपित्तघ्नं तृष्णादाहनिवारणम्। राजनिघण्टुः। तृषाघ्नं शीतलं रूक्षं पित्तरक्तक्षयापहम्। 'पद्मकेसर'मेवोक्तं पित्तघ्नं सकषायकम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'किञ्जल्कं' मधुरं रूक्षं कटु चास्यव्रणापहम्। शिशिरं रक्तपित्तघ्नं तृष्णादाहनिवारणम्। राजनिघण्टुः॥ 'सम्वर्त्तिका' (नवदलं) हिमा तिक्ता कषाया दाहतृट्प्रणुत्। मूत्रकृच्छ्रगुदव्याधिरक्तपित्तविनाशनी। पद्मस्य 'कर्णिका' (बीजकोषः) तिक्ता कषाया मधुरा हिमा। मुखवैशद्यकृल्लघ्वी तृष्णास्रकफपित्तनुत्। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—'रक्तपित्ते' उत्पलादिकिञ्जल्कम्—"उत्पलकुमुदपद्मकिञ्जल्कं संग्राहकरक्तपित्तप्रशमनानाम्"। (सूः २५ अः)। (२) 'रक्तपित्ते' मृणालम्—"* दुरालभापर्पटकामृणालम् * एते समस्ता गणशः पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः"। (चिः ४ अः)। (३) 'मूत्रकृच्छ्रे' कमलं—"पिबेत् कषायं कमलोत्पलानाम्"। (चिः २६ अः)। चरकः॥ 'रक्तार्शःसु पद्मकिञ्जल्कम्—"शर्कराम्भोजकिञ्जल्कसहितं सह वा तिलैः। अभ्यस्तं रक्तगुदजान् नवनीतं नियच्छति"। (चिः ८ अः)। वाग्भटः॥ 'गुदनिर्गमे' पद्मिनीपत्रम्—"कोमलं पद्मिनीपत्रं यः खादेच्छर्करान्वितम्। एतन्निश्चित्य निर्द्दिष्टं न तस्य गुदनिर्गमः (क्षुद्ररोग—चिः)। चक्रदत्तः॥ 'ज्वरातिसारे' पद्मकेसरः—"उत्पलं दाडिमलवं च पद्मकिञ्जल्कमेव च। पीतं तण्डुलतोयेन

জ্বরাতিসারনাশনম্। (ম: খ: অতিসার চি:)। (২) 'শুক্ররেংষ্ট্রোদ্ভবজ্বরে' পদ্মমূলম্—"রাজীবমূলকল্ক: পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাত:। শময়তি শুক্ররেংষ্ট্রোদ্ভূতং জ্বরং ঘোরম্। (ম: খ: ৪ ভা:)। ভাবপ্রকাশ:॥ 'মুখপ্রবৃত্তে রুধিরে' পদ্মকিঞ্জল্কম্—"পদ্মকিঞ্জল্কচূর্ণম্বা লিহ্যাদ্বা সিতয়া পুন:। মুখপ্রবৃত্তরুধিরং রুণদ্ধ্যাশু *"। (চি: ১১ অ:)। (২) 'মূত্রনিরোধে' পদ্মকন্দ:—তৈলেন পদ্মিনীকন্দং পক্কং গোমূত্রমিশ্রিতম্। পিবেন্মূত্রনিরোধে তু সতীব্রবেদনান্বিতে"। (চি: ৩০ অ:)। হারীত:।

পদ্মের ভেদ—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর মতে পুণ্ডরীক, সৌগন্ধিক, রক্তপদ্ম, কুমুদ এবং ক্ষুদ্রউৎপলত্রয় এই সাতপ্রকার পদ্ম। অত্যন্ত শ্বেত পদ্মকে পুণ্ডরীক বলে। আমরা দেখিয়াছি শ্বেতপদ্ম নিদাঘে প্রস্ফুটিত হয়; কিন্তু ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে ইহাকে "শরৎপদ্মম্" বলা হইয়াছে। আমরা কুমুদকেই (শালুক ফুল) শরতে ফুটিতে দেখি। **সৌগন্ধিক** ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর মতে নীলপদ্ম—"সৌগন্ধিকং নীলপদ্মম্"। পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিক কুবলয়পুণ্ডরীকশৈবলকোথজাতা:" (সু সূ: ১৩ অ:) এই সৌশ্রুত পাঠের ব্যাখ্যায় **ডহ্লণ** বলিয়াছেন, "সৌগন্ধিকং গর্দ্ধভপুষ্পাভিধান মত্যন্তসুরভি চন্দ্রোদয়বিকাশি"। ভারতবর্ষে অধুনা নীলপদ্ম দুর্লভ বলিয়াই জানি; সুতরাং উহা অত্যন্ত সুরভি এবং চন্দ্রোদয়বিকাশি কি না বলিতে পারি না। ভাষায় যাহাকে সুঁদি বলে তাহাই যদি "সৌগন্ধিক" হয় তাহা হইলে "অত্যন্তসুরভি" বিশেষণ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। গর্দ্ধভপুষ্প "কোন্ দেশের ভাষানাম" তাহার নির্ণয়ও সহজ নহে। **ভাবপ্রকাশকার** কহ্লারের পর্য্যায়ে সৌগন্ধিক পাঠ করিয়াছেন। এবং "নীলমিন্দীবরং স্মৃতং" বাক্যে নীলপদ্মের নাম ইন্দীবর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশকার, সৌগন্ধিককে নীলপদ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে এরূপ লিখিবেন কেন? কহ্লার কি? **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে** কুমুদের পর্য্যায়ে কহ্লার পঠিত হইয়াছে। এই মতে কহ্লার শালুক ফুল হয়, ভাবপ্রকাশকার কহ্লার ও কুমুদ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সৌগন্ধিককে শালুক, বলিলে ডহ্লণের সহিতও বিরোধ ঘটে। শালুক ফুল অত্যন্ত সুরভি হওয়া দূরে থাকুক, উহার গন্ধ নাই বলিলেও হয়। চরকের মূত্রবিরজনীয় বর্গের ব্যাখ্যায় **চক্রপাণি** বলিয়াছেন "সৌগন্ধিক: শুন্ধী" (সূ: ৪ অ:)। সুতরাং দেখা গেল সৌগন্ধিকের পরিচয়ে আচার্য্যগণ পরস্পর বিসম্বাদী। **রক্তপদ্মের** দলের বর্ণ গোলাপ ফুলের দলের মত। রাঢ়ে শ্বেতপদ্ম যেমন প্রচুর, কোচবিহারে রক্তপদ্ম তদ্রূপ সুলভ। শালুক ফুলের সংস্কৃত নাম **কুমুদ**। শালুক শরতে ফুটিয়া থাকে। **নিঘণ্টুকার** ক্ষুদ্র উৎপলত্রয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ঈষচ্ছ্বেতং বিদু: পদ্মমীষন্নীল মথোৎপলম্। ঈষ-

রক্তং তু নলিনং ক্ষুদ্রন্তচ্চোৎপলত্রয়ং"। শ্বেতসুঁদি, নীল সুঁদি ও রক্তশালুক এই তিন প্রকার পুষ্পকে **ক্ষুদ্র উৎপল** বলা হয়। রক্তশালুককে রাঢ়ে "রক্তকম্বল" বলে। অজ্ঞলোকে ইহাকে রক্তপদ্ম বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। **পদ্মিনীর প্রত্যঙ্গ বিশেষের নাম—ভাবপ্রকাশকার** বলেন—মূল, নাল, দল, ফুলও ফল সহিত পদ্মকে পদ্মিনী বলে। কুমুদিনী নলিনী প্রভৃতিরও অর্থ এইরূপ। পদ্মের মূলকে শালুক, নালকে মৃণাল, কোমল পত্রকে সম্বর্ত্তিকা, কেসরকে কিঞ্জল্ক এবং পুষ্পরসকে মকরন্দ বলে। **অমরসিংহের** মতে, মৃণাল পদ্মমূল। বিস শব্দ মৃণালের পর্য্যায়, **বৈদ্যকে** বহুস্থলে বিস-মৃণাল একত্র উক্ত হইয়াছে। **টীকাকারগণ** অর্থ করেন—"মৃণালং স্থূলমৃণালং বিসন্তু স্বল্পমৃণালং"। 'বিসশব্দেন মৃণালনির্গতঃ প্রতানঃ' **শিবদাসঃ**। "মৃণালং স্থূলং, বিসং মৃণালান্নির্গতপ্রতানঃ" ইতি বৃন্দটীকায়াং **শ্রীকণ্ঠঃ**। সুশ্রুতও বলিয়াছেন "প্রতানাঃ পদ্মিনীকন্দাদ্বিসাদীনাং যথা জলম্" (শাঃ ৭ অঃ)। **হিং—পিয়ুম**।

বর্ণন—বিলে কিম্বা বহুপ্রাচীন, দীর্ঘকাল অসংস্কৃত, অতএব পঙ্কবহুল এবং নিদাঘেও যাহার জল শুষ্ক হয় না এরূপ পুষ্করিণীতে পদ্ম জন্মে। কোকনদ অর্থাৎ রক্তপদ্ম গ্রীষ্মে প্রস্ফুটিত হয় এবং বর্ষায় ইহার বীজ পরিপক্ক হয়। রক্ত ও শ্বেতপদ্মের **মূল** কর্দ্দমে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতান বিস্তার করে। **মূল** অঙ্গুষ্ঠতুল্য স্থূল হয়, বেশ মসৃণ, রক্তবর্ণে চিহ্নিত এবং অন্তঃশুষির। পুরাণ গাছের মূল স্থানে স্থানে মনুষ্যের মুষ্ট্যাকৃতি তুল্য স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। পদ্মের পত্র ঠিক্ ঢালের মত। পত্রোদর দ্বিদলবৎ হরিদ্বর্ণ এবং মখমলের মত কোমল। পত্রপৃষ্ঠ ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং সিরাকর্কশ। শুষিরতা হেতু পদ্মপত্র জলে বেশ ভাসিয়া থাকে। রক্তপদ্মের **দলের** বর্ণ টক্‌টকে লাল নহে—কিন্তু গোলাপফুলের দলের মত। দলের মূলদেশ ফিকে গোলাপী এবং অগ্রভাগের দিকে বর্ণ ক্রমশঃ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পদ্ম "শতদল" হইলেও দল বস্তুতঃ সর্ব্বত্র একশত দেখা যায় না—সচরাচর একটী পদ্মে ২০—৭০টী দল থাকে। দলগুলি আকারে সমান নহে—বাহ্যদল ক্ষুদ্র, বাহ্যদলের পৃষ্ঠ সবুজবর্ণ। মধ্যদল বৃহত্তর এবং আন্তর দল পুনঃ হ্রস্বাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জলের গভীরতানুসারে **নালের** দীর্ঘতার ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। নাল অতীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক ব্যাপ্ত। ছিন্ন হইলে যে তন্তু নির্গত হয় তাহাকেও মৃণালসূত্র বলে। নাল জলের কিঞ্চিদূর্দ্ধে উঠিয়া পুষ্প ধারণ করিয়া থাকে। লোকে পদ্মের পুষ্পধিকে "পদ্মের টাটি" বলে। ইহাতে **বীজ** নিমজ্জিত থাকে বলিয়া, দেখিতে যেন বোল্‌তার চাকের মত। কালিদাস পুষ্করবীজমালার উল্লেখ করিয়াছেন। **শ্বেতপদ্মের** দলের বর্ণ কুঁদফুলের ন্যায় শুভ্র। শ্বেতপদ্ম সর্ব্বাংশে রক্তপদ্মের তুল্য। কেবল শ্বেতপদ্মে রক্তপদ্মাপেক্ষা অল্পসংখ্যক বীজ থাকে। রক্তপদ্মে ১০—৩০ এবং শ্বেতপদ্মে ৮—২০টী বীজ সচরাচর দৃষ্ট হয়। **কুমুদ** অর্থাৎ শালুকফুল পঙ্কবহুল

পল্বলাদিতে জন্মে। শালুক বর্ষাশেষে—শরতে প্রস্ফুটিত হয়। ইহার দল পুণ্ডরীকবৎ শুভ্র, শ্বেতপদ্মাপেক্ষা ইহার দল সংখ্যায় অল্পতর এবং আকারে ক্ষুদ্রতর। পদ্মের নালের মত শালুকের নালে কাঁটা থাকে না। দুই প্রান্ত ধরিয়া ভাঙিলে, পদ্মের নাল মচ্‌কাইয়া যায়, শালুকের নাল শব্দপূর্ব্বক দ্বিধা হয়। শালুকের ফলের ভিতর সর্ষপাকৃতি বীজ থাকে। ইহাকে "ভেঁাট" বলে। ভঁাটের খৈয়ের মোদক উত্তম খাদ্য। উলুবেড়িয়াতে এই মোদক যেমন উত্তমরূপ প্রস্তুত হয় অন্য কুত্রাপি তাদৃশ হয় না। **রক্তশালুকের** (ক্ষুদ্রোৎপলভেদ) দল সংখ্যায় শালুকাপেক্ষা অধিকতর এবং আকারে দীর্ঘতর হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বাংশে শালুকের মত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, কোমলপত্র, পুষ্প, নাল, কন্দ।

বৈদ্যকে পদ্মের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে উৎপলাদিকেসর—উৎপল, কুমুদ এবং পদ্মের কেসর, ধারক ও রক্তপিত্তপ্রশমক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। **রক্তপিত্তে** মৃণাল—পদ্মের স্থূল মূলের স্বরস, কল্ক, ক্বাথ কিম্বা শীতকষায় রক্তপিত্তের হিতকর (চিঃ ৪ অঃ)॥ (৩) **মূত্রকৃচ্ছ্রে** কমল—কমল ও উৎপলের ক্বাথ, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগী পান করিবে (চিঃ ২৬ অঃ)। **বাগ্‌ভট—রক্তার্শে** পদ্মকেসর—পদ্মকেসর চূর্ণ করিয়া চিনি ও নবনীত সহ সেবন করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—গুদনির্গমে** পদ্মপত্র—কোমল পদ্মপত্র চিনির সহিত সেবন করিলে, গুদনির্গম (হারিশ্‌ বাহির হওয়া) নিশ্চিত প্রশমিত হয় (ক্ষুদ্র রোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—জ্বরাতিসারে** পদ্মকেসর—উৎপল, দাড়িমের খোসা এবং পদ্মকেসর চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চেলোনীর সহিত পান করিলে, জ্বরাতিসার নাশ করে। (২) **শূকরদংষ্ট্রোদ্ভূতজ্বরে** পদ্মমূল—শূকর দংষ্ট্রাঘাত জন্য জ্বর হইলে পদ্মমূল পেষণ পূর্ব্বক গব্যঘৃত সহ পান করিবে। (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। **হারীত—মুখপ্রবৃত্তরুধিরে** পদ্মকেসর—মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে, পদ্মকেসর চিনির সহিত সেব্য (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **প্রস্রাবরোধে** পদ্মকন্দ—তিলতৈলে ভর্জ্জিত পদ্মকন্দ গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১০ অঃ)।

বক্তব্য—চরক আসবযোনি পুষ্পের মধ্যে পদ্মাদির উল্লেখ করিয়াছেন। চলিতগর্ভা নারী পদ্মবীজ সেবন করিবে। পদ্মবীজ গর্ভস্থাপক।

Constituents.—The rhizome and seeds contain resins, glucose, meterabin, tannin, fat and an alkaloid similar to nupharine identical with that obtained from nupharluteum. (*Meteria Medica of Incia*

II, p. 39) **Actions and uses.**—The seds are demulcent and nutritive ; the filaments and flowers are cooling, astringent, bitter, and expectorant. Syrup of flowers are used in coughs, to check hæmorrhage from bleeding piles, in sanguineous fluxes from the bowels and in menorrhagia. The lotus flowers and fresh leaves with sandal wood or emblic myrobalans are used as a cooling application to the forehead in cephalalgia, to the skin in erysipelas and to other external inflamations. A cooling bed sheet made of kamala is used for fever patients with high fever. The seeds with those of Euryale ferox (Makhanna) are used as an article of diet. The starch contained in the rhizome when collected, constitutes a sort of arrowroot known to Chinese as Ghaanfeen. The powder of the seeds kamarkakri is known by the name of Bhesabola. These two products come from Shanghai, and are largely used by native women as a demulcent in leucorrhœa. (R. N. Khory—II. p. 39)

অন্যমত—**পদ্মবীজ** স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর। পুষ্পের **কেসর** ও **দল**—শীত, কষায়, তিক্ত এবং কফনিঃসারক। পুষ্পের **সিরাপ**, অর্শের রক্তস্রাব, রক্তপ্রদরের স্রাব এবং অন্ত্র হইতে সরক্ত প্রচুর দ্রব মলনির্গম প্রতীকারার্থ ও কাসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পদ্মের **পুষ্প** এবং কোমল **পত্র**, চন্দন কিম্বা আমলকীসহ পেষণ পূর্ব্বক, শিরঃপীড়া, বিসর্প এবং ত্বগ্‌গত অন্যান্য প্রদাহের নিবৃত্তিজন্য, প্রলেপরূপে ব্যবহার করিবে। কমলপত্রে রচিত শয্যা, তীব্রজ্বরার্ত্ত রোগীর শয়নার্থ প্রশস্ত। মখান্নবৎ **পদ্মবীজ**ও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পদ্মের **মূল** অর্থাৎ শালুকজাত শ্বেতসার হইতে এরারুট্‌তুল্য এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়। **পদ্মবীজ** চূর্ণ "ভেসবোলা" নামে প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষীয় রমণীগণ, প্রদর রোগে, স্নিগ্ধতা সম্পাদক বলিয়া, চীন রাজ্যের সঙ্ঘাই হইতে আমদানী এই দুইটী খাদ্য, প্রচুর ব্যবহার করেন। (আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ৩৯ পৃঃ)।

পদ্মক—पद्मकम्।

पद्मकम्, पद्मकाष्ठम्। Prunus Pudum, *Roxb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पीतरक्तः" "पाटलापुष्पवर्णकः", "पद्मगन्धि"। 'उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"मालयम्." "केदारजम्"। पद्मकं शिशिरं तिक्तं कषायं रक्तपित्तनुत्। गर्भसंस्थैर्यकरं प्रोक्तं ज्वरच्छर्दिविषापहम्। मोहदाह-

জ্বরভ্রান্তিকুষ্ঠবিস্ফোটশান্তিকৃৎ। পদ্মকং শীতলং তিক্তং রক্তপিত্তবিনাশনম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রাজনিঘণ্টুশ্চ॥ পদ্মকং তুবরং তিক্তং শীতলং বাতলং লঘু। বিসর্পদাহবিস্ফোটকুষ্ঠশ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ। গর্ভসংস্থাপনং রুচ্যং বমিব্রণতৃষাপ্রণুৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'রক্তপিত্তে পদ্মকম্—"উশীরকালীয়কলোধ্রপদ্মক *। পৃথক্ পৃথক্ চন্দনতুল্যভাগিকাঃ। সশর্করাস্তণ্ডুলধাবনাপ্লুতাঃ। রক্তং সপিত্তং * শময়ন্তি সদ্যঃ"। (চিঃ ৪ অঃ)। চরকঃ॥ 'হিক্কাশ্বাসয়োঃ' পদ্মকম্—"* পদ্মকং বা ঘৃতাপ্লুতং" (চিঃ ৪ অঃ)। বাগ্ভটঃ।

পদ্মকের ভাষানাম—বাঃ পদ্মকাষ্ঠ। হিঃ—পদ্মাক। মঃ—পদ্মকাষ্ঠ। গুঃ—পদ্মকতুলাকড়ুং। কঃ—পদ্মক। তৈঃ—পদ্মপুচেক্কা। **পদ্মকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"পীতরক্ত," "পাটলাপুষ্পবর্ণক," "পদ্মগন্ধি" **উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা**—"মালয়", "কেদারজ"।

বর্ণন—পদ্মক বৃক্ষ অতি উচ্চ হয়। ইহা হিমালয় ও কেদার পর্ব্বতে জন্মে। পদ্মক বৃক্ষের **কাষ্ঠের** বর্ণ পাটলা পুষ্পের মত। নিঘণ্টুমতে কাষ্ঠের গন্ধ পদ্ম ফুলের মত। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যথার্থ পদ্মকাষ্ঠের গন্ধ ও স্বাদ বেশ স্পষ্ট নহে, যত্নপূর্ব্বক অনুভব করিতে হয়। বঙ্গদেশের বণিক্‌গণ, যে কোন একটা সুগন্ধি কাষ্ঠকে পদ্মকাষ্ঠ বলিয়া বিক্রয় করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাষ্ঠ। **মাত্রা** ½ আনা হইতে ২ ½ আনা।

বৈদ্যকে পদ্মকাষ্ঠের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পদ্মকাষ্ঠ—পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন সমভাগে, তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক, চিনির সহিত, রক্তপিত্তী পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। **বাগ্ভট—হিক্কাশ্বাসে** পদ্মকাষ্ঠ—ঘৃতযুক্ত পদ্মকাষ্ঠের ধূম গ্রহণ করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, বেদনাস্থাপন বর্গে এবং **সুশ্রুত** গুড়ূচ্যাদিবর্গে পদ্মক পাঠ করিয়াছেন। **নিঘণ্টুকারগণ** পদ্মককে গর্ভস্থৈর্য্যকৃৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **সুশ্রুত**, শারীর স্থানের দশমাধ্যায়ে, অস্থিরগর্ভা নারীর মাসানুমাসিক পেয় কাথের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু পদ্মকের উল্লেখ নাই। সিদ্ধযোগ রচয়িতা **বৃন্দ**, অন্যান্য দ্রব্যের সহিত, গর্ভস্রাব নিবারণার্থ পদ্মক ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—"কসেরুশৃঙ্গাটকপদ্মকোৎপলম্। সমুদ্গপর্ণীমধুকং সশর্করম্। সশূলগর্ভস্রুতিপীড়িতাঙ্গনা। পয়োবিমিশ্রং

পয়সান্নভুক্ পিবেৎ॥" এইরূপ প্রচার যে, পদ্মকাষ্ঠ জলে ঘর্ষণ করিয়া পান করাইলে, অস্থির-গর্ভা নারীর গর্ভস্রাবাশঙ্কা দূরীভূত হয়।

Constituents.—Amygdalin. **Actions and uses.**—The bark is used as a bitter tonic and sedative. It is given during convalescence from acute diseases and in palpitation of the heart. (*Materia Medica of India*—II p. 244)

নব্যমত—পদ্মকের ত্বক্, তিক্ত বলকারক এবং অবসাদকর। কোন অচিরজাত ব্যাধির অবসানে যে দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে তৎপ্রতীকারার্থ এবং অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন নিবারণার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে (আর এন্ কোরি—২য় খণ্ড ২৪৪ পৃঃ)

পরূষক—परूषकम्।

परूषकम्, परूषम्। Grewia Asiatica, *Linn.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"नीलवर्णम्" "मृदुफलम्" "अल्पास्थि"। परूषकं फलं चाम्लं वातघ्नं पित्तकृद् गुरु। तदेव 'पक्वं' मधुरं वातपित्तनिबर्हणम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ परूषमम्लं कटुकं कफार्त्तिजिद्। वातापहं तत् 'फलमिव' पित्तदम्। सोष्णं च पक्वं मधुरं रुचिप्रदम्। पित्तापहं शोफहरञ्च पीतम्॥ राजनिघण्टुः॥ परूषकं कषायाम्लं 'आमं' पित्तकरं लघु। तत् 'पक्वं' मधुरं पाके शीतं विष्टम्भि बृंहणम्। हृद्यन्तु पित्तदाहास्रज्वरक्षयसमीरहृत्। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—'मादत्ययस्य' पिपासायां परूषकम्—"परूषकाणां पीलूनां रसं *"। (चि: १२ अ:) चरकः॥ 'रोहिणी'नाम गलरोगे परूषकम्—"* कवलौ द्राक्षापरूषैः क्वथितौ हितः"। (म: ख: ४ भा:)। भावप्रकाशः।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—'নীলবর্ণ" "অল্পাস্থি" "মৃদুফল"। পরূষকের ভাষানাম—বা—ফল্সা। হিঃ—ফাল্‌সা, ফ্রুবসা। সিং—ভগুরেম। মঃ—ফাঠ্ঠসা। কঃ বেট্টহা, দাগলি। তৈঃ—পুটিকী। গুঃ—আমণ। ফাঃ—পাল্‌শা। অঃ—ফাল্‌শা। বর্ণন—ফল্‌সার বৃক্ষ, ফলের জন্য উদ্যানে রক্ষিত হয়। পাতা চৌড়া, পত্রপ্রান্ত করাতের মত খাঁজ্ কাটা। পুষ্প পুষ্পদণ্ডস্থিত। পুষ্পদণ্ড, পত্রবৃন্ত সন্নিহিত স্থান হইতে নির্গত হয়—প্রতি-

পুষ্পদণ্ডে তিনটীর অধিক পুষ্প থাকে না। শীতের শেষে পরূষক বৃক্ষ পুষ্পিত হয়—গ্রীষ্মে ফল পাকে। পক্ক পরূষক নীলবর্ণ। কাঁচা ফলসা কষায়াম্ল। পাকিলে অম্লমধুর। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল। **মাত্রা**—ফলস্বরস ২—৫ তোলা, কাথ ৫—১৫ তোলা।

বৈদ্যকে পরূষকের ব্যবহার।

চরক—মদাত্যয়ের পিপাসায় পরূষক—পিপাসিত মদাত্যয় রোগীকে পাকা ফল্সার রস পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—রোহিণী** নাম গলরোগে ফল্সা—কিস্মিস্ ও ফল্সার কাথ প্রস্তুত করিয়া রোহিণী রোগীকে, কবলার্থ প্রয়োগ করিবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। **বক্তব্য—চরক** বিরেচনোপগ, জ্বরহর এবং শ্রমহর বর্গে (সূঃ ৪ অঃ) পরূষক পাঠ করিয়াছেন এবং ফলবর্গে লিখিয়াছেন—"পরূষকং মধুকঞ্চ বাতপিত্তে চ শস্যতে" (সূঃ ২৭ অঃ)। **সুশ্রুত,** পরূষকাদিবর্গে (সূঃ ৩৮ অঃ) পরূষক পাঠ করিয়াছেন এবং ফলবর্গে (সূঃ ৪৬ অঃ) লিখিয়াছেন—"অত্যম্লমীষন্মধুরং কষায়ানুরসং লঘু। বাতঘ্নং পিত্তজনন **আমং** বিদ্যাৎ পরূষকম্। তদেব **পক্কং** মধুরং বাতপিত্তনিবর্হণম্। বিপাকে মধুরং শীতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্"। **নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্** (১ম খণ্ড ২৩৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন "It (G. Asiatica) is cultivated for its acrid fruit, which is one of the *Phalatraya* or fruit triad of Sanskrit writers") পরূষক, ফলত্রয়ের অন্যতম ফল। **বৈদ্যকে** ত্রিফলা, স্বাদুত্রিফলা এবং সুগন্ধিত্রিফলা এই তিন প্রকার ত্রিফলার উল্লেখ দেখা যায়। হরিতকী আমলকী বহেড়াকে ত্রিফলা বলে। দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর ও গম্ভারীর ফলকে, কিম্বা দ্রাক্ষা দাড়িম ও খর্জ্জুরকে স্বাদুত্রিফলা এবং জাতিফল এলা ও লবঙ্গ ফলকে সুগন্ধিত্রিফলা বলে। ত্রিবিধ ত্রিফলার মধ্যে পরূষকের উল্লেখ নাই; সুতরাং ডিমকোক্তি অমূলক।

Actions and uses—Cooling refrigerant ; the bark is demulcent, and given in fever and dysentery. (R. N. Khory—II. p. 88).

পর্প্পট—পর্পটঃ।

পর্পটঃ। Oldenlandia herbacea, D. L. O. biflora, *Roxb.*

পর্পটঃ শীতলস্তিক্তঃ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ। রক্তদাহারুচিগ্লানিমদভ্রমবিনাশনঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু, ষ॥ পর্পটো হন্তি পিত্তাস্রভ্রমতৃষ্ণা-

कफज्वरान्। संग्राही शीतकस्तिक्तो दाहतृड्डानलो लघुः। भावप्रकाशः॥ पर्पटो पित्तहृद्दाहज्वरजित् कफशोषणः। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—'रक्तपित्ते' पर्पटः—"दुरालभापर्पटकम्रृणालम्। * एते समस्ता गणशः पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः" (चिः ४ अः)। (२) 'अतिसारे' पर्पटः—"* मुस्तपर्पटकेन" (चिः १० अः)। (३) 'मदात्यये' पर्पटः—"मुस्तपर्पटकेन वा—" (चिः १२ अः)। चरकः॥ 'ज्वरितः' शाकार्थं पर्पटः—कर्कोटकं पर्पटकं *। * शाकार्थे ज्वरिताय प्रदापयेत्" (ज्वर चिः)। (२) 'पित्तज्वरे' पर्पटः—"एकः पर्पटकः श्रेष्ठः पित्तज्वरविनाशनः"। (ज्वर चिः)। (३) 'वमने' पर्पटः—"क्वाथः पर्पटजः पीतः सक्षौद्रश्छर्दिनाशनः"। (छर्दि चिः)। चक्रदत्तः।

পর্পটকের ভাষানাম—বাঃ—ক্ষেৎপাবড়া। হিঃ—পিত্‌পাপড়া। মঃ—সিরপটী, পিত্তপাপড়া। গুঃ—পীৎ পাপড়ো, খড়সলিয়ো।, কঃ—পর্পাটক। তৈঃ—পাপার্টকমু। উঃ—জড়প্রাপুড়া। কোচবি—পট্‌পট্, ক্ষেৎপাপড়ি। ফাঃ—শাৎরা। অঃ—বকল্‌তল্‌মলক্। সিং—পিপিলিয়া।

বর্ণন—ক্ষেৎপাপড়ার ছোট ছোট ক্ষুপ জলাসন্ন ভূমিতে জন্মে। ইহা বর্ষাশেষে অঙ্কুরিত হইয়া শরতে বর্দ্ধিত এবং নিদাঘের রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া থাকে। স্বাদ—অতিতিক্ত। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ্ ক্ষেৎপাপড়া নামে ব্যবহৃত হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্রক্ষুপ। **মাত্রা**—কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে পর্পটের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পর্পট—ক্ষেৎপাপড়ার স্বরস, কল্ক, কাথ কিম্বা শীতকষায় রক্তপিত্ত রোগে প্রশস্ত (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **অতিসারে** পর্পট—মুথা ও পর্পটের কাথ অতিসার রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) **মদাত্যয়ে** পর্পট—ষড়ঙ্গ পরিভাষানুসারে প্রস্তুত মুথা ও পর্পটের পানীয়, মদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। **চক্রদত্ত—জ্বরে** শাকার্থ পর্পট—জ্বররোগীর পক্ষে পর্পট শাক প্রশস্ত (জ্বর চিঃ)। (২) **পিত্তজ্বরে** পর্পট—এক পর্পটই শ্রেষ্ঠ পিত্তজ্বর নাশক (জ্বর চিঃ)। (৩) **বমনে** পর্পট—পর্পটের কাথ মধুযোগে সেবন করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, তৃষ্ণানিগ্রহণবর্গে পর্পট পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত**,

অতিসার চিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত পর্পটের উল্লেখ করিয়াছেন—"মুস্তং পর্পটকং শুণ্ঠী-বচাসাতিবিষাভয়াঃ" (উঃ ৪০ অঃ)। সৌশ্রুত ছর্দ্দিপ্রতিষেধে পর্পটকের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Chemical Composition.— A watery extract of this plant gave coloured precipitates with alkalies, a green reaction with ferric chloride, none with gelatin or acids, an abundant creamcoloured precipitate with lead acetate, and afforded indications of an alkaloid. A watery solution of an alcholic extract had similar properties; it was mawkish and saline to the taste, and when evaporated to dryness it formed a mass of cubical, deliquescent crystals. A portion of this extract ignited left a saline residue consisting of potassium, Sodium, and a small quantity of Calcium, mostly existing as chlorides. No ammonia was detected in the herb, and the alkaloid was shaken out of an alkaline solution with ether, but had no very characteristic reaction. The value of the plant as a cooling medicine no doubt is due to the inorganic salts present. The dried herb left an unusually large incombustible residue, amounting to 22 p. c., very soluble in water. (Pharmacographia Indica, II, 129)

নব্যমত নব্যেরা বলেন পর্পটক জ্বররোগীর পক্ষে হিতকর।

পলাণ্ডু—पलाण्डुः।

पलाण्डुः। Allium Cepa, *Linn.*

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"दुर्गन्धः" मुखदूषकः। श्लेष्मलो मारुतघ्नश्च पलाण्डुर्नैव पित्तहृत्। आहारयोगी बल्यश्च गुरुर्वृष्योऽथ रोचनः। चरकः (सूः २७ अः)। बलावहः पित्तकरोऽथ किञ्चित्। पलाण्डुरग्निञ्च विवर्द्धयेच्च। स्निग्धो रुचिस्थः स्थिरधातुकर्त्ता। बल्योऽथ मेधाकफपुष्टिदश्च। स्वादुर्गुरुः शोणितपित्तशस्तः। स पिच्छिलः 'क्षीरपलाण्डुरुक्तः'। सुश्रुतः॥ (सूः ४६ अः)। पलाण्डुस्तद्गुणन्यूनः श्लेष्मलो नातिपित्तलः। कफवातार्शसां पथ्यः स्वेदेऽभ्यवहृतौ तथा। वाग्भटः (सूः ६ अः)। पलाण्डुस्तद्गुणो नान्यो विपाके मधुरस्तु सः। कफं करोति नो पित्तं केवलोऽनिलनाशनः। पलाण्डुः कटुको बल्यो गुरुर्वातास्रपित्तजित्। अन्यः 'क्षीरपलाण्डु'श्च हृष्यो मधुरपिच्छिलः।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ ॥ পলাণ্ডুঃ কটুকো বল্যঃ কফপিত্তহরো গুরুঃ বৃষ্যশ্চ রোচনঃ স্নিগ্ধো বাহ্নিদোষবিনাশনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ ॥ স্বাদুঃ পাকে রসেঽনুষ্ণঃ কফকৃন্নাতিপিত্তলঃ। হরতে কেবলং বাতং বলবীর্য্যকরো গুরুঃ। ভাবপ্রকাশঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'নাসিকাস্রুতে রক্তে' পলাণ্ডুঃ—"যবাসমূলানি · পলাণ্ডুমূলম্। নস্যং *। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) 'রক্তার্শঃসু' পলাণ্ডুঃ—"রসখড়যূষযবাগূসংযুক্তঃ কেবলোঽথবা জয়তি। রক্তমতিবর্ত্তমানং বাতঞ্চ পলাণ্ডুরুপযুক্তঃ" (চিঃ ৮ অঃ)। 'হিক্কাশ্বাসয়োঃ পলাণ্ডুঃ—"রসোনস্য পলাণ্ডোর্ব্বামূলং *। নাবয়েৎ *"। (চিঃ ২১ অঃ)। চরকঃ।

পলাণ্ডুর ভাষানাম—বাঃ—পেঁয়াজ্। হিঃ—প্যাজ্। গুঃ—ডুঙ্গলী। কঃ—উল্লি। তৈঃ—নীর উলি। তাঃ—বেঙ্গয়ম্। ফাঃ—প্যাজ্। অঃ—বসল্। ইং—স্কুইল্, সিওনিয়ন্। সিঃ—লুনু। **পলাণ্ডুর ভেদ**—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে, পলাণ্ডু ও ক্ষীরপলাণ্ডু এবং রাজনির্ঘণ্টুতে শ্বেতকন্দ পলাণ্ডু ও রাজপলাণ্ডুর (রক্তকন্দ পলাণ্ডু) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আজকাল তিন প্রকার পলাণ্ডু সচরাচর বাজারে দেখা যায়—শ্বেতকন্দ দুই প্রকার, এক প্রকার ছোট, এক প্রকার বড়। ছোট শ্বেতকন্দ পলাণ্ডুকে রাঢ়ে "বড় পিয়াজ্" বা "ঘোড় পিয়াজ্" বলে। বড় শ্বেতকন্দ পিয়াজ্‌কে "পাটনাই পিয়াজ্" বলে, ইহা পিচ্ছিল ও মধুর। বঙ্গীয় হিন্দুরা ইহাকে অপবিত্রতর মনে করেন। আর এক প্রকার রক্তকন্দ ছোট পিয়াজ আছে যাহা লোকে "ছোট পিয়াজ্" নামে প্রসিদ্ধ। ইহাই রাজপলাণ্ডু। "পাটনাই পিয়াজই" বোধ হয় ক্ষীরপলাণ্ডু; কারণ নিঘণ্টুকার উহাকে মধুর পিচ্ছিল বলিয়াছেন। **ঔষধার্থে ব্যবহার**—কন্দ, কচিৎ পত্র।

বৈদ্যকে পলাণ্ডুর ব্যবহার।

চরক—নাসিকা হইতে রক্তপাতে পলাণ্ডু—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, পলাণ্ডুর রসের নস্য গ্রহণ করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **রক্তার্শে** পলাণ্ডু—অর্শ রোগীর অতিমাত্র রক্তস্রাব হইতে থাকিলে যূষ যবাগূসহ কিম্বা কেবল পলাণ্ডু সেবন করাইবে। ইহা কেবল রক্তরোধক নহে, বাতনাশকও বটে (চিঃ ৯ অঃ)। **হিক্কাশ্বাসে** পলাণ্ডু—পলাণ্ডুর নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা প্রশমিত হয় (চিঃ ১২ অঃ)।

Constituents—Scillapicrine soluble in water and alcohol. Scillamarine Soluble in alcohol and chloroform and Scillinine soluble in alcohol but insoluble in water and chloroform ; a peculiar Carbo-hydrate,

sinistrin, sugar, mucilage and citrate of Calcium ash. 3 p. c. (R. N. Khory—II, p. 616.) **Actions and uses**—In small doses, stimulant, expectorant and diuretic, It slows heart's beat and increases the flow of urine. It is excreted by the bronchial, genito-urinary and gasto-intestinal secretions. In large doses, it is emetic and cathartic and in excessive doses a narcotic acrid poison, causing nausea, strangury or bloody urine, often suppression of urine, gastro enteritis followed by convulsion and paralysis of heart and death. As an expectorant it is given in chronic bronchitis, whooping cough, asthma, croup and catarrhal affections ; generally combined with ammonia, ipecacuanha asafetida and benzoin. In croup it is generally given with tartar emetic. It should never be given in the acute stage of inflammation of the lungs. As diuretic it is given with digitalis and salines, in asthenic form of cardiac dropsy when there is no fever, in rheumatism, calculous affections and skin diseases. In these it is generally mixed with figs, anise, grape juice and honey. Syrup of squills is of great value in acute bronchitis where the sputum is tenaceous and scanty ; also in chronic bronchitis associated with emphysema and in spasmodic croup (*R. N. Khory—II, p.* 615.)

নব্যমত—পলাণ্ডু অল্প মাত্রায় সেবন করিলে, উষ্ণ, কফনিঃসারক এবং মূত্রল। পলাণ্ডু বেসনে হৃদয়ের গতি মন্দীভূত হয় এবং বর্দ্ধিতধারে প্রস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় বামক ও বিরেচক। অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, মূত্রকৃচ্ছ্র, কিম্বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গম, কচিৎ মূত্ররোধ, অন্ত্রের প্রদাহ ও আক্ষেপ, হৃদয়ের কার্য্যশক্তির বিলোপ এবং মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। পলাণ্ডু, এমোনিয়া ইপিকাকুয়ানা, হিঙ্গু এবং বেঞ্জয়েন্ সহ, জীর্ণকাস, হুংড়িকাস, শ্বাস এবং অন্যান্য শ্লেষ্মরোগে কফনিঃসারকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রুপে ইহা প্রায়ই "টার্টার এমিটিক্" সহ প্রয়োগ করা হয়। ফুসফুস প্রদাহের তরুণাবস্থায়, পলাণ্ডু কদাচ ব্যবহার করিবে না। হৃদয়দৌর্ব্বল্যজাত শোথরোগে জ্বর না থাকিলে, বাত, অশ্মরী-শর্করাদিরোগ এবং চর্ম্মবিকারে, ডিজিটেলিশ্ এবং লবণ সহ পলাণ্ডু, মূত্রকারকরূপে ব্যবহার করিবে। এই সকল স্থলে পলাণ্ডু, প্রায়ই পক্ব যজ্ঞডুমুর, আঙুরের রস এবং মধু সহ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তরুণ কাসরোগে যদি শ্লেষ্মা তারের মত ও অত্যল্প পরিমাণে নির্গত হয়, তাহা হইলে পলাণ্ডুর সিরাপ বিশেষ ফলপ্রদ। পুরাণ কাসে "এম্ফিসেমা" থাকিলে কিম্বা আক্ষেপমূলক ক্রুপ্ রোগেও ইহা প্রযোজ্য (আর, এন, খোরি ২য় খণ্ড ৬১৬ পৃঃ)।

পলাশ—पलाशः।

पलाशः, किंशुकः। Butea frondosh.

व्यवहारज्ञापिका संज्ञा—"याज्ञिकः," "समिद्वरः"। 'परिचयज्ञापिका संज्ञा'—"त्रिपर्णः" "वक्रपुष्पः" "रक्तपुष्पः"। गुणप्रकाशिकासंज्ञा—"क्षारश्रेष्ठः" "बीजस्नेहः"। क्षारश्रेष्ठः क्रमिघ्नश्च संग्राही दीपनः सरः। प्लीहगुल्मग्रहण्यर्शोवातश्लेष्मविनाशनः। किंशुकस्यापि 'कुसुमं' सुगन्धि मधुरञ्च यत्। 'बीजन्तु' कटुकं स्निग्धमुष्णं क्रमिवलासजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ पलाशस्तु कषायोष्णः क्रमिदोषविनाशनः। 'तद्बीजं' पामाकण्डूतिदद्रुत्वग्दोषनाशकृत्। तस्य 'पुष्पञ्च' शोष्णञ्च कण्डूकुष्ठार्त्तिनाशनम्। रक्तः पीतः सितोनीलः कुसुमैस्तु विभज्यते। किंसुकैशु पलाश्येऽपि सितो विज्ञानदः स्मृतः। राजनिघण्टुः॥ कषायः कटुकस्तिक्तः स्निग्धो गुदजरोगजित्। भग्नसन्धानकृद्दोषग्रहण्यर्शःक्रमीन् हरेत्। तत्'पुष्पं' स्वादु पाके तु कटु तिक्तं कषायकम्। वातलं कफपित्तास्रकृच्छ्रजिद् ग्राहि शीतलम्। तृड्दाहशमकं वातरक्तकुष्ठहरं परम्। 'फलं' लघूष्णं मेहार्शःक्रमिवातकफापहम्। विपाके कटुकं रुक्षं कुष्ठगुल्मोदरप्रणुत्। भावप्रकाशः॥ 'पलाशमूलस्वरसो' नेत्रच्छायान्ध्यपुष्पजित्। 'तद्बीजं' क्रमिविध्वंसि 'काण्डो' रसायने हितः। शोढलनिघण्टुः॥ 'पलाशभवनिर्य्यासो' ग्राही च क्षपयेद्ध्रुवं। ग्रहणीं मुखजान् कासाञ्जयेत् स्वेदातिनिर्गमम्। आत्रेयसंहिता।

वैद्यके व्यवहारः—'रक्तपित्ते—पलाशत्वक्—"पलाशवृक्षस्य रसेन सिद्धं। तथैव कल्केन मधुद्रवेन। लिह्याद्घृतं *"। (चिः ४ अः)। 'अर्शःसु' पलाशपत्रम्—"त्रिवृद्दन्तीपलाशानां *। सुभृष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसरायुतं" (चिः ८ अः)। (३) 'अतिसारे' "पलाशफलम्—" पलाशफलनिर्यूहं पयसा पाययेत तम्। ततोऽनुपाययेत् कोष्णं क्षीरमेव यथाबलम्। प्रवाहिते मले तेन प्रशाम्यत्युदरामयः"। (चिः १० अः)। चरकः॥ 'क्रिमिषु' पलाशबीजम्—"पलाशबीजस्वरसं कल्कं वा तण्डुलाम्बुना"। (उः ५४ अः)। सुश्रुतः॥ 'रक्तपित्ते' पलाशवल्कलम्—"पलाशवल्कलक्वाथो सुशीतः शर्करान्वितः।

पिवेद्वा मधुसर्पिर्भ्यां *। (चि: २ अ:)। वाग्भट:॥ 'अर्शःसु' पलाशक्षार:—"व्योषगर्भं पलाशस्य त्रिगुणे भस्मवारिणि। साधितं पिवत: सर्पि: पतन्त्यर्शांस्यसंशयम्"। (अर्श: चि:)। चक्रदत्त:॥ 'रक्तगुल्मे' पलाशक्षार:—"पलाशक्षारतोयेन सर्पि: सिद्धं पिवेच्च सा"। (गुल्मचि:)। (२) 'पुष्पाख्ये नेत्ररोगे'-पलाशपुष्पम्—"पलाशपुष्पस्वरसैर्बहुश: परिभावितम्। करञ्जवीजं तद्वर्त्ति ईंष्टै: पुष्पं विनाशयेत्"। (म: ख: ४ भा:)। (३) 'वीर्य्यवत्तनयलाभार्थं पलाशपत्रम्—"पत्रमेकं पलाशस्य पिष्ट्वा दुग्धेन गर्भिणी। पीत्वा पुत्रमवाप्नोति वीर्यवन्तं न संशय:"। (म: ख: ४ भा:)। भावप्रकाश:॥ 'पित्ताभिष्यन्दे' पलाशशोणितम्—"पालाशं स्याच्छोणितं चाञ्जनार्थं *"। (नेत्ररोगाधि:)। (२) 'योनिगाढ़ीकरणार्थं' पलाशफलम्—"पलाशोदुम्बरफलं तिलतैलसमन्वितम्। मधुना योनि मालिप्य गाढ़ीकरणमुत्तमम्। (स्त्रीरोगाधि:)। (३) 'वृश्चिकदंशने' पलाशवीजम्—"अर्कक्षीरेण सम्पिष्टं लेपाद्बीजं पलाशजम्। वृश्चिकार्त्तिं हरेत् *"। (विषाधिका:)। वङ्गसेन:।

ব্যবহারজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"যাজ্ঞিক," "সমিদ্বর"। **পরিচয়-জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—'ত্রিপর্ণ,' "বক্রপুষ্প," "রক্তপুষ্প"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"ক্ষারশ্রেষ্ঠ" "বীজস্নেহ"।

পলাশের ভাষানাম—বাঃ—পলাশ গাছ। হিঃ—ঢাক, টেসু, কেসু, কাক্বরিয়া। মঃ—পর্ঠস। গুঃ—খাখরো। কঃ—মুত্তলু। তৈঃ—মাতুকা চেট্টু। তাঃ—পরশন্। উঃ—পরাশু। সিং—কেল।

বর্ণন—পলাশবৃক্ষ উচ্চ হয়। কোচবিহারে যত্র তত্র পলাশবৃক্ষ নেত্রপথে পতিত হয়। রাঢ়ে কিন্তু ইহা এতাদৃশ সুলভ নহে। দুই চারিটী পল্লী অতিক্রম করিলে হয়ত একটী পলাশ তরু পথিকের নয়নগোচর হয়। পলাশ **ত্রিপর্ণ**—একটী বৃন্তে তিনটী পাতা। **সাধারণবৃন্ত** অতি দীর্ঘ। মধ্যস্থ পত্রের বৃন্ত, পার্শ্বস্থ পত্রদ্বয়ের বৃন্তাপেক্ষা দীর্ঘতর, মধ্যস্থ পত্র, কচিৎ কিঞ্চিৎ সগহ্বরাগ্র। **পত্র** বৃহৎ, অণ্ডগোলাকার পত্রোদর চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠ রোমাঞ্চিত। ইহার পত্র, শালপাতার মত দীর্ঘকাল কার্য্যোপযোগী থাকে। রাঢ়ে যেমন তালপাতার "পেকে" "টোকা" তৈয়ার করে, কোচবিহারের লোকে সেইরূপ পলাশ পাতার "ঝাঁপি" প্রস্তুত করে। প্রাবৃটের প্রথম বারিপাতে পলাশতরু নবপত্রে ভূষিত হয়। বসন্তে যখন পলাশতরু পুষ্পিত হয়, তখন বৃক্ষ পত্রবিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। **পুষ্প** ব্যাঘ্রনখবৎ

বক্র। রাজনিঘণ্টুর মতে পুষ্পবর্ণভেদে পলাশ চারি প্রকার—রক্ত, পীত, শুভ্র, নীল। নিঘণ্টুকার যদিও ইহাকে "রক্তপুষ্প" বলিয়াছেন, তথাপি স্বরূপতঃ বলিতে গেলে কমলা লেবুর খোসার রঙে কিঞ্চিৎ লাল রঙ মিশাইলে যেমন বর্ণ হয়, পলাশ ফুলের বর্ণ তদ্রূপ। **কালিদাস** পলাশফুলকে "নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্" বলিয়া নিতান্ত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। পুষ্প অশাখ **পুষ্পদণ্ডে** স্থিত, পলাশফুলের **বৃন্তও** মখমলের মত কোমল, কৃষ্ণবর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট রোমে ব্যাপ্ত। শিম্বিধারী উদ্ভিদের ফুল যেমন হয় ইহারও ফুলের দল তদ্রূপ। পলাশের **শিম্বি** চ্যাপ্টা সিমের মত এবং পাৎলা। শিম্বির অগ্রভাগে, পাৎলা কাগজের মত আবরণে আবৃত, একটীমাত্র বৃক্কাকৃতি **বীজ** থাকে। পলাশফুলের দলে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইতে পারে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজ, শোণিত (নির্য্যাস)। **মাত্রা**—বীজ ১—৩টা।

বৈদ্যকে পলাশের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পলাশত্বক্—পলাশত্বকের কাথ ও কল্ক দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপিত্ত রোগী মধুসহ সেবন করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **অর্শে** পলাশপত্র—কোমল পলাশপত্র একত্রমিশ্রিত তৈলঘৃতে ভাজিয়া দধির সরের সহিত অর্শো-রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **অতিসারে** পলাশবীজ—পলাশ বীজের কাথ, দুগ্ধের সহিত সেবন করাইয়া, পশ্চাৎ আরও দুগ্ধ পান করিতে দিবে। বিরেচনযোগ্য অতিসারে এই কাথ সেবন করাইলে, বিরেচন হইয়া, অতিসার নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১০ অঃ)। **সুশ্রুত—কৃমিরোগে** পলাশবীজ—পলাশবীজের রস, কিম্বা উহা পেষণপূর্ব্বক, তণ্ডুলোদকের সহিত, কৃমিবিনাশার্থ পান করিবে, (উঃ ৫৪ অঃ)। **বাগ্‌ভট—রক্তপিত্তে** পলাশবল্কল—পলাশত্বকের কাথ শীতল হইলে, চিনি কিম্বা মধুঘৃত যোগে পান করিবে। ইহা রক্তপিত্তে হিতকর—(চিঃ ২ অঃ)। **চক্রদত্ত—অর্শে** পলাশক্ষার—ত্রিগুণ পলাশক্ষারোদক এবং ত্রিকটুকল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত অর্শো রোগীকে পান করাইলে, নিশ্চিত অর্শের বলি পতিত হয় (অর্শঃ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—রক্তগুল্মে** পলাশক্ষার—পলাশক্ষারোদক দ্বারা বিপক্ক ঘৃত, গুল্মরোগগ্রস্তা নারী পান করিবে। (গুল্ম চিঃ)। (২) **পুষ্পনাম** অক্ষিরোগে পলাশপুষ্প—ডহর করঞ্জার বীজ চূর্ণ করিয়া পলাশ পুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মধুতে, জলে বা ছাগীদুগ্ধে ঘর্ষণপূর্ব্বক, নয়নে প্রদান করিলে, পুষ্পনাম নয়নরোগ আরাম হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (৩) বীর্য্যবান্ **পুত্রলাভার্থ** পলাশপত্র—গর্ভিণী, গর্ভের প্রত্যঙ্গ ব্যক্তীভাবের পূর্ব্বে, দুগ্ধপিষ্ট একটী আর্দ্র পলাশপত্র পান করিলে, বীর্য্যবান্ পুত্র প্রসূত হয়

মঃ থঃ ৪ ভাঃ)। **বঙ্গসেন—পিত্তাভিষ্যন্দে** পলাশনির্য্যাস—পিত্তাভিষ্যন্দ রোগে, পলাশের নির্য্যাস (আঠা) অঞ্জনার্থ ব্যবহার করিবে (নেত্ররোগ চিঃ)। (২) **যোনিগাঢ়ীকরণার্থ** পলাশ—পলাশবীজ ও উডুম্বরফল (যজ্ঞডুমুর) তিল তৈলসহ উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক মধুযোগে যোনিতে প্রলেপ দিলে যোনির শিথিলতা নষ্ট হয় স্ত্রীরোগাধিঃ)। (৩) **বৃশ্চিকদংশনে** পলাশবীজ—আকন্দের আঠায় পলাশবীজ পেষণপূর্ব্বক লেপ দিলে বৃশ্চিক দংশন জন্য যাতনা নিবৃত্তি পায় (বিষাধিঃ)।

বক্তব্য—চরক, কুষ্ঠে পলাশনির্দ্দাহ রসের প্রয়োগ করিয়াছেন (সূঃ ৩ অঃ)। জ্বররোগীর বাহ্যদাহ নিবারণার্থ পলাশপত্রের প্রলেপ হিতকর। **বৃন্দ** বলেন—"অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈর্বা পলাশতরুজৈর্দ্দিহেৎ" (জ্বর চিঃ)।

Constituents.—The gum contains kino, tannic and gallic acids 50 p. c. mucilage and ash 2 p. c. ; on dry distillation it yields pyrocatechin. The seeds contain a tasteless oil of a yellow colour ; wax or fat 18 p. c. albuminoid, gum, glucose, organic acids, metarabic acid and phlobaphene, cellulose, ash 5 p., (*Materia Medica of India II, p.* 165.) **Actions and uses.**—Leaves astringent and alterative used in diarrhœa, pyrosis, sweating of phthisis, diabetes, menorrhagia, worms and colic. A hot poultice of leaves is used to disperse boils and pimples. The decoction is used as an injection into the rectum in diarrhœa dysentery, and into the vagina in leucorrhœa ; also used as a gargle in sore throat and ulcers of the mouth. The seeds are aperient and anthelmintic, used with success in tape-worms and round-worms. A decoction of seeds and infusion of flowers is used with nitre as a diuretic in dysuria and in retention of urine. Externally the seeds are irritant and used with lime juice in dhobie's itch, ringworm, indolent ulcers and fistula. Gum.—A powerful astringent and a good substitute for kino and may be used for all the purposes for which kino is used. The natives use this gum, combined with rock salt and other astingents in pterygium and opacities of the Cornea. Flowers are also astringent and diuretic. Varalians of flowers are applied to the pubes in dysuria and retention of urine and to promote menses. (*Do, II, p.* 195.)

নব্যমত—পলাশের **পত্র** কষায় ও রসায়ন। ইহা, অতিসার, ক্রিমিশূল (Pyrosis), শোষের ঘর্ম্ম, সোমরোগ, রক্তপ্রদর, কৃমি ও শূল রোগে সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পত্রের উষ্ণ প্রলেপ দ্বারা ব্রণশোথ বিলীনতা প্রাপ্ত হয়। পত্রকাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা, অতিসারে

গুহ্যদেশে এবং প্রদরে যোনিতে পিচকারী দিবে এবং গলক্ষতে কিম্বা মুখক্ষতে, এই কাথের কবল করিতে দিবে। পলাশবীজ সর অর্থাৎ ঈষৎ রেচক এবং কৃমিনাশক। কেঁচোর মত এবং ফিতার মত কৃমি বিনষ্ট করিবার জন্য পলাশবীজ সেবন করাইয়া, ফল পাওয়া গিয়াছে। পলাশবীজের কাথ এবং ফুলের ফাণ্ট সোরার সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগে সেবন করাইলে, প্রস্রাব সহজে নির্গত হইয়া থাকে। পলাশবীজ লেবুর রসে পেষণপূর্ব্বক "রজককণ্ড" (Dhobie's itch), দদ্রু, বেদনাবিবর্জ্জিত ক্ষত এবং ভগন্দরে প্রলেপ দিবে। পলাশ-নির্য্যাস তীব্র সঙ্কোচক। ইহা "কাইনো"র উত্তম প্রতিনিধি—যে যে পীড়ায় "কাইনো" ব্যবহৃত হয়, তত্তাবৎ ব্যাধিতেই ইহাও ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্দেশীয় লোকে সৈন্ধবলবণ এবং অন্যান্য কষায় বস্তুসহ, অধিমাংসার্ম্ম এবং প্রথম পটলগত নেত্ররোগে (Pterygium and opacities of the cornea) পলাশ নির্য্যাস ব্যবহার করে। পলাশ পুষ্প, কষায় ও মূত্রকারক। বস্তিদেশে, পলাশপুষ্পের দল বিছাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত নিবৃত্তি পায় এবং আবর্ত্ত স্রাব বর্দ্ধিত করে (আর, এন্ কোরি ২য় খণ্ড ১৯৫ পৃঃ)।

পাঠী—পাঠা।

পাঠা, অম্বষ্ঠা। Clypea hernendifolia, Cissampelos, hexendra, C. pareira.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"पाठा अविद्धकर्णी पाढ़ इति लोके" (डल्वण: ३८ सू: आरग्वधादिग: टो)। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"त्रिशिरा" "अविद्धकर्णी" (अविद्धोऽच्छिद्र: पर्णरूप: कर्णोऽस्या:) "वृत्तपर्णी"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"तिक्तपुष्पा," "वरतिक्ता" "दीपनी"। पाठा तिक्तरसा वृष्या विषघ्नी कुष्ठकण्डूनुत्। छर्द्दिहृद्रोगज्वरजित्त्रिदोषशमनी परा॥ पाठाऽतिसारशूलघ्नी कफपित्तज्वरापहा। धन्वन्तरीयनिघण्टु:॥ पाठा तिक्ता गुरूष्णा च वातपित्तज्वरापहा। भग्नसन्धानकृत् पित्तदाहातिसारशूलहृत्। राजनिघण्टु:॥ पाठोष्णा कटुका तीक्ष्णा वातश्लेष्महरी लघु:। हन्ति शूलज्वरच्छर्द्दिकुष्ठातिसारहृद्रुज:॥ दाहकण्डूविषश्वासकृमिगुल्मगरव्रणान्। भावप्रकाश:॥ पाठाऽतिसारशमनी लघ्वी दोषत्रयापहा। राजवल्लभ:॥

वैद्यके व्यवहार:—'अर्श:सु पाठा—"दुष्पर्शकेन बिल्वेन यमान्या नागरेण

वा। एकैकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यर्शसां रुजम्। (चि: ८ अ:)। चरक: ॥ 'लवणमेहे' पाठा—"पाठाऽगरुकषायं लवणमेहिनं"। (चि: ११ अ:)। (२) 'ग्रन्थीभूते शुक्रे' पाठा—"ग्रन्थीभूते पिबेत् पाठाम्"। (शा: २ अ:)। सुश्रुत: ॥ अर्श:कस्तु 'वायोरनुलोम्याय' पाठा—"पाठया—वा युतं तक्रं वातवर्च्चोऽनुलोमनम्"। (चि: ८ अ:)। वाग्भट: ॥ 'अन्तर्विद्रधौ' पाठा—"शमयति पाठामूलं क्षौद्रयुक्तं तण्डुलाम्बुना पीतम्। अन्तर्भूतविद्रधिमुत्तमाख्येव मनुजस्य च"। (विद्रधिचि:)—(२) 'सुखप्रसवार्थे' पाठामूलं—पाठायास्तु शिफां योनौ या नारी सम्प्रधारयेत्। शिर:प्रसवकाले तु सा सुखेन प्रसूयते"। (स्त्रीरोग चि:)। चक्रदत्त: ॥ 'अतिसारे' पाठामूलम्—"पाठां पिष्ट्वा च गोदध्ना *। अतिसारं व्यथादाहं हन्त्येवाशु न संशय:"। (म: ख: १म: भा:)। भावप्रकाश: ॥ 'अतिसारे' पाठापत्रम्—माक्षिषेन तु तक्रेण पाठापत्रं तथैव" (अतिसाराधि:)। वङ्गसेन: ॥

পাঠার পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ত্রিশিরা," "বৃত্তপর্ণী"। **গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"তিক্তপুষ্পা," "বরতিক্তা," দীপনী। **পাঠার ভাষা-নাম**—বাঃ—আকনাদি, নিমুকা লতা। **হিঃ—পাড়**। মঃ—পহাড়মূঠ্‌ঠ্‌। গুঃ—কালী পাট, করেটী মূল। কঃ—পাঠা। তৈঃ—পাঢ়চেট্টু। উঃ—পাকন্‌বিন্ধি। কোচবি—টাকামুটা। আঃ—আকন্ বিন্ধি।

বর্ণন—পাঠা বৃক্ষাশ্রিতা **লতা**। ক্বচিৎ বৃতিপ্রভৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতান বিস্তার করে। লতা সূতার মত—অতি সূক্ষ্ম হইলেও কণিষ্ঠাঙ্গুলির অধিক স্থূল হয় না। **পত্রবৃন্ত** পত্রপৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে, বৃন্তসন্নিহিত পত্রাংশ অভিন্নও গোল এবং পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। বৃন্তসন্নিকটে পত্রাংশ অচ্ছিদ্র বলিয়া পাঠার একটী নাম "অবিদ্ধকর্ণী"। অমরকোষের টীকাকার **মুকুট** অবিদ্ধকর্ণীর অর্থ লিখিয়াছেন "অবিদ্ধোঽচ্ছিদ্রঃ পর্ণরূপঃ কর্ণোঽস্যাঃ। পাঠার **পুষ্পদণ্ড** সশাখ—পুষ্প অতি ক্ষুদ্র। বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। ফল সেয়াকুলের বা ভুট্টার দানার মত। এবম্প্রকার উদ্ভিদ্‌কে রাঢ়ও বঙ্গের বৈদ্যগণ পাঠা বলিয়া জানেন। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র ও মূল। মাত্রা—মূল ২—৪ আনা। পত্রকল্ক—৪—৮ আনা। মূলকাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে পাঠার ব্যবহার।

চরক—অর্শে পাঠা—চুয়ালতা, দেবশুঁঠ, যমানী কিম্বা শুঁঠের সহিত, পাঠামূলকল্ক

সেবন করিলে, অর্শের যন্ত্রণা প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)। **সুশ্রুত—লবণমেহে** পাঠা—যাহার লবণমেহ হইয়াছে তাহাকে, পাঠামূল ও অগরুর কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **গ্রন্থীভূতে শুক্রে** পাঠা—শুক্র গ্রন্থিতুল্য হইলে, পাঠামূলের কাথ পান করাইবে। শাঃ ২ অঃ)। **বাগ্‌ভট—অর্শে** বায়ুর অনুলোমার্থ পাঠা—পাঠামূলকল্ক, তক্রের সহিত পান করিলে, অর্শো রোগীর বায়ু সরল হয় এবং মল অনুলোমগতি প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—অন্তর্বিদ্রধিতে** পাঠা—অন্তর্বিদ্রধি অপকাবস্থায়, পাঠামূল মধুর সহিত উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক, তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে, অন্তর্বিদ্রধি বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (বিদ্রধি চিঃ। (২) **সুখপ্রসবার্থ** পাঠা—গর্ভস্থ শিশুর মাথা যোনির দিকে রহিয়াছে, অথচ যদি প্রসবে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে পাঠার মূল পেষণপূর্ব্বক, যোনিতে প্রলেপ দিলে, সুখে প্রসূত হয়। (স্ত্রীরোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—অতিসারে** পাঠা—গোদধির সহিত পাঠামূল পেষণপূর্ব্বক পান করিলে অতিসারের ব্যথাদাহ নিঃসংশয় প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ১ ভাঃ)। **বঙ্গসেন—অতিসারে** পাঠাপত্র—মাহিষ তক্রের সহিত পাঠাপত্রকল্ক সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয় (অতিসারাধিকাঃ)।

বক্তব্য—পূর্ব্বাচার্য্যলিখিত পাঠার পরিচয়াত্মিকা ব্যাখ্যা এবং নব্যগণ লিখিত বর্ণন ও চিত্র লইয়া আলোচনা করিলে, সংপ্রতি বৈদ্যগণ যে উদ্ভিদকে পাঠা বলিয়া ব্যবহার করিতেছেন, তাহা বস্তুতঃ পাঠা কিনা, এ বিষয়ে সংশয় জন্মে। নিঘণ্টুকার পাঠাকে "ত্রিশিরা" বলিয়াছেন। আমাদের বর্ণিত পাঠার পত্র, কাণ্ড বা ফলের কোনটীই "ত্রিশিরা" নহে। যে **ডল্বণ** পাঠাকে "অবিদ্ধকর্ণী" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনিই উত্তর তন্ত্রের ৫১ অধ্যায়োক্ত "তালীশতামলক্যুগ্রাজীবন্তীকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ এই **সৌশ্রুত** পাঠ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "জীবন্তী পাঠাসমানপত্রা"। আমরা যাহাকে জীবন্তী বলিয়া ব্যবহার করি, তাহা "পাঠাসমানপত্রা" নহে। সুতরাং ডল্বণোক্তি আদৃত হইলে পাঠা বা জীবন্তীর পরিচয়ে সন্দেহ অনিবার্য্য। পাঠার লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে, **নব্যগণ** পরস্পর বিসম্বাদী ; **ফ্লোরি** "Cissampelos Pareira" নাম উদ্ভিদের সংস্কৃত নাম "অম্বষ্ঠা" এবং বাঙ্গালা নাম "আকনাদি" লিখিয়াছেন। **ডিমক্ ড্রুরি** প্রভৃতিরও এই মত। পক্ষান্তরে **রক্সবর্গ** প্রভৃতির মতে "Cissampelos hexandra"ই নিমুক লতা। **ওয়াইট্** সাহেব "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লান্টস্" (৩য় খণ্ড—৯৩৯ পৃঃ) নাম পুস্তকে Clypea hernandifolia নাম দিয়া যে উদ্ভিদের চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন, রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যগণ তাহাকেই আকনাদি বলিয়া ব্যবহার করেন। **ফ্লোরি** যাহাকে পাঠা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার বর্ণন পাঠ করিয়া, প্রতীতি জন্মে যে, উহা বঙ্গে ব্যবহৃত আকনাদি নহে। উহা ঘ্রাণে সুগন্ধি অপিচ উহার স্বাদ চর্ব্বণ মাত্র স্বাদু ও পরে

অতিতিক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে (কোরি ২য় খণ্ড ২৭ পৃঃ) কিন্তু অস্মদ্দেশে ব্যবহৃত পাঠা কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাদু বা সুগন্ধি নহে, কেবল অতিতিক্ত। এই বিবাদের মীমাংসা কি? "বৈদ্যকে পাঠার ব্যবহার" বিষয়ে আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সমস্ত গুণ, C. Hernandifolia, Cissampelos Pareira কি C. Hexandraতে বিদ্যমান্ আছে দেখিতে হইবে। সুতরাং বিবাদের মীমাংসা ব্যবহারমূলক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ পাঠার পরিচয়, কেবল স্বরূপলিঙ্গের দ্বারা নির্দ্ধারণ না করিয়া কর্ম্মাখ্যলিঙ্গ—সহকৃত স্বরূপলিঙ্গদ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমার মতে আমরা যাহাকে নিমুখলতা বা আকনাদি বলি তাহার তুল্যদর্শন অথচ তদপেক্ষা পুষ্ট ও স্বাদে তিক্ততর এক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে যাহাকে কোচবিহারের লোকে "নিল্তৎ" বলে। তৎশব্দের অর্থ তিক্ত। তাহাদের মতে "নিলতৎ" দুই প্রকার বুনো ও পোষা। পোষা নিলতৎ সংস্কৃত পাঠা। বুনো নিলতৎকে তাহারা টাকামুখী বলে। এই টাকামুখীই আমাদের বাঙ্গালায় আকনাদি। আমরা পরিচয়বিষয়ক বক্তব্য শেষ করিলাম। আশাকরি অনুসন্ধিৎসুগণ উদাসীন থাকিবেন না।

পারিভদ্র—পারিভদ্রঃ।

পারিভদ্রঃ, পারিজাতঃ, পালিধা। Erythrina Indica, *Lam.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"कण्टकी" "कण्टकिंशुकः" "रक्तकुसुमः", "रक्तकेसरः", "बहुपुष्पः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—कृमिघ्नः। पारिभद्रः कटूष्णः स्यात् कफवातनिकृन्तनः। अरोचकहरः पथ्यो दीपनश्चापि कीर्त्तितः। राजनिघण्टुः॥ पारिभद्रोऽनिलश्लेष्मशोथमेदःक्रिमिप्रणुत्। तत्‌'पत्रं' पित्तरोगघ्नं कर्णव्याधिविनाशनम्। भावप्रकाशः॥ परिभद्रोऽनिलश्लेष्मशोथमेदःक्रमीञ्जयेत्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—उदकमेहे पारिभद्रः—"उदकमेहिनं पारिजातकषायं पाययेत्" (चिः ११ अः)। (२) 'पुतना'प्रतिषेधे पारिभद्रः—" * पारिभद्रकः * बालानां परिषेचने" (उः ३२ अः)। (३) 'क्रमिषु'पारिभद्रपत्रम्—पारिभद्रकपत्राणां क्षौद्रेण स्वरसं पिवेत्" (उः ५४ अः)। सुश्रुतः॥ अधोगे 'रक्तपित्ते पारिभद्रः—पारिभद्रदलानीति चामलक्याः फलानि च। क्वाथपानं प्रयोक्तव्यमस्रपित्तं व्यपोहति (चिः २५ अः)। हारीतः॥ अववाहुके पारि-

ভদ্রঃ—"অথ পারিভদ্রাৎ *। স্বরসং পিবেন্না "(বাতব্যাধি চি:)। (২) কফো· মুলাগ্নিমুলে পারিভদ্রঃ—"বল্কলং পারিজাতস্য তৈলং কাঞ্জিক সৈন্ধবম্। কফো· মুলাগ্নিমুলঘ্নং নবঘ্নং ক্রিমিঘ্নং যথা (নীর চি:)। চক্রদত্তঃ॥

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কণ্টকী" "কণ্টকিংশুক", "রক্তকেসর" "বহু· পুষ্প"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কৃমিঘ্ন"। পারিভদ্রের ভাষা· নাম—বাঃ—পাল্‌তে মাদার, চোর পাল্‌তে। হিঃ—ফরহদ। মঃ—পানরো। গুঃ—পাণ্ডেরবো। কঃ—হরিবাল। তৈঃ—মুল্লমোতিচেট্টু, মোদুগু। দ্রাঃ—পঞ্জীর। তাঃ—মুরাক। সিং—এরবদু।

বর্ণন—পরিভদ্র ৬—১২ হাত উচ্চ বৃক্ষ। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকিত। ত্রিপত্র—সাধারণবৃন্ত দীর্ঘ, মধ্যস্থ পত্র পার্শ্বস্থ পত্রদ্বয়াপেক্ষা চৌড়া এবং ইহার বৃন্তও দীর্ঘতম। পত্র মসৃণ পত্রপ্রান্ত অখণ্ড। পুষ্প লোহিতবর্ণ, অশাখ পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিক বেষ্টন· পূর্ব্বক স্থিত। শাখাগ্রে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। কুণ্ড অসিফলকবৎ—এতদভ্যন্তরে শিশুপুষ্প সুরক্ষিত থাকে। পুষ্পের দল শিম্বিধারী উদ্ভিদের মত—ইহার মধ্যে কোন কোনটী অতিক্ষুদ্র এবং কিঞ্চিৎ শ্বেতাভ। মাঘ ফাল্গুনে বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া থাকে। পুষ্পিতাবস্থায় বৃক্ষ পত্রশূন্য বা বিরলপত্র হয়। শিম্বির ভিতর বীজ থাকে। ঔষধার্থ ব্যব· হার—মূলত্বক, পত্র। ত্বক্কাথ—৫—১০ তোলা। পত্র স্বরস ½—২ তোলা।

বৈদ্যকে পারিভদ্রের ব্যবহার।

সুশ্রুত—উদকমেহে পারিভদ্র—যাহার উদক মেহ হইয়াছে তাহাকে, পারি· ভদ্র মূলত্বকের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) পুতনাগ্রহ প্রতিষেধে পারিভদ্র—শিশু পুতনাগ্রস্ত হইলে তাহাকে পারিভদ্র মূলের কাথে স্নান করাইবে (উঃ ৩২ অঃ)। (৩) ক্রিমিরোগে পারিভদ্র পত্র—পাল্‌তে মাদারের পাতার রস, মধুর সহিত, ক্রিমিরোগীকে পান করাইবে (উঃ ৫৪ অঃ)। হারীত—অধোগে অম্লপিত্ত রোগে পারিভদ্র পত্র—অধোগ অম্লপিত্ত রোগে বিরেচনার্থ পারিভদ্র পত্র এবং আমলকীর কাথ পান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)। চক্রদত্ত—অববাহুক রোগে পারিভদ্র—পারিভদ্র মূলত্বকের রস কিম্বা কাথ নাসিকা দ্বারা এক মাস পান করিলে, অববাহুক রোগীর বাহু বজ্রের মত দৃঢ় হয়। (বাতব্যাধি চঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে পারিভদ্রের উল্লেখ নাই। চরকোক্ত "দশেমানি"র মধ্যে পারিভদ্র পঠিত হয় নাই। অথবা আমরা যতদূর অন্বেষণ করিয়াছি তদনুসারে বলিতে পারি, চরকে পারিভদ্রের নাম নাই।

Constituents. The bark contains two resins and a bitter alkaloid erytherine. (*R. N. Khory II. p.* 212). **Actions and uses.**—The leaves are alterative. .axative, diuretic, galactagogue and emmenagogue used in syphilis, fevers, amenorrhœa &c. With cocoanut milk they are used as galactagogue. The bark is astringent and tonic and given in dysentry fevers &c. The leaves made hot (varalians) are applied to disperse buboes. Erytherine has actions antagonistic to those of strychnine, and may be used as an antidote. (Do II. p. 212).

নব্যমত—পালিধার **পত্র**, রসায়ন, মৃদুরেচক, মূত্রকারক এবং স্তন্য ও আর্ত্তব প্রবর্ত্তক। ইহা ফিরঙ্গরোগ ও জ্বরে ব্যবহৃত হয়। পালিধাপত্র, আর্ত্তব প্রবর্ত্তক এবং আর্ত্তব স্রাববর্দ্ধক বলিয়া, যে সকল নারী নষ্টপুষ্পা অর্থাৎ অধিক বয়সেও যাহাদের ঋতু হয় নাই, কিম্বা আদ্য ঋতু হইয়া যাহাদের ঋতু বন্ধ আছে বা যাহাদের আর্ত্তব অল্পপরিমাণে কষ্টের সহিত নির্গত হয়, এই সকল ক্ষেত্রেই প্রশস্ত। পালিধাপত্র, নারিকেল দুগ্ধের সহিত স্তন্যবর্দ্ধকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পালিধা ত্বক্, কষায় ও বলকারক—ইহা জ্বর আমরক্তাতিসার ও জ্বরাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। পালিধাপত্র গরম করিয়া "বাগির" উপর স্থাপন করিলে, "বাগির" শোথ বিলীন হইয়া যায়। পালিধার অন্যতম উপদানের নাম "ইরিথিরাইন"। ইহা ষ্ট্রীক্‌নাইন্ বিষের অগদ (Antidote) স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। (আর এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড ২১২ পৃঃ)।

পিপ্পলী—पिप्पली।

पिप्पली, मागधी, कृष्णा, उपकुल्या, कणा, वैदेही। Piper longum. Chavica Roxburghii. **गजपिप्पली।**

पिप्पली कटुका स्वादु हिमा स्निग्धा त्रिदोषजित्। हृद्‌ज्वरोदरजश्वास -नाशनी च रसायनी। 'मूल'गुणाः—कटूष्णं पिप्पलीमूलं श्लेष्मसंघातनाशनम्। वातोच्छित्तिकरं हन्ति क्रिमीन् वह्निप्रदीप्तिकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ पिप्पली ज्वरघ्ना वृष्या स्निग्धोष्णा कटुतिक्तका। दीपनी मारुतश्वासकास श्लेष्मक्षयापहा। 'मूल'गुणाः—कटूष्णं पिप्पलीमूलं श्लेष्मकृमिविनाशनम्। दीपनं वातरोगघ्नं रोचनं पित्तकोपनम्। राजनिघण्टुः॥ पिप्पली दीपनी वृष्या स्वादुपाका रसायनी। अनुष्णा कटुका स्निग्धा वातश्लेष्महरी लघुः। पिप्पली रेचनी हन्ति

श्वासकासोदरज्वरान् कुष्ठप्रमेहगुल्मार्शःप्लीहशूलाममारुतान्। 'आर्द्रा' कफप्रदा स्निग्धा शीतला मधुरा गुरुः। पित्तप्रशमनी सा तु शुष्का पित्तप्रकोपिनी। पिप्पली मधुसंयुक्ता मेदःकफविनाशिनी। श्वासकासज्वरहरा वृष्या मेध्याग्नि-वर्द्धिनी। जीर्णज्वरेऽग्निमान्द्ये च शस्यते गुड़पिप्पली। कासाऽजीर्णारुचिश्वासहृत् पाण्डुक्रिमिरोगनुत्। द्विगुणः पिप्पलीचूर्णाद्गुड़ोऽत्रभिषजां मतः। 'मूल'-गुणाः—दीपनं पिप्पलीमूलं कटूष्णं पाचनं लघु। रूक्षं पित्तकरं भेदि कफ-वातोदरापहम्। आनाहप्लीहगुल्मघ्नं क्रिमिश्वासक्षयापहम्। भावप्रकाशः॥ भेदनं पिप्पली'मूलं' दीपनं कफनाशनम्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—कासे पिप्पली—"अथवा पिप्पलीकल्कं घृतभृष्टं ससै-न्धवम्" (चि: २२)। चरकः॥ वातशोणिते पिप्पली—"* पिप्पली वा क्षीरपिष्टा वारिपिष्टा वा पञ्चाभिवृद्ध्या दशाभिवृद्ध्या वा पिवेत् क्षीरौदनाहारो दशरात्रं। भूयश्चापकर्षयेदेवं यावत् पञ्चदशचेति। तदेतत् पिप्पलीवर्द्धमानकं वातशोणितविषमज्वरारोचक-पाण्डुरोगप्लीहोदरार्शःकासश्वासशोफशोषाग्निसाद-हृद्रोगोदराण्युपहन्ति" (चि: ५ अ:)। (२) 'अर्शःसु पिप्पली पिप्पली-मूलञ्च—पिप्पली "पिप्पलीमूल * पूर्व्ववदेव, निरन्नोवा तक्रमहरहर्मासमुप-सेवेत" (चि: ६ अ:)। (३) क्रिमिषु पिप्पलीमूलम्—"पिवेद्वा पिप्पलीमूल-मजामूत्रेण संयुतम्" (उ: ५४ अ:)। कफजकासे पिप्पली—"तैलभृष्टञ्च-वैदेहीकल्काक्षं ससितोपलं। पाययेत् कफकासघ्नं कुलत्थसलिला प्लुतम्" (चि: ३ अ:)। (२) प्रवाहिकायां पिप्पली—"पिप्पल्याः पिवतः सूक्ष्मं रजो मरिच-जन्म वा चिरकालानुषक्ताऽपि नश्यत्याशु प्रवाहिका" (चि: ८ अ:)। वाग्भटः॥ श्लेष्मज्वरे पिप्पली—"क्षौद्रेण पिप्पलीचूर्णं लिह्यात् श्लेष्मज्वरापहम्। प्लीहना-हविबन्धार्त्तिकासश्वासविमर्द्दनम्" (चि: ३ अ:)। (२) कासादौ पिप्पली—"कासाजीर्णे श्वासहृत्पाण्डुरोगे। मन्देवाग्नौ कामलाऽरोचके च। तेषां शस्तं पिपपली स्याद्गुड़ेन। हन्यात्तेषां जीर्णमाशु ज्वरञ्च" (चि: २ अ:)। (३) स्तन्यवर्द्धनार्थं पिप्पलीमूलम्—"मरिचं पिप्पलीमूलं क्षीरं क्षीरविवृद्धये" (चि: ५३ अ:)। हारीतः॥ वातश्लेष्मज्वरे पिपपली—"पिपपलीभिः शृतं तोयं मन-

भिषग्भि दीपनम्। वातश्लेष्मविकारघ्नं श्लीहज्वरविनाशनम्" (ज्वर चि:)। (२) 'रक्तपित्ते पिप्पली—"वासकस्वरसे * सप्तधा परिभाविता। कृष्णा वा मधुना लीढ़ा रक्तपित्तं द्रुतं जयेत्" (रक्तपित्त चि:)। (३) ऊरुस्तम्भे पिप्पली—"* पिप्पलीमथ नागरम्। ऊरुस्तम्भे पिबेन्मूत्रै र्दशमूलीरसेन वा" (ऊरुस्तम्भ चि:)। (४) 'शोथे' पिप्पली—"* सेवेत पिप्पली वा पयोऽन्विता (शोथ चि:)। (५) अम्लपित्ते पिप्पली—"पिप्पली मधुसंयुक्ता चाम्लपित्तविनाशिनी" (अम्लपित्त चि:) चक्रदत्तः॥ श्लीह्नि पिप्पली—"तथा दुग्धेन पातव्याः पिप्पल्यः श्लीहशान्तये" (म: ख: ३ भा)। (२) गृध्रस्यां पिप्पली—"गोमूत्रै-रण्डतैलाभ्यां कृष्णाचूर्णं पिबेन्नरः। दीर्घकालोत्थितां हन्ति गृध्रसीं कफवात-जाम्। भावप्रकाशः॥ निद्रानाशे पिप्पलीमूलम्—गुड़ं पिप्पलीमूलस्य चूर्णे-नालोड़ितं लिहन्। चिरादपि च सम्प्रष्टां निद्रामाप्नोति मानवः" (ज्वराधिकाः)। (२) परिणामशूले पिप्पली—क्वाथेन कल्केन च पिप्पलीनाम्। सिद्धं घृतं माक्षिकसम्प्रयुक्तम्। क्षीरानुपानं विनिहन्त्यवश्यम्। शूलं प्रवृद्धं परिणाम-संज्ञम्" (परिणामशूलाधि:)। हारीतः॥

পিপ্পলীর ভাষানাম—বাঃ—পিপুল। হিঃ—পীপর। সিং—তিপ্পিলী মঃ—পিম্পঠী। গুঃ—লিণ্ডী পীপল্। কঃ—হিপ্পলী। তৈ—পিপ্পল্। তাঃ—পিপ্পিলী। বঃ—বঙ্গালি পিম্পরিং। ফাঃ—পিল্ পিল্ দরাজ্। অঃ—ডারফিল্। কোচ বঃ—পিপ্‌লী। **পিপ্পলীর ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** চারি প্রকার পিপ্পলীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়—পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, সৈংহলী ও বনপিপ্পলী। পিপ্পলীর একটী নাম "মাগধী"। যে পিপুল মগধদেশে (দক্ষিণ বেহার) জন্মিত নিঘণ্টুকার তাহাকেই **পিপ্পলী** বলিয়াছেন। "তস্যাঃ (চবিকায়াঃ) ফলং বিনির্দ্দিষ্টং শ্রেয়সী গজপিপ্পলী" এই ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুক্তি পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে—**গজপিপ্পলী** চবিকার (চক্রের) ফল। **ডিমক্** বলেন য়ুরোপের বাজারে যাহা পিপ্পলী বলিয়া পরিচিত, তাহা এতদ্দেশীয় পিপ্পলী অপেক্ষা লম্বা মোটা এবং বেশী ঝাল, পিপুলের অগ্রভাগ যেমন ক্রমশঃ ক্ষীণ দেখায়, ইহা তদ্রূপ নহে, আগাগোড়া গোল ও মোটা। তবে অগ্রভাগ অতি সামান্য সরু বলিয়া বোধ হয়। ইহার বর্ণ কৃষ্ণানুবিদ্ধ শ্বেত, মনে হয় যেন কোন শুভ্রচূর্ণ পিপুলটীতে মাখাইয়া লওয়া হইয়াছে। **ডিমকের** মতে ইহাই **গজপিপ্পলী**। লোকে যাহাকে জাহাজী পিপুল বলে অর্থাৎ যে পিপুল সিঙ্গাপুর এবং

জাঞ্জিবর হইতে আনীত হয়, তাহাই নিঘণ্টুতে সৈংহলী পিপুল। আর বঙ্গদেশে গৃহস্থের গৃহে গৃহে পালিত বা অযত্নসম্ভূত যে ক্ষীণ, হ্রস্ব, অল্প ঝাল, পিপুল জন্মে তাহারই নাম **বনপিপ্পলী।** **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, ফল।

বৈদ্যকে পিপ্পলীর ব্যবহার।

চরক—কাসে পিপ্পলী—পিষ্ট পিপ্পলী ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধবলবণ সহ কাসরোগী সেবন করিবে (চিঃ ২২ অঃ)। **সুশ্রুত—বাতরক্তে** পিপ্পলী—বিধিপূর্ব্বক মাত্রা বাড়াইয়া কমাইয়া, পিপ্পলী সেবন করিলে, বাতরক্ত, বিষমজ্বরাদি পীড়া প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবনকালে কেবল দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করিতে হইবে (চিঃ ৫ অঃ) (২) **অর্শে** পিপ্পলী বা পিপ্পলীমূল—পিপ্পলী কিম্বা পিপ্পলীমূল পেষণ পূর্ব্বক, একটী মৃৎকলসীর অভ্যন্তর লিপ্ত করিয়া ঐ কলসীতে দুগ্ধ স্থাপনপূর্ব্বক দধি প্রস্তুত হইলে, অর্শোরোগী সেই দধির তক্র, পথ্যের সহিত সেবন করিবে, কিম্বা অন্নাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক এক মাস কেবল ঐ তক্র পান করিবে (চিঃ ৬ অঃ) **ক্রিমি** রোগে পিপ্পলী মূল—ক্রিমিরোগী, পিপ্পলীমূল ছাগীমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)। **বাগ্‌ভট—কফজকাসে** পিপ্পলী—পিপুলের কল্ক, তিল তৈলে ভাজিয়া, মিছরির সহিত, কুলথ কলায়ের কাথে আপ্লুত করিয়া পান করিবে (চিঃ ৩ অঃ) (২) **প্রবাহিকায়** পিপ্পলী—পিপুল কিম্বা মরিচের সূক্ষ্ম চূর্ণ সেবন করিলে, প্রবাহিকা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৯ অঃ)। **হারীত—শ্লেষ্মজ্বরে** পিপ্পলী—মধুর সহিত পিপ্পলী চূর্ণ সেবন করিবে। ইহা শ্লেষ্মজ্বরঘ্ন। (২) **কাসাদি** রোগে পিপ্পলী—গুড়ের সহিত পিপ্পলী সেবনে কাস, অজীর্ণ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অরোচক এবং জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় (চিঃ ২ অঃ)। (৩) প্রসূতির **স্তন্যবর্দ্ধনার্থ** পিপ্পলী—মরিচ ও পিপুলমূল, দুগ্ধ সহ সেবন করিলে, স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয় (চিঃ ৫২ অঃ)। **চক্রদত্ত—** বাতশ্লেষ্ম **জ্বরে** পিপ্পলী—পিপ্পলীর কাথ কফনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মজ্বর ও প্লীহজ্বর নাশক (জ্বর চিঃ)। (১) **রক্তপিত্তে** পিপ্পলী—বাসক পত্র স্বরসে পিপ্পলী চূর্ণ ৭ বার ভাবনা দিয়া মধু যোগে সেব্য। ইহা রক্তপিত্তে হিতকর (রক্তপিত্ত চিঃ)। (৩) **উরুস্তম্ভে** পিপ্পলী—গোমূত্র কিম্বা দশমূলের কাথের সহিত উরুস্তম্ভ রোগী পিপ্পলীকল্ক পান করিবে (উরুস্তম্ভ চিঃ) (৪) **শোথে** পিপ্পলী—শোথরোগী দুগ্ধের সহিত পিপ্পলী চূর্ণ সেবন করিবে (শোথ চিঃ)। (৫) **অম্লপিত্তে পিপ্পলী**—মধুর সহ পিপ্পলী সেবন করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয় (অম্লপিত্ত চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—প্লীহায়** পিপ্পলী—প্লীহাবিবৃদ্ধি শান্তির জন্য দুগ্ধের সহিত পিপ্পলী চূর্ণ পান করিবে (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। **গৃধ্রসীতে**

পিপ্পলী—গোমূত্র ও এরণ্ড তৈল যোগে পিপ্পলী পান করিলে, দীর্ঘকালের গৃধ্রসী নাম কফ-বাতজ বাতব্যাধি প্রশমিত হয় (বাতব্যাধি চিঃ)। **বঙ্গসেন—নিদ্রানাশে** পিপ্পলীমূল—গুড়ের সহিত পিপুলমূল চূর্ণ সেবন করিলে, অনিদ্র রোগীর নিদ্রালাভ হয় (ঐ চিঃ)। (২) **পরিণামশূলে** পিপ্পলী—পিপুলের কাথ ও কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। এই ঘৃত পানান্তে দুগ্ধ পান করিলে, পরিণামশূল নিশ্চিত প্রশমিত হয় (পরিণামশূল চিঃ)।

Constituents.—Resin, volatile oil, starch, gum fatty oil, inorganic matter and an alkaloid. (*R. N. Khory*—II. p. 519.) **Actions and uses.**—Stimulant, Carminative laxative and alterative ; given in chest affections, Dyspepsia, Chronic Cough, enlargement of the spleen and other abdominal viscera, gout, lumbago, &c ; as a resolvent they are useful in relieving the symptoms due to obstructions of the liver and spleen. With *pakhanabheda* a paste of them is applied to the breasts as a lactagogue (Do—II, p. 519.)

নব্যমত—পিপ্পলী, উষ্ণ বায়ুনাশক, মৃদুরেচক ও রসায়ন। ইহা, কাস, গ্রহণী, পুরাণ কফ—রোগ, প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি, আমবাত, কটীবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। পাষাণ-ভেদ সহ স্তনে ইহার প্রলেপ দিলে, স্তনে অধিক পরিমাণে স্তন্য সঞ্চিত হয় (আর, এন, খোরি—২য় খণ্ড ৫১৯ পৃঃ)।

পিয়াল—पियाल: ।

पि(प्रि)याल: चार: । Buchanania Latifolia, *Roxb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"बहुलवल्कल:" "स्नेहवीज:" "भक्ष्यवीज:"। चारस्य च फलं पक्वं वृष्यं गौल्याम्लकं गुरु। 'तद्वीजं' मधुरं वृष्यं पित्तदाहार्त्तिनाशनम्। राजनिघण्टु:॥ वातपित्तहरं वृष्यं पियालं गुरु शीतलम्। चारस्य च फलं पक्वं स्वाद्वम्लं दुर्ज्जरं प्रियम्। चार-'मज्जा' समधुरा वृष्या पित्तानिलापहा। धन्वन्तरीयनिघण्टु:॥ चार: पित्तकफास्रघ्न 'स्तत्फलं' मधुरं गुरु। स्निग्धं सरं मरुत्पित्तदाहज्वरतृषापहम्। पियालमज्जा मधुरो वृष्य: पित्तानिलापह: हृद्योऽति दुर्ज्जर: स्निग्धो विष्टम्भी चामवर्द्धन:। भावप्रकाश:॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—রক্তাতিসারে পিয়ালত্বক্—"মধুকশ্চ বদরীজম্বুপিয়ালাম্রার্জুনত্বচঃ। পীতাঃ ক্ষীরেণ মধ্বাজ্যাঃ পৃথক্ শোণিতনাশনাঃ" (অতিসারে চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ রক্তপিত্তে পিয়ালঃ—" * পিয়ালমধুকেন বা। * রক্তজিৎ সাধিতং পয়ঃ" (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥

পিয়ালের ভাষানাম—বাঃ—পিয়াল। হিঃ—চিরৌঁজি। মঃ—চারোলী। গুঃ—চারোলী। কঃ—চারবীজ। তৈ—সারুপপু। তৈঃ—কাটমরা। উঃ—চরু। ফাঃ—বুকুলে খাজাঃ। অঃ—হবুল্‌সমানাঃ। **পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"বহুল বল্কল", "স্নেহবীজ" "ভক্ষ্যবীজ"।

বর্ণন—পিয়ালবৃক্ষ দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতবহুল প্রদেশে জন্মে। পিয়ালের **গুঁড়ি** সোজা, মোটা এবং অতি উচ্চ হয়। বহু **শাখা** চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকে। **পাতা** ১০।১১ আঙুল দীর্ঘ এবং ৬।৭ আঙুল চৌড়া। পাতার গঠনশক্ত, চারু মসৃণ; পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রোদর কর্কশ, পত্রপৃষ্ঠ কোমল। পত্র**বৃন্ত** হ্রস্ব। শাখাগ্রভাগে **ফুল** হয়—বহুসংখ্যক পুষ্প প্রসব করে—পুষ্প শ্বেতাভ হরিদ্বর্ণ, ক্ষুদ্র। **ফল**, পাকিলে কাল হয়। বীজের খোসা বাদামের খোসার মত কঠিন। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, ফল, বীজশস্য।

বৈদ্যকে পিয়ালের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—রক্তাতিসারে পিয়ালত্বক্—ছাগীর দুগ্ধে পিয়ালের ছাল পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, রক্তাতিসারের রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তে** পিয়াল—ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত পিয়ালের ফলের কাথ রক্তপিত্তজিৎ (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—চরক বলিয়াছেন "পিয়াল মেষাং (বাতামাভিষুকাদীনাং) সদৃশং বিদ্যা দৌষ্ণং বিনা গুণৈঃ" (সূঃ ২৭ অঃ)। **সুশ্রুত** লিখিয়াছেন—"বাতপিত্তহরং বৃষ্যং পিয়ালং গুরু শীতলং (সূঃ ৪৬ অঃ)। **চরক**, বাতরক্তের প্রলেপে পিয়াল ব্যবহার করিয়াছেন—"উভে শতাহ্বে মধুকং মধুকং। বলাং পিয়ালকং কশেরুকঞ্চ (সূঃ ৩ অঃ) **সুশ্রুত**, ন্যগ্রোধাদিবর্গে পিয়াল পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—Albuminoids 28 p. c., mucilage 2. 5 p. c., oil 58 p. c., and fibre and ash 3.5 p. c. The expressed oil is straw coloured of a sweet taste and limpid. It congeals into a white semisolid mass at a

low temperature. (*Materia Medica of India -R. N. Khory II. p. 163*).
Actions and uses.—Demulcent, nutritive and expectorant, given in Cough and in general debility. The oil is used as an application for baldness. (Do).

নব্যমত—স্নিগ্ধ, পোষক, কফনিঃসারক। কফরোগ ও দৌর্ব্বল্যে প্রয়োজ্য। ইহার তৈল টাক রোগে অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হয় (আর, এন, কোরি ২য় খণ্ড ১৬৩ পৃঃ)।

পীলু—পীলুঃ।

পীলুঃ। Salvadora persica, **মহাপীলুঃ**—S. oleoides.

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গুড়ফলঃ" "বিরেচনফলঃ"। রক্তপিত্তহরং পীলুঃ 'ফলং' স্বাদু বিপাকি চ। অর্শোঘ্নং বস্তিশমনং সস্নেহং কফবাতজিৎ। পীলুর্জং চ রসং স্বাদু গুল্মার্শোঘ্নং তু তীক্ষ্ণকম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ ॥ মহাহ্বঃ কটুকঃ পীলুঃ কষায়ো মধুরাম্লকঃ। সরঃ স্বাদুশ্চ গুল্মার্শঃশমনো দীপনঃ পরঃ। মধুরস্তু 'মহাপীলু'র্ব্বল্যো বিষবিনাশনঃ। পিত্তপ্রশমনো বৃষ্য আমঘ্নো দীপনীয়কঃ। রাজনিঘণ্টুঃ ॥ পীলু শ্লেষ্মসমীরঘ্নং পিত্তলং ভেদি গুল্মনুৎ। স্বাদুতিক্তঞ্চ যৎ পীলু তন্নাত্যুষ্ণং ত্রিদোষহৃৎ। ভাবপ্রকাশঃ ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—মদাত্যয়স্য পিপাসায়াং পীলু—"পরূষকাণাং পীলূনাং রসং *"। (চিঃ ১২ অঃ)। (২) 'অনাহে' পীলু—পীলুকল্কোপসিদ্ধং বা ঘৃতমানাহভেদনম্" (চিঃ ১৮ অঃ)। চরকঃ ॥ গুল্মে পীলু—"এবং পীলূনি পিষ্টানি পিবেৎ সলবণানি তু" (উঃ ৪২ অঃ)। সুশ্রুতঃ ॥ অর্শঃসু পীলুফলানি—"* তক্রানুপানানি খাদেৎ পীলুফলানি (চিঃ ৮ অঃ)। বাগ্ভটঃ ॥

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গুড়ফল," "বিরেচনফল"। **পীলুর ভাষা-নাম**—পৃথক্ বাঙ্‌লা ও হিন্দি নাম নাই। মঃ—পোর পিলু, কিকলেচা বৃক্ষ। গুঃ—খারীজাল্য। কঃ—মিরিয়ে উগনি। তৈঃ—গোনুগুচেট্টু। তাঃ—কোহূ। ফাঃ—দরখতে মিস্‌বাক্। অঃ—ঈরাক্। সিং—মোর।

বর্ণন—পীলুবৃক্ষ "ঝাঁপড়ি", বহুশাখ। কাণ্ড কর্কশ এবং বিদীর্ণ হইয়া থাকে

পত্রের পৃষ্ঠ ও উদর চিক্কণ, পত্র সিরাপ্রতান বর্জ্জিত, সরু ও লম্বা। **পুষ্প**—অশাখ পুষ্পদণ্ডস্থিত, ক্ষুদ্র হরিদাভ পীতবর্ণ এবং বহু সংখ্যক। **ফল**—অতি ক্ষুদ্র—এমন কি পিপুলের দানা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর, রক্তবর্ণ ও রসপূর্ণ এবং তীব্র সুগন্ধি। মূলের **ত্বক্** পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ফোস্কা পড়ে। পক্ক পীলু ফল স্বাদু, লোকে খাইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন—

"ধন্যাঃ সূক্ষ্মফলা অপি প্রিয়তমাস্তে পীলুবৃক্ষাঃ ক্ষিতৌ। স্বচ্ছন্দেন জনেন হি প্রতিদিনং যেষাং ফলং ভুজ্যতে। কিং তৈস্তত্র মহাফলৈরপি পুনঃ কল্পদ্রুমাদ্যৈর্দ্রুমৈ। যেষাং নাম মনাগপি শ্রমনুদে ছায়াপি ন প্রাপ্যতে॥" **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল। **মাত্রা**—ফলকল্ক ½—১ তোলা। স্বরস—১—২ তোলা ক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে পীলুর ব্যবহার।

চরক—মদাত্যয়ের **পিপাসায়** পীলু ফল—মদাত্যয় রোগীর পিপাসা নিবারণার্থ পীলুফলের রস পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। **আনাহে** পীলুফল—পীলুফলের কল্ক দ্বারা পক্ক ঘৃত ঘৃত পান করিলে, আনাহ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৮ অঃ)। **সুশ্রুত**—**গুল্মে** পীলুফল—পিষ্টপীলুফল সৈন্ধব লবণযোগে, গোমূত্র, দুগ্ধ, মদ্য কিম্বা দ্রাক্ষা ক্বাথের সহিত পান করিবে। ইহা গুল্মে হিতকর (উঃ ৪২ অঃ)। **বাগ্ভট**—**অর্শোরোগে** পীলু—অর্শোরোগী তক্রানুপানে পীলু ফল সেবন করিবে। (চিঃ ৮ অঃ)।

বক্তব্য—আর এক প্রকার পীলু আছে, **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু** ইহাকে "বৃহৎপীলু" বলিয়াছেন। বৃহৎ পীলুর একটী নাম "মহাফল"। আধুনিক উদ্ভিদবেত্তারাও এই মহাফল পীলুর উল্লেখ করিয়াছেন। **ওয়াইট্** কৃত "ফিগার্শ অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টশ্" নাম পুস্তকের ১৬২১ পৃষ্ঠায় পীলুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এবং তিনি এতৎসম্বন্ধে অনেক সুভাষিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার মতে মহাফল পীলুর নাম Salvadora Stocksio এবং ডিমকের মতে S. Oleoides. মহাফল পীলুর ফল পীতবর্ণ। পীলুবৃক্ষ, বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। **ডুরি** বলেন ভারতবর্ষের উত্তর ভূভাগের মুসলমানগণ পীলুশাখা দন্তধাবনকাষ্ঠ (দাঁতন) রূপে ব্যবহার করেন। এতদর্থে রাশি রাশি পীলুশাখা সংগৃহীত এবং স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। **সুশ্রুত** পীলু তৈলকে শিরোবিরেচক বলিয়াছেন (চিঃ ৩১ অঃ) **চরক** বলিয়াছেন, পীলুফল—"পক্বাশয়গতে দোষে বিরেকার্থং প্রয়োজয়েৎ" (সূঃ ২)।

Aotions and uses—"In the *Pharmacopæia of India,* we are told that Dr. Irvine employed the root-bark successfully as a vesicant. In Dr. Imlach's Report on snake bites in sind (Bom. Med. and Phys. Trans. New Ser., iii, p. 80) Several cases are mentined in the tabular

record, in which Pilu seeds were administered internally, with good effect. They are also said to be a favorite purgative (Dymock—II. p. 381).

নব্যমত—ডাঃ ইম্‌ল্যাচ্ সিন্ধুপ্রদেশে, বহু সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পীলু ফল সেবন করাইয়া দেখিয়াছেন, পীলু ফল সর্পবিষে বিশেষ হিতকর (ডিমক্—২য় খণ্ড ৩৮১ পৃঃ)।

পুত্রঞ্জীব—পুত্রঞ্জীবঃ।

পুত্রঞ্জীবঃ। Putrajiva Roxburghii.

পুত্রজীবো হিমো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মদো গর্ভজীবদঃ। চক্ষুষ্যঃ পিত্তশমনো দাহতৃষ্ণা-নিবারণঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ পুত্রঞ্জীবো গুরুর্বৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহৃত্। সৃষ্ট-মূত্রমলো রূক্ষো হিমঃ স্বাদুঃ পটুঃ কটুঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—শ্লীপদে পুত্রঞ্জীবঃ—"অনেনৈব বিধানেন পুত্রঞ্জীবকজং রসম্। প্রযুঞ্জীত ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ কালসাত্ম্যবিভাগবিৎ। (চিঃ ১৮ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ বিস্ফোটে পুত্রঞ্জীবফলমজ্জা "পুত্রঞ্জীবস্য মজ্জানং জলে পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ। কালস্ফোটং বিস্ফোটঞ্চ সদ্যোহন্তি সবেদনম্। ভাবপ্রকাশঃ॥ ভরোগ্রহে পুত্রঞ্জীবঃ—"পুত্রঞ্জীবকমিশ্রাস্তাঃ * রসা একৈকশো কোষ্ণা হিমা বা রামঠান্বিতাঃ" (ভরোগ্রহাধিকারে)। বঙ্গসেনঃ॥

পুত্রঞ্জীবের ভাষানাম—হিঃ—পিতৌঁজিয়া। মঃ—পুত্রজীবকবৃক্ষ। গুঃ—পুত্রঞ্জীবক। কঃ—পুত্রঞ্জীব। তৈঃ—শীশ, কুঁবরজুবী। সিং—বুতুসরণ।

বর্ণন—পুত্রঞ্জীব ছায়াপ্রধান উচ্চ বৃক্ষ। ইহার **কাণ্ড** সরল ও দীর্ঘ হয়। কোলাপুরে পুত্রঞ্জীব বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। বঙ্গদেশে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। বসন্তে পুত্রঞ্জীব-তরু পুষ্পিত হয়—শীতে **ফল** পাকে। **ফুল** পীতাভ শ্বেতবর্ণ। লোকে, রুদ্রাক্ষের মত পুত্রঞ্জীব **বীজের** মালা গাঁথিয়া পরে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, বীজ।

বৈদ্যকে পুত্রঞ্জীবের ব্যবহার।

সুশ্রুত শ্লীপদে পুত্রঞ্জীব—কালসাত্ম্যবিভাগবিৎ বৈদ্য, পুত্রঞ্জীবপত্রের রস সার্ষপ তৈলের সহিত শ্লীপদ রোগীকে সেবন করাইবেন—(চিঃ ১৯ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বিস্ফোটে** পুত্রঞ্জীবফলমজ্জা—পুত্রঞ্জীব ফলের শাঁস, জলে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে,

বেদনাযুক্ত স্ফোটক সত্বঃ বিলীনতা প্রাপ্ত হয়। **বঙ্গসেন—উরোগ্রহে** পুত্রঞ্জীব—পুত্রঞ্জীবপত্রের রস হিঙ্গুসহ উরোগ্রহ রোগী পান করিবে (উরোগ্রহাধিকার)।

বক্তব্য—পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্রপল্বল সন্নিকৃষ্ট আর্দ্রভূমিতে, একপ্রকার ক্ষুপ, হেমন্ত ঋতুতে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহাকে রাঢ়ে "জিঁয়াতা" এবং পূর্ব্ববঙ্গে "বিষকাঁঠালী" বলিয়া থাকে; অজ্ঞ লোকে ইহাকেই পুত্রঞ্জীব ভ্রমে প্রয়োগ করিয়া, অনেক স্থলে বিষম অনর্থোৎপত্তি ঘটাইয়াছে। জিঁয়াতা বা বিষকাঁঠালী সেবন করিলে, উদরে অতি তীব্র জ্বালা উপস্থিত হয় এবং বমন ও মলদ্বার দ্বারা অজস্র রক্ত নির্গম হওয়ায়, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

পুন্নাগ—পুন্নাগঃ।

পুন্নাগঃ। Calophyllum inophyllum, *Linn.*

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"পুন্নাগঃ সুরপর্ণিকা সুগন্ধিপুষ্পা দক্ষিণাপথে সুরপতিনাম্না প্রতীতা" (ভল্লণঃ)। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তুঙ্গঃ", "শুভ্রপুষ্পঃ" "রক্তরেণুঃ"। পুন্নাগো মধুরঃ শীতঃ সুগন্ধিঃ পিত্তনাশকৃৎ। ভূতবিদ্রাবণশ্চৈব দেবতানাং প্রসাদনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কুসুমনাম নেত্ররোগে পুন্নাগপত্রম্—"তুঙ্গপুন্নাগপত্রেণ পরিভাবিত-বারিণা * সেবনং কুসুমাপহম্।" (নেত্ররোগ চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তুঙ্গ", "শুভ্রপুষ্প", "রক্তরেণু"।

পুন্নাগের ভাষানাম—উড়িষ্যায় পুন্নাগ বা পুনাং নামে প্রসিদ্ধ। **হিঃ—পুন্নাগ, পুলাকী, সুলতান চম্পক।** গুঃ—পুন্নাগ, সুরপুন্নাগ। মঃ—গোডী উণ্ডীন, কডবী উণ্ডীন। কঃ—সুরহোন্নেয়ভেদ। তৈঃ—সুরপোন্নচেট্টু। তাঃ—পিন্নপ। **সিং—দোম্বঃ।**

বর্ণন—পুন্নাগবৃক্ষ উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। বৃক্ষের **কাণ্ড** প্রায় সরল হয় না। ইহা বহুশাখ ছায়াপ্রধান তরু। **পত্র** অণ্ডাকার, সিরাবহুল, অতি মসৃণ; পত্রবৃন্ত হ্রস্ব। **পুষ্প** বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ ও সুগন্ধি। **কুণ্ড** ক্ষুদ্র, আশুপতনশীল। **পক্ক ফল** হরিদ্রাভ পীতবর্ণ। **বীজ** হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। বীজশস্য নিপীড়িত করিলে শতকরা ৬০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। **তৈল** পীতবর্ণ, তিক্ত এবং সুগন্ধি। উড়িষ্যার দেবায়তন ও "ভাগবত ঘর" আলোকিত করিবার জন্য পুন্নাগতৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প।

বৈদ্যকে পুন্নাগের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—কুসুম নাম নেত্ররোগে পুন্নাগপত্র—পিষ্ট পুন্নাগপত্র জলে ভিজাইয়া সেই জল নেত্রে সেচন করিলে কুসুম ("ফলিপড়া") রোগ বিনষ্ট হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। চক্রদত্তের টীকাকার **শিবদাস** এই পাঠের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "পুন্নাগস্ত নাগকেসরস্ত"। পুন্নাগ ও নাগকেসর পৃথক্ বৃক্ষ। কোন প্রামাণ্য নিঘণ্টু গ্রন্থে নাগকেসরার্থে পুন্নাগ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। অমরকোষের টীকাকৃত ভানুজিদীক্ষিত পুন্নাগশব্দের অর্থান্তর নির্দেশ-প্রস্তাবে লিখিয়াছেন—"পুন্নাগস্ত সিতোৎপলে। জাতীফলে নরশ্রেষ্ঠে পাণ্ডুনাগে ক্রমান্তরে"।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে পুন্নাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **চরকের** "দশেমানি"তে বেদনাস্থাপনবর্গে তুঙ্গ পঠিত হইয়াছে। **সুশ্রুত**—এলাদি-বর্গে পুন্নাগ পাঠ করিয়াছেন। তৈলযোনি ফলবর্গে **চরক** বা **সুশ্রুত** কেহই পুন্নাগের নামোল্লেখ করেন নাই। **রাজনিঘণ্টুতে**, পুন্নাগের পর্য্যায়ে, এমন কোনও শব্দ নাই, যদ্দারা পুন্নাগের তৈলফলত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

Constituents.—A resinous Substance and oil. The resin is soft of a parsley odour and resembles myrrh. It melts easily and desolves readily in alcohol. Does not yield umbelliferone by dry distillation. (*R. N. Khory—II, p.* 82). **Actions and uses**—Only used externally. The oil is rubefacient and irritant ; mixed with hyduocarpus oil it is used for rheumatic joints, swollen glands & ; also in certain skin diseases as scabies and exanthematous eruptions. A paste of the seed is used to hasten maturation of enlarged glands, abscesses and boils. The pounded bark is used as an application for swelled testicles. (Do—II. p. 83,)

নব্যমত—পুন্নাগ **তৈল** মর্দ্দন করিলে ত্বকের লৌহিত্য জন্মে। ইহা আমবাতের বেদনা ও স্ফীতিতে ব্যবহৃত হয়। বিবিধ চর্ম্ম রোগে হিতকর। স্ফোটকাদি বিলীনার্থ **বীজের** প্রলেপ দেওয়া হয়। কুট্টিত **ত্বকের** প্রলেপ বৃদ্ধি রোগে প্রযোজ্য। (খোরি ২য় খঃ ৮৩ পৃঃ)।

পুনর্নবা—পুনর্নবা।

পুনর্নবা (বঙ্গ: শ্বেতন)। **Boerhaavia Diffusa,** ***Roxb.*** **শ্বেতপুনর্নবা—Trianthema monogyna,** ***P. C. Roy.***

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"वर्षाभूः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"शोथघ्नी"। पुनर्नवा भवेदुष्णा तिक्ताःरूचा कफापहा। सशोफपाण्डुहृद्रोगकासोरःचत-शूलनुत्। 'रक्ता' पुनर्नवा तिक्ता सारिणी शोफनाशिनी। रक्तप्रदरदोषघ्नी पाण्डुपित्तप्रमर्द्दनी। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च ॥ 'श्वेता' पुनर्नवा सोष्णा तिक्ता कफविषापहा। कासहृद्रोगशूलास्रपाण्डुशोफानिलार्त्तिनुत्। 'नीला' पुनर्नवा तिक्ता कटूष्णा च रसायनी। हृद्रोगपाण्डुश्वयथुश्वासवातकफापहा। राजनिघण्टुः ॥ कटुः कषायानुरसा पाण्डुघ्नी दीपनी परा। शोफानिलगर-श्लेष्महरी व्रध्नोदरप्रणुत्। कासहृद्रोगदुर्नामशूलानिलनिकृन्तनी। पुनर्नवाऽरुणा तिक्ता कटुपाका हिमा लघुः। वातला ग्राहिणी श्लेष्मपित्तरक्तविनाशिनी। भाव-प्रकाशः ॥ पुनर्नवाशाकगुणाः—पुनर्नवा तु वीर्य्योष्णा भेदिनी च रसायनी। कफानिलामदुर्नामव्रध्नशोथोदरापहा। राजवल्लभः ॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे पुनर्नवा—"* पुनर्नवा चेति कुष्ठिणो लेपाः। दधि-मण्डयुताः सर्व्वे देयाः *" (चिः ७ अः)। चरकः॥ अश्मर्य्यां वर्षाभूः—"वर्षाभूसिद्धमेव वा" (चिः ७ अः)। (२) 'शोथे वर्षाभूः—"वर्षाभूकषायं मूलकल्कं वा—सशृङ्गवेरं पायोऽनुपानमहरहर्मासं" (चिः २३ अः)। (३) 'मूषिकविषे' पुनर्नवा—"चौद्रेण लिह्यात् * श्वेताश्चापिपुनर्नवां" (कः ६ अः)। (४) 'अलर्कविषे पुनर्नवा—"श्वेतां पुनर्नवाञ्चास्य दद्याद्धुत्तूरकायुताम्" (कः ६ अः)। (५) ज्वरे वर्षाभूः—"* वर्षाभूः पयसोदक मेव च। पचेत् चीराव-शिष्टन्तु तद्धि सर्व्वज्वरापहम्" (उः ३९ अः) सुश्रुतः॥ मदात्यये पुनर्नवा—"पयःपुनर्नवाक्वाथयष्टीकल्कप्रसाधितम्। घृतं पुष्टिकरं पानात्मद्यपानहतौजसाम्"। (मदात्यय चिः)। (२) रसायनार्थं पुनर्नवा—"पुनर्नवस्यार्द्धपलं नवस्य। पिष्टं पिबेद्यः पयसाऽर्द्धमासम्। मासद्वयं तत्त्रिगुणं समां वा। जीर्णोऽपि भूयः स पुनर्नवः स्यात्॥ (रसायनाधिकारे)। वृन्दः॥ शोथे पुनर्नवाघृतं—"पुन-र्नवाक्वाथकल्कसिद्धं शोथहरं घृतम्" (शोथ चिः)। (२) विद्रधौ—श्वेतवर्षाभूः—"श्वेतवर्षाभुवोमूलं *। जलेन क्वथितं पीतमपक्वं विद्रधिं जयेत्।" (विद्रधि चिः)। (३) 'विषदोषप्रतिषेधार्थं' धवलपुनर्नवा—"धवलपुनर्नवजटया तण्डुल-

জলপীতয়া স্থ পুষ্যর্ক্ষে। অপহরতি বিষধরবিষোপদ্রব মাসম্বৎসরং পুংসাং" (বিষ চি:)। চক্রদত্তঃ ॥ ভয়ঃস্থতি পুনর্নবা—"যদা সরক্তাঃ শোফাঃ স্যুঃ পক্কতাং যান্তি মানবে। তদা পুনর্নবাক্কাথঃ সক্ষৌদ্রঃ (?) প্রবিশোধয়েৎ" । (চি: ১০ অ:)। (২) 'নিদ্রাকরত্বে' পুনর্নবা—"* পুনর্নবা। ক্কাথো নিদ্রাকরো নৃণাম্"। (ঐ: ১৫ অ:)। হারীতঃ ॥ 'আমবাতে পুনর্নবা—"শটীবিশ্বৌষধিকল্কং বর্ষাভূক্কাথসংযুতম্। সপ্তরাত্রং পিবেজ্জন্তুরামবাতবিনাশনম্"। (মঃ খঃ ২ভাঃ)। (২) 'নেত্ররোগে' পুনর্নবা—"দুগ্ধেন কণ্ডুং ক্ষৌদ্রেণ নেত্রস্রাবঞ্চ সর্পিষা। পুষ্পং তৈলেন তিমিরং কাঞ্জিকেন নিশান্ধতাম্। পুনর্নবা হরত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা"। (মঃ খঃ ৪ভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ ॥ 'চাতুর্থকজ্বরে' সিতবর্ষাভূঃ—"সিতবর্ষাভূমূলং পয়সা পীতঞ্চ পৈত্তিকং জয়তি। চাতুর্থকং সুবিরজং তাম্বুলেনৈব ভক্ষণাদথবা"। (জ্বর চি:)। (২) বাতকণ্টকাখ্যে 'বাতব্যাধৌ' শ্বেতপুনর্নবা—"পুনর্নবায়াঃ শ্বেতায়াস্তৈলং মূলেন সাধয়েৎ। বাতকণ্টকমাহন্যাৎ পাদাভ্যঙ্গেন মর্দ্দনাৎ। (বাতব্যাধি চি:)। (৩) 'আমবাতে' পৌনর্নবং শাকং—"* শাকং পৌনর্নবং হিতম্"। (আমবাত চি:)। বঙ্গসেনঃ।

উৎপত্তিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বর্ষাভূ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"শোথঘ্নী"। পুনর্নবার ভাষানাম—বাঃ—খাপুণ্যা, গাদাপুণ্যে। হিঃ—(শ্বেতপুনর্নবাকো) বিষখপরা, (রক্তপুনর্নবাকো)—সাঁঠ, গদহপূর্ণা। মঃ—ঘেণ্টুঠী পণ্ডরী। কঃ—বিলিয়হু বেল্লড্কিলু। তৈঃ—গালজেরু, অতিকমমেদি। তাঃ—ভুকরত্তেকিরে। বম্—পুনর্নবা। অঃ—হন্দকুকী।

বর্ণন—শ্বেতপুনর্নবা, ভূলুণ্ঠিতা, ফলপাকান্তা ও প্রতানবতী। নিদাঘের প্রথম বারিপাতে ইহা অঙ্কুরিত, বর্ষায় বর্দ্ধিত ফুল ফলে শোভিত এবং হেমন্তের তুষার পাতে শুষ্ক হইয়া থাকে। এজন্য বর্ষা শরৎ ভিন্ন অন্য ঋতুতে আর্দ্র শ্বেতপুনর্নবা দুর্লভ। ইহা উচ্চ এবং সরস ভূমিতে জন্মে। তৃণাদিদ্বারা আক্রান্ত না হইলে, একটী পুনর্নবার প্রতান ৩।৪ হস্ত পরিমিত স্থান ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শ্বেতপুনর্নবার পত্র, প্রায় চক্রাকার, কোমল ও মাংসল। কোমল শাখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম রোম ব্যাপ্ত। ইহার ফুল সাদা। বীজ নটেশাকের বীজের মত। রক্তপুনর্নবা ফলপাকান্ত নহে। ফলপাকান্তে প্রতান শুষ্কতা প্রাপ্ত হইলেও মূল শুষ্ক হয় না।—পুনর্বার বর্ষাসমাগমে ঐ মূল হইতে শাখা নির্গত হইয়া থাকে। অতএব রক্তপুনর্নবাতেই পুনর্নবা শব্দের সার্থকতা দৃষ্ট হয়। ইহার পাতা, ডাঁটা, রক্তবর্ণ ফুলও লাল। ইহার

পাতা শ্বেতপুনর্নবার পাতার মত স্থূল নহে পংলা, চক্রাকার নহে, ঈষদ্দীর্ঘ। শ্বেতপুনর্নবার শাক কিঞ্চিৎ কষায়। রাঢ়ে অদ্যাপি শ্বেতপুনর্নবা শাকার্থে ব্যবহৃত হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র উদ্ভিদ, বিশেষতঃ মূল। **মাত্রা**—স্বরস ১—২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা। **মূলকল্ক** ৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে পুনর্নবার ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে পুনর্নবা—দধির সরের সহিত পুনর্নবামূল পেষণপূর্ব্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ম অঃ)। **সুশ্রুত—অশ্মরী** রোগে পুনর্নবা—ক্ষীর পরিভাষানুসারে সাধিত পুনর্নবাকাথ অশ্মরী রোগীকে পান করাইবে। (চিঃ ৭ম অঃ)। (২) **শোথে** পুনর্নবা—শোথরোগী প্রত্যহ পুনর্নবার কাথ কিম্বা পুনর্নবার মূল কল্ক এবং আর্দ্রক একত্র সেবনপূর্ব্বক, দুগ্ধানুপান করিবে এইরূপ একমাস সেব্য (চিঃ ২৩ অঃ)। (৩) **মূষিক বিষে** পুনর্নবা—মূষিকদংশন জন্য বিষদোষ দূরীকরণার্থ মধুসহ পুনর্নবা মূল চূর্ণ সেবন করিবে। (কঃ ৬ অঃ)। (৪) ক্ষিপ্ত **কুক্কুরাদিবিষে** পুনর্নবা—ক্ষিপ্ত কুক্কুরদংশনজ বিষদোষ দূরীকরণার্থ শ্বেতপুনর্নবার মূল, ধুস্তূর বীজসহ সেব্য (কঃ ৬ অঃ)। (৫) **জ্বরে** বর্ষাভূ—ক্ষীরপরিভাষানুসারে সাধিত পুনর্নবাকাথ সর্ব্বজ্বর নাশক (উঃ ৩৯ অঃ)। **বৃন্দ—মদাত্যয়ে** পুনর্নবা—মূর্চ্ছিত গব্যঘৃত, ঘৃতসম গব্যদুগ্ধ ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ পুনর্নবা কাথ এবং ঘৃতচতুর্থাংশ যষ্টীমধু কল্ক সহ যথাবিধি পাক করিয়া, প্রত্যহ ½ তোলা হইতে ১তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মদ্যপানজন্য যাহাদের ওজোধাতুক্ষয় ও দৌর্ব্বল্য জন্মিয়াছে তাহারা সুস্থতালাভ করিতে পারে। (২) **রসায়নার্থ** পুনর্নবা—পুনর্নবামূলত্বক্ (নিঘণ্টুমতে নীলপুনর্নবা, রসায়নী, অভাবে শ্বেতপুনর্নবা গ্রাহ্য।) উপযুক্ত মাত্রায়, গব্যদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক তিন মাস, ছয় মাস কিম্বা এক বৎসর কাল পান করিলে, জীর্ণ ব্যক্তিও পুনর্নবতা প্রাপ্ত হয়। **চক্রদত্ত**—শোথে **পুনর্নবাঘৃত**—পুনর্নবার কাথ, কল্ক সহ যথাবিধি গব্যঘৃত পাক করিয়া, শোথ রোগীকে সেবন করাইবে (শোথ চিঃ)। (২) **বিদ্রধিতে** পুনর্নবা—শ্বেতপুনর্নবামূলকাথ পান করিলে, অপক্ক বিদ্রধি জয় করা যায় (বিদ্রধি চিঃ)। (৩) **বিষ প্রতিষেধার্থ** শ্বেতপুনর্নবা পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতপুনর্নবামূল উদ্ধৃত করিয়া, তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, সম্বৎসর সর্পবিষের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় (বিষঃ চিঃ)। **হারীত—উরঃক্ষতে** পুনর্নবা—উরঃক্ষতে সরক্ত পূয় নির্গত হইতে থাকিলে, পুনর্নবাকাথ পেয় (চিঃ ১০ অঃ)। (২) **নিদ্রাকরত্বে** পুনর্নবা—অনিদ্র ব্যক্তিকে পুনর্নবার কাথ সেবন করাইলে সুনিদ্রা হয়। **বঙ্গসেন**—চাতুর্থক জ্বরে শ্বেতপুনর্নবা—শ্বেতপুনর্নবার মূল দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক কিম্বা তাম্বুলের সহিত সেবন করিলে,

দীর্ঘকালের পৈত্তিক চাতুর্থকজ্বর (২ দিন ছাড়া জ্বর) নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)। (২) বাতকণ্টকাখ্য **বাতব্যাধিতে** পুনর্নবা—শ্বেতপুননবা মূলপক তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বাতকণ্টক বিনষ্ট হয় (বাতব্যাধি চিঃ)। (৩) **আমবাতে** পুনর্নবাশাক—পুনর্নবাশাক আমবাত রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (আমবাত চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, স্বেদোপগ, অনুবাসনোপগ, কাসহর এবং বয়ঃস্থাপন বর্গে পুনর্নবা পাঠ করিয়াছেন। চারক শাকবর্গে পুনর্নবাশাকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। স্বেদোপগ শব্দের অর্থ ঘর্ম্মোৎপাদক। **সুশ্রুত**, বিদারীগন্ধাদিগণে পুনর্নবা পাঠ করিয়াছে। শাকবর্গে লিখিয়াছেন "তেষু পৌনর্নবংশাকং বিশেষাচ্ছোফনাশনম্"। তিক্তবর্গে পুনর্নবা পঠিত হইয়াছে। (সুঃ ৪ অঃ)। বামকদ্রব্যের মধ্যে পুনর্নবার উল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টুতে **নীলপুনর্নবার** গুণ বর্ণিত হইয়াছে। নীল পুনর্নবা অদ্যাপি মদীয় দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

Actions and uses—Stomachic, laxative diuretic, expectorant and emetic ; given in asthma, gonorrhœa, dropsy jaundice enlargement of the liver and spleen, ascites anasarca, scanty urine and internal inffamations. As a remady for scorpion bites it is applied externally and given internally. Pounded leaves are applied over œdemetous swellings. (R. N. Khory—II. p. 503) *Ainslie in Materia Indica* says—"The root is given in powder as laxative, and in infusion as a vermifuge. The taste is slightly bitter and nauseous." *E. F. Waring in Pharmacopœia of Iudia* says—It has been found a good expectoant and been prescribed in asthma with marked success, given in form of power, decoction, and infusion. Taken largely, it acts as a emetic."

নব্যমত—পুনর্নবা, পাচক, মৃদুরেচক, মূত্রল, কফ নিঃসারক এবং বামক। ইহা শ্বাস, গণোরিয়া, শোথ, কামলা, প্লীহোদর, যকৃদুদর, অগম্ভীর শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং বিদ্রধি রোগে প্রযোজ্য। ইহার প্রলেপ বিষধর কীট দংশনের মহৌষধ। এতদর্থে ইহা পানালেপন উভয়তঃ ব্যবহৃত হয়। ত্বগ্‌গত শোথে পুনর্নবার প্রলেপ হিতকর (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি—২য় খণ্ড ৫০৩ পৃঃ)। **এন্‌স্লি** বলেন—পুনর্নবার মূলচূর্ণ মৃদুরেচক এবং ইহার শীতকষায় কৃমিঘ্ন। ই. এফ্. **ওয়ারিং** বলেন—পুনর্নবা উত্তম কফনিঃসারক। ইহার চূর্ণ, কাথ এবং শীত কষায়, শ্বাসে সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। অধিক মাত্রায় পুনর্নবা বামক। **ওয়াট্** সাহেবের সঙ্কলিত "ডিক্সনারি অফ্ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" নাম পুস্তকে লিখিত আছে—

শুষ্ক পুনর্নবার কাথ সোরার সহিত শোথরোগীকে সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। সামান্য শোথে, পুনর্নবার শাক সিদ্ধ করিয়া, সৈন্ধলবণ যোগে রুটির সহিত সেবন করিলেই উপকার পাওয়া যায়।

পূগবৃক্ষ—পূগঃ।

पूगः, क्रमुकः। Areca Catechu *Linn.* betle, nut tree.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दीर्घपादपः", "दृढ़वल्कः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"उद्वेगम्", "स्रंसि"। भेदि सम्मोहकृत् पूगं कषायं स्वादु रोचनम्। कफपित्तहरं रुच्यं वक्त्रक्लेदमलापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ पूगवृक्षस्य निर्य्यासो हिमः सम्मोहनो गुरुः। विपाके सोष्णकक्षारः साम्लो वातघ्नपित्तलः। 'सेरी' च मधुरा रुच्या कषायाम्ला कटुस्तथा। पथ्या च कफवातघ्नी सारिका मुखदोषनुत्। 'तैलवनं' मधुरं रुच्यं कण्ठशुद्धिकरं लघु। त्रिदोषशमनं दीप्यं रसालं पाचनं समम्॥ गौल्यं 'गुहागरं स्वल्पं' कषायं कटु पाचनम्। विष्टम्भ-जठराऽऽध्मानहरणं द्रावकं लघु। 'घोण्टा' कटु कषायोष्णा कठिना रुचिकारिणी। मलविष्टम्भशमनी पित्तकृद्दीपनी च सा। पूगीफलं 'चेडलसंज्ञकं' यत्। तत् कोङ्कणेषु प्रथितं सुगन्धि। श्लेष्मापहं दीपनपाचनञ्च। बलप्रदं पुष्टिकरं रसा-ढ्यम्। यत् कोङ्कणे 'वेत्रि'गुणाभिधानकम्। ग्रामोद्भवं पूगफलं त्रिदोषनुत्। आमापहं रोचनरुच्यपाचकम्। विष्टम्भतुन्दामयहारि दीपनम्। 'चन्द्रापुरोद्भवं' पूगं कफघ्नं मलशोधनम्। कटु स्वादु कषायञ्च रुच्यं दीपनपाचनम्। 'श्राम्ब्र-देशोद्भवं' पूगं कषायं मधुरं रसे। वातजिद्व्यक्तजाड्यघ्नं मौषदघ्नं कषापहम्। पूगीफलविशेषगुणाः—पूगं सम्मोहकृत् सर्व्वं कषायं स्वादु रेचनम्। त्रिदोषशमनं रुच्यं वक्त्रक्लेदमलापहम्। 'आमं' पूगं कषायं मुखमलशमनं कण्ठशुद्धिं विधत्ते। रक्तामश्लेष्मपित्तप्रशमनमुदराऽऽध्मानहारं सरञ्च। 'शुष्कं' कण्ठामयघ्नं रुचिकर-मुदितं पाचनं रेचनं स्यात्। तत्पर्णेनायुतञ्चेत् झटिति वितनुते पाण्डुवातञ्च

শোষম্। রাজনিঘণ্টুঃ॥ পূগং গুরু হিমং রূক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ। মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্। 'আর্দ্রং' তৎ গুর্ব্বভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরং স্মৃতম্। 'স্বিন্নং দোষত্রয়চ্ছেদি দৃঢ়মধ্যন্তদুত্তমম্'। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—রক্তপিত্তে ক্রমুকম্—"কিরাততিক্তং ক্রমুকং সমুস্তং। * পৃথক্ পৃথক্ চন্দনযোজিতানি। তেনৈব কল্কেন হিতানি তত্র" (চিঃ ৪ অঃ) (২) বস্তেরনুলোমায় ক্রমুকম্—"ততঃ ক্রমুককল্কাক্তং পায়য়েতাম্লসংযুতম্। ঔষ্ণ্যাৎ তৈক্ষ্ণ্যাৎ সরত্বাচ্চ বস্তিস্তস্যানুলোময়েৎ" (সিঃ ৩ অঃ) চরকঃ॥ বাতব্যাধৌ ক্রমুকত্বক্—"শল্লকী চিক্কণীত্বক্ চ। ক্বাথস্তৈলেন সংযুতঃ। কুর্য্যাদ্বাতার্দ্দিতং স্বস্থমেকবিংশদ্দিনৈর্নরম্ (চিঃ ২১ অঃ) হারীতঃ॥ উপদংশে ক্রমুকং—"লেপঃ পূগফলেনাশ্বমারমূলেন বা তথা" (উপদংশ চিঃ) (২) মসূরিকাপ্রথমাবির্ভাবে পূগমূলম্—"* মাধ্যামূলং * প্রথমমবগদে দৃশ্যমানে প্রযোজ্যাঃ।" চক্রদত্তঃ॥

পূগবৃক্ষের **পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"দীর্ঘপাদপ", "দৃঢ়বল্ক"। পূগফলের **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"উদ্বেগ", "স্রংসি"। **পূগফলের ভাষা-নাম**—বাঃ—সুপারি। হিঃ—সুপারি। মঃ—সুপারি। গুঃ—সুপারি। কঃ—অডকেমর। তৈঃ—পাক্কায়া। উঃ—গুয়া। ফাঃ—গোপিল্। অঃ—কোফিল্। **সিং—পুবক।**

পূগফলের ভেদ—রাজনিঘণ্টুকার আট প্রকার সুপারির উল্লেখ করিয়াছেন—(১) সৈরী (২) তৈত্রণ (৩) গুহাগর (৪) বোণ্টা (৫) চেডল (৬) বেল্লিগুণ (৭) চন্দ্রাপুরোদ্ভব (৮) আন্ধ্রদেশোদ্ভব। ইহাদের মধ্যে চেডল নাম সুপারি সুগন্ধি ও কোঙ্কণ দেশে প্রসিদ্ধ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু, ভাবপ্রকাশ ও রাজবল্লভে পূগভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **ব্রহ্মবর্গ** বনগুয়া এবং রামগুয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। বনগুয়া চট্টগ্রামে এবং রামগুয়া শ্রীহট্টে জন্মে। বনগুয়া লোহিত বর্ণ। আজকাল বাজারে যে সকল বিভিন্নজাতীয় সুপারি পাওয়া যায়, তাহাদের সংস্কৃত নাম নির্ণয় দুর্ঘট। **বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর** নাম গ্রন্থের সংকলন কর্তা **শালিগ্রাম** বৈশ্য বলেন, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বাজারে "জাহাজী" শ্রীবর্দ্ধনী" "মানচন্দী" সুপারির বিশেষ প্রচার দৃষ্ট হয়। কোচবিহারের লোকে কাঁচা সুপারি ব্যবহার করে—পূগবৃক্ষবর্জ্জিত গৃহস্থলী কোচবিহারে প্রায় দৃষ্ট হয় না। কোচবিহার রাজ্যে "দেশোয়ালী" নামে যে সুপারি জন্মে, বঙ্গের অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হয় না। এই "দেশোয়ালী" সুপারির

গাছ শরতে পুষ্পিত হয় এবং বসন্তে ইহার ফল পরিপক হয়। "রুনীগুয়া নামে আর এক-প্রকার সুপারি আসাম অঞ্চলে জন্মে। ইহার গাছ, কলাগাছের মত "ঝাড় বাঁধিয়া" হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল ও ফলত্বক্‌। **মাত্রা**—ফলকল্ক বা চূর্ণ ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে পূগফলের ব্যবহার।

চরক—**রক্তপিত্তে** পূগফল—কাঁচা সুপরি ও রক্তচন্দন, চিনি ও তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, সত্বর রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **বস্তির অনুলোমার্থ** ক্রমুক—ক্রমুককল্ক ২ তোলা, কাঁজির সহিত সেব্য। ইহা উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও সর বলিয়া, প্রদত্ত বস্তিকে সত্বর অধঃপ্রবৃত্ত করায় (সিঃ ৭অঃ)। **হারীত**—**বাতব্যাধিতে** পূগফল ত্বক্‌—শল্লকীও পূগফল ত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তিল তৈল প্রক্ষেপপূর্ব্বক পান করিলে বাত্যাধি রোগী বিংশতি দিবসে সুস্থ হয় (চিঃ ২১ অঃ)। **চক্রদত্ত**—**উপদংশে** পূগফল—অশুষ্ক পূগফলের প্রলেপ উপদংশে হিতকর (উপদংশ চিঃ)। (২) **মসুরিকা** প্রথমাবির্ভাবে পূগমূল—মসুরিকার প্রথমাবির্ভাবে, জলের সহিত পূগমূল সেব্য—

বক্তব্য—**চরক** বলেন ক্রমুকের ত্বক্‌ হইতে আসব প্রস্তুত হয় (২৫ সূঃ) **সুশ্রুত** লিখিয়াছেন "কফপিত্তহরং রুক্ষং বক্ত্রক্লেদমলাপহম্‌। কষায়মীষন্মধুরং কিঞ্চিৎ পূগফলং সরম্‌॥" (সূঃ ৪৬ অঃ)। **ভাবপ্রকাশকার**—বাজিকরণাধিকারে (রতিবল্লভ পূগপাকে) পূগ ব্যবহার করিয়াছেন। বৃন্দ, চক্রপাণি, বঙ্গসেনাদি কৃত প্রসিদ্ধ সংগ্রহগ্রন্থে বাজীকণার্থ পুগ বাবহৃত হয় নাই।

Constuents—The kernels contain catechu, tannic and gallic acids oily matter, gum, arecoline, arecaine aud gavacine (*Materia Medica of India R. N. Khory II p. 621.*) **Actions and uses**—Fresh nuts are intoxicating and produce giddiness. Dried ones are gentle stimulant astringent and tænifuge; they increase tho flow of saliva, lessen perspiration, sweeten the breath, strengthen the gums, remove bad taste from the mouth and produce mild exhilaration. It is recommended in worms, diarrhœa, dysentery and as an ingredient in the preparation of a masticatory of great antiquity known as betel. The powder obtained by calcining the nut is known as areca charcoal and used as a tooth powder. The dried expanded leaf stalks are used as splints. The extract is used for the same puspose as that obtained from acacia catechu. Arecoline—its action resembles that of pelletierine, muscarine or piloc-

arpine ; internally it causes vomiting and diarrhœa, It is a sialogogue and diaphoretic ; as a myotic it resembles Physostigmine (Do—II. p. 621—22).

নব্যমত-কাঁচা সুপারি ভক্ষণ করিলে, মত্ততা ও ঘূর্ণি উপস্থিত হয়। পরিপক্ক শুষ্ক সুপারি, মৃদু উত্তেজক, কষায়, কৃমিঘ্ন, লালাস্রাব বর্দ্ধক, এবং ইহা ঘর্ম্মস্রুতি হ্রাস, মুখমারুত সুগন্ধি, মাঢ়ী দৃঢ় এবং মুখের বিস্বাদবিনাশ করে। সুপারি, অতিসার, আম ও রক্তাতিসারে এবং কৃমিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে তাম্বুলের সহিত চর্ব্বণার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অন্তর্ধূমদগ্ধ সুপারি ভস্ম, উত্তম দন্তধাবন চূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত। সুপারির শুষ্ক, প্রশস্ত, পত্রবৃন্ত, ভগ্ন বা বিশ্লিষ্ট অস্থিকে স্বস্থানে স্থিত রাখিবার জন্য তদ্বন্ধনদ্রব্যরূপে (splint) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুপারির "এক্সট্রাক্ট" খদিরের "এক্সট্রাক্ট" তুল্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেটিরিয়া-মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ৬২১—২২ পৃঃ)।

পৃশ্নিপর্ণী—পৃশ্নিপর্ণী।

পৃশ্নিপর্ণী, শৃগালবিন্না, গুহা। Uraria Logopoides *D. C.* U. Picta, *Desv. Jacq.*

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পৃশ্নিপর্ণী" (পৃশ্নিরল্পং পর্ণমস্যাঃ—ভানুজি-দীক্ষিতঃ), "ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা", "চিত্রপর্ণী", "চক্রপর্ণী"। পৃশ্নিপর্ণী রসে স্বাদুর্লঘূষ্ণাঽস্রত্রিদোষজিত্। কাসশ্বাসপ্রশমনী জ্বরতৃড়্দাহনাশিনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ পৃশ্নিপর্ণী কটূষ্ণাম্লা রক্তাতিসারকাসজিত্। বাতরোগ-জ্বরোন্মাদব্রণদাহবিনাশিনী। রাজনিঘণ্টুঃ॥ পৃশ্নিপর্ণী ত্রিদোষঘ্নী বৃষ্যোষ্ণা মধুরা সরা। হন্তি দাহজ্বরশ্বাসরক্তাতিসারতৃড়্বমীঃ। ভাবপ্রকাশঃ। শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী গ্রাহিণী কফপিত্তজিত্। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—অম্লবর্গে পৃশ্নিপর্ণী—"পৃশ্নিপর্ণী সংগ্রাহকবাতহর-দীপনীয়বৃষ্যাণাম্" (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) রক্তার্শঃসু পৃশ্নিপর্ণী—"হন্যাদ্ রক্তরোগং তথা বলা পৃশ্নিপর্ণীভ্যাম্" (চিঃ ৮ অঃ)। (৩) কফমদাত্যয়ক্ত

তৃষ্ণায়াম্ পৃশ্নিপর্ণী—"তৃষ্যতি সলিলস্বাম্নে *। বলায়াঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা বা * শৃতম্।" (চিঃ ১২ অঃ)। চরকঃ॥ বাতপ্রবলে বাতরক্তে পৃশ্নিপর্ণী—"অজা ক্ষীরস্থার্দ্ধতৈলং শৃগালবিন্নাসিদ্ধং বা" (চিঃ ৫ অঃ) সুশ্রুতঃ॥ ঐকাহিকজ্বরে পৃশ্নিপর্ণীমূলম্—"* পৃশ্নিপর্ণীত্বপামার্গস্তথা ভৃঙ্গরাজোঽষ্টমঃ। এষামন্যতমং মূলং পুষ্যে যোদ্ধৃত্য যত্নতঃ। রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য বদ্ধমৈকাহিকং জয়েৎ॥ (জ্বর চিঃ)। (২) রক্তাতিসারে পৃশ্নিপর্ণী—"পয়স্যর্দ্ধোদকে ছাগে *। পেয়া রক্তাতিসারঘ্নী পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা"॥ (অতিসার চিঃ)। (৩) নেত্ররোগে পৃশ্নিপর্ণী—তাম্রপাত্রে গুহামূলং সিন্ধূত্থমরিচান্বিতম্। আরণালেন সংঘৃষ্টমঞ্জনং পিল্লনাশনম্। (নেত্ররোগচিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ অস্থিভগ্নে পৃশ্নিপর্ণী—মূলং শৃগালবিন্নায়াঃ পীত্বা মাংসরসেন তু। চূর্ণীকৃত্য ত্রিসপ্তাহাদস্থিভগ্ন-মপোহতি"। (ভগ্ন চিঃ) ভাবপ্রকাশঃ॥

পৃশ্নিপর্ণীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পৃশ্নিপর্ণী" (পৃশ্নিরল্পং পর্ণমস্যাঃ—ভাণুজি দীক্ষিত), "ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা", "চিত্রপর্ণী" "চক্রপর্ণী"। **পৃশ্নিপর্ণীর ভাষানাম**—বাঃ—চাকুলে। **হিঃ—পিঠবন,** পিঠৌনী, ডাবড়া, দোলা। মঃ—পীঠবন্ গুঃ—পৃষ্টিপরণী। কঃ—তোরে মোড, নড়িল বোনে। তৈঃ—কোন্নাকুপন্ন। উঃ—ক্রষ্টপর্ণী কোঃ—পিঠানী, চাকুলে। **সিং—পুস্‌বিন্না।**

বর্ণন—পৃশ্নিপর্ণীর **ক্ষুপ** ২। ২½ হাত উচ্চ। **পত্র**, গোল, ক্ষুদ্র, রোমশ, বর্ণ, বর্ষাকালের নদীর জলের মত **পুষ্পদণ্ড** শাখাগ্রস্থিত, দীর্ঘ এবং শৃগাল লাঙ্গূল সদৃশ বলিয়া উহাকে "ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা" বলে। পৃশ্নিপর্ণী, বর্ষার অন্তে অঙ্কুরিত, শীত গ্রীষ্ম ঋতুতে বর্দ্ধিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বর্ষার নিরন্তর বারিপাতে ইহার পত্র ও কোমল শাখাগুলি ক্লিন্ন হইয়া যায়। পৃশ্নিপর্ণী আর্দ্রভূমিতে জন্মে না। মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণীবৎ প্রতানবতী পৃশ্নিপর্ণীও দৃষ্টিগোচর হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল বা সমগ্র ক্ষুপ। **মাত্রা**—কাথ ৫—১০ তোলা। মূলচূর্ণ—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে পৃশ্নিপর্ণীর ব্যবহার।

চরক—যত ধারক, বাতহর, দীপনীয় ও বৃষ্য বস্তু আছে তন্মধ্যে পৃশ্নিপর্ণী শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **রক্তার্শোরোগে** পৃশ্নিপর্ণী—বেড়েলা ও চাকুলের কাথ দ্বারা প্রস্তুত লাজপেয়া রক্তার্শ নাশ করে (চিঃ ৮ম অঃ)। (৩) কফজমদাত্যয়ের **তৃষ্ণায়** পৃশ্নিপর্ণী—পিপাসু কফমদাত্যয় রোগীকে, ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত পৃশ্নির্ণীর পানীয়,

পানার্থ প্রদান করিবে (চিঃ ১২ অঃ)। **সুশ্রুত**—বাতাধিক **বাতরক্তে** পৃশ্নিপর্ণী—পৃশ্নিপর্ণী ২ তোলা জল দেড় পোয়া, ছাগ দুগ্ধ আধপোয়া, তিল তৈল এক ছটাক, একত্র ক্ষীর পরিভাষানুসারে ক্বাথ প্রস্তুতপূর্ব্বক, বাতপ্রবল বাতরক্ত রোগী পান করিবে। ইহা অতিক্রূরকোষ্ঠ রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (চিঃ ৫ অঃ)। **চক্রদত্ত**—ঐকাহিকজ্বরে পৃশ্নিপর্ণী—ঐকাহিক জ্বরে রোগী পুষ্যোদ্ধৃত পৃশ্নিপর্ণী মূল রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক, মস্তকে ধারণ করিবে (জ্বর চিঃ)। (২) **রক্তাতিসারে** পৃশ্নিপর্ণী অর্দ্ধজলমিশ্রিত ছাগদুগ্ধ এবং পৃশ্নিপর্ণীর ক্বাথ একত্র করিয়া, তদ্দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিয়া, রক্তাতিসারীকে সেবন করাইবে (অতিসার চিঃ)। পিল্লনাম **নেত্ররোগে** পৃশ্নিপর্ণী মূল—পৃশ্নিপর্ণী মূলের সূক্ষ্মচূর্ণ কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও মরিচচূর্ণ যোগে, কাঞ্জির সহিত তাম্রপাত্রে প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ করিয়া, সাত দিন মর্দ্দন করিবে। ইহা অঞ্জন করিলে, পিল্ল প্রশমিত হয় (নেত্ররোগে চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ**—অস্থিভগ্নে পৃশ্নিপর্ণীমূল—পৃশ্নিপর্ণীর মূলচূর্ণ ছাগমাংসযূষের সহিত তিন সপ্তাহ সেবন করিলে, ভগ্ন অস্থির সন্ধান হয় (ভগ্ন চিঃ)।

বক্তব্য—পৃশ্নিপর্ণী লঘুপঞ্চমূলের অন্যতম। **চরক**, "দশেমানি"তে সন্ধারণ, শোথহর ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন বর্গে পৃশ্নিপর্ণী পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুতের**—বিদারিগন্ধাদি ও হরিদ্রাদিগণে পৃশ্নিপর্ণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সুঃ ৩৮ অঃ)। **ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টুতে** পৃশ্নিপর্ণীভেদের উল্লেখ আছে ইহা—"দীর্ঘপত্রা" এবং "বিষঘ্নী"। বিদারীগন্ধাদিগণের টীকায় **ডহ্লণ** লিখিয়াছেন "শৃগালবিন্নামেকে বিদারীগন্ধাদৌ পঠন্তি। তামপঠনীয়ামেকে মন্যন্তে। অন্যে পৃথক্‌পর্ণীভেদং দীর্ঘপত্রং সিংহপুচ্ছমাহুঃ"। **নব্যমত সমালোচনা**—ডাঃ উদয়চাঁদ এবং ডিমক্ বলিয়াছেন, কেবল পৃশ্নিপর্ণী ক্বচিৎ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ডিমক্ লিখিয়াছেন, পৃশ্নিপর্ণীর যে সমস্ত গুণ বৈদ্যকে লিখিত হইয়াছে সেগুলি সম্পূর্ণ অলীক (১ম খণ্ড ৪২০ পৃঃ)। কেবল পৃশ্নিপর্ণীর শাস্ত্রোক্ত গুণ অলীক কি সত্য, পাঠক পরীক্ষা করিবেন। আমরা জানি, পূর্ব্বাচার্য্যের উক্তি কদাচ অমূলক নহে। কোরি ও ডিমক্ উভয়েই পৃশ্নিপর্ণীর অর্থ লিখিয়াছেন চিত্রপর্ণী (spotted leaf)। পৃশ্নিপর্ণীর অর্থ অল্পপত্রা, চিত্রপর্ণী নহে।

Aotions and uses—Alterative, tonic and astringent ; given in fevers, catarrh of the air passages and in general debility. Ranaganja (Prisni parni) is used as an antidote to the poison of Phursa Snake (Echis Cardnata). (*Materia Medica of India—R. N. Khory—II.* p. 235)

নব্যমত—চাকুলে, রসায়ন, বল্য ও কষায়। জ্বর, কফরোগ এবং দুর্ব্বলতায় প্রয়োগ

করা হয়। সর্পবিশেষের বিষ প্রতিকারার্থ পৃশ্নিপর্ণী ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি—২য় খণ্ড ২৩৫ পৃঃ)।

প্রসারণী—प्रसारणी।

प्रसारणी, सरणी। Pæderia Fœtida, *Linn.*

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"प्रसारणी गन्धभादालिया इति ख्याता" (इति चक्रोक्तनारायणतैलव्याख्यायां शिवदासः)॥ परिचयज्ञापिका संज्ञा—"प्रतानिका" "चारुपर्णी"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"राजबला" ("बलानां बलप्रदानां राजेव"—भानुजिदीक्षितः) "प्रसारणी" ("प्रसार्य्यतेऽङ्गमनया"—भानुजिदीक्षितः) "पूतिगन्धा"। प्रसारणी गुरुस्तिक्ता सरा सन्धानकृन्मता। त्रिदोषशमनी वृष्या तेजःकान्तिबलप्रदा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ प्रसारणी गुरूष्णा च तिक्ता :वातविनाशनी अर्शःश्वयथुहन्त्री च मलविष्टम्भहारिणी। राजनिघण्टुः॥ प्रसारणी गुरुर्वृष्या बलसन्धानकृत्सरा। वीर्य्योष्णा वातहृत् तिक्ता वातरक्तकफापहा। भावप्रकाशः॥ वातपित्तहरा सोष्णा बल्या वृष्या प्रसारणी। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—वातव्याधौ प्रसारणी—"क्वाथकल्कपयोभिर्वा बलादीनां (बलाप्रसारण्यश्वगन्धानां) पचेत् पृथक्" (चिः २८ अः) चरकः॥ आमवाते प्रसारणीसन्धानम्—प्रसारण्याढ़कक्वाथे प्रस्थो गुड़रसोनयोः। पक्वः पञ्चोषणरजः पादः स्यादामवातहा (आमवात चिः)। चक्रदत्तः॥

প্রসারণীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"প্রতানিকা" "চারুপর্ণী"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রাজবলা" (শ্রেষ্ঠবলা), "প্রসারণী" (অঙ্গবিস্তারকারিকা) "পূতিগন্ধা"। প্রসারণীর ভাষানাম—বাঃ—গাঁদাল্, গন্ধভাদালে। হিঃ—गन्धप्रसारणी, प्रसरण्, प्रसारणी। তৈঃ—গোন্তেমগোরুচেট্টু, সবিরেলচেট্টু। কোঃ—বনভাদালে। বিং—आपस्सुमद्दु।

বর্ণন—প্রসারণী, সর্ব্বত্র সুলভ, বৃক্ষাশ্রিত আরণ্য লতা। সমগ্র লতা, বিশেষতঃ পত্র, নিপীড়িত করিলে, একপ্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়; এজন্য ইহার নাম "পূতিগন্ধা"। গ্রীষ্মে, প্রসারণী লতা প্রায় পত্রশূন্য হয়—লতাগ্রভাগে কচিৎ কিঞ্চিৎ পত্র থাকে, বর্ষায়

নবপত্রে সজ্জিত হয় এবং শরৎকালে পরিপুষ্ট পত্রসমন্বিতা প্রসারণী লতা পূর্ণবীর্য্য লাভ করিয়া, পুষ্প ফল ধারণোপযোগিনী হইয়া থাকে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই জন্য শরৎকালেই ঔষধার্থ প্রসারণী সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন—"সমূলপত্রা মৃৎপাট্য শরৎকালে প্রসারণীম্"। লতার ঠিক এক স্থান হইতে দুই পার্শ্বে দুইটী **পত্র** নির্গত হয়, নিম্নের বড় পাতা চোড়া, উপরের ছোট পাতা কিছু সরু। **ফুল** ছোট, মিলিতদল—উপরিভাগে প্রসারিত, বৃন্তের দিকে সঙ্কুচিত, ঠিক্ "কানেলের" মত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্রলতা। **মাত্রা**—স্বরস ১—২ তোলা, কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে প্রসারণীর ব্যবহার।

চরক—বাতব্যাধিতে প্রসারণী—সমূলপত্র আর্দ্র প্রসারণীর কাথ, কল্ক ও দুগ্ধ সহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, অভ্যঙ্গ করিলে বাতব্যাধি প্রশমিত হয় (চিঃ ২৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—আমবাতে** প্রসারণী-সন্ধান—সমূলপত্র আর্দ্র কুট্টিত প্রসারণী ৴৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বস্ত্রপূত করিয়া, এই ১৬ সের কাথে পুরাণ ইক্ষুগুড় ১ সের এবং নিস্তুষ, ঈষৎকুট্টিত রসোন ১ সের প্রদান পূর্ব্বক আলোড়িত করিয়া, রুদ্ধমুখ মৃৎপাত্রে সপ্তাহকাল রাখিবে। সপ্তাহান্তে উহাতে পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল চব্য, চিত্রকমূল ও শুণ্ঠী চূর্ণ মিলিত ৩২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমবাত বিনষ্ট হয় (আমবাত চিঃ)। চক্রোক্ত এই প্রসারণীসন্ধান, ভাবপ্রকাশকার অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রমাদপাঠোদ্ধার জন্য এবং যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহবিরহে, ডাঃ উদয়চাঁদ ও ডিমক্ এই প্রসারণী সন্ধানকে "প্রসারণীলেহ" নামে অভিহিত এবং ইহার কদর্থ প্রচার করিয়াছেন (উদয়চাঁদ ১৭৯ পৃঃ, ডিমক্ ২য় খণ্ড ২২৯ পৃঃ)।

বক্তব্য—আমাজীর্ণে পাচকরূপে গাঁদালের পাতা শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। "গাঁদালের ঝোল" "গাঁদালের বড়া" সুপরিচিত উত্তম খাদ্যৌষধ। **সৌশ্রুত** চিকিৎসিত স্থানের ৫ম অধ্যায়োক্ত বাতব্যাধিচিকিৎসায় প্রসারণীর নাম নাই। **চরক** ও **সুশ্রুতোক্ত** বমনোপগ এবং বামক বর্গে (চরক বিঃ ৮ম, সুশ্রুত সূঃ ৩৯ অঃ) প্রসারণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Constituents.—A Volatile oil of an offensive odour, 2 alkaloids, namely Alpha Pæderine and Beta pæderine. **Actions and uses.**—The whole plant is alterative antispasmodic and emetic. The root is an emetic (*Materia Medica of India—R. N. Khory—II.* p. 338).

নব্যমত—সমূলপত্রা প্রসারণী, রসায়ন, আক্ষেপ নিবারক এবং বান্তিকর, মূল বিশেষতঃ বামক (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি—২য় খণ্ড ৩৩৮ পৃঃ)।

প্রিয়ঙ্গু—प्रियङ्गुः।

प्रियङ्गुः. गन्धप्रियङ्गुः। Aglaia Roxburghiana.

प्रियङ्गुः शीतला तिक्ता मोहदाहविनाशनी। ज्वरवान्तिहरा रक्तमुद्रिक्तञ्च प्रसादयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ प्रियङ्गुः शीतला तिक्ता दाहपित्तास्रदोषजित्। वान्तिभ्रान्तिज्वरहरा वक्त्रजाड्यविनाशनी। राजनिघण्टुः॥ प्रियङ्गुः शीतला तिक्ता तुवरानिलपित्तहृत्। रक्ताभियोगदौर्गन्ध्यस्वेददाह ज्वरापहा। वान्तिभ्रान्त्यतिसारघ्नी वक्त्रजाड्यविनाशिनी। गुल्मतृड्विषमोहघ्नी तद्वद् गन्धप्रियङ्गुका। तत् 'फलं' मधुरंरूचंकषायं शीतलं गुरु। विवन्धाऽऽध्मानवलकृत् संग्राहि कफपित्तजित्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते प्रियङ्गुः—"उशीरकालीयकलोध्रपद्मकप्रियङ्गुका *। पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुताः। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः॥ (चिः ४ अः) (२) रक्तातिसारे प्रियङ्गुः—"पीतः प्रियङ्गुकाकल्कः सक्षौद्रस्तण्डुलाम्भसा। रक्तस्रावं जयेच्छीघ्रं धन्वमांसरसाशिनः। (चिः १० अः)। (३) कफ 'विसर्पे' गन्धप्रियङ्गुः—शैवालं नलमूलानि वीरा-गन्धप्रियङ्गुकौ। पृथगालेपनं कुर्य्याद्द्वन्वशः सर्व्वशोऽपिवा। प्रदेहाः सर्व्व एवैते देया स्वल्पघृताप्लुताः।" (चिः ११ अः)। (४) अश्मग्रन्थे गन्धप्रियङ्गुः—"गन्धप्रियङ्गुः शोणितपित्तातियोगप्रशमनानाम्।" (सूः २५ अः) चरकः॥ रक्तपित्ते प्रियङ्गुपुष्पम्—"खदिरस्य प्रियङ्गूनां *। पुष्पचर्णन्तु मधुना लीढ्वाऽऽरोग्यमश्नुते (रक्तपित्त चिः)। चक्रदत्तः॥ परिणामशूले प्रियङ्गुपत्रम्—"प्रियङ्गु पत्रक्वाथेन * वमनं परिशस्यते" (परिणामशूल चिः)। वङ्गसेनः॥

প্রিয়ঙ্গুর ভাষানাম—বাঃ—প্রিয়ঙ্গু, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু। हिः—फुलप्रियङ्गु, प्रियङ्गु फुलफेन। মঃ—গহুলা। গুঃ—ঘউলা। কঃ—নেপিলগু। তৈঃ—প্রেঙ্কণপুচেট্টু। তাঃ—প্রিয়ঙ্গু। বং—গহণী। सिं—पुवङ्गु।

বর্ণন—প্রিয়ঙ্গু বণিক্দ্রব্য। অধুনা বৈদ্যগণ, যে ফলকে প্রিয়ঙ্গু বলিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করেন, তাহা এক প্রকার কটা রঙের ক্ষুদ্র ফল। ফলটীর বৃন্তের দিক্ ক্রমশঃ সরু, উপরি

স্থূল—ফলগাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলিদ্বারা বিচিত্ররূপে চিহ্নিত, এজন্য সঙ্কুচিত ও বন্ধুর। ভাঙ্গিলে ভিতরে, শীর্ণ, সঙ্কুচিত, লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, একটী বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনিঘণ্টুতে প্রিয়ঙ্গু চন্দনবর্গে পঠিত হইয়াছে, **অমরসিংহ** প্রিয়ঙ্গুকে "গন্ধফলী" বলিয়াছেন। রমণীগণ প্রিয়ঙ্গু অনুলেপনার্থ ব্যবহার করিতেন;—"প্রিয়ঙ্গুকাচন্দনরূষিতানাং স্পর্শাঃ প্রিয়ানাঞ্চ বরাঙ্গনানাম্" (চরক, দাহ চিঃ)। অতএব ইহার প্রিয়ঙ্গু (প্রিয়ং গচ্ছতি) নাম। **ডিমক্‌ ক্ষোরি** নব্য প্রমাণিক গ্রন্থকার, ইহারাও শুষ্ক প্রিয়ঙ্গু বীজকে সুগন্ধি বলিয়াছেন (ডিমক্‌ ১ম খণ্ড ৩৪৩ পৃঃ, ক্ষোরি ২য় খণ্ড ১১৭ পৃঃ)। কিন্তু এক্ষণে যে ফল প্রিয়ঙ্গু নামে বাজারে বিক্রীত হয় ও বৈদ্যগণ যাহা প্রিয়ঙ্গু বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহার বীজ সুগন্ধি নহে। ফলের খোসারও কোন গন্ধ নাই। আমরা বহুফল ভাঙ্গিয়া দেখিয়াছি, প্রিয়ঙ্গু বীজের অনুভবযোগ্য কোন দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ নাই। আমাদের পরীক্ষার্থ ব্যবহৃত ফল জীর্ণ বা কীটদষ্ট নহে। সুতরাং এ প্রিয়ঙ্গু গন্ধপ্রিয়ঙ্গু নহে। (বক্তব্য দেখ)। **ডিমক্‌** ১ম খণ্ডের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষের বর্ণন লিখিয়াছেন। **ওয়াইট্‌** সাহেব কৃত "ফিগার্স ইণ্ডিয়ান প্লাণ্টাস্" নাম পুস্তকের ১ম খণ্ডের ১৬৬ সংখ্যক চিত্রে প্রিয়ঙ্গুর ফল পুষ্প সমন্বিত শাখা অঙ্কিত হইয়াছে। ডিমকের বর্ণনে এবং ওয়াইটের অঙ্কণে সাদৃশ্য নাই। ডিমক্‌ বলিয়াছেন প্রিয়ঙ্গুর **পুষ্প** পীতবর্ণ, আমরা নবগ্রহ স্তোত্রে পড়িয়াছি "প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং"। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরেও প্রিয়ঙ্গুকে "কৃষ্ণপুষ্পী" বলা হইয়াছে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল, পত্র, পুষ্প। **মাত্রা**—ফল কল্ক ২—৪ আনা, পুষ্পকল্ক ৪—৮ আনা। পত্র কাথ ৫—১০ তোলা, ফল কাথ ১—৫ তোলা।

বৈদ্যকে প্রিয়ঙ্গুর ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে প্রিয়ঙ্গু—রক্তচন্দন ও প্রিয়ঙ্গু সমভাগে লইয়া, তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক শর্করা সহ পান করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **রক্তাতিসারে** প্রিয়ঙ্গু—প্রিয়ঙ্গুকল্ক মধু ও তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায়। রোগী জাঙ্গল মাংস অর্থাৎ ছাগাদিমাংসের যূষ পান করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) কফ**বিসর্পে** প্রিয়ঙ্গু—কফ বিসর্পে, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু পেষণ পূর্ব্বক স্বল্পঘৃতাপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) **রক্তপিত্তাতিযোগ** প্রশমন দ্রব্যের মধ্যে প্রিয়ঙ্গু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** প্রিয়ঙ্গুপুষ্প—প্রিয়ঙ্গুপুষ্পচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, রক্তপিত্ত হইতে আরোগ্য লাভ করা যায় (রক্তপিত্ত চিঃ)। **বঙ্গসেন—পরিণামশূলে** প্রিয়ঙ্গুপত্র—বমনার্থ পরিণামশূলীকে প্রিয়ঙ্গুপত্রকাথ সেবন করাইবে।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন "প্রিয়ঙ্গুর্গন্ধদ্রব্যং কঙ্গুশ্চ"। প্রিয়ঙ্গু শব্দে কঙ্গু অর্থাৎ কাউন এবং গন্ধদ্রব্য বুঝায়। কঙ্গু হইতে পৃথক্ করিবার জন্যই পূর্ব্বাচার্য্যগণ কামচারাৎ কোন কোন স্থলে প্রিয়ঙ্গুকেই গন্ধপ্রিয়ঙ্গু বলিয়া উল্লেখ করিতেন। নচেৎ গন্ধপ্রিয়ঙ্গু নামে পৃথক্ কোনও বস্তু ছিল না। অন্ততঃ **চক্রপাণির** সময় পর্য্যন্ত, প্রিয়ঙ্গু বলিলে যে গন্ধপ্রিয়ঙ্গুই বুঝাইত, ইহাতে সংশয় নাই। চরকের অগ্র্যগ্রন্থের টীকায় চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"গন্ধপ্রিয়ঙ্গুঃ প্রিয়ঙ্গুরেব"। গন্ধপ্রিয়ঙ্গু পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ থাকিলেও সংপ্রতি অপরিচিত। নিঘণ্টু গ্রন্থের মধ্যে ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু ও রাজনিঘণ্টু বহু সুভাষিতপূর্ণ গ্রন্থ, এই গ্রন্থদ্বয়ে প্রিয়ঙ্গু ভিন্ন গন্ধপ্রিয়ঙ্গু নামে কোনও বস্তুর উল্লেখ নাই। কেবল **ভাবপ্রকাশকার** প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গুর পৃথক্ উল্লেখ ও গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে অগ্রে প্রিয়ঙ্গুর গুণ বর্ণন করিয়া, পশ্চাৎ গন্ধপ্রিয়ঙ্গুর উল্লেখ করা হইয়াছে। নির্গন্ধ প্রিয়ঙ্গু না থাকিলে আর প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় না;—অতএব বোধ হয় পূর্ব্বে কেবল গন্ধপ্রিয়ঙ্গু অর্থে প্রিয়ঙ্গু শব্দ প্রযুক্ত হইলেও, পরে নির্গন্ধ প্রিয়ঙ্গুর (যাহাকে আমরা এক্ষণে প্রিয়ঙ্গু বলিয়া ব্যবহার করি) প্রচার হইলে, ভাবপ্রকাশকার গন্ধপ্রিয়ঙ্গু হইতে উহাকে পৃথক্ করিবার জন্য, প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গুর পৃথগুল্লেখ আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। প্রথমেই প্রিয়ঙ্গু অর্থাৎ নির্গন্ধ প্রিয়ঙ্গুর উল্লেখ দেখিয়া, আমরা এরূপও অনুমান করিতে পারি যে, ভাবপ্রকাশের সময়ে গন্ধপ্রিয়ঙ্গু অপেক্ষা নির্গন্ধ প্রিয়ঙ্গুরই অধিকতর প্রচার ছিল। বঙ্গসেন ভিন্ন, চক্রাপেক্ষা কোনও অর্ব্বাচীন গ্রন্থোক্ত প্রিয়ঙ্গুর ব্যবহার আমরা উদ্ধৃত করি নাই—সুতরাং আমরা প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু একার্থে ব্যবহার করিয়াছি।

Constituents. Quercitannic acid and ash. **Actions and uses.** Refrigerant and asfringent, used in fevers, diarrhœa and liver affections, as an alterative it is given in leprosy. (*Materia Medice of India—R. N. Khory*—II. p. 117).

নব্যমত—প্রিয়ঙ্গু, শীত ও কষায়। ইহা জ্বর, অতিসার ও যকৃদুদরে ব্যবহৃত হয়। রসায়ন রূপে কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করা যায়। (মেটীরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি—২য় খণ্ড ১১৭ পৃঃ)।

প্লক্ষ—প্লক্ষঃ।

প্লক্ষঃ পর্কটী। Ficus infectoria, *Willd.*

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সুপার্শ্বঃ", "চারুদর্শনঃ", "ক্ষীরী", "মঙ্গলচ্ছায়ঃ" "হ্রস্বপর্ণঃ"। প্লক্ষঃ কটুকষায়শ্চ শীতলো রক্তপিত্তজিৎ। মূর্চ্ছাভ্রমপ্রলাপাংশ্চ হরেৎ প্লক্ষো বিশেষতঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ প্লক্ষঃ কটুকষায়শ্চ শিশিরো রক্তদোষজিৎ। মূর্চ্ছাভ্রমপ্রলাপঘ্নো হ্রস্বপ্লক্ষো বিশোষকঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ প্লক্ষঃ কষায়ঃ শিশিরো ব্রণযোনিগদাপহঃ। দাহপিত্তকফাস্রঘ্নঃ শোথহা রক্ত-পিত্তহৃৎ। রক্তদোষহরো মূর্চ্ছাপ্রলাপভ্রমনাশনঃ ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—যোনিস্রাবে প্লক্ষত্বক্—"প্লক্ষত্বক্‌চূর্ণপিণ্ডং বা ধারয়েন্মধুনা কৃতম্। (চিঃ ৩০ অঃ)। চরকঃ॥ রক্তপিত্তিনঃ 'শাকার্থং' প্লক্ষপল্লবঃ—পটোলনিম্ববেতাগ্রপ্লক্ষবেতসপল্লবাঃ। শাকার্থে শাকসাত্ম্যানাং তণ্ডুলীয়াদয়ো হিতাঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥

প্লক্ষের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সুপার্শ্ব", "চারুদর্শন", "ক্ষীরী" "মঙ্গলচ্ছায়", "হ্রস্বপর্ণ"। **প্লক্ষের ভাষানাম**—বাঃ—পাকুড় গাছ, হিঃ—পাখর, পাকুড়। মঃ—পিঁপরী। গুঃ—পিপর্য্য। কঃ—বসুরি। কোঃ—পাকৃড়ী। সিং—পুলিল।

বর্ণন—পাকুড় "চারুদর্শন" ছায়াতরু। শাখা "ঝাঁপড়ি" বলিয়া "সুপার্শ্ব" নাম। পাকুড় ও অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে একই প্রকার কেবল পাকুড় অশ্বত্থাপেক্ষা "হ্রস্বপর্ণ" এবং অশ্বত্থের পত্রাগ্রভাগ যত দীর্ঘ পাকুড়ের তত দীর্ঘ নহে। রাঢ়ে, অশ্বত্থবৎ পর্কটী সুলভ নহে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পত্র।

বৈদ্যকে প্লক্ষের ব্যবহার।

চরক-যোনিস্রাবে প্লক্ষত্বক্—প্রদরের যোনিস্রাব প্রশমনার্থ পাকুড়ের ছাল-চূর্ণ, মধুর সহিত পিণ্ড করিয়া, যোনিতে ধারণ করিবে। (চিঃ ৩০ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ**—রক্তপিত্ত রোগীর **শাকার্থ** প্লক্ষপল্লব—শাকসাত্ম্য রক্তপিত্তীকে পাকুড়ের পাতা শাকবৎ-পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে (রক্তপিত্ত চিঃ)। **বক্তব্য**—প্লক্ষ "পঞ্চবল্কলের" অন্যতম। **সুশ্রুত**—ন্যগ্রোধাদিবর্গে প্লক্ষ পাঠ করিয়াছেন, ন্যগ্রোধাদিবর্গের গুণ—"ন্যগ্রোধাদিগণো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ। রক্তপিত্তহরো দাহমেদোঘ্নো যোনিদোষহৃৎ (সূঃ ৩৮ অঃ)। **চরক**, মূত্রসংগ্রহণবর্গে প্লক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)।

বকুল—वकुलः।

वकुलः। Mimusops Elengi, *Linn.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"सीधुगन्धः" "शीर्षकेसरकः" "चिरपुष्पः" "स्थिर-कुसुमः"। वकुलोद्भव'पुष्पञ्च' सुपक्वञ्च सुगन्धि च। मधुरञ्च कषायञ्च स्निग्धं संग्राहि 'वाकुलम्'। स्थिरीकरञ्च दन्तानां विशदं तत्'फलं' गुरु। धन्वन्तरीय-निघण्टुः॥ वकुलः शीतलो हृद्यो विषदोषविनाशनः। मधुरश्च कषायश्च मदाढ्यो हर्षदायकः। तथा च—वकुल'कुसुमञ्च रुच्यं क्षीराढ्यं सुरभि शीतलं मधुरम्। स्निग्धकषायं कथितं मलसंग्राहकञ्चैव। राजनिघण्टुः॥ वकुलो-स्तुवरोऽनुष्णः कटुपाकरसो गुरुः। कफपित्तविषश्वित्रकृमिदन्तगदापहः। भावप्रकाशः॥ विपाके गुरु सम्पक्वं मधुरं कफपित्तजित्। मधुरञ्च कषायञ्च स्निग्धं संग्राहि वाकुलम्। 'सुश्रुतसंहिता (सूः ४६ अः—फल-वः।) तद्बीजं दन्तचालघ्नं नस्याच्छीर्षरुजापहम्। शोढ़लनिघण्टुः॥

वैद्यके व्यवहारः—चलदन्ते वकुलफलम्—"चलदन्तस्थिरकरं कुर्य्याद्बकुल-चर्व्वणम्—" (दन्तरोग चिः)। (२) दन्तचाले वकुलत्वक्—दन्तचाले तु गण्डूषो वकुलत्वक्कृतो हितः। माक्षिकं पिप्पलीसर्पिर्मिश्रितं धारयेन्मुखे। दन्तशूलहरं प्रोक्तं प्रधानमिदमौषधम् "(दन्तरोग चिः)। चक्रदत्तः॥

বকুলের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা "সীধুগন্ধ", 'শীর্ষকেসরক", "চির-পুষ্প", "স্থিরকুসুম"। বকুলের ভাষানাম—বাঃ—বকুল গাছ। হিঃ—मौल-सिरी, वकुल। মঃ—বকুঠ্ঠ। গুঃ—বোলসরী, বরশোলী। কঃ—করক। তৈঃ—পাঘড়া, পোগডচেট্টু। উঃ—বউডকুডি। তাঃ—মোগদম্। দাঃ—ঘোলসরী। কোঃ—বকুল। সিং—মুহুলু।

বর্ণন—বঙ্গের গৃহস্থলী, দেবায়তন এবং উদ্যানে বকুলবৃক্ষ সযত্নে পালিত হয়। বকুলের পত্রের শ্যামস্নিগ্ধ শোভা, কুসুমের আমোদ এবং সুরভিশীতল ছায়া, উপভোগ করিবার বস্তু। বকুলের একটী নাম "ভ্রমরানন্দ"। কবি বলিয়াছেন—

"आदाय वकुलगन्धानन्धीकुर्व्वन् पदे पदे भ्रमरान्
अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवनः" ॥

পুষ্প—শুভ্র, মিলিত দল, পুষ্পনল অতি খর্ব্বাকৃতি, উপরি চূড়াকারে মিলিত। বকুল-বৃক্ষ, গ্রীষ্ম হইতে শরৎ পর্য্যন্ত ঋতুত্রয় ব্যাপিয়া পুষ্পিত, এবং শুষ্ক কুসুমও অবিকৃত এবং সুগন্ধি থাকে বলিয়া ইহা "চিরপুষ্প" ও "স্থির কুসুম" নামে খ্যাত। **পক্কফল**—সিন্দূরবর্ণ, কষায়মধুর। **অপক্কফল**—কষায় ও দুগ্ধবৎ শুভ্র আঠা বহুল। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পুষ্প, ফল।

বৈদ্যকে বকুলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—চলদন্তে বকুলফল—বকুলফল চর্ব্বণ করিলে চলিত দন্ত শক্ত হয় (দন্ত রোগ চিঃ)। (২) **চলদন্তে**—বকুলত্বক্—বকুলত্বকের কাথে পিপুলচূর্ণ মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আলোড়নপূর্ব্বক কবল করিলে, চলিত দন্ত স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয় (দন্তরোগ চিঃ)। **বক্তব্য**—বকুলের কোমল শাখা, পত্র এবং পুষ্পবৃন্ত ভঙ্গ করিলে আঠা বাহির হয়; কিন্তু ইহা ক্ষীরবৃক্ষের মধ্যে পঠিত হয় নাই। **চরক**, আসবযোনি ফলবর্গে বকুল পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ২৫ অঃ)। লোকে, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধে, ঘৃত মিশ্রিত পিষ্ট বকুল ফলশস্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, মলদ্বারে প্রয়োগ করিয়া থাকে। বকুলফলশস্যের নস্য শিরোবিরেচক। পুষ্পচূর্ণ মলসংগ্রাহক।

Constituents—Tannin, some caoutchouc, wax, colouring matter, starch and ash (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 429). **Actions and uses**—The bark is astringent and given in catarrh of the bladder and urethra ; also used as a gargle in salivation, sore mouth, loose teeth and in spongy gums. The unripe fruit when chewed is said to strengthen loose teeth, A snuff made of the powderd flowers, produces copious discharge from the nose and relieves headache and fever. (Do).

মর্ম্মার্থ—বকুলের ত্বক্ কষায়, মূত্রাশয় এবং মূত্রস্রোতঃ হইতে শ্লেষ্মস্রাব হইলে, ইহা সেবনার্থ প্রয়োগ করা হয়। লালাস্রাব, মুখক্ষত, দন্তের চলত্ব এবং মাড়ী হইতে রক্তাদিস্রাব প্রতীকারার্থ বকুলত্বকের কাথ কবল করিতে দিবে। শুষ্ক বকুলপুষ্প চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে, নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া, শিরঃপীড়া ও জ্বর প্রশমিত করে। মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি—২য় খণ্ড ৪২৯ পৃঃ)।

৭৮। — वचा।

भवणवर्णाया नाम—"वचा", "उग्रगन्धा", "लोमशा।" Acorus calamus, *Linn.* श्वेतवर्णाया:—"श्वेतवचा", "षड्ग्रन्था", "हैमवती।"

परिचयज्ञापिका संज्ञा—वचाया :—"क्षुद्रपर्णी", "इक्षुपर्णी", "लोमशा", "जटिला"। श्वेतवचाया :—"दीर्घपत्रिका" "षड्ग्रन्था"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—वचाया :—"उग्रगन्धा"। श्वेतवचाया :—"मेध्या"। वामनी कटुतिक्तोष्णा वातश्लेष्मरुजापहा। कण्ठ्या च मेध्या क्रिमिहृद्विबन्धाध्मानशूलनुत्। वचाद्वयन्तु कटुकं तिक्तोष्णं मलमूत्रलम्। दीपनं कफवातघ्नं मेध्यायुष्यञ्च पाचनम्। जन्तुघ्नं चोग्रगन्धं स्याल्लघु कण्ठास्यरोगजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ वचा तिक्ता कटुष्णा च कफामग्रन्थिशोफनुत्। वातज्वरातिसारघ्नी वान्तिक्रमदभूतनुत्। 'श्वेतवचा'ऽतिगुणाढ्या मतिमेधायुःसमृद्धिदा कफनुत्। वृष्या च वातभूतक्रिमिदोषघ्नी च दीपनी च वल्या। राजनिघण्टुः॥ वचोग्रगन्धा कटुका तिक्तोष्णा वान्तिवह्निकृत्। विबन्धाध्मानशूलघ्नी शकृन्मूत्रविशोधिनी। अपस्मारकफोन्माद-भूतजन्त्वनिलान् हरेत्। 'हैमवत्यु'दिता तद्वद्वातं हन्ति विशेषतः। सुगन्धाप्युग्रगन्धा च विशेषात् कफकासनुत्। सुस्वरत्वकरी रुच्या हृत्कण्ठमुखशोधिनी। भावप्रकाशः॥ वचाऽऽयुष्या कफवातहृष्णाघ्नी स्मृतिवर्द्धिनी। राजवल्लभः॥ क्षीरपयसाऽऽज्येन मासमेकन्तु सेविता। वचा कुर्यान्नरं प्राज्ञं श्रुतिधारणसंयुतम्। चन्द्रसूर्यग्रहे पीतं पलमेकं पयोन्वितम्। वचाया स्तत्क्षणं कुर्य्यान्महाप्रज्ञान्वितं नरम्॥ हृद्वविघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—शुष्कार्शसां स्वेदनार्थं वचा—* "तैलेनाभ्यज्य बुद्धिमान्। * वचाशताह्वापिण्डैर्वा सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः। * स्वेदयेत्—"(चिः ८ अः)। (२) अतिसारे वचा—वचाप्रतिविषाभ्यां *। * पक्वं वा पाययेज्जलम्" (चिः १० अः)। (३) अपस्मारे वचा—* "वचां वा मधुसंयुताम्" (चिः १६ अः) चरकः॥ मेधायुर्लाभाय शस्ता वचा—"कृतदोष एवाऽऽगारं प्रविश्य हैमवत्य

वचायाः पिण्ड मामलकमात्रमभिहुतं पयसाऽऽलोड्य पिबेत्। जीर्णे पयःसर्पिरोदन इत्याहारः। एवं द्वादशरात्रमुपयुञ्जीत। ततोऽस्यश्रोत्रं विव्रियते। द्विरभ्यासाच्छ्रुतमादत्ते। चतुर्द्दशरात्रमुपयुज्य सर्व्वं तरति किल्विषं, तार्क्ष्यदर्शनमुत्पद्यते शतायुश्च भवति। (चिः २८ अः)। (२) नैगमेयग्रहप्रतिषेधार्थं वचा—"वचां * * वापि धारयेत्" (उः ३६ अः)। सुश्रुतः॥ वातजारोचके वचा—"छर्दयेद्वा वचाम्भोभिः (चिः ५ अः)। वाग्भटः॥ उन्मादे वचा—"षड्ग्रन्था: * स्वरसाः। उन्मादघ्नतो दृष्टाः * कुष्ठमधुमिश्राः" (उन्माद चिः)। (२) अपस्मारे वचा—"यः खादेत् क्षीरभक्ताशी माक्षिकेण वचारजः। अपस्मारं महाघोरं सुचिरोत्थं जयेद् ध्रुवम्" (अपस्मार चिः)। (३) 'वृणे' वचा—"वचासर्षपकल्केन प्रलेपो व्रणिनाशनम्" चक्रदत्तः॥ मूत्ररोधजनिते उदावर्त्ते वचा—मूत्ररोधजनिते क्षीरवारिवचां पिबेत्" (उदावर्त्त चिः)। भावप्रकाशः॥ आमाजीर्णे वचा—"वचालवणतोयेन वान्तिरामे प्रशस्यते" (अजीर्ण चिः)। (२) कफजहृद्रोगे वचा—वचानिम्बकषायाभ्यां वान्त्यं हृदि कफोत्थिते "(हृद्रोग चिः) (३) चर्म्मदले श्वेता वचा—"वचया श्वेतया नाशं याति चर्म्मदलं द्रुतम्" (कुष्ठ चिः)। (४) शिशोः कच्छुविचर्चिकादिषु वचा—"वचाकुष्ठविडङ्गानां क्वाथावगाहनम्" (बालरोग चिः)। वङ्गसेन॥ मुखरोगे वचा—"दिवारात्रं वचाग्रन्थिं मुखे संधारयेद्भिषक्। तेनसौख्यं भवेत्तस्य मुखरोगाद्विमुच्यते (चिः ४५ अः)। हारीतः॥

অরুণবর্ণ বচের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষুদ্রপর্ণী", "ইক্ষুপর্ণী", "লোমশা", "জটিলা"। শ্বেতবচের—"দীর্ঘপত্রিকা", "ষড় গ্রন্থা"। অরুণবচের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"উগ্রগন্ধা"। শ্বেতবচের—"মেধ্যা"। সংস্কৃতনাম—অরুণবর্ণবচের—"বচা," "উগ্রগন্ধা," "লোমশা"। শ্বেতবচের—"শ্বেতবচা", ষড় গ্রন্থা", "হৈমবতী"। অরুণবর্ণ বচের ভাষানাম—বাঃ—বচ্। হিঃ—বচ্। মঃ—বেখণ্ড। গুঃ—ঘোড়াবজ্। তৈঃ—বাস। তাঃ—বশম্বু। সিং—বদকহ। শ্বেতবচের ভাষানাম—বাঃ—খোরাসানী বচ, শাদা বচ্। হিঃ—খুরাসানী বচ্, সফেদ বচ্। মঃ—পাণ্ঢরে বেখণ্ড। গুঃ—খুরাসানী বচ্, বালাবজ্। তৈঃ—বডজ্। ফাঃ—সোসনর্জ্দ। অঃ—উদলবুজ্। ইংরা-

প্রার্থ ব্যবহার—শুষ্ক তন্তু কন্দ। **মাত্রা**—চূর্ণ, ৪—৮ আনা মাত্রায় বান্তিকর এক আনা মাত্রায় কফনিঃসারক।

বৈদ্যকে বচের ব্যবহার।

চরক—শুষ্কার্শে বচ—অর্শোরোগীর গুহ্যদ্বারে তিলতৈল মাখাইয়া বচ ও শলুফার ঈষদুষ্ণ, স্নেহান্বিত, পিণ্ডদ্বারা স্বেদ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **অতিসারে** বচা—অতিসারীকে অতিবিষা এবং বচের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) **অপস্মারে** বচ—অপস্মারীকে বচচূর্ণ মধুযোগে সেবন করাইবে। (চিঃ ১৬ অঃ)। **সুশ্রুত—মেধায়ুর্লাভার্থ** শুক্লবচ—হৃতদোষ রসায়নকামী ব্যক্তি, গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক, (ইহা কুটীপ্রাবেশিক রসায়ন; রসায়ন দুই প্রকার কুটীপ্রাবেশিক ও বাতাতপিক) হোম করিয়া, শ্বেতবচের আমলকীপ্রমাণ পিণ্ড ব্রাহ্মী ঘৃতের (ইহার কিছু পূর্ব্বেই, মূলগ্রন্থে এই ব্রাহ্মী ঘৃত পাকের বিধি বলা হইয়াছে) সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে, গব্যঘৃত ও দুগ্ধ সহ অন্ন ভোজন করিবে। এইপ্রকার বার দিন সেব্য। অতঃপর শ্রোত্রের এমন অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে, যে দুইবার মাত্র আবৃত্তি করিলেই শাস্ত্র ধারণ করিতে পারে। এইরূপ ৪৮ দিন সেবন করিলে গরুড়ের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শতবর্ষ আয়ু লাভ করা যায় (চিঃ ২৮ অঃ)। (২) নৈগমেয় **গ্রহপ্রতিষেধার্থ** বচ—নৈগমমেয় গ্রহের আক্রমণ হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য, বচ ধারণ করাইবে (উঃ ৩৬ অঃ)। **বাগ্‌ভট**—বাতজ **আরোচকে** বচ—বাতজ অরোচক রোগীকে, বচার ক্বাথ সেবন করাইবে। ইহাতে বমনদ্বারা ব্যাধি নিবৃত্তি পাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। **চক্রদত্ত উন্মাদে** বচ—বচের রস, কুড়চূর্ণ ও মধু সহযোগে সেবন করিলে, উন্মাদ প্রশমিত হয় (উন্মাদ চিঃ)। (২) **অপস্মারে** বচ—দুগ্ধান্ন সেবন পূর্ব্বক, মধুসহ বচের চূর্ণ সেবন করিলে, অপস্মার জয় করা যায় (অপস্মার চিঃ)। (৩) **বৃদ্ধিরোগে** বচ—বচ ও সর্ষপের প্রলেপ বৃদ্ধিনাশক (বৃদ্ধি চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ**—মূত্ররোধজ **উদাবর্ত্তে** বচ—কাঁচা দুধ এবং শীতল জল সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ বচের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্ররোধজ উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয় (উদাবর্ত্ত চিঃ)। **বঙ্গসেন—আমাজীর্ণে** বচ—আমাজীর্ণে, লবণজলের সহিত বচের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিয়া পান করিবে। এতদ্দ্বারা বমন হইয়া আমাজীর্ণ প্রশমিত হয় (অজীর্ণ চিঃ)। কফজ **হৃদ্রোগে** বচ—কফজ হৃদ্রোগে, বচ ও নিমছালের ক্বাথ পানপূর্ব্বক বমন করিবে। (৩) **চর্ম্মদলে** শ্বেতবচ—শ্বেতবচের প্রলেপ চর্ম্মদল নাশক (কুষ্ঠ চিঃ)। (৪) শিশুর **কচ্ছুবিচর্চ্চিকাদি** রোগে বচ—বচ, কুড় এবং বিড়ঙ্গের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে শিশুকে

অবগাহন করাইলে, শিশুর কচ্ছুবিচর্চ্চিকাদি বিনাশ পায় (বালরোগ চিঃ)। **হারীত— মুখরোগে** বচ—মুখে দিবারাত্র বচের টুকরা রাখিলে, মুখরোগ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৪৫ অঃ)।

বক্তব্য—কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র 'শ্বেতবচ প্রচুর জন্মে। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু ও ও রাজনিঘণ্টুতে শ্বেত এবং অরুণবচ ভিন্ন তৃতীয় প্রকারের বচের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **ভাবপ্রকাশকার** এতদতিরিক্ত **'সুগন্ধাবচা'র** উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ভাষানাম কুলিঞ্জন কথিত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে কুলিঞ্জন প্রসিদ্ধ। বাঙলার লোকে অরুণবচকেই মহাবরীবচ বলে। ভাবপ্রকাশকারের মতে সুগন্ধা বচার ভাষানাম মহা-ভরীবচ। **চরক,** লেখনীয়, অর্শোঘ্ন, শীতপ্রশমন ও সংজ্ঞাস্থাপন বর্গে বচ পাঠ করিয়াছেন, বমনোপযোগী দ্রব্যবর্গে (বিঃ ৮ অঃ)। বচের উল্লেখ করেন নাই। **সুশ্রুত,** উর্দ্ধভাগহর বর্গে (সুঃ ৩৯ অঃ) বচ পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—A volatile oil, acorin—A bitter principle, acorctin (choline), calamine, starch, mucilage &c. **Actions and uses**—Bitter aromatic stimulant, tonic and carminative ; usually combined with vegetable bitter tonics and aromatics, and given in ague, habitual constipation, atonic dyspepsia, colic, flatulence and paratytic and nervous affections ; as a stimulant it is given in low fevers, epilepsy, and as a debstrucut and depurative in parotitis, dropsy and other glandular diseases. It is an ingredient of various aphrodisiac confections. As a poultice it is applied to paralysed limbs and rheumatic swellings. Powdered rhizeme, rubbed with casherd spirit is used in chronic rheumatism ; a watery solution is dropped into the ears in noise in the ears. *Balavacha* is given to children to bite to promote teething. Its action is similar to that of soothing syrup. It is also given in capillary bronchitis and cough. It acts by setting up emesis ; Jora bacha is used as a diuretic in calculous affections and as an anthelmintic in worms in children. As an astringent the drug is given in dysentery and diarrhœa. Like neem it is also burnt as an incense. It is regarded as an insectifuge and insecticide for fleas &c. The volatile oil is used for scenting snuff and preparation of aromatic vinegar. (*Materia Medica of India— R. N. Khory*—II. p. 628).

নব্যমত—বচ, তিক্ত সুগন্ধি, উষ্ণ, বল্য ও বায়ুনাশক। ইহা প্রায়শঃ, তিক্তবলপ্রদ ও সুগন্ধি মসলার সহিত, কম্পজ্বর, সুচিরোৎপন্ন কোষ্ঠবদ্ধ, গ্রহণী, শূল, উদরাধ্মান ও বাত-

ব্যাধিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উষ্ণ বলিয়া, বচ, মৃত্যুজ্বর ও অপস্মারে প্রয়োজ্য। দুষ্ট সঞ্চিত দোষ শরীর হইতে নিঃসারিত করিবার শক্তি আছে বলিয়া, বচ, কর্ণমূলশোথ, অন্যান্য গ্রন্থিবিবৃদ্ধি ও শোথরোগে সেব্য। বচ, বিবিধ বৃষ্য খণ্ডমোদিকাদিতে ব্যবহৃত হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে কিম্বা আমবাতের স্ফীতিতে বচের প্রলেপ হিতকর। সুপিষ্ট বচ, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, বিন্দু বিন্দু কর্ণাভ্যন্তরে প্রদান করিলে কর্ণনাদ প্রশমিত হয়। শিশুদিগকে "বালবচ" দংশন করিতে দিলে ত্বরিত দন্তোদ্গম হয়। ইহার ক্রিয়া "সুদিং সিরাপে"র তুল্য। কাস বিশেষে (capillary bronchitis) এবং কফরোগেও ইহা প্রযোজ্য। "ঘোড়বচ" মূত্রকারক বলিয়া শর্করা অশ্মরীরোগে হিতকর, কৃমিঘ্ন হেতু শিশুর কৃমিরোগে সেব্য। ধারক বলিয়া, অতিসারে, আম ও রক্তাতিসারে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যবৎ বচ ও দগ্ধ করা হইয়া থাকে। বচ, কীট প্রতিষেধক ও কীটনাশক। বচের তৈল বায়ু সংস্পর্শে সত্বর "উবিয়া যায়"। এই তৈল, নস্য সুগন্ধি করণার্থ ও সুগন্ধি সির্কা প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা—আর্, এন্ কোরি ২য় খণ্ড ৬২৮ পৃঃ)।

বচ, অল্প মাত্রায় পাচক, অধিক মাত্রায় (তিন আনা) বামক। অজীর্ণের সহিত উদরাধ্মান থাকিলে বচ বিশেষ উপকারী। ¼ আনা মাত্রায় বচচূর্ণ, শিশুর পেটকামড়ানির পক্ষে হিতকর। বচের ফাণ্ট বা ক্বাথ কম্পজ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। উৎকাসিতে, মুখে বচের টুক্‌রা রাখিলে কাসোদ্বেগের উপশম হয়। ইহা অনেক "কফলজেঞ্জেস্" অপেক্ষা ফলপ্রদ। শ্বাসরোগে বচের চূর্ণ প্রথমে ১½—১ আনা মাত্রায়, পরে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর কফনিঃসাক মাত্রায় (১ আনা), যতক্ষণ শ্বাসের নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ সেব্য। জয়পালের তৈল সেবন করিয়া অতি বিরেচন হইলে, তৎপ্রতীকারার্থ অন্তর্ধূমদগ্ধ বচক্ষার দুই আনা মাত্রায় সেব্য। শিশুর অজীর্ণজন্য উদরাধ্মানে নাভিতে বচের প্রলেপ দিবে। বল্য ও বিরেচক ঔষধের সহকারীরূপে ইহা প্রয়োগ করিলে তত্তৎ ঔষধের গুণাধিক্য জন্মে। (ওয়াট্ একনমিক্ প্রডাক্‌ট্‌স অফ্ ইণ্ডিয়া)।

বট—বটঃ।

वटः, न्यग्रोधः। Ficus Bengalensis, *Linn.* F. Indica, *Roxb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"बहुपादः", "शिफारुहः", "जटालः", "अवरोही", "क्षीरी", "रक्तफलः", "महाच्छायः"। वटः शीतः कषायश्च स्तम्भनो रूक्षणा

लक: । तथा तृष्णाच्छर्द्दिमूर्च्छारक्तपित्तविनाशन: । धन्वन्तरीयनिघण्टु: ॥ वट: कषायो मधुर: शिशिर: कफपित्तजित् । ज्वरदाहतृषामोहव्रणशोफापहारक: । वटी (नदीवट:) कषायमधुरा शिशिरा पित्तहारिणी दाहतृष्णाश्रमश्वासविच्छर्द्दिशमनी परा । राजनिघण्टु: ॥ वट: शीतोगुरुर्ग्राही कफपित्तव्रणापह: । वर्ण्यो विसर्पदाहघ्न: कषायो योनिदोषहृत् । स्वादुतृषापहो मूर्च्छामेहासृग्दरनाशन: । भावप्रकाश: ॥

वैद्यके व्यवहार:—अधोगरक्तपित्तेयोविट्प्रथमं प्रवृत्ते शोणिते वटावरोह: शुङ्गश्च—"विशेषतोविट् प्रथमं प्रवृत्ते पयो मतं * । वटावरोहैर्वटशुङ्गकैर्व्वा * । (चि: ४ अ:) । (२) रक्तातिसारे वटशुङ्ग:—रक्तं विट्सहितं पूर्व्वं पश्चाद्वा योऽतिसार्य्यते * । न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थशुङ्गानापोथ्य वासयेत् । अहोरात्रं जले तप्ते घृतं तेनाम्बसापचेत् । तदर्द्धं शर्करायुक्तं लिह्यात् सक्षौद्रपादिकम्" (चि: १० अ:) । (७) व्रणनिर्व्वापणे वटपल्लव:—"शाल्मलीत्वग्वलामूलं तथा न्यग्रोधपल्लवा: । * आलेपनं निर्व्वापणं— ।" (चि: १३ अ:) । (४) पाण्डुरप्रदरे न्यग्रोध:—न्यग्रोधत्वक्कषायेण लोध्रकल्कं तथा पिवेत्" (चि: ३० अ:) । चरक: ॥ रक्तपित्ते वटपल्लव:—"लिह्याच्च दूर्व्वावटजांश्च पल्लवान् । मधुद्विनोयान् * । (चि: ४५ अ:) । सुश्रुत: ॥ अतिसारजायाम् वटावरोह:—"वटारोहन्तु संपिष्य श्लक्ष्णं तण्डुलवारिणा । तत् पिवेत् तक्रसंयुक्तमतीसारजापहम् (अतिसार चि:) । (२) शुक्रसंज्ञकनेत्ररोगे वटक्षीर:—"वटक्षीरेण संयुक्तं श्लक्ष्णं कर्पूरजं रज: । क्षिप्रमञ्जनतो हन्ति शुक्रञ्चापि घनोन्नतम् ।" (नेत्ररोग चि:) । चक्रदत्त: अध्यर्व्वुदे वटदुग्धं वल्कञ्च—"वटदुग्धकुष्ठरोमकलिप्तं बद्धं वटस्य वल्केन । अध्यस्थि समरात्रान् महदपि शमयेत् सिद्धदिदम्" (अर्व्वुद चि:) । (२) शोणितप्रदरे वटशुङ्गम्—"काश्मर्य्यवटशुङ्गानि पृथग्दद्यात्तथैव च । घृतंसिद्धं भवेच्छ्रेष्ठं शोणितप्रदरे पिवेत् ।" (स्त्रीरोग चि:) वङ्गसेन: ॥ व्यङ्गे वटाङ्कुर:—"वटाङ्कुरा मसूराश्च प्रलेपाद्व्यङ्गनाशनम्" । भावप्रकाश: ॥

বটের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বহুপাদ," "শিফারুহ," "জটাল,"

"অবরোহী", "ক্ষীরী", "রক্তফল", "মহাচ্ছায়"। **বটের ভাষানাম**—বাঃ—বটগাছ। **হিঃ—বড়্**। মঃ—বড়। গুঃ—বড়। কঃ—আল। তৈঃ—মরিচেট্টু, মারি, মারি, পেড়িমরী। তাঃ—আল। উঃ—বোর। ফাঃ—দর্খিৎবেশা, বড়বাই ঐশায়েবগর্দ্ধ। অঃ—জাতুদবায়ি বথ্ আব্। **সিং—নুগ।**

বর্ণন—বট ছায়াতরুর রাজা। ইহা পুরাণ অট্টালিকার প্রধান শত্রু। বটবৃক্ষ চিরহরিৎ নহে, অর্থাৎ সম্বৎসরের মধ্যে ইহা একবার পত্রশূন্য হইয়া থাকে। **অবরোহ** কাণ্ডে পরিণত হইয়া, বটবৃক্ষ কি প্রকার বিশালতা প্রাপ্ত হইতে পারে, শিবপুর বোটানিকাল্ গার্ডেনের বটবৃক্ষ তাহার উত্তম নিদর্শন। এই বৃক্ষের বয়স এক্ষণে ১৩১ বৎসর, কেহ কেহ আরও প্রাচীন বলিয়া অনুমান করেন। ১৮৯৪ সালে এই বৃক্ষের ৩৭৮টী মৃত্তিকাস্পর্শী এবং প্রায় ১০০টী তদভিলাষী অবরোহ গণনা করা হইয়াছিল। যখন বাগানের অস্তিত্ব ছিল না তখন এই বটবৃক্ষ একটী আরণ্য খর্জ্জুর বৃক্ষের উপরি জন্মিয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল, আর একটী ফকির ইহার তলদেশে বাস করিত। উডুম্বরের পুষ্প সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে বট-**পুষ্প** বিষয়েও তাহাই বক্তব্য। বর্ষায় বট**ফল** পরিপক্ক হয়। পক্ক বটফল রক্তবর্ণ, ইহা পক্ষিজাতির খাদ্য। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, শুঙ্গ (অবিকশিত পত্রমুকুলকে শুঙ্গ বলে), পত্র, অবরোহ, ফল। মাত্রা—শুঙ্গ ও অবরোহের কল্ক—৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে বটের ব্যবহার।

চরক—অধোগ রক্তপিত্তে বটাবরোহ ও শুঙ্গ—অধোগরক্তপিত্ত রোগীর, মলত্যাগকালে প্রথমে রক্তনির্গম হইয়া পরে মলনির্গম হইলে, বটের অবরোহ ও শুঙ্গের ক্ষীর-পরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করাইবে (চিঃ ৪ অঃ)। **রক্তাতিসারে** বটশুঙ্গ—বট, উডুম্বর ও অশ্বত্থের কুট্টিত শুঙ্গ উষ্ণজলে দিবারাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। এই জল বস্ত্রপূত করিয়া লইয়া, এতদ্দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পক্ক ঘৃতের অর্দ্ধ চিনি এবং এক-চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, মলত্যাগের প্রথমে কিম্বা শেষে সরক্ত মলনির্গম জয় করা যায় (চিঃ ১০ অঃ) (৩) **ব্রণনির্ব্বাপণে**; বটপল্লব—ব্রণশোথে বটপত্রের প্রলেপ দিলে নির্ব্বাপণ হয়, অর্থাৎ স্ফোটক বিলীন হইয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **পাণ্ডুর প্রদরে** বটত্বক্—শ্বেতপ্রদরে, বটত্বক্ কৃত কাথের সহিত লোধ্রকল্ক সেবন করিবে (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত—রক্তপিত্তে** বটপত্র—রক্তপিত্তী কোমল বটপত্র পেষণপূর্ব্বক মধু-সহ সেবন করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—অতিসারে** বটাবরোহ—সুপিষ্ট বটাবরোহ তণ্ডুলোদকসহ সেবন করিলে অতিসারজনিত উদরের বেদনা ত্বরায় প্রশমিত হয়

(অতিসার চিঃ) (২) **শুক্র** নাম নেত্ররোগে বটক্ষীর—কর্পূরচূর্ণ বটের আঠায় পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঞ্জন করিলে ঘনোন্নত শুক্র সত্বর বিনাশ পায় (নেত্ররোগ চিঃ)। **বঙ্গসেন অধ্যর্ব্বুদে** বটদুগ্ধ ও বল্কল—অধ্যর্ব্বুদের উপরি, বটদুগ্ধ, কুড়চূর্ণ এবং রোমকলবণ লেপনপূর্ব্বক, বটের বল্কল দ্বারা সপ্তরাত্র বেষ্টন করিয়া রাখিলে, অধ্যর্ব্বুদ নিশ্চিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়—ইহা সিদ্ধ ঔষধ (অর্ব্বুদ চিঃ)। অর্ব্বুদোপরিজাত অর্ব্বুদকে অধ্যর্ব্বুদ কহে। (২) **রক্তপ্রদরে** বটশুঙ্গ—বটশুঙ্গের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপ্রদরে সেব্য (স্ত্রীরোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—ব্যঙ্গে** বটাঙ্কুর—মসূর কলায় এবং বটাঙ্কুর একত্র পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ অর্থাৎ "মেছেতা" বিনষ্ট হয়। **ব্যক্তব্য—চরক**—আম্র, জম্বু, প্লক্ষ, উডুম্বর অশ্বত্থ সহ বটকে মূত্রসংগ্রহণবর্গে এবং **সুশ্রুত,** ইহাকে ন্যগ্রোধাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন। **নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্** বলেন (৩য়.খণ্ড ৩৩৯ পৃঃ) "কচিৎ বট ও অশ্বত্থের নির্ণয়ে বিপ্রতিপত্তি ঘটিয়া থাকে; যেহেতু "বহুপাদ" ও "শিখণ্ডিন্" নামে উভয়েরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়"। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্ট, রাজনিঘণ্ট, ভাবপ্রকাশাদি কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থে অশ্বত্থের "বহুপাদ" নাম দৃষ্ট হয় না—সকলেই বটের নাম "বহুপাদ" লিখিয়াছেন। "শিখণ্ডী" শব্দ বৈদ্যকে বট বা অশ্বত্থার্থে প্রযুক্ত হয় না। সুতরাং ডিমকের উক্তি নিতান্ত অমূলক। **ডিমক্** (৩য় খণ্ড ৩৩৯ পৃঃ)। ভ্রমবশাৎ নিম্বকে পঞ্চ বল্কলের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈদ্যকে পঞ্চবল্কলের মধ্যে নিম্ব পঠিত হয় নাই।

Constituents.—The bark contains tannin, wax and caoutchouc. **Actions and uses.**—Tonic and astringent; given in diabetes, dysentery and hæmorrhagic fluxes, and in gonorrhœa and seminal weakness. Locally the juice is applied as a remedy for toothache and on the soles of the feet and palms of the hand when cracked. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 557).

নব্যমত—বট, বল্য, কষায়। ইহা সোমরোগ, আমরক্তাতিসার, উর্দ্ধাধঃ রক্তপ্রবৃত্তি, "গণোরিয়া" এবং শুক্রক্ষীণতায় প্রযোজ্য। হস্তপদতলের ত্বক্ বিদীর্ণ হইলে বট ক্ষীরের প্রলেপ হিতকর। অপিচ ইহা দন্তশূলের মহৌষধ (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া ২য়—খণ্ড ৫৫৭ পৃঃ)।

वदर—वदरम्।

वदर:, (वदरी) –Zizyphus Jujuba. सौवीरवदरम्, राजवदरम्—Z. Vulgaris. लघुवदरम्, Z. Napeca.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—कोलवदरयोः—"वक्रकण्टकः", वृत्तफलः", "दृढ़-वीजः"। राजवदरस्य—"पृथुफलः", "तनुवीजः", "मधुरफलः"। भूवदर्य्याः—"वल्लीवदरी", "वहुफलिका:"। लघुवदरस्य—"वहुकण्टकः", "सूक्ष्मपत्रकः", "दुष्प्रर्शः" "शवराहारः"। कर्कन्धु कोलवदरमामं पित्तकफावहम्। पक्वं पित्तानिलहरं स्निग्धं समधुरं सरम्। पुरातनं तृट्शमनमामघ्नं दीपनं लघु। सौवीरवदरं स्निग्धं मधुरं वातपित्तजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ सुश्रुतः—सूः ४६ अः फल-वः)। वदरं मधुरं कषायमम्लं परिपक्वं मधुराम्लमुष्णमेतत्। कफकृत् पचनातिसाररक्तश्रमशोषार्त्तिविनाशनञ्च रुच्यम्। 'वदरस्य' पत्रलेपो ज्वरदाहविनाशनः। 'त्वचा' विस्फोटशमनी 'वीजं' नेत्रामयापहम्। 'राजवदरः' सुमधुरः शिशिरो दाहार्त्तिपित्तवातहरः। वृष्यश्च वीर्य्यवृद्धिं कुरुते शोषश्रमं हरते। 'भूवदरी' मधुराम्ला कफवातविकारहारिणी पथ्या। दीपनपाचनकर्त्री किञ्चित् पित्तास्रकारिणी रुच्या। 'लघुवदरं' मधुराम्लं पक्वं कफवातनाशनं रुच्यम् स्निग्धं तु जन्तुकारकमीषत् पित्तार्त्तिदाहशोषघ्नम्। राजनिघण्टुः॥ 'वदरीफलमज्जा' तु तुवरा मधुरा मता। शुक्रदा वलदा वृष्या कासश्वासतृषापहा। वातघ्नी छर्द्दिदाहघ्नी पित्तहा मुनिभि र्मता। निघण्टुरत्नाकरः॥ पच्यमानं सुमधुरं सौवीरं वदरं महत्। सौवीरं वदरं शीतं भेदनं गुरु शुक्रलम्। वृंहणं पित्तदाहास्रक्षयतृष्णानिवारणम्। सौवीराल्लघु सम्पक्वं मधुरं 'कोल' मुच्यते। कोलन्तु वदरं ग्राहि रुच्यमुष्णञ्च वातलम्। कफपित्तकरञ्चापि गुरु सारक मारितम्। 'कर्कन्धुः' क्षुद्रवदरं कथितं पूर्व्वसूरिभिः। अम्लं स्यात् 'क्षुद्रवदरं' कषायं मधुरं मनाक्। स्निग्धं गुरु च तिक्तञ्च वातपित्तापहं स्मृतम्। 'शुष्क' भेदग्निकृत् सर्व्वं लघुतृष्णाक्लमास्रजित्। भावप्रकाशः॥ कर्कन्धुकोलवदरमामं

पित्तकफावहम्। पक्कं पित्तानिलहरं स्निग्धं समधुरं सरम्। 'तच्छुष्कं कफवातघ्नं मच पित्ते विरुध्यते। पुराणं तृट्प्रशमनं श्रमघ्नं दीपनं लघु। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—अर्शःसु कोलम्—"कोलोत्क्वाथेऽथवा कोष्णे * । * तं शूलार्त्तमुपवेशयेत्"॥ (चिः ८ अः)। (२) अतिसारे वदरम्—"* यूषेण वादराणामथापिवा। * दधिदाड़िमसिद्धेन वहुस्नेहेन भोजयेत्"। (चिः १० अः) (३) मदात्ययस्य दाहे वदरीपल्लवः—"वदरीपल्लवोत्थाश्च तथैवारिष्टकोद्भवाः फेनिलायाश्च यः फेन स्तैर्दाहे लेपनं शुभम्।" (चिः १२ अः)। (४) स्वरभेदे कासे च वदरीपत्रम्—"वदरीपत्रकल्कं वा घृतभृष्टं ससैन्धवम्। स्वरभेदे च कासे च लेहमेतत् प्रयोजयेत्॥ (चिः २२ अः अः। चरकः॥ अतिसारे वदरीमूलम्—तद्वत्क्षौद्रं मधुयुतं वदरीमूलमेव तु"। (उः ४० अः)। सुश्रुतः॥ श्लीपदि वदरीपत्रम्—तैलोन्मिश्रैर्वदरकपत्रैः सम्मर्द्दितैः समुपनद्धः। मुषलेन पीड़ितोऽनुयाति श्लीपदा पयोभुजो नाशम्"। (चिः १५ अः)। वाग्भटः॥ कासे वदरमज्जा—पिवेद्वदरमज्जाणं मदिरादधिमस्तुभिः (कास चिः) वृद्धवाग्भटः॥ रक्तातिसारे वदरत्वक्—शल्लकीवदरो * त्वचः। पीताः क्षीरेण मध्वाक्ताः पृथक् शोणितनाशनाः"। (अतिसार चिः)। (२) मसूरिकायां वदरम्—लिह्याद्वा वादरं चूर्णं पाचनार्थं गुड़ेन तु। अनेनाशु विपच्यन्ते वातपित्तकफात्मिकाः। (मसूरिका चिः)। (३) प्रदरे वदरम्—"गुड़ेन वदरीचूर्णं *। पृथक् प्रदरनाशना"। (प्रदर चिः)। (४) स्थौल्ये वदरीपत्रम्—वदरीपत्रकल्केन पेया काञ्जिकसाधिता। स्थौल्यनुत् *।" (स्थौल्य चिः)। चक्रदत्तः॥ 'प्रवाहिकायां वदरीपत्रम्—"धातकीवदरीपत्रं * ।एकतो दध्ना पिवेत् प्रवाहिकाहितः"। (मः खः १मः भाः)। भावप्रकाशः॥ 'भस्मकाग्नि' प्रतीकारार्थं कोलास्थिमज्जा—"कोलास्थिमज्जकल्कस्तु पीतो वापुदकेन वै। अचिराद्विनिहन्त्येष प्रयोगो भस्मकं नृणाम्॥" (भस्मकाग्नि चिः)। वङ्गसेनः।

বদরাদির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—:কোল ও বদরের—"বজ্রকণ্টক", "বৃত্তফল", "দৃঢ়বীজ"। রাজবদরের—পৃথুফল, "স্থূলবীজ", "মধুরফল"। ক্ষুদ্রবদরীর—"বন্যবদরী", "বহুফলিকা"। লেম্বুবদরের—"বহুকণ্টক",

"সূক্ষ্মপত্রক", "দুস্পর্শ", "শবরাহার"। **বদরাদির ভাষানাম**—সং—বদর। বাঃ—কুল, বরুই। **হিঃ—বৈর**। মঃ—বোর। গুঃ—মোটী বোরডী। কঃ—যেরগু। তৈঃ—রংঘ। উঃ—কুড়ি। তাঃ—রেষত্তি। কাঃ—কুনার্। অঃ—সীদরন্‌বক্ক্। **ফিং—উবর**। সং—**রাজবদর**, বাঃ—নারকেলে কুল। সং—**ভূবদরী**, বাঃ—বনকুল, লতাবরুই। সং—**লঘুবদর**, বাঃ—সেয়াকুল। ফলের আকৃতি অনুসারে কুলের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত নাম আছে,—বড় কুলকে "সৌবীর", এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রতরকে "কোল" এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতমকে "কর্কন্ধু" বলে। সৌবীর সুমধুর, কোল মধুর এবং কর্কন্ধু অম্ল।

বর্ণন—কুলের **গাছ** গ্রাম্যজনের নিকট সুপরিচিত। কুলের কাণ্ড রেখাবন্ধুর ও বিদীর্ণ। **পাতা**—গোল, পত্রোদর হরিদ্বর্ণ, পত্রপৃষ্ঠ পাণ্ডুশুভ্র ইহা "বক্রকণ্টক", "বৃত্তফল" ও "দৃঢ়বীজ"—বীজের শস্য বাদামের মত। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কুলের গাছের ডাল কাটিয়া দিলে প্রচুর ফল জন্মে। "নারকেলে কুল" স্বয়ং প্রসিদ্ধ—ইহার বর্ণন নিস্প্রয়োজন। পল্লীগ্রামের মাঠে, পল্বলের নিকটে এবং পথিপার্শ্বে যে ভূলুণ্ঠিত অমুচ্চ কুলের-গাছ দৃষ্ট হয়—তাহাকে **ভূবদরী** বলে, বদরের মত ইহারও ফল শীতকালে হয়—বস্তুতঃই ইহা "বহুফলিকা", ফলাধিক্য হেতু ইহার শাখা অতি সুন্দর দেখায়। **লঘুবদর** "বহুকণ্টক" অতএব "দুস্পর্শ," ইহা "সূক্ষ্মপত্রক" হ্রস্বশাখ ক্ষুপ। পল্লীগ্রামে যত্র তত্র জন্মিয়া থাকে। ইহার শাখা গাত্র বা বস্ত্রস্পৃষ্ট হইলে সহজে মুক্ত হওয়া কঠিন। রসজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র "রোহিণী"কে সেয়াকুলের কাঁটা বলিয়াছেন। সেয়াকুলের ফল গোলমরিচাপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলতর। কুলের মত ইহারও ফল শীতকালে হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল, মূলত্বক্, পত্র। **মাত্রা**—মূলত্বক্ ৪—৮ আনা। পত্রকল্ক—৮—১৬ আনা। ত্বক্‌ক্বাথ ১০ তোলা।

বৈদ্যকে বদরাদির ব্যবহার।

চরক-**অর্শে** কোল—রোগী অর্শের যন্ত্রণায় নিতান্ত পীড়িত হইলে, তাহাকে ঈষদুষ্ণ কোলের ক্বাথে উপবেশন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **অতিসারে** বদর—বদরের যূষ দেড় পোয়া, গব্যদধি আধ পোয়া, কুট্টিত দাড়িম ফল ২ তোলা মৃৎপাত্রে পাক করিবে। বস্ত্রপূত করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তম তিল তৈলযোগে পান করিতে দিবে (চিঃ ১০ অঃ)। ইহা বিরেচনসাধ্য অতিসারে প্রয়োজ্য। (৩) **মদাত্যয়ের দাহে** বদরীপল্লব—সুপিষ্ট বদরী পত্র কাঁজিতে আলোড়িত করিয়া মন্থন করিলে যে ফেন উত্থিত হইবে, তাহা লেপন করিলে মদাত্যয়ের দাহশান্তি হয় (চিঃ ১২ অঃ)। (৪) **স্বরভেদে ও কাসে** বদরীপত্র—সুপিষ্ট বদরীপত্র সৈন্ধবলবণ যোগে গব্যঘৃতে ভাজিয়া কিম্বা বদরীপত্রের পিষ্টক

ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিবে। স্বরভঙ্গ ও কাসরোগের পক্ষে ইহা প্রশস্ত (চিঃ ২১ অঃ)। **সুশ্রুত—অতিসারে** বদরীমূল—অতিসারী বদরীমূলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে (উঃ ৪০ অঃ)। **বাগ্‌ভট প্লীহোদরে** বদরীপত্র—বদরীপত্র তিল তৈলসহ শিলায় উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক প্লীহার উপরি মর্দ্দন করিয়া রোগীর ক্লেশ না হয় এরূপভাবে দণ্ড বা হস্তদ্বারা প্লীহস্থান টিপিতে থাকিবে। প্রত্যহ এইরূপ করিবে এবং রোগীকে কেবল মুদ্গ মাত্র সেবন করিতে দিবে। কিয়দ্দিন এইরূপ করিলে প্লীহা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইবে (চিঃ ১৫ অঃ)। **অষ্টাঙ্গসংগ্রহ** (বৃদ্ধবাগ্‌ভট)—**কাসে** বদরমজ্জা—কাসরোগী, বৈশ্বকোক্ত মদিরা কিম্বা দধির মাতের সহিত বদর বীজের শস্য সেবন করিবে (কাস চিঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তাতিসারে** বদরত্বক্—বদরীরমূলত্বক্ ছাগদুগ্ধে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া প্রচুর মধু যোগে পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **মসূরিকায়** বদর—বীজহীন বদরচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিবে। এতদ্দারা বাতপিত্ত-কফজ মসূরিকা পাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে (মসূরিকা চিঃ)। (৩) **প্রদরে** বদর—বীজ বিরহিত বদর চূর্ণ গুড় সহ ভোজন করিবে। ইহা প্রদরনাশক (প্রদর চিঃ)। (৪) **স্থৌল্যে** বদরীপত্র—কাঁজিতে, শিলাপিষ্ট বদরীপত্রের পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, অতিস্থূল ব্যক্তি কৃশতাপ্রাপ্ত হয় (স্থৌল্য চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায়** বদরীপত্র দধির সহিত উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক দধিসহ আলোড়িত করিয়া পান করিলে, প্রবাহিকা ("আমাশা") প্রশমিত হয়। **বঙ্গসেন—ভস্মকাগ্নিতে** কোলাস্থি-মজ্জা—কোলবীজের শস্য জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে ভস্মকাগ্নি প্রশমিত হয় (ভস্মকাগ্নি চিঃ)। **বক্তব্য—চরক**, হৃদ্য ও বিরেচনোপগবর্গে কুল, বিরেচনো-পগবর্গে কর্কন্ধু এবং হৃদ্য, বিরেচনোপগ, ছর্দ্দিনিগ্রহণ, ও শ্রমহরবর্গে বদর এবং **সুশ্রুত** বাতসংশমন বর্গে বদর ও কোল পাঠ করিয়াছেন।

Constituents—The bark and leaves contain tannin and a crystallizable principle, ziziphic acid and sugar. **Actions and uses**—The bark is astringent, used in lucorrhœa, diarrhœa and hæmorrhagic fluxes generally combined with Talabija. The paste of the leaves, with those of Ficus glomerata, is used locally for scorpion bites ; and as a poultice to promote suppuration of boils. With catechu the leaves are given as cooling and refrigerant. The root is used in fevers. (*Materia Medica of India—R. N.Khory—II.* p. 160.)

নব্যমত—কুলের ত্বক্ কষায়। ইহা, প্রদর অতিসার এবং ঊর্দ্ধাধঃ রক্তপ্রবৃত্তিতে সচরাচর তালবীজ (?) সহ ব্যবহৃত হয়। শিলাপিষ্ট বদর ও যজ্ঞডুমুরের পত্রের প্রলেপ,

বিষধর কীটদষ্টে হিতকর। ইহার পুল্টিশ্ দিলে অপক্ক স্ফোটক পক্কতাপ্রাপ্ত হয়। ফুলের পাতা খদির সহ সেবন করিবে ইহা স্নিগ্ধ ও শ্রমহর। মূলত্বক্ জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি—২য় খণ্ড ১৬০ পৃঃ)।

বরুণ—वरुण:।

वरुण: तिक्तशाक:। Cratæva Religiosa, *Forst.* Capparis trifoliata, *Roxb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"तिक्तशाक:," श्वेतपुष्प:," "श्वेतद्रुम:"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"मारुतापह:," "अश्मरीघ्न:"। वरुण: शीतवातघ्न स्तिक्तो विद्रधिजन्तुजित्। तथा च कटुकश्चाश्च रक्तदोषहर: पर:। धन्वन्तरीयनिघण्टु:॥ वरुण: कटुकश्चाश्च रक्तदोषहर: पर:। शीर्षवातहर: स्निग्धो दीप्यो विद्रधिवातजित्। राजनिघण्टु:॥ वरुण: पित्तलो भेदी श्लेष्मकृच्छ्राश्ममारुतान्। निहन्ति गुल्मवातास्रकृमीं श्चोष्णोऽग्निदीपन:। कषायो मधुरस्तिक्त: कटुको रूक्षको लघु:। भावप्रकाश:॥ वरुणोऽनिलशूलघ्नो भेदी चोष्णोऽश्मरीहर:। 'पुष्प" वरुणजं ग्राहि पित्तघ्नमामवातजित्। राजवल्लभ:॥

वैद्यके व्यवहार:—'अर्श:सु वरुणपत्रं—' * वरुणस्य च * पत्राणि। जले नोत्क्वाथ्य शूलार्त्तं स्वभ्यक्त मवगाहयेत्।" (चि: ८ अ:)। चरक:॥ अञ्जने विषसदृष्टे वरुणत्वक्—"अञ्जनं * निर्य्यासो वरुणस्य च" (क: १ अ:)। पूतनाप्रतिषेधार्थं वरुणत्वक्—"* वरुण: पारिभद्रक:। *योज्या: स्यु र्बालानां परिषेचने" (३२ अ:)। सुश्रुत:॥ अश्मर्य्यां वरुणमूलत्वक्—"पिबेद्वरुणमूलत्वक्क्वाथं तत्कल्कसंयुतम्"। (अश्मरीचि:)। (२) गण्डमालायां वरुणमूलत्वक्—"माक्षिकाढ्य: सततपीत: क्वाथो वरुणमूलज:। गण्डमालां हरत्याशु चिरकालानुबन्धिनीम्"। (गण्डमालाचि:) (३) विद्रधौ वरुणमूलत्वक्—"श्वेतवर्षाभुवो मूलं मूलं वरुणकस्य च। अलेन क्वथितं पीत मपक्वं विद्रधिं जयेत्"। (विद्रधिचि:)। (४) अर्शःसु वरुणत्वक्—"अग्निजिद्वरुणत्वग्वा क्वाथो-

क्षीरप्रपेषिता"। (क्षुद्ररोग चि:)। (५) किटिभरोगे वरुणपत्रम्—जलपिष्ट-वरुणपत्रैः सघृतैर्घर्षणलेपौ तु। किटिभ-रोगं हरतोगोमयघर्षादथ विहितौ (स्त्रीरोग चि:)। चक्रदत्तः॥ वातजवेदनायां वरुणत्वक्—"शिग्रुःसवरुणः कल्को धान्याम्लेनातिशार्त्तिविलेपात्। भवति नवेति विकल्पो न विधेयः सिद्ध-योगेऽस्मिन्। (म: ख: २भा:)। भावप्रकाशः॥

বরুণের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তিক্তশাক", "শ্বেতপুষ্প", "শ্বেতদ্রুম"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"মারুতাপহ", "অশ্মরীঘ্ন"। **বরুণের ভাষানাম**—বাঃ—বরুণগাছ। কোঃ—বন্নার গাছ। **হিঃ—বরুণা।** মঃ—বায়বরণা। গুঃ—বায়বরণা, বরণো। কঃ—মদবসলে। তাঃ—মবিলিঙ্গ মরম। তৈঃ—বিবপত্রী, উশাক্মনু। **সিং—লুনুবরণ।**

বর্ণন—উচ্চবৃক্ষ, ত্রিপত্র, দীর্ঘবৃন্তের অগ্রভাগে তিনটী পত্র কাছাকাছি থাকে। মধ্যের পত্রটী দীর্ঘ পার্শ্বের পত্রদ্বয় খর্ব্বাকৃতি। পত্রোদর মসৃণ, গাঢ় হরিদ্বর্ণ, চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠ ঈষৎ শুভ্র বর্ণ বা ফিকে সবুজ। বৃন্তমূলে পত্রভাগ বিষমভাবে অবসিত। কোমল **শাখায়** শুভ্রবর্ণ রেখাকৃতি চিহ্ন আছে। **পুষ্প**—পৃথক্ দল, দল ৪টী, ঈষদ্বিকসিত দলের বর্ণ হরিদ্রাভ শুভ্র, বিকসিত হইলে শুভ্র এবং পরিণতাবস্থায় ঈষৎ স্বর্ণাভ। পুষ্প, পুষ্পদণ্ডেস্থিত। পুষ্পবৃন্ত পত্রবৃন্তাপেক্ষা হ্রস্বতর, ক্বচিৎ সমান। পুষ্পধি উত্তান, পুংকেসর লাল, গর্ভকেসরাপেক্ষা হ্রস্বতর। পুষ্পকাল—ফাল্গুন চৈত্র। **ফল** আকৃতিতে ছোট কয়েদ্‌বেলের মত। ফলের উপরিভাগ ঠিক কয়েদ্‌বেলের মতই শুভ্র, রুক্ষ ও বন্ধুর। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূলত্বক্ ও পত্র। **মাত্রা**—½ আনা—২ আনা। মূলত্বক্ ক্বাথ—৫ -১০ তোলা।

বৈদ্যকে বরুণের ব্যবহার।

চরক—অর্শে বরুণপত্র—রোগী অর্শের বেদনায় পীড়িত হইলে, তাহাকে তিলতৈল মাখাইয়া বরুণ পত্রের ক্বাথে অবগাহন করাইবে। (চিঃ ৯ অঃ)। **সুশ্রুত**—বিষসংসৃষ্ট **অঞ্জনদোষে** বরুণত্বক্—বিষদুষ্ট অঞ্জন ব্যবহার করিলে অন্ধত্ব জন্মিতে পারে। ইহার প্রতীকারার্থ বরুণত্বকের রস দ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করিয়া অঞ্জন করিবে (কঃ ১ অঃ)। (২) **পূতনাপ্রতিষেধার্থ** বরুণত্বক্—পূতনাগ্রহাভিভূত শিশুকে অতি ঈষৎ উষ্ণ বরুণত্বকের ক্বাথে স্নান করাইবে (উঃ ৩২ অঃ)। **চক্রদত্ত—অশ্মরীরোগে** বরুণত্বক্—বরুণত্বকের ক্বাথে বরুণমূলত্বকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে (অশ্মরী চিঃ)। ইহা সঞ্চিত অশ্মরীর (পাথরীর) ভেদক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। (২) **গণ্ডমালায়**

বরুণমূলত্বক্—বরুণমূল ত্বকের ক্বাথ, প্রচুর মধুসহ একবারমাত্র পান করিলেই বহুকালের গণ্ডমালা অচিরে প্রশমিত হয় (গণ্ডমালা চিঃ)। (৩) **বিদ্রধিরোগে** বরুণমূলত্বক্—শ্বেতপুনর্নবার মূল এবং বরুণমূলের ত্বক্ সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে অপক্ব বিদ্রধি জয় করা (বিদ্রধি চিঃ)। শরীরাভ্যন্তরে যে কোন স্থানে জাত ফোড়াকে বিদ্রধি বলে। লিবার এব্‌সেস্‌ও এক প্রকার বিদ্রধি। (৪) **ব্যঙ্গে** বরুণত্বক—ছাগীদুগ্ধে উত্তমরূপে পিষ্ট বরুণত্বকের প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ্ (মেচেতা) বিনষ্ট হয় (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বাতজবেদনায়** বরুণত্বক্—ধান্যাম্লে (কাঁজিভেদ) সজিনা ও বরুণের ছাল পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বায়ুজন্য বেদনা অবশ্য প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২ ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকের "দশেমানি"তে বরুণের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ত্রিমর্ম্মীয় চিকিৎসিতে অশ্মরী চিকিৎসা লিখিত আছে—কিন্তু বরুণের ব্যবহার নাই। **সুশ্রুতের** অশ্মরী কিম্বা বিদ্রধি চিকিৎসায় কেবল বা অন্য একটী বস্তুর সহিতও বরুণের প্রয়োগ নাই—বরুণাদিগণের ব্যবহার আছে। **বাগ্‌ভট্ট** (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়ে) সুশ্রুতবৎ, অশ্মরী এবং বিদ্রধিতে বরুণাদিগণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রচলিত বৈদ্যক গ্রন্থের মধ্যে **বৃন্দকৃত** সিদ্ধিযোগেই সর্ব্বপ্রথম ব্যাপকভাবে, অশ্মরী ও বিদ্রধিতে বরুণ ব্যবহৃত হইতে দেখি। **চক্রোক্তি** বৃন্দেরই অনুবাদ। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু** এবং **রাজনিঘণ্টুতে** অশ্মরীরোগে বরুণের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। কতকগুলি বস্তু ক্ষুদ্রাকৃতি অশ্মরীকে মূত্রমার্গ দ্বারা পাতিত করে, ইহারা প্রায়ই মূত্রকর। গোক্ষুর কণ্টকারী, পুনর্নবা কাঁকুড়বীজ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। কতকগুলি বস্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অশ্মরীকে চূর্ণ করিয়া পাতিত করিয়া থাকে এবং বস্তিতে পুনঃ অশ্মরীসঞ্চয় নিবারণ করে। বরুণ, তিক্তালাবু বীজ, কয়েদ্ বেলের পাতা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বরুণ উষ্ণ, অতএব ইহার পত্র ও ছালের প্রলেপ ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক এবং ১৫ মিনিটের অধিক রাখিলে, ফোস্কা পড়িয়া থাকে। **নব্যগণের** মধ্যে কাহার মতে হাঁসপাতালের প্রাঙ্গনে ২।৪টী বরুণবৃক্ষ রোপণ করিলে, আর য়ুরোপ হইতে "মাষ্টার্ড" আনয়নের প্রয়োজন হয় না। বরুণের পত্র বা ত্বক্ গরমজলে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ব্লিষ্টারের কার্য্য করে—ইহা "মাষ্টার্ড" অপেক্ষা ফলপ্রদ। গ্রাম্যলোকে গবাদির ক্ষতে ক্রিমি জন্মিলে বা ক্রিমিসঞ্চয় নিবারণার্থ পিষ্টবরুণ-পত্রের প্রলেপ দিয়া থাকে। **বঙ্গসেন** আমবাতের পথ্য নির্দ্দেশ কালে বরুণপত্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পূতিকর্ণে বরুণের উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন "বরুণাহ্বকপিথাম্রজম্বু-পল্লবৈ সাধিতম্। পূতিকর্ণাপহং তৈলম্।"

Constituents.—The bark contains a principle similar to Saponin. **Actions and uses.**—Stomachic, tonic, laxative and lithontriptic, given to promote appetite and to increase the secretion of bile. As a diuretic the root bark is used in dropsy and urinary disorders in calculous affections, combined with tribulus terrestris. Fresh leaves and roots mixed with cocoanut juice and ghee is given in rhumatism also as food to reduce corpulence. A paste of the leaves is applied to soles of the feet to relieve swelling and burning sensation. The leaf is smoked in caries of the bones of the nose. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II p. 69.)

নব্যমত—বরুণত্বক্—পাচক, বল্য, মৃদুরেচক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, পিত্তনিঃসারক, মূত্রকারক বলিয়া ইহার মূলত্বক্, শোথ, অশ্মরী এবং মূত্রদোষ প্রতিকারার্থ গোক্ষুরসহ সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বরুণের আর্দ্র পত্র এবং মূল নারিকেল-দুগ্ধ ঘৃতসহ পেষণপূর্ব্বক, বাতাক্রান্ত অঙ্গে প্রলেপ এবং স্থৌল্য রোগে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পদতলের স্ফীতি ও দাহ প্রশমনার্থ পিষ্ট বরুণ পত্রের প্রলেপ হিতকর। নাসাস্থির ক্ষতে লোকে বরুণের পাতা কল্কেতে "সাজিয়া খায়"। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি—২য় খণ্ড ৬০ পৃঃ)। মুদেন সেরিফ্ বলেন, বরুণের ছাল স্নিগ্ধ, জ্বরঘ্ন, অবসাদক এবং বলকারী। বরুণের পত্র এবং মূলত্বকের প্রলেপ দিলে ত্বক্ লাল হয় এবং ফোস্কা পড়ে। যদি বরুণের তাজা পাতা গরম জলের সহিত বাটিয়া ১০।১৫ মিনিট্কাল লেপ দিয়া রাখা যায়, তাহা হইলেই প্রলিপ্ত স্থান লাল হয় এবং এতদধিককাল প্রলেপ রাখিলে ফোস্কা পড়ে। য়ুরোপ হইতে আনীত মাষ্টার্ড চূর্ণ অপেক্ষা ইহা অধিক গুণকর। দুই একটী বরুণবৃক্ষ হাঁসপাতালের প্রাঙ্গণে রোপণ করিলে, আর বাহ্য-প্রয়োগার্থ য়ুরোপ হইতে আমদানী মাষ্টার্ডের প্রয়োজন থাকে না। মূলের ত্বকেও এই গুণ বেশ আছে, তবে ইহা প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হওয়া দুর্ঘট। বরুণের ছাল কোন কোন প্রকার মূত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় উপকারী, যে সকল চর্ম্মরোগে সাধারণতঃ "সালশা প্যারিলা" ব্যবহারের প্রয়োজন হয় সেই সকল স্থলে বরুণের ত্বক্ প্রয়োজ্য। পাকস্থালীর উত্তেজনা হেতুজাত বমনে ইহার ব্যবহার প্রশস্ত।

বলাচতুষ্টয়—बलाचतुष्टयम् ।

बला—Sida Cordifolia. अतिबला कङ्कतिका S. Rhombifolia, S. asiatica (Roxb.) S. Abutilon, S. Indicum (Khory). महाबल—S. Rhomboidea. नागबला—S. Alba, (U. C. Dutt) ; S. Spinosa, (Watt) S. graveolens.

अन्वर्थसंज्ञा—बलायाः—"खरकाष्ठिका", "शीतपाकी"। अतिबलायाः—"शीतपुष्पा"। महाबलायाः—"वर्षपुष्पी", "पीतपुष्पी", "बृहत्फला"। नागबलायाः—"खरगन्धा", "महाशाखा", "महापत्रा", "महाफला", "चतुष्फला"। बला स्निग्धा हिमा स्वादुर्बल्या वल्या त्रिदोषनुत्। रक्तपित्तक्षयं हन्ति बलौजो वर्द्धयत्यपि। महाबला तु हृद्रोगवातार्शःशोफनाशनी। शुक्रवृद्धिकरी हन्याद्विषमज्वरं नृणाम्। गाङ्गेरुकी ('नागबला) मधुराम्ला कषायोष्णा गुरुस्तथा। कटुस्तिक्ता च वातघ्नी व्रणपित्तविकारजित्। वातपित्तापहं ग्राहि बल्यं वृष्यं "बलात्रयम्"। बलाचातिबला चैव महाबलबला बला। अन्या राजबला चेति बलायाः पञ्चकं मतम्। तत् पित्तवातजिद् ग्राहि बल्यं वृष्यञ्च कृच्छ्रजित्। स्निग्धं मधुरमायुष्यं वातासृग्दरनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ बलाऽतितिक्ता मधुरा पित्तातिसारनाशनी। बलवीर्य्यप्रदा पुष्टिकफरोगविशोधिनी। महाबला तु हृद्रोगवातार्शःशोफनाशनी। शुक्रवृद्धिकरी बल्या विषमज्वरहारिणी। मधुराम्ला "नागबला" कषायोष्णा गुरुस्तथा। कण्डूतिकुष्ठवातघ्नी व्रणपित्तविकारजित्। तिक्ता कटु "रातिबला" वातघ्नी क्रिमिनाशनी। दाहतृष्णाविषच्छर्द्दिक्लेदोपशमनी परा। 'महासमङ्गा' मधुरा अम्ला चैव त्रिदोषहा। युक्त्या बुधैः प्रयोक्तव्या ज्वरदाहविनाशनी। राजनिघण्टुः॥ बलाचतुष्टयं शीतं मधुरं बलकान्तिकृत्। स्निग्धं ग्राहि समीरास्रपित्तास्रक्षतनाशनम्। बलामूलत्वचश्चूर्णं पीतं सक्षीरशर्करम्। मूत्रातिसारं हरति दृष्टमेतन्न संशयः। हरे "महाबला" कृच्छ्रं भवेद्वातानुलोमनी। हन्या "दतिबला" मेहं पयसा सितया समम्।

भावप्रकाशः॥ स्निग्धा रुच्या बला वृष्या ग्राहिणी वातपित्तजित्। तद्व "नागबल"ऽत्यर्थं कृच्छ्रे क्षीणे क्षते हिता। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—रसायनार्थं नागबलामूलम्—"* नागबलामूलानि * पयसा मधुसर्पिर्भ्यां वा संयोज्य भक्षयेत्। जीर्णे च क्षीरसर्पिर्भ्यां शालिषष्टिकमश्नीयात्। संवत्सरप्रयोगादस्य वर्षशतमजरमायुस्तिष्ठतीति समानं पूर्व्वेण" (चि: १ अ:)। (२) क्षतक्षययोर्नागबलामूलम्—"पिबेन्नागबलामूलस्यार्द्धकर्षविवर्द्धनम्। पलं क्षीरयुतं मासं क्षीरवृत्ति रनन्नभुक्। एष प्रयोगः पुष्ट्यायुर्बलारोग्यकरः परः"। (चि: १६ अ:)। (३) वातव्याधौ नागबलामूलम्—क्वाथकल्कपयोभि र्व्वा बलादीनां पचेत् पृथक्" (च: २८ अ:)। (४) रक्तपित्ते बलामूलम्—"गव्य पयः *। * बलाशृतं गोक्षुरकैः शृतम्वा"। (चि: ५ अ:)। (५) रक्तार्शःसु बलामूलम्—"हन्त्याशु रक्तरोगं तथा बलापृश्निपर्णीभ्याम्" (चि: ८ अ:) (६) कफविसर्पे बलामूलम्—"* बलां। पृथगालेपनं कुर्य्यात्"। (चि: ११ अ:। (७) मदात्ययस्य पिपासायां बलामूलम्—"तृष्यते सलिलञ्चास्मै दद्यात्। * बलायाः शृतं *"। (चि: १२ अ:)। (८) व्रणनिर्वापणार्थं बलामूलम्—"* बलामूलं *। आलेपनं निर्व्वापणं *"। (चि: १३ अ:)। (९) व्रणशोधनार्थं बलामूलम्—"* बलाकुशः। * कषायाः शोधना मताः" (चि: १३ अ:)। (१०) वातरक्ते बला—बलाकषायकल्काभ्यां तैलं क्षीरसमं तथा। सहस्रशतपाकं वा वातासृग्वातरोगनुत्"। (चि: २९ अ:)। चरकः॥ रसायनार्थं बलामूलम्—"यथोक्तमागारं प्रविश्य बलामूलार्द्धपलं पलं वा पयसाऽऽलोड्य पिबेत् जीर्णे पयःसर्पिरोदन इत्याहारः। एवं द्वादशरात्र मुपयुज्य द्वादशवर्षाणि वयस्तिष्ठति। एवं दिवसशत मुपयुज्य वर्षशतं वयस्तिष्ठति"। (चि: २७ अ:)। (२) स्वरभेदे बलामूलम्—* बलाचूर्णं मथापि वा" (उ: ५३ अ:)। (३) रसायनार्थं अतिबला—"विशेषत स्त्वतिबलामुदकेन" (चि: २७ अ:)। सुश्रुतः॥ ज्वरे बलामूलम्—"बलायाश्च स्नेहाः सिद्धा ज्वरच्छिदः" (चि: १ अ:)। (२) राजयक्ष्मणि बलामूलम्—बलागर्भं *। सक्षीरं पयसा सिद्धं सर्पिर्दशगुणेन वा" (चि: ५ अ:)। वागभटः॥ हृद्रोगे नागबलामूलम्—"मूलं नागबलायास्तु

चूर्णं दुग्धेन पाययेत्। हृद्रोगश्वासकासघ्नं *। (हृद्रोग चिः)। (२) अववाहुके वलामूलम्—“मूलं वलायाः * पिवेद्वा। मासादसौ वज्रसमानवाहुः”। (वातव्याधि चिः)। (३) अन्त्रवृद्धौ वलामूलम्—तैलमेरण्डजं पीत्वा वलासिद्धं पयोऽन्वितम्। आध्मानशूलोपचितामन्त्रवृद्धिं जयेन्नरः”। (वृद्धि चिः)। (४) मूत्रकृच्छ्रे अतिवलामूलम्—कषायोऽतिवलामूलसाधितः सर्व्वकृच्छ्रजित्। (मूत्रकृच्छ्र चिः)। (५) प्रदरे वलामूलम्—“प्रदरं हन्ति वलाया मूलं दुग्धेन मधुयुतं पीतम्” (असृग्दर चिः)। चक्रदत्तः॥ अर्द्दिते वलामूलम्—वलाया * क्षीरं वातात्मके हितम्।” •(वातव्याधि चिः)। (२) विषमज्वरे महावलामूलम्—“महावलामूलमहौषधिभ्याम्। क्वाथो निहन्याद्विषमज्वरं हि। सशीतकम्पं परिदाहयुक्तं। विनाशयेद्द्वित्रिदिनप्रयोगात्”। (ज्वर चिः)। (३) फिरङ्गरोगे वलापत्रम्—“पीतपुष्पवलापत्ररसैष्टङ्कमितं रसम्। हस्ताभ्यां मर्द्दयेत् तावद् यावत् सूतो न दृश्यते। ततः संस्वेदयेद्धस्तावेवं वासरसप्तकम्। त्यजेल्लवणमम्लञ्च फिरङ्गस्तस्य नश्यति। (मः खः ४ भाः)। (४) रक्तप्रदरे कङ्कतिकामूलम्—“वला कङ्कतिकाख्या या तस्या मूलं सुचूर्णितम्। लोहितप्रदरे खादेच्छर्करामधुसंयुतम्। भावप्रकाशः॥ उन्मादे सितकुसुमवलामूलम्—“सितकुसुमवलायाः सार्द्धकर्षत्रयं यः। शिखरीचरणकोलं क्षीरपाकेन पक्वम्। पिवति तदनुशीतं प्रातरुत्थाय नित्यम्। जयति झटिति घोरं व्याधिमुन्मादमुग्रम्। (उन्माद चिः)। (२) सर्व्ववातविकारे वला—“वला निःक्वाथकल्काभ्यां तैलं पक्वं पयोऽन्वितम्। सर्व्ववातविकारघ्नं *”। (३) उरोग्रहे वलामूलस्वरसः—“सूर्य्यावर्त्तवलोद्भवाः। रसा एकैकशः कोष्णा हिङ्गो वा रामठान्विताः।” (उरग्रह चिः)। (४) श्लीपदे सहदेवामूलम्—“असाध्यमपि यात्यस्तं श्लीपदं चिरकालजम्। मूलेन सहदेवायास्तालमिश्रेन लेपितम्। (श्लीपद चिः) (५) आगन्तुव्रणे वलामूलम्—वलाशिलरिकामूलं। पिष्ट्वा तैलं विपाचयेत्। मूलतैलमितिख्यातं *।” (आगन्तुव्रण चिः) वङ्गसेनः॥ सद्योव्रणे नागवलास्वरसः—“खड्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्कालपूरितो व्रणः। गाङ्गेरुकीमूलरसैर्जायते गतवेदनः।” (२यः खः १ अः)। शार्ङ्गधरः॥

বলাচতুষ্টয়ের অন্বর্থসংজ্ঞা—বলার—"খরকাষ্টিকা", "শীতপাকী"। **অতিবলার**—"শীতপুষ্পা"। **মহাবলার**—"বর্ষপুষ্পী", "পীতপুষ্পী", "বৃহৎফলা"। **নাগবলার**—"খরগন্ধা", "মহাশাখা" "মহাপত্রা" "মহাফলা", "চতুষ্ফলা"। **বলাচতুষ্টয়ের ভাষানাম-বলার**—বাঃ—বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা। কোঃ—বাইড়েলী, ধলা বাইড়েলী। **হিঃ—খিরেটী, বরিয়ার।** আঃ—সরুশোণ্, বরিয়াল্। মঃ—লঘুচিকণা, খির হংটী, ঘোর চিকণা। গুঃ—বলদানা, খরেটী। কঃ—বেণে গরগ॥ **অতিবলার**—বাঃ—পেটারি, ঝাঁপিপেটারি। কোঃ—আঠার মামুড়্কী। **হিঃ—কাংঘী, ককহিয়া।** মঃ—বিকঙ্কতী, আকই, কাংস্থলী। গুঃ—খপাট্য কঃ—মুদ্রুদুরুবে॥ **মহাবলার**—বাঃ—বড়পীতবেড়েলা। **হিঃ—সহদেয়ী।** মঃ—ভাম্বুর্ডী। গুঃ—সহদেবী। তাঃ—নেচিট্টী। মঃ—পিরিনা। কঃ—বেল্লুদুরুবে॥ **নাগবলার**—বাঃ—গোরক্ষ চাকুলে। **হিঃ—গঙ্গেরন্. গুলসকরী।** মঃ—গাঙ্গেটী, গাণ্ডে ধামণ। কঃ—বট্টগরুকে। **পরিচয়ে মতভেদ**—বলার নানাজাতি—তন্মধ্যে বৈদ্যকে "বলাপঞ্চক" ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বলাচতুষ্টয়ে রাজবলা যোগ করিলে, বলাপঞ্চক হয়। **চক্রপাণি**, চারক "দশেমানি"র বল্য বর্গের টীকায় লিখিয়াছেন—"অতিবলা পীতবলা"। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার** ভদ্রোদনী শব্দ কেবল বলার, এবং **রাজনিঘণ্টুকার** উহাকে বলা এবং নাগবলার পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে**—বাট্যায়নী শব্দ মহাবলার পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই বল্যবর্গের টীকাতেই **চক্রপাণি** লিখিয়াছেন—"বাট্যায়নী শ্বেতবলা ভদ্রোদনী পীতবলা"। চক্রসংগ্রহের বাতব্যাধি চিকিৎসার টীকায় "বলাস্তিস্রঃ" পাঠের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে **শিবদাস** লিখিয়াছেন—"বলা পীতপুষ্পা," অতিবলা গোরক্ষতণ্ডুলৈব" আবার চরকটীকায় (১৫ অঃ সূঃ) **চক্রপাণি** লিখিয়াছেন "নাগবলা গোরক্ষতণ্ডুলা"। পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই বিসম্বাদিত্বের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বলার যে নানা জাতি দৃষ্ট হইয়া থাকে তন্মধ্যে অনেকেরই পুষ্প পীতবর্ণ সুতরাং "পীতবলা" বা "পীতপুষ্পা" শব্দ বলার ইতরব্যবচ্ছেদকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। প্রাচীনগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইল। অর্ব্বাচীনগণও যে বলার লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে অবিসম্বাদী নহেন, ইহা শিরোদেশোদ্ধৃত লাটিন্ নামগুলি পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে। প্রাচীনগণ কর্তৃক সৃষ্ট মতভেদাবর্ত্তে পতিত জনের, বলার পরিচয় তত্ত্বনির্ণয় দুষ্কর। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই **ভাবপ্রকাশকার** বলাচতুষ্টয়ের হিন্দি ভাষানাম নির্দ্দেশ করিয়া, উহাদের স্বরূপ নির্দ্ধারণ অনায়াসসাধ্য করিয়াছেন। ইতর ব্যবচ্ছেদার্থ আমরা বলাচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের স্বরূপ বর্ণন, সংক্ষেপে লিখিতেছি।

বলা—লোকপ্রসিদ্ধ পীতবেড়েলা ও শ্বেতবেড়েলা উভয়ই বলা শব্দবাচ্য। **পীত-বেড়েলা,** পল্লিগ্রামে পথিপার্শ্বে যত্রতত্র অযত্নসম্ভূত হইয়া থাকে। উত্তম ক্ষেত্রে যত্নপূর্ব্বক পালিত হইলে, ইহা মনুষ্যসমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোচবিহারের আরণ্য বলা, রাঢ়ের বন্যবলাপেক্ষা উচ্চতর। সুবর্দ্ধিত না. হইলে ইহার **পাতা** প্রায় তুলসীর পাতার মত, পালিত হইলে পাটের বা ধঞ্চের গাছের মত ইহাও প্রায় অশাখ হইয়া থাকে। বন্যা-বস্থায় হ্রস্বশাখান্বিত ক্ষুপ। **পুষ্প,** ক্ষুদ্র পীতবর্ণ। **ফল,** ছোট, বহুবীজপূর্ণ। **শ্বেত-বেড়েলার ফুল** শাদা, **পত্রফলও** পীতবেড়েলার সদৃশ নহে—কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

অতিবলা—কাহার মতে শ্বেত বেড়েলাই অতিবলা, ভাবপ্রকাশকার অতিবলার হিন্দি নাম "ককহিয়া" লিখিয়াছেন। "ককহিয়া" বলিলে একজন হিন্দুস্থানের লোক যাহা বুঝিয়া থাকে, বাঙ্‌লায় "পেটারি" বলিলে আমরা ঠিক্ তাহাই বুঝিয়া থাকি। অতএব **ভাবপ্রকাশোক্ত** ভাষানাম আদৃত হইলে, অতিবলা পেটারি, শ্বেতবেড়েলা হইতে পারে না। **বৃন্দ** কৃত **সিদ্ধ যোগের** বাতাধিকারে' পঠিত নারায়ণতৈলোক্ত "বলা বাতিবলাচৈব" পাঠের ব্যাখ্যায় **শ্রীকণ্ঠও** লিখিয়াছেন "অতিবলা পেটারিকেতি প্রসিদ্ধা"। রাঢ়ে "পেটারি" সর্ব্বজন পরিচিত। তথাপি অন্যের সুলভা প্রতীতির জন্য এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। পেটারির **ক্ষুপ** মনুষ্যের কটী সমান উচ্চ হয়। **পাতা** চৌড়া, শুভ্র রোমান্বিত, **পত্রবৃন্ত** দীর্ঘ। শরতে পুষ্পিত এবং শীতে ফল পরিপক্ক হয়। **দীর্ঘবৃন্ত,** এক একটী পুষ্প ধারণ করে **ফল** বিচিত্র চক্রাকৃতি, প্রায় ১৮—২০টী ভাঁজ মণ্ডলাকারে সন্নিবিষ্ট। প্রতি ভাঁজে বীজ থাকে। বালকেরা ফল লইয়া "ছাপ" দেয়। **রক্সবর্গ** এবং **ক্ষোরি** লিখিত অতিবলার লাটিন নামই আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

মহাবলা—হিন্দুস্থানে "সহদেয়ী" বলিলে যে গাছকে বুঝায় সেই গাছের পৃথক্ কোন বাঙ্‌লা নাম নাই। ইহাও পীত বেড়েলা নামেই পরিচিত। পূর্ব্ববর্ণিত পীতপুষ্প বলা হইতে ইহাকে পৃথক্ করিবার জন্য আমরা ইহার বাঙ্‌লা নাম "বড় পীত বেড়েলা" লিখিয়াছি। **পত্র** অস্থূল, কর্কশ, **ফল,** ক্ষুদ্র, গোল ও কণ্টকব্যাপ্ত; ইহাই মহাবলার ইতরব্যবচ্ছেদক চিহ্ন। মহাবলার **পুষ্প** পীতবর্ণ এবং ইহা "বর্ষপুষ্পী"।

নাগবলা—হিন্দুস্থানের লোকের নিকট যে গাছ "গঙ্গেরন" বা "গুলসকরী" নামে পরিচিত তাহার সহিত সহদেয়ীর অর্থাৎ মহাবলার সাদৃশ্য আছে। নাগবালার বিশেষত্ব এই—মহাবলার পত্র অস্থূল ও ইহার পত্র স্থূল ও চিরিত এবং **ফুল** গোলাপী রঙের। মহাবলাপেক্ষা ইহার **ফল** বৃহত্তর এবং পক্ক ফল স্বয়ং পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাই বঙ্গের ভিষগ্-বর্গের নিকট গোরক্ষচাকুলে নামে পরিচিত। বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে, অজ্ঞ লোকে কত কি

যে নাগবলা ভ্রমে ব্যবহার করিয়া থাকে, অনুসন্ধিৎসু অনুসন্ধান করিলে, নিঃসংশয় বিস্মিত হইবেন। নব্যগণের মধ্যে কেহ বা S. Alba কেহ বা S. Spinosa কে নাগবলা বলিয়াছেন। আমার বোধ হয়, **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুক্ত** নাগবলার অন্বর্থ নামগুলি পাঠ করিলে, প্রেক্ষাবান্ পাঠক, **রক্তবর্গ** লিখিত S. Graveolensকেই নাগবলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—আর্দ্র মূলত্বক্ ও পত্র। তৈলাদির ক্বাথ্যরূপে সমগ্র ক্ষুপ ব্যবহৃত হয়। **মাত্রা**—মূলত্বক্ ক্বাথ—৫—১০ তোলা। মূলত্বক্ চূর্ণ—২—৮ আনা।

বৈদ্যকে বলাচতুষ্টয়ের ব্যবহার।

চরক—রসায়নার্থ নাগবলা—নাগবলা মূলত্বকচূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত কিম্বা মধু ঘৃত যোগে সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, শালি, ষষ্টিক ধান্যের অন্ন দুগ্ধ ঘৃতসহ ভোজন করিবে। সংযত হইয়া, এক বৎসর কথিত পথ্য সেবন পূর্ব্বক ঔষধ ব্যবহার করিলে জরাগ্রস্ত না হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকা যায় (চিঃ ১অঃ)। (২) **উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগে নাগবলামূল**—দেশকাল পাত্রানুসারে ক্রমে মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া নাগবলামূল-ত্বকচূর্ণ গব্যদুগ্ধ যোগে এক মাস সেবন করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দুগ্ধ পান করিবে। এই নাগবলারসায়ন, পুষ্টি, বল এবং আরোগ্য দান করে (চিঃ ১৬ অঃ)। (৩) **বাতব্যাধিতে নাগবলামূল**—বলার ক্বাথ, বলার কল্ক এবং গব্যদুগ্ধ সহ বিধিপূর্ব্বক পক্ক তিল তৈলের অভ্যঙ্গ, বাতব্যাধির পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৮ অঃ)। (৪) **রক্তপিত্তে বলামূল** ক্ষীরপরিভাষানুসারে বলামূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, রক্তপিত্তরোগীকে পান করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৫) **রক্তার্শোরোগে বলামূল**—বলামূল এবং পৃশ্নিপর্ণীর ক্বাথদ্বারা সাধিত খৈয়ের পেয়া, যে অর্শোরোগীর রক্তস্রাব হইতেছে তাহাকে পান করাইলে, রক্তস্রাব নিবৃত্তি পাইতে পারে (চিঃ ৯ অঃ) (৬) **কফজবিসর্পে বলামূল**—কফজ বিসর্পে বলামূল পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে (৭) **মদাত্যয়ের পিপাসায় বলামূল**—তৃষিত মদাত্যয় রোগীকে বলামূল দ্বারা কথিত জল পান করিতে দিবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৮) **ব্রণনির্ব্বাপণে বলামূল**—শ্বেতবেড়েলার আর্দ্র মূলত্বক্ পেষণপূর্ব্বক ব্রণে প্রলেপ দিলে, স্ফোটকের দাহ লৌহিত্যাদি নিবৃত্তি পাইয়া ফোড়া "বসিয়া যায়" (চিঃ ১৩ অঃ)। (৯) **ব্রণশোধনার্থ বলামূল**—বলামূলের ক্বাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে, ক্ষতের কদর্য্যস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া ক্ষতশুদ্ধি হয় (চিঃ ১৩ অঃ)। (১০) **বাতরক্তে বলামূল**—বলার ক্বাথ, কল্ক ও

তৈলসম দুগ্ধ সহ তিলতৈল যথাবিধি, শত বা সহস্রবার পাক করিয়া, অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত ও বাতব্যাধি নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২৯ অঃ)।

সুশ্রুত রসায়নার্থ বলামূল— কুটী প্রবেশপূর্ব্বক যোগ্যমাত্রায় শ্বেতবেড়েলার মূলচূর্ণ দুগ্ধসহ পান করিবে, ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ঘৃতযোগে অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপ দ্বাদশ দিবস ঔষধ সেবনে ১২শ বর্ষ এবং শত দিবস সেবনে শত বর্ষ অজরাগ্রস্ত থাকা যায় (চিঃ ২৭ অঃ)। রসায়ন দুই প্রকার কুটীপ্রাবেশিক এবং বাতাতপিক। রুদ্ধদ্বার গৃহে বাসপূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত রাখিয়া, যে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়, তাহাকে কুটীপ্রাবেশিক এবং যাহা সেবনকালে বাতাতপ সেবন নিষিদ্ধ নহে তাহাকে বাতাতপিক বা সৌর্য্যমারুতিক রসায়ন বলে। চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশাদি ঔষধ কুটীপ্রবেশিক রসায়ন। কুটীপ্রবেশিক রসায়ন বিত্তহীনের অযোগ্য। এতদ্বিবরণ চরক চিকিৎসিত স্থানের প্রথমাধ্যায়ে অনুসন্ধেয়। (২) **স্বরভেদে বলামূল**—যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে তাহাকে বলামূলত্বক্‌চূর্ণ মধুগব্যঘৃতদ্বারা আপ্লুত করিয়া পান করাইবে (উঃ ৫৩ অঃ)। (৩) **রসায়নার্থ অতিবলা**—কুটীপ্রবেশপূর্ব্বক যোগ্য মাত্রায় অতিবলার মূলত্বক্ (পেটারি মূলত্বক্) ঈষদুষ্ণজলের সহিত পান করিবে। এবং বলা সেবনকালে যে প্রকার আহার বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে (চিঃ ২৭ অঃ)। **সুশ্রুত** বলিয়াছেন "বলকামানাং শোণিতচ্ছর্দ্দয়তাং বিরিচ্যমানানাঞ্চোপদিশ্যতে" সুতরাং ইহা কেবল রসায়ন নহে।

বাগ্‌ভট,—জীর্ণজ্বরে বলামূল—বলার কাথকল্কদ্বারা পক্ক গব্যঘৃত, যোগ্যমাত্রায় সেবন করিলে জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় (চিঃ ১০ অঃ)। (২) **রাজযক্ষ্মায় বলামূল**—বলার কল্ক এবং ঘৃতের দশগুণ গব্যদুগ্ধ দ্বারা, পক্ক ঘৃত, যক্ষ্মরোগীর পক্ষে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত হৃদ্রোগে নাগবলামূল—গোরক্ষচাকুলের মূলত্বক্‌চূর্ণ ঈষদুষ্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহা কাসশ্বাসান্বিত হৃদ্রোগে হিতকর (হৃদ্রোগ চিঃ। (২) **অববাহুকে বলামূল**—অববাহুকনাম বাতব্যাধিতে বলামূলের স্বরস বা কাথ নাসিকাদ্বারা, অসমর্থপক্ষে মুখদ্বারা পান করিবে (বাতব্যাধি চিঃ)। (৩) **অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে বলামূল**—ক্ষীরপরিভাষানুসারে বলামূলত্বকের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিবে। ইহা সেবনে অচিরোৎপন্ন অন্ত্রবৃদ্ধি জয় করা যায় (বৃদ্ধিরোগ চিঃ)। (৪) **মূত্রকৃচ্ছ্রে অতিবলামূল**—অতিবলার (পেটারি) মূলত্বকের কাথ পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় (মূত্রকৃচ্ছ্র চিঃ)। (৫) **প্রদরে বলামূল**—বলামূলত্বক্ দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক মধুযোগে দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে। ইহা প্রদরে হিতকর।

ভাবপ্রকাশ—অর্দ্দিতবাতব্যাধিতে বলামূল—ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত বলাক্কাথ, বাতাত্মক অর্দ্দিতে হিতকর (বাতব্যাধিঃ চিঃ)। (২) **বিষমজ্বরে মহাবলামূল**—মহাবলামূলত্বক্ ও শুণ্ঠীর কাথ দুই তিন দিন সেবন করিলেই শীতকম্প-পরিদাহযুক্ত বিষমজ্বর নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)। (৩) **ফিরঙ্গরোগে পীতবলা-পত্র**—পীতপুষ্প বলার পত্ররস এবং অর্দ্ধ তোলা পারদ পাণিতলে স্থাপনপূর্ব্বক, পারদ যাবৎ অদৃশ্য না হয় তাবৎ পাণিদ্বয়ে পরস্পর ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। সপ্তাহকাল এইরূপ করিবে। অম্ল ও লবণ ত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে। ইহা ফিরঙ্গ রোগ (সিফিলিশ্) নাশক (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (৪) **লোহিতপ্রদরে কঙ্কতিকা**—রক্তপ্রদরে, অতিবলা অর্থাৎ পেটারির মূলত্বকের সূক্ষ্মচূর্ণ চিনি ও মধু যোগে সেবন করিবে। (প্রদর চিঃ)।

বঙ্গসেন—উন্মাদে শ্বেতপুষ্পবলা—(প্রয়োগ বিধি ১ খণ্ড ২৬ পৃঃ দেখ)। (২) **সর্ব্ববাতবিকারে বলা**—বলার কাথ, কল্ক এবং তৈলসম গব্যদুগ্ধ যোগে যথাবিধি পক্ক তিল তৈলের অভ্যঙ্গ, সর্ব্ববাতবিকারে হিতকর (বাতব্যাধি চিঃ)। (৩) **উরোগ্রহে বলামূল স্বরস**—উরোগ্রহগ্রস্ত রোগী বলামূলের রস হিঙ্গুসহ পান করিবে (উরোগ্রহ চিঃ)। (৪) **শ্লীপদে সহদেবামূল**—মহাবলার আর্দ্র-মূলত্বক্ এবং হরিতাল কিঞ্চিৎ জলসহ একত্র উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক লেপন করিলে, চিরকালজ অসাধ্য শ্লীপদও (গোদ্) প্রশমিত হইয়া থাকে। (শ্লীপদ চিঃ)। (৫) **আগন্তুব্রণে বলামূল**—বলামূল এবং অপামার্গ মূলের কল্কসহ যথাবিধি পক্ক তিলতৈল আগন্তুব্রণে (অর্থাৎ অগ্নিশস্ত্রাদি-কৃতক্ষতে) হিতকর (আগন্তুব্রণ চিঃ)।

শার্ঙ্গধর—সদ্যোব্রণে নাগবলা স্বরস—খড়্গাদি দ্বারা কোন অঙ্গ ছিন্ন হইবামাত্র নাগবল মূল স্বরস সেচন করিলে, বেদনা জন্মিতে পারে না (২য় খঃ ১ অঃ)।

বক্তব্য—বৈদ্যকে "বলাদ্বয়ং" "বলাত্রিয়ঃ" শব্দের প্রয়োগ আছে। টীকাকারগণ বলাদ্বয়, বলাত্রয়ের অর্থ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাঠকের অবগতির জন্য এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে। "বলাদ্বয়ং বলাঽতিবলা চ" (অরুণ—সূঃ ১৫ অঃ)। "বলাত্রিয় ইতি বলা, অতিবলা, নাগবলা ইতি খ্যাতা—(**শিবদাস**—বাতব্যাধি চিঃ)।

Constituents.—of *Sida Cardifolia*—The root contains asparagin and gelatine. **Actions and uses.**—The roots are cooling, astringent, bitter tonic, febrifuge, demulcent, and diuretic. Given with ginger in fevers and urinary diseases ; also in rheumatism. As a demulcent the juice is given in gonorrhœa, leucorrhœa and chronic diarrhœa. The root of S. *Carpinifolia* is locally used by the Hindoos as a paste, with

Sparrows dung to burst, boils. The leaves of S. *Cordifolia* are made into varalians and appiied to the eyes in ophthalmia, (*Materia Medica of India—R. N. Rhory*—II. p. 100). **Constituents**—*Of Abutilon Indicum*—The leaves contain mucilage, tannin, organic acid and traces of asparagin and ash containing alkaline sulphates, chlorides, magnesium phosphate and calcium carbonate, **Actions and uses.**—Seeds demulcent ; tho bark diuretic and cooling, used like althæa, in gonorrhœa Strangury, &c. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 92).

নব্যমত—বলামূল—শীত, কষায়, তিক্তবল্য, জ্বরঘ্ন, স্নিগ্ধ এবং মূত্রল। শুঠের সহিত ইহা, জ্বর, মূত্রদোষ এবং বাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধতা সম্পাদক বলিয়া, ইহার রস "গণোরিয়া", প্রদর এবং গ্রহণী রোগে সেব্য। কপোত বিষ্ঠার সহিত বলামূলত্বক্ পেষণ-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পক্ব স্ফোটক প্রলিপ্ত করিলে, বিদীর্ণ হইয়া যায়। "চোক্ উঠিলে" চক্ষুর উপরি অথণ্ড **পেটারির** পত্র স্থাপন করিবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্. ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি—২য় খণ্ড—১০০ পৃঃ)। **পেটারির মূলত্বক্**—শীত ও মূত্রকর, অতএব ইহা "গণোরিয়া", মূত্ররোধ প্রভৃতি পীড়ায় হিতকর। ইহার **বীজ**, স্নিগ্ধ। (ঐ ২য় খণ্ড ৯২ পৃঃ)।

বব্বূল—বব্বূলঃ।

वब्बूलः, वर्ब्बुरः, वब्बोलः—Acacia Arabica, Mimosa Arabica.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"युग्मकण्टः", "दीर्घकण्टकः", "तीक्ष्णकण्टकः" "सूक्ष्मपत्रः", "पीतपुष्पः", "षट्पदमोदिनी", "मालाफलः", "पंक्तिबीजः", "दृढ़बीज", "अजभक्ष्यः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"कफान्तकः"। आसवर्ब्बुरस्य—"छत्राकः", "सूक्ष्मशाखः", "तनुच्छायः", "स्थूलकण्टकः", "रन्ध्रकण्टः"। वर्ब्बुरस्तु कषायोष्णः कफकासामयापहः। आमरक्तातिसारघ्नः पित्तदाहार्त्तिनाशनः। "आसवर्ब्बुरको" रुक्षो वातामयविनाशकृत्। पित्तकृच्च कषायोष्णः कफकृद्दाहकारकः। राजनिघण्टुः॥ वब्बूलः कफनुद्ग्राही कुष्ठकृमिविषापहः। भावप्रकाशः॥ वर्ब्बूरस्य तु 'निर्य्यासो' ग्राही पित्तानिलापहः। रक्तातिसारपित्तासृङ्मेहप्रदरनाशनः। भग्नसन्धानकः शीतः शोणितस्रुतिवारणः। आत्रेय-

संहिता ॥ वब्बूलस्य 'फलं' रुच्यं विशदं स्तम्भनं गुरु। कषायं मधुरं शीतं लेखनं कफपित्तहृत्। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः ॥

वैद्यके व्यवहारः—अतिसारे वब्बोलदलः—"कल्कः कोमलवब्बोलदलात् पीतोऽतिसारहा" (अतिसार चिः)। (२) उपदंशे वब्बोलदलः—वब्बोलदल-चूर्णेन * गुण्ठनं * उपदंशहरं परम्। (उपदंश चिः)। चक्रदत्तः ॥ स्नायुक-रोगे वब्बोलवीजम्—तद्वद् वब्बूलजं वीजं पिष्टं हन्ति प्रलेपनात्" (स्नायुक चिः)। (२) नेत्रस्रावे वब्बूलदलः—"वब्बूलदलनिःक्वाथो लेहीभूतस्तदञ्जनात्। नेत्र-स्रावो व्रजेच्छोषं मधुयुक्ताञ्जसंशयः" (नेत्ररोग चिः)। (३) अस्थिभग्ने वब्बूल-त्वक्—"आभाचूर्णं मधुयुतमस्थिभग्नस्त्र्यहं पिवेत्। पीते चास्थि भवेत् सम्यग वज्रसारनिभं दृढ़म्। (भग्न चिः)। भावप्रकाशः ॥ अतिसारे स्थूलवब्बूल—स्थूलवब्बूलपत्रस्य रसः पानाद्व्यपोहति। सर्व्वातिसारान्। शार्ङ्गधरः ॥ जलो-दरे वब्बूलत्वक्—"वब्बूलस्य त्वचं श्रेष्ठां क्वाथयेत् सलिलेन तु। पुनः पचेत् कषायन्तु यावत् सान्द्रत्व मागतम्। तत् पिवेत् तक्रसंयुतं तक्रभोजी मितासनः। निहन्यादाशु योगोऽयं जलोदरमपि ध्रुवम्"। (उदररोग चिः)। वङ्गसेनः ॥

বব্বূলের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"যুগ্মকণ্ট," দীর্ঘকণ্টক," তীক্ষ্ণ-কণ্টক "সূক্ষ্মপত্র," "পীতপুষ্প," "ষট্‌পদমোদিনী," "মালাফল," "পংক্তিবীজ," দৃঢ়বীজ "অজভক্ষ্য"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"কফাস্তক"। **জালবর্ব্বূরের**—"ছত্রাক," "সূক্ষ্মশাখা," তনুচ্ছায়," "স্থূলকণ্টক," "রক্ষ কণ্ট"।

বব্বূলের ভাষানাম—বাঃ—বাব্‌লাগাছ। হিঃ—ববুর, কীকর। মঃ—বাভূঠ্‌ঠ, বাবুঠ্‌ঠ কীকর। গুঃ—বাবল্। কঃ—পুলই। তৈঃ—বলবত্তুড়ু, নল্লতুম। উঃ—গুইডা। বম্—রোমকডি। দাক্ষি—কলি কিকর্। কাঃ—মুগিলাং। অঃ—অমুগিলাং।

বর্ণন—বব্বূলবৃক্ষ, পথিপার্শ্বে ও জলাশয়াসন্ন ভূমিতে স্বয়ং জন্মিয়া থাকে। উপরি লিখিত অন্বর্থ নামগুলিই ইহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। তথাপি ব্যাখ্যাস্বরূপ কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। **পত্র**, আমলকীর পত্রাপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। **সাধারণ বৃন্তে** প্রায় ১৫ যোড়া পাতা থাকে। **কণ্টক**—দৃঢ়, তীক্ষ্ণাগ্র এবং শুভ্রবর্ণ। **পুষ্প**—বর্ত্তুলাকৃতি, পীতবর্ণ, দীর্ঘক্ষীণ বৃন্তে স্থিত এবং কিঞ্চিৎ সুগন্ধি। শীতকালে পুষ্পিত হয়। **শিম্বি**, দীর্ঘ

ধূসরবর্ণ এবং বীজদ্বয়ের মধ্যভাগে সঙ্কুচিত। **বব্বূলনির্য্যাস** (বাবলার আঠা) গ্রীষ্মকালে সংগ্রহ করিতে হয়। বৈশাখে, পুষ্টবব্বূলবৃক্ষের কাণ্ডত্বকের স্থানে স্থানে অস্ত্রাঘাত করিলে, শুভ্রবর্ণ নির্য্যাস নির্গত হইয়া থাকে। **আর এক প্রকার** বব্বূলবৃক্ষ দৃষ্ট হয়, ইহার কণ্টক ক্ষুদ্র এবং অল্প। **শিম্বি**, অতিস্থূল লঙ্কার মত, অগ্রভাগে কিঞ্চিৎবক্র। ইহাই নিঘণ্টূক্ত **জালবর্ব্বুর** কিনা নিশ্চয় জানা যায় না। তবে ইহাকে'স্থূল বব্বূল বলা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত বব্বূল আমি কোচবিহারে দেখি নাই। শেষোক্ত বব্বূল স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা কোচবিহারে "জগন্নাথ পাগল" পূর্ব্ববঙ্গে 'কাঁটা নাগেশ্বর" নামে খ্যাত। ইহার পুষ্প দেখিতে বব্বূলতুল্য কিন্তু তদপেক্ষা সুগন্ধি। যাহা লোকতঃ "গুয়ে বাবলা" নামে প্রসিদ্ধ তাহা বস্তুতঃ বব্বূল নহে উহা বিট্‌ খদির মাত্র। ("খদির" দেখ)। **কবি** বব্বূল বৃক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—**"গাত্রং কণ্টকসংকটং প্রবিরলচ্ছায়া ন চায়াসহৃৎ। নির্গন্ধঃ কুসুমোৎকরঃ স্তবফলং ন ক্ষুদ্বিনাশক্ষমম্। বব্বুলদ্রুম-মূলমেতি ন জন স্তত্তাবদাস্তামহো। হ্যন্যেষামপি শাখিনাং ফলবতাং গুপ্তৈর বৃতির্জায়তে"** ॥

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ত্বক্‌, নির্য্যাস, বীজ। **মাত্রা**—পত্রকল্ক—৪—৮ ত্বক্‌কাথ—৪—১০ তোলা। আঠা—৪ আনা—১ তোলা। বীজকল্ক—২—৪ আনা। ত্বক্‌চূর্ণ ৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে বব্বূলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—অতিসারে বব্বূলপত্র—কোমল পিষ্ট বব্বূলপত্র শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **উপদংশে** বব্বূলদল—শুষ্ক বব্বূলপত্র চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উপদংশের ক্ষত পূরণ করিবে। (উপদংশ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—স্নায়ুকরোগে** বব্বূলবীজ—বব্বূলবীজ জলে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে স্নায়ুকরোগ প্রশমিত হয় (স্নায়ুক চিঃ)। (২) **নেত্রস্রাবে** বব্বূলদলফাণিত—বব্বূলপত্রের কাথ পুনঃ পাক করিয়া লেহবৎ করিবে, ইহা মধুসহ নেত্রে অঞ্জন করিলে, চক্ষু হইতে জলস্রাব বিনষ্ট করে (নেত্ররোগ চিঃ)। (৩) **অস্থিভগ্নে** বব্বূলত্বক্‌—অস্থি ভগ্ন হইলে বব্বূলত্বক্‌চূর্ণ মধুযোগে তিন দিন সেবন করিলে ভগ্নাস্থির সন্ধান হইয়া থাকে (ভগ্ন চিঃ)। শার্ঙ্গধর—**অতিসারে** স্থূলবব্বূলিকাপত্র—স্থূল বব্বূলের (কাঁটা নাগেশ্বর) পত্ররস অতিসার নাশ করে। **বঙ্গসেন**—জলোদরে বব্বূলত্বক্‌ ফাণিত—বব্বূলত্বকের কাথ গাঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পাক করিবে। এই ফাণিতাকার

কাথ তক্রের সহিত পান করিয়া, মিতাশী হইয়া তক্রপান করিলে, জলোদরও প্রশমিত হয় (উদর চিঃ)। (উদররোগ চিঃ)।

বক্তব্য—চরকে বব্বূলের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। আরবদেশজাত বব্বূল বৃক্ষের **নির্য্যাস** "আরবিগঁদ" নামে খ্যাত। **ক্ষোরি** বলেন "মকই" এবং "মসোয়াই" গঁদের মধ্যে, মকই গঁদই উত্তম। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ রাঢ়ের আঁটেল মাটীতে বব্বূলবৃক্ষ বিনা যত্নে অতি সত্বর উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রাঢ়ের বব্বূলবৃক্ষের নির্য্যাস "আরবিগঁদ" অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। কিন্তু ইহা সংগ্রহ করিবার জন্য লোকের আগ্রহ না থাকায়, এই গঁদ বাজারে পাওয়া যায় না। বব্বূল, সারবান্ কাষ্ঠের জন্য আদৃত, ইহার ত্বক্ চর্ম্মরঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়, আঠা ঔষধার্থ নিয়োজিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ উপকারী হইলেও ইহা অনুর্ব্বর ভূমিতে অতি সামান্য যত্নে পরিপুষ্ট হয়।

Constituents.—The gum contains arabic acid, combined with calcium magnesium and potassium ; also small quantity of malic acid, sugar, moisture 14 p. c., ash 3—4 p. c. **Actions and uses** —The bark is astringent and tonic, a substitute for oak bark. The decoction is used as a gargle in some Sore throat, in copious salivatien, and as a wash for ulcers ; externally applied it allays irritation of excoriations of sores and ulcers py forming a coating. The gum is used as a food for diabetic patients, as it is not convertible into sugar. In pharmacy it is used to suspend heavy insoluble powders in mixtures and in making pills. Powdered bark with gingelly oil is used externally in cancerous affections. Pods are given in cough. Leaves are local stimulant ; poultices of bruised tender leaves, are, applied to ulcers with sanious discharges. The gum is also demulcent emollient and used for irritated condition of the mucous membranes, as in cough, sore throat, catarrh of the stomach and intestines, as diarrhœa dysentery, leucorrhœa, cystitis, urethritis, &c. ; also in irritant poisons. (*Materia Medica of India – R. N. Khory*—II. p. 183).

নব্যমত—বব্বূলত্বক্—কষায়, বল্য, এবং "ওক্‌বার্কের" প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ত্বকের কাথ, গলক্ষত ও ভূরি লালাস্রাবে কবলার্থ এবং ক্ষত ধৌতিজন্য ব্যবহৃত হয়। ক্ষত বিদীর্ণ বা ক্ষতের মাংস অপসারিত হইলে, একপ্রকার জ্বালা উপস্থিত হইয়া থাকে, এই অবস্থায় বব্বূলকাথ সেবন করিলে, ক্ষতে স্তরের মত আবরণ জন্মিয়া বেদনা প্রশমিত হয়। **বব্বূলনির্য্যাস** (আঠা) জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া,

শর্করারূপে পরিণত হয় না বলিয়া, সোমরোগ ও মধুমেহগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ইহা উত্তম খাদ্য। **বাব্লার আঠা** স্নিগ্ধ, শীত এবং পোষক। অতএব ইহা শ্লেষ্মধরা কলার উত্তেজন জাত রোগে যথা—উংকাসি, গলক্ষত এবং পাকস্থালী ও অন্ত্রগত শ্লেষ্মদোষ অর্থাৎ আম ও রক্তাতিসার, শ্বেতপ্রদর, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়ায় সেব্য। বিষ উদরস্থ হইয়া অতিবমন ও অতি বিরেচন জন্মাইলে, ইহা সেবনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "মিক্শ্চারে" যদি এমন কোন ভেষজ থাকে যাহা অদ্রবনীয় এবং গুরু, তবে তাহা প্রায় পাত্রের তলায় জমিয়া যায়, কিন্তু ঐ "মিক্শ্চারে" যদি গঁদ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ ঘটিতে পারে না, এতদর্থে এবং বটিকা প্রস্তুত করিবার জন্য ঔষধালয়ে গঁদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বব্বূল **শিম্বী** কাসে হিতকর। পিষ্ট **বব্বূলপত্রের** লেপ কদর্য্যস্রাবী ক্ষতে প্রযোজ্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্. ক্ষোরি—২য় খণ্ড ১৮৩ পৃঃ)। **বাব্লার ছাল** ওক্বার্কের প্রতিনিধিরূপে গবর্ণমেণ্ট হঁসেপাতালে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ কানাইলাল বলেন, ওক্বার্ক অপেক্ষা ইহা অধিকতর ফলপ্রদ। ডাঃ দয়ালচাঁদ সোম বলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রদর রোগে বাব্লার ছালের কাথ ব্যবহার করিয়া, "এলাম্ ও জিঙ্ক্ লোশন" অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা, উক্ত লোশন অপেক্ষা ফলপ্রদ অথচ উত্তেজক নহে। অতিসারে যখন সম্বরণী বলির দৌর্ব্বল্য হেতু রোগীর অজ্ঞাতসারে মল নিঃসৃত হয়, তখন বাব্লার কাথের পিচকারী বড় উপকারী। মুখরোগে ও দাঁতের গোড়া ফুলায় বাব্লার ছালের কাথ দ্বারা কবল করিয়া, ফল পাওয়া গিয়াছে। শুষ্ক ছাল চূর্ণ কদর্য্য ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত আরাম হয়। বাব্লার পিষ্ট **কচি পাতা** সেবন করিলে আমাতীসার ও প্রমেহ পীড়ার উপশম হয়।

বহুবার ও ভূকর্ব্বুদার—বহুবারভূকর্ব্বুদারী।

বহুবারঃ. শ্লেষ্মাতকঃ, কর্ব্বুদারঃ, শেলুঃ—Cordia latifolia, *Roxb.* **ক্ষুদ্র-শ্লেষ্মাতকঃ ভূকর্ব্বুদারঃ, ভূশেলুঃ**—Cordia Myxa, *Willd.*

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—বহুবারস্য—"পিচ্ছলঃ", "বিলফলঃ", "গন্ধপুষ্প", "শ্লেষ্মাতকঃ" ("শ্লেষ্মাণমততি")। ভূকর্ব্বুদারস্য—"সূক্ষ্মফলঃ"। শ্লেষ্মাতকো হিমঃ স্বাদুঃ স্বাদুশ্চ পিচ্ছলঃ শুচিঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ শ্লেষ্মাতকঃ কটুর্হিমো মধুরঃ কষায়ঃ। স্বাদুশ্চ পাচনকরঃ ক্রিমিশূলহারী। আমাস্রদোষজরোধ-

बहुव्रणार्त्ति। विस्फोटशान्तिकारणः कफकारकश्च। भूकर्ब्बुदारो मधुरः क्रमिदोषविनाशनः। वातप्रकोपनः किञ्चित् सशीतः स्वर्णमारकः। राजनिघण्टुः॥
बहुवारो विषस्फोटव्रणविसर्पकुष्ठनुत्। मधुरस्तुवरस्तिक्तः केश्यश्च कफपित्तहृत्।
'फलमामन्तु' विष्टम्भि रूक्षपित्तकफास्रजित्। तत् 'पक्व' मधुरं स्निग्धं श्लेष्मलं शीतलं गुरु। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—कफजविसर्पे श्लेष्मातकत्वक्—"* त्वचं श्लेष्मातकस्य च। पृथगालेपनं कुर्य्यात् *"। (चिः ११ अः) चरकः॥ दशविधलूताविषे शेलुत्वक्—"सर्व्वासामेव युञ्जीत विषे श्लेष्मातकत्वचम्"। (कः ८ अः)। (२) रक्तपित्ते शाकार्थं शेलुदलम्—"पटोलशेलुसुनिषण्ण *। स्थितश्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा"। (उः ४५ अः)। सुश्रुतः॥ मसूरिकायां शेलुत्वक्—"शेलुत्वक् शीताम्बः सेकं वा कायशोषणे"। (२) शीघे वारि प्रयुञ्जीत गायत्रीबहुवारजम्" (मसूरिका चिः)। (३) केशकृष्णीकरणे शेलफलमज्जा—"काञ्जिकपिष्टशेलुफलमज्जनि सच्छिद्रलौहगी। तदर्कतापात् पतति तैलं तत्स्यस्य नस्यात्। केशा नीलालिसंकाशाः सद्यः स्निग्धा भवन्ति च। नयनश्रवणशीवादन्तरोगांश्च हन्त्यदः"। (क्षुद्ररोग चिः)। चक्रदत्तः॥ दृग्जातायां मसूर्य्यां बहुवारत्वक्—प्रलेपश्चक्षुषोर्दद्याद्बहुवारस्य वल्कलैः" (मसूरिका चिः)। भावप्रकाशः॥ विस्फोटे बहुवारत्वक्—श्लेष्मातकत्वचो वापि प्रलेपाश्शीतले स्थिताः" (विस्फोट चिः। वङ्गसेनः॥

বহুবারের ভাষানাম—ইহার এবং ভূকর্ব্বুদারের ঠিক্ বাঙ্‌লা নাম নাই—যেহেতু ইহা বঙ্গে বা রাঢ়ে জন্মে না। **হিঃ—লিসোড়া**। মঃ—ভেঁকর, শেঠ্ঠবণ্ট। গুঃ—গুন্দমোটো কঃ—চেন্নু গোন্নিনী। তৈঃ—নাকেরু। তাঃ—বিড়ি। উঃ—অড। ফাঃ—সিপিস্তান্। অঃ—সেফিস্তান্। দবক্। **সিং—লোলু**। **ভূকর্ব্বুদারের ভাষানাম—হিঃ—লসীড়া**। মঃ—গোন্ধনী। গুঃ—গুন্দীনাংনী॥ তৈঃ—সুককেরু। অন্যান্য ভাষায় বহবারের ভাষানামে লঘুত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া ইহাকে পৃথক্ করা হয়। **অন্বর্থ-সংজ্ঞা—বহুবারের**—"পিচ্ছল", "শ্লেষ্মাতক", "সিতফল", "গন্ধপুষ্প"। **ভূকর্ব্বুদারের** "হ্রস্বফল"।

বর্ণন—দশ দ্বাদশ বৎসরের একটী বহুবার **বৃক্ষ** ১৩।১৪ হাতের অধিক উচ্চ হয় না। ইহার **কাণ্ড**, হ্রস্ব ও কুব্জ। **শাখা**, বহু, বিস্তৃত এবং ভূমির দিকে আনত। **পত্র**, প্রায় গোল। পত্রোদর মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ, পাণ্ডুবর্ণ ও কর্কশ। **পুষ্প**, শুভ্র, ক্ষুদ্র, বহুসংখ্যক এবং গুচ্ছাকারে স্থিত। শীতে পুষ্পিত হয়, বর্ষায় ফল পরিপক্ক হইয়া থাকে। ইহার **ফল** ভূকর্ব্বুদারের ফলাপেক্ষা বৃহত্তর, বর্ণ, অপকাবস্থায় পীতাভ শুভ্র, পক্ক হইলে পীত, শুষ্ক হইলে অতি সঙ্কুচিত ও কৃষ্ণ। **বীজ** অতি পিচ্ছিল ফলশস্যে নিমজ্জিত এবং শাঁস হইতে সহজে পৃথক্ করা যায়। **ভূকর্ব্বুদারের** বৃক্ষ, বহুবার বৃক্ষাপেক্ষা হ্রস্বতর। অপরাংশে ইহা সর্ব্বথা বহুবারের তুল্য। বিশেষত্ব এই—ইহার **ফল** ক্ষুদ্রতর, প্রায় জায়ফলের মত, শাঁসে বীজ সংশ্লিষ্ট, শাঁস বহুবারাপেক্ষা পিচ্ছিল এবং মধুরতর। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, ত্বক্, ফল ও ফলমজ্জা। **মাত্রা**—ত্বক্ ও ফলের কাথ—আধ ছটাক হইতে এক ছটাক।

বৈদ্যকে বহুবারের ব্যবহার।

চরক—কফজবিসর্পে বহুবারত্বক্—অল্পঘৃতসংযুক্ত পিষ্ট বহুবার ত্বকের প্রলেপ কফবিসর্পে হিতকর (চিঃ ১১ অঃ) **সুশ্রুত—দশবিধলুতাবিষে** শেলুত্বক্—বাহ্য ও আভ্যন্তর দশবিধলুতাবিষের পক্ষেই বহুবারত্বকের প্রয়োগ হিতকর (কঃ ৮ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে শাকার্থে** শেলুদল—ঘৃতভর্জ্জিত কোমল বহুবার পত্র রক্তপিত্তীকে সেবন করাইবে (উঃ ৪৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—মসূরিকায়** শেলুত্বক্—মসূরিকা রোগীর স্ফীত প্রত্যঙ্গ প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বহুবার ত্বকের শীতকষায় তদঙ্গে সেচন করিব (মসূরিকা চিঃ)। (৩) **কেশকৃষ্ণীকরণে** বহুবারফলমজ্জা—একটী ছিদ্রবহুল লৌহপাত্র কাঞ্জিকপিষ্ট বহুবারফলমজ্জা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, রৌদ্রে রাখিবে। সূর্য্যোত্তাপ পাইয়া উহা হইতে যে তৈল, পতিত হইবে, সেই তৈল্য অভ্যঙ্গ করিলে শুভ্রকেশ নীলভ্রমরতুল্য হয়। এই তৈল নয়ন, শ্রবণ ও দন্ত রোগের পক্ষেও প্রশস্ত (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—দৃগ্‌জাত মসূরিকায়** বহুবার—চক্ষুতে মসূরিকা জন্মিলে তৎপ্রতীকারার্থ কিম্বা চক্ষুতে মসূরিকাবির্ভাব প্রতিষেধার্থ, চক্ষুতে শেলুত্বকের প্রলেপ দিবে (মসূরিকা চিঃ)। **বঙ্গসেন—বিস্ফোটে** বহুবারত্বক্—বহুবারত্বকের প্রলেপ কিংবা কাথসেচন বিস্ফোটের পক্ষে হিতকর (বিস্ফোট চিঃ)। **বক্তব্য—চরক**, বিষঘ্নবর্গে বহুবার পাঠ করিয়াছেন। ভ্রান্ত অনুবাদকেরা বহুবারকে "চালদা" বলিয়া বিষম প্রমাদ ঘটাইয়াছেন।

Constituents.—The pulp of the fruit contains sugar, Gum, extractive matter, ash ; the bark contains a principle allied to cathartin. **Actions and uses.**—Demulcent and mucilaginous, used in coughs, chest affections and in irritation of the urinary passages, and as a laxative in bilious affections. The bark is mild astringent and tonic, and used in gėneral debility and convalescence. The decoction also is used as a gargle in sore mouth. (*Materia Mediea of India—II.—p.* 421.)

নব্যমত—বহুবার ফল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ; ইহা, কফ, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তমূত্রতা, এবং মৃদুরেচক হেতু পিত্তবিকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **ত্বক্**, মৃদু কষায় (সঙ্কোচক), বল্য, ইহা দৌর্ব্বল্য এবং পীড়াবসানজ দৌর্ব্বল্যে সেব্য। ত্বকের কাথ মুখক্ষতে কবলার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ক্ষোরি—২য় খণ্ড ৪২১ পৃঃ)। অধিক মাত্রায় মৃদু রেচক। ফলের শস্য দদ্রুর ভাল ঔষধ ! মিঃ বেডেন্ পাউয়েল্ বলেন, ইহার পাতা ক্ষতে ও শিরঃশূলে প্রযোজ্য। জাবা দ্বীপের লোকে বহুবারের ত্বক্ বলকারক এবং জ্বরঘ্ন বলিয়া ব্যবহার করে। ডাঃ ডিমক্ বলেন ১৮৭৭।৭৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে নাসিক জেলার লোকে বহুবারের ফল খাইয়াছিল।

বংশ—वंशः।

वंशः वेणुः—Bambusa arundinacea.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"त्वक्सारः", "शतपर्व्वा", "यवफलः", "कण्टकी", "दृढकाण्डः", "दृढग्रन्थि", "कुक्षिरन्ध्रः"। व्यवहारज्ञापिका संज्ञा—"धनुर्द्रुमः। कीचकस्य—"रन्ध्रवंशः"। वंशस्त्वम्लः कषायश्च कटुतिक्तश्च शीतलः। मूत्रकृच्छ्रप्रमेहार्शःपित्तदाहास्रनाशनः। वंशो व्रणास्रसंहारो भेदनः सकषायकः। वंशाश्च शूलकफकृद्विष्टम्भी श्लेष्मवातलः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। करीरगुणाः—पित्तास्रदाहकृच्छ्रघ्नं रुचिकृत् पथ्यं निर्गुणम्। वेणुरन्ध्रवंशयोर्गुणाः—वंशौ त्वम्लौ कषायौ च किञ्चित्तिक्तौ च शीतलौ। मूत्रकृच्छ्रप्रमेहार्शःपित्तदाहास्रनाशनौ। विशेषो रन्ध्रवंशस्तु दीपनोऽजीर्णनाशनः। रुचिकृत् पाचनो हृद्यः शूलघ्नो गुल्मनाशनः। "करीरं" कटुतिक्ताल्पं कषायं लघु शीतलम्। पित्तास्रदाहकृच्छ्रघ्नं रुचिकृत् पथ्यं निर्गुणम्। राजनिघण्टुः॥ वंशः सरः हिमः स्वादुः कषायो

वस्तिशोधनः। छेदनः कफपित्तघ्नः कुष्ठास्रव्रणदोषजित्। तत् 'करीरः' कटु पाके रसे रूक्षो गुरुःसरः। कषायः कफहृत् स्वादुःविदाही वातपित्तलः। तद् 'यवास्तु' सरा रूक्षाः कषायाः कटुपाकिनः। वातपित्तकरा उष्णा बद्धमूत्राः कफापहा। भावप्रकाशः। "त्वचिसारश्शिफा" स्पृश्या मूत्रकृच्छ्रनिवारिणी। क्वचित्॥ वंशरोचनगुणाः—कषाया मधुरा तिक्ता कासघ्नी वंशलोचना। मूत्रकृच्छ्रक्षयश्वासहिता वृष्या च बृंहणी॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ स्याद्वंशरोचना रूक्षा कषाया मधुरा हिमा। रक्ताशुद्धिकरी तापपित्तोद्रेकहरा शुभा। राजनिघण्टुः॥ वंशजा बृंहणी वृष्या बल्या स्वाद्वी च शीतला। रूक्षकषाय पित्तघ्नी दुष्टशोणितशोधिनी। तृष्णाकासज्वरश्वासक्षयपित्तास्रकामलाः। हरेत् कुष्ठं व्रणं पाण्डुं दाहकृद् वातकृच्छ्रजित्। भावप्रकाशः॥ वंशरोचनविशेषस्य पलाशगन्धाया गुणाः—त्वक्क्षीरी मधुरा रूक्षा कषायास्वादुविप्रणान्। पित्तश्वासक्षयान् हन्ति कासदाहनिषूदनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ तवक्षीरं तु मधुरं शिशिरं दाहपित्तनुत्। क्षयकासकफश्वासनाशनं चास्रदोषनुत्। राजनिघण्टुः॥

वैद्यके व्यवहारः—अर्शःसु वंशपत्रम्—"* वेणूनां *। * पत्राण्युत्क्वाथ्य शूलार्त्तं स्वभ्यक्त मवगाहयेत्" (चिः ८ अः)। चरकः॥ श्वविषे वंशमूलम्—"* शिफा पेया क्षीरेण परिपेषिता। अक्षोटवंशजा वापि श्वविषघ्नी प्रयत्नतः" (विष चिः) भावप्रकाशः॥

বংশের পরিচয়জ্ঞাপিকা—"ত্বক্‌সার," "শতপর্ব্বা" "যবফল," "কণ্টকী," "দৃঢ়কাণ্ড," দৃঢ়গ্রন্থি," "কুক্ষিরন্ধ্র" "ফলান্তক"। **ব্যবহারজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"ধনুদ্রুম।" কীচকের—"রন্ধ্রবংশ"। **বংশের ভাষানাম**—বাঃ বাঁশ। হিঃ—বাঁশ। মঃ—বেঁঠু, পোকঠ্‌ঠ। গুঃ—বাঁশ। কঃ—ধরডবী দীরু। তৈঃ—কচিকই, বদরু। তাঃ—মনগিল। বঃ—মাওগায়। ফাঃ—কসব্। **বংশের ভেদ ও বর্ণন**—বংশের নানা জাতি আছে। ইহাদের সাধারণ নাম বংশ। তল্‌দা বাঁশ, বাঁশিনী বাঁশ, ডাকোবাঁশ ও বেউড় বাঁশ রাঢ়ে প্রসিদ্ধ। পর্ব্বতে বিচিত্র প্রকারের বাঁশ জন্মিয়া থাকে। পর্ব্বতে এক প্রকার ছিদ্রযুক্ত বাঁশ জন্মে, ইহার নাম কীচক। **কালিদাস** হিমালয় বর্ণনে লিখিয়াছেন—"यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरीमुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यता मिच्छति किन्नराणाम्। तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्"॥ কুমার।

বংশ **কাণ্ডজ,** একটী বাঁশ রোপণ করিলে কালে তাহা হইতেই "ঝাড়" হয়। বর্ষার প্রথমে বাঁশের "কোঁড়" (বংশাঙ্কুর) বাহির হয়। দীর্ঘকালান্তে বংশ পুষ্পিত হয়। লোকের বিশ্বাস বংশের পুষ্পোদ্গম দেশ ব্যাপী কোন ভাবিদুর্ঘটনার নিদর্শন। পুষ্পিত বংশ সুদর্শন। **বংশের ফল** (বেণুযব) দেখিতে ঠিক্ ছোলার মত। স্মরণীয় উড়িষ্যাদুর্ভিক্ষের কালে, লোকে বেণুযব ভোজন করিয়াছিল। বংশবিশেষ দ্বারা বাদনার্থ বাঁশী রচিত হইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন—**"ছিন্নঃ সুনিম্নৈঃ মদ্ভৈর্বিদ্ধশ্চ নবসমধা। তথাপি হি সুবংশেন বিরসং নাপজল্পিতম্"।**

বংশলোচন—বংশলোচন বাঁশের ভিতর থাকে। সকল বাঁশে পাওয়া যায় না—কএক জাতীয় স্ত্রীবংশের পর্ব্ব হইতে ক্ষরিত রসবিশেষযে ইহা প্রস্তুত হয়। কথিত আছে কোন এক মহাজন এই প্রাকৃতিক বংশলোচন প্রস্তুত প্রণালী অনুকরণ পূর্ব্বক প্রচুর বংশলোচন উৎপাদন করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন, কীট বিশেষ বংশাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক বংশপর্ব্ব হইতে স্রুত রস দ্বারা বংশলোচন প্রস্তুত করে। এতদনুকরণার্থ তিনি সঞ্জাতরস বংশের স্থানে স্থানে ছিদ্র করিয়া কীট প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলে, তত্তৎবংশে প্রচুর বংশলোচন জন্মিয়াছিল। বম্বে প্রদেশের থানা নগরে পূর্ব্বে বংশলোচনের বিপুল বাণিজ্য ছিল। এক্ষণে ইহা বম্বে সহরেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে অরণ্য গুলি রাজ্যরক্ষিত বলিয়া, এ দেশের বংশ হইতে বংশলোচন লাভের সুবিধা নাই। বম্বের বাজারে তাবৎ বংশলোচন সিঙ্গাপুর হইতে আনীত। সম্ভবতঃ ইহা জাভা এবং ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ (Eastern Archipelago)—জাত বংশ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বম্বের বংশলোচন বাণিজ্য এক জনমাত্র মুসলমানের স্বাধিকারভুক্ত। বাজারে যে বংশলোচন পাওয়া যায় ঠিক্ তদবস্থাতেই উহা বংশ হইতে নিষ্কাশিত হয় না। পাক বিশেষ (Calcination) দ্বারা বংশলোচন এতাদৃশ মূর্ত্ত্যন্তর প্রাপ্ত হয়। এই পাক বিশেষের বিবরণ অজ্ঞাত, যে হেতু ইহা "বাণিজ্য রহস্য"। বাজারে দুই প্রকার বংশলোচন পাওয়া যায় নীলাভ-শ্বেত এবং শ্বেত। শ্বেত আবার দুই প্রকার—রুক্ষ ও সূক্ষ্মছিদ্রযুক্ত এবং মসৃণ ও অচ্ছিদ্র। বলা বাহুল্য পূর্ব্ব কথিত পাকবিশেষের গুণেই এই পার্থক্য ঘটিয়া থাকে মসৃণ অচ্ছিদ্র শ্বেত বংশলোচনই প্রশস্ত। শিরোদেশোদ্ধৃত নিঘণ্ট পাঠে **পলাশগন্ধা** বংশলোচনার উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভবতঃ কাঁচা বংশলোচন। বাজারে অধুনা যে পাক করা বংশলোচন পাওয়া যায় তাহা নির্গন্ধ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—অঙ্কুর, পত্র, কাণ্ড, মূল, ফল ও নির্য্যাস (বংশলোচন)।

বৈদ্যকে বংশের ব্যবহার।

চরক—অর্শে বংশপত্র—শূলার্ত্ত অর্শোরোগীকে তৈলমর্দ্দন করাইয়া, বংশপত্রের

কাথে অবগাহন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—কুক্কুরবিষে** বংশমূল —অঙ্কোট ও বংশমূল গোদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে কুক্কুরবিষ প্রশমিত হয় (বিষ চিঃ)।

Constituents—Tabashir contains silica 70 or silicium as hydrate of silicic acid, per oxide of iron, potash, lime and alumina. **Actions and uses**—The leaves are emmenagogue. Tabashir is stimulant, tonic, cooling and pectoral, and used in cough, cosumption, asthma and fever. In combination with other astringent medicines it is given in chronic dysentery and internal hæmorrhages. The young shoots are used as a vegetable and made into pickles. A decoction of bambo joints is said to increase the flow of lochia after delivery. The juice of leaves with aromatics is given in hæmatemesis. Older and dried stems of bamboo are used as splints in fracture. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 639.)

নব্যমত—বংশপত্র, আর্ত্তব রজঃস্রাবকারী সুগন্ধি ভেষজসহ বংশপত্রস্বরস, রক্তবমনে সেব্য। **বংশলোচন,**—উষ্ণ, বল্য শীত এবং উরোগত শ্লেষ্মরোগে হিতকর। ইহা, কফরোগ, ক্ষয়কাস, শ্বাস এবং জ্বরে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ধারক দ্রব্যের সহিত ইহা, গ্রহণী এবং রক্তপিত্তাদি রোগে সেবিত হইয়া থাকে। বাঁশের **কোমলপত্র** শাকার্থ কিংবা লবণাক্ত জলে সিক্ত রাখিয়াও সেবিত হইয়া থাকে। বাঁশের **গাঁইটের** কাথ "লোকিয়া" স্রাববর্দ্ধক (প্রসবের পর প্রসূতির যোনিমার্গ হইতে যে জলবৎ পদার্থ স্রুত হইয়া থাকে তাহাকে "লোকিয়া" বলে) বংশখণ্ড অস্থিভগ্নে বন্ধনদ্রব্যরূপে (splint) ব্যবহৃত হয় (কোরি—২য় খণ্ড—৬৩৯ পৃঃ)।

বালক—বালকম্।

बालकम्, ह्रीवेरम्, उदीच्यम्—Valeriana officinalis, Povonia odorata.

व्यवहारबोधिका संज्ञा—"ललनाप्रियम्", "कुन्तलोशीरम्", "कचामोदम्"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"केश्यम्"। बालकं शीतलं तिक्तं पित्तश्लेष्मविसर्पजित्। कफास्रक्कण्डूकुष्ठानि ज्वरदाहौ च नाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ बालकं शीतलं तिक्तं पित्तवान्तिव्रणापहम्। ज्वरकुष्ठातिसारघ्नं केश्यं श्वित्रव्रणापहम्। राजनिघण्टुः॥ बालकं शीतलं रुच्यं लघु दीपनपाचनम्। हृल्लासाऽरुचिविसर्प-

হৃদ্রোগামাতিসারজিত্। ভাবপ্রকাশঃ॥ হ্রীবেরং ছর্দ্দিহৃল্লাসতৃষ্ণাতিসারনাশনম্। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—রক্তপিত্তে—বালা—"হ্রীবেরমূলানি *। *এতে সমস্তা গণশঃ পৃথগ্বা রক্তং সপিত্তং শময়ন্তি যোগাঃ"। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অতিসারে বালা—"হ্রীবেরশৃঙ্গবেরাভ্যাং পক্বং বা পায়য়েজ্জলম্" (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) বিসর্পে বালা—"প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং, *। পৃথগালেপনং কুর্য্যাদ্দ্বন্দ্বশঃ সর্ব্বশোঽপিবা। প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেয়াঃ স্বল্পঘৃতাযুতাঃ"। (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) মদাত্যয়স্থ পিপাসায়াং বালা—"তৃষ্যতে সলিলঞ্চাস্মৈ দদ্যাদ্ হ্রীবেরসাধিতম্" (চিঃ ১২ অঃ)। (৫) বমনে বালা—"* সবালকং তণ্ডুলধাবনেন" (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ॥ ·ছিন্নে বালা—"* দগ্ধং হ্রীবেরং বা তদাম্লনম্" (অঃ ২০ অঃ)। বাগ্ভটঃ॥ পিত্তজে অর্শসি বালকম্—"বালকং শৃঙ্গবেরঞ্চ পায়য়েত্ তণ্ডুলাম্বুনা। মধুযুক্তং প্রশময়েদর্শঃ পিত্তসমুদ্ভবম্"। (অর্শসি)। (২) শিশোরতিসারে বালকম্—"হ্রীবেরশর্করাক্ষৌদ্রং পীতং তণ্ডুলবারিণা। শিশোঃ সর্ব্বাতিসারঘ্নং। বঙ্গসেনঃ॥

ব্যবহারজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ললনাপ্রিয়," "কুন্তলোশীর," "কচামোদ"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"কেশ্য"। **বালকের ভাষানাম**—বাঃ—বালা, গন্ধবালা। হিঃ—সুগন্ধবালা। মঃ—বাঠ্‌ঠা। গুঃ—বালো। কঃ—বালদবেরু, খসমুষ্টিবান। তৈঃ—বাট্টিবেল্লু। বং—বালা। ফাঃ—অসারুং।

বর্ণন—বালার "ললনাপ্রিয়," "কুন্তলোশীর," "কচামোদ" ও "কেশ্য" নাম পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ললনাগণ অগরু চন্দনাদি যেমন অঙ্গে অনুলেপন করিতেন, মস্তকে তদ্রূপ বালা লেপন করিতেন। বালা ক্ষুদ্র **ক্ষুপ** ইহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, সিন্ধু ও ব্রহ্ম দেশে জন্মে। **পুষ্প** ক্ষুদ্র গোলাপবর্ণ। **কন্দ** হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মূল নির্গত হইয়া থাকে। কন্দের গাত্র কৃষ্ণবর্ণ অভ্যন্তর শ্বেতাভ পীত। মূলগুলিও বর্ণতঃ কন্দতুল্য এবং পীড়ন করিলে ভাঙ্গিয়া যায়, কন্দ ও মূল উভয়ই কস্তূরীবৎ সুগন্ধি। চর্ব্বণ করিলে ঝাল লাগে। বণিক্‌দোকানে সচরাচর যে সমূল ক্ষুদ্র ক্ষুপ বালা নামে বিক্রীত হইয়া থাকে তাহা প্রায়ই অতি পুরাতন, এজন্য চর্ব্বণ করিলে বিশেষ কোন স্বাদ অনুভূত হয় না এবং যাদৃশ সুগন্ধি হওয়া উচিত তাদৃশ গন্ধ ও থাকে না। এতাদৃশ সুজীর্ণ বালা

ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ—বিশেষতঃ মূল ; মাত্রা—½ আনা হইতে ৩ আনা।

বৈদ্যকে বালকের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে বালা—রক্তচন্দনসহ বালার কল্ক, ফান্ট, শীতকষায় বা কাথ সেবন করিলে রক্তপিত্তে প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **অতিসারে** বালা—বালা ও শুঁঠের কাথ, অতিসার হইলে পান করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) **বিসর্পে** বালা—বালা পেষণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) **মদাত্যয়ের পিপাসায়** বালা—মদাত্যয় রোগীর পিপাসা থাকিলে, তাহাকে ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত বালার পানীয় পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৫) **বমনে** বালা—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট বালা বমনের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৩ অঃ)। **বাগ্‌ভট—শ্বিত্রে** বালা—বালা অন্তর্ধূমদগ্ধ করিয়া বহেড়ার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শ্বিত্রে লেপন করিলে তদঙ্গ গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয় (চিঃ ২০ অঃ)। **বঙ্গসেন—পিত্তার্শে** বালা—বালা ও শুঁঠের কাথ পিত্তার্শ নাশক। **শিশুর অতিসারে** বালা—বালা, চিনি ও মধু, তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে শিশুর অতিসার নিবৃত্তি পায় (বালরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, তৃষ্ণানিগ্রহণ ও দাহপ্রশমনবর্গে এবং **সুশ্রুত** এলাদিগণে বালা পাঠ করিয়াছেন। **ডিমক** বলেন ইংলণ্ড হইতে আমদানী ক্রমশঃ ক্ষীণ—সর্পাকৃতি এক প্রকার মূল, বঙ্গের লোকে বালার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহার করে।

Constiuents—A volatile oil 2 p. c., valerianic acid, formic, acetic and malic acids, chatinine, tannin, starch, sugar, resin, gum and extractive. **Actions and uses**—General stimulant, anodyne, hypnotic, antispasmodic, vermifuge and diaphoretic. It often stimulates sexual powers. As a sedative to reflex excitability, its action is opposed to that of brucine, thebaine, and strychnine. In full doses it stimulates the heart raises the temperature, and produces exhilaration of spirits. If long continued it leads to melancholia. In very large doses it is a powerful irritant of the brain and of the gastro-intestinal tract, leading to nausea. Vomiting, diarrhœa, frequent passage of urine containing lithates. The oil paralyses the brain and the spinal chord, lowers the blood pressure and slows the pulse. *Valerian* is used in epilepsy, hysteria, hemicranial nervous cough and hiccough. As a tonic it is given in fevers and low states of the system; also given in whooping cough, diabetes dysmenorrhœa, convulsions, worms and flatulence in children. In coma

of typhus fever the oil is very efficent. As an antispasmodic it is inferior to assafetida. *Validol* is used in asthma, hysteria, and as a preventive against sea sikness, as a stimulant, antispasmodic, anodyne it surpasses valerian in energy and rapidity of action, and besides it has anæsthetic properties. As an hypnotic it produces sleep like morphia, and chloral hydrate, 5 minims are sufficient to produce tranquil sleep without any deprssing action of the heart. It has been found very serviciable in biliary colic. (*Materia Medica of India—R.N.Khoay*—II. p.346.)

নব্যমত—বালা, উষ্ণ, বেদনাহর, সুপ্তিকারক, আক্ষেপনিবারক, ঘর্ম্মোৎপাদক এবং বৃষ্য। পূর্ণ মাত্রায় সেবিত হইলে, ইহা হৃদয়ের গতি বৃদ্ধি ও শারীরোষ্মার মাত্রাধিক্য জন্মায় এবং স্ফুর্ত্তি বর্দ্ধিত করে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে মনোবিকার উপস্থিত হয়, অত্যধিক মাত্রায় ভক্ষিত হইলে, মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং আমাশয় ও অন্ত্রের উত্তেজনা ঘটাইয়া বিবমিষা, বমন, অতিসার, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা এবং মূত্রসহ অশ্মরী পতিত হইয়া থাকে। বালার অন্যান্য উপাদানের গুণ ইংরাজি মূলে অন্বেষ্টব্য।

বাসক—वासकः।

वासा, वृषः, अटरूषकः—Adhatoda Vasica, *Nees*. Justicia Adhatoda, *Roxb*.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—श्वेतपुष्पस्य—"सिंहमुखी" ("सिंहास्यसदृशपुष्पत्वात्"—भानुजिदीक्षितः, "वाजिदन्ता" "(वाजिदन्ताभकेसरत्वात्"—भानुजिदीक्षितः,) "वृषः" ("वर्षति मधु" भा दीः)। ताम्रपुष्पस्य—"ताम्रः", "असितपर्णी"। आटरूषो हिमस्तिक्तः पित्तश्लेष्मास्रकासजित्। क्षयहृच्छर्दिकुष्ठघ्नो ज्वरतृष्णाविनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ वासा तिक्ता कटुः शीता कासघ्नी रक्तपित्तजित्। कामला कफवैकल्यज्वरश्वासक्षयापहा। राजनिघण्टुः॥ वासको वातकृत् स्वर्य्यः कफपित्तास्रनाशनः। तिक्तस्तुवरको हृद्यो लघुः शीतस्तृडर्त्तिहृत्। श्वासकासज्वरच्छर्दिमेहकुष्ठक्षयापहः। भावप्रकाशः॥ वासकस्य च पुष्पाणि*। कटुपाकानि तिक्तानि कासक्षयहराणि च। वासकः कासवैस्वर्य्यरक्तपित्तकफापहः। राजवल्लभः॥ "वृषपुष्पाणि *। कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते"। चरकः—शाः वः—सू—२७ पः। "अटरूषकवेत्राग्र * तिक्ताः,

पित्तकफापहाः" सुश्रुतः—शा—वः—(सूः ४६ उः)। "वृषगस्त्ययोः पुष्पाणि तिक्तानि कटु विपाकानि क्षयकासापहानि" सुश्रुतः—(पुः वः—सूः ४६ भः)।

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते वासकः—"वासां सशाखां सपलाशमूलां। कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्य। प्रदाय कल्कं विपचेद् घृतं तत्। सक्षौद्र माशेव निहन्ति रक्तम्॥ (चिः ४ अः)। चरकः॥ शोषे वासकः—"कृत्स्ने वृषे तत्कुसुमैश्च सिद्धम्। सर्पिः पिवेत् क्षौद्रयुतं हिताशी। यक्ष्माण-मेतत् प्रवलञ्च कासं श्वासञ्च हन्यादपि पाण्डुतां च। (भः ४१ भः)। रक्तपित्ते वासकपत्रस्वरसः—पिवेत् सिताक्षौद्रयुतं वृषस्य वा"। (उः ४५ भः)। (३) श्वासे वासकः—"कृत्स्ने वृषकषाये वा पचेत् सर्पिश्चतुर्गुणे। तन्मूलकुसुमावापशीतं क्षौद्रेण योजयेत्।" (उः ५१ भः)। (४) कासे वासकघृतम्—"रसेन वा वासकजेन पक्व" (उः ५२ भः)। सुश्रुतः॥ पित्तश्लेष्मज्वरे वासकः—"सपत्रपुष्पवासायाः रसः क्षौद्रसितायुतः। पित्त-श्लेष्मज्वरं हन्ति सास्रपित्तं सकामलम्।" (ज्वर चिः)। (२) गात्रदौर्गन्ध्ये वासकदलस्वरसः—"वासादलरसो लेपाच्छङ्खचूर्णेन संयुतः। गात्रदौर्गन्ध्य-नाशनः। (मः खः ३यः)। भावप्रकाशः॥ जीर्णज्वरे वृषः—"* वृषस्यच। * सिद्धाः स्नेहा ज्वरच्छिदः" (ज्वर चिः)। (२) 'कुष्ठे' वासा—"कोमल-सिंहास्यदलं सनिशं सुरभिजलेन पिष्टम्। दिवसत्रयेण नियतं क्षपयति कच्छूं विलेपनतः" (कुष्ठ चिः)। (३) सुखप्रसवार्थं वासामूलम्—"वासा मूलं ध्रुवं तद्वत् कटीवद्धे सूते द्रुतम्"। "अटरूषकमूलेन नाभिवस्तिभगालेपः कर्त्तव्यः" (स्त्रीरोग चिः)। चक्रदत्तः॥ गुदकीले वृषः—"वग्गतं कफवातेन अत्यर्थं गुदकीलकम्। स्वेदयेद् वा वृषापिण्डैः राज्ञया वाऽथ शिग्रुभिः" (अर्शः चिः)। (२) मसूरिकासु वृषः—"वृषस्य स्वरसं दद्यात् क्षौद्रयुतं कफात्मके" (मसूरिका चिः)। वङ्गसेनः॥

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—শ্বেতপুষ্পের—"সিংহমুখী" (সিংহাস্য তুল্য পুষ্প যার), "বাজিদন্তা" (বাজিদন্তাভ কেশর যার), "বৃষ" (মধু বর্ষণকারী)। তাম্রপুষ্পের—"তাম্র", "অসিতপর্ণী"। বাসকের ভাষানাম—বাঃ—

বাকস। হিঃ—বাষা, অড়ুষা। কোঃ—মধুবাক্‌সা, হাড়বাক্‌সা (তাম্রপুষ্প, বাসকের)। মঃ—অডুঠ্‌ঠা। গুঃ—অরডুশো। কঃ—আডসোগে। তৈঃ—আডাসারং। তাঃ—আধ-ডোডে। আঃ—বাহক্‌। সিং—বরবপন্ন।

বর্ণন—শ্বেত ও তাম্রপুষ্প ভেদে বাসক দুই প্রকার। শ্বেতপুষ্প বাসক, অনুচ্চ গুল্ম। **কাণ্ড** সরল, অকর্কশ; **শাখা**, প্রায় গোল, ক্ষুদ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্নযুক্ত, পত্র হীন শাখায় চ্যুতপত্রের অবস্থিতিজ্ঞাপক চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, শাখাগ্রন্থি স্ফীত। **পত্র**—দীর্ঘ, কিঞ্চিৎ চৌড়া, বৃন্ত হ্রস্ব, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রোদর ও পত্রপৃষ্ঠ মসৃণ। **পুষ্প**—শাখাগ্রবর্ত্তী পুষ্পদণ্ডে স্থিত, মিলিত দল, এবং দলাগ্র অধরোষ্ঠানুকরণে চিরিত, অতএব পূর্ব্বাচার্য্য ইহাকে "সিংহাস্য" বলিয়াছেন। অধরোষ্ঠানুকারী দলাগ্রভাগে বেগুনে রঙের চিহ্ন আছে। **তাম্রপুষ্প** বাসক সর্ব্বথা ইহার তুল্য—কেবল উহার **পত্র** গাঢ় হরিদ্বর্ণ ও স্থূল এবং শাখা বিশেষতঃ শাখাগ্রন্থি স্থানে স্থানে সিন্দুরাভ। ইহা শ্বেতপুষ্পাপেক্ষা স্বাদে তিক্ততর। রাঢ়ে তাম্রপুষ্প বাসক দুর্লভ, কোচবিহারে ইহা প্রচুর, লোকে ইহাকে "হাড় বাক্‌সা" বলে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্‌, পত্র পুষ্প। **মাত্রা**—ত্বক্‌কাথ—৫—১০ তোলা। পত্রস্বরস—১—২ তোলা। মূলত্বক্‌ চূর্ণ—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে বাসকের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে বাসক—বাসকের মূল, শাখা, পত্র ও পুষ্পের কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্কঘৃত, মধুযোগে সেবন করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। **সুশ্রুত—শোষে** বাসক—মূল, শাখা, পত্র ও পুষ্প সহ বাসক কুট্টিত করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, এই কাথ এবং বাসক পুষ্পের কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্ক ঘৃত সেবন করিলে, যক্ষ্মা, প্রবলকাস, শ্বাস এবং পাণ্ডু প্রশমিত হয় (উঃ ৪১ রঃ) **রক্তপিত্তে** বাসকপত্রস্বরস—রক্তপিত্ত রোগী শর্করা এবং মধুযোগে বাসকের পত্ররস সেবন করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)। (৩) **শ্বাসে** বাসক—বাসকের সমূলপত্রপুষ্প শাখা কুট্টিত করিয়া কাথ করিবে। ঘৃতচতুর্গুণ এই কাথ এবং বাসাকুসুমের কল্কদ্বারা পক্ক ঘৃত, মধু যোগে সেবন করিলে, শ্বাস প্রশমিত হয় (উঃ ৫১ অঃ)। **কাসে** বাসকঘৃত—বাসাপত্রস্বরসে পক্ক ঘৃত কাসহর (উঃ ৫২ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে** বাসাপত্র ও পুষ্পের রস, শর্করা ও মধু যোগে পান করিলে অম্লপিত্ত ও কাসযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয় (জ্বর চিঃ)। (২) **গাত্রদৌর্গন্ধে** বাসাপত্রস্বরস—বাসাপত্রের রসে শঙ্খভস্ম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, গাত্রদৌর্গন্ধ্য বিনাশ পায় (মঃ খঃ ৩য় ভাঃ)।

চক্রদত্ত—জীর্ণজ্বরে বাসক—বাসার কাথে যথাবিধি পক্ক ঘৃত পান করিলে

বিষময় প্রশমিত হয় (জ্বর চিঃ)। (২) **কুষ্ঠে** বাসকদল—কোমল বাসক পত্র গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক লেপন করিলে, তিন দিনে কচ্ছু নিশ্চিত বিনষ্ট হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (৩) **সুখ-প্রসবার্থ** বাসক মূল—বাসকের মূল কটিদেশে বাঁধিয়া দিলে, এবং ইহা পেষণপূর্ব্বক নাভিবস্তি ও যোনিতে লেপ দিলে, সুখপ্রসব হইয়া থাকে। **বঙ্গসেন—অর্শে** বাসক—কফবাতজ অর্শের বলিতে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, বাসকত্বকের পিণ্ড দ্বারা স্বেদ প্রশস্ত (অর্শঃ চিঃ)। (২) **কফাত্মিকা মসুরিকায়** বাসকপত্র—বাসক পত্র স্বরস মধুযোগে, কফাত্মক মসূরিকাগ্রস্ত রোগী পান করিবে (মসূরিকা চিঃ)। **বক্তব্য—চারক** "দশেমানি"তে বাসক পঠিত হয় নাই।

Constituents—An odorous principle, fat, resin, a bitter alkaloid vasicine, an organic acid, adhatodic acid, sugar, gum, colouring matter, salts. **Actions and uses**—Expectorant, antispasmodic, and alterative ; the flowers and roots with ginger and sitab are given in ague, rheumatism, consumption, asthma, chronic bronchitis and other chest affections ; the root is a fair substitute for senega. Leaves are often smoked in asthma. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 464.)

"Strong testimony in favour of the remedial properties of the drug. was furnished to the authors of the *Pharmacopœia of India* by Drs. Jackson and Dutt who employed it with marked succcess in bronchitis, asthma, and other palmonary and catarrhal affections. Case illustrative of its effects in catarrh bronchitis and phthisis have been published, by Mr. O. C. Dutt. (Indian annals of Med. Sci., 1865, Vol. X., p. 159). In Bengal the leaves are smoked in asthma ; good evidence of their value when thus used has been collected by Dr. G. Watt in the "Dict. of the Economic Products of India". Dr. Watt has also brought to notice the use of Adhatoda leaves in rice cultivation in the sutlej valley, The fresh leaves are scattered over recently flooded fields prepared for the rice crop, and the native cultivators say that they not only act as a manure but also as a poison to kill the aquatic weeds that otherwise would injure the rice. Experiments conducted by us show that the infusion acts upon the cells of those plants in the same manner as certain chemical reagents, by contracting their contents and causing their disintregration ; it also proves poisonous to any animalcules, frogs, leeches, &c. present in the water ; on the higher animals the leaves do not have this effect," (*Pharmacographia Indica—Dymcok*—III. p. 54.)

নব্যমত—বাসক, কফনিঃসারক, আক্ষেপনিবারক ও রসায়ন। ইহার ফুল এবং মূল, শুণ্ঠী ও "সিতাব" (Ruta Graveolens) সহ, কম্পজ্বর, বাত, ক্ষয়কাস, শ্বাস, পুরাণ কাস এবং অন্যান্য উরোগত শ্লেষ্মরোগে সেব্য। বাসকমূল "সিনেগার" উত্তম প্রতিনিধি। শ্বাসরোগে শুষ্ক বাসক পত্র "কল্কেতে সাজিয়া" খায় (কোরি—২য় খণ্ড ৪৬৪ পৃঃ)। **"ফার্ম্মাকোপিয়া ইণ্ডিয়া"** নাম পুস্তকের রচয়িতৃগণ কর্ত্তৃক ডাঃ **জ্যাক্সন্** এবং ডাঃ **উদয়চাঁদের** নিকটে হইতে বাসকের রোগনাশিকা শক্তির বলবৎ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রোক্ত ডাক্তার দ্বয়, কাস (Bronchitis), শ্বাস এবং অন্যান্য উরোগত শ্লেষ্মরোগে (Pulmonary and Catarrhal affections) বাসক প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। শ্লেষ্মরোগ (Catarrh), কাস (Bronchitis), এবং যক্ষ্মায় (Phthisis) বাসকের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 'ইণ্ডিয়ান্ এনাল্স অভ্ মেডিক্যাল্ সোসাইটী" ১৮৬৫ সালের ৫ম খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায়, ডাঃ উদয়চাঁদ কর্ত্তৃক লিখিত একটী রোগীর বিবরণ অবশ্য পাঠ করা উচিত। বাসকের পাতা "কল্কেতে সাজিয়া" খাইলে শ্বাসের "টান" প্রশমিত হয়। ডাঃ **ওয়াট্** স্বীয় অভিধানে এতদ্বিষয়ক বহু প্রমাণ সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, পঞ্জাব প্রদেশের কৃষকেরা বন্যাজলপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্রে বাসকের পাতা ছড়াইয়া দেয়। তাহারা জানে যে বাসকের পাতা সারের কার্য্য করে এবং ক্ষেত্রে "আগছা" জন্মিতে দেয় না। পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বাসক পত্রের কাথ, ভেক, জলৌকাদি জলস্থিত ক্ষুদ্র জীবেব পক্ষে বিষ। কিন্তু এতদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর পক্ষে বিষ নহে। (ডিমক্ ৩য় খণ্ড ৫৪পৃঃ)।

ডাঃ **ওয়াট্** বলেন, পানীয় জল রোগোৎপাদক বীজাণু বিবর্জ্জিত করিবার জন্য (to destroy the germs of disease) ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। কফনিঃসারকরূপে ইহার মূল "সেনেগা"র প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইণ্ডিয়া ফার্ম্মাকোপিয়ার রচয়িতা বলেন, বাসক পুরাতন কাস ও শ্বাসে যে বিষয়ে ফলপ্রদ, ইহা আমার পরীক্ষাসিদ্ধ। ডাঃ **অর্, এল্, দত্ত** বলেন রক্ত ও শ্বেতপুষ্প ভেদে বাসক দুই প্রকার। প্রথমটীই অধিক গুণদায়ক। বাসকের শুষ্ক পাতা কল্কেতে সাজিয়া ধূম পান করিলে শ্বাসের টান দূর হয়। **ছালচূর্ণ** ১০-২০ গ্রেণ মাত্রায় পুরাণ ব্রঙ্কাইটীস্ ও শ্বাসে উৎকৃষ্ট কফনিঃসারক। কাথের স্বেদ দিলে বাতের বেদনা এবং শোথ উপশমিত হয়। রক্তহীন অবস্থায় শোথ হইলে, বাসকের পাতার রস দেশীয় চিকিৎসকে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। **মূলচূর্ণ** ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রয়োগ করা হয়। **পাতার রস** উদরাময়ে ও রক্তাতিসারে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। জ্বরের পিপাসায় পাতার কাথ সেব্য। ইহা পিপাসায়। বাসকের পুষ্পেরও কাসঘ্নী শক্তি আছে।

বিড়ঙ্গ—विड़ङ्गः।

विड़ङ्ग—Embelia Ribes, *Burm.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—“चित्रतण्डुला”। गुणप्रकाशिका संज्ञा “क्रमिहा” “वातारिः”, “रसायनम्”। रूक्षोष्णं कटुकं पाके लघु वातकफापहम्। ईषत्तिक्तं विषान् हन्ति विड़ङ्गं क्रमिनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ विड़ङ्गा कटुरूक्षा च लघुर्वातकफार्त्तिनुत्। अग्निमान्द्यारुचिभ्रान्तिक्रमिदोषविनाशिनी। राजनिघण्टुः॥ विड़ङ्गं कटुतीक्ष्णोष्णं रूक्षं वह्निकरं लघु। अतितिक्तं विषसंहारि भ्रान्तिदोषनिकृन्तनम्। शूलाध्मानोदरश्लेष्मक्रमिवातविबन्धनुत्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—क्रिमिषु विड़ङ्गम्—“विड़ङ्गं क्रिमिघ्नानाम्” (सू: २५ अ:)। (२) ‘क्रिमिकुष्ठे विड़ङ्गम्—“पानाहारविधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च। क्रिमिनाशनं विड़ङ्गं *” (चि: ७ अ:)। चरकः॥ रसयानार्थं विड़ङ्गम्—“विड़ङ्गतण्डुलचूर्णमाहृत्य यष्टिमधुयुक्तं यथाबलं शीततोययोगेनोपयुञ्जीत शीततोयं चानुपिबेत्। एवमहरहर्मासं *। जीर्णे मुद्गामलकयूषेनालवणेनाल्पस्नेहेन घृतवन्त मोदन मश्नीयात्। एते खल्वशांसि क्षपयन्ति क्रमीनुपघ्नन्ति। ग्रहणधारणशक्तिं जनयन्ति। मासे मासे प्रयोगे वर्षशत मायुषोऽभिवृद्धिर्भवति (चि: २७ अ:) सुश्रुतः॥ अर्द्धावभेदके विड़ङ्गम्—“विड़ङ्गानि तिलान् कृष्णान् समं कृत्वा तु पेषयेत्। नस्य कर्म्मणि दातव्य मर्द्धभेदं व्यपोहति।” (शिरोरोग चि:) वङ्गसेनः॥

বিড়ঙ্গের ভাষানাম—বঃ—বিড়ঙ্গ। হিঃ—বায়বিড়ঙ্গ। হিঃ—बायविड़ङ्ग बि—बरजुताल। মঃ—বাবডিঙ্গ। গুঃ—বাবচীঙ্গ। কঃ—বায়ুবিডঙ্গ। তৈঃ—বায়ু বিড়ঙ্গমু। তাঃ—বায়বিলং। কাঃ—বরঙ্গ কাবুলী। অঃ—বরঙ্গ কাবলী। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“চিত্রতণ্ডুলা”। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“কৃমিহা”, “বাতারি”, “রসায়ন”।

বর্ণন—বিড়ঙ্গের লতা বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতান বিস্তার করে। শ্রীহট্টে প্রচুর জন্মে। সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত বিড়ঙ্গলতার কাণ্ড মনুষ্যের উরুতুল্য স্থূল হয়। শাখা-

প্রশাখা বহু, কোমলশাখা শুভ্রবর্ণ। **পত্র** সূক্ষ্ম সিরা ব্যাপ্ত ও মসৃণ। **পুষ্প**, গুচ্ছাকারে স্থিত, অতি ক্ষুদ্র, বহুসংখ্যক, হরিদাভ পীতবর্ণ। **ফল** ক্ষুদ্র, কোমল, শুভ্র রোমে ব্যাপ্ত। বসন্তে পুষ্পিত এবং বর্ষায় ফল পরিপক্ক হইয়া থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল। মাত্রা—ফলশস্য অর্থাৎ তণ্ডুলচূর্ণ ৪ আনা হইতে ১ $\frac{1}{4}$ তোলা।

বৈদ্যকে বিড়ঙ্গের ব্যবহার।

চরক—ক্রিমিরোগে বিড়ঙ্গ—ক্রিমিহর ভেষজের মধ্যে বিড়ঙ্গ শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ) **সুশ্রুত—রসায়নার্থ** বিড়ঙ্গ—যষ্টিমধু চূর্ণ সহ বিড়ঙ্গচূর্ণ শীতল জলের সহিত পান করিয়া পশ্চাৎ শীতল জল পান করিবে। এইরূপ এক মাসকাল প্রত্যহ সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে অলবণ অম্ল স্নেহান্বিত মুদ্গামলকীর যূষ এবং প্রচুর গব্য ঘৃতসহ অন্ন ভোজন বরিবে। ইহা অর্শোঘ্ন, ক্রিমিনাশক এবং মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধক। এই বিড়ঙ্গ রসায়ন মাসে মাসে একবার মাত্র সেবন করিলে শত বর্ষ আয়ু অভিবর্দ্ধিত হয় (চিঃ ২৭ অঃ)। **বঙ্গসেন অর্দ্ধাবভেদকে** বিড়ঙ্গ—বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে চূর্ণ বস্ত্র পূত করিয়া, নস্য গ্রহণ করিলে "আধকপালে" নিবৃত্তি পায় (শিরোরোগ চিঃ)।

বক্তব্য চরক,—তৃপ্তিঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন ক্রিমিঘ্ন ও শিরোবিরেচনোপগ বর্গে বিড়ঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** বলিয়াছেন বিড়ঙ্গের তৈল শিরোবিরেচক (চিঃ ৩১ অঃ)। **চারক** তৈলযোনিবর্গে বিড়ঙ্গের উল্লেখ নাই (সূঃ ১৩ অঃ)।

Constituents—Embelic acid, a volatile and fixed oil, colouring matter, tannin, a resinoid body and an alkaloid called christembine. **Actions and uses**—The pulp is purgative, the fresh juice cooling diuretic and laxative. The fruit is carminative, anthelmintic, alterative and stimulant ; mixed with ervados and pipli, the pulp is given to children in habitual constipation and in acute capillary bronchitis ; as a carminative the fruit is given in dyspepsia and flatulence, as an alterative in skin disease and rheumatism. When taken for a long time it is found to turn the urine acid and red. *Materia Medica of India R. N. Khory*—II. p. 426.)

অন্যান্য—বিড়ঙ্গচূর্ণ রেচক। আর্দ্র বিড়ঙ্গস্বরস, স্নিগ্ধ, মূত্রকর এবং মৃদুরেচক। বিড়ঙ্গ, আধ্মানহর, ক্রিমিঘ্ন, রসায়ন এবং উষ্ণ। বিড়ঙ্গ, মৌরী ও পিপুল যোগে, শিশুর চিরজাত কোষ্ঠবদ্ধে এবং তরুণ কাসবিশেষে (Acute capillary bronchitis) ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে. আধ্মানহর ও বায়ুনাশক বলিয়া বিড়ঙ্গ, গ্রহণী এবং আধ্মান রোগে

প্রয়োজ্য। রসায়ন বলিয়া ইহা বাত এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে সেব্য। দীর্ঘকাল বিড়ঙ্গ সেবন করিলে মূত্র কটু ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। (ক্লোরি—২য় খণ্ড ৪২৬ পৃঃ)।

বিদারী—বিদারী।

विदारी—Convolvulus paniculatus, *Willd.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—विदार्य्याः—"गजेष्टा" क्षीरविदार्य्याः—"इक्षुगन्धा"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा**—विदार्य्याः—"स्वादुकन्दा", "वृष्यकन्दा", "स्वादुलता"। क्षीरविदार्य्याः—"क्षीरवल्ली", "क्षीरकन्दा", "क्षीरशुक्ला"। **पूर्व्वाचार्य्यकृत-वर्णनम्**—"विदारी विदारीकन्दः स द्विविधः एको दीर्घकाण्डो बहुक्षीरः क्षीरविदारी व्यवह्रियते। अन्यो हस्तिपादकोऽल्पक्षीरः"—(चक्रपाणिः—च: टी: सू: २८ अ:)। विदारी शिशिरा स्वादुर्गुरुः स्निग्धा समीरजित्। पित्तास्रजित् तथा बल्या वृष्या चैव प्रकीर्त्तिता। विदारिकन्दो (क्षीरविदारी) बल्यश्च वातपित्त-हरश्च सः। मधुरो बृंहणो वृष्यः शीतस्वर्य्योऽतिमूत्रकः। स्तन्यदोषस्य हरणो गुरुविषनिषूदनो। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ विदारी मधुरा शीता गुरुः स्निग्धो-ऽस्रपित्तजित्। श्रेया च कफकृत् पुष्टिबलवीर्य्यविवर्द्धनो। श्रेया क्षीरविदारी च मधुराम्ला कषायका। तिक्ता च पित्तशूलघ्नी मूत्रमेहामयापहा। "क्षीर-कन्दो" द्विधा प्रोक्तो विनालस्तु सनालकः। "विनालो" रोगहर्त्ता स्याद्द्वयस्तथो "सनालकः"। राजनिघण्टुः॥ * सा स्निग्धा मधुरा हिमा। गुर्व्वी बलासजननी पुष्टिदा वीर्य्यवर्द्धिनी। रक्तपित्तभ्रमश्रान्तितृष्णामूर्च्छापनोदिनी। वातपित्त-प्रशमनी बल्या वृष्या रसायनी। भावप्रकाशः॥ विदारी वातपित्तघ्नी वृष्या बल्या रसायनी। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—विसर्पे विदारी—"शतावर्य्या विदार्य्याश्च कन्दी धौत-घृताप्लुतौ। (चि: ११ अ:)। (२) मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्रे च विदारी—"विदारीभिः * तथा शृतम्। घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्र एव च"। (चि: २२ अ:)। चरकः॥ वाजीकरणार्थे विदारी—"चर्णं विदार्य्याः सुकृतं स्वर-

স্বেনৈব ভাবিতম্। সর্পির্মধুযুতং লীঢ়্বা দশস্ত্রীরধিগচ্ছতি" (বি: ২৫ অ:)। সুশ্রুত:॥ বিষমজ্বরে বিদারী—"পয়স্তৈলং ঘৃতঞ্চৈব বিদারীক্ষুরসং মধু। সংমূর্চ্ছ্য পায়য়েদেতত্ বিষমজ্বরনাশনম্"। (জ্বর চি:)। (২) পিত্তশূলে বিদারী—"ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা *। পিবেত্ সশর্করং সদ্য: পিত্তশূলনিষূদনম্"। (শূল চি:)। (৩) স্তন্যবর্দ্ধনার্থং বিদারী—"বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বাস্তন্যবর্দ্ধনম্"। (স্ত্রীরোগ চি:)। চক্রদত্ত:॥

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—বিদারীর—"গজেষ্টা"। **ক্ষীর-বিদারীর**—"ইক্ষুগন্ধা"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—বিদারীর**—"স্বাদুকন্দা," "বৃষ্যকন্দা," "স্বাদুলতা"। **ক্ষীরবিদারীর**—"ক্ষীরবল্লী," ক্ষীরশুক্লা"। **বিদারীর ভাষানাম**—বাঃ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভুঁইকুমড়ো। কোঃ—বড় ভূঙ্গরাজ। হিঃ—**বিলেয়া কান্দ, বিলাইকন্দ**। মঃ—ভূই কোহঠ্ঠা। গুঃ—ফগবেলানোকন্দ। কঃ—নেলকুম্বল তৈঃ—নেলগুম্মুড়ু! উঃ—ভুইকরবারু। আঃ—পঠানিকুমড়া। সিং—**কিরিবদু**।

বর্ণন—বিদারীর সুদীর্ঘ **লতা** ভূলুণ্ঠিত হইয়া বা বৃতি প্রভৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতান বিস্তার করে। **পত্র** হস্তিপদাকার বা পাণিতুল্য ও পঞ্চচিরিত, নিতান্ত তনু, ছিন্ন মাত্রই মলিন হইয়া যায়। **পুষ্প**, কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ। বর্ষায় পুষ্পিত হয়। প্রতান শুষ্ক হইলেও বৃহৎ **কন্দ** অবিকৃত থাকে, এবং যথাকালে পুনঃ প্রতান বিস্তার করিয়া থাকে। কন্দাভ্যন্তর শুভ্রবর্ণ। কন্দ স্বাদে মধুরবৎ।

লতা নাতিদীর্ঘ। পাতা ঠিক্ শশার পাতার মত। কন্দ প্রায় ১।১৷০ সেরের অধিক হয় না। কন্দাভ্যন্তর পীতবর্ণ। কন্দ স্বাদে তিক্ত। এবম্প্রকার লতার এবম্বিধ কন্দকেই, বরিশাল, চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকে ভূমিকুষ্মাণ্ড বলিয়া ব্যবহার করে, এবং আমরা যাহাকে ভূমিকুষ্মাণ্ড বলিলাম তাহাকে ক্ষীরবিদারী বলে। প্রোক্ত পীতবর্ণ তিক্তকন্দ বিদারী নহে। কিন্তু **ক্ষীরবিদারী কি?** বৃদ্ধ পূর্ব্বাচার্য্যগণ ক্ষীরবিদারীর পরিচয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই—ক্ষীরবিদারীর কন্দ বৃহৎ, কন্দের বর্ণ শুক্ল, কন্দে প্রচুর ক্ষীর (আঠা) আছে এবং উহা স্বাদে অতিমধুর। বৃদ্ধ আচার্য্যের এই মত আদৃত হইলে আমাদের বর্ণিত বিদারী, ক্ষীরবিদারী বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না—যেহেতু বর্ণিত বিদারীকন্দে প্রচুর আঠা নাই এবং উহা স্বাদে "ভৃশংমধুরা" নহে। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার**, ক্ষীরবিদারী-ভেদের উল্লেখ করেন নাই। **রাজনিঘণ্টুকার**, বিনাল এবং সনাল ভেদে দুইপ্রকার ক্ষীরবিদারীর গুণ বর্ণন করিয়াছেন। অনেকে এই বিনাল সনাল ক্ষীর বিদারীর পরিচয় দিতে গিয়া "একজাতীয়" "বিশেষ" প্রভৃতি অজ্ঞতাপ্রচ্ছাদক নিরর্থক শব্দ ব্যবহার করিয়া বিদ্যার্থি-

*

গণকে প্রতারিত করিয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে সন্দেহ প্রকাশ করিলে তত্ত্বান্বেষণের দ্বারা উন্মু থাকে। সনাল ও বিনাল ক্ষীরবিদারী আমার অজ্ঞাত। ক্ষীরবিদারী সম্বন্ধে পরব আচার্য্যগণের স্পষ্ট মত দুর্জ্ঞেয়। **ভাবপ্রকাশকার** ও **রাজবল্লভ** ক্ষীরবিদারী উল্লেখই করেন নাই। ভাবপ্রকাশকার কি 'বারাহীকন্দ এবং ক্ষীরবিদারী এক বস্তু বলি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ? নচেৎ তিনি বারাহীকন্দের পর্য্যায়ে ক্ষীরবিদারীর নাম (ক্ষীরকন্দ ক্ষীরশুক্লা) লিখিলেন কেন ? নিঘণ্টু শ্রেষ্ঠ **রাজনিঘণ্টুতে** গৃষ্টির (বারাহীকন্দের "বসুনেত্রমিত" পর্য্যায় লিখিত হইয়াছে কিন্তু এই পর্য্যায়মালায় "ক্ষীরকন্দা" "ক্ষীরশুক্লা" উল্লেখ দূরের কথা যদ্দ্বারা বারাহীকন্দের ক্ষীরবত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এমন একটী শব্দ নাই। নিঘণ্টু বিরুদ্ধ হইলেও **ভাবপ্রকাশে** "বিদারী" শব্দ, বারাহীকন্দের পর্য্যা পঠিত হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে অনেকে বারাহীকন্দ ও বিদারী এক বলিয়া কল্পনা করেন বৃহন্নিঘণ্টু রত্নাকর নাম নিঘণ্টুর সঙ্কলনকর্ত্তা **শালিগ্রাম** বৈশ্য লিখিয়াছেন, "উস্‌কে (বিদারীকন্দ) কোই কোই চর্ম্মকারালুকভী কহতে হৈঁ। ভাবপ্রকাশের পর্য্যায় পাঠে যাহা প্রতীত হউক, বস্তুতঃ বারাহীকন্দ, বিদারী বা ক্ষীরবিদারী নহে। চর্ম্মকারালুক ও বারাহীক পৃথক বস্তু। বারাহীকন্দের অভাবে চর্ম্মকারালুক ব্যবহৃত হয় মাত্র। এ বিষয়ে **শিব দাসের** উক্তি "বারাহীকন্দস্য দুর্লভতয়া চর্ম্মকারালুকমেব গৌড়ীয়ৈর্ব্বারাহীকন্দসংজ্ঞয় গৃহ্যতে। বস্তুতস্তু বারাহীকন্দচর্ম্মকারালুকং দ্রব্যান্তরং। তল্লক্ষণাভাবাৎ" (বৃষ্যাধিকারোক্ত "নারসিংহচূর্ণের" টীকা)। এক্ষণে ক্ষীরবিদারীর পরিচয় সম্বন্ধে নব্যগণের মত আলোচি হইতেছে. শালিগ্রাম বৈশ্য বলেন "দূস্‌রে ক্ষীর বিদারীকন্দকীভী বেলহী চল্‌তী হৈ। ইস্‌ক কন্দভী মূলীকে সমাম্ হোতাহৈ, পত্তে এক এক শাখামে সাত্ সাত্ আঠ্ আঠ্ হৈঁ। কন্দক রংগ লাল ঔর্ সফেদ্ হোতেহৈ"—অর্থাৎ যাহার কন্দ মুলার মত, কন্দের বর্ণ রক্ত ও শ্বেত এবং যাহার প্রতি শাখায় ৭।৮টী করিয়া পাতা থাকে তাহাই ক্ষীরবিদারী। ইহাতে পূর্ব্বাচার্য্যের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। **কোরি ও ডিমক্**, বিদারীর পর্য্যায়েই "ক্ষীরবিদারী" শব্দ পাঠ করিয়াছেন—পৃথক্ ক্ষীরবিদারীর উল্লেখ করেন নাই এবং বিদারীর বর্ণনপ্রস্তাবে লিখিয়া ছেন—"বিদারীর কন্দের স্বাদ কষায়, কিঞ্চিৎ কটু (ঝাল) ও তিক্ত, কাঁচা আলুর মত বলা যাইতে পারে ((কোরী—২য় খণ্ড ৪১৬ পৃঃ, ডিমক্—২য় খণ্ড ৫৩৫ পৃঃ)। বলা বাহুল্য বিদারী ও ক্ষীরবিদারী পৃথক্ বস্তু—এবং ইহাদের কোনটীরই কন্দ কষায়, কটু, তিক্ত নহে।

উপযোগার্থ ব্যবহার—কন্দ।

বৈদ্যকে বিদারীর ব্যবহার।

চরক—বিসর্পে বিদারী—বিদারীকন্দ ধৌত গব্যঘৃত সহ পেষণপূর্ব্বক বিসর্পে

প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **মূত্রের বৈবর্ণ্যে** ও কৃচ্ছ্রতায় বিদারী—বিদারী-কন্দ সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, কিম্বা ক্ষীরপরিভাষানুসারে পক্ক বিদারীকাথ পান করিলে মূত্রের বিবর্ণতা কিম্বা মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)। **সুশ্রুত—বাজী-করণার্থ**—বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে।—এই চূর্ণ গব্যঘৃত এবং মধুসহ সেবন করিলে বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬)। **চক্রদত্ত—বিষমজ্বরে**—বিদারী—জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ, তিল তৈল, গব্যঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরস এবং মধু একত্র মন্থনপূর্ব্বক বিষমজ্বরী পান করিবে (জ্বর চিঃ)। **পিত্তশূলে** বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চিনি সহ পিত্তশূলে সেব্য (শূল চিঃ)। **স্তন্য-বর্দ্ধনার্থ**—বিদারী—আয়ুর্ব্বেদোক্ত সুরার সহিত বিদারীকন্দচূর্ণ সেবন করিলে প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধিত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বৃংহণীয়, বর্ণ্য কণ্ঠ্য এবং স্নেহোপগবর্গে বিদারী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents—A resin, sugar and starch. (*Materia Medica of India—R. N. Khory*—II. p. 416). **Actions and uses**—Tonic, alterative, largely used in several restorative aphrodisiac and demulcent preparations. It checks menstrual discharges. As a lactagogue given with wine, it promotes the secretion of milk in women after delivery. The confection is recommended for emaciated children suffering from debility, diarrhœa and want of digestion. (Do—II. p. 416).

নব্যমত—বিদারীকন্দ, বল্য ও রসায়ন। ইহা পোষক, বৃষ্য এবং স্নিগ্ধ, খণ্ড মোদকাদিতে ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর্ত্তব রক্তের অতিস্রুতিতে ইহা সেবন করিলে রজঃস্রাব নিবৃত্তি পায়। মদ্যের সহিত সেবন করিলে প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধিত করে। গোধূম, ঘৃত, মধুসহ বিদারীকন্দের প্রাশ প্রস্তুত করিয়া, ক্ষীণ, দুর্ব্বল, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্যগ্রস্ত শিশুকে সেবন করান হইয়া থাকে। (কোরি—২য় খঃ ৪১৬ পৃঃ)।

বিভীতক—বিভীতকঃ।

বিভীতকঃ, অক্ষঃ—**Terminalia Bellerica**, *Roxb.*

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তিলপুষ্পকঃ", "কর্ষফলঃ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কলিযুগালয়ঃ", "কাসঘ্নঃ", "বিষঘ্নঃ"। বিভীতকঃ কটুঃ পাকে লঘু-বৈস্বর্য্যজিৎ সরঃ। কাসাক্ষিবক্ত্ররোগঘ্নঃ কেশবৃদ্ধিকরঃ পরঃ। অন্বয়—বিভীতকং

कषायश्च कृमिवैस्वर्य्यजित् सरम्। चक्षुष्यं कटुकञ्चोष्णं पाके स्वादु कफास्रजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ विभीतकः कटुस्तिक्तः कषायोष्णः कफापहः। चक्षुष्यः पलितघ्नश्च विपाके मधुरो लघुः। राजनिघण्टुः॥ विभीतकं स्वादुपाकं कषायं कफपित्तनुत्। उष्णवीर्य्यं हिमस्पर्शं भेदनं कासनाशनम्। रुक्षं नेत्रहितं केश्यं कृमिवैस्वर्य्यनाशनम्। "विभीतमज्जा" तृट्च्छर्द्दिकफवातहरो लघुः। कषायो मदकृच्चाथ धात्रीमज्जाऽपि तद्गुणः। भावप्रकाशः। विभीतं भेदि तीक्ष्णोष्णं वैस्वर्य्यकृमिनाशनम्। चक्षुष्यं स्वादुपाकि च कषायं कफपित्तनुत्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—ग्रन्थिविसर्पे विभीतकम्—"विभीतकस्य वा ग्रन्थिं कल्केनोष्णेन सेचयेत्" (चिः ११ अः)। (२) शोथे विभीतकमज्जा—"विभीतकानां फलमध्यलेपः। सर्व्वेषु दाहार्त्तिहरः प्रलेपः" (चिः १७ अः)। चरकः॥ अश्मर्य्यां विभीतकमज्जा—"अक्षवीजञ्च सुरया कल्कीकृत्य पिबेन्नरः। मूत्रदोषविशुद्ध्यर्थं तथैवाश्मरीनाशनम्। (उः ५८)। सुश्रुतः॥ सर्व्वेषु श्वासकासेषु विभीतकम्—"सर्व्वेषु श्वासकासेषु केवलं वा विभीतकम्" (चिः ३ अः)। (२) शुक्रे (नत्राक्षि अक्षिरोगे) विभीतकमज्जा—मज्जा वाक्षात् समाक्षिकात् "(उः ११ अः)। वाग्भटः॥ कासे—विभीतकः—"विभीतकं घृताभ्यक्तं गोशकृत्परिवेष्टितम्। स्विन्नं मन्नौ हरेत् कासं ध्रुवमास्यविधारितम्। (कास चिः)। (२) श्वासे उर्द्धसिकायां च विभीतकम्—"कर्षं कलिफलचूर्णं लीढं वात्यन्तमधुना मिश्रितम्। अचिराद्धरति श्वासं प्रबला मुर्द्धसिकाश्चेव। (श्वास चिः)। चक्रदत्तः। अतिसारे विभीतकम्—"विभीतकफलं दग्धं हन्याल्लवणसंयुतम्। महान्तमप्यतीसारं चक्रपाणि रिवासुरान्। (अतिसार चिः)। हृद्गते वायौ विभीतकम्—"पिबेदुष्णाम्भसा पिष्टं साक्षगन्धं विभीतकम्। गुड़युक्तं प्रयत्नेन हृदयानिलनाशनम्"। (वातव्याधि चिः)। वङ्गसेनः॥

[illegible] সংজ্ঞা—"বর্ষফল", "ত্রিপুষ্পিকা"। [illegible] প্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অনিলঘ্ন", "কাসঘ্ন", "বিষঘ্নঃ। বিভীতকের [illegible] —[illegible] [illegible]। হিঃ—বহেড়া। বঃ—[illegible] [illegible]। [illegible]

কঃ—তোয়ে। তৈঃ—বল্লাতাণ্ডেচেট্ট। তাঃ—তনি, তণ্ডি, তোঅণ্ডি। কাঃ—বলেংলে। অঃ—বলেলজ্। ব্রিং—বুলু।

বর্ণন—বহেড়ার বৃক্ষ উচ্চ হয়। পর্ব্বতে এবং অরণ্যে স্বয়ং জন্মিয়া থাকে। বঙ্গে ইহা উদ্যানে যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল ফলের জন্য নহে, ছায়াতরু বলিয়াও ইহা আদৃত হওয়া উচিত। বহেড়া গাছের **পাতা** প্রায় বটের পাতার মত। **পুষ্প** অতি ক্ষুদ্র। বহেড়ার **ফল** দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়—বর্ত্তুলাকৃতি হ্রস্ব এবং অণ্ডাকৃতি বৃহত্তর। শেষোক্তকে লক্ষ্য করিয়াই নিঘণ্টুকারগণ বিভীতককে "কর্ষফল" (কর্ষশব্দের অর্থ ২ তোলা) বলিয়াছেন। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফলত্বক্ ও মজ্জা। **মাত্রা**—ফলত্বক্ চূর্ণ ২—৪ আনা। মজ্জা—২—৬ আনা।

বৈদ্যকে বিভীতকের ব্যবহার।

চরক—গ্রন্থিবিসর্পে বিভীতক—গ্রন্থিবিসর্পে ঈষদুষ্ণ বিভীতক কল্কের প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **শোথে** বিভীতকমজ্জা—বহেড়ার শাঁস পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ত্রিদোষজ শোথের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয় (চিঃ ১৭ অঃ)। **সুশ্রুত—অশ্মরীতে** বিভীতকমজ্জা—আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন প্রকার মদ্যের সহিত বহেড়ার শাঁস পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, মূত্র বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হয় এবং অশ্মরী প্রশমিত হয় (উঃ ৫৮ অঃ)। **বাগ্‌ভট—শ্বাসকাসে** বিভীতক—শ্বাসকাসে বিভীতক সেবন হিতকর (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **শুক্র নামে** অক্ষিরোগে বিভীতকমজ্জা—বহেড়ার শাঁস মধুর সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে, শুক্র নাম নেত্ররোগ বিনাশ পায় (উঃ ১১ অঃ)। **চক্রদত্ত—কাসে** বিভীতক—বিভীতকে গব্য ঘৃত মাখাইয়া, গোবরের ঠুলির ভিতর রাখিয়া ঘুটের আগুণের উপরি স্থাপন করিবে। কিছু পরে উদ্ধৃত করিয়া ঐ বহেড়ার ছাল মুখে ধারণ করিবে। ইহা উৎকাসির উত্তম ঔষধ। (কাস চিঃ)। (৫) **শ্বাসেও উৎকাসিতে** বিভীতক—কিঞ্চিৎ মাত্রায় বিভীতকচূর্ণ মধুর দ্বারা দ্রবীকৃত করিয়া পান করিলে প্রবল উৎকাসি এবং শ্বাস অচিরাৎ প্রশমিত হয় (শ্বাস চিঃ)। **বঙ্গসেন—অতিসারে** বিভীতক—দগ্ধ বিভীতক—দগ্ধ বিভীতক সৈন্ধব যোগে সেবন করিলে প্রবল অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **হৃদয়গত বায়ুরোগে** বিভীতক—অশ্বগন্ধাচূর্ণসহ বিভীতক চূর্ণ, পুরাণ ইক্ষুগুড় যোগে, ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে অস্বাভাবিক হৃদয়স্পন্দন প্রশমিত হয় (বাত ব্যাধি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিরেচনোপগবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন। **চরক ও সুশ্রুত** তৈলযোনিকবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** বলিয়াছেন বিভীতক

তৈল কৃষ্ণীকরণ—অতএব ইহা শ্বিত্র এবং অগ্ন্যাদিদগ্ধ অঙ্গের অসবর্ণত্ব দূরীকরণার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে।

Constituents.—Gallo-tannic acid, colouring matter, resins and a greenish yellow oil. **Actions and uses.**—Astringent, tonic and laxative; with a salt and long pepper it is given as an expectorant in the form of electuaries in cough, hoarseness of voice, sore throat and dyspepsia. The dried pulp roasted is kept in the mouth as lozenges in sore-throat. The fruit is given in diarrhœa, dropsy, leprosy, &c, also in enlargement of the spleen. (*Materia Medica of India R. N. Khory*—II. p. 259.)

অন্যমত—বহেড়া, কষায়, বল্য এবং রেচক। সৈন্ধব লবণ পিপ্পলীযোগে, বহেড়াচূর্ণ লেহন, কফরোগ, স্বরভেদ গলক্ষত এবং গ্রহণীরোগীর পক্ষে প্রশস্ত। গলক্ষত রোগী ঘৃত ভর্জ্জিত বহেড়া "মুখে রাখিয়া" খাইবে। বহেড়া, অতিসার, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ এবং প্লীহ-বিবৃদ্ধি রোগে সেব্য। (কোরি—২য় খণ্ড ২৫৯ পৃঃ)।

বিল্ব—विल्वः।

विल्वः, श्रीफलः—*Ægle* Marmelos, *Corr.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"महाफलः", "सदाफलः", "हृद्यगन्धः", "त्रिपत्रः", "गन्धपत्रः", "कण्टकाढ्यः"। विल्व'मूलं' त्रिदोषघ्नं छर्दिघ्नं मधुरं लघुः। विल्वस्य च 'फलं' बाल्यं स्निग्धं संग्राहि दीपनम्। कटुतिक्तकषायोष्णं तीक्ष्णं वातकफापहम्। विद्यात्तदेव पक्वं तु मधुरानुरसं गुरु। विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत् पूतिमारुतम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ विल्वस्तु मधुरो हृद्यः कषायः पित्तजिद् गुरुः कफज्वरातिसारघ्नो रुचिकृद्दीपनः परः। विल्व'मूलं' त्रिदोषघ्नं मधुरं लघु वातनुत्। 'फलन्तु' कोमलं स्निग्धं गुरु संग्राहि दीपनम्। तदेव 'पक्वं' विज्ञेयं मधुरं सरसं गुरु। कटुतिक्तकषायोष्णं संग्राहि च त्रिदोषजित्। राजनिघण्टुः॥ श्रीफलस्तुवरस्तिक्तो ग्राही रूक्षोऽग्निपित्तजित्। वातश्लेष्महरो बल्यो लघुरुष्णश्च पाचनः। भावप्रकाशः॥ विल्वं 'बालं' कषायोष्णं पाचनं वह्निदीपनम्। संग्राहि तिक्तकटुकं तीक्ष्णं वातकफापहम्। 'पक्वं' सुगन्धि मधुरं दुर्जरं [illegible]

दोषलम्। कफवातामशूलघ्नो ग्राहिणी 'बिल्वपेषिका'। बिल्वमूलमवच्छेद-च्छर्दिघ्नं रक्तपित्तजित्। फलेषु परिपक्वेषु ये गुणाः समुदाहृताः। बिल्वादन्यत्र विज्ञेया बिल्वमामं गुणोत्तरम्। राजवल्लभः॥ तत् 'पत्रं' कफवातामशूलघ्नं ग्राहि रोचनम्। निहन्याद् बिल्वजं 'पुष्प' मतिसारं तृषां वमिम्। बिल्वमज्जाभवं 'तैल' मुष्णं वातहरं परम्। काञ्जिके संस्थितं बिल्व मग्निसन्दीपनं परम्। हृद्यं रुचिकरं प्रोक्त मामवातविनाशनम्। द्राक्षाबिल्वशिवादीनां फलं 'शुष्क' गुणाधिकम्। हृहन्निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—ज्वरे बिल्वशलाटुः—"* तद्वद्बिल्वशलाटुभिः"। (चिः ३ अः)। (२) अर्शःसु बिल्वमूलत्वक्—बिल्वोत्क्वाथे * * सुखोष्णे। तं शूलार्त्त मुपवेशयेत्" (चिः ८ अः)। (३) प्रवाहिकायां बिल्वशलाटुः—"कल्कः स्याद्बालबिल्वानां तिलकल्कश्च तत्समः। दध्नः सरोऽम्लस्नेहाढ्यः खडो हन्यात् प्रवाहिकाम् (चिः १० अः)। चरकः॥ स्कन्दग्रहप्रतिषेधार्थं बिल्वकण्टकम्—"* बिल्वस्य कण्टकान्। * ग्रथिताश्चैव धारयेत्। (उः २८ अः)। (२) पित्तरक्तोत्थिते अतिसारे बिल्वशलाटुः—बिल्वमध्यंसमधुकं शर्कराक्षौद्रसंयुतम्। तण्डुलाम्बुयुतो योगः पित्तरक्तोत्थितं जयेत्"। (चिः ४० अः)। सुश्रुतः॥ गात्रदौर्गन्ध्ये बिल्वपत्रम्—"बिल्वपत्ररसैर्व्वापि गात्रदौर्गन्ध्यनाशनः। (स्तौल्य चिः)। (२) ग्रहण्यां बिल्वशलाटुः—"श्रीफलशलाटुकल्को नागरचूर्णेन मिश्रितः सगुड़ः। ग्रहणीगदमत्युग्रं तक्रभुजा शीलितो जयति॥ (ग्रहणीचिः)। (३) वमने बिल्वमूलम्—"श्रीफलस्य * कषायो मधुसंयुतः। पेय श्छर्द्दित्रये शीतः *"। (छर्द्दि चिः)। (४) रक्तार्शसि बिल्वशलाटुः * विंवा बिल्वशलाटवः। योज्याः *—"। (अर्शः चिः)। (५) शोथे बिल्वपत्रम्—"बिल्वपत्ररसं पूतं सोषणं श्वयथौ त्रिजे। विट्सङ्गे चैव दुर्नाम्नि विदध्यात् कामलास्वपि॥ (शोथ चिः)। (६) बाधिर्य्ये बिल्वशलाटुः—फलं बिल्वस्य मूत्रेण पिष्ट्वा तैलं विपाचयेत्। साजाक्षीरं तद्धि हरेद्बाधिर्य्यं कर्णपूरणे"। (कर्णरोग चिः)। चक्रदत्तः॥ आमशूले बालबिल्वम्—"गुड़ेन भक्षयेद् बिल्वं रक्तातिसारनाशनम्। आमशूल-विबन्धघ्नं कुक्षिरोगहरं परम्" (मः खः १म भाः)। भावप्रकाशः॥ शिरो-

छर्द्यतिसारयो र्बिल्वमूलम्—"बिल्वमूलकषायेन लाजाश्चैव सशर्कराः। आलोड्य पाययेच्चाशु छर्द्यतिसारनाशनम्। वङ्गसेनः॥

বিল্বের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কণ্টকাঢ্য", "ত্রিপত্র", "গন্ধপত্র", "মহাফল", "সদাফল", "হৃদ্যগন্ধ"। **বিল্বের ভাষানাম**—বাঃ—বেল। হিঃ—বেল্। সিং—বেলী। মাঃ—বেল, বেলকঠ়। গুঃ—বিলোবিলু। কঃ—বেললু। তৈঃ—মারেডী, চান্দুবিল্ব। তাঃ—বিল্বপঝাম্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পত্র, আমফল। **মাত্রা**—ত্বক্ কাথ—৫—১০ তোলা। পত্র স্বরস ১—২ তোলা। বেলশুঁঠ কল্ক ৮ আনা।

বৈদ্যকে বিল্বের ব্যবহার।

চরক—জ্বরে বিল্বশলাটু—জ্বর রোগীর মলদ্বারে যদি কর্ত্তনবৎ পীড়া থাকে তবে তাহাকে, ক্ষীরপরিভাষানুসারে পক্ক, বেলশুঁঠের কাথ পান করাইবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **অর্শে** বিল্বমূলত্বক্—অর্শোরোগী কলির শূলে কাতর হইলে তাহাকে, ঈষদুষ্ণ বিল্বমূলের কাথে উপবেশন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **প্রবাহিকায়** বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ ও তিল সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে। ইহাতে দধির সর, দাড়িমের রস এবং তিলতৈল যোগ করিয়া তক্রদ্বারা তরল করিয়া খড়যুষ পাক করিবে। শীতল হইলে, প্রবাহিকা ("আমাশয়") রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। **সুশ্রুত**—স্কন্দগ্রহ প্রতিষেধার্থ বিল্বকণ্টক—স্কন্দগ্রহাক্রান্ত শিশুকে বিল্বকণ্টকের মালা ধারণ করাইবে (উঃ ২৮ অঃ)। (২) **পিত্তরক্তোত্থিত অতিসারে** বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক চিনি ও মধুযোগে তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে পিত্তরক্তোত্থিতাতিসার প্রশমিত হয় (উঃ ৪০ অঃ)। **চক্রদত্ত—গাত্রদৌর্গন্ধ্যে** বিল্বপত্র—বিল্বপত্র রস গাত্রে মর্দ্দন করিলে স্থূলব্যক্তির অতিস্বেদ জন্য গাত্রদৌর্গন্ধ প্রশমিত হয় (স্থৌল্য চিঃ)। (২) **গ্রহণীতে** বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ চূর্ণ কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে পুরাণ ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবন পূর্ব্বক কেবল তক্র পান করিবে। ইহাদ্বারা অত্যুগ্র গ্রহণী প্রশমিত হয় (গ্রহণী চিঃ)। (৩) **বমনে** বিল্বমূলত্বক্—বিল্বমূলত্বকের কাথ, শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি চিঃ)। (৪) **রক্তার্শে** বিল্বশলাটু—রক্তার্শোরোগীকে বেলশুঁঠের কল্ক সেবন করাইবে (অর্শ চিঃ)। (৫) **শোথে** বিল্বপত্র—ত্রিদোষজাত শোথে বিল্বপত্রের রস মরিচচূর্ণ যোগে পান করিবে (শোথ চিঃ)। (৬) **বাধির্য্যে** বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক তৎকল্ক এবং ছাগীদুগ্ধযোগে যথাবিধি তিলতৈল পাক করিবে, এই তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে বধিরতা প্রশমিত হয় (কর্ণরোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—আমশূলে** বালবিল্ব—কাঁচা বেল (পোড়াইয়া) গুড়ের সহিত ভক্ষণ

করিলে, আমাতিসার প্রশমিত হয়। অপিচ ইহা বিবন্ধঘ্ন। **বঙ্গসেন**—শিশুর **বমন ও অতিসারে** বিল্বমূলত্বক্—বিল্বমূলত্বকের কাথ প্রস্তুত করিবে, ইহার সহিত খৈচূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা সেবন করাইলে শিশুর বমন ও অতিসার নিবৃত্তি পায় (শিশুরোগ চিঃ)।

Constituents. -The pulp contains mucilage, pectin, sugar, tannin, a volatile oil, bitter principle and ash 2 p. c. The wood ash contains potassium and sodium compounds, phosphates of lime and iron, calcium corbonate, magnesium carbonate, silica, sand &c. The fresh leaves, on distillation, yield an oil of a yellowish green colour and neutral reaction, of an aromatic odour and bitter taste ; soluble in alcohol and miscible with carbon bisulphide. **Actions and uses.** -The ripe fruit is nutritious, delicious, aromatic alterative and laxative. It is given with sugarcandy to prevent the groth of piles and to remove habitual constipation. A decoction of unripe or half ripe fruits, or unripe fruit baked for 6 hours, is astringent digestive, stomachic and given in diarrhœa and dysentery. When taken in excess it often cause flatulence, Syrup of ripe fruits is used in dyspepsia. The root bark is refrigerant and is given in fevers, asthma with palpitation of the heart. In native practice a poultice of the leaves is applied to the chest in acute bronchitis. The decoction of the leaves is given in asthma. A marmalade of bael fruit is a household remedy for diarrhœa and dysentery. (*Materia Medica of India -R. N. Khory*—III. p. 128.)

নব্যমত—পক্কবিল্ব, স্বাদু, সুগন্ধি, পোষক, রসায়ন এবং মৃদুরেচক। অর্শো-রোগী ইহা সেবন করিলে অর্শঃ যাপ্য থাকে। ক্রূরকোষ্ঠ হেতু যাহাদের কোষ্ঠ প্রায়ই পরিষ্কার থাকে না তাহাদের পক্ষে পক্কবিল্ব ভক্ষণ অতি প্রশস্ত। **কাঁচা** কিম্বা **অর্দ্ধপক্ক** বেলের কাথ বা অগ্নিদগ্ধ কাঁচা বেল, ধারক ও পাচক এবং ইহা অতিসার, আম ও রক্তাতি-সারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পক্ক বিল্বের **"সিরাপ"** গ্রহণী রোগে হিতকর। বিল্বমূলত্বক্, জ্বর এবং শ্বাসরোগীর অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনে সেব্য। এতদ্দেশীয় ভিষক্‌গণ, জ্বর রোগীর প্রলাপ থাকিলে শিরোদেশে এবং তরুণ শ্লেষ্মরোগে বক্ষোদেশে **বিল্বপত্রের** প্রলেপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বেলের মোরব্বা অতিসার ও রক্তাতিসারের গার্হস্থ্য ঔষধ। (খোরি—২য় খণ্ড—১১৮ পৃঃ)।

বৃদ্ধদারকদ্বয়—वृद्धदारकद्वयम्।

वृद्धदारकः—Argyreia Speciosa, *Swt.* जीर्णदारु फञ्जी—Ipoma Biloba, *Forsk.* (Goats foot Convolvulus (Eng.).)

परिचयज्ञापिका संज्ञा—वृद्धदारस्य—"छागलान्त्री"। जीर्णदारोः—सुपुष्पिका "सूक्ष्मपत्रा" (रा: नि:)। वृद्धदारः कटुस्तिक्तस्तथोष्णः कफवातजित्। श्वयथुकृमिमेहास्रवातोदरहरः परः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। वृद्धदारुद्वयं गौल्यं पिच्छिलं कफवातहृत्। बल्यं कासामदोषघ्नं द्वितीयं स्वल्पवीर्य्यदम्। राजनिघण्टुः रसायनो वृद्धदारः शोथवातामवातजित्। कासश्वासज्वरहरो बल्यः पिच्छिल एव च। भावप्रकाशः॥ रसायनो वृद्धदारः शोथामवातरोगजित्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—क्रोष्टुशीर्षे वातव्याधौ वृद्धदारकमूलम्—"* पिबेद्वा वृद्धदारकम्" (वातव्याधि चि:)। श्लीपदे वृद्धदारकमूलम्—"काञ्जिकेन पिबेच्चूर्णं मूलैर्व्वा वृद्धदारुजम्" (श्लीपद चि:)। (२) रसायनार्थं वृद्धदारकमूलम्—"वृद्धदारकमूलानि श्लक्ष्णचूर्णानि कारयेत्। शतावर्य्या रसेनैव सप्तरात्राणि भावयेत्। अक्षमात्रन्तु तच्चूर्णं सर्पिषा सह भोजयेत्। मासमात्रोपयोगेन मतिमान् जायते नरः। मेधावी स्मृतिमांश्चैव वलिपलितवर्ज्जितः"। (रसायनाधिः)। चक्रदत्तः॥ पुत्रकामार्थं वृद्धदारकमूलम्—"वृद्धदारकमूलेन घृतं पक्वं पयोऽन्वितम् एतद्वृष्यतमं सर्पिः पुत्रकामः पिबेन्नरः"। (स्त्रीरोगाधिः)। वङ्गसेनः॥

বৃদ্ধদারকদ্বয়ের ভাষানাম—বৃদ্ধদারকের—বাঃ—বিজ্‌তাড়ক্ বিক্তড়ক্। হিঃ—বিধারা, ঘাওরা বিধারা। মঃ—শেতবরধারা। গুঃ—বরধারো। কঃ—এড়ডুমুষ্টে। তৈঃ—চন্দ্রপুডো। কোঃ—বিদ্ধদারক। দ্বিতীয় বৃদ্ধদারকের অর্থাৎ জীর্ণদারুর—বাঃ—ছোট্ বিজ্‌তাড়ক্। হিঃ—ফঞ্জী। মঃ—ফাঞ্জী। গুঃ—ফান্য।

বর্ণন—বৃদ্ধদারকের সুদীর্ঘ লতা অত্যুচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। লতার কোমল প্রতান, শুভ্র রেশমী রোমব্যাপ্ত। পত্র—বৃহৎ, পানের মত, কিন্তু শিরাবহুল, পত্রোদর মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ কোমল, শুভ্র, রেশমী রোমাবৃত, পত্রবৃন্ত, পত্রাপেক্ষা হ্রস্বতর, পত্রবৃন্তাগ্রভাগে, চ্যাপ্টা, বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ দুইটী গ্রন্থি পরিলক্ষিত হয়। পুষ্পদণ্ড পত্রবৃন্তাপেক্ষা দীর্ঘতর, অগ্রভাগে ছত্রাকারে স্থিত পুষ্পগুচ্ছকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া থাকে। পুষ্প,—বৃহৎ,

বর্ণ ঘোর গোলাপী। **কুণ্ড,**—বহু, বৃহৎ, প্রায় গোল, শুভ্র, তরঙ্গায়িত, সূক্ষাগ্র ও আশু-পতনশীল। **ফল** বর্ত্তুলাকৃতি ও মসৃণ। পক্কফল কোন বিশিষ্ট প্রণালী অনুসারে ভিন্ন হয় না, কিন্তু খণ্ড খণ্ড হইয়া ফাটিয়া যায়। **জীর্ণদারু** অর্থাৎ ছোট বিজ্তাড়ক্ষ **লতা** অতি দীর্ঘ হয় এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তি বালুকাময় মৃত্তিকায় জন্মে ইহার পত্র বৃদ্ধদারকাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, এবং দেখিতে কাঞ্চন ফুলের গাছের (কোবিদার) পাতার মত দুই ভাগে বিভক্ত। সমস্ত উদ্ভিদ্ অত্যন্ত পিচ্ছিল। **পত্রপৃষ্ঠ,** উজ্জ্বলতর, রৌপ্যবর্ণ রোমাবৃত। **পত্রবৃন্ত** পত্রসম দীর্ঘ, গোল দণ্ডায়মান ও রোমাবৃত। ইহারও গ্রন্থি বৃদ্ধদারকবৎ, কেবল বর্ণতঃ হরিৎ। **পুষ্প,** বৃদ্ধদারকাপেক্ষা বৃহত্তর, বর্ণ—ফিকেলাল। **কুণ্ড,** ছুরির ফলার মত এবং তরঙ্গায়িত নহে। **ফল**—কোমল, শাঁসাল এবং বীজচতুষ্টয় সমন্বিত। বৃদ্ধদারকদ্বয়গত পার্থক্যের সুলভপ্রতীতির জন্য আমরা সংক্ষেপে পার্থক্যবোধক লক্ষণ লিখিতেছি—(১) জীর্ণদারুর পুষ্প বৃহত্তর, রক্তাভ বেগুণে রঙ্গের ; বৃদ্ধদারুকের পুষ্প ক্ষুদ্রতর। (২) জীর্ণ দারুর **পত্র** ক্ষুদ্রতর, বৃদ্ধদারকের পত্র বৃহত্তর। (৩) বৃদ্ধদারকের কুণ্ড প্রায় গোল এবং তরঙ্গায়িত, জীর্ণদারুর ছুরির ফলার মত এবং প্রান্ত তরঙ্গায়িত নহে। (৪) জীর্ণদারুর পত্রে সিরা অল্পতর, বৃদ্ধদারকের পত্রে সিরা অধিকতর। জীর্ণদারুর ফল কোমল, বৃদ্ধদারকের ফল সম্পূর্ণ শুষ্ক। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, বীজ। **মাত্রা**—মূলচূর্ণ—১—৪ আনা। বীজচূর্ণ—½—২ আনা।

বৈদ্যকে বৃদ্ধদারকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—ক্রোষ্টুশীর্ষ বাতব্যাধিতে—বৃদ্ধদারকমূল—যাহার "শিবা-মুণ্ড" বাতব্যাধি হইয়াছে তাহাকে বৃদ্ধদারক মূল চূর্ণ যোগ্যানুপানে পান করাইবে (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) **শ্লীপদে** বৃদ্ধদারকমূল—যাহার "গোদ" হইয়াছে তাহাকে কাঁজি বা গো-মূত্রের সহিত বৃদ্ধদারকমূল চূর্ণ পান করাইবে (শ্লীপদ চিঃ)। (৩) **রসায়নার্থ** বৃদ্ধদারক-মূল—বৃদ্ধদারকমূলের সূক্ষ্মচূর্ণ শতমূলীর রসে সাতটী ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ গব্য ঘৃত সহ যোগ্যমাত্রায় এক মাস সেবন করিলে, মানুষ মেধাবী এবং বলীপলিত বর্জ্জিত হইতে পারে (রসায়নাধিঃ)। **বঙ্গসেন—পুত্রকামার্থ** বৃদ্ধদারকমূল—পুত্রকাম মনুষ্য, বৃদ্ধদারকমূলের কল্ক এবং দুগ্ধ যোগে, গব্যঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া যোগ্য মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঘৃত শ্রেষ্ঠবৃষ্য।

বক্তব্য—চরক "দশেমানি" বা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়ে বৃদ্ধদারক বা জীর্ণদারুর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রাজনিঘণ্টু মতে বৃদ্ধদারকদ্বয় সমগুণান্বিত, কেবল জীর্ণদারু, বৃদ্ধদারু অপেক্ষা স্বল্পবীর্য্য। কোচবিহারে যে লতা "ডাকিনী" নামে প্রসিদ্ধ, অজ্ঞলোকে তাহাকেই বৃদ্ধদারক ভ্রমে ব্যবহার করে।

Constituents—Tannin, amber, coloured acid, resin which is soluble in either, benzole and partly soluble in alkalies. (*Materia Medica of India R. N. Khory*—II. p. 414). **Actions and uses**—Alterative, tonic, given in rheumatism, and syphilis. Thc under surface of the leaf is irritant and is used to hasten maturation and suppuration, it sometimes acts as a vesicant—the upper surface is cooling and supposed to possess healing properties. (Do—II. p. 414).

নব্যমত—বৃদ্ধদারক, রসায়ন ও বল্য। ইহা বাত ও ফিরঙ্গরোগে সেব্য। **পত্র-পৃষ্ঠ** কণ্ডূৎপাদক, স্ফোটকের উপরি পত্রপৃষ্ঠ সংশ্লিষ্ট রাখিলে শীঘ্র স্ফোটক পকতা প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রয়োগ করিলে কচিৎ ফোস্কা পড়িয়া থাকে। **পত্রোদর,** স্নিগ্ধ এবং সম্ভবতঃ ইহার ব্রণরোপণী শক্তি আছে। (খোরি—২য় খণ্ড ৪১৪ পৃঃ)।

বৃহতী ও বৃন্তাকী—बृहतीवृन्ताक्यौ।

बृहती—Solanum Indicum, *Linn.* **बृहतीभेदाः**—(१) **सर्पतनुः क्षविका**—S. diffusum, *Roxb.* (२) **श्वेतबृहती, श्वेतवृन्ताकम्, श्वेतवार्त्ताकिनी**—S. Insanum, *Willd.* **वृन्ताकी, वार्त्ताकी,** S. Melongena, *Willd.* **वृन्ताकीभेदाः**—(१) **वनजा, वार्त्ताकिनी**—S. Hirsutum, *Roxb.* (२) **गोष्ठवार्त्ताकुः**—S. Stramonifolium, *Jacqu.*

अन्वर्थसंज्ञा—बृहत्याः—"कण्टतनुः", बहुपत्री। क्षविकायाः—"बहुफला", "पीतलफुल्ला", "पुत्रप्रदा"। श्वेतबृहत्याः—"श्वेतफला"। वनजायाः—"चन्द्रपुष्पा", कटुवार्त्ताकिनी"। वृन्ताक्याः—"कण्टपत्रिका", "मांसलफला", "वृत्तफला", "नीला", मिश्रवर्णफला", "रक्तफला", "नृपप्रियफला", "निद्रालुः" सिंहिका कफवातघ्नी श्वासशूलज्वरापहा। छर्दिहृद्रोगमन्दाग्नि—मामदोषांश्च नाशयेत्। बृहती ग्राहिणी सोष्णा वातघ्नी पाचनी तथा। "क्षविका" बृहती तिक्ता कटूष्णा च तत्समा। युक्त्या द्रव्यविशेषेण धारासंस्तम्भविच्छिदा। "वृन्ताकं" स्वादु तीक्ष्णोष्णं कटुपाकमपित्तलम्। कफवातहरं हृद्यं दीपनं शुक्रलं लघु। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ बृहती कटुतिक्तोष्णा वातजिज्ज्वरहारिणी।

अरोचककामकासघ्नी श्वासहृद्रोगनाशिनी। विज्ञेया "श्वेतबृहती" वातश्लेष्मविनाशनी वृष्या चाञ्जनयोगेन नानानेत्रामयापहा। "वार्त्ताकी" कटुकी वृष्या मधुरा पित्तनाशिनी। बलपुष्टिकरी हृद्या गुरुर्वातेषु निन्दिता। राजनिघण्टः॥ बृहती ग्राहिणी हृद्या पाचनी कफवातहृत्। कटुस्तिक्तास्यवैरस्यमलारोचकनाशनी। उष्णा कुष्ठज्वरश्वासशूलकासाग्निमान्द्यजित्। "वृन्ताकं" स्वादु तीक्ष्णोष्णं कटुपाकमपित्तलम्। ज्वरवातबलासघ्नं दीपनं शुक्रलं लघु। तद्‘बालं’ कफपित्तघ्नं ‘वृद्धं’ पित्तकरं गुरु। वृन्ताकं पित्तलं किञ्चिदङ्गारपरिपाचितम्। कफमेदोऽनिलामघ्नं मत्यर्थं लघु दीपनम्। तदेव हि गुरु स्निग्धं सतैलं लवणान्वितम्। अपरं ‘श्वेतवृन्ताकं’ कुक्कुटाण्डसमं भवेत्। तदर्शःसु विशेषेण हितं हीनञ्च पूर्व्वतः। भावप्रकाशः॥ फलानि बृहतीनाञ्च कटुतिक्तलघूनि च। कण्डूकुष्ठक्रिमिघ्नानि कफवातहराणि च। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः॥ बृहती पाचनी सोष्णा ग्राहिणी वातनाशिनी। बृहत्याः कण्टकार्य्याश्च ‘फलं’ पित्तकफापहम्। कण्डूकुष्ठक्रिमिघ्नञ्च लघूष्णं कटुतिक्तकम्। अग्निप्रदा मारुतनाशिनी च। शुक्रप्रदा शोणितवर्द्धनी च। हृल्लासकासारुचिनाशिनी च। वार्त्ताकु रेषा गुणसप्तयुक्ता। सा ‘बाला’ कफपित्तघ्नी ‘पक्वा’ सक्षारपित्तला। ‘सदाफला’ त्रिदोषघ्नी रक्तपित्तप्रसादनी। कण्डूकच्छुहरी चैव वार्त्ताकी गुणवत्तरा। राजवल्लभः॥ तथा ‘बृहतीफल’मेव शस्तं। सन्दीपनं स्यात् कफवातनाशनम्। कण्डूविसर्पज्वरकामलादौ तथारुचौ शस्तमिदं वदन्ति। निद्राकरं प्रीतिकरं तथैव। सवातलं श्वासविमर्द्दनं हि। बलासकासारुचिनाशनञ्च। न वृन्ताकं पित्तकरं फलं स्यात्। हारीतः॥

वैद्यके व्यवहारः—अश्मर्य्यां बृहतीद्वयम्—"* बृहतीद्वयञ्च। पालोद्य दध्ना मधुरेण पेयम्। दिनानि सप्ताश्मरी भेदनाय"। (चि: २६ अ:)। (२) कासे वार्त्ताकुः—"* वार्त्ताकुजाः रसाः कफकासघ्नाः" (चि: २२ अः)। (३) सर्व्वविषे वार्त्ताकुशाकम्—"* वार्त्ताकुश्लेष्मविषघ्नकाः। * विषार्त्तानां भिषग्जितम्। (चि: २६ अ:) चरकः। शकुनिप्रश्नप्रतिषेधार्थं बृहतीफलम्—"बृहतीचापि

धारयेत्। (उ: १० अ:)। (२) 'योनिरोगे बृहतीफलम्—"बृहतीफलकल्कस्य हिङ्गुविड़ायुतस्य च। वर्त्तिमती मपसर्प्यां पूरयेद्धूपयेत्तथा"। (उ: ३८ अ:)। सुश्रुत:॥ चन्द्रलुप्ते क्षुद्रवार्त्ताकम्—सक्षौद्र क्षुद्रवार्त्ताकस्वरसेन * (उ: २४ अ:)। वाग्भट:॥ शिशोर्वमने बृहतीफलम्—पीतं पीतं वमेद् यस्तु स्तन्यं तन्मधु-सर्पिषा। द्विवार्त्ताकीफलरसं * लेहयेत्"। (बालरोग चि:)। (२) ज्वरे वार्त्ताकुफलम्—"पटोलपत्रं वार्त्ताकुं *। * ज्वरिताय प्रदापयेत्" ज्वर चि:)। (३) अर्श:सु वार्त्ताकुफलम्—"स्विन्नं वार्त्ताकुफलं घोषायाः क्षारजेन सलिलेन। तद्घृतभृष्टं युक्तं गुड़ेनाढमितो योऽत्ति। पिवति च तक्रं नूनं तस्याश्वेवाऽति-बृहद्गुदजानि। यान्ति विनाशं पुंसां सहजान्यपि सप्तरात्रेण"। (अर्श: चि:)। (४) गृध्रस्यां वार्त्ताकु:—योऽश्नाति नर: सिद्धामेरण्डतैलसाधिताम्। वार्त्ताकुं गृध्रसीक्लिष्ट: पूर्व्वामाप्नोत्यसौ गतिम्। (वातव्याधि चि:)। (५) कृमिकर्णे वार्त्ताकु:—"वार्त्ताकुधूमश्च हित:"। (कर्णरोग चि:)। चक्रदत्त:॥ सन्नि-पातज्वरे नस्यार्थम् बृहतीफलपिप्पलीकाम्—"एकं बृहत्या: फलपिप्पलीकाम्। यष्टीयुतं चूर्णमिदं प्रशस्तम्। प्रध्मापयेद् घ्राणपुटे तु संज्ञाम्। चेष्टां करोति च ययो: प्रबोधम्"। (चि: २ अ:)। हारीत:॥ ज्वरिणो निद्रालाभार्थं वार्त्ताकु:—"सार्यं स्विन्नमशेषं कृत्वा वार्त्ताकुमेव पूर्व्वाह्णे। मधुयुतमश्नन् चिराखष्टामप्याप्नुयान्निद्राम्" (ज्वराधि:)। (२) संग्रहग्रहण्यां बृहती—"संग्रह-ग्रहणीं हन्ति तक्रेण बृहती तथा" (ग्रहण्यधि:)। वङ्गसेन:॥

অপ্রধর্থসংজ্ঞা—বৃহতীর—"কণ্টতনু", "বহুপত্রী", "রক্তফলা"। ক্ষবি-ক্কার—"বহুফলা", "পীততণ্ডুলা", "পুত্রপ্রদা"। শ্বেতবৃহতীর—"শ্বেতফলা"। বনজার—"চত্রপুষ্প," "কটুবার্ত্তাকিনী"। বার্ত্তাকুর—"নৃপপ্রিয়ফলা," "নিদ্রালু"। বৃহতীর ভাষানাম—বাঃ—ব্যাকুড়। হিঃ—বটাই, বরহণ্টা। কোঃ—বিত্তি। আঃ—তিতাভেকুড়ি, হাতিভেকুড়ি। মঃ—থোরভোরলী। গুঃ—উভীভোরিঙ্গনী। কঃ—হেগ্গুল্লু। তৈঃ—পেদ্দামুলঙ্গা, কুকমাচী। তাঃ—চেরুচুট। ফাঃ—উত্তরগার, বাদঞ্জান জঙ্গলী। অঃ—বাদুঞ্জান জঙ্গলী। ইং—ইণ্ডিয়ান নাইট্-সেড্। সিং—এট্টু। বৃন্তাকীর ভাষানাম—বাঃ—বেগুন। হিঃ—বৈঙ্গুন। কোঃ—বাইঙর্ন্। মঃ—বাঙ্গে। গুঃ

—বিঙ্গনা। কঃ—বদনে। তৈ—বণ্ডকায়া, বঙ্গনহিরিবঙ্গু। তাঃ—কুঠিরেকই। ফাঃ—রান্দগান্। অঃ—বার্দজান্। ইং—ব্রিঞ্জল্। ম্রিং—বঙ্গ্যট্। **বৃহতীর ভেদ**—(১) ক্ষুদ্রফলা, (২) বৃহৎফলা, (৩) ক্ষবিকা, (৪) শ্বেতবৃহতী। **বৃন্তাকীর ভেদ**—(১) "মাংসলফলা", "বৃত্তফলা", "নীলা" বার্ত্তাকু, (২) শ্বেতবার্ত্তাকু (কুক্কুটাণ্ডসম), (৩) সদাফলা বার্ত্তাকু, (৪) বনজা, (৫) গোষ্ঠবার্ত্তাকু।

বর্ণন—ফলভেদে বৃহতী দুই প্রকার—ক্ষুদ্রফলা বৃহতী ও বৃহৎফলা বৃহতী। ক্ষুদ্রফলা বৃহতী সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বৃহৎফলা বৃহতীর গুল্ম ৪।৫ হাত উচ্চ। ক্ষুদ্রাপেক্ষা অল্পকণ্টক, **কণ্টক** ক্ষুদ্রাপেক্ষা দীর্ঘতর কিন্তু তদপেক্ষা অল্প বক্রাগ্র। ইহার **পত্র** ক্ষুদ্র বৃহতীর পত্রাপেক্ষ প্রশস্ততর। **পুষ্পদণ্ড** ক্ষুদ্রাপেক্ষা অধিক পুষ্পধারী ও বহুশাখ। **পুষ্প**—ক্ষুদ্রের পুষ্প নীল, ইহার পুষ্প শুভ্র। **ফল**—ক্ষুদ্রবৃহতীর ফল গোল, শ্বেতাভহরিদ্বর্ণ তদুপরি গাঢ়হরিদ্বর্ণের রেখাঙ্কিত। ইহার ফল বৃহত্তর, ঈষৎ লম্বা ও রেখাবিবর্জ্জিত। ক্ষুদ্রবৃহতীর পুষ্পকাল—বিশেষতঃ ফাল্গুন। বৃহৎফলা বৃহতী দেশভেদে সর্ব্ব ঋতুতে পুষ্পিত থাকে। শ্বেতবৃহতী সুলভ নহে। ক্ষবিকা অধুনা সুপরিচিত নহে। "গোষ্ঠবার্ত্তাকু"—গোঠ্‌বেগুন, "শ্বেতবার্ত্তাকু"—শাদা ছোট বেগুন, "সদাফলাবার্ত্তাকু" বারমেসে কুলিবেগুন। অধুনা কৃষ্যুৎকর্ষবশাৎ নানাপ্রকার বার্ত্তাকুর আবির্ভাব হইয়াছে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র গুল্ম, বিশেষতঃ মূল ও ফল। **মাত্রা**—সমগ্রক্ষুপ ও মূলের কাথ ৫—১০ তোলা। মূলত্বক্‌চূর্ণ ১—২ আনা। ফলচূর্ণ ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে বৃহতী ও বার্ত্তাকুর ব্যবহার।

চরক—অশ্মরীতে বৃহতীদ্বয়—অনম্ল দধির সহিত আলোড়িত বৃহতীদ্বয়ের মূলত্বক্‌চূর্ণ সাতদিন সেবন করিলে, অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী চূর্ণ হইয়া যায় (চিঃ অঃ)। (২) **কাসে** বার্ত্তাকু—বার্ত্তাকুর রস মধুর সহিত সেবন করিলে কফজকাস বিনাশ পায় (চিঃ ২২ অঃ)। (৩) **সর্পবিষে** বার্ত্তাকু শাক—বিষার্ত্তের পক্ষে বেগুনের পত্রশাক হিতকর। (চিঃ ২৫ অঃ)। **সুশ্রুত—শকুনিগ্রহ** প্রতিষেধার্থ বৃহতীফল—শিশু শকুনিগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তৎপ্রতীকারার্থ শিশুকে বৃহতীফল ধারণ করাইবে। (উঃ ৩০ অঃ)। (২) **যোনিরোগে** বৃহতীফল—পিষ্ট বৃহতীফল, পিষ্ট হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রাসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি পূরণ করিলে কিংবা ইহার ধূম যোনিতে প্রদান করিলে, যোনির কণ্ডু এবং অপস্পর্শতা নিবৃত্তি পায় (উঃ ৩৮ অঃ)। **বাগ্‌ভট—ইন্দ্রলুপ্তে** ক্ষুদ্রবৃহতীফল—ক্ষুদ্রবৃহতীফলের রস মধুযোগে টাকের উপর লেপন করিবে। (উঃ ২৪ অঃ)। **চক্রদত্ত—শিশুর বমনে** বৃহতীফল—যে শিশু স্তন্যপান করিয়াই বমন করে

তাহাকে ক্ষুদ্রফলা ও বৃহৎফলা বৃহতীফলের রস মধু ও গব্যঘৃতযোগে লেহন করাইবে। (বালরোগ—চিঃ)। (২) **জ্বরে** বার্ত্তাকু—পল্‌তা ও বেগুন জ্বররোগীর পথ্য (জ্বর—চিঃ)। (৩) **অর্শে** বার্ত্তাকু—ঘোষালতার যথাবিধি ক্ষারোদক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বার্ত্তাকু সিদ্ধ করিয়া, সেই বার্ত্তাকু গব্যঘৃতে ভাজিয়া গুড়ের সহিত তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া তক্রপান করিলে সাত দিনের মধ্যে অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত সহজ অর্শও বিনাশ পায় (অর্শ—চিঃ)। (৪) **গৃধ্রসীতে** বার্ত্তাকু—বেগুন সিদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসীপীড়িত রোগী সুস্থবৎ গতিশক্তি লাভ করে। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (৫) **ক্রিমিকর্ণে** বার্ত্তাকু—কর্ণে ক্রিমিজন্মিলে বার্ত্তাকু দগ্ধ করিয়া সেই ধূম কর্ণে প্রদান করিবে। (কর্ণরোগ—চিঃ)। **হারীত—সন্নিপাতজ্বরে** বৃহতীফলবীজ—বৃহতী ফলবীজ চূর্ণ করিয়া শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে নাসিকারন্ধ্রে ফুৎকারযোগে প্রবেশ করাইলে রোগী সংজ্ঞালাভ করে এবং তাহার হাঁচি হয় (চিঃ ২ অঃ)। **বঙ্গসেন—জ্বররোগীর** নিদ্রালাভার্থ বার্ত্তাকু—চিরভুক্ত জ্বরের অবসানে রোগীর সুনিদ্রা না হইলে, তাহাকে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে জলে সুসিদ্ধ বার্ত্তাকু পরদিন প্রাতে মধুর সহিত ভোজন করাইবে। (জ্বর—চিঃ)। (২) **সংগ্রহগ্রহণীতে** বৃহতী—তক্রের সহিত বৃহতীমূলচূর্ণ সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী নিবৃত্তি পায়। (গ্রহণী—চিঃ)।

বক্তব্য—বৈদ্যকে বৃহতীদ্বয় শব্দের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বৃহতীদ্বয় কি? সুশ্রুতোক্ত "বৃহত্যোশ্চৈকশঃ পৃথক্" (সুঃ ৪৪ অঃ)। এই পাঠ ব্যখ্যায় **ডল্লণ** লিখিয়াছেন—"বৃহত্যোরিতি স্থূলবৃহতী লঘুবৃহতী চেতি দ্বে বৃহত্যৌ"। সুশ্রুতোক্ত বিদারীগন্ধাদিগণ ব্যাখ্যায় **চক্রপাণি** লিখিয়াছেন,—"দ্বে বৃহত্যৌ ইতি একা বৃহৎফলা অপরা স্বল্পফলা" (ভানুমতী, সুঃ ৩৮ অঃ)। অষ্টাঙ্গহৃদয়োক্ত "ধ্রুবং বৃহত্যংশুমতীদ্বয়গোক্ষুরকৈঃ শৃতম্" (সুঃ ৬ অঃ) পাঠ ব্যাখ্যায় **অরুণ** লিখিয়াছেন—"বৃহতীদ্বয়ং ক্ষুদ্রবৃহতী মহাবৃহতী"। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে টীকাকারগণের মতে বৃহতীদ্বয় শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রফলা ও বৃহৎফলা বৃহতী। কোন কোন কোন টীকাকার বৃহতীদ্বয় শব্দের অর্থ বৃহতী ও কণ্টকারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"বৃহতীদ্বয়ং কণ্টকারিকয়া সহ বৃহতী" (সু, সুঃ ৩৮ অঃ ভানুমতী) সিদ্ধযোগের টীকাকৃৎ **শ্রীকণ্ঠ** লিখিয়াছেন "বৃহতীদ্বয়মিতি বৃহতীকণ্টকার্য্যৌ এবং সর্ব্বত্র" (সিঃ যোঃ জ্বর চিঃ)। প্রথম মতের পোষকতার পক্ষে বক্তব্য এই যে, বৃহতীর ভেদ যখন শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ এবং কোন প্রামাণ্য নিঘণ্টু যখন কণ্টকারীর পর্য্যায়ে বৃহতীশব্দ পাঠ করেন নাই তখন করঞ্জদ্বয়, কুটজদ্বয়, তুল্য বৃহতীদ্বয় শব্দে দুই প্রকার বৃহতী এই অর্থই সাধু। দ্বিতীয় মতের প্রতিকূলে বক্তব্য এই যে, বহুজনসমাদৃত মতের যদি গৌরব থাকে, তাহা

হইলে বৃহতীদ্বয় শব্দে স্থূলফলা ও সূক্ষ্মফলা বৃহতীই গৃহীত হওয়া উচিত, কেননা এক শ্রীকণ্ঠ ভিন্ন উপরিউক্ত টীকাকারগণের মধ্যে কেহই বৃহতীদ্বয় শব্দের বৃহতী ও কণ্টকারী অর্থ করেন নাই। চক্রপাণি দুই অর্থই লিখিয়াছেন। ভাবমিশ্রের "উভে চ বৃহত্যৌ যত আহ সুশ্রুতঃ—"ক্ষুদ্রায়াঃ ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে" এই উক্তি, হয় লিপিকরপ্রমাদ না হয় অমূলক। যেহেতু প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতার কুত্রাপি "ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং" ইত্যাদি পাঠ দৃষ্ট হয় না। রসপ্রধান দ্রব্য খাদ্য এবং বীর্য্যপ্রধান বস্তু ঔষধ। বার্ত্তাকু খাদ্য অথচ ঔষধ। চরকে, কণ্ঠ্য, হিক্কানিগ্রহণ, শোথহর ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমনবর্গে বৃহতী পঠিত হইয়াছে।

Constituents—Wax, fatty acids and an alkaloid, solanin. **Actions and uses**—Diaphoretic, stimulant, diuretic and expectorant ; used in fevers, coughs and dysuria.

নব্যমত—ঘর্ম্মকারক, উষ্ণ, মূত্রকারক ও কফনিঃসারক। জ্বর, কফরোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে ব্যবহৃত হয়।

বেত্র ও বেতস—বেত্রবেতসৌ।

वेतसः, वानीरः, वञ्जुलः। जलवेतसः, निकुञ्जकः। वेत्रः, वेतः—Calamus Rotang .Calamus Fasciculatus.

अन्वर्थसंज्ञाः—वेत्रस्य—'योगिदण्डः', सुदण्डः। वेतसस्य—"दीर्घपत्रकः", "मञ्जरीनम्रः", "गन्धपुष्पकः", "अभ्रपुष्पः"। जलवेतसस्य—"नदीकूलप्रियः", "मेघपुष्पः", "परिव्याधः", "निकुञ्जकः"। वेतसस्य द्वयं (वेतसजलवेतसौ) शीतं रक्षोघ्नं व्रणशोधनम्। रक्तपित्तहरं तिक्तं सकषायं कफापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ वेतसः कटुकः स्वादुः शीतो भूतविनाशनः। पित्तप्रकोपनोऽवृष्यो विज्ञेयो दीपनः परः। वेत्रः पञ्चविधः श्लैत्यकषायो भूतपित्तहृत्। राजनिघण्टुः॥ वेतसः शीतलो दाहशोथार्शोयोनिरुक्प्रणुत्। हन्ति विसर्पकृच्छ्रास्रपित्ताश्मरीकफानिलान्। 'जलजो वेतसः' शीतः कुष्ठवातकोपनः। भावप्रकाशः॥ 'वेत्राग्र' दीपनं वृष्यं वातपित्तकफापहम्। 'फलं' वेत्रस्य वातघ्न

मल्लपित्तबलासकृत्। राजवल्लभः॥ तिलवेतसशाकञ्च *। वातलं कटुतिक्ताम्ल-मधोमार्गप्रवर्त्तकम्। मण्डूकपर्णीवेत्राग्रं *। कफपित्तघ्नं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते। (सू: २७ अ:)। चरकः॥ अटरूषक'वेत्राग्र'—*। तिक्ताःपित्त कफापहाः *। सुश्रुतः॥ (सू: ४६ अः)।

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते वेतसः—"धनञ्जयोदुम्बरवेतसत्वक् * निशि स्थिता वा स्वरसीकृता वा। कल्कीकृता वा मृदिता शृता वा। एते समस्ता गणशः पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः"। (चि: ४ अः)। (२) शोथे-वेत्रशाकम्—"सवायसीमूलकवेत्रनिम्बम्। शाकार्थिनां शाकमति प्रशस्तम्" (चि: १७ अः)। (३) ऊरुस्तम्भे वेत्रशाकम्—"शाकैरलवणै रथाम्जल-तैलोपसाधितैः। सुनिषण्णकनिम्बार्क—'वेत्रारग्वधपल्लवैः"। (चि: २७ अः)। चरकः॥ पुराणज्वरे वेतसमूलम्—"नलवेतसयोर्मूले *। कषायं विधिवत् कृत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम्"। (उ: ३८ अः)। सुश्रुतः॥ योनिदार्ढ्ये वेतस-मूलम्—"वेतसमूलनिःक्वाथक्षालनेन तथैव च" (योनिव्यापद्—चि:)। चक्रदत्तः॥ रक्तपित्तिणां शाकार्थं वेतसपल्लवः—"—प्लक्ष-'वेतस'-पल्लवाः। शाकार्थं शाक-सात्म्यानां *"। (रक्तपित्त—चि:। भावप्रकाशः॥ अलर्कविषे जलवेतस-मूलम्—"जलवेतसमूलस्य मूलं कुष्ठं पचेज्जले। स क्वाथः शीतलः पेयः परश्च विषनाशनः"। (विष—चि:)। वङ्गसेनः॥

অন্বর্থসংজ্ঞা—বেত্রের—'যোগিদণ্ড', সুদণ্ডঃ, বেতসের—"দীর্ঘপত্র", "মঞ্জরীনম্র", "গন্ধপুষ্পক," "অভ্রপুষ্প" জলবেতসের—"নদীকুলপ্রিয়," "মেঘপুষ্প", "পরিব্যাধ", "নিকুঞ্জক"।

বেত্রের ভাষানাম—বেতস ও বেত্র এক নহে। বেতস হিজলের মত বৃক্ষ। জলবেতস ইহার ভেদ। আর বেত্র বেত্ আমাদের সকলেরই সুপরিচিত। বেতসের ভাষানাম—বাঃ—বেত্। হিঃ—বেঁত। মঃ—থোরবেত। গুঃ—নেতর। কঃ—বেত্তিমু। তৈঃ—পীপাব্রবা। কাঃ—বেত। অঃ—খলাক্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, শাখাগ্র ও ফল। মাত্রা—মূলকাথ ৫—১০ তোলা। শাখাগ্র, স্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে বেত্র, বেতস ও জলবেতসের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে বেতসমূল—বেতসমূল রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল, বেতসমূলত্বকের রস, বেতস মূলত্বক্ জলে বাটিয়া কিংবা বেতসমূলের কাথ পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় চিঃ ৪ঃ অঃ)। (২) **শোথে** বেত্রশাক—শোথরোগীর পক্ষে বেত্রাগ্র শাকস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) উরুস্তম্ভে বেত্রশাক—কোমল বেতস পল্লব তিলতৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগী সেবন করিবে। (চিঃ—২৭ অঃ)। **সুশ্রুত**—পুরাণজ্বরে বেতসমূল—নল এবং বেতস মূলের কাথ প্রস্তুতপূর্ব্বক পান করিলে পুরাণ জ্বর প্রশমিত হয় (উঃ ৩৯ অঃ)। **চক্রদত্ত—যোনিদার্ঢ্যে** বেতসমূল—মৃদু অগ্নিতে বেতসমূলের কাথ প্রস্তুতপূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনি প্রক্ষালিত করিলে করিলে শ্লথ যোনি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় (যোনিব্যাপদ্—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তির শাকার্থ বেতসপল্লব—বেতসপল্লব রক্তপিত্তরোগীর শাকার্থ প্রশস্ত। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। **বঙ্গসেন—অলর্কবিষে** জলবেতসমূল—কুড় ও জলবেতসমূলের কাথ সুশীতল হইলে পান করিবে। এই কাথ, ক্ষিপ্ত কুকুরাদি বিষনাশক। (অলর্কবিষ—চিঃ)। **বক্তব্য**—বেত্র অর্থাৎ বেত দারজিলিং চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থানে প্রচুর জন্মে। বেতস বৃক্ষ বঙ্গের যত্রতত্র সুলভ নহে। ইহা দেখিতে প্রায় হিজ্জলের মত। ধনুকের মত বক্র মঞ্জরী-সনাথ বেতসবৃক্ষ অতি শোভন। কাব্যে বেতসতরু প্রসিদ্ধ। সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকের "রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে" কাব্যামোদীর নিকট সুপরিচিত। বেতস, চরকে, হৃদ্য, শ্বাসহর বেদনা-স্থাপনবর্গে পঠিত হইয়াছে। সুশ্রুত ইহাকে ন্যগ্রোধাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর পাকুড় ও বেতসকে পঞ্চবল্কল বা পঞ্চবেতস বলে। বেতস, পঞ্চবল্কলের সহিত ব্রণশোথবিসর্পাদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মী ও মণ্ডূকপর্ণী—ব্রাহ্মীমণ্ডূকপর্ণ্যৌ।

ব্রাহ্মী, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা—Gratiola Monniera, *Linn.* **মণ্ডূকপর্ণী**—Hydrocotyle Asiatica, *Linn.*

ব্রাহ্মী সোমা বধী তিক্তা মোহপাণ্ড্বামরাপহা। দীপনী কুষ্ঠকণ্ডুঘ্নী শ্লীপ-বাতবলাসজিৎ। অন্যচ্চ—ব্রাহ্ম্যারগুবা হিমা মেধ্যা কষায়া তিক্তকা লঘুঃ।

स्वर्य्या स्मृतिप्रदा कुष्ठपाण्डुमेहास्रकासजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ ब्राह्मी
हिमा कषाया च तिक्ता वातास्रपित्तजित्। बुद्धिं प्रज्ञाञ्च मेधाञ्च कुर्य्यादायुष्य-
वर्द्धनी। 'क्षुद्रपत्रा ब्राह्मी'-गुणाः—ब्राह्मी तिक्तरसोष्णा च सरा वातामशोफजित्।
राजनिघण्टुः॥ ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लघु मेध्या च शीतला। कषाया
मधुरा स्वादुपाकायुष्या रसायनी। स्वर्य्या स्मृतिप्रदा कुष्ठपाण्डुमेहास्रकासजित्।
विषशोथज्वरहरी तद्वत् मण्डूकपर्णिनी। भावप्रकाशः॥ मण्डूकपर्णी कासघ्नी
स्वादुपाकरसायनी। ब्राह्मी तु भेदिनी गुर्व्वी मेध्या पित्तकफापहा। राज-
वल्लभः॥ कषाया तु हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिमा। लघ्वी मण्डूकपर्णी-
तु *। सुश्रुतः॥ (सूः ४६ अः)।

वैद्यके व्यवहारः—अपस्मारे ब्राह्मी—"* पयसा वा ब्राह्मीरसम्" (चिः १६
अः)। (२) रसायनार्थम् मण्डूकपर्णी—"मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण
*" (चिः १ अः)। (३) पुष्ट्यायुर्बलारोग्यकरत्वे मण्डूकपर्णी—"मण्डूकपर्ण्याः
कल्कोऽथ शुण्ठीमधुकयोस्तथा" (चिः १६ अः)। (४) 'उदरे' मण्डूकपर्णी—
"बिल्वमण्डूकपर्ण्योश्च शाकं स्वरसोदकसाधितम्। निरम्ललवणस्नेहं स्विन्नस्विन्न-
मनन्नभुक्। मासमेकं ततश्चैव तृषितः स्वरसं पिबेत्" (चिः १८ अः)। चरकः॥
मेधायुष्कामीये ब्राह्मी—"कृतदोष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंसृष्टभक्तो ब्राह्मीस्वरस
मादाय सहस्रसम्पाताभिहुतं कृत्वा यथाबल मुपयुञ्जीत। जीर्णौषधश्चापराह्णे
यवागूमलवणां पिबेत्। क्षीरसात्म्यो वा पयसा भुञ्जीत। एवं सप्तरात्र मुप-
युज्य ब्रह्मवर्चसी मेधावी भवति। द्वितीयं सप्तरात्रं उपयुज्य ग्रन्थमीप्सित मुत्-
पादयति। नष्टञ्चास्य प्रादुर्भवति। तृतीयं सप्तरात्रं उपयुज्य द्विरुच्चारितं शतो
मप्यवधारयति। एवमेकविंशति रात्र मुपयुज्यालक्ष्मीरपक्रामति। मूर्त्तिमत-
श्चैनं वाग्देवी अनुप्रविशति। सर्व्वाश्चैनं श्रुतय उपतिष्ठन्ति"। (चिः २८ अः)।
(२) मेधायुष्कामीये मण्डूकपर्णी—"कृतदोष एव प्रतिसंसृष्टभक्तः यथाक्रम-
मागारं प्रविश्य मण्डूकपर्णीस्वरस मादाय सहस्रसम्पाताभिहुतं कृत्वा यथाबलं

पयसा आलोड्य पिबेत् पयोऽनुपानं वा तस्यां जीर्णायां यवान्नं पयसोपयुञ्जीत तिलैर्वा सह भक्षयित्वा त्रीण् मासान् पयोऽनुपानं जीर्णे पयः सर्पिरोदन इत्याहारः। एवमुपयुञ्जन् ब्रह्मवर्चसी श्रुतिनिगादी भवति शतवर्षमायुरवाप्नोति। त्रिरात्रोपोषितस्त्रिरात्रमेनां भक्षयेत् त्रिरात्रादूर्द्ध्वं पयः सर्पिरिति चोपयुञ्जीत। बिल्वमात्रं पिण्डं वा पयसालोड्य पिबेत्। एवं दशरात्रमुपयुज्य मेधावी वर्षशतायुर्भवति"। सुश्रुतः॥ उन्मादे ब्राह्मी—ब्राह्मीकुष्माण्डी * स्वरसाः उन्मादघ्नी हृष्टाः पृथगेते कुष्ठमधुमिश्राः" (उन्माद—चिः। चक्रदत्तः॥ मसूरिकायां ब्राह्मीस्वरसः—"सक्षौद्रं पाययेद् ब्राह्म्या रसं *"। (मसूरिका—चिः)। वङ्गसेनः॥

ব্রাহ্মীর ভাষানাম—বাঃ—বিমি। হিঃ—ব্রাহ্মী। মঃ—ব্রাহ্মী। গুঃ ব্রাহ্মী। কঃ—ওঁদেলগ। তৈঃ—শম্ব নীচেট্টু। তাঃ—বীমী। বম্—বামব্রহ্মী। ফাঃ—জর্ণব্। সিং—লুণুবিল। **মণ্ডূকপর্ণীর ভাষানাম**—বাঃ থুলকুড়ি, থানকুনি। হিঃ—বরেলি, ব্রহ্মমাণ্ডূকী। সিং—গোটু। গুঃ—বিম্বাব্রাহ্মী, খড়ভরাখি। তৈ মণ্ডূকব্রহ্মী। তাঃ—বল্লরীকেরী। কোঃ—ঢোলামানামানি। যাঁহাদের মতে মণ্ডূকপর্ণী ও ব্রাহ্মী এক, তাঁহারা "ক্ষুদ্রপত্রা ব্রাহ্মী"কে বিমি বলিয়া থাকেন।

বর্ণন—ব্রাহ্মী, পুকুরের বগচর বা তত্তুল্য আর্দ্রভূমিতে স্বয়ং জন্মে। সরস ভূমিতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলে, ব্রাহ্মী দীর্ঘ প্রতান বিস্তার করিয়া থাকে। এবং একবার একস্থানে জন্মিলে, সহজে বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মী, ক্ষুদ্র, ভূলুণ্ঠিত ক্ষুপ। বর্ষায় বিশেষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা না করিলে পচিয়া যায়, শরৎকালে পুনঃ প্রতান বিস্তারপূর্ব্বক বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মীর পত্র, ক্ষুদ্র, মাংসল; পত্রাগ্রভাগ মণ্ডলাকার এবং বৃন্তসন্নিধানে পত্রাংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ, অর্থাৎ মননার (সিজের) পাতাকে অত্যতিক্ষুদ্র করিলে যেমন দেখায় ব্রাহ্মীর পত্র সেইরূপ। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, পত্রোদরে অতিসূক্ষ্ম চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মীর পত্রের বৃন্ত নাই। কাণ্ডের প্রতি গ্রন্থি হইতে সূত্রাকৃতি শিফা নির্গত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। **পুষ্প**, ক্ষুদ্র, শ্বেত বা ঈষন্নীলাভশ্বেত, মিলিতদল, দলাগ্র পাঁচভাগে চিরিত। পুংকেসর চারিটী দলে সন্নিবিষ্ট তন্মধ্যে দুইটী ক্ষুদ্রতর, দুইটী বৃহত্তর। সমগ্র ক্ষুপ স্বাদে অতি তিক্ত।

মণ্ডূকপর্ণী—থুলকুড়ি, যত্রতত্র, তৃণসমাচ্ছাদিত ভূমিতেও জন্মিয়া থাকে। ইহাও

ব্রাহ্মীর মত ভূলুন্ঠিত থাকে। ইহারও প্রতি গ্রন্থি হইতে মূল নির্গত হয়। বিশিষ্টত্ব এই—ইহার পত্র বৃহত্তর, গোল, কতকটা ঠোঙার মত, পত্রবৃন্ত অতিদীর্ঘ এবং পুষ্প লোহিতবর্ণ। পত্র চর্ব্বণ করিলে এক প্রকার বিচিত্র গন্ধ অনুভূত হয়। সমগ্র ক্ষুপ স্বাদে কষায়তিক্ত। **আর একপ্রকার** মণ্ডূকপর্ণী আছে, ইহা কোচবিহারে অতি সুলভ, রাঢ়েও যত্রতত্র পাওয়া যায়। ইহাকে কোচবিহারের লোকে "ক্ষুদেমানামানি" বলে। ক্ষুদেমানামানি, ব্রাহ্মীরই মত, কেবল ইহার **পত্র** ক্ষুদ্রতর, গোল ও সমতল, **পত্রপ্রান্ত**—বিচিত্ররূপ চিরিত, পত্রোদর তৈলাক্তবৎ চিক্কণ, **পত্রবৃন্ত**, মণ্ডূকপর্ণী অপেক্ষা দীর্ঘতর কিন্তু ক্ষীণতর এবং প্রায়ই বক্র হইয়া থাকে। পত্রের স্বাদ কষায়মধুর। কোচবিহারে ইহা শাকার্থ ও ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। টীকাকারগণ থুলকুড়ি ও মান্‌মানি উভয়ার্থেই মণ্ডূকপর্ণীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিবদাস ও শ্রীকণ্ঠ "থানকুনীতি লোক, মণিমানীতে লোকে" বলিয়া দ্বিবিধ মণ্ডূকপর্ণীর পরিচয় দিয়াছেন। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ। **মাত্রা**—ব্রাহ্মীস্বরস ১—২ তোলা। মণ্ডূকপর্ণী স্বরস ১—২ তোলা। মূলচূর্ণ—½ আনা—২ আনা—২ আনা।

বৈদ্যকে ব্রাহ্মী ও মণ্ডূকপর্ণীর ব্যবহার।

চরক—রসায়নার্থ মণ্ডূকপর্ণী—রসায়নার্থী, থুলকুড়ির স্বরস দুগ্ধের সহিত পান করিবে (চিঃ ১ অঃ)। (২) **অপস্মারে** ব্রাহ্মীস্বরস—অপস্মারী, মধুসহ ব্রিম্বির স্বরস পান করিবে (চিঃ ১৫ অঃ)। (৩) ক্ষতক্ষীণে মণ্ডূকপর্ণী—থুলকুড়ি মূলচূর্ণ, ক্রমশঃ মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া, দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্নাহার বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল দুগ্ধপান করিতে হইবে। ক্ষতক্ষীণ-রোগগ্রস্ত মনুষ্য ইহা সেবন করিলে বলারোগ্যপুষ্টিলাভ করিবে (চিঃ ১৬ অঃ)। (৪) **উদররোগে** থুলকুড়ি—উদররোগী, থুলকুড়ির স্বরসে কিংবা জলে সুসিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া, অম্ল, লবণ ও স্নেহ বিনা ভোজন করিবে। অন্নাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৃষিত হইলে জলপান না করিয়া থুলকুড়ির স্বরস পান করিবে। এই বিধি একমাস কাল পালনীয়। (চিঃ ১৮ অঃ)।

সুশ্রুত—মেধা ও আয়ুঃকামনার্থ ব্রাহ্মী—মেধা ও আয়ুঃকামী হৃতদোষ ব্যক্তি অন্নাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুটী প্রবেশ করিয়া সহস্র সম্পাতাভিহুত ব্রিম্বির স্বরস গ্রহণ করিয়া বলানুসারে সেবন করিবে। অপরাহ্নে ঔষধ পরিপাক হইলে লবণ বর্জ্জিত যবাগূ পান করিবে। যদি নিত্য দুগ্ধপানের অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধের সহিত যবাগূ সেবন করিবে এবং এই প্রকার সপ্তরাত্র সেবন করিলে ব্রহ্মবর্চ্চসী ও মেধাবী হওয়া যায়। দ্বিতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে অভীপ্সিতগ্রন্থ উৎপাদন করিতে পারা যায়,

এবং বিস্মৃত বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হয়। তৃতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে শতবাক্যমাত্র উচ্চারিত হইলে তাহা ধারণা করা যায়। এইরূপ একবিংশতি রাত্র সেবন করিলে মূর্ত্তিমতী সরস্বতী শরীরে আবির্ভূত হয়েন এবং সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। (চিঃ ২৮ অঃ)। (২) **মেধা ও আয়ুঃকামনার্থ মণ্ডূকপর্ণী**—মেধা ও আয়ুঃকামী হুতদোষ ব্যক্তি অন্নাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুটী প্রবেশ করিয়া, সহস্র সম্পাতাভিহুত মণ্ডূকপর্ণীর স্বরস দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে কিম্বা স্বরস পানানন্তর পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিবে। তাহা পরিপাক পাইলে দুগ্ধ অথবা তিলের সহিত যবান্ন তিনমাস ভক্ষণ করিবে। ঐ যবান্ন পরিপাক পাইলে দধিদুগ্ধ ও অন্ন আহার করিবে। এইরূপ করিলে ব্রহ্মবর্চ্চসী শ্রুতিনিগাদী ও শতবর্ষজীবী হওয়া যায়। পিষ্ট থুলকুড়ির বিল্বফলাকার পিণ্ড, দুগ্ধের সহিত আলোড়ন পূর্ব্বক দশরাত্র সেবন করিলে মেধাবী ও শতবর্ষজীবী হইতে পারা যায়।

বঙ্গসেন—মসূরিকায় ব্রাহ্মীস্বরস—যাহার বসন্ত হইয়াছে সে মধু-যোগে বির্মির রস পান করিবে (মসূরিকা—চিঃ)। **চক্রদত্ত**—উন্মাদে ব্রাহ্মী—কুড়চূর্ণ এবং মধুসহ ব্রাহ্মীরস সেবন করিলে যে উন্মাদরোগ প্রশমিত ইহা পরীক্ষা সিদ্ধ। (উন্মাদ—চিঃ)। **বক্তব্য**—হংসপাদীর ভাষানাম থুলকুড়ি নহে। পূর্ব্বাচার্য্য কথিত "হংসপাদী মধুস্রবা হংসপাদাকারপত্রা পীতপুষ্পা জলমুক্তদেশজাতা হংসপাজি ইতি লোকে প্রসিদ্ধা" এই পরিচয় পাঠ করিলে, বঙ্গানুবাদকগণ কর্ত্তৃক কদাপি হংসপাদী থুলকুড়িবলিয়া প্রচারিত হইত না। **চরক**,সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে বয়স্থা পাঠ করিয়াছেন। চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"বয়স্থা ব্রাহ্মী"।

Constituents *of Gratiola Monniera.*—A trace of oily matter which is soluble in alcohol and of an acid reaction; tannin, an alkaloid, soluble in ether and chloroform; an organic acid, 2 resins, both soluble in alkaline solutions and one readily soluble in ether. **Actions and uses** *of Gratiola Monniera.*—Diuretic, aperient and tonic; given in stoppage of urine with costiveness; also in nervous debility, seminal weakness, epilepsy &c. The plant is applied hot to the chest in bronchitis and cough in childern. (R. N. Khory, Part II. p. 456).

Constituents *of Hydrocotyle Asiatica.*—An oleaginous substance vellarine, having the odour and bitter persistent taste of the fresh plant, resin, and some fatty aromatic body, gum, sugar, albuminous matter, salts mostly alkaline sulphates and tannin. **Actions and uses** *of Hydrocotyle Asiatica.*—An alterative tonic, diuretic and local stimulant.

It has a special influence on the urinogenital tract. It sets up urinary and ovarian irritation and itching over the whole body. The root is given with milk and liquorice, in fever and dysentery. As a stimulant and alterative the powder is given in chronic skin-diseases, such as eczema, lupus, psoriasis, secondary syphilitic sores or skin erruptions; also in anæsthetic leprosy, elephantiasis and Scrofula. As a snuff, it is used in ozæna. The pocltice or cataplasm is ayplied in syphilitic and other forms of ulcerations. The powder is dusted oves ulcers. (R. N. Khory, Part., p. 263).

নব্যমত—ব্রাহ্মী, মূত্রকর, মৃদুরেচক এবং বল্য। মূত্রাঘাত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ব্রাহ্মী সেবন করাইবে। অপিচ ইহা বাতজদৌর্ব্বল্য, ক্ষীণশুক্রতা অপস্মার প্রভৃতি পীড়ায় সেব্য। কাস ও শিশুর কফরোগে, বক্ষোদেশে ব্রাহ্মীর ঈষদুষ্ণ প্রলেপ হিতকর। (আর্, এন্, কোরি, ৩য় খণ্ড, ৪৫৬ পৃঃ)। **মণ্ডূকপর্ণী**— রসায়ন, বল্য, মূত্রকর ও ইহার প্রলেপ উষ্ণ। মূত্রেন্দ্রিয় এবং জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। মণ্ডূকপর্ণী অত্যধিক মাত্রায় সেবিত হইলে, মূত্রস্রোত ও অণ্ডাধারের (ovary) উত্তেজনা, এমন কি সমস্ত শরীরে কণ্ডূয়ন জন্মিয়া থাকে। যষ্টিমধুসহ থুলকুড়ির মূল, জ্বর এবং রক্তাতিসারে প্রয়োগ করা হয়। থুলকুড়ির মূল উষ্ণ এবং রসায়ন বলিয়া, পাচড়া প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্মরোগে, ফিরঙ্গক্ষতে বা কণ্ডূয়নে (Secondary syphilitic sores or skin erruptions) কুষ্ঠবিশেষে (anæsthetic leprosy), শ্লীপদ এবং গলগণ্ড, গণ্ডমালাদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পীনসরোগে থুলকুড়ির মূলচূর্ণের নস্য হিতকর। ইহার পুল্‌টীশ্ কিম্বা প্রলেপ ফিরঙ্গক্ষত বা অন্তর্বিধ ক্ষতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চূর্ণ দ্বারাও ক্ষত অবধূলিত করা হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ২৯৩ পৃঃ)।

ভল্লাতক—भल्लातकः।

भल्लातकः, अरुष्करः—Semecarpus Anacardium Earking Nut.

परिचयज्ञापिका संज्ञाः—"शैलबीजः" (शैलप्रभवः), "तैलबीजः", "पृथग्बीजः" "धनुर्बीजः", "वीरतरुः", ("वीर इव दुष्प्रो दुःस्पर्शत्वात्", भूरिवीरत्वेन)। गुणप्रकाशिका संज्ञाः—"अरुष्करः", ("अरु व्रणं करोति"), "वातारिः", "क्रमिघ्नः",

"भर्शोहितः", "शोथकृत्"। भल्लातः कटुतिक्तोष्णो मधुरः कृमिनाशनः। गुल्मार्शोग्रहणीकुष्ठान् हन्ति वातकफामयान्। धन्वन्तरीय निघण्टुः॥ भल्लातकः कटुस्तिक्तः कषायोष्णः कृमीञ्जयेत्। कफवातोदरानाहमेहदुर्नामनाशनः। अन्यच्च—भल्लातस्य 'फलं' कषायमधुरं, कोष्णं कफार्त्तिश्रम।—श्वासानाह-विबन्धशूलजठराध्मानकृमिध्वंसनम्। 'तन्मज्जा' च विशोषदाहशमनो, पित्तापहा तर्पणो। वातारोचकहारिदीप्तिजननो, पित्तापहा त्वक्सा। राजनिघण्टुः॥ भल्लातक'फलं' पक्वं स्वादुपाकरसं लघु। कषायं पाचनं स्निग्धं तीक्ष्णोष्णं छेदि भेदनम्। मेध्यं वह्निकरं हन्ति कफवातव्रणोदरम्। कुष्ठार्शोग्रहणीगुल्म-शोफानाहज्वरकृमीन्। "तन्मज्जा" मधुरो वृष्यो वृंहणो वातपित्तहा। 'वृन्त'मारुष्करं स्वादु पित्तघ्नं केश्यमग्निकृत्। भल्लातकः कषायोष्णः शुक्रलो मधुरो लघुः। वातश्लेष्मोदरानाहकुष्ठार्शोग्रहणीगदान्। हन्ति गुल्मज्वरश्वित्रं वह्नि-मान्द्यकृमिव्रणान्। भावप्रकाशः॥ भल्लातक 'फलं' स्निग्धं कृमिदुर्नामनाशनम्। दन्तस्थैर्य्यकरं ग्राहि कषायं मधुरञ्च तत्। भल्लात-'वृन्तं' मधुरं कषायं वात-कोपनम्। विष्टम्भि दुर्जरं शीतं रक्तपित्तप्रदूषणम्। राजवल्लभः॥ भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यग्निसमानि च। भवन्त्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि। कफजो न स रोगोऽस्ति न विबन्धोऽस्ति कश्चन। यं न भल्लातकं हन्याच्छीघ्रं मेधाग्निवर्द्धनम्। (चरकः—चिः १ अः)।

वैद्यके व्यवहारः—रसायनार्थं भल्लातकफलम्—भल्लातकानि अनुपहतानि अनामयानि आपूर्णरसप्रमाणवीर्य्याणि पक्वाजाम्बवप्रकाशानि शुचौ शुक्रे वा मासे संगृह्य यवपल्ले माषपल्ले वा निधापयेत्। तानि चतुर्मासस्थितानि सहसि सहस्ये वा मासे प्रयोक्तुमारभेत। शीतस्निग्धमधुरोपस्कृतशरीरः पूर्व्वं दशभल्लात-कान्यापोथ्याष्टगुणेनाम्भसा साधु साधयेत्। तेषां रसमष्टभागावशिष्टं पूतं सपयस्कं पिवेत् सर्पिषान्तर्मुखमभ्यज्य। (चिः १ अः)। चरकः॥ अर्शःसु भल्लातकम्—भल्लातचूर्णयुक्तं वा शक्तुमन्नमलवणं तक्रं च" (चिः ६ अः)। अर्शःसु भल्लातक-विधानम्—"भल्लातकानि परिपक्वानि अनुपहतानि आहृत्यैकमादाय द्विधा त्रिधा

चतुर्धा वा छेदयित्वा कषायकल्पेन विपाच्य कषायस्य शुक्तिं मनुष्यो घृताभ्यक्त-तालुजिह्वौष्ठः प्रातः प्रातरुपसेवेत। ततोऽपराह्णे क्षीरं सर्पिरोदन इत्याहारः। एवमेकैकं वर्द्धयेत् यावत् पञ्चेति"। (चिः ६ अः)। (२) सर्व्वकुष्ठेषु भल्लातक-फलम्—"भल्लातकाभयाविड़ङ्गसिद्धं वा सर्व्वेषाम्। फल्लातकतैलं वेति"। (चिः ८ अः)। (१) अञ्जने विषसंसृष्टे भल्लातकपुष्पम्—"* पुष्पं भल्लातकस्य वा" (कः १ अः)। सुश्रुतः॥ कफगुल्मे भल्लातकघृतम्—"भल्लातकात् कल्क-कषायपक्वम्। सर्पिः पिबेत् शर्करया विमिश्रम्। तद्रक्तपित्तं विनिहन्ति पीतम्। बलासगुल्मं मधुना समेतम्। (गुल्म—चिः)। (२) कुष्ठे भल्लातक-फलम्—"पञ्च भल्लातकांश्छित्वा साधयेद्विविधञ्जले। तं कषायं पिबेच्छीतं घृतेनाक्तौष्ठतालुकः"। (कुष्ठ—चिः)। इन्द्रलुप्ते भल्लातकफलरसः—"भल्ला-तकद्रवतो * फलेभ्य एकेन। मधुसहितेन विलिप्तं सुरपतिलुप्तं शमं याति" (क्षुद्ररोग—चिः)। चक्रदत्तः॥ प्लीहोदरे भल्लातकबीजम्—"भल्लातका-भयाजाजीगुड़ेन सह मोदकः। सप्तरात्राद्विहन्त्याशु प्लीहानमतिदारुणम्"। वङ्गसेनः॥

ভল্লাতকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"শৈলবীজ" (শৈলপ্রভব), "তৈলবীজ," "পৃথগ্বীজ," "ধনুর্বীজ;" "বীরতরু" (বহুক্ষীরত্বহেতু ইহার কাষ্ঠ ছেদকের দুস্পর্শ)। গুণপ্রকাশিকা—"অরুষ্কর," "(ব্রণজনক)," "বাতারি," "কৃমিঘ্ন, "অর্শোহিত," "শোথকৃৎ"।

ভল্লাতকের ভাষানাম—বাঃ—ভেলা। হিঃ—भिलावा। মঃ—বিববা, বিব্বা, বিব্বে। গুঃ—ভিলামাং। কঃ—কেরবীজ। তৈঃ—নল্লাজীড়ী। উঃ—ভল্লিপ। सिं—बदुल्ल।

বর্ণন—বীরভূম, হাজারিবাগ, বালেশ্বর অঞ্চলে ভল্লাতকবৃক্ষ প্রচুর জন্মে। ইহার বৃক্ষ অতি উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল, কাণ্ডত্বক্ ধূসরবর্ণ, ক্ষুদ্রশাখা বহুসংখ্যক, পত্র ক্ষুদ্রশাখাগ্রে দলবদ্ধ, লম্বাচৌড়া, পত্রাগ্র গোল, পত্রপৃষ্ঠ শ্বেতাভ। পুষ্প, দীর্ঘ পুষ্পদণ্ডস্থিত, হরিদাভ পীতবর্ণ। ফল হৃৎপিণ্ডাকৃতি উজ্জ্বলকৃষ্ণবর্ণ, ভিতরে রস থাকে—এই রস ফলের অপক্বা-বস্থায় দুগ্ধবৎ শুভ্র এবং পক্বাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ। ফলবৃন্তাগ্র, মাংসল, প্রায় ফলতুল্যাকৃতি, মসৃণ, পক্বাবস্থায় পীতবর্ণ, ইহার উপরি ফল অধিষ্ঠিত থাকে। বৈদ্যকে ইহাই ভল্লাতকবৃক্ষ

নামে অভিহিত হইয়াছে। ভল্লাতকের কাষ্ঠে প্রচুর আঠা থাকে বলিয়া ইহার ছেদনকার্য্য নিরাপদ নহে। ভল্লাতকপুষ্পপরাগ মদকারক এবং শোথ ও কণ্ডূৎপাদক। পুষ্পিত ভল্লাতক-বৃক্ষতলে শয়ন করিলে কিম্বা তৎপুষ্পপরাগবাহী বায়ু সেবন করিলে মুখ ও হস্তপদ স্ফীত হইয়া থাকে। এবং কচিৎ মূঢ়ত্বের লক্ষণও প্রকাশ পায়। এইজন্য লোকে "ভেলার হাওয়া" কে ভয় করে। পুষ্পকাল—বর্ষা, শীতে ফল পরিপক্ক হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পুষ্প, ফল, ফলবৃন্ত। **শোধন প্রণালী**—কর্ত্তিত ভল্লাতকফল ইষ্টকচূর্ণ সহ ঘর্ষণ করিয়া সবাতস্থলে স্থাপন করিলে বিশুদ্ধ হয়। **নব্যেরা** বলেন—ভল্লাতকফল জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল জলে ধৌত করিয়া লইলেই শুদ্ধ হয়। **ভল্লাতকক্বাথ**—সুপক্ক ভল্লাতক-ফলের কাথ প্রস্তুত করিয়া অতিস্থূল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলেই সেবনোপযোগী হইয়া থাকে। **পরীক্ষা**—যে ভল্লাতকফল জলে নিমজ্জিত হয় তাহাই উত্তম।

বৈদ্যকে ভল্লাতকের ব্যবহার।

চরক—রসায়নার্থ ভল্লাতকফল—কীটাদিদ্বারা অনাক্রান্ত, পূর্ণরস, পূর্ণপ্রমাণ, পূর্ণবীর্য্য, পক্বজম্বুফলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ, ভল্লাতকফল জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে সংগ্রহ করিয়া যবরাশি বা মাষরাশিতে স্থাপন করিবে এবং অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে উদ্ধৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। রোগী, শীত স্নিগ্ধ, মধুর বস্তু সেবন করিবে। মুখকুহরে ঘৃত লেপন পূর্ব্বক, ভল্লাতক কাথ দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে হইবে। **ক্বাথপ্রস্তুত প্রণালী**—কুট্টিত ভল্লাতক যত, তাহার ষোড়শগুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিবে। প্রথমে একটী হইতে আরম্ভ করিয়া (রোগীর শক্তি অনুসারে) মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। (চিঃ ১ অঃ)। **চরক** সহস্র ভল্লাতক প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অধুনা ½—১ তোলাই চরমমাত্রা। **সুশ্রুত**—অর্শে ভল্লাতক ফল—ভল্লাতকচূর্ণ শক্তুমন্থের (যবাদিচূর্ণের নাম শক্তু, শক্তু গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া শীতলজলে তরলীকৃত হইলে, শক্তুমন্থ বলে) সহিত মিশ্রিত করিয়া তক্রযোগে বিনালবণে পান করিবে। ইহা অর্শের হিতকর। (চিঃ ৬ অঃ)। **অর্শে** ভল্লাতক বিধান—খণ্ডশঃকৃত ভল্লাতক ফলের শীতল কাথ ৪ তোলা, রোগী ঘৃতাভ্যক্ততালুজিহ্বোষ্ঠ হইয়া প্রাতে সেবন করিবে। অপরাহ্নে দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন সেবন করিবে। (চিঃ ৬ অঃ)। সুশ্রুত একটী হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটী ভল্লাতক সেবনের উপদেশ দিয়াছেন। (২) **কুষ্ঠে** ভল্লাতকফল—ভল্লাতক, হরীতকী ও বিড়ঙ্গের কাথ কিম্বা ভল্লাতক তৈল সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) বিষসংসৃষ্টঅঞ্জনে ভল্লাতকপুষ্প—ভল্লাতক পুষ্পের অঞ্জন, বিষদুষ্ট অঞ্জন ব্যবহারজাত অন্ধত্বাদি প্রশমিত করে। (কল্পঃ ১ অঃ)। **চক্রদত্ত**—**কফগুল্মে** ভল্লাতকঘৃত—ভল্লাতকফলের কাথ এবং কল্ক দ্বারা পক্ক গব্যঘৃত

শর্করাযোগে রক্তপিত্তে এবং মধুযোগে কফগুল্মে সেব্য। (গুল্ম—চিঃ)। (২) **কুষ্ঠে** ভল্লাতকফল—পাঁচটী ভল্লাতকের কাথ প্রস্তুত করিয়া, রোগী ঘৃতাভ্যক্তোষ্ঠতালু হইয়া পান করিবে। (৩) **ইন্দ্রলুপ্তে** ভল্লাতকরস—ইন্দ্রলুপ্তাক্রান্ত অঙ্গে মধুসহ ভল্লাতকরস লেপন করিবে। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—প্লীহোদরে** ভল্লাতকফল, হরীতকী ও কৃষ্ণজীরা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া, প্লীহরোগী সেবন করিবে। (উদর—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক বলিয়াছেন "ভল্লাতকানি তীক্ষ্ণানি পাকীন্যগ্নিসমানি চ। ভবন্ত্যমৃতকল্পানি প্রযুক্তানি যথাবিধি"। ভল্লাতক অগ্নিতুল্য, কিন্তু যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে অমৃতকল্প। ভল্লাতক ফলের প্রলেপ ও তৈলের অভ্যঙ্গ ফোস্কা উৎপাদন করে। চরক, ভল্লাতকপুষ্প, ফল ও রসকে আগন্তু শোথের হেতু বলিয়াছেন (সূঃ ১৮ অঃ)। ভেলার আঠা বাহির করিতে গিয়া, ভেলার ধূম গায়ে লাগিয়া, অনেকের গাত্রদাহ, শরীর শুষ্ক ও রুক্ষ এবং চর্ম্ম লোল হইতে দেখা গিয়াছে। ভল্লাতক **অতিমাত্রায়** সেবিত হইলে রোগীর অতিঘর্ম্ম, প্রবল পিপাসা; অত্যধিক দাহ, মূত্রকৃচ্ছ, কচিৎ রক্তমিশ্রিত মূত্র, সদাহ কণ্ডূয়মান, কোঠোৎপত্তি (erythematous eruptions) এবং অতিসার জন্মিয়া থাকে। ঘর্ম্ম, পিপাসা, দাহ, ভল্লাতকের মাত্রা হ্রাস করিলেই প্রায় প্রশমিত হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তমূত্রতা ও কোঠপ্রকাশ পাইলে ভল্লাতক সেবন বন্ধ রাখিতে হইবে। এবং ইহার **প্রতিকারার্থে** রোগীকে নারিকেল দুগ্ধ বা নেয়াপাতি ডাবের শাঁস শর্করাযোগে মধুর সহিত পান করাইবে। তিল, ত্রিফলার জল এতদর্থে সেবিত হইয়া থাকে। নারিকেল তৈল গায়ে মাখিয়া ভল্লাতকের কাথাদিপাককার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আর বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ভল্লাতকসেবীর **বর্জ্জ্য** বস্তু—ভল্লাতকসেবী রৌদ্রসেবা, স্ত্রীসহবাস এবং আমিষ ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে। প্রচুর ঘৃত দুগ্ধ ব্যবহার এবং লবণ ও জল পরিত্যাগপূর্ব্বক ভল্লাতক সেবনে অল্পকালের মধ্যে অধিক ফল পাইতে দেখা গিয়াছে। রসায়নার্থ ভল্লাতক সেবনের পক্ষে শীতকালই প্রশস্ত।

চরক—ভেদনীয়, কুষ্ঠঘ্ন এবং মূত্রসংগ্রহণবর্গে ভল্লাতক পাঠ করিয়াছেন। ভল্লাতক-তৈলের গুণোল্লেখ প্রসঙ্গে **রাজনিঘণ্টুকার** লিখিয়াছেন—"ভৃশোষ্ণং তিক্তকটুনী তুবরাক্ষকরোত্তবে"।

Constituents.—The almonds contain a small quantity of sweet oil; the pericarp contains a vesicating oil 32 p. c., soluble in ether, which blackens on exposure to the air. It resembles the oil obtained from Anacardium occidentale. **Actions and uses.**—The black thick juice of Bhilamo, is chiefly used as a stimulant; locally caustic and vesicant. As a local stimulant it is applied for the relief of rheum-

atic pains, leprous affections, inflammation of bones and joints, bruises and sprains. When applied over the skin it causes intense pain and swelling, its thin epedermis causes deep bluish coloured vesicles and intractable sore. The mark does not disappeaı for many months or even for life. The pain of the application is best relieved by salines internally and lead letlon externally ; the whole fruit or the seed is edible, like that of the cashew, It is boiled and then washed with cold water before use, The oil obtiained from it mixed with butter or oil, is used by the natives as stimulant, nar cotic, digestive, alterative and nervine tonic, and given in dyspepsia, worms, nervous debility, asthma and epilepsy. As an alterative it is given in scrofula, veneral diseases and to relieve asthmatic attacks. Sometimes the fruit is heated in the flame of a lamp and the oil allowed to drop in milk. This is given in cough due to the relaxed uvula and palate. Its internal use requires great caution. It is used locally to procure abortion. The vapour of the burning pericarp is applied to cold swelling and to cure piles. The mature receptacle is fleshy and sweetish-sour ; boiled and eaten with cocoanut and charonji as an aphrodisiac. (R. N. Khory, Part II., p. 171).

নব্যমত—ভল্লাতকের কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় **রস** তীক্ষ, ইহার প্রলেপে ফোস্কা ও ক্ষত জন্মে। আমবাতরোগীর স্ফীত অঙ্গে, কুষ্ঠে, অস্থিসন্ধির প্রদাহে এবং ঘৃষ্ট পিষ্ট ও বেদনান্বিত অঙ্গে, স্থানীয় উত্তেজক বলিয়া ইহার প্রলেপ ব্যবস্থা করা হয়। অঙ্গ এতদ্দ্বারা প্রলিপ্ত হইলে তীব্রবেদনা এবং স্ফীতি জন্মিয়া থাকে। ভল্লাতকফলের **তনুত্বকের** প্রলেপ দিলে গাঢ়নীলবর্ণ ফোস্কা পড়ে এবং যে ক্ষত হয় তাহা সত্বর আরাম হয় না। ক্ষতরোপণ হইলেও বহুকাল অথবা যাবজ্জীবন ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান থাকে। ভল্লাতক প্রলেপজাত যন্ত্রণা প্রশমনার্থ ক্ষারসেবন এবং "লেড্‌লোশন্" দ্বারা তদঙ্গ সেচন করিবে। জলে সিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ শীতলজলে ধৌত করিয়া লইলে বৃন্তসহিত ভল্লাতক বা ভল্লাতকফল ভক্ষণযোগ্য হইয়া থাকে। ভল্লাতক **তৈল** মাখম বা তিলতৈলযোগে, উষ্ণ, মাদক, পাচক, রসায়ন এবং নার্ভের বলপ্রদ বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকে সেবন করিয়া থাকে। ইহা গ্রহণী, কৃমি, নার্ভের দুর্ব্বলতা, শ্বাস এবং অপস্মারেও সেবিত হয়। রসায়নরূপে ইহা গণ্ডমালা, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ এবং শ্বাসের ক্লেশ নিবারণার্থ প্রযুক্ত হয়। তালু ও "আল্‌জিব্" স্ফীত এবং লম্বিত হইলে যে কষ্টপ্রদ উৎকাশি জন্মে তাহাতে ভল্লাতকতৈল বিশেষ ফলপ্রদ। একটী সুপক্ক ভল্লাতকফল সূচে বিদ্ধ করিয়া দীপশিখায় দগ্ধ করিলে, তাহা হইতে যে তৈলবিন্দু ক্ষরিত হইবে, তাহা দুগ্ধের উপরি

পাতিত করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে। অতিসাবধানে চিকিৎসক ভল্লাতক সেবন করাইবেন। গর্ভস্রাব করাইবার জন্য ভল্লাতকের বহিঃপ্রয়োগ কার্য্যকর। শোথগ্রস্ত শীতলঅঙ্গে এবং অর্শের বলিতে দগ্ধভল্লাতক ফলের ধূম হিতকর। পরিপক্ক ভল্লাতকবৃন্ত (receptacle) মাংসল এবং মধুরাম্ল। জলে সিদ্ধ ভল্লাতকবৃন্ত, নারিকেল এবং "চরোঞ্জি" (charonji) সহ বৃষ্য খাদ্যৌষধরূপে সেবিত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃঃ)।

ভার্গী—भार्गी।

भार्गी, ब्राह्मणयष्टिका—Siphonanthus Indica, *Lamark.*

अन्वर्थसंज्ञा:—"सुरूपा", "कासजित्", "वातारि:", गर्दभशाकम्"। भार्गी स्यात् स्वरसे तिक्ता चोष्णा श्वासकफापहा। गुल्मज्वरासृग्वातघ्नी यक्ष्माणं हन्ति पीनसम्। धन्वन्तरीयनिघण्टु:॥ भार्गी तु कटुतिक्तोष्णा कासश्वासविनाशनी। शोफव्रणक्रमिघ्नी च दाहज्वरनिवारिणी। राजनिघण्टु:॥ भार्गी रूक्षा कटु-स्तिक्ता रुच्योष्णा पाचनी लघु:। दीपनी तुवरा गुल्मरक्तनुन्नाशयेद्ध्रुवम्। शोथकासकफश्वासपीनसज्वरमारुतान्। भावप्रकाश:॥ भार्गीतु श्वासकासघ्नी। राजवल्लभ:॥ पर्णमस्य ज्वरं दाहं हिक्कां दोषत्रयं हरेत्। निघण्टुरत्नाकर:॥

वैद्यके व्यवहार:—श्वासे भार्गीमूलत्वक्—"भार्गीनागरयो: कल्कं *। * अम्बुना पिबेत्"। (चि: २१ अ:)। "लिह्यात् क्षौद्रेण भार्गीं वा सर्पिर्मधु-समायुताम्"। सुश्रुत:॥ (उ: ५१ अ:)। (२) कासे भार्गीमूलत्वक्—"* कोष्णेन भार्गीनागरमम्बुना"। (चि: २२ अ:)। चरक:॥ अपस्मारे भार्गीमूलत्वक्—"भार्गीश्रृते पचेत् क्षीरे शालितण्डुलपायसम्। त्र्यहं श्वभाय तद्दोऽर्द्ध वराहायोपकल्पयेत्। ज्ञात्वा च मधुरीभूतं तं विषस्य तदुद्धरेत्। क्षोण्-भागान्तस्य चूर्णस्य किण्वभागेन संसृजेत्। मण्डोदकार्थं देयश्च भार्गीक्वाथ: सुशीतल:। घटे कुम्भे निदध्याच्च सम्भारं तं सुरां तत:। जातगन्धां जातरसां पाययेदातुरं भिषक्"। (उ: ६१ अ:)। सुश्रुत:॥ गण्डमालायां भार्गी-

মূলত্বক্—"পিষ্টং জ্যেষ্ঠাম্বুনা মূলং লেপাত্ ব্রাহ্মণযষ্টিজম্" (গণ্ডমালা—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ বাতকাসে ভার্গীঘৃতম্—"ভার্গীকল্কং ঘৃতস্যাথ পচেদ্দশ চতুর্গুণে ভার্গীরসে দ্বিগুণিতং বাতকাসহরং পরম্"। (কাস—চিঃ)। (২) কুরণ্ডে ভার্গীমূলম্—"যবাম্বুনা তু সংপিষ্টং মূলং ভার্গ্যাঃ প্রলেপনাত্। কুরণ্ডং গণ্ডমালাশ্চ হন্যথবশ্যং ন সংশয়ঃ"। (কুরণ্ড—চিঃ)। (৩) ব্রধ্নে ভার্গীমূলম্—"ভার্গীমূলমথণ্ডন্তু পানাদ্বক্ষণবাতজিত্" (ব্রধ্ন—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥

ভার্গীর অন্যার্থসংজ্ঞা—"সুরূপা," "কাসজিৎ," "বাতারি," গর্দ্দভশাক"। ভার্গীর ভাষানাম—বাঃ—বামুনহাটী, ব্রহ্মযষ্টি। কোঃ—ভাম্টী। হিঃ—ভারঙ্গী ব্রহ্মনেটী। মঃ—ভারঙ্গী। গুঃ—ভারঙ্গী। কঃ—কির্‌ইদেগু। তৈঃ—ভণ্টভারঙ্গী নেপাঃ—চুয়া। সিং—সিরিতেক্কু।

বর্ণন—ভার্গী বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মে। কাণ্ড সরল, অশাখ অথবা অত্যল্প ক্ষুদ্রশাখান্বিত। পত্র,—কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, প্রতি স্তরে চারিটী পত্র থাকে, অপ্রশস্ত, দীর্ঘ, পত্রোদর গাঢ়হরিৎ, পত্রপৃষ্ঠ ফিকেসবুজ, পত্রপ্রান্ত তরঙ্গায়িত, পত্রবৃন্ত, কাণ্ড গ্রাস করিয়া থাকে। পুষ্প, বিকসিত মাত্রে শুভ্র, পরে নবনীতবর্ণ। ফল, প্রশস্ত, রঞ্জিত কুণ্ডোপরি স্থিত, চারিভাগে বিভক্তাবয়ব, প্রতি বিভাগে মটরের মত বীজ থাকে।—ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্। মাত্রা—চূর্ণ—১—৪ আনা। কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে ভার্গীর ব্যবহার।

চরক—শ্বাসে ভার্গীমূল—শ্বাসরোগী ভার্গীমূলত্বক্ ও শুঁঠের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। (চিঃ ২১ অঃ)। শ্বাসরোগী মধু ও গব্যঘৃত সহ ভার্গীমূলত্বকচূর্ণ সেবন করিবে। (সুশ্রুত—উঃ ৫১ অঃ)। (২) কাসে ভার্গীমূলত্বক্—কাসরোগী ভার্গীমূলত্বক্ এবং শুঁঠচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। (চিঃ ২২ অঃ)। সুশ্রুত—অপস্মারে ভার্গীমূলত্বক্—ক্ষীরপরিভাষানুসারে ভার্গীমূলত্বকের কাথ করিয়া, এই কাথে শালিতণ্ডুলের পায়স পাক করিবে। একটী বরাহকে তিন দিন উপবাস করাইয়া, এই পায়স ভোজন করাইবে। ভোজনান্তে বরাহের শরীরে লালাস্রাবাদি বিষলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বান্ত পায়সান্ন গ্রহণ করিবে। এই অন্ন ৩ ভাগ, সুরাবীজ ১ ভাগে, সুশীতল চতুর্দশগুণ ভার্গীকাথসহ মিশ্রিত করিয়া শুদ্ধকুম্ভে স্থাপন করিবে। অনন্তর জাতগন্ধ জাতরস এই সুরা অপস্মাররোগীকে সেবন করাইবে। (উঃ ৬১ অঃ)। চক্রদত্ত—গণ্ডমালায়

ভার্গীমূলত্বক্—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট ভার্গীমূলত্বকের প্রলেপ গণ্ডমালার পক্ষে হিতকর। (গণ্ডমালা—চিঃ)। **বঙ্গসেন—বাতকাসে** ভার্গীঘৃত—দ্বিগুণ ভার্গীমূল স্বরস এবং ভার্গী-কল্কসহ যথাবিধি পক্ব গব্যঘৃত বাতকাসহর। (কাস—চিঃ)। (২) **কুরণ্ডে** ভার্গীমূল—যবকাথে পিষ্ট ভার্গীমূলত্বকের প্রলেপ অবশ্য **কুরণ্ড** নাশ করে। (কুরণ্ড—চিঃ)। (৩) **ব্রধ্নে** ভার্গীমূল—ভার্গীর সূক্ষ্ম মূল ও শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া কিম্বা কেবল ভার্গীমূল টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া সেবন করিলে "কুঁচ্‌কি ফুলা" আরাম হয়। (ব্রধ্ন—চিঃ)।

বক্তব্য—ভার্গীর লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয় (ডিমক্ ৩য় খণ্ড, ৬৮ পৃঃ)। বঙ্গের কবিরাজগণ যে উদ্ভিদ্ ভার্গীনামে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা **ব্রকস্বর্গ** বর্ণিত Siphonanthus Indica ভিন্ন আর কিছুই নহে।

Contituents—Strach, a peculiar bitter principle, acrid resin and fatty matter. **Actions and uses.**—Stimulant, tonic and alterative; given in dyspepsia, catarrhal affection of the lungs, scrofula and rheumatism. (R N. Khory, Part II., p. 470).

নব্যমত—বামুনহাটীর মূল, উষ্ণ, বল্য ও রসায়ন। ইহা গ্রহণী, ফুপ্‌ফুসগত কফরোগ, গণ্ডমালা এবং আমবাতে সেব্য। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ)।

ভূনিম্ব—भूनिम्बः।

किराततिक्तकः, अनार्य्यतिक्तः—Swertia Chirata, Gentiana Cherayta.

अस्य भेदः—नैपालः। अन्वर्थसंज्ञा—भूनिम्बस्य—उत्पत्तिबोधिका—"पार्व्वतः"; परिचयज्ञापिका—"हैमकाण्डः"; गुणप्रकाशिका—"ज्वरहृत्"। नैपालस्य—गुणप्रकाशिका—"नाड़ीतिक्तः", "अर्द्धतिक्तः", "ज्वरान्तकः", "सन्निपातघ्ना", "निद्रारिः"। किराततः रसे तिक्तो सरः शीतोलघुस्तथा। श्लेष्मपित्तास्रशोफादिक्यासतृष्णाज्वरापहः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ भूनिम्ब वातलस्तिक्तः कफपित्तज्वरापहा। व्रणसंरोपणः पथ्यः कुष्ठकण्डूतिशोफनुत्। 'नैपालनिम्बः' शीतोष्णो योगवाही लघुस्तथा। तिक्तोऽतिकफपित्तास्रशोफतृष्णाज्वरापहः। राजनिघण्टुः॥ किरातः सारको रुक्षः शीतलस्तिक्तको लघुः। सन्नि-

पातज्वरश्वासकफपित्तास्रदाहनुत्। कासशोथतृषाकुष्ठज्वरव्रणकृमिप्रणुत्। भावप्रकाशः॥ भूनिम्बो वातलो रूक्षः कफपित्तज्वरापहः। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते भूनिम्बः—"किराततिक्तं क्रमुकं *। पृथक् पृथक् चन्दनयोजितानि। तेनैव कल्पेन हितानि तत्र"। (चिः ४ अः)। (१) शोथे भूनिम्बः—"हन्यात् त्रिदोषं चिरजञ्च शोफं। कल्कस्य भूनिम्बमहौषधस्य" (चिः १७ अः)। (२) स्तन्यशुद्धये भूनिम्बः—"स्तन्यशुद्धये * किराततिक्तकक्वाथं *। (चिः ३० अः)। चरकः॥ गर्भोपद्रवभूते वमने भूनिम्बः—"पीतो भूनिम्बकल्कश्च शर्करासमभागतः। छर्दिं हरेच्च तत्क्षेपं मधुना वा समन्वितः"। (चिः ५ अः)। हारीतः॥

ভূনিম্বের অন্বর্থসংজ্ঞা—উৎপত্তিবোধিকা—"পার্ব্বত"। **পরিচয়জ্ঞাপিকা**—"হৈমকাণ্ডঃ"। **গুণপ্রকাশিকা**—"ছর্দিঘ্ন"। **নৈপালের—গুণপ্রকাশিকা**—"নাড়ীতিক্ত", "অর্দ্ধতিক্ত," "জ্বরান্তক," "সন্নিপাতহা," "নিদ্রারি"। **ভূনিম্বের ভাষানাম**—বাঃ—চিরেতা। **হিঃ—चिरायता**। মঃ কিরাইত, কাড়েকিরাইত, কলকিরাইত। গুঃ—করিয়াতু। কঃ—নেলবং উচু। তৈঃ—নেলানেমু। ফাঃ—নেনিহাদ। অঃ—কসবুব্‌ ঝারিরঃ। **সিং—বিম্কোহম্ব**। **ভূনিম্বের ভেদ**—নিঘণ্টুতে দুইপ্রকার ভূনিম্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—ভূনিম্ব এবং নৈপাল। নেপালজাত ভূনিম্বকে নৈপাল বলে। নৈপাল "অর্দ্ধতিক্ত," "জ্বরান্তক", "সন্নিপাতহা" এবং "নিদ্রারি"। ভাবপ্রকাশাদি পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ ভূনিম্বের ভেদস্বীকার করেন নাই। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্রক্ষুপ। **মাত্রা**—চূর্ণ—১—৪ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে ভূনিম্বের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে ভূনিম্ব—চন্দন ও ভূনিম্বের কাথাদি বিবিধ কল্পনা রক্তপিত্ত প্রশমক (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **শোথে** ভূনিম্ব—ভূনিম্ব ও শুঁঠের কল্ক ত্রিদোষজ শোথ নষ্ট করে (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) **স্তন্যশুদ্ধ্যর্থ** ভূনিম্ব—ভূনিম্বের কাথ প্রসূতিকে পান করাইলে প্রসূতির স্তন্যের বিশুদ্ধতা জন্মে। (চিঃ ৩০ অঃ)। **হারীত—গর্ভোপদ্রবভূতবমনে** ভূনিম্ব—চিনি ও চিরতাচূর্ণ সমভাগে লইয়া সেবন করিলে কিম্বা চিরতা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে, গর্ভাবস্থায় বমন প্রশমিত হয় (চিঃ ৫০ অঃ)।

বক্তব্য।—চরক, লেখনীয়, স্তন্যশোধন এবং তৃষ্ণানিগ্রহণবর্গে এবং সুশ্রুত আরগ্বধাদিগণে ভূনিম্ব পাঠ করিয়াছেন। জীর্ণজ্বরহর তৈলে এবং সুদর্শনচূর্ণে ভূনিম্বের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

Constituents.—Ophelic acid, an amorphous bitter principle, chiratin, a yellow bitter glucoside ; resin, gum, carbonates and phosphates of potash, lime and magnesia ; ash 4—6 p. c. ; no tannin. **Actions and uses**·—Like Cinchona and other bitter tonic it is bitter stomachic, laxative, anthelmintic and febrifuge. It excites the appetite, strengthens digestion, but does not constipate ; diminishes flatulence and hyperacidity ; removes biliousness ; given in atonic dyspepsia, liver troubles, acidity of the stomach and flatulence, gout in intermittent and other fevers. In combination with acids, alkalies and aromatic, it is given in bilious affection, and in burning heat of the body. The compound powder Sudarshana Churna is a popular native remedy for chronic fevers , as a laxative and alterative it is given in Scrofula and general malaise. (R. N. Khory, Part II., p. 413).

নব্যমত—সিঙ্কোনা এবং অন্যান্য তিক্তবল্য ভেষজের মত চিরতাও পাচক, মৃদুরেচক, কৃমিঘ্ন এবং জ্বরঘ্ন। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, পরিপাকশক্তি-দাতা কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধকারী নহে। চিরতা আধ্মানহর এবং অম্লবিদাহের আতিশয্য হ্রাস করে। ইহা পিত্তদোষনাশক এবং যকৃৎ, গ্রহণী বিশেষ (Atonic dyspepsia), অম্লপিত্ত, আধ্মান, বাত, জীর্ণজ্বর এবং অন্যান্য জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিরতা, ক্ষার এবং সুগন্ধি ভেষজসহ পিত্তবিকার এবং দাহে সেব্য। "সুদর্শনচূর্ণ" পুরাণজ্বরের সর্ব্বজনপরিচিত মহৌষধ। এই ঔষধ রেচক এবং রসায়ন। সুদর্শনচূর্ণ গণ্ডমালা এবং ধাতুবৈষম্যেও সেবিত হইয়া থাকে। (আর্, এন, কোরি, ২য় খঃ, ৪১৩ পৃঃ)।

ভৃঙ্গরাজত্রয়—ভৃঙ্গরাজত্রয়ম্।

ভৃঙ্গরাজঃ, মার্কবঃ, কেশরাজঃ—Eclipta Alba, E. Prostata, E. Erec (শ্বেতপুষ্পঃ)। (পীতপুষ্পঃ) Verbesina Scandens, *Roxb.* Verbesina, Calendulacea, *Willd.*

ভেদাঃ—শ্বেতপীতনীলপুষ্পভেদাৎ ত্রয়োভৃঙ্গরাজাঃ সন্তি। সামান্যান্যবর্ত্তমা

"केशरञ्जनः," "कुन्तलवर्द्धनः" । 'श्वेतपुष्पस्य'—"पितृप्रियः" । भृङ्गराजः समाख्यातस्तिक्तोष्णो रूक्ष एव च । कफशोफामपाण्डुत्वग्दद्रोगविषनाशनः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ॥ भृङ्गराजास्तु चक्षुष्यास्तिक्तोष्णाः केशरञ्जनाः । कफशोफ-विषघ्नाश्च. तत्र 'नीलो' रसायनः । राजनिघण्टुः ॥ भृङ्गारःकटुकस्तीक्ष्णो रूक्षोष्णः कफवातनुत् । केश्यस्त्वच्यः क्रमिश्वासकासशोथामपाण्डुनुत् । दन्त्यो रसायनो वल्यः कुष्ठनेत्रशिरोर्त्तिनुत् । भावप्रकाशः ॥ 'भृङ्गराजस्तु' चक्षुष्यः केश्यः पाण्डुकफापहः । तद्गुणः 'केशराजो'ऽपि वह्निकश्च रसायनः । राजवल्लभः ॥

वैद्यके व्यवहारः—कफजकासे भृङ्गराजः—"* भृङ्गराजवार्त्ताकुजाः रसाः । सक्षौद्राः कफकासघ्नाः *" । (चिः २२ अः) । चरकः ॥ 'कासश्वासयोः' भृङ्गराजः—"तैलं दशगुणे सिद्धं भृङ्गराजरसे शुभे । सेव्यमानं यथान्यायं श्वासकासौ व्यपोहति" (उः ५१ अः) । सुश्रुतः । रसायनार्थं भृङ्गराजः—ये मासमेकं स्वरसं पिवन्ति । दिने दिने भृङ्गरजः-समुत्थम् । क्षीराशिनस्ते वलवीर्य्ययुक्ताः । समाः शतं जीवित माप्नुवन्ति ॥ (उः ३८ अः) । (२) श्वित्रे भृङ्गराजः—"मार्कवमथवा खादेद्भृष्टं तैलेन लोहपात्रस्थम् । वीजकशृतश्चदुग्धं तदनु पिवेच्छ्वित्रनाशाय । (चिः २० अः) । वागभटः ॥ अम्लपित्ते भृङ्गराजः—"पथ्याभृङ्गरजश्चूर्णं युक्तं जीर्णगुड़ेन तु । जयेदम्लपित्तजन्यां छर्द्दिमन्नविदाहजाम्" । (अम्लपित्त—चिः) (२) वराहदशनाख्ये 'विसर्पे' भृङ्गराजमूलम्—"रजनीमार्कवमूलं पिष्टं शीतेन वारिणा तुल्यम् । हन्ति विसर्पं लेपाद्वराहदशनाह्वयं घोरम्" ॥ (क्षुद्ररोग—चिः । (३) 'केशानां कृष्णीकरणे' भृङ्गराजपुष्पम्—"भृङ्गपुष्पं जवापुष्पं मेषीदुग्धप्रपे-षितम् । तेनैवालोड़ितं लोहपात्रस्थं भूम्यधःक्षतं । सप्ताहादुद्धृतं पश्चाद्भृङ्ग-राजरसेन तु । आलोड्याभ्यज्य च शिरो वेष्टयित्वा वसेन्निशाम् । प्रातस्तु क्षालनं कार्य्यमेवं स्यान्मूर्द्धरञ्जनम्" ॥ (क्षुद्ररोग—चिः) । (४) 'पलिते' भृङ्गराजः—"क्षीरात् समार्कवरसाद्द्विप्रस्थे मधुकात् पले । तैलस्य कुड़वं पक्वं तन्नस्यं पलिता-पहम्" । (क्षुद्ररोग—चिः) । (५) 'नक्तान्ध्ये' केशराजः—"केशराजान्वितं सिद्धं मत्स्याण्डं हन्ति भक्षितम् । नक्तान्ध्यं नियतं नृणां सप्ताहात् पथ्य-सेविनाम्" । (नेत्ररोग—चि) । चक्रदत्तः ॥ 'साम्लामातिसारे' केशराजः

—"केशराजसमुद्भूता जलेन गुटिकाकृता। जयेत् साममतीसारं सशूलं साम्र-माशु च। (अतिसार—चि:)। (२) 'प्रसवान्तयोनिशूले' भृङ्गराजमूलम्—"बिल्वमार्कवजं मूलं कल्कं मद्येन पाययेत्। तेन योनिगतं शूल माशु शाम्यति योषिताम्"। (स्त्रीरोगाधिकार:)। वङ्गसेन:॥ 'उपदंशे' भृङ्गराज:—"* भृङ्गराजरसेन वा। व्रणप्रक्षालनं कार्य्य मुपदंशप्रशान्तये॥ (उपदंश—चि:)। (२) 'सूर्य्यावर्त्ते' भृङ्गराज:—भृङ्गराजरसश्छागीक्षीरतुल्योऽर्कतापित:। सूर्य्यावर्त्तं निहन्त्याशु नस्येनैव प्रयोगराट्॥

ভৃঙ্গরাজের ভেদ—নিঘণ্টতে ভৃঙ্গরাজের পর্য্যায়ে কেশরাজ শব্দ পঠিত হইয়াছে। ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ পৃথক্ উদ্ভিদ্ নহে। পুষ্পের বর্ণভেদে ভৃঙ্গরাজ তিনপ্রকার—শ্বেত, পীত এবং নীল। শ্বেতপুষ্প-ভৃঙ্গরাজই কেশরাজ (কেশুত্তে) নামে খ্যাত। **রাজবল্লভ** ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজের গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **ভাবপ্রকাশে** ভৃঙ্গরাজের ভেদের উল্লেখ নাই। পীতপুষ্প ভৃঙ্গরাজ ভীমরেজ্ নামে প্রসিদ্ধ। নিঘণ্টুমতে নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ রসায়ন। নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। ক্ষোরি বলেন—"শ্বেতপুষ্পভৃঙ্গরাজের ডাঁটা কাল হইলেই কৃষ্ণভৃঙ্গরাজ নামে কথিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ নাই। শ্বেতপুষ্পভৃঙ্গরাজের পুষ্পের শুভ্র দলগুলি পতিত হইলে, উহার নীল বা কৃষ্ণবর্ণ ফলকেই লোকে পুষ্প মনে করিয়া, শ্বেতপুষ্পভৃঙ্গরাজকেই নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ বলিয়া কল্পনা করে"। ক্ষোরির এই সিদ্ধান্ত নিঘণ্টু বিরুদ্ধ। **ভৃঙ্গরাজের অন্বর্থসংজ্ঞা**—"কেশরঞ্জন," কুন্তল-বর্দ্ধন"। **শ্বেতপুষ্পের**—"পিতৃপ্রিয়"। **ভৃঙ্গরাজের ভাষানাম**—বাঃ—ভীমরাজ্, কেশুত্তে। কোঃ—ছোটভৃঙ্গরাজ, কালাকেশুরি। হিঃ—भाङ्गरा, भङ्गरा, भँगरिया भगरैया कुकुरभाङ्गरा। মঃ—মাকা। গু—ভাঙ্গরো। কঃ—গরুগমরু। তে—গুণ্টকলগরচেট্টু ভৃঙ্গরাজচুচেট্টু। উঃ—কলাকেশহুরা। ফাঃ—জমর্দ্দর। অঃ—হজীজ্।

বর্ণন—ভৃঙ্গরাজদ্বয় (ভৃঙ্গরজ ও কেশরাজ) দণ্ডায়মান বা ভূলুণ্ঠিত ক্ষুপ। সরস ভূমিতে জন্মে। উভয়েরই কাণ্ড ও পত্রে অতিসূক্ষ্ম শুভ্র রোম আছে। রোমবাহুল্যহেতু কেশ-রাজাপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পত্র কর্কশতর। কেশরাজাপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পত্র অনেক চৌড়া, কেশ-রাজের পত্রাংশ বৃন্তসন্নিকটে ক্রমশঃ অবসিত ভৃঙ্গরাজের হঠাৎ অবসিত, উভয়েরই পত্রবৃন্ত কাণ্ড-গ্রাসী। কেশরাজাপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পুষ্পবৃন্ত দীর্ঘতর—ভৃঙ্গরাজের পুষ্প হরিদ্রাবর্ণ, কেশ-রাজের পুষ্প শ্বেতবর্ণ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্রক্ষুপ। **মাত্রা**—স্বরস—১-২ তোলা। চূর্ণ—১-৪ আনা।

বৈদ্যকে ভৃঙ্গরাজের ব্যবহার।

চরক—কফজকাসে ভৃঙ্গরাজস্বরস—মধুসহ ভৃঙ্গরাজের রস কফকাসে হিতকর। (চিঃ ২২ অঃ)। **সুশ্রুত—কাসশ্বাসে** ভৃঙ্গরাজ—তৈলের দশগুণ ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত যথাবিধি পক্ক তিলতৈল সেবন করিলে কাসশ্বাস প্রশমিত হয়। (উঃ ৫১ অঃ)। **চক্রদত্ত—অম্লপিত্তে** ভৃঙ্গরাজ—ভুক্তবস্তুর বিদাহ পাক হইয়া যে অম্লপিত্ত রোগীর আহারান্তে বমন হয়, তাহাকে হরীতকী ও ভৃঙ্গরাজচূর্ণ সমভাগ পুরাণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করাইবে। (অম্লপিত্ত—চিঃ। (২) বরাহদশনাহ্ব **বিসর্পে** ভৃঙ্গরাজ—ভৃঙ্গরাজমূল ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে, ঘোর বরাহদশনাহ্ব বিসর্প প্রশমিত হয়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। (৩) **পলিতে** ভৃঙ্গরাজ—দুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজরস ৮ সের এবং যষ্টিমধু কল্ক ৮ তোলা সহ এক সের তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্কতা নিবৃত্তি পায়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। (৪) **নক্তান্ধ্যে** কেশরাজ—কেশরাজসহ কাঞ্জিকসিদ্ধ মৎস্যডিম্ব ভক্ষণ করিলে রাতকাণা আরাম হয়। (নেত্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—আমরক্তাতিসারে** কেশরাজ—আমরক্তাতিসারে কেশরাজ জলের সহিত উত্তমরূপ পেষণ-পূর্ব্বক পান করিবে। (অতিসার চিঃ)। (২) **প্রসবান্তযোনিশূলে** ভৃঙ্গরাজমূল—আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন মন্ত্রের সহিত বিল্বমূলত্বক্ এবং ভৃঙ্গরাজমূল সমভাগে লইয়া, পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, প্রসবান্তের যোনিশূল প্রশমিত হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—উপদংশে ভৃঙ্গরাজস্বরস—ভৃঙ্গরাজস্বরসে উপদংশক্ষত ধৌত করিবে। (উপদংশ—চিঃ)। (২) **সূর্য্যাবর্ত্তে** ভৃঙ্গরাজ—লৌহ বা প্রস্তর পাত্রে ছাগীদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যপক্ক করিবে। ইহার নস্য সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগের প্রশমক। বেলা বৃদ্ধির সহিত যে শিরোরোগ বর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম সূর্য্যাবর্ত্ত।

Constituents.—A large amount of resin and alkaloidal principle, ecliptine. **Actions and uses.**—Cholagogue similar in action to taraxacum. The expressed juice of leaves is tonic and alterative, and given with ajowan seeds in catarrh, cough, and enlargement of the liver and spleen. A paste of the plant is locally applied to chronic glandular swellings and to elephantiasis and in skin diseases. The expressed juice is dropped into the ears in earache. Mixed with castor oil, it is given to expel worms ; also used to dye hairs black. (R. N. Khory, Part II., p, 361).

নব্যমত—ভৃঙ্গরাজদ্বয় (কেশরাজ ও ভৃঙ্গরাজ) পিত্তনিঃসারক এবং "টারাকসকম্"

তুল্য গুণবিশিষ্ট। পত্রের রস বল্য ও রসায়ন, যমানীর সহিত ইহা প্রতিশ্যায়, কাস এবং প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রলেপ গ্রন্থিস্ফীতি, শ্লীপদ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে উপকারী। ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয় এবং এরণ্ড তৈল সহ সেবন করিলে কোষ্ঠস্থিত কৃমি পাতিত করে। শুভ্রকেশ কৃষ্ণীকরণার্থও ভৃঙ্গরাজদ্বয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্লোরি, ২য় খঃ, ৩৬১ পৃঃ।

মঞ্জিষ্ঠা—মঞ্জিষ্ঠা।

মঞ্জিষ্ঠা, লোহিতলতা—Rubia Munjista, *Roxb.*

অন্বর্থসংজ্ঞাঃ—পরিচয়জ্ঞাপিকা—"রক্তযষ্টিঃ," "যোজনবল্লী"। গুণপ্রকাশিকা—"রাগাঢ্যা," "জ্বরহন্ত্রী"। ব্যবহারজ্ঞাপিকা—"বস্ত্রভূষণা"। মঞ্জিষ্ঠা মধুরা স্বাদে কষায়োষ্ণা গুরুস্তথা। কফোগ্রব্রণমেহাস্রবিষনেত্রামযাপহেৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রাজনিঘণ্টুশ্চ॥ মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বরবর্ণকৃৎ। গুরুরুষ্ণা বিষশ্লেষ্মশোথযোন্যক্ষিকর্ণরুক্। রক্তাতিসারকুষ্ঠাস্রবিসর্পব্রণমেহনুত্। ভাবপ্রকাশঃ॥ মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠবৈস্বর্য্যশোথঘ্নী মূত্রকৃচ্ছ্রজিৎ। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠা—"মঞ্জিষ্ঠাচন্দনকষায়ং মঞ্জিষ্ঠামেহিনং। (চিঃ ১১ অঃ) সুশ্রুতঃ॥ 'ব্যঙ্গেষু' মঞ্জিষ্ঠা—"ব্যঙ্গেষু * মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকা" (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥

মঞ্জিষ্ঠার ভাষানাম—বাঃ—মঞ্জিষ্ঠা। **হিঃ—মজীঠ্**। মঃ—মংজিষ্ঠ। গুঃ—মজীঠ। কঃ—মঞ্জিষ্ঠা। তৈঃ—মঞ্জিষ্ঠতিষ্টি, তাম্রবল্লী। তাঃ—মঞ্জিট্টি। ফাঃ—রুনাস্। অঃ—ফুবহতু সিবগ্ উরুকুস্ত্ বাগীন্। **সিং—বেলমদট। মঞ্জিষ্ঠার অন্বর্থসংজ্ঞা—পরিচয়জ্ঞাপিকা**—"রক্তযষ্টি," "যোজনবল্লী"। **গুণপ্রকাশিকা**—"রাগাঢ্যা," "জ্বরহন্ত্রী"। **ব্যবহারজ্ঞাপিকা**—"বস্ত্রভূষণা"।

বর্ণন—পর্ব্বতময় ভূভাগ মঞ্জিষ্ঠার উৎপত্তিস্থান। নেপালে প্রচুর জন্মে। ইহার সুদীর্ঘ লতা বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্ব্বক প্রতানবিস্তার করে। পত্র দেখিতে অতি সুন্দর, পত্রশিরায় ক্ষুদ্র বক্রাগ্রকণ্টক আছে। পুষ্প অতিক্ষুদ্র ও বহুসংখ্যক। ফল, পিপ্পলীতণ্ডুলের মত ক্ষুদ্র।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র লতা। **মাত্রা**—চূর্ণ ১—৪ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার।

সুশ্রুত—মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠা—মঞ্জিষ্ঠামেহী শ্বেতচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার কাথ পান করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **চক্রদত্ত—ব্যঙ্গে** মঞ্জিষ্ঠা—মধুর সহিত পিষ্ট মঞ্জিষ্ঠার প্রলেপ ব্যঙ্গে (মেছেতায়) হিতকর। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বর্ণ্য, বিষঘ্ন ও জ্বরহরবর্গে এবং **সুশ্রুত** প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণে মঞ্জিষ্ঠা পাঠ করিয়াছেন।

মদন—মদনঃ।

मदनः—Randia Dumetorm, *Lamk.* The Emetic Nut.

अन्वर्थसंज्ञा—परिचयज्ञापिका—“शल्यकः”, “गोलफलः”, “धाराफलः।” ‘गुणप्रकाशिका—“छर्द्दनः”, “विषपुष्पकः”। ‘उत्पत्तिबोधिका’—“श्वसनः” (“निर्जलेऽपि श्वसिति”)। मदनः कटुकस्तिक्तस्तथा चोष्णो व्रणापहः। श्लेष्म-ज्वरप्रतिश्यायगुल्मेषु विद्रधिषु च। शोफस्यापि हरो वस्तौ वमने चेह शस्यते। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ मदनः कटुतिक्तोष्णः कफवातव्रणापहः। शोफदोषापह-श्चैव वमने च प्रशस्यते। राजनिघण्टुः॥ मदनोमधुरस्तिक्तो वीर्य्योष्णो लेखनो लघुः। वान्तिकृद् विद्रधिहरः प्रतिश्यायव्रणान्तकः। रूक्षः कुष्ठकफानाहशोथ-गुल्मव्रणापहः। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—‘वमने’ मदनफलम्—“मदनफलं वमनास्थापनानुवास नोपयोगिनाम्” (सू: २८ अ:)। (२) ‘अधोभागे रक्तपित्ते’ मदनफलपिप्पली— “फलपिप्पलीक्षीरं तेन वा क्षीरयवागूमधोभागे रक्तपित्ते” (कल्प: १ अ:)। ‘प्रयोगविधिः—“वमनद्रव्याणां मदनफलानि श्रेष्ठानि आचक्षतेऽनपायित्वात्। तानि वसन्तग्रीष्मयोरन्तरे पुष्याश्वयुग्भ्यां मृगशिरसा वा गृह्णीयात् मैत्रे मुहूर्त्ते। यानि पक्वानि अहरितानि पाण्डूनि अक्रिमीनि अजग्धानि अह्रस्वानि अजन्धानि

तानि प्रगृह्य कुशपुटे बद्ध्वा गोमयेनालिप्य यवतुषमाषशालिकुलत्थमुद्गपल्लानामन्यतमे निदध्यादष्टरात्रम्। अत ऊर्द्धं मृदुभूतानि तानि मधिष्टगन्धानि उद्धृत्य शोषयेत्। सुशुष्काणां फलानां पिप्पली उद्धरेत्। तासां घृतदधिमधुपलविमृदितानां पुनः शुष्काणां तासां नवकुम्भे सुप्रसृष्टवालुके मसजङ्गमाकण्ठं पूरयित्वा सवच्छन्न समनुगुप्तं शिक्ये ऽवसज्य स्थापयेत्। (कल्पः १ अः)। दृढ़बलः॥ 'शूले' मदनफलम्—"नाभिलेपाज्जयेच्छूलं मदनः काञ्जिकान्वितः" (शूले—चिः)। चक्रदत्तः।

মদনের অন্বর্থসংজ্ঞা—পরিচয়াজ্ঞাপিকা—"শল্যক," "গোলফল," "ধারাফল"। গুণপ্রকাশিকা—"ছর্দ্দন," "বিষপুষ্পক"। উৎপত্তিবোধিকা—"শ্বসন" (নির্জ্জল দেশেও জীবিত থাকে)।

মদনের ভাষানাম—বাঃ—ময়নাকাঁটার গাছ। কোঃ—ময়না। আঃ—কোৎকোড়া। হিঃ—মৈনফল, করহর। মঃ—গেঠ্‌ঠ। গুঃ—গোল। কঃ—বোনগরে রণয়, বোনগরে এরণ্ডু। তৈঃ—বসন্তকডিমিচেট্টু। তাঃ—মড়ুককরয়। উঃ—পাতর। নেপাঃ—মৈদল। ইং—এমিটিক্ নট্। অঃ—জোজুল্কৈ। সিং—কুক্কুরুমুবল।

বর্ণন—মদনের বৃক্ষ নাত্যুচ্চ, শাখায় দৃঢ়, সরল কণ্টক বিদ্যমান। পত্র, প্রায় অপামার্গতুল্য, পত্রবৃন্ত হ্রস্ব পত্রপ্রান্ত অখণ্ড কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত। পুষ্প ক্ষুদ্র, হরিদাভশ্বেত; পুষ্পকাল জ্যৈষ্ঠ, শীতে ফল পরিপক হয়। ফল—গোল আকারে নাশপাতির মত, ভিতরে ৪ ভাগে ৪টী বীজ থাকে, পক্কফল পীতবর্ণ। কোচবিহারে মদনবৃক্ষ প্রচুর জন্মে। পক্ক, পীতবর্ণ, ভূরিফলভারে অবনতশাখ মদনবৃক্ষ নিতান্ত নেত্রতৃপ্তিকর। কোচবিহারের লোকে মদনফল আহার করে। পক্ক মদনফল একটী খাইলেই গা ঘোরে এবং মনে হয় যেন বমন হইবে। এজন্য লোকে পক্ক মদনফল কর্ত্তন করিয়া বীজ পরিত্যাগপূর্ব্বক ২।১ দিন রৌদ্রে রাখিয়া ভক্ষণ করে। রৌদ্রে ঈষৎ শুষ্কীকৃত মদনফল ৪।৫টী ভক্ষণ করিলেও যে কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয় না ইহা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে। এমন কি ইহা বিরেচকও নহে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বিশেষতঃ ফলপিপ্পলী (ফলবীজ)। চরক মতে পক্ক মদনফলবীজ, এবং সুশ্রুত মতে মদনের পুষ্প, শলাটু এবং ফলপিপ্পলী, বান্তিকর। মদনফলবীজের সংগ্রহ ও সংস্কারবিষয়ক প্রস্তাবে দৃঢ়বল বলিয়াছেন—পক্ক, পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কীটাদিকর্ত্তৃক অনাক্রান্ত মদনফল শুভদিনে সংগ্রহ করিয়া কুশপুটে বাঁধিয়া উপরি গোময় লেপনপূর্ব্বক লেপ শুষ্ক হইলে, যব, মাষকলায় বা কুলথকলায়ের রাশির ভিতর আট রাত্রি রাখিবে,

ফলগুলি কোমল এবং মধুগন্ধি হইবে। অতঃপর কুশপুট হইতে নিষ্কাশিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে ফলের বীজ গ্রহণ করিবে। ঘৃত, দধি, মধু ও পিষ্টতিলসহ বীজগুলি উত্তমরূপ মর্দন করিয়া, পুনঃ শুষ্ক করিয়া সুধৌত ধূলিবিবর্জ্জিত মৃৎকলসের আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া শিকায় তুলিয়া রাখিবে এবং কার্য্যকালে এই ফলবীজ ব্যবহার করিবে। **মতভেদ** নব্যেরা বলেন মদন ফলের খোসা (thick shell) এবং বীজ (heard seed) বমনকারক নহে কেবল বিবমিষাজনক—শুষ্কফলশস্যই (pulp or mucous) ই বান্তিকর। শুষ্কত দূরের কথা কিঞ্চিন্মাত্র আতপতপ্ত মদনফলশস্য ভোজন করিলেও কোন উদ্বেগ জন্মে না, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। **মাত্রা**—ফলবীজ ১—২ আনা।

বৈদ্যকে মদনফলের ব্যবহার।

চরক—বমনে মদনফল—বান্তিকর ভেষজের মধ্যে মদনফল শ্রেষ্ঠ (কঃ ১ অঃ)। যে যে রোগে মদনফলবীজ সেব্য তদ্বিবরণ চারক কল্পস্থানের ১মঃ অধ্যায়ে লিখিত আছে। **চক্রদত্ত—শূলে** মদনফল—কাঁজির সহিত পিষ্ট মদনফলে শূল রোগীর নাভি প্রলিপ্ত করিলে শূল প্রশমিত হয়। (শূল—চিঃ)

Constituents.—An active principle, saponin, valerianic acid, wax, resin and colouring matter. **Actions and uses.**—A good substitube for Ipecacuanha. The dry pulp is emetic, the thick shell and hard seeds are not emetic at all. The native hakims give the pulp in combination with aromatics in dysentery, fever (ague), headache &c. It contains valerianic acid hence the tincture (ethereal tincture 1 in 5.—Dose 15—60 ms.) is used as a nervine calmative and antispasmodic in whooping cough and mania. The shell and seeds are cathartic and anthelmintic, and used to remove biliousness and worms in children. The fruit is used to proure abortion and as a fish poison like coculus. A paste of it is locally applied as a discutient to disperse swellings and abscesses. R. N. Khory—Part II., p. 342).

নব্যমত—মদন ইপিকাকুয়ানার উত্তম প্রতিনিধি। শুষ্ক ফল (dried plup) বান্তিকর। ফলের খোসা বা বীজ বমনকারক নহে। দেশীয় হাকিমেরা মদনফলশস্য অন্যান্য সুগন্ধি ভেষজসহ, আম বা রক্তাতিসার, কম্পজ্বর ও শিরঃপীড়ায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে "ভেলেরিয়ানিক্" এসিড্ আছে অতএব ইহার বীজের টীংচার নার্ভের উত্তেজন-প্রশমক ও আক্ষেপহররূপে ঘুংড়িকাশি এবং কফোবিকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। খোসা ও বীজ বিরেচক এবং কৃমিঘ্ন—শিশুর পৈত্তিকপীড়া এবং কৃমিতে প্রদেয়। ফল গর্ভস্রাবকরণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফল মৎস্যের পক্ষে বিষ। স্ফীতি কিম্বা স্ফোটকে ফলের প্রলেপ দিলে উহা বিলীন হইয়া যায়। (আর্, এন্, কোরি—২য়ঃ খঃ, ৩৪২ পৃঃ)।

মধুযষ্টিদ্বয়—मधुयष्टिद्वयम् ।

मधुयष्टिः, मधुकम् —Glycyrrhiza Glabra.

भेदः—क्लीतनकम्, क्लीतिका "तल्लक्षणं क्लीतनकं क्लीतनं क्लीतिका च सा। स्थलजा जलजाऽन्या तु मधुपर्णी मधूलिका"। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ "आनूपस्थलजश्चैव क्लीतकं द्विविधं स्मृतम्"। (सू: १ अ:)। चरकः॥ मधुयष्टिः स्वादुरसा शीतपित्तविनाशनी। तृष्णा शोषक्षयहरा विषच्छर्दिविनाशनी। यष्टिकायुगलं स्वादु तृष्णापित्तास्रजित् समम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ मधुरं यष्टिमधुकं किञ्चित् तिक्तञ्च शीतलम्। चक्षुष्यं पित्तहृद्रुच्यं शोषतृष्णाव्रणापहम्। 'क्लीतनं मधुरं रुच्यं वल्यं वृष्यं व्रणापहम्। शीतलं गुरु चक्षुष्यमस्रपित्तापहं परम्। राजनिघण्टुः॥ यष्टिर्हिमा गुरुः स्वाद्वी चक्षुष्या वलवर्णकृत्। सुस्निग्धा शुक्रला केश्या स्वर्या पित्तानिलास्रजित्। व्रणशोथविषच्छर्दितृष्णाग्लानिक्षयापहा। शोषदाहारुचिघ्नी च कासानाशु विनाशयेत्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—'रसायनार्थं यष्टीमधुकम् —"क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम्"। (चि: १ अ:)। (२) 'क्षतक्षीणे' मधुकम्—"कल्कोऽथ शुण्ठीमधुकयोस्तथा" (चि: ११ अ:)। (३) 'हृद्रोगे' मधुकम्—यष्ट्याह्विकातिक्तकरोहिणीभ्यां। कल्कं पिवेच्चापि सिताजलेन"। (चि: २६ अ:)। (४) 'गर्भे शुष्के शुष्यति वाले च मधुयष्टिः—"सिताकाश्मर्य्यमधुकैर्हितमुत्थापने पयः" (चि: २८ अ:)। (५) 'वातरक्ते' मधुकम्—"सिद्धं (तैलं) मधुककाश्मर्य्यरसैर्वा वातरक्तनुत्" (चि: २९ अ:)। चरकः॥ 'अर्द्धभेदके' मधुकम्—"मधुकेनावपीडोवा मधुना सह संयुतः" (उ: २६ अ:)। (२) 'पाण्डुरोगे' मधुकम्—"हितश्चयष्टीमधुकं कषायं। चूर्णं समं वा मधुनावलिह्यात्" (उ: ४४ अ:)। (३) 'अधोगे रक्तपित्ते' मधुकम्—"यष्टीमधुकयुक्तञ्च सक्षौद्रं वमनं हितम्" (उ: ४५) अ:)। "पिवेदक्षसमं कल्कं यष्टीमधुकमेव वा" (उ: ४५ अ:)। सुश्रुतः॥ 'रुधिरवमने' मधुकम्—"यष्ट्याह्वचन्दनोपेतं सम्यक् क्षीरप्रपेषितम्। तेनैवालोड्य पातव्यं रुधिरच्छर्दिनाशनम्। (छर्दि—चि:)। (२) 'सद्योव्रणे' मधुकम्—"सद्यःक्षत-

व्रणं वैद्य: सशूलं परिषेचयेत्। यष्टीमधुककल्केन किञ्चिदुष्णेन सर्पिषा"। (व्रणशोथ—चि:)। (३) 'उदर्दे' मधुकम्—"* भिषगत्रापि योजयेत्। सितां मधुकसंयुक्तां *"। (उदर्द—चि:)। चक्रदत्त:॥ 'मूत्ररोधजे उदावर्त्ते' मधुकम्—"* क्षीरं द्राक्षायष्टीमथाऽपिवा" (उदावर्त्त—चि:)। (२) 'सर्व्वेषु शिरोरोगेषु' मधुकम्—"यष्टीमधुकमाष: स्यात् तुर्य्यांशं तु विषं भवेत्। तयोश्चूर्णं सुसूक्ष्मं स्यात् तच्चूर्णं सर्षपान्वितम्। नासिकाभ्यन्तरे न्यस्तं सर्व्वां शीर्षव्यथां हरेत्। दृष्टप्रयोगो योगोऽयं मनुभाविभिराहृत:"। (शिरोरोग—चि:)। भावप्रकाश:॥ 'अपस्मारे' मधुकम्—"कुष्माण्डकफलोत्थेन रसेन परिपेषितम्। अपस्मारविनाशाय यष्ट्याह्वं स पिबेत् त्र्यहम्"। (अपस्मार—चि:)। (२) 'पित्तजे कर्णरोगे' मधुकम्—"द्राक्षायष्टिशृतं क्षीरं शस्यते कर्णपूरणे (कर्णरोगाधि:)। (३) 'तिमिररोगे' मधुकम्—"मधुकामलकक्वाथं पित्तघ्नं तिमिरापहम्"। (नेत्ररोग—चि:)। (४) 'उपपक्ष्मनाम्नि नेत्ररोगे' मधुकम्—"यष्टिसिद्धं घृतं सेकात् सद्योहरति वेदनाम्"। (नेत्ररोग—चि:)। वङ्गसेन:।

মধুযষ্টির ভাষানাম—বাঃ—যষ্টিমধু। কোঃ—যেষ্টিমধু। **হিঃ—মুলহটো, মিঠি লক্ড়ী, মুলেঠিকা।** মঃ—জ্যেষ্ঠমধ। গুঃ—জেঠোমধনোমূল, জেঠীমধনো শীরী। কঃ—যষ্টিমধু, বল্লিযষ্টিমধু। তৈঃ—যষ্টীমধুকমু। ফাঃ—বেখমেহেকুমরু। অঃ—অসল্-উশ্ সশ্, কোবেসশ্। **সিং—বেল্মি।** **মধুযষ্টির ভেদ**—ক্লীতনক এক জাতীয় যষ্টিমধু, ক্লীতনক দুই প্রকার—আনূপ ও স্থলজ। নিঘণ্টুদ্বয়ে ক্লীতনকযুগল এবং মধুযষ্টির গুণ-পর্য্যায় পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। চরকেও লিখিত আছে—"আনূপং স্থলজঞ্চৈব দ্বিবিধং ক্লীতকং স্মৃতম্" (সূঃ ১ অঃ)। মধুযষ্টি, আনূপক্লীতক ও স্থলজ ক্লীতকের সাধারণ নাম যষ্টিমধু হইলেও ক্লীতক শব্দের অর্থ যষ্টিমধু লিখিলে (কোষের বিষয় চক্রপাণি এইরূপই লিখিয়াছেন) সূক্ষ্মার্থ নির্দ্দেশ করা হয় না। মধুযষ্টি অবশ্য স্থলজ, তথাপি স্থলজ ক্লীতকের বিশেষোল্লেখ দ্বারা বুঝিতে হইবে এস্থলে স্থলশব্দের অর্থ স্থল বা মরুপ্রায় দেশ। তদ্রূপ আনূপ শব্দের অর্থ জলবহুল দেশ। অর্থাৎ মরুপ্রায়-প্রদেশজাত যষ্টিমধু স্থলজক্লীতক এবং জলবহুল প্রদেশোৎপন্ন যষ্টিমধু আনূপক্লীতক। রাজনিঘণ্টুক্ত ক্লীতনকের পর্য্যায়ে "মধুবল্লী," "মধুরলতা" "মধুপর্ণী," "মধুরসা,"

"অতিরসা" ও "শোষাপহা" শব্দ পঠিত হইয়াছে। উপসংহারে নিঘণ্টুকার বলিয়াছে "সামান্তেন মতেয়ং দ্বাদশসংজ্ঞা বহুজ্ঞধিয়া" সুতরাং দ্বিবিধ ক্লীতকই মধুযষ্টি অপেক্ষা মধুর বলিয়া প্রতীতি জন্মিতেছে। গুণবর্ণন প্রস্তাবেও লিখিত আছে "মধুরং যষ্টিমধুকং কিঞ্চিত্তিক্ত এবং "ক্লীতনং মধুরং রুচ্যং।" যষ্টিমধু মধুর ও কিঞ্চিৎতিক্ত এবং ক্লীতক মধুর। য়ুনা গ্রন্থকারগণ উৎপত্তিস্থানভেদে তিন প্রকার যষ্টিমধুর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—(১) মিসরী (২) আরবীয়, (৩) তুরকীয়। এই প্রদেশত্রয়ে এবং পারস্যে যষ্টিমধু অযত্নসম্ভূত হইয়া থাকে আনীত হইয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে বংশ বিস্তার করিয়াছে। য়ুনানী গ্রন্থকারের ম মিসরীয় যষ্টিমধু শ্রেষ্ঠ, আরবীয় মধ্যম এবং তুরকীয় অধম। তুরক ও পারসীয় যষ্টি অল্পমধুর এবং মিসর ও আরবজাত যষ্টিমধু মধুরতর। অতএব প্রেক্ষাবান্ পাঠককে বে হয় বলিতে হইবে না যে বৈদ্যোক্ত স্থলজ ক্লীতক মরুময় আরবদেশোৎপন্ন এবং আনূপক্লীত নদীমাতৃক মিসরদেশজাত যষ্টিমধু। অধুনা ভারতবর্ষের বাজারে যে যষ্টিমধু পাওয়া যায় তা পারস্য, পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশজাত সুতরাং অধম যষ্টিমধু বলিয়া গণ্য। ইহা ক্লীতকশব্দ বাচ্য নহে মিসরীয় ও আরবীয় যষ্টিমধু অর্থাৎ দ্বিবিধ ক্লীতকের আমদানী বোধ হয় অনেক দিন হইতে লোপ পাইয়াছে। নব্যসংগ্রহকার ভাবমিশ্র স্থলজ ও আনূপ ক্লীতকের উল্লেখ না করি কেবল "অন্যৎ ক্লীতনকং" এইমাত্র নির্দেশ করিয়াছেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে আমরা ক্লীত অপেক্ষা যষ্টিমধুরই ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাই! কিন্তু আমি টীকাকারোক্ত ক্লীতকশব্দার্থ ("ক্লী ক্লীবত্বং তকতি বৃষ্যত্বাৎ"), ক্লীতকদ্বয়ের "শোষাপহা" সংজ্ঞা এবং "অস্রপিত্তাপহং পরম গুণ চিন্তাপূর্ব্বক, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাধিকারোক্ত কিম্বা রসায়নার্থ প্রযুক্ত যষ্টিম শব্দে ক্লীতকদ্বয়ের অর্থাৎ মিসরীয় বা আরবীয় যষ্টিমধুর অন্যতর গ্রহণ করাই গ্রন্থকারে অভিপ্রেত বলিয়া মনে করি। সৌশ্রুত মূলবিষবর্গে পঠিত ক্লীতকের স্বরূপ অজ্ঞাত। কে বলেন (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু দেখ) ইহা নীলমূল যষ্টিমধু। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল ফল। **মাত্রা**—মূলচূর্ণ ১½—৪ আনা। চরক, ফলিনীবর্গে ক্লীতনকদ্বয় পাঠ করিয়া বলিয় ছেন "দশ যান্যবশিষ্টানি তান্যুক্তানি বিরেচনে" (সূঃ ১ অঃ)। সুতরাং ক্লীতকদ্বয়ের ফ বিরেচক। বৈরেচনিক যোগোক্ত যষ্টিমধু শব্দে তৎফল গ্রহণ করা উচিত; কিন্তু অধু যষ্টিমধুর মূলই ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যকে যষ্টিমধুর ব্যবহার।

চরক—রসায়নার্থ যষ্টিমধুক—মিসর বা আরবদেশজাত যষ্টিমধুচূর্ণ দুগ্ধের সহি পান করিলে আয়ুর্বলাগ্নিবর্ণস্বর বর্দ্ধিত হয়। (চিঃ ১ অঃ)। (২) **ক্ষতক্ষীণে** যষ্টিমধু- ক্ষতক্ষীণরোগী কেবল দুগ্ধপান করিয়া একমাস দুগ্ধযোগে শুণ্ঠী ও মিসর বা আরবজা

যষ্টিমধুচূর্ণ পান করিলে পুষ্টিবল ও আরোগ্যলাভ করিবে (চিঃ ১৬ অঃ)। (৩) **হৃদ্রোগে** যষ্টিমধু—হৃদ্রোগগ্রস্ত মনুষ্য চিনি ও জলের সহিত যষ্টিমধু এবং কট্‌কীর কল্ক পান করিবে। (চিঃ ২৬ অঃ)। (৪) গর্ভেগুকে এবং **শিশুর কার্শ্যে** যষ্টিমধু—("গম্ভারী দেখ")। (৫) বাতরক্তে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু এবং গম্ভারীফলের কাথদ্বারা যথাবিধি পক্ক তৈল বাতরক্ত-নাশক। (চিঃ ২৯ অঃ)। **সুশ্রুত—অর্দ্ধভেদকে** যষ্টিমধু—যষ্টিমধু বস্ত্রপূত সূক্ষ্মচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে অধ-কপালে আরাম হয়। (উঃ ২৬ অঃ)। (২) **পাণ্ডুরোগে** যষ্টিমধু—মধুযোগে যষ্টিমধুর কাথ কিম্বা চূর্ণ পান বা লেহন পাণ্ডুরোগে হিতকর। (উঃ ৪৪ অঃ)। (৩) **অধোগ রক্তপিত্তে** যষ্টিমধু—যষ্টিমধু ও মধুযোগে অধোগরক্তপিত্তীকে বমন করাইবে। (উঃ ৪৫ অঃ)। কিম্বা যষ্টিমধুর কল্ক ২ তোলা সেবন করাইবে। (উঃ ৪৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—রুধিরবমনে** যষ্টিমধু— যষ্টিমধু ও শ্বেতচন্দন দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধেই আলোড়িত করিয়া পান কারিলে রক্তবমন নিবৃত্তি পায়। (ছর্দ্দি—চিঃ)। (২) **সদ্যোব্রণে** যষ্টিমধু—পিষ্টযষ্টিমধু ঈষদুষ্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, শস্ত্রাদি দ্বারা সদ্যশ্ছিন্ন অঙ্গে সেচন করিবে। (ব্রণশোথ—চিঃ)। (৩) **উদর্দ্দে** যষ্টিমধু—উদর্দ্দরোগীকে যষ্টিমধুচূর্ণ ও চিনি সেবন করাইবে। (উদর্দ্দ—চি)। **ভাবপ্রকাশ** —মূত্ররোধজ **উদাবর্ত্তে** যষ্টিমধু—যষ্টিমধু এবং কিস্‌মিস্ দুগ্ধসহ পান করিবে। মূত্রবেগধারণজন্য উদাবর্ত্তে ইহা হিতকর। (উদাবর্ত্ত—চিঃ)। (২) **সর্ব্বশিরোরোগে** যষ্টিমধু—বস্ত্রপূত সূক্ষ্ম যষ্টিমধুচূর্ণ যত, তাহার চতুর্থাংশ মিঠাবিষচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, সর্ষপপরিমিত এইচূর্ণ নাসিকাভ্যন্তরে ন্যস্ত করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা দৃষ্টফল ঔষধ। **বঙ্গসেন—অপস্মারে** যষ্টিমধু—কুষ্মাণ্ডফলের রসে পিষ্ট যষ্টিমধু তিন দিন পান করিলে অপস্মার (মৃগী) প্রশমিত হয়। (অপস্মার—চিঃ)। (২) **পিত্তজকর্ণ-রোগে** যষ্টিমধু—যষ্টিমধু এবং কিস্‌মিস্‌যোগে পক্ক দুগ্ধদ্বারা কর্ণ-পূরণ করিলে পিত্তজ কর্ণরোগ প্রশমিত হয়। (কর্ণরোগ—চিঃ)। (৩) **তিমির-রোগে** যষ্টিমধু—যষ্টিমধু ও আমলকীসাধিত জলে স্নান করিলে তিমির নামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। (নেত্ররোগ— চিঃ)। (৪) **উপপক্ষ্মনাম নেত্ররোগে** যষ্টিমধু —যষ্টিমধুসিদ্ধ ঘৃত সেচন করিলে বেদনার সদ্যোনিবৃত্তি ঘটে। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক কণ্ঠ্য, স্নেহোপগ, বমনোপগ, আস্থাপনোপগ, ছর্দ্দিঘ্ন, পুরীষ-বিরজনীয়, মূত্রবিরজনীয়, দাহপ্রশমন এবং শোণিতাস্থাপনবর্গে মধুযষ্টি পাঠ করিয়াছেন। চরকের ফলিনীবর্গে ক্লীতকফল এবং সন্ধানীয়বর্গে মধুক পঠিত হইয়াছে সুতরাং চরকের মতে ক্লীতকফল রেচক এবং মধুযষ্টি ভগ্নসংযোজক।

Constituents.—The glucoside—glycyrrhizin 6 p. c., glycyramarin sugar, starch, resin, gum, mucilage and asparagin. **Actions and uses**—Demulcent. expectorant and a mild laxative, also local stimulant. When chewed or sucked it increases the flow of saliva and mucous, hence acts as a throat emollient. It stimulates the mucous membrane, especially of the air passages where its action is more local than general. It is given in inflammatory affections, catarrh, cough, hoarseness of voice, asthma and in irritation of the larynx and of the urinary passages. (R. N. Khory, Part II., p. 214).

নব্যমত—যষ্টিমধু, স্নিগ্ধ, কফনিঃসারক, মৃদুরেচক, ও স্থানীয় উত্তেজনোৎপাদক। চিবাইয়া কিম্বা চুষিয়া খাইলে লালাস্রাব বর্দ্ধিত করে সুতরাং ইহা কণ্ঠস্নিগ্ধকারী। ভক্ষিত যষ্টিমধু শ্লেষ্মধরা কলার উত্তেজনা জন্মায়। যষ্টিমধু, প্রদাহমূলক পীড়া, প্রতিশ্যায়, কাস, স্বরভেদ, শ্বাস এবং বাগিন্দ্রিয় (larynx) ও শ্বাসনাড়ী প্রভৃতির উত্তেজনজাত রোগে উপকারী। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, ২১৪ পৃঃ)।

মধূকদ্বয়—মধূকद्वयम्।

जलमधूकः—Bassia Longifolia. **मधूकः**—B. Latifolia, Indian Buttertree.

अन्वर्थसंज्ञाः—मधूकस्य—प्रभवबोधिका—"वानप्रस्थः" ("वनप्रस्थे वनैकदेशे भवः")। परिचयज्ञापिका—"गुड़पुष्पः" ("गुड़ इव पुष्प मस्य"), "मधुष्ठीलः" ("मधु ष्ठीले गर्भेऽस्य"), "लोध्रपुष्पः"। 'जलमधूकस्य'—"दीर्घपत्रकः", "क्षुद्रपुष्पः", "मधुपुष्पः", "फलस्वादुः", "कोरिष्टः"। मधूकं मधुरं शीतं पित्तदाहश्रमापहम्। वातलं जन्तु दोषघ्नं वीर्य्यपुष्टिविवर्द्धनम्। बृंहणीयमहृद्यञ्च मधूक'कुसुमं' गुरु। वातपित्तोपशमनं 'फलं' तस्योपदिश्यते। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टु च॥ मधूक'पुष्पं' मधुरं शीतलं गुरु बृंहणम्। बलशुक्रकरं प्रोक्तं वातपित्तविनाशनम्। 'फलं' शीतं गुरु स्वादु शुक्रलं वातपित्तनुत्। अहृद्यं हन्ति तृष्णास्रदाहश्वासक्षतक्षयान्। भावप्रकाशः॥ ज्ञेयो जलमधुकस्तु मधुरो व्रणनाशनः। वृष्यो वान्तिहरः शीतो बलकारी रसायनः।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু:॥ মধূক'পুষ্প' 'মধুরং চ বৃষ্যং। হৃদ্যং হিমং পিত্তবিদাহ-হারি। 'ফলস্থ' বাতামযপিত্তহারি। স্থৈর্যং মধূকদ্বয় মেব মেতত্"। রাজ-নিঘণ্টু:।

বৈদ্যকে ব্যবহার:—'রক্তপিত্তে' মধূকত্বক্‌ক্ষার:—"তথা মধূকস্য তথা-সনস্য। ক্ষারা: প্রযোজ্যা বিধিনৈব তেন"। (চি: ৪ অ:)। (২) 'গ্রহণ্যাং' মধূকপুষ্পম্—মধূকপুষ্পস্বরসং ঘৃতমর্দ্ধযোজিতম্। ক্ষৌদ্রপাদযুতং পীতং পূর্ব্ববত্ (কুম্ভে মাসস্থিতং জাতমাসবং) সন্নিধাপয়েত্। তং পিবন্ গ্রহণীদোষান্ জয়েত্ সর্ব্বান্ হিতাশিন:"। চি: ১৫ অ:)। চরক:॥ 'হিক্কায়ং' মধূকপুষ্পম্—"মধূকং মধুসংযুক্তং *। * হিক্কাঘ্নং নাবনং *"। (হিক্কা—চি)। ভাবপ্রকাশ:॥

মধূকের অন্বর্থসংজ্ঞা—প্রভববোধিকা—"বানপ্রস্থ" (বনৈকদেশে জাত)। **পরিচয়জ্ঞাপিকা**—"গুড়পুষ্প, "মধুষ্ঠীল" (মধু পুষ্পগর্ভে যার), "লোধ্র-পুষ্প"। **জলমধূকের**—"দীর্ঘপত্রক," "হ্রস্বপুষ্প," "মধুপুষ্প," "ফলস্বাদু", "কীরেষ্ট"।

মধূকের ভাষানাম—বাঃ—মৌয়াফুলের গাছ। **হিঃ—মহুয়া**। মঃ—মোহাচাবৃক্ষ, মোহবৃক্ষ। গুঃ—মহুড়ো। কঃ—মহুইপ্পে। তৈঃ—ইপা, পিন্না। তাঃ—কট-ইল্লুপি। ফাঃ—দরখ্ত-ই গুলন চকাং। ইং—ইণ্ডিয়ান্ বাটার ট্রি।

জলমধূকের ভাষানাম—হিঃ—জলমহুয়া। কঃ—জলমহে, তোরে-ইপ্পে।

বর্ণন—ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে **জলমধূক** বৃক্ষের আবাদ হয়। জলমধূকবৃক্ষ উচ্চ বালুকামিশ্রিত ভূমিতে বর্দ্ধিত হইলে, ইহার কাণ্ড তাদৃশ দীর্ঘ হয় না বটে, কিন্তু বহুশাখ এবং প্রচুর ফলশালী হয়। হ্রস্বকাণ্ড, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভূরি শাখাসমন্বিত মধূকবৃক্ষ উত্তম ছায়াতরু। কর্দ্দমবহুল নিম্নভূমিতে জন্মিলে জলমধূকবৃক্ষ, দীর্ঘকাণ্ড, অল্পশাখান্বিত এবং তাদৃশ ফলবান্ হয় না। কর্দ্দমাক্ত সজল ভূমিই ইহার স্বনির্ব্বাচিত আবাসভূমি। এইজন্য নিঘণ্টুকার ইহাকে জলমধূক বলিয়াছেন। উচ্চ বালুকাময় ভূমিতে রোপিত শিশু জলমধূক-বৃক্ষকে জীবিত রাখিতে হইলে, বর্ষেতর ঋতুতে, দুই বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ জলসেকের প্রয়োজন হয়। **পত্র**—শাখাগ্রভাগে দলবদ্ধ, ইহা "দীর্ঘপত্রক" অর্থাৎ মধূকাপেক্ষা ইহার পত্র লম্বা। **পুষ্পদণ্ড**—দীর্ঘ, আনত এবং একপুষ্পধারী। **পুষ্প**—নবনীতবর্ণ মিলিত-দল—নলাকার, পুষ্পনল মুণ্ডসমদীর্ঘ, বক্র, স্থূল, দৃঢ় এবং মাংসল। পুষ্পনলাগ্রভাগ আটভাগে

চিহ্নিত। ইহার অম্লমধুর পুষ্প, পেচক, কাঠবিড়াল, শৃগাল এবং কুকুরে ভক্ষণ করিয়া থাকে। নিঘণ্টূক্ত "কীরেষ্ট" নাম দ্বারা এই তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। **ফল** বড় কুলের মত, ফলগাত্র কোমল রোমাবৃত, ফল শাঁসে ভরা, পক্কফল পীতবর্ণ। পুষ্পকাল—জৈষ্ঠ্য, শরতে ফল পরিপক্ক হয়। **মধুকবৃক্ষের** কাণ্ড হ্রস্ব এবং মসৃণ, ভিতরে লাল, বাহিরে পাঁশুটে রঙের স্থূল কষায়াস্বাদ ত্বকে আচ্ছাদিত; **পত্র**—শীতে বৃক্ষ পত্রবর্জ্জিত হয় এবং বসন্তে পুষ্পাবির্ভাবের সহিত নবপত্রে সজ্জিত হয়; জলমধুকের পত্রাপেক্ষা চৌড়া, পত্রোদর মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ শ্বেতাভ, পত্রবৃন্ত জলমধুকাপেক্ষা হ্রস্বতর। **পুষ্পদণ্ড**—জলমধুকাপেক্ষা বহুহ্রস্ব **পুষ্প**—বহুসংখ্যক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগ্রভাগে দলবদ্ধ, সর্ব্বদা ভূমির দিকে নতমুখ পুষ্পনল, জলমধুকবৎ কেবল পুষ্পনলাগ্র বহুধাচিহ্নিত। **ফল**—ক্ষুদ্র এপেল তুল্য। পুষ্পকাল—বসন্ত ঋতু। বর্ষা বা শরতে ফল পরিপক্ক হয়। তত্ত্বজ্ঞ কবি বলিয়াছেন—তত্তেজস্তরণে নিদাঘ-সময়ে, যদ্বারি মেঘাগমে। তজ্জাড্যং শিশিরে যদেকশরণৈঃ, সোঢ়ং পুরা যৈর্দলৈঃ। আয়াতো-ঽপ্যধুনা ফলস্য সময়ঃ, কোঽয়ং বিনা তৈরিতি। স্মৃত্বা তানি শুচেব রোদিতি গলৎ-পুষ্পৈ-র্মধুকদ্রুমঃ॥ মূলাদেব যদস্য বিস্তৃতিভরচ্ছায়াপ্যনন্যাদৃশী। তে যস্য প্রসবাঃ সুমঞ্জুলরসৈরা-নন্দয়ন্তঃ প্রজাঃ। স্নেহঞ্চ প্রকটীকরোতি পরমং ভূয়ঃ ফলানাং গুণৈঃ। হিত্বৈকৈবগুণাংস্তরূন্ ভজ সখে! তস্মান্মধুকদ্রুমম্॥ **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পুষ্প, তৈল, বীজ, (মধুকসার)। পুষ্প খাদ্যৌষধ।

বৈদ্যকে মধুকের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে মধুকত্বক্‌কার—মধুকত্বকের অন্তর্ধূমদগ্ধকার রক্তপিত্তী ঘৃত-মধুযোগে সেবন করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **গ্রহণীতে** মধুকপুষ্প—মধুকপুষ্প—মধুক-পুষ্পের রস মৃৎপাত্রে জাল দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে উহার চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া আবৃতমুখ মৃৎপাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে। এই আসব পান করিয়া পথ্যসেবন করিলে গ্রহণীদোষ জয় করা যায়। (চিঃ ১৯ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—হিক্কায়** মধুকপুষ্প মধুযোগে উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক নস্য করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। (হিক্কা—চিঃ)। **বক্তব্য—চরক** স্থাবরতৈলযোনিবর্গে মধুক পঠিত হইয়াছে (সূত্র ১৩ অঃ) **সুশ্রুত** বলিয়াছেন—"মধুককাশ্মর্য্যপলাশতৈলানি কফপিত্তপ্রশমনানি" (সূঃ ৪৫ অঃ)। রাজনিঘণ্টুতে মধুকতৈলের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"বাতপিত্তহরং কেশ্যং শ্লেষ্মলং গুরু শীতলম্। কফবাতহরং রুক্ষং কষায়ং নাতিপিত্তকৃৎ"। পক্কমধুকফল পীড়ন পূর্ব্বক যে তৈল নিষ্কাশিত হয়, তাহা গাঢ়, অল্প তৈল অধিকক্ষণ জ্বলে, আলোক অনুজ্জ্বল, অল্প ধূমোদ্গীরণ করে এবং গন্ধ অদ্ভুত। লোকে পাককার্য্যে মধুকতৈল ব্যবহার করে।

মধূকতৈল কণ্ডূঘ্ন। সদ্যোনিষ্কাশিত মধূকতৈল শ্বেতবর্ণ, পরে হরিদাভপীতবর্ণ হয়। শীতকালে মধূকতৈল জমাট বাঁধিয়া শুভ্র হয়। জলমধূকাপেক্ষা মধূকফলে অধিক পরিমাণ তৈল থাকে। চারক আসবযোনি পুষ্পবর্গে মধূক পঠিত হইয়াছে। অধুনা মৌয়াফুলের মদ সুপরিচিত। যে যে দেশে মধূকবৃক্ষ প্রচুর জন্মে তত্তৎদেশের লোকে মধূকপুষ্পের রুটী খায় এবং আমবাতাক্রান্ত স্ফীতসন্ধিতে মধূকপুষ্পের রুটী বাঁধিয়া রাখে। রায়বেরিলীনিবাসী মদীয় ছাত্র শ্রীমান কাহ্লাইয়ালালের নিকট শুনিয়াছি—"মিঠা" ও "ঘুম্নি" ভেদে মধূকপুষ্প দ্বিবিধ। জলমধূকের পুষ্প মিঠা এবং মধূকের পুষ্প "ঘুম্নি" অর্থাৎ ইহার মাদকতা আছে।

Constituents.—Flowers contain cane sugar, cellulose, albuminous substance, and ash. The seeds contain oil, fat, tannin, extractive matter, bitter principle, probably saponin, albumen, gum, starch and ash. The ash contains silicic acid, phosphoric acid, lime and iron, potash and traces of soda. The juice contains caoutchoue from which gutta-percha can be manufactured, tannin, starch, calcium oxalate, gum, resins, formic and acetic acids and ash. The oil is yellowish, but becomes colourless after exposure to the light. It has a faint agreeable odour. The oil is used in the preparation of country soap. (R. N. Khory—Part II., p. 428.)

Actions and uses.—The fresh juice is alterative and given in scrofula, and rheumatic affections. The fermented juice of sugary flowers is stimulant and appetizing and may be substiuted for rum. The fruit serves as food to man and is cooling and refrigerant. The flowers are nutritive, tonic and demulcent and also intoxicating, and form a vehicle in many cooling and demulcent mixtures. By distillation they yield an alcoholic spirit. They are largely used in India in diarrhœa and dysentery and as food. An infusion of the flowers is given with sugar, for the relief of thirst, burning of the body and giddiness. They are also used in coughs. The contrete oil is used as an application to the head in headache, to wounds and as a lubricant in rheumatism and contraction of the limbs, in cutaneous affection, and also as an ointment base like kakam butter. (R. N. Khory—Part II., p. 428).

নব্যমত—মৌয়াফুলের রস রসায়ন এবং গণ্ডমালা৽ও বাতে প্রশস্ত। ইহার মিষ্টফুলের উত্তেজক রস, উষ্ণ, ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং রম্ নামক মদ্যের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। লোকে ইহার ফল ভক্ষণ করে, মৌয়াফল শীত ও স্নিগ্ধ। পুষ্প, পোষক, বল্য, স্নিগ্ধ অপিচ মাদক। মধূকপুষ্পের মদ্য এদেশে পীত হইয়া থাকে। ইহা অতিসার

ও গ্রহণীরোগীর পক্ষে প্রশস্ত। পুষ্পের কাথ শর্করাসহ পান করিলে পিপাসা, গাত্রদাহ, কাস এবং জড়তা নাশ করে। তৈল, শিরঃপীড়া, ক্ষত, বাত এবং হস্তপদাদির সঙ্কোচে এবং চর্ম্মরোগে প্রয়োগ করা হয়। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ৪২৮ পৃঃ)।

মরিচ—মরিচম্।

মরি(রী)চম্, ঊষণম্—Piper Nigrum.

অন্বর্থসংজ্ঞা:—প্রভববোধিকা—"ধর্ম্মপত্তনম্" ("ধর্ম্মপত্তনে জাতম্"); পরিচয়জ্ঞাপিকা—"শ্যামম্," "বল্লীজম্", "বৃত্তফলম্"। গুণপ্রকাশিকা—"মরিচম্" ("ম্রিয়তে বিষমনেন"), "ঊষণম্" ("ঊষ্ দাহে"), "কটুকম্," "কফবিরোধি"। মরিচং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং পিত্তকৃত্ শ্লেষ্মনাশনম্। বায়ুং নিবারয়ত্যেব জন্তুসন্তাননাশনম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ মরিচং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং লঘু শ্লেষ্মবিনাশনম্। সমীরকৃমিহৃদ্রোগহরঞ্চ রুচিকারকম্। রাজনিঘণ্টু॥ মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিত্। উষ্ণং পিত্তকরং রূক্ষং শ্বাসশূলকৃমীন্ হরেত্। 'তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু। কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্মপ্রসেকি স্যাদপিত্তলম্। ভাবপ্রকাশঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'কাসে' মরিচম্—"লিহ্যান্মরিচচূর্ণং বা সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্। সর্ব্বকাসহরং শ্রেষ্ঠং লেহং কাসার্দ্দিতো নরঃ"। (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ॥ 'অপতানকে' মরিচম্—"অভুক্তবতা পীতমম্লং দধি মরিচবচাযুতং অপতানকং হন্তি" (চি ৫ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ 'প্রবাহিকায়াং' মরিচম্—"* পিবতঃ সূক্ষ্মং রজো মরিচজস্য বা। চিরকালানুসক্তাপি নশ্যত্যাশু প্রবাহিকা" (চিঃ ৮ অঃ)। (২) 'রাত্র্যান্ধ্যে' মরিচম্—"দধ্না বিঘৃষ্টং মরিচং রাত্র্যান্ধ্যাঞ্জনমুত্তমম্"। (উঃ ১৩ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ॥ 'রসপ্রভার্থং' মরিচম্—"মরিচৈঃ ক্বথিতং দুগ্ধং পানে রাত্রৌ প্রশস্যতে। রসানাং তেন শুদ্ধিঃস্যাত্ *"। (চিঃ ১০ অঃ)। হারীতঃ॥ শুক্তস্য 'সর্পিষঃ পাকার্থং' মরিচম্—"* সর্পির্জম্বীরকাম্লকাত্। মরিচাদপি তক্ত্রোষ্ণং পাকং যাত্যেব *"। (অগ্নিমান্দ্য

—চি:)। (২) 'অতিনিদ্রাপ্রশমনার্থে' মরিচম্—"শীধ্রাম্লজালার্সংঘৃষ্টৈর্মরিচৈর্নৈর মঞ্জনাৎ। অতিনিদ্রাশমং যাতি তম: সূর্য্যোদয়াদিব"। (নেত্ররোগ—চি:)। (৩) সর্ব্বেষু 'পীনসরোগেষু' মরিচম্—"সর্ব্বেষু সর্ব্বকালং পীনসরোগেষু আমমাত্রেষু। মরিচং গুড়েন দধ্না ভুঞ্জতো নর: সুখং লভতে"। (নাসারোগ—চি:)। ভাবপ্রকাশ: ॥ 'নিদ্রালাভার্থে' মরিচম্—"মরিচং লালয়া ঘৃষ্টং কস্তূর্য্যাঞ্জনমিষ্যতে। বিরাত্রাদপি সংস্পষ্টাং নিদ্রামাপ্নোতি মানব:"। (জ্বর—চি:)। (২) 'শিশো: শোথে' মরিচম্—"মরিচং নবনীতাঢ্যং শোথঘ্নং ভক্ষয়েচ্ছিশু:"। (বালরোগ—চি:)। বঙ্গসেন:।

মরিচের অম্বর্থসংজ্ঞা—প্রভববোধিকা—"ধর্ম্মপত্তন" (ধর্ম্মায়তনে জাত)। **পরিচয়জ্ঞাপিকা**—"শ্যাম," "বল্লীজ," "বৃত্তফল"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"মরিচ" (বিষদোষনাশক), "উষণ" (দাহকারী), "কফবিরোধি"। **মরিচের ভাষানাম**—বাঃ—গোলমরিচ। আঃ—জালুক। হিঃ—কালীমরিচ। মঃ—চোকামিরিচ্! কঃ—মেণস্থ। তৈঃ—মেরিয়া। তাঃ—মিলাগুভলী। ফাঃ—ফিল্‌ফল্-ই-সিয়া। অঃ—ফিল্‌ফিল অস্‌বদ্। ইং—ব্ল্যাক্‌পিপার। সিং—গম্মিরিস্।

বর্ণন—মরিচের লতা ভূলুণ্ঠিত থাকিয়া বা বৃক্ষাদি আশ্রয় পূর্ব্বক দীর্ঘ প্রতান বিস্তার করে। লতাকাণ্ড ও শাখা গ্রন্থিযুক্ত, প্রতি গ্রন্থি হইতে শিফা নির্গত হইয়া আশ্রয় বৃক্ষাদিকে বেষ্টন করে। **পত্র**, চোড়া, ৫টী সিরা স্পষ্ট লক্ষিত হয়, পত্রোদর মসৃণ, চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠের বর্ণ ফিকে। কোন মরিচলতায় কেবল পুং-পুষ্প কোনটীতে বা কেবল স্ত্রী-পুষ্প থাকে, একটী লতায় পুং-স্ত্রী দ্বিবিধ পুষ্প থাকে না। কচিৎ কোন লতায় উভয়লিঙ্গ পুষ্প এবং স্ত্রী-পুষ্প থাকিতে দেখা যায়। কোচবিহার এবং আসাম অঞ্চলে মরিচের লতা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তাদৃশ ফলপ্রসব করে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ("কেতকীদ্বয়" দেখ) এরূপ স্থলে বায়ু বা পতঙ্গ পুষ্পের গর্ভাধানের উত্তরসাধকতা করে। মরিচের পুষ্প সুগন্ধি বা শোভনদর্শন নহে, সুতরাং পতঙ্গসমাগম দুষ্কর। কোচবিহার এবং আসামাঞ্চলে প্রায় সকল ঋতুতেই পূর্ব্ববায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে যদি ঘটনাক্রমে পূর্ব্বদিকে পুং-পুষ্পধারিণী এবং পশ্চিমে স্ত্রী-পুষ্পান্বিতা মরিচলতা অবস্থিত থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা। যদি লোকে এই তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মরিচলতা রোপণ করে, তাহা হইলে প্রচুর ফললাভে সংশয় থাকে না। লোকে এই তত্ত্ব অবগত নহে, সুতরাং এতদঞ্চলের মরিচলতা আশানুরূপ

ফলদান করে না, কিম্বা যে মরিচ হয় তাহা ক্ষুদ্রাকৃতি এবং তাদৃশ কটু হয় না। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল। **মাত্রা**—½—২ আনা।

বৈদ্যকে মরিচের ব্যবহার।

চরক—কাসে মরিচ—ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত মরিচ চূর্ণ লেহন করিলে সর্ব্ব-কাস প্রশমিত হয়। (চিঃ ২২ অঃ)। **সুশ্রুত—অপতানকে** মরিচ—অপতানক নামক বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী অন্য কোন বস্তু ভোজনের পূর্ব্বে মরিচ এবং বচ চূর্ণ সহ অম্ল দধি পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। **বাগ্‌ভট—প্রবাহিকায়** মরিচ—মরিচচূর্ণ জলের সহিত পান করিলে চিরকালজ প্রবাহিকা (আমাশয়) প্রশমিত হয়। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **রাত্র্যান্ধ্যে** মরিচ—দধিতে মরিচ ঘর্ষণ করিয়া সেই দধির অঞ্জন করিলে রাতকণা ভাল হয়। (উঃ ১৩ অঃ)। **হারীত—রসবৃদ্ধ্যর্থ** মরিচ—ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত মরিচের কাথ রাত্রিতে পান করিলে রসধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ১০ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ**—ভুক্তঘৃতের **পরিপাকার্থ** মরিচ—ঘৃত পরিপাক করিবার জন্য জম্বীরাদি অম্ল কিম্বা মরিচ সেব্য। (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)। এইজন্য আমাদের দেশে মরিচচূর্ণযোগে ঘৃতপানের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (২) **অতিনিদ্রাপ্রশমনার্থ** মরিচ—মধু এবং অশ্বের লালাসহ মরিচ ঘর্ষণ পূর্ব্বক নেত্রে অঞ্জন করিলে অতিনিদ্রা প্রশমিত হয়। (নেত্ররোগ—চিঃ)। (৩) **সর্ব্বপীনসরোগে** মরিচ—পীনসরোগ জন্মিবামাত্র পুরাণ গুড় এবং দধির সহিত মরিচচূর্ণ পান করিবে। (নাসারোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—নিদ্রালাভার্থ মরিচ**—মানুষের লালায় মরিচ ঘর্ষণ করিয়া নেত্রাঞ্জন করিলে ত্রিরাত্র নষ্ট নিদ্রা পুনরাগত হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **শিশুর শোথে** মরিচ—শোথগ্রস্ত শিশুকে নবনীতের সহিত মরিচচূর্ণ লেহন করাইবে। (বালরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, শিরোবিরেচন, দীপনীয়, কৃমিঘ্ন, এবং শূলপ্রশমনবর্গে মরিচ পাঠ করিয়াছেন। মরিচ ত্রিকটুর অন্যতম কটু। ত্রিকটু বহু ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়।

Constituents.—A volatile alkaloid piperina 2 to 8 p.c., piperidin 5 p.c, a balsamic volatile oil 1 to 2 p.c., fat 7 p.c., mesocarp contains chavicin, a green acrid concrete oil, a balsamic volatile oil, starch, lignin gum, fat 1 p. c., proteids 7 p. c, and ash containing inorganic matter 5 p. c. **Actions and uses.**—It is a local irritant, causing intense burning on the skin. In medicinal doses it stimulates the heart, the kidneys, and the mucous membrane of the urinary and intestinal tracts. It is eliminated in the urine and fæces. In large doses it causes

abdominal pain, vomitting, irritation of the bladder and urithra and urticaria on the skin. As a gastric stimulant it is chiefly used in flatulence, dyspepsia, and atony of the stomach ; like cubebs it is given in gonorrhœa, gleet and hæmorrhoids and other rectal disorders. Piperin acts as an antiperiodic and antipyretic. It relieves intermittent fevers, by causing perspiration ; in neurosis and in congestion of the spleen it is of benefit.* In toothache a paste of it is applied with benefit. The infusion is used as a gargle in relaxed uvula, sore-throat &c. with vinegar the powder is applied over the bites of venomous reptiles. Mixed with onious and salt it is rubbed over bald head in alopecia. The oil is applied to muscular rheumatic pains, headache and to pain of hæmorrhoids. (R. N. Khory—Part II., p. 521).

নব্যমত—মরিচের প্রলেপ তীব্র দাহকারী। ইহা **মাত্রাবৎ** সেবিত হইলে, হৃদয়, বৃক্কদ্বয় এবং মূত্রপথ ও অন্ত্রের শ্লেষ্মধরাকলাকে উত্তেজিত করে। ভক্ষিত মরিচ মূত্র ও মলের সহিত বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে। **অতিমাত্রায়** সেবিত হইলে উদরে বেদনা, বমন, মূত্রাশয় ও মূত্রস্রোতের উত্তেজন, কোঠান্বিত জ্বর (urticaria) জন্মাইয়া থাকে। মরিচ, উদরাধ্মান, গ্রহণী ও পাকস্থালীর পেশীদৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাবাবচিনির মত ইহাও "গণোরিয়া," শুক্রমেহ এবং অর্শঃ প্রভৃতি গুহ্যদেশজাত রোগে সেব্য। দন্তশূলে মরিচের প্রলেপ হিতকর। গলক্ষত এবং "আল্জিব্" বর্দ্ধিত হইলে মরিচের কাথে কবল করিবে। বিষাক্ত কীটাদি দংশনে দষ্টস্থান "ভিনেগার" মিশ্রিত মরিচচূর্ণ দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। টাকে পিয়াজ ও লবণের সহিত মরিচের প্রলেপ দিবে। (আর্, এন্, খোরি, ২য়ঃ, খঃ, ৫২১ পৃঃ)।

মাণক—माणकः।

स्थलपद्मः, माणकः, महापत्रः—Colocasia Indica, *Schott.* Arum. Indicum, *Roxb.*

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"माणकः महापत्रः यथापूर्व्वमधःपत्रभागौ" (सुः टीः डल्वनः)। स्थूलसूरणमाणकप्रभृतयः कन्दा ईषत्कषायाः कटुका रूक्षा विष्टम्भिनो गुरवः कफवातलाः पित्तहराश्च। माणकं स्वादु शीतञ्च गुरु चापि

प्रकीर्त्तितम्। सुश्रुत: (सू: ४६ अ:)। माणक: शोथघ्नश्शीत: पित्तरक्तहरो लघु:। भावप्रकाश:॥ माणकं स्वादुशीतञ्च गुरु शोथहरं कटु। राजवल्लभ:॥

वैद्यके व्यवहार:—उदररोगे माणक: "पुराणं माणकं पिष्ट्वा द्विगुणीकृत-तण्डुलम्। साधितं क्षीरतोयाभ्यामभ्यसेत् पायसन्तु तत्। हन्ति वातोदरं शोथं ग्रहणीं पाण्डुतामपि। सिद्धो भिषग्भिराख्यात: प्रयोगोऽयं निरत्यय:"। (उदर—चि:)। (२) प्लीहोदरे शोथे च माणककल्क:—"स्थलपद्ममयं कल्कं पयसाऽऽलोड्य पाययेत्। प्लीहामयहरश्चैव सर्व्वाङ्गैकाङ्गशोथजित्"। (शोथ—चि:)। (३) शोथे माणकघृतम्—"माणकक्वाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्। एकजं द्वन्द्वजं शोथं त्रिदोषञ्च व्यपोहति"। (शोथ—चि:)। (४) जिह्वारोगे माणकभस्म—"जिह्वाजाड्यं चिरजं माणकभस्मलवणतैलघर्षणं हन्ति"। (जिह्वा-रोग—चि:)। चक्रदत्त:॥

মাণকের ভাষানাম—বাঃ—মান। **হিঃ—মানকন্দ**। মঃ—কস্‌আলু। কোঃ—ভোগমানা। **সিং—বটেহবরল। ঔষধার্থ ব্যবহার**—কন্দ, পত্রবৃন্ত। **মাত্রা**—কন্দচূর্ণ ২—১ তোলা। পরিপুষ্ট মাণকন্দ কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, ইহাই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৈদ্যকে মাণকরের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—উদররোগে মাণ—পুরাণ মাণচূর্ণ ৮ তোলা, ঈষৎ কুট্টিত তণ্ডুল ১৬ তোলা, /১ সের দুগ্ধ /১ সের জলসহ পায়স প্রস্তুত করিয়া পাচক অগ্নির বল বিচার পূর্ব্বক উদররোগীকে এই পায়স ভোজন করাইবে। (উদররোগ—চিঃ)। (২) **প্লীহোদরে ও শোথে** মাণ—পুরাণ মাণচূর্ণ আধতোলা, আধপোয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্লীহবিবৃদ্ধি বিনাশ পায়—ইহা সর্ব্বাঙ্গ কিংবা একাঙ্গশোথের পক্ষের হিতকর। (শোথ—চিঃ)। (৩) **শোথে** মাণকঘৃত—মাণের ক্বাথ ও কল্কযোগে যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিবে। এই মাণকঘৃত একজ, দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষজ শোথে হিতকর। (৪) **জিহ্বা-রোগে** মাণভস্ম—মাণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম সর্ষপতৈল এবং সৈন্ধব লবণযোগে জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয়। (জিহ্বারোগ—চিঃ)।

Constituents.—Contains a circular crystals of oxalate of lime to which its acridity is due, **Actions and uses.**—The juice of the petioles is styptic and astringent as is dropped into the ears of children

in otorrhœa. Tubers made hot are locally applied to painful parts in rheumatism. In anasarca, canjee made of the root stock is given with benefit. It is a mild laxative and diuretic and is given in piles and habitual constipation. The ash is used as a local application for aphthæ in the mouth. (R. N. Khory, Part II., p. 638.) Its root-stock is a valuable and important article of diet in Bengal, and often grows to an immense size, being from 6 to 8 feet in length, and as thick as a man's leg. When dried it can be kept for a considerable time and affords a large supply of starchy food. In Western India it is much cultivated as an ornamental plant in gardens, but is little known as an article of diet. The acrid juice of the petioles is however, much used as a common domestic remedy on account of its styptic and astringent properties. The petiole is slightly roasted and the juice expressed. We have seen purulent discharge from the ears in children stopped by a single application. The tubers chopped fine, tied in a cloth and heated are used as a fomentation in rheumatism. Dr. D. Basu remarks ; "I have never used it solely as a medicine ; but as food taken frequently, it seems to act as a mild laxative and diuretic. In piles and habitual constipation it is useful." Surgeon-Major R. S. Dutt states that it is a very agreeable vegetable during convalescence of natives from bowel complaints ; it is light and nutritious and somewhat mucilaginous. The ash of the root-stocks mixed with honey is a popular remedy for aphthæ. (Dymock, Part III, pp. 544-45.)

নব্যমত—মান উপাদেয় পথ্য। শুষ্ক করিয়া রাখিলে ইহা দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশের লোকে উদ্যানের শোভার্থ মানের আবাদ করে, কিন্তু ইহাকে খাদ্যস্বরূপ ব্যবহার করিতে জানে না। মানের পত্রবৃন্তের কটুরস সঙ্কোচক এবং রক্তরোধক রূপে সচরাচর গৃহস্থগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঁটাটী আগুণে সেকিয়া রস লইতে হয়। এই রস একবারমাত্র কাণে দেওয়াতেই শিশুর পূতিকর্ণস্রাব নিবৃত্তি পাইতে দেখা গিয়াছে। মানকে সরু টুকরা টুকরা করিয়া, কাটিয়া বস্ত্রে বাঁধিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা বাতরোগীকে স্বেদ দেওয়া হয়। **ডাঃ ডি বসু**—বলেন—আমি কেবল মান কদাচ ঔষধার্থে ব্যবহার করি নাই; কিন্তু পথ্যরূপে প্রায়শঃ সেবিত হইয়া থাকে ইহা মৃদুরেচক এবং মূত্রকারক বলিয়া বোধ হয়। অর্শ এবং চিরজ কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে ইহা প্রশস্ত। **সার্জ্জন মেজর আর্. এস্, দত্ত** বলেন—

কঠিন উদরাময় প্রায় নিবৃত্তি পাইয়াছে অথচ রোগী সম্পূর্ণ বললাভ করিতে পারে নাই, এইরূপ অবস্থায় মাণ এতদ্দেশীয়ের পক্ষে উত্তম পথ্য। ইহা লঘু, পুষ্টিকর এবং কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধকর। মধুর সহিত মানভস্ম, মুখক্ষতের সর্ব্বজনপ্রিয় ঔষধ। (ডিমক্, ৩য় খণ্ড, ৫৪৪-৪৫ পৃঃ)। ক্ষোরিন্ বলেন অগম্ভীর শোথে মাণকসহ প্রস্তুত কাঁজি বিশেষ হিতকর।

মাধবীমালতীমল্লিকা—माधवीमालतीमल्लिका:।

माधवीलता, वासन्ती—Gaertnera Racemosa *Roxb.* **मालतीलता, अतिमुक्तक:**—Echites Caryophyllata *Roxb.* **मल्लिका**—Jasminum Sambac, *Ait.* and its Varieties. **वृत्तमल्लिका**—Tuscan Jasmine.

अन्वर्थसंज्ञा:—माधव्या:—"सुगन्धा", "भ्रमरोत्सवा", "भूमिमण्डपभूषणी"। मल्लिकाया:—"शीतभीरु", "नारीष्टा", "गिरिजा"। वृत्तमल्लिकाया:—"वटपत्रा", "सुगन्धाढ्या", "वृत्तपुष्पा", "मुक्ताभा"। मालत्या:—"हृद्यगन्धा", "जनेष्टा", सन्ध्यापुष्पा", "तैलभाविनी"। 'माधवी' कटुका तिक्ता कषाया मदगन्धिका। पित्तकासव्रणान् हन्ति दाहशोफविनाशनी। 'मालती' शीततिक्ता स्यात् कफघ्नी मुखपाकनुत्। 'कुड्मलं' नेत्ररोगघ्नं व्रणविस्फोटकुष्ठनुत्। 'मल्लिका' कटुतिक्ता स्यात् चक्षुष्या मुखपाकनुत्। कुष्ठविस्फोटकण्डूतिविषव्रणहरा परा। नेत्ररोगापहन्त्री स्यात् कटूष्णा 'वृत्तमल्लिका'। व्रणघ्नी गन्धबहुला दारयत्यास्यजान् गदान्। 'वासन्ती' शिशिरा हृद्या सुरभि: श्रमहारिणी। धम्मिल्लामोदिनी मन्दमदनोन्माददायिनी। राजनिघण्टु:॥ मालती कफपित्तास्यरुक्पाकव्रणकुष्ठजित्। चक्षुष्यो 'मुकुलस्तस्या तत् 'पुष्पं'' कफवातजित्। सुगन्धि च मनोज्ञञ्च सर्व्वश्रेष्ठतमं मतम्। 'मल्लिकोष्णा' कटु: स्वादे दारयत्यास्यजान् गदान् सन्नाशयति नेत्रोत्थरुज: पित्तसमीरजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टु:॥ माधवी मधुरा शीता लघ्वी दोषत्रयापहा। 'मल्लिकोष्णा लघुर्वृष्या तिक्ता च कटुका हरेत्। वातपित्तास्यदृग्व्याधिकुष्ठारुचिविषव्रणान्। भावप्रकाश:॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठेषु मालतीपुष्पम्—"*कल्कश्च मालतीनां कुष्ठेषूद्वर्त्तना-लेपः" (चिः ७ अः)। (२) गर्भिण्याः स्तनकण्डूयने मालतीपुष्पम्—"परिषेकः पुनर्मालतीमधुकसिद्धेनाऽम्भसा जातकण्डूया" (शारी ८ अः)। चरकः॥ रक्त-पित्तिनः शाकार्थं अतिमुक्ताङ्कुरः—"वटातिमुक्ताङ्कुरसिन्धुवारजम्। हितञ्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा"। (उः ४५ अः)। सुश्रुतः॥ रक्तपित्ते मदयन्तिकामूलम्—"मदयन्त्यङ्घ्रिजः क्वाथस्तद्वत् समधुशर्करः"। (रक्तपित्त - चिः)। (२) पूति-कर्णे मालतीदलस्वरसः—"मालतीदलरसं मधुना पूरितमथवा गवां मूत्रैः। दूरेण परित्यज्यते च श्रवणयुगलं पूतिरोगेण"। (कर्णरोग—चिः)। (३) मध्यं सुतनूकरणे माधवीमूलम्—"सुतनू करोति मध्यं पीतं मथितेन माधवी-मूलम्" (स्त्रीरोग—चिः)। चक्रदत्तः॥ यक्ष्मणि मदयन्तिका—"सभूल-पत्रच्छदपल्लवाया। रसः प्रयोज्यो मदयन्तिकायाः। मासोपयोगेन समस्तलिङ्गं। यक्ष्माणमुग्रं हरति प्रसह्य। (राजयक्ष्म—चिः)। (२) प्रसूतवनितावर्द्धित-कुक्षिह्रासाय मालतीमूलम्—"सूतायाः कुक्षिमुदरं पीतं तक्रेण मालतीमूलम्"। (स्त्रीरोग—चिः)। वङ्गसेनः॥

অম্বর্থসংজ্ঞা—মাধবীর—"সুগন্ধা," "ভ্রমরোৎসব," "ভূমিমণ্ডপভূষণী"। মল্লিকার—"শীতভীরু," "নারীষ্টা," "গিরিজা"। বৃত্তমল্লিকার—"বটপত্রা," "সুগন্ধাঢ্যা", "বৃত্তপুষ্পা," "মুক্তাভা"। মালতীর—"হৃদ্যগন্ধা," "জনেষ্টা," "সন্ধ্যা-পুষ্পা," "তৈলভাবিনী"। মাধবীর ভাষানাম—বাঃ—মাধবীলতা। হিঃ—মাধবী। বিং—যোহীমু। গুঃ—মাধবীলতা, রক্তভিত্তি। মঃ—পীতবেল। কঃ—ইন্দগোচ্ছে, বিববস্তিগে। তৈঃ—মাধবতোগে, পম্পলগুরিবিন্দ। মালতীর ভাষানাম—বাঙ্‌লা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী ও গুজরাতী ভাষায় মালতী নামে খ্যাত বিং—ইসমন্। মল্লিকার ভাষানাম হিঃ—মোতিয়া। বিং—হৃহ্। গুঃ—ডোলর। মঃ—রানমোগর। কঃ—বল্লিমল্লিগে। তৈঃ—মল্লিপুষ্পালু।

বর্ণন—মাধবীর লতা স্থূল ও দীর্ঘ। ইহার পত্র চম্পক পত্রবৎ। পুষ্প তিলপুষ্পতুল্য, কিন্তু গুচ্ছাকারে স্থিত। মাধবীর পুষ্প কেবল সুগন্ধি নহে, মাধবীলতাও অতীব প্রিয়দর্শন। মদনক্লিষ্টা শকুন্তলার বর্ণনে কালিদাস বলিয়াছেন—"পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা-

মাধবী"। "ভূমিমণ্ডপভূষণী" মাধবীর একটী নিঘণ্টূক্ত নাম, কাব্যেও মাধবীমণ্ডপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে নারীগণ কবরীতে মাধবীফুল ধারণ করিতেন, অতএব ইহার নাম "ধম্মিল্লামোদিনী"। **জাতী ও মালতী**—নিঘণ্টুদ্বয়ে মাধবীর উল্লেখ নাই। জাতীর পর্য্যায়ে মালতী শব্দ পঠিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রমজনের বিদিত আছে যে টীকাকারগণ সর্ব্বত্র জাতীর প্রতিশব্দ মালতী এবং মালতীর প্রতিশব্দ জাতী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তবে মালতী ও জাতী কি একই পুষ্প? মালতী মালতী নামেই প্রসিদ্ধ, ভাবমিশ্রও জাতীর পর্য্যায় মালতী-শব্দ পাঠ করিয়াছেন, মালতীর পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই এবং জাতীর ভাষানাম চামেলী লিখিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রতীতি জন্মিতেছে, নিঘণ্টুকারগণ জাতী ও মালতী একই পুষ্প বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা মালতীর কোন ভেদেরও উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে লোকতঃ যাহা মালতী নামে প্রসিদ্ধ তাহাই নিঘণ্টূক্ত জাতী, এবং মালতী উহার পর্য্যায়। কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে জাতী মালতীর একত্রোল্লেখ পাঠ করি নাই। এক্ষণে যাহা চামেলী নামে খ্যাত তাহার নিঘণ্টূক্ত নাম দুর্জ্ঞেয়। ভাবমিশ্র জাতীর ভাষানাম চামেলী লিখিয়া এবং জাতীর পর্য্যায়ে মালতী শব্দ পাঠ করিয়া বিষয়টী আরও জটিল করিয়াছেন। মালতী এবং চামেলী পৃথক্ পুষ্প, জাতী যদি চামেলী হয়, মালতী তাহার পর্য্যায় হইতে পারে না, কেন না তাহা হইলে চামেলী ও মালতী এক হইয়া পড়ে। আমারা মালতীশব্দ লোকপ্রসিদ্ধ মালত্যর্থে এবং জাতীশব্দ ভাবমিশ্রবৎ চামেলী অর্থে গ্রহণ করিয়া জাতী বিষয়ক পৃথক্ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। **বর্ণন**—মালতীলতাকাণ্ড মনুষ্যের জঙ্ঘাতুল্য স্থূল হইয়া থাকে। পত্রের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রবৃন্ত হ্রস্ব, পত্রের বৃন্ত ও শিরা রক্তবর্ণ। **পুষ্প**—সংখ্যায় বহু, বর্ণে শুভ্র, আকারে ক্ষুদ্র, গন্ধে মনোরম। বর্ষায় পুষ্পিত হয়—ধীর প্রদোষবায়ু প্রবাহিত হইলে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে থাকে; অতএব "সন্ধ্যাপুষ্পা" নাম সার্থক। প্রাচীনকালে বিলাসিগণ উত্তরীয় বসন মালতীপুষ্পাধিবাসিত করিয়া ব্যবহার করিতেন। মৃচ্ছকটিকোক্ত চারুদত্ত প্রতি, চূর্ণবৃদ্ধের 'জাতিকুসুমবাসিত প্রাবারক" উপহারের কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। ভাবমিশ্রাপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থকারোক্ত জাতীশব্দ মালতীর পর্য্যায়স্বরূপ গৃহীত হওয়া উচিত। বাল্মীকি, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গোক্ত বসন্ত বর্ণনে "মালতীমল্লিকাপদ্মকরবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ" লিখিয়াছেন। কিন্তু নবীন কবি বসন্তে মালতী বিকসিত হইতে না দেখিয়া ক্ষোভ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"অস্মিন্ কেলিবনে, সুগন্ধপবনে, ক্রীড়ৎপুরন্ধ্রীজনে। গুঞ্জদ্ভৃঙ্গকুলে বিশালবকুলে, কূজৎপিকীসঙ্কুলে। উন্মীলন্নবপাটলাপরিমলে, মল্লীপ্রসূনাকুলে। যদ্যেকাপি ন মালতী বিকসিতা, তৎ কিং ন রম্যো মধুঃ"?। বস্তুতঃ মালতী বসন্তে নহে বর্ষায় পুষ্পিত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পুষ্প, পত্র।

বৈদ্যকে মাধবী প্রভৃতির ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে—মালতীপুষ্প—পিষ্ট মালতীফুল কুষ্ঠরোগী গাত্রে মর্দ্দন করিবে কিম্বা তদ্দ্বারা গাত্র প্রলিপ্ত করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২ **গর্ভিণীর স্তনকণ্ডূয়নে** মালতীপুষ্প—গর্ভিণীর স্তনকণ্ডূতি উপস্থিত হইলে মালতীফুল ও যষ্টিমধুর কাথ স্তনে পরিষেচন করিবে। (শাঃ ৮ অঃ)।

সুশ্রুত— রক্তপিত্তীর শাকার্থ অতিমুক্তা—রক্তপিত্তরোগী ঘৃতভর্জ্জিত মালতীপত্র শাকরূপে সেবন করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** বনমল্লিকামূল—রক্তপিত্তরোগী বনমল্লিকার মূলকাথ মধু ও চিনিযোগে পান করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) **পূতিকর্ণে** মালতীপত্রস্বরস—মালতীপত্র কিম্বা কিম্বা পুষ্পদলের রস মধু বা গো-মূত্রসহ কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ ("কাণপাকা" নিবৃত্তি পায়। (কর্ণরোগ—চিঃ)। (৪) **কটীদেশ তনুকরণার্থ** মাধবীমূল—তক্রের সহিত মাধবীমূল পান করিলে রমণীগণের কটীদেশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন যক্ষ্মায়** বনমল্লিকা—মূল, শাখা ও পত্র সহিত কুট্টিত বনমল্লিকার কাথ বা স্বরস এক মাসকাল সেবন করিলে একাদশলিঙ্গাত্মক যক্ষ্মা প্রশমিত হয়। (রাজযক্ষ্মা—চিঃ)। (২) **প্রসূত-বনিতার বর্দ্ধিতকুক্ষিহ্রাসার্থ** মালতীমূল—ঘোলের সহিত মালতীমূল পান করিলে নারীগণের অতিপ্রসবজনিত বর্দ্ধিতায়ন কুক্ষি হ্রাস পাইয়া থাকে। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক শাকবর্গে (চরকেও পৃথক্ পুষ্পবর্গ নাই) মালত্যাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সৌশ্রুত পুষ্পবর্গে লিখিত আছে—"মালতীমল্লিকে তিক্তে সৌরভ্যাৎ পিত্তনাশনে" (সূঃ ৪৬ অঃ)। কিন্তু মাধবী-সম্বন্ধে আচার্য্য কিছুই বলেন নাই। চরক, কুষ্ঠবর্গে "জাতি-প্রবাল" (মালতীপত্র) পাঠ করিয়াছেন।

মাষপর্ণী ও মুদ্গপর্ণী—মাষপর্ণীমুদ্গপর্ণ্যৌ।

মাষপর্ণী—Teramnus Labialis, *Spreng.* Glycine debelis, *Roxb.*
মুদ্গপর্ণী—Phaseolus Trilobus, *Ait.*

অন্যসংজ্ঞাঃ—মাষপর্ণ্যাঃ—"সুলভা", "মাজোরবা", "পাণ্ডুলোমশা", "মাষপর্ণিকা", "বহুফলা", "ক্ষুদ্রসহা", "অশ্বপুচ্ছিকা"। মুদ্গপর্ণ্যাঃ—"মিশ্রী", "মার্জারগন্ধিকা", "বনজা", "বনমুদ্গা", "সূর্পপর্ণী"। 'মাষপর্ণী' হবি

तिक्ता शीतला रक्तपित्तजित्। कफपित्तशुक्रकरी हन्ति दाहज्वरानिलान्। 'मुद्गपर्णी' हिमा स्वादु वातरक्तविनाशनी। पित्तदाहज्वरान् हन्ति क्रमिघ्नी कफशुक्रनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'माषपर्णी' रसे तिक्ता वृष्या दाहज्वरापहा। शुक्रवृद्धिकरी बल्या शीतला पुष्टिवर्द्धिनी। 'मुद्गपर्णी' हिमा कासवातरक्तक्षयापहा। पित्तदाहज्वरान् हन्ति चक्षुष्या शुक्रवृद्धिकृत्। राजनिघण्टुः॥ 'माषपर्णी' हिमा तिक्ता रूक्षा शुक्रबलासकृत्। मधुरा ग्राहिणी शोथवातपित्तज्वरास्रजित्। 'मुद्गपर्णी' हिमा रूक्षा तिक्ता स्वादुश्च शुक्रला। चक्षुष्या क्षतशोथघ्नी ग्राहिणी ज्वरदाहनुत्। दोषत्रयहरो लघ्वी ग्रहण्यर्शोऽतिसारजित् वातरक्तं क्षयं कासं नाशयत्यविकल्पतः। भावप्रकाशः॥ माषपर्णी महाशुष्या चक्षुष्या मुद्गपर्णिका। राजवल्लभः॥ माषपर्णी महावृष्या वृंहणी बलवर्णकृत्। स्तन्यकेशहिता स्निग्धा वातपित्तापहा हिमा। शोढ़लनिघण्टुः॥

वैद्यके व्यवहारः—'वाजीकरणार्थं' माषपर्णी—"माषपर्णभृतां धेनुं गृष्टिं पुष्टां चतुःस्तनीम्। समानवर्णवत्साञ्च जीवद्वत्साञ्च बुद्धिमान्। * हृष्ट्वा·द्यामर्ज्जुनाद्यां वा सान्द्रक्षीराञ्च धारयेत्। केवलन्तु पयस्तस्याः शृतं वा शृतमेव वा। शर्करामधुसर्पिर्भिर्युक्तं तद्वृष्य मुत्तमम्। (चिः २ अः)। चरकः॥ 'कुलिङ्गनाममूषिकविषे' माषपर्णीमुद्गपर्ण्यौ—"सहे ससिन्धुवारे च लिह्यात् तत्र समाक्षिके" (कः ६ अः)। सुश्रुतः॥ 'वातासृग्दरे माषपर्णी—"माषपर्णीविपक्वेन तैलेन पिचुधारणम्। कर्त्तव्यं रक्तनाशाय मार्द्दवाय सुखाय च" (असृग्दर—चिः): वङ्गसेन।

অন্বর্থসংজ্ঞা—মাষপর্ণীর—"সুলভা" "আত্মোদ্ভবা" "পাণ্ডুলোমশা," "মাষপত্রিকা," "বহুফলা" "কৃষ্ণবৃন্তা," "অশ্বপুচ্ছিকা"। মুদ্গপর্ণীর—"শিম্বী" "মার্জ্জারগন্ধিকা," "বনজা," "বনমুদ্গা," "শূর্পপর্ণী"।

মাষপর্ণীর ভাষানাম—বাঃ—মাষানি। হিঃ—মষবন্, বনউর্দী। মঃ—রানউডীদ। গুঃ—অডবাড, অড়দবেল। কঃ—রানোডিওকা উদ্দু। তৈঃ—কারমীনুক। সিং—মস্‌বিজ। মুদ্গপর্ণীর ভাষানাম—বাঃ—মুগানি। হিঃ—মুগবন্। মঃ—রানমুগ। গুঃ—অডবাড মগবেল্য। কঃ—কোহসক। তৈঃ—কারুপেসারা। সিং—মঁবীর।

বর্ণন—মাষপর্ণী সুদীর্ঘ আরণ্যলতা। লতাকাণ্ড নাই, মূল হইতেই বহুরোমাম্বিত, ক্ষীণ, ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত প্রতান নির্গত হইয়া থাকে। ইহা ত্রিপর্ণী—পত্রোদর অতিসূক্ষ্ম রোমাবৃত হেতু ঈষৎশুভ্র, পত্রপৃষ্ঠ লোমশ। **পুষ্প**—রক্তাভ বেগুণেরঙের। শিম্বী—মাষশিম্বিবৎ, বীজসংখ্যা ৫।৬। **মুদ্গপর্ণীর** শাখা ও পত্র বহুরোমাম্বিত। ইহা ত্রিপত্র, পার্শ্বস্থ পত্রীদ্বয়ের আকৃতিবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। **পুষ্প**—বৃহৎ, হরিদাভ পীতবর্ণ, প্রায় অবৃন্তক। শিম্বী চ্যাপ্টা, রোমাম্বিত, সূক্ষ্মাগ্র। বীজসংখ্যা ১০—১৫। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্রগুল্ম। **মাত্রা**—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে মাষ ও মুদ্গপর্ণীর ব্যবহার।

চরক—বাজীকরণার্থ—মাষপর্ণী—মাষপর্ণীভোজী সমানবর্ণবৎসা ও জীবৎবৎসা ধেনুর দুগ্ধ শৃত বা অশৃত, চিনি, ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয়। (চিঃ ২ অঃ)। **সুশ্রুত—কুলিঙ্গনাম মূষিকবিষে** মাষ ও মুদ্গপর্ণী—কুলিঙ্গনাম মূষিক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে মাষপর্ণী, মুদ্গপর্ণী এবং সিন্দুবার মূলচূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহন করিবে। (কঃ ৬ অঃ)। **বঙ্গসেন—বাতজ রক্তপ্রদরে** মাষপর্ণী—মাষপর্ণীর কাথযোগে পক্ক তিলতৈলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিলে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায়, অপিচ ইহা মার্দ্দবকর এবং সুখদ। (অসৃগ্দর চিঃ)। **বক্তব্য**—চরক, জীবনীয়বর্গে মাষ ও মুদ্গপর্ণী পাঠ করিয়াছেন। পর্ণিণীদ্বয় জীবনীয়গণান্তর্গত হইয়া বিবিধ পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুচকুন্দ—मुचकुन्दः।

मुचकुन्दः—Pterospermum Suberifolium, Roxb.

अन्वर्थसंज्ञाः—"बहुपत्र," "छत्रवृक्षः," "सुदलः," "सुपुष्पः," "रक्तप्रसवः" "(रा नि:), "दीर्घपुष्पः"। **मुचकुन्दः कटुतिक्तः कफकासविनाशनश्च कण्ठदोषहरः। त्वग्दोषशोफशमनो व्रणपामाविनाशनश्चैव। राजनिघण्टुः॥ मुचकुन्दः शिरःपीड़ापित्तास्रविनाशनः। भावप्रकाशः॥ मुचकुन्दः कटुश्चोष्णस्तिक्तः स्वर्य्यः कफापहः। कासत्वग्दोषशोफघ्नः शीर्षपीड़ानिवारकः। त्रिदोषरक्तपित्तघ्नः पित्तरक्तविकारनुत्। निघण्टुरत्नाकरः।**

वैद्यके व्यवहार:—'शिर:पीड़ायां' मुचकुन्दपुष्पम्—"शिरोऽर्त्तिं नाशयत्याशु पुष्पं वा मुचकुन्दजम्" (शिरो—चि:)। चक्रदत्तः।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বহুপত্র," "ছত্রবৃক্ষ," "সুদল," "সুপুষ্প,". "রক্তপ্রসব," "দীর্ঘপুষ্প"। **মুচকুন্দের ভাষানাম**—বাঃ—মুচুকুন্দচাঁপা। হিঃ—**मुचकुन्द**। মঃ—মুচকুন্দ। গুঃ—মুচকুন্দ। কঃ—মুচকুন্দ। তৈঃ—লোলমুণ্ড। তাঃ—টড্ডো। উঃ—বইলো।

বর্ণন—সুগন্ধি পুষ্পের জন্য মুচকুন্দ বৃক্ষ যত্নে পালিত হইয়া থাকে। প্রশস্ত পত্রসমন্বিত মুচকুন্দ বৃক্ষ "ছত্রবৃক্ষ" বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। উপরি লিখিত মুচকুন্দের অন্বর্থনামগুলি দ্বারাই ইহা উত্তমরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মুচকুন্দ বৃক্ষ বসন্তে পুষ্পিত হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পুষ্প। মাত্রা -½—২ আনা।

বৈদ্যকে মুচকুন্দের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—শিরোরোগে মুচকুন্দপুষ্প—মুচকুন্দপুষ্প কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক কপালে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া সত্বর প্রশমিত হয়। (শিরোরোগ চিঃ)। **বক্তব্য**—চারক "দশেমানিতে" কিংবা শাকবর্গে (চরকে পৃথক্ পুষ্পবর্গ নাই) এবং সৌশ্রুত পুষ্পবর্গে মুচকুন্দ পঠিত হয় নাই। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু ও রাজবল্লভে মুচকুন্দের উল্লেখ নাই।

মুণ্ডিতিকা—मुण्डितिका।

मुण्डितिका, अलम्बुषा, भूकदम्बः, महाश्रावणिका।—Sphæranthus Indicus. S. Mollis, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—"कदम्बपुष्पिका"। मुण्डिका कटुतिक्ता स्यादनिलास्रविनाशिनी। आमाढ्यविभ्रमापस्मारगलशोफापदनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ श्रावणी तु कषाया स्यात् कटूष्णा कफपित्तनुत्। आमातीसारकासघ्नी विषच्छर्दिविनाशिनी। 'महामुण्डर'ख्यातिका च ईषद् गौल्या महच्छिदा। स्वर-कण्ठोषनी चैव मेधकृच्च रसायनी। राजनिघण्टुः॥ मुण्डितिका कटुः पाके वीर्योष्णा मधुरा लघुः। मेध्या गण्डापचीकृच्छ्रक्रिमियोन्यर्त्तिपाण्डुनुत्। श्लीपदा-

कच्छपस्मारश्लीपदमेदोगुदार्त्तिहृत्। 'महामुण्डी' च तत्तुल्या गुणैरुक्ता महर्षिभिः। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—'वातरक्ते मुण्डितिका—"लीढ्वा मुण्डितिकाचूर्णं मधुसर्पिः-समायुतम्। छिन्नाक्वाथं पिबन् हन्ति वातरक्तं सुदुस्तरम्"। (वातरक्त—चिः)। (२) 'गात्रदौर्गन्ध्ये' अलम्बुषा—"विमलारग्वधसहितं पीतमिवालम्बुषाचूर्णम्" (स्थौल्य--चिः)। (३) 'अपचीगण्डमालासु' अलम्बुषादलस्वरसः—"अलम्बुषा-दलोद्भूतात् स्वरसार्द्धे पले पिबेत्। अपच्या गण्डमालायाः कामलायाश्च नाशनः"। (गलगण्ड—चिः)। चक्रदत्तः॥ पतितयोः स्तनयोः' अलम्बुषा—"अलम्बुषा-कणाकल्कैः सिद्धं तैलं करोति वनितायाः। पिचुधारणनस्यदानात् कुचद्वयं श्रीफलाकारम्"। (स्त्रीरोगाधिः)। (२) 'शिशोर्विच्छिन्नामचर्म्मरोगे' अलम्बुषा —"अलम्बुषाजटाकल्कः सर्ज्जचूर्णसमन्वितः। बहुधा कटुतैलेन मिश्रयित्वा च पाचितम्। सन्ध्यासन्तुलीभावं गते विच्छ्याः प्रलेपनम्"। (बालरोगाधिः)। वङ्गसेनः। 'आमवाते' अलम्बुषा—"त्रिफलालम्बुषयोः कल्कमद्यात्"। (आमवात —चिः)। भावप्रकाशः।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"কদম্বপুষ্পিকা"। "অলম্বুষা," "ভূকদম্ব," "মহাশ্রাবণিকা" ও "মুণ্ডিতিকা" এই গুলি একার্থবাচক শব্দ। মুণ্ডিতিকার ভাষানাম—কাহার মতে মুণ্ডিতিকার বাঙ্‌লা নাম মুড়মুড়িয়া, কেহ বলেন বড়থুলকুড়ি ও মুণ্ডিরী। রাঢ়ে এবং পূর্ব্ববঙ্গে যাহা মুড়মুড়িয়া নামে খ্যাত তাহা মুণ্ডিতিকা নহে। বড়থুলকুড়ি এবং মুণ্ডিরী বাঙলার কোন্ অঞ্চলের ভাষানাম জানি না। স্বরূপতঃ যাহা মুণ্ডিতিকা, রাঢ়ের ধান্যক্ষেত্রে ধান্যচ্ছেদনের পর তাহা প্রচুর দৃষ্ট হইলেও, রাঢ়ে ইহার কোন নাম নাই। কোচবিহারের লোকে মুণ্ডিতিকাকে "বনরুদ্রক্" বলে। **হিঃ—गोरखमुण्डी।** মঃ—বোড়থরা। গুঃ—গোরখমুণ্ডি। কঃ—হিরীপবোডতর। তৈঃ—বোড়সরপুচেট্টু। তাঃ—কোট্টক। অঃ—কমাদরীয়ুস্। **সিং—মুডমহুণ্ড।**

বর্ণন—মুণ্ডিতিকা ক্ষুপাকার ক্ষুদ্র গুল্ম। ধানজমির জল শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে ইহা অঙ্কুরিত হয়, ধান কাটিবার সময় গাছ বেশ বড় দেখা যায়। পৌষ মাঘ মাসে ইহা পুষ্পিত হয়—পরে রৌদ্র যত তীক্ষ্ণ হইতে থাকে গুল্মও ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে। পত্র—ক্ষুদ্র, দীর্ঘ, রোমযুক্ত, বৃন্তবর্জ্জিত, পত্রপার্শ্ব করাতের মত দন্তযুক্ত। ডাঁটার দুই ধারে

পক্ষবৎ প্রবর্দ্ধন দৃষ্ট হয়। **পুষ্পদণ্ড** অশাখ; তদগ্রভাগে প্রায় গোলাকার এক একটী বেগুনেরঙের পুষ্প থাকে। পুষ্প দেখিতে ছোট কদমফুলের মত; অতএব ইহাকে "ভূকদম্ব" বলে। পত্র ও শাখাদিতে এক প্রকার তীব্র গন্ধ আছে। মূল চর্ব্বণ করিলে যেন "চুয়ার" গন্ধ পাওয়া যায়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র গুল্ম, বিশেষতঃ বর্ত্তুলাকৃতি পুষ্প ও মূল। **মাত্রা**—কাথ—৫—১০ তোলা, চূর্ণ ½—২ আনা। পত্ররস—½—২ তোলা।

বৈদ্যকে মুণ্ডিতিকার ব্যবহার।

চক্রদত্ত—বাতরক্তে মুণ্ডিতিকা—গব্যঘৃত ও মধুসহ মুণ্ডিতিকাচূর্ণ সেবনপূর্ব্বক গুড়ূচীর কাথ পান করিলে সুদুস্তর বাতরক্ত বিনাশ পায় (বাতরক্ত—চিঃ)। **গাত্র-দৌর্গন্ধ্যে** অলম্বুষা—বিমল কাঞ্জির সহিত মুণ্ডিতিকাচূর্ণ সেবন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ বিনাশ পায় (স্থৌল্য—চিঃ)। (৩) **অপচী ও গণ্ডমালারোগে** মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা পত্রের রস পান করিলে অপচী ও গণ্ডমালা বিনষ্ট হয়। (গলগণ্ড—চিঃ)।

বঙ্গসেন—পতিতস্তনে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা ও পিপ্পলীর কল্কসহ যথাবিধি পক্ব তিল তৈলে তূলা ভিজাইয়া সেই তূলা স্তনে ধারণ এবং এই তৈলের নস্য লইলে, বনিতাদিগের পতিত স্তন শ্রীফলাকৃতি প্রাপ্ত হয় (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। (২) শিশুর **বিচ্ছিনাম** চর্ম্মরোগে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকার মূল এবং ধুনার কল্কসহ সার্ষপ তৈল পাক করিবে। যখন গাঢ় হইয়া তারের মত হইবে তখন পাকসিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। এই তৈল বিচ্ছিতে প্রলেপ দিবে। (বালরোগাধিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—আমবাতে** মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা ও শুঁঠ সমভাগে পেষণপূর্ব্বক উষ্ণজল সহ পান করিবে। ইহা আমবাতের পক্ষে হিতকর। (আমবাত—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে কিংবা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়াধ্যায়ে মুণ্ডিতিকা পঠিত হয় নাই। চরকের বিমানোক্ত মধুরবর্গে অলম্বুষার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

Constituents.—The herb yields a deep cherry-coloured essential oil, The stems leavers and flowers contain a bitter alkaloid—sphæranthine. **Actions and uses.**—As an alterative it is given in syphilis, rheumatism and boils ; as a demulcent in urethritis, frequent micturition, &c. externally a paste is applied to piles and swollen glands. (R. N. Khory—Vol. II., p. 370). "The seeds are considered as anthelmintic and are prescribed powders. The root powdered is stomachic ; and the bark of the same, ground small and mixed with whey, is a valuable remedy for piles. In Java the plant is reckoned a useful

diuretic," (Ainslie) "flowers are employed in cutaneous in purifying the blood. The roots are reckoned anthelmintic." (Powell's Punj. Prod.) "The distilled water is mentioned as one of the best preparations; it is directed to be made in the same manner as rose water. Experiments with the distilled water show that it is not diuretic; in the case of a cachectic native suffering from frequent micturition caused by chronic prostatitis it afforded much relief. A European suffering from boils derived decided benefit from taking a wine-glassful three times a day (Dymock, Vol. II., p 258).

নব্যমত—মুণ্ডিতিকা রসায়ন বলিয়া ফিরঙ্গরোগ, এবং স্ফোটক প্রশমনার্থ সেব্য। স্নিগ্ধ বলিয়া মূত্রমার্গের প্রদাহ, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা প্রভৃতি রোগে প্রয়োজ্য। ইহার প্রলেপ অর্শ এবং গ্রন্থিস্ফীতিতে ব্যবহৃত হয়। (কোরি, ২য় খঃ, ৩১০ পৃঃ)। **এন্স্লি** বলেন—মুণ্ডিতিকার বীজচূর্ণ ক্রিমিঘ্ন। মূলচূর্ণ পাচক। মূলত্বক্‌কে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে অর্শ প্রশমিত হয়। জাবাদ্বীপের লোকে মুণ্ডিতিকাকে মূত্রকারক বলিয়া জানে। **বেডন্ পাউয়েল্** বলেন—মুণ্ডিতিকার পুষ্প, বিবিধ চর্ম্মরোগে এবং রক্তশোধনার্থ ব্যবহৃত হয়। মূল, ক্রিমিঘ্ন বলিয়া খ্যাত। **ডিমক্** বলেন—যেমন গোলাপফুল হইতে গোলাপ জল প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ মুণ্ডিতিকার জল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। মুণ্ডিতিকার এই জল ব্যবহার করাইয়া জানা গিয়াছে যে, ইহা মূত্রকারক নহে। Cachexia রোগে পীড়িত একজন এতদ্দেশীয় লোক প্রষ্টেট্ গ্রন্থির প্রদাহ জন্য কষ্টকর মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে পীড়িত হইয়াছিলেন, ইহাঁকে মুণ্ডিতিকার জল পান করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছিল। একজন ইংরাজ স্ফোটকরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন মদ্য পানের গ্লাশের এক গ্লাশ করিয়া মুণ্ডিতিকার জল দিনে তিনবার পান করিয়া তিনি বিলক্ষণ উপকার পাইয়াছিলেন। (ডিমক্, ২য় খঃ, ২৫৮ পৃঃ)।

मूषली—मुषली।

कृष्णा मुषली—Curculigo Orchioides.

अस्या भेदः—श्वेता, अपरा (कृष्णा) च। अन्वर्थसंज्ञाः—"हेमपुष्पी," "दीर्घकन्दिका," "भूताली"। 'पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्'—"तालमूलिका मूषक पुच्छाकारा शिफा" (धन्वः—नि:)। मुषली मधुरा शीता कृष्णा वृष्यबलप्रदा।

पिच्छिला कफदा पित्तदाहश्रमहरा परा। मुषली स्याद्द्विधा प्रोक्ता श्वेता चापरसंज्ञका। श्वेता स्वल्पगुणोपेता अपरा च रसायनी। राजनिघण्टुः॥ श्वेता स्वल्पगुणा प्रोक्ता त्वपरा च रसायनी। मुषली मधुरा वृष्या वीर्य्योष्णा वृंहणी गुरुः। तिक्ता रसायनी हन्ति गुदजान्यनिलन्तथा। भावप्रकाशः॥ तालमूली स्मिता वाते ग्राहिणी च रसायनी। राजवल्लभः॥ मुषली रसपाकाभ्यां स्वादुः शीताग्निवर्द्धनी। वातपित्तहरा वृष्या स्थैर्य्यमार्द्दवदायिनी शोढ़लनिघण्टुः॥ मुषली मधुरा वृष्या धातुवृद्धिकरी गुरुः। तिक्ता पुष्टिवलंकरी पिच्छिला श्लेष्मला मता। रसायनी शीतला च पित्तदाहहरी मता। रक्तदोषं श्रमञ्चैव नाशयेदिति कीर्त्तितम्। 'कृष्णा'ऽधिकगुणा प्रोक्ता 'श्वेता'चाल्पगुणा मता। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—'मुखकान्तिकरणे' मुषली—"पिष्टा वा छागपयसा सक्षौद्रा मौशली जटा" (उः ३२ अः)। वाग्भटः॥ 'वाधिर्य्ये' मुषली—"मुषलीवा-कुचीर्णं खादेद्वाधिर्य्यशान्तये (कर्णरोग—चिः)। (२) 'कर्णपालीवर्द्धनार्थं' मुषलीकन्दः—"माहिषनवनीतयुतं सप्ताहं धान्यराशिपर्य्युषितम्। नवमुषलिकाकन्दचूर्णं वृद्धिकरं कर्णपालीनाम्"। (कर्णरोगे—चिः)। वङ्गसेनः।

অম্বর্থসংজ্ঞা—"হেমপুষ্পী", "দীর্ঘকন্দিকা", "ভূতালী"। **মুষলীর ভাষানাম**—বাঃ—তালমূলী। কোঃ—গুয়াগচি। **হিঃ—মুষলী**। বঃ—তালমূলী। মঃ—মুসঠ্ঠী। গুঃ—মুসলী। কঃ—নেলতাডো। তৈঃ—নিলয়তলিড্ডলু। **সিং—বিমৃতল্**। **মুষলীর ভেদ**—রাজনিঘণ্ট রচয়িতা নরহরি এবং ভাবমিশ্র উভয়েই শ্বেত ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার মুষলীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্বেতকৃষ্ণ ভেদ মুষলীর পুষ্পবর্ণানুসারে নহে কিন্তু কন্দবর্ণানুসারে বুঝিতে হইবে। বঙ্গের সর্ব্বত্র ছায়ান্বিত আর্দ্র ভূমিতে অতি শিশু তাল-বৃক্ষাকৃতি যে উদ্ভিদ্ তালমূলী নামে সুপরিচিত তাহাই কৃষ্ণামুষলী। ইহার পুষ্প পীতবর্ণ। মূলে অঙ্গুলিতুল্য স্থূল এবং ক্ষুদ্র শাখামূল সমন্বিত, ইহাই মুষলীকন্দ নামে খ্যাত। কন্দের উপরিভাগ কৃষ্ণতাম্র বর্ণ, অভ্যন্তর শুভ্রবর্ণ। **শ্বেতা মুষলীর** পরিচয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বম্বে অঞ্চলের বাজারে যাহা শ্বেতমুষলী নামে বিক্রীত হয় তাহা Asparagus Adscendens নামক উদ্ভিদের মূল। এই কণ্টকিত উচ্ছ্রিত উদ্ভিদ্, রোহিলখণ্ড, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশে প্রচুর জন্মে। ইহার শুষ্ক, পাকান, ভঙ্গপ্রবণ এবং হস্তিদন্ত তুল্য শুভ্র, ৩।৪ আঙ্গুল লম্বা মূল, শ্বেতমুষলীনামে বিক্রীত হইয়া থাকে। জলে ভিজাইয়া

রাখিলে ইহা ফুলিয়া মাকুর মত হয় এবং স্থূলতম অংশ পেন্সিলের মত মোটা হয়। ডাঃ **উদয়চাঁদ** বলেন "কৃষ্ণামুষলীর শুষ্কমূল বর্ণান্তরিত প্রাপ্ত হয়—এই বর্ণান্তরিতপ্রাপ্ত মূলকেই প্রাচীনগণ শ্বেতমুষলী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" প্রাচীনগণ এতাদৃশ অসম্যকৃদর্শী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কন্দ। যে মুষলীর গুল্মের বয়স দুই বৎসর তাহার কন্দ উত্তোলন পূর্ব্বক, কন্দকে উত্তমরূপে ধৌত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখামূল বর্জ্জিত করিয়া বাঁশের "চিয়াড়ী" দ্বারা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া টুক্‌রাগুলিকে সূতা দিয়া গাঁথিয়া ছায়াশুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। **পূর্ণ মাত্রা**—১ তোলা।

বৈদ্যকে মুষলীর ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—মুখকান্তিকরত্বে মুষলী—ছাগীদুগ্ধপিষ্ট তালমূলীর প্রলেপ মুখকান্তিকর। (উঃ ৩২ অঃ)। **বঙ্গসেন—বধিরতায়** মুষলী—মুষলীকন্দ ও সোমরাজচূর্ণ সমভাগ, জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা বধিরতার পক্ষে হিতকর। (কর্ণরোগ চিঃ)। (২) **কর্ণপালীবর্দ্ধনার্থ** মুষলীকন্দ—নব মুষলীকন্দচূর্ণ মাহিষ নবনীতসহ মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন ধান্যরাশির ভিতর রাখিবে। সপ্তাহান্তে উদ্ধৃত করিয়া কর্ণে মর্দ্দন করিলে কর্ণপালী অর্থাৎ কাণের পাতা বর্দ্ধিত হয়। (কর্ণরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—নিঘণ্টুতে মুষলী "বৃষ্যা পুষ্টিবলপ্রদা" ও "ধাতুবৃদ্ধিকরী" বলিয়া কথিত হইয়াছে। চরকের "দশেমানি"তে বা অন্যত্র মুষলীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। সুশ্রুতের দ্রব্যসংগ্রহণীয় অধ্যায়ে বা ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ চিকিৎসিতে মুষলীর উল্লেখ নাই। বাগ্‌ভটোক্ত রসায়ন বাজীকরণযোগেও মুষলী পঠিত হয় নাই। চক্রপাণি, অর্শশ্চিকিৎসিতোক্ত ভল্লাতকলৌহ, রক্তপিত্তোক্ত খণ্ডকাদ্য লৌহে, তালমূলী প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশকার রসায়নাধিকারে। "শতাবরীমুণ্ডিতিকা গুড়ূচী। সহস্রিকর্ণী সহতালমূলী। এতানি কৃত্বা সমভাগযুক্তান্। আজ্যেন কিম্বা মধুনাবলিহ্যাৎ"॥ এই যোগে তালমূলী ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিঘণ্টুকারগণ মুষলীকে একবাক্যে বৃষ্যা, পুষ্টিবলপ্রদা এবং ধাতুবৃদ্ধিকরী বলিয়া ঘোষণা করিলেও, প্রাচীন তন্ত্রকারগণ ও ভাবমিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহকারগণের মধ্যে কেহই মুষলীকে, রসায়ন বাজীকরণার্থ প্রয়োগ করেন নাই।

Constituents.—Resin, tannin, mucilage. starch and ash containing exalate of calcium, &c. **Actions and uses.**—Bitter, aromatic, tonic and demulcent ; used in general debility, in affectious of the urino genital system as impotence ; also in asthma, piles, dysuria, diarrhœa,

menorrhagia and gonorrhœa. As a tonic it is generally mixed with aromatic bitters and aphrodisiac medicines. (R. N· Khory—Tol. II., p. 605.)

নব্যমত—তালমূলী, তিক্ত, সুগন্ধি, বল্য এবং স্নিগ্ধ। ইহা দৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গাদি-রোগ, শ্বাস, অর্শ, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিসার, অতিরিক্ত রজঃস্রাব এবং গণোরিয়া পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। বল্যরূপে ইহা প্রায়ই সুগন্ধিতিক্তভেষজ এবং বৃষ্যদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়। (কোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৬০৫ পৃঃ)।

মুস্তক—मुस्तकः।

मुस्तकः—Cyperus Rotundus. **भद्रमुस्तकः, कान्तक्रामुकम्**—Cyperus Tuberosus. **नागरमुस्तकः**—Cyperus Pertenuis. **कैवर्त्त-मुस्तकः**—Cyperus Tenuiflorus.

अन्वर्थसंज्ञाः—'भद्रमुस्तकस्य'—"सुगन्धिः", "ग्रन्थिला"। 'नागरमुस्तकस्य' "नगरोत्था," "चक्राङ्का," "चूड़ाला," "पिण्डमुस्ता," "कच्छरुहा"। 'कैवर्त्त-मुस्तकस्य—"जलमुस्तम्," "जलजम्"। 'मुस्ता'तिक्तकाषायाऽग्निशिशिरा श्लेष्म-रक्तजित्। पित्तज्वरातिसारघ्नी तृष्णाक्रमिविनाशनी। 'जलजं' तिक्तकटुकं कषायं कान्तिदं हिमम्। मेध्यं वातास्यविसर्पकण्डूकुष्ठविषापहम्। धन्व-न्तरीयनिघण्टुः॥ 'भद्रमुस्ता' कषाया च तिक्ता शीता च पाचनी। पित्तज्वर कफघ्नी च ज्ञेया संग्रहणी च सा। तिक्ता 'नागरमुस्ता' कटुः कषाया च शीतला कफनुत्। पित्तज्वरातिसारारुचितृष्णादाहनाशनी श्रमहृत्। राजनिघण्टुः॥ मुस्तं कटु हिमं ग्राहि तिक्तं दीपनपाचनम्। कषायं कफपित्तास्रज्वरातिसार-जन्तुहृत्। भावप्रकाशः॥ मुस्तकं तिक्तकटुकं वातघ्नं ग्राहिदीपनम्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—'चरकग्रन्थे' मुस्तम्—मुस्तं संग्राहकदीपनीयपाचनीयानाम् (सूः २५ अः)। (१) 'अतिसारे' भद्रमुस्तकः—ह्रीवेरभद्रमुस्तानि *। तिस्रःप्रमथ्या विहिता श्लोकार्द्धैरतिसारिणाम्"। (चिः १० अः)। (२)

'अतिसारे' मुस्तकः—* मुस्तपर्पटकेण वा। (४) 'कफपित्तमदात्यये' भद्र-मुस्तकः—गुड़ूचीभद्रमुस्तानां *। रसं सनागरं दद्यात् तत्तिरिप्रतिभोजनम्"। (चिः १२ अः)। (५) 'मदात्ययस्य पिपासायां' मुस्तम्—"जलं मुस्तैः शृतं वापि दद्याद्दोषविपाचनम्। एतदेव च पानीयं सर्व्वत्रापि मदात्यये"। (चिः १२ अः)। (६) 'कफपित्तजे कासे' मुस्तः—"पैत्ते समुस्तमरिचः सकफे—*। (चिः २२ अः)। (७) 'कफजवमने' कैवर्त्तमुस्तकः मुस्तस्य—* विडङ्गप्लवयोरथो वा। "मुस्तायुतां कर्कटकस्य शृङ्गीम्" (चिः २३ अः)। चरकः॥ 'आमातिसारे' मुस्तकम्—पयस्युत्क्वाथ्य मुस्तानां विंशतिं त्रिगुणेऽम्भसि। क्षीरावशिष्टं तत् पीतं हन्त्यामं शूल मेव च। (उः ४० अः)। (२) 'पक्कातिसारे' मुस्तकम्—"मौस्तं कषायं एकं वा पेयं मधुसमायुतम्"। (उः ४० अः)। सुश्रुतः॥ 'विसूच्याः पिपासायां' भद्रमुस्तकम्—"* शृतं भद्रघनस्य वा"। (अग्निमान्द्य—चिः)। (२) 'आगन्तुव्रणे' भद्रमुस्तकम्—कान्तक्रामुककमिकां सुसूक्ष्मां गव्यसर्पिषा पिष्टम्। शमयति लेपान्नियतं व्रणमागन्तुजं न सन्देहः। (व्रणशोथ—चिः)। चक्रदत्तः॥ 'अग्निविसर्पे' मुस्तकः—"सेचयेत् *। सिताभ्रसाम्भोजजलैः"। (चिः १८ अः)। वाग्भटः॥ 'अपस्मारे' मुस्तकम्—"उत्तरदिग्गतमुस्तकमूलं बुद्ध्या समुद्धृतं पेष्यं। पीतं पयसा हन्यादपस्मृतिं गोः सवर्णवत्सायाः। वङ्गसेनः।

মুস্তকের ভেদ ও পরিচয়—মুস্তক চারি প্রকার—মুস্তক, ভদ্রমুস্তক, নাগরমুস্তক এবং কৈবর্ত্তমুস্তক। ইহার মধ্যে **ভদ্রমুস্তক** মুস্তকের ভেদমাত্র। **মুস্তক** যত্রতত্র জন্মিলেও আর্দ্রবালুকামিশ্রিত ভূমিতেই আনন্দে বর্দ্ধিত হয়। **নাগরমুস্তক** নিম্ন আর্দ্র ভূমিতে জন্মে। ২। ২½ হাত উচ্চ ডাঁটা বাহির হয়, ইহা ক্রমশঃ সরু এবং ইহার অগ্রভাগ ছত্রাকৃতি। মূল কন্দাকৃতি অঙ্গুলিবৎ স্থূল, অঙ্গুরীয়ক তুল্য রেখাযুক্ত অতএব "চক্রাঙ্ক" এবং কৃষ্ণবর্ণ রোমান্বিত। **কৈবর্ত্ত মুস্তক** জলে জন্মে। নাগরমুস্তকাপেক্ষা ইহার ডাঁটা দীর্ঘতর এবং ত্রিকোণ। **অন্বর্থসংজ্ঞা**—**ভদ্রমুস্তের** "সুগন্ধি," "গ্রন্থিলা" **নাগরমুস্তকের**—"নগরোত্থা," "চক্রাঙ্কা," "চূড়ালা," "কচ্ছরুহা"। **কৈবর্ত্তমুস্তকের**—"জলমুস্ত," "জলদ"। **মুস্তকের ভাষানাম**—বাঃ মুথা। কোঃ—কেন্না। হিঃ—মোথা। তিং—ক্সস্তাম্বুব। মঃ—মোথে। গুঃ—মোথ্য। কঃ

—মুস্তা। তৈঃ—তুঙ্গমুস্ত। তাঃ—কোরয় দ্রাঃ—গরমোটা। ফাঃ—শাদকফী। অঃ—মুক্কজমীন্।
নাগরমুস্তকের ভাষানাম—বাঃ—নাগরমুস্তা। **হিঃ—নাগরমোথা।** মঃ—
নাগর নোথো। গুঃ—নাগরমোথ্য। কঃ—নাগরমুস্তা। তৈঃ—সকহতুঙ্গ। **কৈবর্ত্ত-
মুস্তকের ভাষানাম**—বাঃ—কেউদমোতা, কেসুরিমোতা। **হিঃ—কেবটিমোথা**
মঃ—কেবড়ীমোথা। গুঃ—কৈবর্ত্তমোথা। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কন্দাকৃতি মূল।
মাত্রা—চূর্ণ ২-৪ আনা। কাথ—৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে মুস্তাদির ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে মুস্তক—সংগ্রাহক দীপনীয় পাচনীয় দ্রব্যের মধ্যে মুস্তক শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২(অঃ)। (২) **অতিসারে** ভদ্রমুস্ত—বালা এবং ভদ্রমুস্তকের কাথ প্রস্তুত করিবে, এতদ্দ্বারা প্রমথ্য প্রস্তুত করিয়া অতিসারীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) **অতিসারে মুস্তক**—মুস্তক এবং ক্ষেংপাপড়ার কাথ অতিসারে প্রশস্ত। (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) **কফপিত্তমদাত্যয়ে** ভদ্রমুস্তক—মদাত্যয়রোগীর কাসের সহিত রক্তনির্গম, পার্শ্ব ও স্তন সন্নিহিত স্থানে বেদনা, তৃষ্ণা, হৃদয় ও বক্ষে বিদাহ এবং উৎক্লেশ অর্থাৎ উপস্থিত-বমনত্ব বিদ্যমান থাকিলে গুড়ূচী এবং ভদ্রমুস্তার কাথ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে পান এবং তিত্তির মাংসের যূষসহ অন্ন ভোজন করিবে। চিঃ ১২ অঃ)। (৫) **মদাত্যয়ের পিপাসায়** মুস্ত—ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত মুস্তকের পানীয় তৃষ্ণার্ত্ত মদাত্যয়রোগীর পক্ষে প্রশস্ত। (চিঃ ১২ অঃ)। (৬) **কফপিত্তজকাসে** মুস্ত—কফপিত্তজকাসরোগী মুস্তচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধুযোগে লেহন করিবে। (চিঃ ১২ অঃ)। (৭) **কফজবমনে** কৈবর্ত্ত-মুস্ত ও মুস্তক—কফজবমন প্রশমনার্থ বিড়ঙ্গ ও কৈবর্ত্তমুস্তক চূর্ণ মধুসহ লেহন করিবে কিংবা কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মুস্তাচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। **সুশ্রুত—আমাতিসারে** মুস্তক—কুট্টিত মুস্তক ২০টী জল দেড়পোয়া, ছাগীদুগ্ধ আধ-পোয়া, কাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এই কাথ পান করিলে আমদোষ ও বেদনা প্রশমিত হয়। **পক্কাতি-সারে** মুস্তক—একমাত্র মুস্তাকাথ মধুসহ পান করিলে পক্কাতিসার প্রশমিত হয়। **চক্র-দত্ত—বিসূচীকার পিপাসায়** ভদ্রমুস্তক—ভদ্রমুস্তকের ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত পানীয় বিসূচীকার পিপাসা ও অনুৎক্লেশে প্রশস্ত (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)। (২) **আগন্তু ব্রণে** ভদ্রমুস্তক—ভদ্রমুস্তক গব্যঘৃতযোগে উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক লেপ দিলে আগন্তুব্রণ (শস্ত্রাদি জন্য ক্ষত) নিঃসন্দেহ প্রশমিত হয়। (ব্রণশোথ—চিঃ)। **বাগ্‌ভট—অগ্নিবিসর্পে** মুস্তক—মুস্তককাথ অগ্নিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গে সেচন করিবে (বিসর্প—চিঃ)। **বঙ্গসেন—অপস্মারে** মুস্তক—উত্তরদিক্‌স্থিত মুস্তার মূল উত্তোলন পূর্ব্বক সর্ব্ববৎসা

গরুর (যে গরুর বাছু গরুর সমানবর্ণ) দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অপস্মার বিনাশ পায় (অপস্মার—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয়, তৃপ্তিঘ্ন, কণ্ডূঘ্ন, স্তন্যশোধক, এবং তৃষ্ণানিগ্রহণ বর্গে মুস্তকপাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতে, মুস্তক, বচাদি ও মুস্তাদিগণে পঠিত হইয়াছে। মুস্তার মূল বরাহগণের প্রিয় খাদ্য। মৃগয়াবিরাম বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন—"বিস্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে"।

Actions and uses of *Cyperus Rotundus*,—Diaphoretic, diuretic, demulceut, stimulant and galactagogue ; given in fevers, dyspepsia, diarrhœa and cholera ; also in urinary calculi and amenorrhœa. As a galactagogue the fresh tubers are applied to the breasts. (R. N. Khory—Vol. II., p. 632.) **Actions and uses** of *Cyperus Pertenuis*.—Refrigerant, aromatic and stomachic ; also alterative ; given in torpid liver, chronic fevers, dyspepsia and derangements. In chronic fevers it relieves thirst and heat of the body. It is also useful in ascitis and as anthelmintic in lumbrici. (K. N. Khory—Vol. II., p. 632).

নব্যমত—**মুস্তক** ঘর্ম্মকারক, মূত্রকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং স্তন্যস্রাবকারী। ইহা জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, বিসূচীকা, পাথরী এবং বিলম্বিত ঋতু কিংবা ঋতুরোধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সদ্যঃ উদ্ধৃত মুস্তকমূল পেষণ পূর্ব্বক স্তনদেশে প্রলেপ দিলে স্তন্যস্রাব বৰ্দ্ধিত হয়। (কোরি, ২য় খঃ, ৬৩২ পৃঃ)। **নাগরমুস্তক**—শীত, সুগন্ধি, পাচক, এবং রসায়ন। ইহা যকৃৎদোষ, জীর্ণজ্বর, গ্রহণী ও অজীর্ণরোগে ব্যবহৃত হয়। জীর্ণজ্বরে ইহা সেবিত হইলে পিপাসা এবং দাহ নিবারণ করে। উদরগত শোথে মুস্তক হিতকর। ইহার কীট-বিনাশিনী শক্তি আছে। (কোরি, ২য় খঃ, ৬৩২ পৃঃ)।

मूलक—मूलकम् ।

मूलकम्—Raphanus Sativus. **अस्य भेदाः—चाणाक्यमूलकम्, गृञ्जनकम्, पिण्डमूलम् ।**

अन्वर्थसंज्ञाः—मूलकस्य—"दीर्घमूलकम्," "दीर्घपत्रकम्," "शङ्खमूलम्," "रुचिरम्," "मिश्रीफलम्"। 'चाणाक्यमूलकस्य'—"स्थलमूलम्", "महा-कन्दम्," "मरुसम्भवम्"। 'गृञ्जनकस्य'—"यवनेष्टम्," "वर्त्तुलम्"। 'मूलकं'

गुरु विष्टम्भि तीक्ष्णमामत्रिदोषनुत्। तदेव 'स्विन्न' स्निग्धञ्च कटूष्णं कफ-वातनुत्। त्रिदोषशमनं 'शुष्क' विषदोषहरं लघु। 'चाणाख्यं मूलकं' तिक्तं कटूष्णं रुच्यदोपनं। कफवातकृमीन् गुल्मं नाशयेद् ग्राहकं परम्। 'आटवी-मूलकम्' तिक्तं विपाके कटुकं तथा। पित्ताविरोधि कफहा गुरुः स्याद्वात-नाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'मूलकं' तीक्ष्णमुष्णञ्च कटूष्णं ग्राहिदीपनम्। दुर्णामगुल्महृद्रोगवातघ्नं रुचिरं गुरुः। 'चाणाख्यमूलकम्' सोष्णं कटुकं रुच्य-दीपनम्। कफवातकृमीन् गुल्मं नाशयेद् ग्राहकं परम्। 'गृञ्जनं' कटुकोष्णञ्च कफवातरुजापहम्। रुच्यं दीपनहृद्यञ्च दुर्गन्धं गुल्मनाशनम्। 'पिण्डमूलं' कटूष्णञ्च गुल्मवातादिदोषनुत्। 'मूलकविशेषगुणाः'—सोष्णं तीक्ष्णं च तिक्तं मधुरकटुरसं, मूत्रदोषापहारि। श्वासार्शःकासगुल्मक्षयनयनरुजा, नाभिशूला-मयघ्नम्। कण्ठ्यं बल्यञ्च रुच्यं मलविकृतिहरं, मूलकं 'बालकं' स्यात्। उष्णं जीर्णञ्च शोफप्रदमुदित मिदं, दाहपित्तास्रदायि। 'आमं' संग्राहि रुच्यं कफ-पवनहरं, पक्कमेतत् कटूष्णम्। 'भुक्तेः प्रागभक्षितं' चेत् सपदि वितनुते, पित्त-दाहास्रकोपम्। 'भुक्त्या' सार्द्धं तु 'जग्ध' हितकरवलकृत्, 'वैश्वारेण' तच्चेत्। 'पक्व' हृद्रोगशूलप्रशमनमुदितम्, शूलकृच्चारि मूलम्। राजनिघण्टुः॥ 'लघु-मूलं' कटूष्णं स्यात् रुच्यं लघु च पाचनम्। दोषत्रयहरं स्वर्य्यं ज्वरकास-विनाशनम्। नासिकाकण्ठरोगघ्नं नयनामयनाशनम्। 'महत्' तदेव रुक्षोष्णं गुरु दोषत्रयप्रदम्। 'स्नेहसिद्धं' तदेव स्याद् दोषत्रयविनाशनम्। भावप्रकाशः॥ मूलकं गुरु विष्टम्भि तीक्ष्णमामत्रिदोषकृत्। तदेव 'स्नेहपक्कं' चेत् कफकृद्वात-पित्तजित्। 'शुष्क' त्रिदोषशमनं शोथघ्नं गरजिल्लघु। 'तत्पुष्प' कफपित्तघ्नं तत्'फलं' कफवातजित्। राजवल्लभः॥ 'बालं' दोषहरं 'वृद्धं' त्रिदोषं मारुता-पहम्। स्निग्धसिद्ध 'विशुष्कन्तु मूलकं' कफवातजित्। ग्राही गृञ्जनका-स्तीक्ष्णो वातश्लेष्मार्शसां हितः। स्वेदनेऽभ्यवहार्य्ये च योजयेत् तदपित्तिनाम्। चरकः—सूः २७ घः।

वैद्यके व्यवहारः—'शुष्कार्शःसु' मूलकम्—"शुष्कमूलकपिण्डैर्वा * स्वेदयेत्

पोट्टलीभ्रान्तैः"। (चि: ८ अ:)। (२) 'अर्शःसु' शुष्कमूलकम्—"शुष्कमूलक-यूषं वा * छागलं वा रसं दद्याद् यूषैरेतैर्विमिश्रितम्" (चि: ८ अ:)। (३) 'प्रवाहिकायां' मूलकम्—"तं मूलकानां यूषेण * भोजयेत्"। (चि: १० अ:)। (४) 'ग्रन्थिविसर्पे' मूलकम्—"सुखाम्बुना प्रतिष्ठाह। * शुष्कमूलक-कल्केन" (चि: ११ अ:)। (५) 'शोथे शाकार्थं' गृञ्जनकम्—"* गृञ्जनकं पटोलं * शाकार्थिनां शाकमतिप्रशस्तम्"। (चि: १७ अ:)। 'कफशोथे' मूलकम्--"* शस्तस्तथामूलकतोयसेकः" (चि: १७ अ:)। (६) 'हिक्का-श्वासयोः शुष्कमूलकम्—"शुष्कमूलकयूषश्च हिक्काश्वासनिवारणः" (चि: २१ अ:)। (७) 'वातकासिनः पथ्यार्थं' मूलकम्—"* मूलकं सुनिषण्णकं * शस्यते वात-कासेतु *" (चि: २२ अ:)। चरकः॥ 'कर्णशूले' मूलकम्—"* मूलकस्य च * स्वरसः श्रेष्ठः कटुष्णः कर्णपूरणे"। (उ: २१ अ:)। सुश्रुतः॥ 'कफवातात्मके ज्वरे' मूलकम्—फलमूलकयूषस्तु कफवातात्मके हितः। (ज्वर—चि:)। (२) 'सिध्मे' मूलकवीजम्—"शिखरिरसेन सुपिष्टं मूलकवीजं प्रलेपतः सिध्म * नाशयति" (कुष्ठ—चि:)। (३) 'शीतपित्ते' शुष्कमूलकम्—"शुष्कमूलकयूषेण *। भोजनं सर्व्वदा कार्य्यम्"। (शीतपित्त—चि:)। चक्रदत्तः॥ 'विसूच्यां' वालमूलकम्—"वालमूलस्य तु क्वाथः पिप्पलीचूर्ण-संयुतः। विसूचीनाशनः श्रेष्ठः जठराग्निविवर्द्धनः। (अजीर्ण—चि:)। भावप्रकाशः॥

মূলকের ভাষানাম—বাঃ—মূলা। হিঃ—মুরই। মঃ—মুঠ্ঠা। গুঃ—মূলা। কঃ—মূলঙ্গী। তৈঃ—শূতিজম্পা। ফাঃ—তুখ। অঃ—ফজল্ নফ্‌জল্। ইং—গার্ডেন্ র‍্যাডিশ্। গৃঞ্জনকের ভাষানাম—হিঃ—অঙ্গুলীগাজর। মঃ—রাণগাজর। গুঃ—পতালুগাজর। অঃ—জজারবীরং। ফাঃ—গজরেদস্তি। অন্যান্যসংজ্ঞা—মূলকের—"দীর্ঘমূলক," "দীর্ঘপত্রক," "শঙ্খমূল," "রুচিষ্য," "শিখীফল"। চাণাখ্য-মূলকের—"স্থূলমূল," "মহাকন্দ," "মরুসম্ভব,"। গৃঞ্জনকের—"যবনেষ্ট," "বর্ত্তুল"। মূলকের ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে মূলক, চাণাখ্যমূলক এবং গৃঞ্জন ভেদে তিন প্রকার, রাজনিঘণ্টুতে মূলক, চাণাখ্যমূলক, গৃঞ্জন এবং পিণ্ডমূলক ভেদে চারি প্রকার এবং ভাবপ্রকাশে লঘুমূলক এবং নেপালমূলক ভেদে দুই প্রকার মূলকের

উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গৃঞ্জন এবং গৃঞ্জর এক নহে—গৃঞ্জন মূলকভেদ, ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—"তৃতীয়ং মূলকং চান্যৎ নির্দিষ্টং তচ্চ গৃঞ্জনম্"। গৃঞ্জরকে গাজর বলে। নিঘণ্টুদ্বয়ে গৃঞ্জরের গুণপর্য্যায় পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, কন্দ (মূলক), পুষ্প ও বীজ। **মাত্রা**—পত্র শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। শুষ্কমূলকের কাথ ৫—১০ তোলা। আর্দ্রমূলকের স্বরস ২—৪ তোলা। পুষ্পচূর্ণ ১—৪ আনা। বীজ প্রায়শঃ প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়। গৃঞ্জনের মাত্রা প্রায় মূলকবৎ।

বৈদ্যকে মূলকের ব্যবহার।

চরক—শুষ্কার্শে মূলক—শুষ্ক মূলক জলে বা কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিবে —ইহা পোট্টলীবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা শুষ্কার্শে অর্থাৎ যে অর্শের বলি হইতে রক্তস্রাব হয় না, তাহাতে স্বেদ দিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **অর্শে শুষ্কমূলক**—অর্শোরোগীকে শুষ্কমূলকের যূষ কিম্বা ছাগলমাংসের যূষের সহিত শুষ্কমূলক যূষ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **প্রবাহিকায় মূলক**—আম পরিপক্ক হইলেও যাহার কুন্থন এবং বেদনার সহিত পিচ্ছিল ও অল্প অল্প বারম্বার আম নির্গত হয় তাহাকে মূলকযূষের সহিত পথ্য দিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) **গ্রন্থিবিসর্পে মূলক**—শুষ্কমূলক জলের সহিত পেষণ করিবে। ইহাকে ঈষদুষ্ণ করিয়া এতদ্দ্বারা গ্রন্থিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৫) **শোথে গৃঞ্জনক**—গৃঞ্জনক নামক মূলক বিশেষ শোথরোগীর পক্ষে শাকার্থ প্রশস্ত। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৬) **কফশোথে মূলক**—কফজশোথ রোগীর শোথযুক্ত অঙ্গে শুষ্কমূলকের কাথ সেচন করিবে। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৭) **হিক্কাশ্বাসে** শুষ্কমূলক—শুষ্কমূলকের যূষ হিক্কাশ্বাস নিবারণ করে। (চিঃ ২১ অঃ)। (৮) **বাতজকাসে** মূলক—বাতকাস রোগীর পক্ষে মূলক প্রশস্ত। (চিঃ ২২ অঃ)। **সুশ্রুত—কর্ণশূলে** মূলক—মূলকের ঈষদুষ্ণ স্বরস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয়। (উঃ ২১ অঃ)। **চক্রদত্ত—বাতকফাত্মক জ্বরে** মূলক—বাতশ্লেষ্ম জ্বররোগীর পক্ষে ক্ষুদ্রমূলকের যূষ হিতকর। (জ্বর—চিঃ)। (২) **সিধ্মে** মূলকবীজ—অপামার্গের মূলের রসে মূলকবীজ পেষণপূর্ব্বক সিধ্মে (ছুলিতে) প্রলেপ দিলে ছুলি আরাম হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৩) **শীতপিত্তে** শুষ্কমূলকের যূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিতে বলিবে। (শীতপিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—পূর্ব্বে বলিয়াছি ধন্বন্তরি এবং নরহরির মতে গৃঞ্জন একপ্রকার মূলকভেদ। গৃঞ্জর এবং গৃঞ্জন পৃথক্ উদ্ভিদ্, গৃঞ্জরকে লোকে গাজর বলে। ভাবমিশ্র কিন্তু এই ভেদ রক্ষা করেন নাই তিনি বলিয়াছেন "গাজরং গৃঞ্জনং প্রোক্তং"। এক্ষণে প্রসঙ্গবশাৎ

গাজরের গুণ লিখিত হইয়াছে। গাজরের লাটিন্ নামক Dancus Carota. গুণসম্বন্ধে ধন্বন্তরি বলেন—"गर्जरं मधुरं रुच्यं किञ्चित् कटु कफापहम्। आध्मानक्रिमिशूलघ्नं दाहपित्तज्वरापहम्"। নবহরি বলেন—"गर्जरं मधुरं रुच्यं किञ्चित् कटुकफापहम्। आध्मानक्रिमि-शूलघ्नं दाहपित्ततृषापहम्"। ভাবমিশ্র বলেন—"गाजरं मधुरं तीक्ष्णं तिक्तोष्णं दीपनं लघु। संग्राहि रक्तपित्तार्शो-ग्रहणीकफवातजित्"।

Constituents.—*of Ramphanus Sativus.*—Seeds and root contain a fixed oil, a sulphuretted volatile oil, resembling mustard-seed oil. The oil is colourless and has the taste of radishes. It contains sulphur and phosphoric acid. **Actions and uses**—The seeds and leaves are diuretic, laxative and lithontriptic. The root is used as an edible. vegetable All parts of the plant are used in urinary diseases and in cases of gravel. (R. N. Khory—Vol. II., p. 63.) **Constituents** *of Dancus Carota.* —The root contains carotin, hydrocarotin oil, sugar, pectin, nitrogen compound volatile oil. The fruit contains volatile oil and a fixed oil. **Actions and uses.**—Fruit stimulant laxative, emollient, antiseptic, diuretic and emmenagogue. As a diuretic it is given in nephritic affections, dropsy, strangury and amenorrhœa. This property is due to its containing the volatile oil which acts locally upon the nervous structures of the kidney during the excretion ; as an antiseptic a poultice of the root is used to correct foetid discharges from eczema, unhealthy sores, carcinoma, &c., the root is saccharine and edible. The seeds are said to cause abortion. (R. N. Khory—Vol. II., p. 285).

নব্যমত—মূলার বীজ ও শাক, মূত্রকারক, মৃদুরেচক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। ইহার কি মূল, কি পত্র, কি বীজ সমস্তই মূত্রসম্পর্কীয় পীড়ায় এবং পাথরীরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্. কোরী, ২য় খণ্ড, ৬৩ পৃঃ)। **গাজর**—**ফল**, উষ্ণ, মৃদুরেচক, স্নিগ্ধ, পচননিবারক, মূত্রকারক এবং স্তন্যস্রাববর্দ্ধক। মূত্রকারক বলিয়া ইহা বৃক্কের (kidneys) উত্তেজন হেতু জাত পীড়া, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং বিলম্বিত ঋতুতে কিম্বা রজোরোধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাজরে যে তৈল আছে তাহারই গুণে গাজর এবংবিধ গুণবিশিষ্ট। পচননিবারক বলিয়া গাজরের পুল্টিশ্, পাচড়া এবং কদর্য্য ক্ষতের স্রাব হ্রাস ও ক্ষত শোধন করে। **মূল**—শর্করাবহুল এবং ভক্ষণীয়। **বীজ**—গর্ভস্রাবকারী বলিয়া প্রচার। (আর্, এন্, কোরী, ২য় খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ)।

মূর্ব্বা—मूर्वा।

मूर्वा, मधुरसा—Sanseviera Zeylanica, *Willd.*

पूर्वाचार्य्यकृतवर्णनम् —"मूर्वा धनगुणोपयोग्या दूवतङ्‌ इति लोके" (डल्वण: —सु: सू: ३८ म:)। मूर्व्वा स्वादुरसा चोष्णा हृद्रोगकफवातजित्। कुष्ठकण्डूवमीमेहविषमज्वरनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टु: ॥ मूर्व्वा तिक्ता कषायोष्णा हृद्रोगकफवातहृत्। वमिप्रमेहकुष्ठारि विषमज्वरहारिणी। राजनिघण्टु: ॥ मूर्वा सरा गुरु: स्वादुस्तिक्ता पित्तास्रमेहनुत्। त्रिदोषतृष्णाहृद्रोगकण्डूकुष्ठज्वरापहा। भावप्रकाश: ॥ मूर्वा तु बृंहणी वल्या कफवातामयान् जयेत्। राजवल्लभ: ।

वैद्यके व्यवहार:—'पित्तजवमने' मूर्व्वा—"मूर्वा तथा तण्डुलधावनेन" (चि: २३ म:)। चरक: ॥ सर्व्वज्वरे मूर्व्वा —"* मूर्वायां देवादारुणि। कषायं विधिवत् कृत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम्"। (उ: ३८ म:)। सुश्रुत: ॥ 'नेत्ररोगे' मूर्व्वा—"सौवीरं सैन्धवं तैलं मूर्वामूलं तथैव च। कांस्यपात्रे विघृष्टं स्यादक्ष्णो: शूलनिवारणम्। (नेत्ररोग—चि:)। वङ्गसेन: ।

মূর্ব্বার ভাষানাম—বাঃ—সূচীমুখী, ঘোড়াচক্র। हिः—चूर्णहार, मर्हरी। মঃ—মোরবেল। কঃ—মুহরিস। তৈঃ—ষাগচেট্টু। তাঃ—মরুল্। কাঃ—মোরহরী। सिं—मरुवा।

বর্ণন—মূর্ব্বার কাণ্ড নাই। **মূল**—কোষাকৃতি শল্কবৎ পদার্থে আবৃত, শাখামূল কণিষ্ঠাঙ্গুলিবৎ স্থূল এবং মৃত্তিকাভ্যন্তরে দূর গমন করে। **পত্র**—দীর্ঘ, অপ্রশস্ত, পত্রের দুই ধার সঙ্কুচিত হওয়ায় পত্র সমতল নহে, যেন কিঞ্চিৎ ঠোঙ্গার ধরণ, পত্রের অগ্রভাগ কণ্টকাকৃতি, গোলাকার এবং ক্রমে সূক্ষ্ম, এইজন্য সূচীমুখী নাম, গাঢ় ও ফিকে হরিদ্বর্ণের রেখাঙ্কিত। **পুষ্প**—মধ্যমাকৃতি হরিদাভশুভ্র। **ফল**—কলায়াকৃতি এবং পক্ক নিম্বুবৎ পীতবর্ণ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কন্দ। **মাত্রা**—কাথ—৫—১০ তোলা। কল্ক—১—৪—আনা। স্বরস—½—২ তোলা।

বৈদ্যকে মূর্ব্বার ব্যবহার।

চরক—পিত্তজবমনে মূর্ব্বা—তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক মূর্ব্বামূল পান করিলে পিত্তজবমন প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৩ অঃ)। **সুশ্রুত সর্ব্বজ্বরে** মূর্ব্বা—

মূর্ব্বার ক্বাথ সর্ব্ববিধজ্বরনাশক। ইহা বিশেষতঃ বিষমজ্বরে প্রশস্ত। (উঃ ৩৯ অঃ)। **বঙ্গসেন**—**নেত্ররোগে** মূর্ব্বা—সৌবীর (কাঁজি বিশেষ) সৈন্ধবলবণ, তিল, তৈল, সমভাগে মিশ্রিত করিয়া কাংস্যপাত্রে স্থাপন করিয়া মূর্ব্বা ঘর্ষণ করিবে। এই ঔষধ নেত্রোপরি প্রলেপ দিলে চক্ষুর বেদনা নিবৃত্তি পায়। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—পূর্ব্বাচার্য্য গণ "ধনুর্গুণোপযোগ্যা" (ইহা হইতে ধনুকের গুণ প্রস্তুত হয়) বলিয়া মূর্ব্বার পরিচয় দিয়াছেন। চরক মূর্ব্বাকে স্তন্যশোধনবর্গে পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত ইহাকে আরগ্বধাদি, পিপ্পল্যাদি এবং পটোলাদিগণে পাঠ করিয়াছেন।

Chemical composition—An alcoholic extract from the fresh roots was mixed with water acidulated with sulphuric acid, and agitated with petroleum ether, then rendered alkaline and reagitated with ether. The petroleum ether left on spontaneous evaporation a viscid slightly greenish-yellow residue, with a ginger-like odour. Similar to that of the fresh roots. The extract was partly soluble in absolute alcohol, the solution possessing a pungent ginger like taste and acid reaction. The portion insoluble in alcohol was white and had the properties of a wax. The acid ether extract had a fragrant vanilla-like odour and was yellowish green. It contained salicylic acid, a yellow neutral bitter resin, a greenish acid resin, traces of an alkaloid, and a white neutral principle slightly soluble in cold absolute alcohol : the nature of this principle was not ascertained. The alkaline ether extract contained a crystallizable white alkaloid, affording a slight yellowish-red colour with Frohdes reagent in the cold, changing to blue on warming and, with nitric acid, a faint yellow coloration. We provisionally name this alkaloid *Sansevierine*. (Pharmacographia Indica, Vol. III. p. 495).

মেষশৃঙ্গী—मेषशृङ्गी।

अजशृङ्गी, मेषशृङ्गी—Gymnema Sylvestre, Asclepias Geminata, *Roxb.* **अस्य भेदः—वृश्चिकाली**—Asclepias Montana. **ईषद्रोमशा श्वेत-पुष्पगुच्छा दक्षिणावर्त्तवल्ली मेषशृङ्गी भेदः (उल्वणः)।**

अन्वर्थसंज्ञाः—"तिक्तदुग्धा," "चक्षुष्या," "सर्पदंष्ट्रा"। अजशृङ्गी विषा स्याद्गुः शोफश्लेष्मामशोषयेत्। चक्षुष्या स्याद्दृग्रोगविषकासार्त्तिकृन्तनुत्। अन्य-

न्तरीयनिघण्टुः ॥ अजशृङ्गी कटुस्तिक्ता कफार्शःशूलशोफजित्। चक्षुष्या श्वास-हृद्रोगविषकासार्त्तिकुष्ठजित्। राजनिघण्टुः ॥ मेषशृङ्गी रसे तिक्ता वातला श्वासकासहृत्। रूक्षा पाके कटुस्तिक्ता व्रणश्लेष्माक्षिशूलनुत्। मेषशृङ्गी 'फलं' तिक्तं कुष्ठमेहकफप्रणुत्। दीपनं स्रंसनं कासकृमिव्रणविषापहम्। भाव-प्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—'अञ्जने विषसंसृष्टे' मेषशृङ्गी—"अञ्जनं मेषशृङ्गस्य *" (कः १ अः)। (२) 'कफोत्थिते शिरोरोगे' मेषशृङ्गी—"इङ्गुदस्यत्वचा वापि मेषशृङ्ग्या च वा भिषक्। आभ्यामेव कृता वर्त्ती धूमपाने प्रयोजयेत्"। (उः २६ अः)। सुश्रुतः ॥ 'अर्शःसु मेषशृङ्गी—अजशृङ্গीजटाकल्कं मजामूत्रेण यः पिबेत्। गुडवार्त्ताकुभुक्तस्य नश्यन्त्याशु गुदाङ्कुराः"। (चिः ८ अः)। वागभटः।

মেষশৃঙ্গীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"তিক্তদুগ্ধা," "চক্ষুষ্যা," "সর্পদংষ্ট্রা"। **মেষশৃঙ্গীর ভাষানাম**—বাঃ—মেড়াশিঙ্গে। হিঃ—मेढासींगी। মঃ—মেণ্ডকঠ্ঠী। গুঃ—মড়াশিঙ্গি। কঃ—উরিয়মর। ফাঃ—কিস্ত। অঃ—বর্কিস্ত। সিং—मेढ़हक्कु।

বর্ণন—মেষশৃঙ্গী আসন্ন বৃক্ষাদি পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হয়। ত্বক্‌ভেদ করিলে আঠা বাহির হয়—ইহা "তিক্তদুগ্ধা" নামে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। **পত্র**—লম্বা, গোড়ায় চৌড়া, অগ্রে সরু, গাঢ় সবুজবর্ণ, উপরি চিক্কণ, নিম্নে ফিকে রঙের। **পুষ্প**—ক্ষুদ্র, পীতবর্ণ; শ্বেতবর্ণ পুংকেসরের বর্ত্তুলাকৃতি অগ্রভাগ পীতবর্ণ পুষ্পের উপরি অবস্থিত থাকিয়া যেন স্বর্ণের উপর মুক্তার মত শোভা পায়। **মূল**—কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্য স্থূল, দেখিতে অনন্তমূলের মত। স্বাদ কটু ও লবণাক্ত। আর এক প্রকার মেষশৃঙ্গী আছে যাহাকে বৃশ্চিকালী বলে। **প্রশস্তভূরি** বলিয়াছেন "দ্বিতীয়া দক্ষিণাবর্ত্তা বৃশ্চিকালী বিষাণিকা"। পূর্ব্বে বলিয়াছি মেষশৃঙ্গী আশ্রয়তরুকে বেষ্টন করিয়া থাকে। মেষশৃঙ্গীতে এই বেষ্টন বামাবর্ত্ত অর্থাৎ মেষশৃঙ্গী আশ্রয়তরুর বামদিক্ দিয়া তাহাকে বেষ্টন করে এবং বৃশ্চিকালী দক্ষিণাবর্ত্তবল্লী। অপিচ বৃশ্চিকালীর পুষ্প শুভ্রবর্ণ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূলত্বক্। **মাত্রা**—চূর্ণ ১—২ আনা।

বৈদ্যকে মেষশৃঙ্গীর ব্যবহার।

সুশ্রুত—বিষসংসৃষ্ট অঞ্জনে মেষশৃঙ্গী—অঞ্জন বিষদূষিত হইলে উহার

ব্যবহারে অন্ধত্ব পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। এই দোষ দূরীকরণার্থ মেষশৃঙ্গী মূলের রস নেত্রে অঞ্জন করিবে। (কঃ ১ অঃ)। (২) **কফজাত শিরোরোগে** মেষশৃঙ্গী—মেষশৃঙ্গীর মূলত্বকে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিলে কফজাত শিরোরোগ নিবৃত্তি পায়। **বাগ্ভটে—অর্শে** মেষশৃঙ্গীমূল—সিদ্ধার্ত্তাকু গুড়ের সহিত ভোজন করিয়া পশ্চাৎ মেষশৃঙ্গীমূলের ত্বক্চূর্ণ ছাগীমূত্রের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে অর্শ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৮ অঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে মেষশৃঙ্গী পঠিত হয় নাই। সুশ্রুত ইহাকে বরুণাদিগণে পাঠ করিয়াছেন। নিঘণ্টুদ্বয়ে মেষশৃঙ্গীর পর্য্যায়েই অজশৃঙ্গী শব্দ পঠিত হইয়াছে; ইহার পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু সুশ্রুত বরুণাদিগণে মেষশৃঙ্গী ও অজশৃঙ্গী পৃথক্ পাঠ করিয়াছেন—টীকাকারগণও পৃথক্ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে অজশৃঙ্গী সম্ভবতঃ Odina Wodiar, আমরা নিঘণ্টুমতানুসারে অজশৃঙ্গী শব্দ মেষশৃঙ্গীর পর্য্যায়রূপে পাঠ করিয়াছি। এবং বৈদ্যকে ব্যবহারও এতদনুসারে সংগ্রহ করিয়াছি। টীকাকারগণ কচিৎ মেষশৃঙ্গীর অর্থ কর্কটশৃঙ্গী নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে কিন্তু এতদুভয় পৃথক্ বস্তু। প্রামাণ্য নিঘণ্টুতে কুত্রাপি মেষশৃঙ্গীর পর্য্যায়ে কর্কটশৃঙ্গী কি কর্কটশৃঙ্গীর পর্য্যায়ে মেষশৃঙ্গী পঠিত হয় নাই।

Constituents.—The sun-dried leaves contain resin ; a bitter neutral princple ; albuminous and colouring matters ; pararabin, glucose, carbo-hydrates, tartaric acid, gymnemic acid 6 p. c. and ash. The bark contains starch and a large amount of calcim salts and other crystalline concretions. **Actions and uses.**—Astringent, stomachic, tonic, and refrigerant ; given in fever, cough. The root powder mixed with castor-oil is appiied externally like Ipecacuanha to snake and insect bites. The leaves are applied like varalians to enlarged liver or spleen ; the leaves when chewed benumb for a time the taste for sweets and bitters such as sugar and quinine. (R. N. Khory—Vol. II., p. 399).

নব্যমত—মেষশৃঙ্গী কষায়, দীপন, পাচন এবং স্নিগ্ধ। ইহা জ্বর ও কফরোগে ব্যবহৃত হয়। মূলত্বক্চূর্ণ এরণ্ড তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া সর্প এবং কীটদষ্ট অঙ্গে প্রলেপ দেওয়া হয়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যকৃৎ ও প্লীহার উপর মেষশৃঙ্গীর পত্র পটীর মত স্থাপন করা হয়। পত্র চর্ব্বণ করিলে কিয়ৎকালের জন্য চর্ব্বয়িতার জিহ্বা শর্করাতুল্য মধুর এবং কুইনাইন তুল্য তিক্তবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না।

यवानीत्रय—यवानीत्रयम् ।

यवानी, दीप्यकः—Ptychotis Ajowan, Carum Copticum, *Benth.* अजमोदा, वन्ययवानी—Ligusticum Diffusum, *Roxb.* यावनी यवानी, खुरासानी यवानी—Conium Maculatum.

अन्वर्थसंज्ञाः—यवान्याः—"दीपनी," "वातारिः," "शूलहन्त्री," "तीव्रगन्धा," "अग्निवर्द्धिनी"। 'अजमोदायाः'—"उग्रगन्धा," "गन्धदलः"। 'यावनीयवान्याः —"तुरुष्का," "मदकारिणी"। 'यवानी' कटुतिक्तोष्णा वातश्लेष्महिजामयान्। हन्ति गुल्मोदरं शूलं दीपयत्याशु चानलम्। यवानी 'यावनी' रुच्या ग्राहिणी मादिनी कटुः। 'अजमोदा' च शूलघ्नी तिक्तोष्णा कफवातजित्। हिक्का-ऽऽध्मानारुचिं हन्ति क्रिमिजित् वह्निदीपनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'यवानी' कटुतिक्तोष्णा वातार्शःश्लेष्मनाशनी। शूलाध्मानक्रमिच्छर्द्दिमर्द्दनी दीपनी परा। 'अजमोदा' कटुरुष्णा रुच्या कफवातहारिणी रुचिकृत्। शूलाध्मानारोचक-जठरामयनाशिनी चैव। राजनिघण्टुः॥ 'यवानी' पाचनी रुच्या तीक्ष्णोष्णा कटुका लघुः। दीपनी च तथा तिक्ता पित्तला वान्तिशूलहृत्। वातश्लेष्मोदरा-नाहगुल्मप्लीहक्रिमिप्रणुत् 'अजमोदा' कटुस्तीक्ष्णादीपनी कफवातनुत्। उष्णा विदाहिनी हृद्या वृष्या बलकरी लघुः। नेत्रामयकफच्छर्द्दि हिक्कावस्तिरुजो हरेत्। 'पारसीकयवानी' तु यवानीसदृशी गुणैः। विशेषात् पाचनी रुच्या ग्राहिणी मादिनी गुरुः। भावप्रकाशः॥ यवानी कोष्ठशूलघ्नी हृद्या पित्ताग्नि-कारिणी। समीरणबलासघ्नी क्रमीनाश्चैव नाशिनी। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—'अर्शःसु' यवानी—"* शीधुसंयुक्तमजाजीदीप्यकं पिबेत्"। (चिः ८ अः)। चरकः॥ 'दन्तरोगे' यवानी—"यवानीश्च वचां रात्री दन्त-मूले च धारयेत्"। (चिः ४५ अः)। (२) 'गलशुण्डिकायां' यवानी—"दिवा रात्रौ यवान्याश्च मुखे संधारणं हितम्"। (चिः ४५ अः)। हारीतः॥ 'शीत-पित्ते' यवानी—"सगुड़ं दीप्यकं यस्तु खादेत् पथ्याशभुक् नरः। तस्य नश्यति सप्ताहादुदर्द्दः सर्व्वदेहजः। (शीतपित्त—चिः)। (२) 'क्रमिषु पारसीक'

যবানী—"পারসী যবানিকা পীতা পর্য্যুষিতবারিণা প্রাতঃ। গুড়পূর্ব্বা ক্রমিজালং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু। (ক্রমি—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

যবানীত্রয়ের অন্বর্থসংজ্ঞা—যবানীর—"দীপনী," "বাতারি," "শূলহন্ত্রী," "তীব্রগন্ধা," "অগ্নিবর্দ্ধিনী"। **অজমোদার**—"উগ্রগন্ধা," গন্ধদলা"। **পারসীক যবানীর**—"তুরস্কা," "মদকারিণী"। **যবানীর ভাষানাম**—বাঃ—যোয়ান্। কোঃ—ধাইন্। **হিঃ—অজবাইন্**, আজমান্। **সিং—অমমোদগম্**। মঃ—ওঁবা। গুঃ—অজমা। কঃ—ওড়। তৈঃ—বামু। তাঃ—অমন্। ফাঃ—নাধুখা। অঃ—কমুনমুক্কী। **অজমোদার ভাষানাম**—বাঃ—বনযোয়ান্। কোঃ—ঘোড়জঙ্। **হিঃ—অজমোদ্**। মঃ—অজমোদা। গুঃ—বোডি অজমোদ। কঃ—অজমোদা। তৈঃ—অজমোদা। ফাঃ—কর্ফস্। অঃ—হবুলকর্ত্ত কেরফস্। **খুরাসানী যবানীর ভাষানাম**—বাঃ—খোরাসানী যোয়ান্। **হিঃ—খুরাসানী অজবায়ন, খুরাসানী আঁবা**। গুঃ—খুরাশানী অজমা। খুরসান বামু। তাঃ—খুরশানী ওমাম। ফাঃ—বঞ্জ্। অঃ—বঞ্জ্‌কুল্। **ঔষধার্থ ব্যবহার বীজ। মাত্রা**—অজমোদা ও যবানীর ১—৪ আনা। পারসীক যবানীর—½—১ আনা। ইহা মাদক। অতএব সাবধানে ব্যক্তিবিশেষে মাত্রা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

বৈদ্যকে যবানীত্রয়ের ব্যবহার।

চরক—অর্শে যবানী—অর্শোরোগীকে শীধু নামক আয়ুর্ব্বেদোক্ত মদ্য বিশেষের সহিত অজাজী ও যবানীচূর্ণ পান করাইবে। **হারীত—দন্তরোগে** যবানী—দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব হইলে পিষ্টযবানী রাত্রিতে দন্তমূলে ধারণ করিবে। (চিঃ ৪৫ অঃ)। (২) **গলশুণ্ডিকায়** যবানী—গলশুণ্ডিকা হইলে দিবারাত্র মুখে যবানী রাখিবে। (চিঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—শীতপিত্তে যবানী—পথ্যভোজনপূর্ব্বক পুরাণগুড়ের সহিত যবানীচূর্ণ সেবন করিলে সপ্তাহে উদর্দ্দ প্রশমিত হয়। (শীতপিত্ত—চিঃ)। (২) **কোষ্ঠগত ক্রমিরোগে** পারসীক যবানী—প্রথমতঃ গুড় সেবন করিয়া পরে বাসী জলের সহিত পিষ্ট পারসীক যবানী পান করিলে কোষ্ঠগত ক্রিমি নির্গত হয়। (ক্রিমি—চিঃ)।

Constituents *of Ptychotis Ajowan.*—An aromatic volatile oil and a crystalline substance which collects on the surfaee of the distilled water. This stearopten, known under the Hindustanee name of Ajawankaphul, flowers of Ajowan or Ajowan Camphor, is identical with

English thymol contained in thymus vulgaris. **Actions and uses.**— Diffusible, stimulant stomachic, carminative, antispasmodic and antiseptic. The fruit combines the powerful stimulant qualities of mustard or capsicum, the bitter property of Chiretta and the antipasmodic virtues of asafetida, and is of great service in cholera. As an antiseptic, it removes offensive smell from foul ulcers. As a stomachic it increases the flow of saliva, augments eructations, heart-burn, &c. As an antispasmodic it is given in flatulency, colicky pains, hysteria, stoppage of urine and tympanitis. In bronchitis, with profuse expectoration, it lessons the septum. A poultice of crushed fruists is applied to painful rheumatic joints, and fomentation of hot seeds to the chest in bronchitis, asthma and to the cold hands and feet in cholera, fainting and syncope. Ajma na phula, is antiseptic and germicide. With camphor and other autispasmodics it is given in cholera, diarrhœa, intestinal colic, spasm of the stomach, asthma and dysmenorrhœa. The oil is applied as a stimulant embrocationfor the relif of pains in the limbs or rheumatism, and also given internally for colic tympanitis &c. Aqua ptychotis is used to disguise the taste of naunseous drugs. (R. N. Khory—Vol II., p. 297). **Constituents** *of Conium Maculatum.*—The leaves contain a volatile oil to which the smell is due. The leaves and fruit contain 3 alkaloids known as Coniine ($^1/_6$ to ½ p. c.) liquid and volatile ; methylconiine, and conhydrine, both solid and volatilatilizable and pseudo conhydrine ; a volatile oil, fixed oil, conic acid or malic acid, and ash 6 p c. Conine or coniine cicutine or conicine.* *Physiological actions.*—Sedative, cntispasmodic, anodyne, soporific, and antaphrodisiac, Like curare it paralyses the end organs of motor nerves, without affecting sensation or consciousness. If given for sometime it afterwards paralyses the motor centeres in the brain and spinal cord, The muscular irrtability remains intact. It is a direct sedative to the respiratory centres, and death is due to paralyses of the respiratory muscles. (R. N. Khory—Vol. II., p. 185).

নব্যমত—যমানী—ব্যবায়ী, উষ্ণ, পাচক, বায়ু-প্রশমক, আক্ষেপনিবারক ও পচননিবারক। যমানীতে সর্ষপ ও লঙ্কার অতি তীক্ষ্ণতা, চিরতার তিক্তগুণ এবং হিঙ্গুর আক্ষেপনিবারক ধর্ম্ম একত্র সন্নিবিষ্ট এবং ইহা বিসূচীকার পক্ষে বিশেষ হিতকর। পচন-নিবারক বলিয়া ইহা ক্লিন্ন কদর্য্য ক্ষতের দুর্গন্ধ নাশ করে। পাচক বলিয়া ইহা লালাস্রাব,

বর্দ্ধিত করিয়া থাকে এবং উদ্গার ও হৃদয়বিদাহ জন্মায়। আক্ষেপনিবারক বলিয়া উদরাধ্মান, শূলবৎ বেদনা, মূর্চ্ছা, মূত্ররোধ এবং উদাবর্ত্ত ও আনাহ পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাণ কাসে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ইহা সেবনে শ্লেষ্মস্রাব হ্রাস পায়। যমানীর প্রলেপ আম-বাতের স্ফীতি ও বেদনার পক্ষে হিতকর। কাস ও শ্বাসরোগে বক্ষোদেশে, এবং মূর্চ্ছা, শ্বাসরোধ ও বিসূচীকারোগীর শীতল হস্তপদে, যমানীর পোট্টলী দ্বারা স্বেদ হিতকর। আযোওয়ান্ কা ফুল (stearoptin) পচননিবারক এবং কীটনাশক। কর্পূর এবং অন্যান্য আক্ষেপনিবারক দ্রব্যের সহিত ইহা বিসূচীকা, উদরাময়, বায়ুশূল, পাকস্থালীর আক্ষেপ, শ্বাস, এবং রজঃ-কৃচ্ছ্র রোগে প্রয়োজ্য। **যমানীর তৈল** মর্দন, বাতের বেদনার পক্ষে হিতকর। ইহা শূল এবং উদাবর্ত্তরোগীর সেব্য। **যমানীর জল** বিবমিষাজনক ঔষধের স্বাদ আচ্ছাদনার্থ ব্যবহৃত হয়। (আর্ এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ২৯৭ পৃঃ)। **পারসীক যবানী**—অবসাদক, আক্ষেপহর, বেদনানিবারক, নিদ্রাজনক ও রতি স্পৃহা হ্রাস-কারী। সংজ্ঞনাশ না করিয়া ইহা মোটর নার্ভের অবসাদ জন্মায়। অধিককাল সেবিত হইলে, মস্তিষ্কস্থ মোটর নার্ভের কেন্দ্র এবং পৃষ্ঠবংশীয় নার্ভের অবসাদ আনয়ন করে এবং তৎসহ পৈশিক উত্তেজনা বিদ্যমান থাকে। ইহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার অবসাদক। ইহা নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস নির্ব্বাহকারিণী পেশীগণের অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু ঘটায়।

রসোন—रसोनः।

रसोनः, लशुनः—Allium Sativum, Garlic. भेदः—महारसोनः।

अन्वर्थसंज्ञा—रसोनस्य—"यवनकन्द", "म्लेच्छकन्दः", "महौषधः," "उग्रगन्धः," "शीतमर्द्दकः," "वातारिः"। 'महारसोनस्य'—"पृथुपत्रः," "दीर्घपत्रकः" "महाकन्दः," "स्थूलकन्दः", "बलेष्टितः"। क्रिमिकुष्ठकिलासघ्नो वातघ्नो गुल्मनाशनः। स्निग्धश्चोष्णश्च वृष्यश्च रसोनः कटुको गुरुः। चरकः—(सू: २७ अ:)। वृष्यश्च मेधास्वरवर्णचक्षु।—भग्नास्थिसन्धानकरो रसोनः। हृद्रोगजीर्णज्वर-कुक्षिशूल।—विबन्धगुल्मारुचिकासशोफान्। दुर्नामकुष्ठानलसादजन्तु।—समीरणश्वासकफांश्च हन्ति। सुश्रुतः—(सू: ४६ अ:)। पित्तरक्तविनिर्मुक्त-समस्तावरणावृते। शुद्धे वा विद्यते वायौ न द्रव्यं लशुनात् परम्। वाग्भटः—(उ: ४८ अ:)। 'रसोन' उष्णः कटुपिच्छिलश्च। स्निग्धो गुरुः स्वादुरसोऽति-

वल्यः। वृष्यश्च मेधास्वरवर्णचक्षु।—र्भग्नास्थिसन्धानकरः सुतीक्ष्णः। हृद्रोग-जीर्णज्वरकुक्षिशूलविवन्धगुल्मारुचिकासशोफान्। दुर्नामकुष्ठानिलसादजन्तु।—कफामयान् हन्ति 'महारसोनः'। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ रसोनोऽन्तरसोनः स्यात् गुरूष्णः कफवातनुत्। अरुचिक्रमिहृद्रोगशोफघ्नश्च रसायनः। राजनिघण्टुः॥ पञ्चभिश्च रसैर्युक्तः रसेनाम्लेन वर्जितः तस्मादृसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः। कटुकश्चापि मूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः। नाले कषाय उद्दिष्टो नालाग्रे लवणः स्मृतः। वीजे तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तद्गुणवेदिभिः। रसोनो वृंहणो वृष्यः स्निग्धोष्णः पाचनः सरः। रसपाके च कटुकोस्तीक्ष्णो मधुरको मतः। भग्न-सन्धानकृत् कण्ठ्यो गुरुः पित्तास्रवृद्धिदः। वलवर्णकरो मेधाहितो नेत्र्यो रसा-यनः। * मद्यं मांसं तथाम्लञ्च 'हितं' लशुनसेविनाम्। व्यायाममातपं रोष-मतिनीरं पयो गुड़म्। रसोनमश्नन् पुरुष 'स्त्यजेदेतन्निरन्तरम्। भावप्रकाशः॥ लशुनः क्षारमधुरः कण्ठ्यो वृष्यो गुरुः सरः। भग्नसन्धानकृद् वल्यो रक्तपित्त-प्रदूषणः। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—विषमज्वरे रसोनः—"रसोनस्य सतैलस्य प्रागभक्त मुप-सेवनम्। मेध्याना मुष्णवीर्य्याना मामिषानाञ्च भक्षणम्"। (चिः ३ थः)। (२) वातगुल्मे रसोनः—"साधयेत् शिवशुष्कस्य रसोनस्य चतुष्पलम्। क्षीरे अष्टगुणिते क्षीरशेषञ्च ना पिवेत्। वातगुल्ममुदावर्त्तं गृध्रसीं विषमज्वरं। हृद्रोगं विद्रधिं शोथं साधयत्याशु तत् पयः। (चिः ५ थः)। (३) अपस्मारे रसोनः—"प्रयुञ्ज्यात् तैललशुनम्"। (चिः १५ थः)। चरकः॥ विषमज्वरे रसोनः—"प्रातः प्रातः ससर्पिस्क' रसोन मुपभक्षयेत्"। (उः ३८ थः)। (२) शोषे रसोनः—"रसोनयोगं विधिवत् क्षयार्त्तः" (उः ४१ थः)। सुश्रुतः॥ वातश्लेष्मभवे शूले रसोनः—"रसोनं मद्यसंमिश्रं पिवेत् प्रातः प्रकाङ्क्षितः। वात-श्लेष्मभवं शूलं निहन्तु' वह्निदीपनम्"। (शूल—चिः)। चक्रदत्तः॥ वात-व्याधौ रसोनः—"पिष्ठा सुवृक्षं लशुनस्य कन्दं। घृतेन लिह्यात् घृतभोजनाशी। तस्य प्रणश्यन्ति हि वातरोगाः। संस्कारहीनात् पुरुषा दिवार्थः१ (वातव्याधि—

থিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥ ব্রণক্রিমিনাশার্থম্ রসোনঃ—"* হন্যাৎ ব্রণজন্মনীন্। লশুনস্যাথবা লেপঃ"। (ব্রণ—থিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥

রসোনের ভাষানাম—বাঃ—রশুন,। হিঃ—লশুন, লহ্শুন্। সিং—সুদুলুনু। মঃ—পাণ্টরী লসুন। গুঃ—লসন। কঃ—বিলীয় বেল্লী। তৈঃ—তেল্লা উল্লীগাড্ডা। তাঃ—বল্লই পাণ্ডু। ফাঃ—সীর। অঃ—সুম ইস্থুর্দি যুন। রসোনের ভেদে—রসোন ও মহারসোন ভেদে রসোন দুই প্রকার। যে রসোনের পত্র চৌড়া ও দীর্ঘ এবং যাহার কন্দ স্থূল তাহাই মহারসোন। রসোনের অন্যর্থ সংজ্ঞা—"গুঞ্জকন্দ," "ম্লেচ্ছকন্দ," "মহৌষধ," "উগ্রগন্ধ," "শীতমর্দ্দক," "বাতারি"। মহারসোনর—"পৃথুপত্র," "দীর্ঘপত্রক," "মহাকন্দ," "স্থূলকন্দ," "বলেহিত"। ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ। মাত্রা—খোসাছাড়ান রসোন ২—৮ আনা।

বৈদ্যকে রসোনের ব্যবহার।

চরক—বিষমজ্বরে রসোন—পিষ্টরসোন, তিলতৈল সহ, ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিবে। এবং মেধ্য, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ও মাংস ভোজন করিবে। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) বাতগুল্মে রসোন—সুপক্ক সুশুষ্ক রসোন ৩২ তোলা, ৵২ সের জল এবং গোদুগ্ধ ৵৴০ মিশাইয়া মৃৎপাত্রে মৃদুজ্বালে পাক করিবে—দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রসোন ফলিয়া দুগ্ধ লইয়া বাতগুল্মীকে পান করিতে দিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) অপস্মারে রসোন—তিল তৈলের সহিত রসোন, অপস্মার রোগীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ১৫ অঃ)। সুশ্রুত—বিষমজ্বরে রসোন—বিষমজ্বরীকে প্রাতঃকালে গব্য ঘৃতের সহিত খোসাছাড়ান রসোন সেবন করাইবে। (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) শোষে রসোন—ক্ষয়রোগী, রসোন সেবনের নিয়ম পালনপূর্ব্বক রসোন সেবন করিবে। (উঃ ৪১ অঃ)। চক্রদত্ত—বাতশ্লেষ্মজশূলে রসোন—যাহার বাতশ্লেষ্মজ শূলরোগ হইয়াছে তাহাকে প্রাতঃকালে আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন মন্ত্রের সহিত রসোন সেবন করাইবে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ শূল নাশক এবং অগ্নিদীপ্তিকর। (শূল—চিঃ)। বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে রসোন—গব্য ঘৃতের সহিত সুপিষ্ট রসোন সেবন করিয়া, ঘৃত যুক্ত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিবে। ইহা বিবিধ বাতরোগনাশক। ভাবপ্রকাশ—ক্ষতের কৃমিনাশার্থ রসোন—ক্ষতে পিষ্ট রসোনের প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থিত কৃমি বিনষ্ট হয় (ব্রণ—চিঃ)।

বক্তব্য—রসোনের মূলে কটু (ঝাল), পত্রে তিক্ত, নালে কষায়, নালাগ্রে লবণ এবং বীজে মধুর রস আছে। কেবল অম্ল রসের অভাব, অতএব রসোন নাম। আয়ুর্ব্বেদোক্ত

মদ্য মাংস এবং অম্ল রসোনসেবীর পক্ষে হিতকর। ব্যায়াম, রৌদ্রসেবা, ক্রোধ, অতি জলপান, দুগ্ধপান এবং গুড়ভক্ষণ রসোনসেবীর পক্ষে অহিতকর। রসোন শ্রেষ্ঠ রসায়ন। বাভগট বলেন—"সাক্ষাদামৃতসম্ভূতেগ্রামণী স রসায়নম্"। কে কোন্ কালে রসায়নার্থ রসোন সেবন করিবে? অষ্টাঙ্গহৃদয়ে কথিত হইয়াছে—"শীলয়েল্লশুনং শীতে বসন্তেঽপি কফোল্বণঃ। ঘনোদয়েঽপি বাতার্তঃ সদা বা গ্রীষ্মলীলয়া। স্নিগ্ধশুদ্ধতনুঃ শীতমধুরোপস্কৃতাশয়ঃ"। রসায়নকামী রসোনসেবীর অনুচরেরা পর্য্যন্ত মস্তক ও কর্ণে রসোন ধারণ করিবে এবং তাহার উঠানেও রসোন বিক্ষিপ্ত থাকিবে—"তদ্বৎসাবতংসাভ্যাং চর্চ্চিতানুচরাজিরঃ"। রসোনের সম্পূর্ণ রসায়নগুণ লাভ করিতে হইলে, রসোনসেবীর পক্ষে হিতকর বস্তু ভোজন এবং অহিতকর দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যাহাতে রোগীর অজীর্ণ না হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং "পিত্তকোপভয়াদন্তে যুঞ্জ্যান্মৃদুবিরেচনম্" (বাগ্ভট) পিত্তকোপের ভয় পরীহারার্থ মৃদু বিরেচন দিতে হইবে।

Constituents.—An acrid volatile oil, starch, mucilage 35 p. c., albumen, sugar, &c. **Oil of Garlic.**—A volatile oil, obtained by distillation ; it contains allyl, propyl disulphide, diallyl disulphide and other sulpher compounds. It is clear limpid liquid of a dark brown or yellow colour ; odour very repulsive ; taste repungent, the medical properties are due to this oil. Dose, ½ to 2 ms. **Actions and uses.**—As a gastric stimulant, it aids digestion, and is given in flatulence ; as an expectorant it has a special influence over the bronchial and pulmonary secretions ; as an emmenagogue it promotes the flood of menses. It is a tonic, carminative and stimulant of the skin and kidneys. In large doses it is an irritant and produces flatulence, headache, nausea, vomiting, diarrhœa, &c. As a local stimulant and irritant, it reddens the skin and causes vesication. Like kanda, it is applied to the nose of hysterical girls when in state of swooning. Given with common salt it relives colic and nervous headache. As a vermifuge it expels round worms. Like onion it causes copious dinresis and is hence used in dropsy, or anasarca. Locally in bronchitis and in cold catarrh in children ; bruised garlic and onions are applied to the chest as a poultice or liniment. Applied to the perineum it relieves strangury. It is also applied to the bites of venomous reptiles. Mustard powder is added to promote its rubefacient effects. It is rubbed over ring-worm with relief. Garlic juice slightly warmed, or the bulb is boiled with salad oil and

the oil when cool is dropped into the ear for the relief of ear-ache. (R. N. Khory—Vol. II., p. 617).

নব্যমত—রসোন, পাকস্থলীর উত্তেজন জন্মাইয়া পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহের উত্তর সাধকতা করে ইহা উদরাধ্মানে প্রযুক্ত হয়। কফনিঃসারকরূপে উরোগত শ্লেষ্ম সঞ্চয়ের উপর রসোনের বিশেষ শক্তি লক্ষিত হয়। আর্ত্তবস্রাবকারী বলিয়া, রজঃস্রাব পরিমিত মাত্রায় আনয়নার্থ ইহা সেবিত হইয়া থাকে,। ইহা বলকারক, বায়ুপ্রশমক এবং ত্বক্ ও বৃক্কের ক্রিয়া ত্বরিত করে। **অধিক মাত্রায়** রসোন সেবন করিলে উদরাধ্মান, শিরঃপীড়া, বিবমিষা, বমন এবং অতিসারাদি আনয়ন করে। রসোনের প্রলেপ উষ্ণ ও উত্তেজক, ইহা ত্বক্‌কে লাল করে এবং ফোস্কা পড়ায়। মূর্চ্ছারোগপীড়িত বালিকার মূর্চ্ছিতাবস্থায় পিয়াজের মত পিষ্টরসোনের পোট্টলী নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করান হইয়া থাকে। লবণের সহিত রসোন, শূল এবং বায়ুপ্রধান শিরঃপীড়া প্রশমিত করে। কৃমিনিঃসারক বলিয়া অন্ত্রস্থিত কৃমিপাতনার্থ রসোন সেবিত হইয়া থাকে। পিয়াজের মত রসোনও সেবিত হইলে মূত্রস্রাব বর্দ্ধিত করে অতএব ইহা শোথে এবং অগভীর শোথে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শিশুগণের "ব্রঙ্কাইটিশ্ কিংবা শৈত্যজ তরুণ প্রতিশ্যায়ে (cold catarrh) বক্ষোদেশে পিষ্টরসোন ও পিয়াজের প্রলেপ কিম্বা রস মর্দ্দন করা হইয়া থাকে। তলপেটে রসোনের প্রলেপ দিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। বিষধর সরীসৃপের দংশনে দষ্টস্থানে রসোনের প্রলেপ দেওয়া হয়। অধিক লাল বা ফোস্কা পড়ানর জন্য রসোনের সহিত সর্ষপ মিশ্রিত করা হয়। দদ্রুর উপর রসোন ঘর্ষণ করিলে আরাম হয়। রসোনের ঈষৎ উষ্ণ রস কিংবা রসোন তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল, কর্ণে বিন্দু বিন্দু করিয়া দিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (আর, এন্, কোরি—২য়ঃ খঃ, ৬০৭ পৃঃ)।

রাজাদন—राजादनः।

क्षीरी, राजादनः (नो)—Mimusops Indica, D. C. Mimusops Hexandra, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञाः—"क्षीरवृक्षः", "क्षीरशुक्लः", "दृढ़स्कन्धः", "प्रियदर्शनः", "गुच्छफलः", "मधुफलः", "कपीष्टः", "निम्बबीजः", "माधवोद्भवः"। राजादनी रसे स्वादुः पाकेऽम्लः शीतला स्मृता। रुचिकारी भवेद्वातनाशनश्च प्रकीर्त्तितः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ राजादनी तु मधुरा पित्तघ्नी गुरुतर्पणी। तृष्णा मूर्च्छा-

করী স্থগা সুস্নিগ্ধা মেহনাশকৃৎ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ ক্ষীরিকায়াঃ ফলং বৃষ্যং বল্যং স্নিগ্ধং হিমং গুরু। তৃষ্ণা মূর্চ্ছামদভ্রান্তিক্ষয়দোষত্রয়াস্রজিৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥ স্নিগ্ধং স্বাদু কষায়ঞ্চ রাজাদনফলং গুরু। সুশ্রুতঃ—সূঃ ৪৬ অঃ। * রাজাদনফলানি চ। স্বাদুনি সকষায়াণি স্নিগ্ধশীতগুরূণি চ। চরকঃ (সূঃ ২৭ অঃ)॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—পিত্তপ্রদরে রাজাদনপত্রম্—"পত্রকল্কৌ ঘৃতে ভৃষ্টৌ রাজাদনকপিত্থয়োঃ। পিত্তানিলহরৌ প্রোক্তৌ *"। (চিঃ ৩০ অঃ)। চরকঃ॥ ব্যঙ্গে চ রাজাদনঃ—"কপিত্থরাজাদনয়োঃ কল্কং বা হন্তি মুখ্যতঃ" (চিঃ ২০ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥

অন্যার্থসংজ্ঞা—"ক্ষীরবৃক্ষ," "ক্ষীরশুক্ল," "দৃঢ়স্কন্ধ," "প্রিয়দর্শন," "গুচ্ছফল," "মধুফল," "কপীষ্ট," "নিম্ববীজ," "মাধবোদ্ভব"। ভাষানাম—হিঃ—খিরণী, খিরণী। সিং—কিরিপলু। মঃ—খিরনী। গুঃ—রায়ণ। কঃ— খেণে মারিলে। তাঃ—পল্ল।

বর্ণন—রাজাদন সুন্দর ছায়াতরু মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কাণ্ড—সরল, বৃদ্ধ বৃক্ষের কাণ্ড কোটরবহুল দৃষ্ট হয়। বৃক্ষত্বকের তিনটিস্তর—বাহ্যস্তর অকর্কশ, পাঁশুটে রঙের; মাধ্য স্তর সবুজবর্ণ; আন্তর স্তর রক্তবর্ণ এবং দুগ্ধবৎ আঠায় পূর্ণ। পত্র—লম্বা চৌড়া, উভয়পৃষ্ঠ চিক্কণ সবুজ বর্ণ, পত্রবৃন্ত—দীর্ঘ, গোল। পুষ্পদণ্ড সশাখ—প্রত্যেক শাখা একপুষ্পধারী। পুষ্প—ক্ষুদ্র, পুষ্পকাল—বসন্ত। ফল—জলপাইয়ের মত, পক্কাবস্থায় পীতবর্ণ, গুচ্ছাকারে স্থিত। যেগুলি পক্কাবস্থাতেও সবুজবর্ণ থাকে সেইগুলি ক্ষীরবহুল। বীজ—কৃষ্ণ, মসৃণ ও চিক্কণ, বীজত্বক্ পীড়ন করিলে, শব্দপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া যায়, বীজশস্য কিঞ্চিৎ লাল এবং তৈলগর্ভ। ত্বকের স্বাদ তিক্তকটু। পেষণ করিয়া, বীজ হইতে তৈল বাহির করা যায়। রাঢ়ে বা পূর্ব্ববঙ্গে রাজাদন বৃক্ষ জন্মে না। ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ফল। মাত্রা—পত্রকল্ক—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে রাজাদনের ব্যবহার।

চরক—পিত্তপ্রদরে রাজাদনপত্র—রাজাদন ও কয়েদের পাতা সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক গব্যঘৃতে ভাজিয়া পিত্তপ্রদর রোগীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ৩০ অঃ)। সুশ্রুত—রাজাদন ফল এবং কয়েদ একত্র পেষণপূর্ব্বক লেপন করিলে, মুখের মেছেতা আরাম হয়। (চিঃ ২০ অঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে রাজাদন পঠিত হয় নাই। সুশ্রুত ইহাকে পরূষকাদি বর্গে পাঠ করিয়াছেন। রাজাদন শব্দের অর্থ রাজভোজন যোগ্য। ইহার ফলকে লক্ষ্য করিয়াই রাজাদন নাম রাখা হইয়াছে। রাজাদনের ঠিক্ বাঙ্গালা নাম নাই। কেহ কেহ ক্ষীরখেজুর বলেন।

Constituents.—The bark contains tannin, resin, wax, a colouring matter, starch and mineral matters. The seeds contain a fixed oil. The fruits contain sugar, caoutchouc, pectin colouring matter and tannin. **Actions and uses.**—The bark is astringent and used for the same purposes as mohvara and bakuli. A paste of the seeds is used to procure abortion. The oil from the seeds is demulcent and emollient. The ripe fruit is deliciously sweet and restorative. (R. N. Khory—Vol I., p. 430).

নব্যমত—রাজাদনের **ত্বক্** কষায়, বকুল প্রভৃতি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ যেরূপ ব্যবহৃত হয়, ইহাও তদ্রূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার **বীজের** প্রলেপ গর্ভস্রাব করায়। **তৈল** স্নিগ্ধ এবং মার্দ্দবকারী, **পক্বফল** সুস্বাদু এবং ধাতুসাম্যকর।

রাস্নাত্রয়—রাস্নাত্রিতয়ঃ।

মূলরাস্না, পত্ররাস্না, তৃণরাস্না।—মূলরাস্না—Qunla Helenium (?)

অন্বর্থসংজ্ঞাঃ—"সুগন্ধমূলা", "এলাপর্ণী"। রাস্না তিক্তোষ্ণগুর্ব্বীস্যাদ্বিষবাতাস্রকাসজিৎ। শোফবাতোদরশ্লেষ্মশমন্যামস্য পাচনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ রাস্না তু 'ত্রিবিধা' প্রোক্তা মূলং পত্রং তৃণং তথা। জ্ঞেয়ে মূলদলে শ্রেষ্ঠে তৃণরাস্না চ মধ্যমা। রাস্না গুরুশ্চ তিক্তোষ্ণা বিষবাতাস্রকাসজিৎ। শোফকম্পোদরশ্লেষ্মশমনী পাচনী চ সা। রাজনিঘণ্টুঃ॥ রাস্নাঽমপাচনী তিক্তা গুরূষ্ণা কফবাতজিৎ। শোথশ্বাসসমীরাস্রবাতশূলোদরাপহা। কাসজ্বরবিষাশীতিবাতিকাময়সিধ্মহৃৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥ "রাস্না শোথামবাতঘ্নী"—রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—চরকে "রাস্না বাতহরাণাম্", "রাস্নাঽগুরুণী শীতাপনয়নপ্রলেপানাম্" (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) অর্শঃসু রাস্না—"রাস্না—"রাস্না-

পিণ্ডৈঃ সুখোষ্ণৈর্ব্বা" * স্বেদয়েৎ। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) বাতব্যাধী রাস্না—"রাস্নাসহস্রনির্য্যূহে তৈলদ্রোণং বিপাচয়েৎ। গন্ধৈর্হৈমবতৈঃ পিষ্টৈরেলান্তৈ স্নানি-ক্লান্বিতম্। (চিঃ ২৮ অঃ)। চরকঃ॥ বাতব্যাধৌ রাস্না—"রাস্নায়াস্তু পলম্বেকম্। কর্ষান্ পঞ্চ চ গুগ্গুলোঃ। সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্বা বাতরোগবান্। (বাতব্যাধি—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥

রাস্নার পরিচয়ে সন্দেহ—আম্র, তিন্তিড়ী কিম্বা জম্বু বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখায় যে উদ্ভিদ্ বর্দ্ধিত হয়, যাহার কাণ্ড নাই—কেবল সরু লম্বা, স্থূল পত্রের মূলগুলি কোষা-কৃতি প্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার পত্ররচিত কাণ্ড রচনা করে মাত্র, বৃক্ষকাণ্ডে বা শাখায় যাহার ক্ষীণ, সবুজ ও শুভ্রবর্ণের মূলগুলি সুদূর বিস্তৃত হয়, বর্ষার আদিতে যাহা হইতে সশাখ, দীর্ঘ পুষ্পদণ্ড নির্গত হইয়া ফিকে বেগুণে রঙের পুষ্প ধারণ করে, যাহা, অর্জ্জুনের ফল বা কামরাঙ্গাকে অত্যতি ক্ষুদ্র করিলে যেমন দেখায় সেইরূপ ফল ধারণ করে, সেই উদ্ভিদ্‌কেই অধুনা বঙ্গীয় চিকিৎসকগণ রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহা বৈদ্যকোক্ত রাস্না নহে। রাস্নাকে ধন্বন্তরি এবং নরহরি উভয়েই "সুগন্ধমূলা" এবং ভাবমিশ্র ও অমরসিংহ "এলাপর্ণী" বলিয়াছেন। অধুনা যাহা রাস্না নামে প্রচলিত, তাহার মূলে কিঞ্চিন্মাত্র গন্ধ নাই, সুগন্ধ ত দূরের কথা। এবং পর্ণ ও এলার তুল্য নহে। প্রাচীনকালে অগুরুবৎ রাস্নাও অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইত। চরকে লিখিত আছে (সূঃ ২৫ অঃ) শীতাপনোদক প্রলেপ দ্রব্যের মধ্যে রাস্না ও অগুরু শ্রেষ্ঠ। **রাস্নার ভেদ—নরহরি** বলিয়াছেন—"রাস্নাতু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং তৃণং তথা"। রাস্না তিন প্রকার মূলরাস্না, পত্ররাস্না তৃণরাস্না নিঘণ্টুতে রাস্নাত্রয়ের ইতর ব্যবচ্ছেদক কোন লক্ষণের উল্লেখ নাই সুতরাং স্বরূপ নির্দ্ধারণ দুর্ঘট। Qunla Heleniumকে পারস্য ভাষায় "রাসন্" বলে, রাস্নার সহিত রাসনের অক্ষরসাদৃশ্য দেখিয়া এবং ইহার মূল সুগন্ধি বলিয়া, **ডিমক্** অনুমান করেন হয়ত ইহাই যথার্থ নিঘণ্টুক্ত রাস্না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা মূলরাস্না, কিন্তু পত্র ও তৃণরাস্না কি? **ডিমক্** তাহা বলেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় তিনি বোধ হয় বৈদ্যকোক্ত ত্রিবিধ রাস্নার কথা অবগত ছিলেন না। **ভাবমিশ্র** নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলিয়াছেন। নাকুলী রাস্নাভেদ এ সিদ্ধান্ত নিঘণ্টুবিরুদ্ধ। কোন নিঘণ্টুতেই নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলা হয় নাই। নিঘণ্টু যে ত্রিবিধ রাস্না স্বীকার করিয়াছেন তন্মধ্যে নাকুলীর উল্লেখ নাই। নিঘণ্টু-দ্বয়ে রাস্নার পর্য্যায়ে নাকুলী, কি নাকুলীর পর্য্যায়ে রাস্না শব্দই পঠিত হয় নাই। কোন কোন অমর কোষের পাঠে নাকুলীর পর্য্যায়—"নাকুলী সুরসা রাস্না সুগন্ধা গন্ধনাকুলী। নকুলেষ্টা

ভুজঙ্গাক্ষী ছত্রাকী সুবহা চ সা" ॥ এইরূপ আছে বটে, কিন্তু প্রামাণ্য টীকাকারগণ (ক্ষীরস্বামী প্রভৃতি) এই পাঠ স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা "রাস্না সুগন্ধা" স্থানে "সর্পসুগন্ধা" পাঠ করেন। **ধন্বন্তরি** ও নাকুলীকে সর্পসুগন্ধা বলিয়াছেন সুতরাং সর্পসুগন্ধা পাঠ নিঘণ্ট-সম্মত, অতএব সাধু। নাকুলী এবং রাস্না এক বর্গেও পঠিত হয় নাই। প্রথমটীকে ধন্বন্তরি করবীরাদিবর্গে এবং নরহরি মূলকাদিবর্গে, দ্বিতীয়কে ধন্বন্তরি গুড়ূচ্যাদিবর্গে এবং নরহরি পর্পটাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ও অমরকোষে নাকুলী ও গন্ধনাকুলী পৃথক্ পঠিত হয় নাই—নাকুলীর পর্য্যায়েই গন্ধনাকুলীশব্দ পঠিত হইয়াছে। ধন্বন্তরি ও নরহরি উভয়েই নাকুলী ও গন্ধনাকুলীর গুণ পর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন। নাকুলীদ্বয় শব্দের অর্থ নাকুলী গন্ধনাকুলী। চক্রোক্ত মহাপৈশাচিক ঘৃতের ব্যাখ্যায় শিবদাস লিখিয়াছেন "নাকুলীদ্বয়ং রাস্নাদ্বয়ং—রাস্না গন্ধরাস্না চ" শিবদাস এস্থলে নিশ্চয়ই নাকুলী অর্থে রাস্না শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, নচেৎ কোন অর্থই হয় না। রাস্না শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ স্থলে ভরণাদি টীকাকারগণ বলিয়াছেন "রাস্না সুরভিঃ"; এতদ্ভিন্ন "সুগন্ধমূলা" রাস্নার একটী পর্য্যায়। সুতরাং রাস্নাশব্দেই গন্ধরাস্না, যখন নির্গন্ধ রাস্না নাই তখন "গন্ধরাস্না চ" ইহার কোন অর্থই হয় না, কিন্তু নাকুলী অর্থে প্রযুক্ত হইলে নাকুলী, গন্ধনাকুলী এই সঙ্গত অর্থ করা যায়। ডিমক্ ও উদয় চাঁদ নাকুলী ও গন্ধনাকুলী শব্দ রাস্নার পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রাস্না শব্দ নাকুলী অর্থে বা নাকুলী শব্দ রাস্না অর্থে প্রযুক্ত হয় হউক, কিন্তু নাকুলী ও রাস্না এক নহে কিংবা নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলাও সঙ্গত নহে।

রাস্নার লাটিন্ নাম—বঙ্গদেশে যাহা রাস্না নামে প্রচলিত, তাহা Vanda Roxburghii বা Saccolabium Papillosum কঙ্কন দেশের রাস্না—S. wightianum ও S. Præmorsum. বম্বের বাজারে Tylophora asthmatica রাস্না নামে পরিচিত।

বৈদ্যকে রাস্নার ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে রাস্না—বাতহর দ্রব্যের মধ্যে রাস্না শ্রেষ্ঠ। শীতাপনোদক প্রলেপ দ্রব্যের মধ্যে রাস্না ও অগুরু শ্রেষ্ঠ (সূ: ২৫ অ:)। (২) **অর্শে** রাস্না—সুখোষ্ণ রাস্নাপিণ্ড দ্বারা স্বেদ, অর্শের পক্ষে হিতকর। (চি: ৯ অ:)। (৩) **বাতব্যাধিতে** রাস্না—রাস্নার যথোক্ত কাথের সহিত, হৈমবতী হইতে এলা পর্য্যন্ত লিখিত কল্ক সহ যথাবিধি পক্ব তিলতৈল বাতব্যাধি নাশক। (চি: ২৮ অ:)। **চক্রদত্ত**—**বাতব্যাধিতে** রাস্না—রাস্না ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গুগ্গুলু ৪০ তোলা একত্র গব্যঘৃতযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহা গৃধ্রসী নামক বাতব্যাধিহর। (বাতব্যাধি চি:)।

রোহিতক—रोहितकः।

रोहितकः—Amoora Rohituka W. and A. Andersonia Rohituka, *Roxb.*

अस्य भेदः—शुक्लरोहितकः (The male tree). अन्वर्थसंज्ञा—रोहितकस्य—"प्लीहघाती", "सदाप्रसूनः", "दाड़िमपुष्पसंज्ञकः"। शुक्लरोहितकस्य—"सितपुष्पः"। रोहितको यकृत्प्लीहगुल्मोदरहरः सरः। 'शुक्लरोहितकश्चैव कटूष्णमुभयं स्मृतम्। कर्णरोगहरश्चैव विषवेगविनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ रोहितकौ कटुस्निग्धौ कषायौ च सुशीतलौ। क्रमिदोषव्रणप्लीहरक्तनेत्रामयापहौ। राजनिघण्टुः॥ रोहितकः प्लीहघाती रुच्यो रक्तप्रसादनः। कषायः शीतलः स्निग्धो यकृद्गुल्महरो मतः। नेत्ररोगप्रशमनः क्रिमिघ्नो व्रणनाशनः। भावप्रकाशः॥ रोहितको यकृत्प्लीहगुल्मोदरहरः सरः। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—कफपित्तमेहे रोहितकपुष्पम्—"वैभीतरौहीतककौटजानि। कपित्थपुष्पाणि च चूर्णितानि। क्षौद्रेण लिह्यात् कफपित्तमेही। (चिः ६ अः)। (२) प्लीहोदरकामलादिषु रोहितकः—"रोहितकः—"रोहितकलतानान्तु काण्डकाः साभयाजले। मूत्रे वा सुतमेतच्च सप्तरात्रस्थितं पिवेत्। कामलागुल्ममेहार्शःप्लीहसर्व्वोदरक्रमीन्। तद्वन्यात् जाङ्गलरसै र्जीर्णे स्याच्चात्र भोजनम्"। (चिः १८ अः)। श्वेतप्रदरे रोहितकः—"रोहितकान्मूलकल्कं पाण्डुरे प्रदरे पिवेत्"। (चिः ३० अः)। चरकः॥

রোহিতকের ভাষানাম—বাঃ—রোড়া, রয়না, হরিণহাড়া, পিত্তরাজ। হিঃ—रोहेड़ा। মঃ—রোহিডা। গুঃ—রোহিডো। গুঃ—রোহিডো। কঃ—মরড়ুমনু, মুক্সু। তৈঃ—মুলুমোদুগচেট্টু। রোহিতকের ভেদ—নিঘণ্টুতে দুই প্রকার রোহিতকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একের অন্যতর নাম "দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞক" অর্থাৎ ইহার পুষ্পের বর্ণ দাড়িম ফুলের মত। অপরের নাম "সিতপুষ্প" অর্থাৎ ইহার পুষ্প শুভ্র। প্রথমোক্ত রোহিতকের ফল হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা Female Hermaphrodite or Fertile tree. অপর সিতপুষ্প রোহিতকের ফল হয় না, ইহা Male tree. অন্বর্থসংজ্ঞা—রোহিতকের—"প্লীহঘাতী," "সদাপ্রসূন," "দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞক"। শুক্লরোহিতকের—"সিতপুষ্প"।

বর্ণন—ফরিদপুর জেলায় রোহিতক বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। এই উচ্চ বৃক্ষ আর্দ্র মৃত্তিকায় উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়। ইহার কাণ্ড সরল; ভূতলাভিমুখী শাখাগুলি ইহাকে উত্তম ছায়া-তরুতে পরিণত করে। **পত্র**—সাধারণ বৃন্তে ৪—৮ জোড়া থাকে এবং সর্ব্বাগ্রে একটী অযুগ্মপত্র বিদ্যমান। নিম্নের যুগ্মপত্রগুলি উপরের যুগ্মপত্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। অবৃন্তক, ক্ষুদ্র, বহু **পুষ্প** গুচ্ছাকারে স্থিত। পুষ্পকাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিঘণ্টুকার ইহাকে "সদাপ্রসূন" বলেন। রক্সবর্গ বলেন, ইহা বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি রোহিতকবৃক্ষ আম্রবৎ বসন্তকালে পুষ্পিত হইয়া থাকে। **ফল**—গোল, পীতবর্ণ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাণ্ড ও মূলের ত্বক্। **মাত্রা**—কাথ ৫—১০ তোলা। ত্বক কল্ক ১—৪ আনা। ত্বকের স্বাদ কষায় ও তিক্ত।

বৈদ্যকে রোহিতকের ব্যবহার।

চরক—কফপিত্তমেহে রোহিতক—কফপিত্তমেহী রোহিতক-পুষ্পচূর্ণ মধু সহিত লেহন করিবে। (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **প্লীহোদরে** রোহিতক—রোহিতকের শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া হরীতকীর কাথে কিংবা গোমূত্রে সপ্তরাত্র স্থাপন করিবে। এই মূত্র বা কাথ সপ্তরাত্রির পর উদ্ধৃত ও বস্ত্রপূত করিয়া পান করিলে, কামলা, গুল্ম, মেহ, অর্শ, প্লীহোদর, সর্ব্বপ্রকার উদররোগ এবং কৃমি বিনষ্ট হয়। (চিঃ ১৮ অ)। **শ্বেতপ্রদরে** রোহিতক—রোহিতক বৃক্ষের মূলত্বক্ শীতল জলে পেষণপূর্ব্বক শ্বেতপ্রদররোগাক্রান্তা নারী পান করিবে। (চিঃ ৩০ অঃ)।

বক্তব্য—চরক "দশেমানি"তে রোহিতক পঠিত হয় নাই। সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রণীয়া-ধ্যায়েও ইহার উল্লেখ নাই। চারক কিংবা সৌশ্রুত স্থাবরস্নেহযোনিবর্গে রোহিতক পঠিত না হইলেও, রোহিতকের ফল হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। নিঘণ্টুতে রোহিতক-তৈলের গুণের উল্লেখ নাই।

Constituents. Two yellow resins, starch, colouring matter, tannin and salts; both resins are soluble in ether, but one is insoluble in alcohol and alkaline solutions the other is soluble in both these liquids and is of an acid nature. **Actions and uses.**—Alterative, astringent and tonic, given in enlarged glands, as liver and spleen, in corpulence and in general debility. (R. N. Khory, Vol. II., p. 118).

অন্যমত—রোড়ারছাল—রসায়ন, কষায় ও বল্য। প্লীহযকৃৎবিবৃদ্ধি, স্থৌল্য এবং দুর্ব্বলতায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮)।

लवङ्ग—लवङ्गम् ।

*लवङ्गम्, देवकुसुमम्—Caryophyllus Aromaticus, *Linn.* Cloves.

लवङ्गं कुसुमं रुच्यं शीतलं पित्तनाशनम् । चक्षुष्यं विषहृद्वृष्यं माङ्गल्यं मूर्द्धरोगहृत् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ॥ लवङ्गं शीतलं तिक्तं चक्षुष्यं भुक्तरोचनम् । वातपित्तकफघ्नञ्च तीक्ष्णं मूर्द्धरुजापहम् । अपिच—लवङ्गं सोष्णकं तीक्ष्णं विपाके मधुरं हिमम् । वातपित्तकफामघ्नं क्षयकासास्रदोषनुत् । राजनिघण्टुः ॥ लवङ्गं कटुकं तिक्तं लघु नेत्रहितं हिमम् । दीपनं पाचनं रुच्यं कफपित्तास्र-नाशकृत् । तृष्णां छर्द्दिं तथाऽऽध्मानं शूलमाशु विनाशयेत् । कासंश्वासञ्च हिक्काञ्च क्षयं क्षपयति ध्रुवम् । भावप्रकाशः ॥ आध्मानानाहशूलघ्नं लवङ्गं पाचनं लघु । राजवल्लभः ॥

वैद्यके व्यवहारः—पिपासायामनुत्क्लेशे च लवङ्गम्—"पिपासायामनुत्क्लेशे लवङ्गस्याम्बु शस्यते" (अग्निमान्द्य—चिः)। चक्रदत्तः ।

লবঙ্গের ভাষানাম—বাঃ—লবঙ্গ। কোঃ—লঙ্। হিঃ—লৌঙ্গ। মঃ—লবঙ্গ। গুঃ—লবীঙ্গ। কঃ—লবঙ্গকলিকা। তৈঃ—লবঙ্গলু। তাঃ—কিরম্বের। ইং—ক্লোবস্। ফাঃ—মেহক্। অঃ—করণ্ফুল্। সিং—করাম্বু।

বর্ণন—জাঞ্জিবর ও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে লবঙ্গবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। নয় বৎসরে লবঙ্গবৃক্ষ প্রথম মুকুলিত হয়। লবঙ্গবৃক্ষ চিরহরিৎ অর্থাৎ কদাপি ইহা সম্পূর্ণরূপে পত্র-বিবর্জ্জিত হয় না। আমরা যাহাকে লবঙ্গ বলি তাহা লবঙ্গবৃক্ষের কুণ্ডনল মাত্র। লবঙ্গের উপরি যে ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার পদার্থ থাকে তাহা লবঙ্গপুষ্পের সঙ্কুচিত ৪টী দল মাত্র, ইহার ভিতর অনেকগুলি পুংকেসর (stamen) এবং একটীমাত্র গর্ভতন্তু (style) থাকে। লবঙ্গের স্ত্রীপুংভেদ আছে। লবঙ্গবৃক্ষের কুণ্ডনল (çalyx tube) গুলি যখন উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ হয় তখন উহাদিগকে বৃক্ষ হইতে হস্তের দ্বারা চয়ন করে এবং ২।৩ দিন মাদুরের উপরি রাখিয়া রৌদ্রশুষ্ক করে। অতঃপর বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—লবঙ্গ (লবঙ্গ বৃক্ষের শুষ্কীকৃত কুণ্ডনল)। **মাত্রা**—চূর্ণ ½—২ আনা। অর্দ্ধশৃতপানীয়—½—৪ ছটাক। বাজারে সচরাচর যে লবঙ্গ বিক্রীত হয় তন্মধ্যে কতকগুলি অতি জীর্ণ হেতু সংশুষ্কস্নেহ এবং কতকগুলি নিষ্কাশিতৈল, সুতরাং ভেষজার্থ ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য।

বৈদ্যকে লবঙ্গের ব্যবহার।

পিপাসা ও উৎকাসিতে লবঙ্গ—পিপাসা ও উৎকাসি প্রশমনার্থ লবঙ্গের অর্দ্ধশৃত পানীয় পান করিতে দিবে। অর্দ্ধশৃতপানীয় প্রস্তুত বিধি—কুট্টিত লবঙ্গ ২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /২।

বক্তব্য—আয়ুর্ব্বেদে লবঙ্গ শব্দে লবঙ্গকুসুম অর্থাৎ লবঙ্গবৃক্ষের কুণ্ডল। লবঙ্গের ফলও আছে—ইঙ্গিতে এই কথা প্রকাশার্থ ধন্বন্তরি,—"লবঙ্গং কুসুমং স্মৃতং" বলিয়াছেন। লবঙ্গের নিঘণ্টুক্ত একটী নাম "বারিসম্ভব," দ্বীপে জন্মিয়া থাকে বলিয়াই বোধ হয় লবঙ্গকে "বারিসম্ভব" বলা হইয়াছে। এখানে বারি শব্দে বারিবেষ্টিত ভূমি। অতি প্রাচীনতম বৈদ্যকগ্রন্থেও লবঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে; অতএব জানা যাইতেছে অতি প্রাচীনকালেও মালক্কা, জাঞ্জিবর প্রভৃতি দ্বীপের সহিত ভারতের বাণিজ্য ব্যবহার ছিল। ধন্বন্তরি, লবঙ্গের অন্যতম নাম "চন্দনপুষ্প" লিখিয়াছেন। সুগন্ধিহেতু এই নাম রক্ষিত হইয়াছিল কি? লবঙ্গে তৈল আছে। কিন্তু চরক বা সৌশ্রুত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে কিংবা রাজনিঘণ্টুক্ত তৈলযোনিবর্গে লবঙ্গ পঠিত হয় নাই। আত্রেয়সংহিতায় লবঙ্গ তৈলের গুণ লিখিত আছে—"দেবপুষ্পোদ্ভবং তৈলং অগ্নিকৃৎ বাতনাশনং। দন্তবেষ্টকফার্ত্তিঘ্নং গর্ভিণ্যা বমনাপহম্।" এদেশে যাহা লবঙ্গতৈল বলিয়া বিক্রীত হয় তাহা লবঙ্গ হইতে নিষ্কাশিত নহে। লবঙ্গ "সুইট্ অয়েলে" ভিজাইয়া রাখিয়া এই তৈল প্রস্তুত করে। লবঙ্গ যত পুরাণ হয় তাহার তীক্ষ্ণতা এবং তৈল তত হ্রাস পায়।

Constituents.—A heavy volatile oil 18 p. c., Caryophyllin—a camphor, resin 6 p. c. Caryophyllic acid or eugenic acid ; eugenin, a crystallin body, tannin, woody fibre, gum &c. **Physiological Action.**—Antiseptic, local anæsthetic, general stomachic, carminative, aromatic antiemetic and anti-spasmodic ; externally rubefacient, anæsthetic and antisecptic ; internally it increases the circulation and raises blood heat, promtes digestion and nutrition, and relieves gastric and intestinal pain and spasm. It stimulates the skin. salivary glands, kidneys, liver and bronchial mucous membrane. It is excreted in the breath, prespiration, bile, milk and urine. **Therapeutics.**—Given as a flavouring agent to correct griping caused by purgatives, to relieve flatulence and to increase the flow of saliva. In combination with other spices and rock salt it is given to relieve colic, indigestion, vomiting and thirst. Externally it is used as an application in rheumatic pains, sciatica, lumbago, to the head in headache, and to the tooth in

toothache ; roasted in the flame of a candle and kept in the mouth it improves the breath, relieves sorethroat and strengthens the gums. The powdered clove is a chief ingrdient of a native preparation—lavanga di churna, which is given in cough, asthma &c. A paste of them is applied to the forehead and to the nose is a popular remedy among the natives in headache, coryza &c. (R. N. Khory, Vol. II., p. 265),

নব্য মত—লবঙ্গ পচন নিবারক, প্রলেপে, তদঙ্গের স্পর্শজ্ঞানহারী; পাচক, বায়ুনাশক সুগন্ধি ; বমননিবারক ও আক্ষেপহর। **বহিঃপ্রয়োগে** ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক এবং ফোস্কা জন্মায়, অপিচ স্পর্শজ্ঞানহর এবং পচননিবারক **সেবিত হইলে**, ইহা রক্তসম্বহনক্রিয়া ও রক্তের উত্তাপ বর্দ্ধিত করে পরিপাক ও পোষণক্রিয়ার উপকারী, আমাশয় ও অন্ত্রোত্থিত শূল এবং আক্ষেপ প্রশমিত করে। ইহা ত্বক্, লালাগ্রন্থি, বৃক্কদ্বয়, যকৃৎ, এবং শাখাশ্বাসনাড়ীর (Bronchi), শ্লেষ্মধরাকলার (Mucous membrane) উত্তেজন জন্মায়। সেবিত লবঙ্গ, মুখমারুত, ঘর্ম্ম, পিত্ত স্তন্য এবং মূত্রের সহিত বহিঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। লবঙ্গ, বিরেচক ভেষজদ্রব্যের পরিকর্ত্তিকা (griping) নিবারক সুগন্ধি ভেষজ। ইহা উদরাধ্মানহর ও লালাস্রাববর্দ্ধক। অন্যান্য মসলা এবং সৈন্ধবলবণের সহিত সেবিত হইলে শূল, অজীর্ণ, বমন এবং তৃষ্ণারোগে হিতকর। বাতের বেদনা, গৃধ্রসী, (sciatica) কটীশূল (lumbago), শিরঃশূল ও দন্তশূলে, লবঙ্গ, প্রলেপাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীপশিখায় ভর্জ্জিত লবঙ্গ মুখে ধারণ করিলে, মুখমারুত সুগন্ধি, গলক্ষত প্রশমিত এবং দন্তমাড়ী দৃঢ়ীভূত হয়। "লবঙ্গাদিচূর্ণ"—লবঙ্গ যাহার প্রধানতম উপাদান, কাসশ্বাসাদি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। শিরঃপীড়ায় কপালে এবং ঘ্রাণরোগে (Coryza) নাসিকায় এতদ্দেশীয় লোকে ইহার প্রলেপ ব্যবহার করিয়া থাকে। (খোরি ২য়ঃ খঃ, ২৬৫ পৃঃ)।

লাঙ্গলী—লাঙ্গলী।

লাঙ্গলী, কলিকারী হলিনী—Gloriosa Superba (?) *Linn.*

অন্বর্থসংজ্ঞা:—"বিশল্যা", "গর্ভপাতিনী", "নক্তেন্দুপুষ্পিকা", "প্রবল্লত্", "পুষ্পসৌরভা", "স্বর্ণপুষ্পা", "হারিণী"। লাঙ্গলী কটুষ্ণা চ কফবাতবিনাশনী। তিক্তা সারা চ শ্বয়থুগর্ভশল্যব্রণাপহা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু:॥ কলিকারী কটূষ্ণা চ কফবাতনিকৃন্তনী। গর্ভান্তঃশল্যনিষ্কাসনকারিণী সারিণী

परा। राजनिघण्टुः॥ कलिहारी सरा कुष्ठशोफार्शोव्रणशूलजित्। सक्षारा श्लेष्मजित् तिक्ता कटुका तुवरापि च। तीक्ष्णोष्णा क्रिमिजित् लघ्वी पित्तला गर्भपातिनी। भावप्रकाशः॥ हलिनीकरवीरश्च कुष्ठदुष्टव्रणापहौ। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—उन्मन्थनाम्नि कर्णरोग लाङ्गली—"सुरसा लाङ्गलीभ्याञ्च सिद्धं तीक्ष्णञ्च नावनम्" (उः १८ मः)। (२) इन्द्रलुप्ते लाङ्गली—"इन्द्रलुप्ते * प्रलेपयेत्। तथा लाङ्गलिकामूलैः" (उः २४ मः)। (३) रसायनार्थम् लाङ्गली—"लाङ्गलीत्रिफलालोहपलपञ्चाशतीकृतम्। मार्कवस्वरसे पिष्ट्वा गुटिकानां शतत्रयम्। छायाविशुष्कं गुटिकार्द्धमद्यात्। पूर्व्वं समस्तामपि तां क्रमेण। भजेद्धिरिक्तः क्रमशश्च मण्डम्। पेयां विलेपीं रसकौदनञ्च। सर्पिः स्निग्धं मासमेकं यतात्मा। मासादूर्द्ध्वं सर्व्वथा स्वैरवृत्तिः। वर्ज्ज्यं यत्नात् सर्व्वकालं त्वजीर्णं। वर्षेणैव योगमेवोपयुञ्ज्यात्। भवति विगतरोगो योऽप्यसाध्यामयार्त्तः। प्रबलपुरुषकारः शोभते योऽपि वृद्धः। उपचितपृथुगात्रश्रोत्रनेत्रादियुक्तम्। तरुणइव समानां पञ्च जीवेच्छतानि। वाग्भटः—(उः ३८ मः)। गण्डमालायां लाङ्गली—"निर्गुण्डीस्वरसेनाथ लाङ्गलीमूलकल्कितम्। तैलं नस्याद्विहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्। (गलगण्ड—चिः)। (२) पक्वशोथप्रभेदने लाङ्गली—"चिरविल्वाग्निकौ * दारणः परः" (व्रणशोथ—चिः)। (३) नष्टशल्यनिर्हरणार्थम् लाङ्गली—"* नष्टशल्यं विनिःसरेत् *। लाङ्गली मूललेपाद्वा"। (व्रणशोथ—चिः)। चक्रदत्तः॥ अमरापातनार्थं लाङ्गली—"लाङ्गलीमूलकल्केन पाणिपादतलानि हि। प्रलिम्पेत् सूतिका योषित् अमरापातनाय वै"। (मूढ़गर्भ—चिः)। भावप्रकाशः॥

লাঙ্গলীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"বিশল্যা", "গর্ভপাতিনী", "নক্তেন্দুপুষ্পিকা," "ব্রণহৃৎ," "পুষ্পসৌরভা," "বর্ণপুষ্পা," "শারিণী"।

লাঙ্গলীর ভাষানাম—বাঃ—বিষলাঙ্গলা। হিঃ—কলিহারী, কলিয়ারী। মঃ—খড্যানাগ, চগমোড্যা। গুঃ—ডুধিয়ো, বচ্ছনাগ, কলগারী। কঃ—গাড়াগারী। মলা—মেহোন্নি, কাণ্ডল। তিং—কিয়নঙ্কুরা।

ঔষধ্রব্যবহার—কন্দ। **মাত্রা**—½ আনা—২ আনা। তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্টত্বহেতু সাবধানে প্রয়োজ্য।

বর্ণন—কলিহারীর গুল্ম দেখিতে হরিদ্রার গুল্মের মত। ইহার কন্দ আদার মত। কান্দর উপরের ত্বক্ পীতাভ। শীতঋতুতে গুল্ম শুষ্ক হয় এবং বর্ষার প্রথম বারিপাতে কন্দ হইতে পুনঃ অভিনব গুল্ম জন্মিয়া থাকে। আদার মত ইহার কন্দ রোপন করিলে গাছ হয়। অতি নিম্ন ও আর্দ্র স্থানে ইহা জন্মে না—কন্দ পচিয়া যায়। কলিহারীর গুল্ম হইতে শীষ্ বাহির হইয়া তাহাতে ফুল হয়। পুষ্পের জন্য বিষলাঙ্গলী উদ্যানে রক্ষিত হয়। নব্যগণ,—Gloriosa Superbaর বর্ণনে লিখিয়াছেন "This very ornamental Creeper is common on hedges during the rainy seasons." কলিহারীতে এ বর্ণন অরোপিত হইতে পারে না। কলিহারী creeper নহে; সুতরাং কলিহারীর লাটিন্ নামে সন্দেহ আছে। "ঈশলাঙ্গলে" ও "বিষলাঙ্গলে" অনেক কলিহারীর বাঙ্গালা নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশলাঙ্গলে ঈশের মূল, কলিহারী নহে—ইহা পৃথক উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে লাঙ্গলীর ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—উন্মন্থ নামক **কর্ণরোগে** লাঙ্গলী—সুরসাতুলসী এবং লাঙ্গলীর কল্কযোগে পক্ব তৈলের নস্য গ্রহণ করিবে। ইহা উন্মন্থরোগে দৃষ্টফল। (উঃ ১৮ অঃ)। (২) **ইন্দ্রলুপ্তে** লাঙ্গলী—টাকে লাঙ্গলীর প্রলেপ হিতকর। (উঃ ২৪ অঃ)। **রসায়নার্থ** লাঙ্গলী—লাঙ্গলীকন্দ, ত্রিফলা জারিত লৌহ, সমুদায় মিশ্রিত ৫০পল অর্থাৎ মিশ্রিত ৪০০তোলা লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে পিষিয়া ৩৬০টী বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াশুষ্ক করিবে। প্রথমে অর্দ্ধবটী, ক্রমশঃ সমস্ত বটী সেবন করিবে। এবং একমাস কাল, মণ্ড, পেয়া, বিলেপী, মাংস রস সহ, ঘৃত, স্নিগ্ধ বস্ত যথাক্রমে সেবা করিয়া একমাস অতীত হইলে আহার বিষয়ে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিতে পারা যায়, কেবল অজীর্ণ না হয় ইহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেএবং অজীর্ণজনক দ্রব্য পরীহার করিতে হইবে; একবৎসর এই ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে অসাধ্য পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিও নিরাময় হইতে পারে। (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—গণ্ডমালায় লাঙ্গলী—নিসিন্দার স্বরস এবং লাঙ্গলীর কল্কযোগে যথাবিধি পক্ব তৈলের নস্য লইলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। (গলগণ্ডচি—চিঃ)। (২) **পক্ক-শোথ** প্রভেদনে লাঙ্গলী—লাঙ্গলীর প্রলেপ দিলে পাকা ফোড়া ফাটিয়া যায়। (ব্রণশোথ—চিঃ (৩) **অন্তঃশল্যনিহরণার্থ** লাঙ্গলী—শরীরের কোন স্থলে লৌহ পাষাণাদি ফুটিয়া থাকিলে, যদি তদ্দ লাঙ্গলীর কন্দ দ্বারা প্রলিপ্ত করা যায় তাহা হইলে সেই লৌহ পাষাণাদি

বাহির হইয়া থাকে (ব্রণশোথ—চিঃ)। ভাবপ্রকাশ—অমরাপাতনার্থ লাঙ্গলী—প্রসবের পর যদি "ফুল" না পড়ে তাহা হইলে প্রসূতির হস্ত ও পদতল লাঙ্গলীর পিষ্ট মূলদ্বারা প্রলিপ্ত করিলে সত্বর ফুল পড়িবে।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে লাঙ্গলী পঠিত হয় নাই। বিষচিকিৎসায় (চিঃ ২৫ অঃ) এবং কুষ্ঠচিকিৎসায় লাঙ্গলীর উল্লেখ আছে। সৌশ্রুত কল্পস্থানের ২য় অধ্যায়ে স্থাবরবিষবর্গের বিবরণ লিখিত আছে। ইহাতে অষ্ট মূলবিষের মধ্যে বিদ্যুজ্জ্বালার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিদ্যুজ্জ্বালা লাঙ্গলীর নাম। "লাঙ্গলী শুদ্ধিমায়াতি দিনং গোমূত্রসংস্থিতা"—একদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে লাঙ্গলী শুদ্ধ হয়। সুশ্রুত, শ্লেষ্মসংশমনবর্গে (সূঃ ৩৯ অঃ) লাঙ্গলকী পাঠ করিয়াছে।

লোধ্র—লোধ্রঃ।

লোধ্রঃ, ভিল্লী, তিল্বকঃ, তিরীটকঃ—Symplocos Racemosa, *Roxb.*

অস্য ভেদঃ—সাবরলোধ্রঃ (বল্করোধ্রঃ)। অন্বর্থসংজ্ঞা—লোধ্রস্য—"কাণ্ড-হীনঃ," "হেমপুষ্পকঃ"। সাবরলোধ্রস্য—"শ্বেতলোধ্রঃ," "স্থূলবল্কলঃ," "জীর্ণ-পত্রঃ", "বৃহত্পত্রঃ," "লাক্ষাপ্রসাদনঃ," "অক্ষিভেষজঃ" "মার্জনঃ", "গালবঃ" (গালং নৈরস্রাবং বায়তি)। লোধ্রঃ শীতঃ কষায়শ্চ হন্তি তৃষ্ণামরোচকম্। বিষবিধ্বংসনঃ প্রোক্তো বল্যো গ্রাহী কফাপহঃ। লোধ্র'যুগ্ম" কষায়ন্তু শীতং বাতকফাস্রজিত্। চক্ষুষ্যং বিষহৃত্ তত্র বিশিষ্টো বল্করোধ্রকঃ। ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টুরাজনিঘণ্টুশ্চ॥ লোধ্রো গ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুত্। কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্জ্বরাতীসারশোথহৃত্। ভাবপ্রকাশঃ॥ 'লোধ্রো'ঽস্রকফপিত্তঘ্নশ্চক্ষুষ্যঃ শোথজিৎ স্মৃতঃ। তত্র'স্থাবরলোধ্রো'ঽপি চক্ষুষ্যোঽল্পগুণৈর্যুতঃ। রাজবল্লভঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'রক্তপিত্তে' লোধ্রঃ—"উশীরকালীয়কলোধ্রপদ্মক *। পৃথক্ পৃথক্ চন্দনতুল্যভাগিকাঃ। সশর্করাস্তণ্ডুলধাবনাপ্লুতাঃ। রক্তং সপিত্তং * শমযন্তি সদ্যঃ। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) 'কুষ্ঠেষু' লোধ্রঃ—"লোধ্রস্য * কল্কাঃ * কুষ্ঠঘ্নমুদ্বর্তনমাদিশন্তি" (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) 'ব্রণে' লোধ্রঃ—"* লোধ্রজাম্ববকাট্-ফলৈঃ। লভ মাসেন গচ্ছন্তি বল্কচূর্ণৈরবচূর্ণিতা ব্রণাঃ" (চিঃ ২৫ অঃ)।

(৪) 'कासामातीसारयोः तिल्वकघृतम्—पचकल्कं घृतैर्भृष्टं तिल्वकस्य समर्करं। पेया चोत्कारिका च्छर्दिसृट्कासामातिसारनुत्।' (चि: २२ अ:)। (५) 'श्वेतप्रदरे' लोध्रः—"न्यग्रोधत्वक्कषायेण लोध्रकल्कं तथा पिबेत्"। (चि: ३०)। चरकः॥ 'अनागताबाधप्रतिषेधनीये' लोध्रः—"भिमुरदककषायेण तथैवामलकस्य वा। प्रक्षालयेन्मुखं नेत्रे स्वस्थः शीतोदकेन वा। नीलिकां मुखशोषञ्च पिड़कां व्यङ्गमेव च। रक्तपित्तकृतान् रोगान् सद्य एव विनाशयेत्। (चि: २४ अ:)। सुश्रुतः॥ 'मुखशुक्लरोगे' लोध्रः—"सेचनं रोध्रपोट्टल्या कोष्णाम्भोमग्नयाऽथवा"। (चि: ११ अ:)। वाग्भटः॥ 'चलितगर्भे' लोध्रः—"अष्टमे मासि लोध्रं मधु मागधिकाश्च सह दुग्धेन पीतवतीनां चलिते गर्भे स्त्रीणां सुखं सम्पद्यते"। (चि: ४८ अ:)। हारीतः॥ 'अक्षिपाकिरोगहरत्वे' लोध्रः—"तथा शावरकं लोध्रं घृतभृष्टं विड़ालकः" (नेत्र—चि:)। चक्रदत्तः॥ 'प्रवाहिकायां' लोध्रः—"सलोध्रमेकतो दध्ना पिबेत् प्रवाहिकाहितः। (प्रवाहिका—चि:)। (२) 'प्रसूतायाः योनिक्षते' लोध्रः—"तुम्बीपत्रं तथालोध्रं समाभागं सुपेषयेत्। तेन लेपो भगे कार्य्यः शीघ्रं स्याद् योनिरव्रणा। (स्त्रीरोग—चि:)। भावप्रकाशः।

অন্যার্থসংজ্ঞা—**লোধ্রের**—"কাণ্ডহীন," "হেমপুষ্পক," **বল্কলোধ্রের**—"শ্বেতলোধ্র," "স্থূলবল্কল," "জীর্ণপর্ণ," "বৃহৎপর্ণ," "মার্জ্জন," "লাক্ষাপ্রসাদন," "অক্ষিভেষজ"। "[illegible]ালব" (নেত্রস্রাব নাশক)। **লোধ্রের ভাষানাম**—বাঃ—লোধকাষ্ঠ (ইহা যদিচ ছাল, তথাপি কাষ্ঠ শব্দেই প্রসিদ্ধ)। **হি—লোধ**। মঃ—লোধ। গুঃ—লোদর। কঃ—লোধ। তৈঃ—তেল্ললোহুগচেট্টু গ। অঃ—মুগাম। **সিং—লোতুরব্বুলু**।

লোধ্রের ভেদ—লোধ্র দুই প্রকার, লোধ্র ও বল্কলোধ্র (শাবরলোধ্র)। নিঘণ্টুমতে তিল্লী, তিল্বক ও তিরীট, লোধ্রের এবং পট্টিকালোধ্র বল্কলোধ্রের পর্য্যায়। টীকাকারগণকে কুত্রাপি নিঘণ্টুমতের বিরুদ্ধবাদী দেখা যায়, যথা—চক্রোক্ত নেত্ররোগ চিকিৎসায় শিবদাস লিখিয়াছেন "তিরীটঃ পট্টিকালোধ্রঃ"। লোধ্রত্বক্ বণিক্ দ্রব্য। অধুনা বাজারে লোধ্র ও শ্বেত লোধ্র (শাবর লোধ্র) পৃথক্ বিক্রীত হয় না। বাজার হইতে ক্রীত লোধ্ররাশি নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় উহার মধ্যে কতকগুলি ইষ্টক বর্ণের এবং কতকগুলি ম্লান শুভ্র। এই ম্লানশুভ্রগুলিই শাবর লোধ্র। শাবর মালবান্তর্গত একটী দেশ। এই দেশজাত লোধ্র

শাবর লোধ্র নামে খ্যাত ছিল। লোধ্রবৃক্ষ বঙ্গে সুলভ নহে। লোধ্রদ্বয়ের অন্বর্থসংজ্ঞাই উহার যথেষ্ট পরিচয়সাধিকা। কালিদাস রক্তবর্ণ গরুর উপরিস্থিত সিংহকে, পর্ব্বতের ধাতুময় উপত্যকাস্থিত প্রফুল্ল লোধ্রবৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (রঘু ২য় সর্গ—২৯ শ্লোক) **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্ ও পত্র। **মাত্রা**—ত্বক্‌চূর্ণ—২—৮ আনা। কাথ ৫—১০ তোলা। বল্কলোধ্র অর্থাৎ শ্বেতলোধ্র অক্ষিরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। অতএব বিশেষ না থাকিলেও অক্ষিরোগের চিকিৎসায় উক্ত লোধ্র শব্দে শ্বেতলোধ্র গ্রহণ করিতে হইবে। লোধ রেচক এবং বল্কলোধ্র গ্রাহী, অতএব বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও অতিসারোক্ত লোধ্র শব্দে বল্কলোধ্র এবং বৈরেচনিক যোগোক্ত লোধ্র শব্দে লোধ্র গ্রাহ্য।

বৈদ্যকে লোধ্রের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে লোধ্র—লোধকাষ্ঠ ও শ্বেতচন্দন সমভাগ, শর্করাসহ পেষণপূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **কুষ্ঠে** লোধ্র—লোধকাষ্ঠ পেষণপূর্ব্বক, কুষ্ঠরোগী গাত্রে মর্দ্দন করিবে বা প্রলেপ দিবে। (চিঃ ৭অঃ) (৩) **ব্রণে** লোধ্র—লোধকাষ্ঠচূর্ণদ্বারা ব্রণ অবধূলিত করিলে সত্বর ব্রণ পূরিয়া উঠে। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **কাস ও আমাতীসারে** লোধ্রপত্র—আর্দ্র লোধ্রপত্র পেষণপূর্ব্বক গব্যঘৃতে ভাজিবে পরে শর্করা ও জলসহ পেয়া বা উৎকারিকা (কাই) প্রস্তুত করিয়া কাস ও আমাতীসারী সেবন করিবে। ইহা ছর্দ্দি ও তৃষ্ণারোগেও প্রশস্ত (চিঃ ২২ অঃ)। (৫) **শ্বেতপ্রদরে** লোধ্র—বটবৃক্ষের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তৎসহ পিষ্ট লোধ্রত্বক্ পান করিবে। ইহা শ্বেতপ্রদরে হিতকর। (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত—অনাগতাবাধপ্রতিষেধনীয়ে** লোধ্র—লোধ্র কাষ্ঠের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা মুখ ও নেত্র ধৌত করিলে, ব্যঙ্গাদি রোগ এবং নেত্রবিকার জন্মে না। (চিঃ ২৪ অঃ)। **বাগ্‌ভট—শুক্লশুক্ররোগে** বল্কলোধ্র—বল্কলোধ্রের ত্বক্ কুট্টিত করিয়া পোট্টলী বদ্ধ করিবে। এই পোট্টলী ঈষদুষ্ণ জলে নিমজ্জিত করিয়া তন্নিঃসৃত জল চক্ষুতে সেচন করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **হারীত—চলিতগর্ভে** লোধ্র—অষ্টম মাসে গর্ভ নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলে গর্ভিণীকে লোধ্রকাষ্ঠ পিপুল এবং মধু গব্যদুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া স্বস্থতা জন্মিবে। (চিঃ ৪৯ অঃ)। **চক্রদত্ত—অশেষ অক্ষিরোগহরত্বে** লোধ্র—শাবর লোধ্র গব্যঘৃতে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ জলসহ পেষণ পূর্ব্বক চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা বিবিধ নেত্ররোগে হিতকর। (নেত্ররোগ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায়** লোধ্র—যাহার প্রবাহিকা ("আমাশয়") হইয়াছে, সে লোধ্রত্বক্ দধির পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে। (প্রবাহিকা চিঃ)। (২) **প্রসূ**

তির যোনিক্ষতে লোধ্র—লাউয়ের পাতা এবং লোধকাষ্ঠ সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক যোনিতে প্রলেপ দিলে, প্রসূতির যোনিক্ষতের রোপণ হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক সন্ধানীয়, পুরীসংগ্রহণীয় এবং শোণিতাস্থাপনবর্গে লোধ্র পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত,** লোধ্রাদি ও শ্যামাদিবর্গে লোধ্র এবং অম্বষ্ঠাদি ও ন্যগ্রোধাদিবর্গে লোধ্র ও শাবরলোধ্র পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, সংশোধন সংশমনীয় বর্গে অধোভাগহর দ্রব্যের মধ্যে তিল্বক পাঠ করিয়া বলিয়াছেন "তত্র তিল্বকাদীনাং পাটলান্তানাং ত্বচঃ" ; সুতরাং লোধ্রত্বকের রেচনত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন "লোধ্রো গ্রাহী" এবং শাবরলোধ্র "চক্ষুষ্যো মৃদুরেচনঃ" সুতরাং সুশ্রুতের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। চরকোক্ত তিল্বককল্প (কল্পস্থান ৯ অঃ) পাঠেও তিল্বকের রেচকত্ব অবগত হওয়া যায়। অস্মদ্দৃষ্ট কোনও নিঘণ্টুতে শাবর লোধ্রের পর্য্যায়ে তিল্বক ও তিরীটক শব্দ পঠিত হয় নাই।

Constituents.—Three alkaloids laturine, colloturine and loturidine ; and ash, which contains carbonate of soda. **Actions and uses.** Astringent and tonic ; with Bael and Nuxvomica given in diarrhœa, dysentry, menorrhagia and other chronic discharges. The decoction is used as a gargle, in relaxed uvula and bleeding gums ; as as a plaster it is used promote maturation of boils. (R. N. Khory, Vol. II., p. 433).

অন্যমত—লোধকাষ্ঠ—কষায় এবং বল্য। বেল এবং নক্সভমিকার সহিত ইহা অতিসার আম ও রক্তাতিসার, রক্ত ও শ্বেতপ্রদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাথের কবল, বর্দ্ধিত আলজিবে এবং দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাবের পক্ষে হিতকর। পিষ্ট লোধকাষ্ঠের প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া যায়। (আর্, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃঃ)। **ডাঃ চার্লস্** বলেন—দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আর্ত্তবরজঃ অতিরিক্ত মাত্রায় স্রাব হইতে থাকিলে লোধকাষ্ঠচূর্ণ ২০ গ্রেণ প্রতিদিন চিনির সহিত ৩।৪ বার, খাইলে তিন চারিদিনেই পীড়া নিবৃত্তি পায়।

শঙ্খপুষ্পী—শঙ্খপুষ্পী।

शङ्खपुष्पी (शङ्खपुष्पा)—Pladera Decussata, *Roxb.*

अन्य भेदी—(१) नीलपुष्पी, विष्णुक्रान्ता। (२) रक्तपुष्पी—Pladera

Sessiliflora or P. Virgata, *Roxb.* অন্বর্থসংজ্ঞা—'শঙ্খপুষ্প্যাঃ'—"মেধ্যা"। শঙ্খিনী কটুতিক্তোষ্ণা কাসপিত্তবলাসজিৎ। বিষাপস্মারভূতাদীন্ হন্তি মেধ্যা রসায়নী। 'বিষ্ণুক্রান্তা' কটুস্তিক্তা কফবাতাময়াপহা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। শঙ্খপুষ্পী হিমা তিক্তা মেধাকৃৎ স্বরকারিণী। গ্রহভূতাদিদোষঘ্নী বশীকরণসিদ্ধিদা। রাজনিঘণ্টুঃ॥ শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যা বৃষ্যা মানসরোগহৃৎ। রসায়নী কষায়োষ্ণা স্মৃতিকান্তিবলাগ্নিদা। দোষাপস্মারভূতাশ্রীকুষ্ঠক্রিমিবিষপ্রণুৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥ শঙ্খপুষ্পী তু তীক্ষ্ণোষ্ণা মেধ্যা ক্রিমিবিষাপহা। রাজবল্লভঃ॥ রক্তা নীলা গুণৈঃসমা। নিঘণ্টুরত্নাকরঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'মেধাবর্দ্ধনার্থে' শঙ্খপুষ্পী—"মেধ্যা বিশেষেণ তু শঙ্খপুষ্পী" (চিঃ ১ অঃ)। চরকঃ॥ 'উন্মাদে' শঙ্খপুষ্পী—"* শঙ্খপুষ্পিকাস্বরসাঃ। উন্মাদহৃতো দৃষ্টাঃ পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রাঃ"। (উন্মাদ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

শুক্ল শঙ্খপুষ্পীর ভাষানাম—বাঃ—ডানকুনী। হিঃ—শঙ্খাহুলী শংখাবলী। গুঃ—শংখাবলী। কঃ—শঙ্খপুষ্পী। তেঃ—বিষ্ণু—ক্রান্তি। **শঙ্খপুষ্পীর ভেদ**—যদিও পুষ্পের বর্ণভেদে শঙ্খপুষ্পী তিনপ্রকার, যথা—শুক্লপুষ্পী, রক্তপুষ্পী এবং নীলপুষ্পী, তথাপি শঙ্খপুষ্পী বলিলে শুক্লপুষ্পীকেই বুঝাইয়া থাকে। শুক্লপুষ্পী শঙ্খপুষ্পীর ইতর ব্যবচ্ছেদক চিহ্ন সম্বন্ধে ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—"শুক্লপুষ্পী ভূমিলগ্না হ্রস্বা সা শঙ্খপুষ্পিকা" অর্থাৎ শুক্লপুষ্পী শঙ্খপুষ্পীর ক্ষুপ অন্যাপেক্ষা হ্রস্বতরা এবং ইহার পুষ্প শঙ্খবৎ আবর্ত্তান্বিত ও শুভ্র। রক্তপুষ্পী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"সূক্ষ্মপত্রান্তরা জ্ঞেয়া সর্পাক্ষী রক্তপুষ্পিকা" যাহার পত্র অন্যাপেক্ষা সূক্ষ্মতরা তাহা রক্তপুষ্পা শঙ্খপুষ্পী, সর্পাক্ষী ইহার নামান্তর। **অন্বর্থসংজ্ঞা**—**শ্বেতপুষ্পার**—"মেধ্যা"।

বর্ণন—শ্বেতপুষ্পা শঙ্খপুষ্পীর ক্ষুদ্র ক্ষুপ আর্দ্র বা জলাসন্ন ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। **ক্ষুপকাণ্ড** একহস্তও উচ্চ হয় না, কাণ্ডে ৪টী আড়া আছে, আড়াগুলি পক্ষবৎ বর্দ্ধিত ও বহুশাখান্বিত। পত্রগুলি,—সরু, লম্বা, সূক্ষ্মাগ্র, তিনটী শিরাযুক্ত, অবৃন্তক এবং নানা আকৃতির। **ফুল**—শাখাগ্রে ও শাখাপার্শ্বে স্থিত। বিশেষত্ব এই—শাখাগ্রস্থিত ফুলগুলি তিন স্তবক, উভয়ই শুভ্র। ক্ষুপের কাণ্ড এবং শাখায় যেমন চারিটী আঁড়া থাকে, পুষ্পবৃন্তও তদ্রূপ। ইহা বর্ষায় পুষ্পিত হয়। শ্বেতপুষ্পা শঙ্খপুষ্পীই ভেষজার্থ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব তাহাই বর্ণিত হইল। **ঔষধার্থ ব্যবহার**-সমগ্র ক্ষুপ। **মাত্রা**—স্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে শঙ্খপুষ্পীর ব্যবহার।

চরক মেধাবর্দ্ধনার্থ শঙ্খপুষ্পী—শঙ্খপুষ্পী বিশেষরূপ মেধাবর্দ্ধক (চিঃ ১ অঃ)। **চক্রদত্ত**—উন্মাদে শঙ্খপুষ্পী—শঙ্খপুষ্পীর স্বরস, কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়। (উন্মাদ—চিঃ)। **বক্তব্য**—চারক "দশেমানি"তে কিংবা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়াধ্যায়ে শঙ্খপুষ্পী পঠিত হয় নাই।

Actions and uses.—Laxative, alterative and nervine tonic. Fresh juice is given in insanity, general debility, scrofula, dyspepsia &c. (R. N. Khory, Vol. II., p. 409.)

নব্যমত—মৃদুরেচক, রসায়ন এবং নার্ভের বলপ্রদ। ইহার স্বরস, উন্মাদ, দৌর্ব্বল্য গণ্ডমালা এবং গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয়। (কোরি, ২য় খঃ, ৪০৯ পৃঃ)।

শতপুষ্পা—शतपुष्पा।

शतपुष्पा, शताह्वा—Pencedanum Sowa, Bth. & Hf. *The fruits* —Dill Seeds.

अन्वर्थसंज्ञा—"अतिच्छत्रा," "संघातपत्रिका," "सूक्ष्मपत्रिका", "भूरिपुष्पा," "शतपुष्पा," "अवाक्पुष्पी," "पीतपुष्पा"। शताह्वा कटुका तिक्ता स्निग्धोष्णा श्लेष्मवातजित्। ज्वरनेत्रव्रणान् हन्ति वस्तिकर्म्मणि शस्यते। शतपुष्पा'दलं' चोक्तं हृद्यं मधुरगुल्मजित्। वातघ्नं दीपनं स्तन्यं कफकृद्रुचिदायकम्। धन्वन्तरीय-निघण्टुः॥ शताह्वा तु कटुस्तिक्ता स्निग्धा श्लेष्मातिसारनुत्। ज्वरनेत्रव्रणघ्नी च वस्तिकर्म्मणि शस्यते। राजनिघण्टुः॥ शतपुष्पा लघुस्तीक्ष्णा पित्तकृत् दीपनी कटुः। उष्णा ज्वरानिलश्लेष्मव्रणशूलाक्षिरोगहृत्। भावप्रकाशः॥ शताह्वाऽनिलदाहाऽऽमशूलहृट्छर्द्दिनाशनी। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'शुष्कार्शःसु शतपुष्पा—"स्तब्धानि स्वेदयेत् पूर्व्वं शोफशूलान्वितानि च। * वचाशताह्वापिण्डैर्वा सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः।" (चिः ८ अः)। (२) 'वाताधिके वातरक्ते' शतपुष्पा—"क्षीरपिष्टं * लेपं। कुर्य्याच्छूलनिवृत्त्यर्थं शताह्वं वानिलेऽधिके"। (चिः २८ अः)। चरकसंहितायां

হৃদ্বলঃ॥ 'মক্ষিকাবিষে' মদনপুষ্পা—"মদনপুষ্পাসমাযুক্তং সৈন্ধবং পরিপেষিতম্। সঘৃতং লেপনং দদ্যাৎ মক্ষিকাবিষনাশনম্॥ বঙ্গসেনঃ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"অতিচ্ছত্রা", "সংঘাতপত্রিকা," "সূক্ষ্মপত্রিকা", "ভূরিপুষ্পা," "শতপুষ্পা", "আবাক্‌পুষ্পী," "পীতপুষ্পা"।

শতপুষ্পার ভাষানাম—বাঃ—শলুফা। কোঃ—শলুফ্। **হিঃ—সোয়া, সোয়েকে বীজ।** মঃ—বাৰ্ঠ্ঠমশেপ। গুঃ—শুবাদানা। কঃ—সব্বসীগে। তৈঃ—সদাপা। ফাঃ—শুৎ। অঃ—বজ্রুল্ সীব্বৎ। ইং—কমন্‌ডিল্ ফ্রুট্। **সিং—মদনপুষ্পা।**

বর্ণন—শীতকালে শলুফার আবাদ হয়; ইহা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। উপরি লিখিত সার্থক সংজ্ঞাগুলিই শলুফার পত্রপুষ্পের পরিচয়পক্ষে যথেষ্ট। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র ও বীজ। **মাত্রা**—বীজচূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে শতপুষ্পার ব্যবহার।

চরক—শুষ্কার্শে শতপুষ্পা—বচ ও শলুফা স্নেহযোগে পেষণ পূর্ব্বক (কাঁজিদ্বারা) ঈষদুষ্ণ করিবে। এই পিণ্ড পোট্টলীবদ্ধ করিয়া এতদ্দ্বারা বেদনা ও স্ফীতিযুক্ত শুষ্ক অর্শে স্বেদ দিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **বাতাধিকবাতরক্তে** শলুফা—শলুফার বীজ গব্যদুগ্ধযোগে পেষণপূর্ব্বক বাতাধিক বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গে লেপন করিবে। (চিঃ ২৯ অঃ)। **মক্ষিকাবিষে** শতপুষ্পা—শলুফা ও সৈন্ধব লবণ জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক গব্যঘৃত যোগে প্রলেপ দিলে মক্ষিকাবিষ বিনাশ পায়। **বঙ্গসেন।**

বক্তব্য—চরক, অনুবাসনোপবর্গে শতপুষ্পা পাঠ করিয়াছেন। ডিমক্ (২য় খণ্ড ১২৮ পৃঃ)। মিশ্রেয়া শব্দ শতপুষ্পার পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। মিশ্রেয়া মৌরীর নাম শতপুষ্পার নহে।•

Constituents.—Volatile oil 3 or 4 p. c., and fixed oil, The volatile oil is composed of anethene, carvol and another hydrocarbon. (R. N. Khory, Vol. II., p. 294), "Carminative, stomachic, stimulant, and galactagogue, women use it as a cordial drink after confinement to stop a tendency to vomiting and hiccough and in indigestion and flatulent colic; it is also given in amenorrhœ. With methi the seeds are fried in butter and used to check diarrhœa. (R. N. Khory, Vol,, II., p. 294). **Actions and uses.**—Dill-seed is much esteemed by the natives of India, who use it as a condiment and medicine. An

infusion of it is given as a cordial drink to women after confinement. The leaves moistened with oil are used as a stimulating poultice or suppurative. (Dymock, Vol. II., p. 128).

নব্যমত—এতদ্দেশীয়ের মধ্যে শলুফার বহু আদর—তাঁহারা ইহাকে চাট্‌নি এবং ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকেরা হৃদয়ের বলপ্রদ বলিয়া শলুফার কাথ পান করে। শলুফার পত্র তৈলের সহিত পেষণ করিয়া উষ্ণ প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রলেপে অপক্ক স্ফোটক পক্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (ডিমক, ২য় খণ্ড, ১২৮ পৃঃ)। শলুফা, বায়ুনাশক, পাচক, উষ্ণ এবং স্তন্যবর্দ্ধক। গর্ভাবস্থায় বিবমিষা এবং হিক্কা নিবারণার্থ স্ত্রীলোকগণ ইহার কাথ পান করে। অজীর্ণ এবং উদরাধ্মানযুক্ত শূল, বিলম্বিত রজঃ কিম্বা রজোরোধ রোগেও ইহার ব্যবহার প্রশস্ত। (আর, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ২৯৪ পৃঃ)।

শতাবরীদ্বয়—শতাবরীদ্বয়ম্।

শতাবরী বহুপুত্রা, অভীরু:—Asparagus Racemosus. **মহাশতাবরী সহস্রবীর্য্যা**—Asparagus Sarmentosus.

অন্বর্থসংজ্ঞা—'শতাবর্য্যা:'—"শতমূলা," "জটামূলা," "সূক্ষ্মপত্রা," "ঊর্দ্ধকণ্টকা", "দুর্মরা"। 'মহাশতাবর্য্যা'—"বহুপুত্রিকা," "ঊর্দ্ধকণ্টা"। 'শতাবরী' হিমা তিক্তা রসে স্বাদু: ক্ষয়াস্রজিৎ। বাতপিত্তহরা বৃষ্যা রসায়নবরা স্মৃতা। 'সহস্রবীর্য্যা' মেধ্যা তু হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী। শীতবীর্য্যা নিহন্ত্যর্শোগ্রহণীনয়নামযান্। 'তদঙ্কুর' স্ত্রিদোষঘ্নো লঘুরর্শ:ক্ষয়াপহ:। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু:॥ শতাবর্য্যৌ হিমে বৃষ্যে মধুরে পিত্তজিৎ পরে। কফবাতহরে তিক্তে মহাশ্রেষ্ঠে রসায়নী। শতাবরীদ্বয়ং বৃষ্যং মধুরং পিত্তজিদ্ধিমম্। মহতী কফবাতঘ্নী তিক্তা শ্রেষ্ঠা রসায়নী। কফপিত্তহরাস্তিক্তাস্তস্যা এবাঙ্কুরা: স্মৃতা:। রাজনিঘণ্টু:॥ শতাবরী গুরু: শীতা তিক্তা স্বাদ্বী রসায়নী। মেধাগ্নিপুষ্টিদা স্নিগ্ধা নেত্র্যা গুল্মাতিসারজিৎ। 'মহাশতাবরী' মেধ্যা হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী। শীতবীর্য্যা নিহন্ত্যর্শোগ্রহণীনয়নাऽऽময়ান্। ভাবপ্রকাশ:॥

शतावरो वातपित्तमेहरक्तहरा सरा। राजवल्लभः॥ शतावर्य्या 'स्वादु रसः' तिक्तो हृद्यो लघुः स्मृतः। हृद्यस्त्रिदोषपित्तघ्ना वातरक्ताशसां हरः। क्षय-संग्रहणोरोगनाशनस्तिक्तको लघुः। निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—मूत्रमार्गात् 'रक्तस्रुतौ' शतावरी—"शतावरीगोक्षुरकैः शृतंवा *। रक्तं निहन्त्याशु विशेषतस्तु यन्मूत्रमार्गात् सरुजं प्रयाति। (चिः ४ अः)। (२) 'रक्तातिसारे' शतावरी—"पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीर-भुग्जयेत् रक्तातिसारं पीत्वा वा तया सिद्धं घृतं नरः"। (चिः १० अः)। (३) 'वातपित्तोल्वणे विसर्पे' शतावरीकन्दः—"शतावर्य्या विदार्य्याश्च कन्दौ धौत-घृताप्लुतौ *। * तैरेवालेपनं हितम्"। (चिः ११ अः)। (४) 'अपस्मारे' शतावरी—"प्रयुञ्ज्यात् * पयसा वा शतावरीम्"। (चिः १६ अः)। चरकः॥ 'अहृश्येषु अर्शःसु' शतावरी—"शतावरीमूलकल्कं वा क्षीरेण" (चिः ६ अः)। (२) 'कर्णतैलगते'—शतावरी—"* तत्राशु कर्णस्थं प्रतिपूरणं। स्वरसो वहुपुत्रायाः सघृतः क्षौद्रसंयुतः। (कल्प —१ अः)। (३) शकुनीप्रतिषेधार्थं शतावरी—"शतावरी * धारयेत्। (उः ३० अः)। (४) वातज्वरे शतावरी—"गुडूच्याः स्वरसोग्राह्यः शतावर्य्याश्च तत् समः। निहन्यात् सगुडः पीतः सद्यो-ऽनिलकृतं ज्वरम्"। (उः ३८ अः)। (५) स्वरभेदे शतावरी—"शतावरी-चूर्णयोगं *। पिबेत् * मूत्रेण कफजे स्वरसंक्षये"। (उः ५३ अः। सुश्रुतः॥ रात्र्यान्ध्ये शतावरीपत्राणि—"घृते सिद्धानि * पत्रवाणि च भक्षयेत्। तथाति-मुक्त * अभीरुजानि च"। (उः १२ अः)। (२) रसायनार्थं महाशतावरी—"शतावरीकल्ककषायसिद्धम्। ये सर्पिः रश्नन्ति सिताद्वितीयम्। तान् जीविता-ध्वानमभिप्रपन्नान्। न विप्रलुम्पन्ति विकारचौराः। (उः ३८ अः)। वाग्-भटः॥ मूत्रकृच्छ्रे शतावरी—"पिबेच्छतावरी मूलं चूर्णितं शीतवारिणा" (चिः २८ अः)। हारीतः॥ वातरक्ते शतावरी—"शतावरी कल्कगर्भं रसे तस्या-श्चतुर्गुणे। क्षीरतुल्यं घृतं पक्वं वातशोणितनाशनम्। (वातरक्त—चिः)। (२) पित्तशूले शतावरी—"शतावरीरसं क्षौद्रयुतं प्रातः पिबेन्नरः। दाहशूलोप-

যাম্যয়ৰ্থং মৰ্ব্বপিত্তাऽऽময়াপহম্" (মূল—চিঃ)। বঙ্গদত্তঃ॥ রক্তপিত্তে মহাবরী—* "মহাবর্য্যা রক্তজিত্ সাধিতং পয়ঃ"। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥

শতাবরীর ভাষানাম—বাঃ—শতমূলী। কোঃ—হাড়গাজী। **হিঃ—মতাবর।** মঃ—লঘুশতাবরী, আসবলী। গুঃ—শতাবরী, একলকণ্টো। কঃ—কিরিপ-আসড়ী। তৈঃ—এদুমট্টিটেঙাচল্ল। ফাঃ—শুর্জদস্তি। অঃ—শকাকুলমিশ্রী। **সিং—মানা-বাবিয়।** **ভেদ**—শতাবরী, মহাশতাবরী। **অন্বর্থসংজ্ঞা—শতাবরীর**—"শতমূলা", "জটামূলা", "সূক্ষ্মপত্রা", "উর্দ্ধকণ্টকা", "দুর্মরা"। **মহাশতাবরীর**—"বহুপুত্রিকা", "উর্দ্ধকণ্টা"। **সিং—মহমানাবাবিয়।**

বর্ণন—শতাবরীর কাণ্ড ও শাখা ক্ষীণ। ইহা নদীতীরবর্ত্তী আলগা ও উর্ব্বর মৃত্তিকায় উত্তমরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার পত্র অতি ছোট, শাখা কণ্টকিত। প্রাবৃটের প্রথম বারিপাতে পুরাণ কাণ্ড হইতে নবীন শাখা নির্গত হইয়া পুষ্পে শোভিত হয়—পুষ্প অতি ক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ এবং সুরভি। মহাশতাবরী সর্ব্বথা শতাবরীতুল্য কেবল ইহার ক্ষুপ দীর্ঘতর মূল সংখ্যায় অধিক এবং স্থূল। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পত্র, অঙ্কুর। **মাত্রা**—মূলস্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে শতমূলীর ব্যবহার।

চরক—মূত্রমার্গ হইতে **রক্তস্রাবে** শতমূলী—কাঁচা শতমূলী ১ তোলা, গোক্ষুর ১ তোলা, জল দেড় পোয়া, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, ক্ষীরপরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, প্রস্রাবদ্বার হইতে বেদনার সহিত রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **রক্তাতিসারে** শতাবরী—রক্তাতিসারী, শতাবরী উত্তম পেষণপূর্ব্বক গব্যদুগ্ধের সহিত সেবনপূর্ব্বক দুগ্ধমাত্র ভোজন করিবে কিংবা শতাবরী কল্কসাধিত ঘৃত যথামাত্রায় পান করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। **বাতপিত্তোল্বণবিসর্পে** শতাবরীকন্দ—শত-ধৌত ঘৃতে শতাবরীকন্দ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা বিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ লেপন করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) **অপস্মারে** শতাবরী—দুগ্ধের সহিত পিষ্ট শতাবরী সেবন, অপস্মারে হিতকর। (চিঃ ১৫ অঃ)। **সুশ্রুত** অদৃশ্য **অর্শে** শতাবরী—দুগ্ধের সহিত শতাবরী পেষণপূর্ব্বক পান করিলে অদৃশ্য অর্শ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **কর্ণতৈলগতে** শতাবরী—তৈল কর্ণগত হইলে কর্ণে স্ফীতি, বেদনা, শ্রবণশক্তির বৈগুণ্য এবং কর্ণস্রাব ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রতীকারার্থ সত্বর ঘৃতমধুযুক্ত শতাবরীর রসে কর্ণ প্রতিপূরণ করিবে। (কল্পঃ ১ অঃ)। (৩) **শকুনীপ্রতিষেধার্থ** শতাবরী—শকুনীগ্রহাক্রান্ত শিশুকে শতাবরীমূল ধারণ করাইবে। (উঃ ৩০ অঃ)। (৪) **বাতজ্বরে** শতাবরী—গুড়ূচী ও

শতমূলীর রস সমভাগে লইয়া পুরাণগুড়যোগে সেবন করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হয়। (উঃ ৩৯ অঃ)। (৫) **স্বরভেদে** শতাবরী—কফজন্য স্বরভঙ্গ হইলে গোমূত্রের সহিত শতমূলীর্ণচূর্ণ পান করিবে। (উঃ ৫৩ অঃ)। **বাগ্‌ভট—রাত্র্যান্ধ্যে** শতবরী—শতমূলীর পত্র গব্যঘৃতে ভাজিয়া, রাতকাণারোগী ভোজন করিবে। (উঃ ১৩ অঃ)। (২) **রসায়নার্থ** মহাশতাবরী—মহাশতাবরীর কল্ক ও কাথযোগে ঘৃত পাক করিয়া মাত্রানুসারে পান করিলে, বিকারচৌর জীবিতাপহরণ করিতে পারে না। (উঃ ৩৯ অঃ)। **হারীত—মূত্রকৃচ্ছ্রে** শতমূলী—শীতল জলের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অঃ)। **চক্রদত্ত—বাতরক্তে** শতমূলী—ঘৃতের চতুর্থাংশ শতমূলীকল্ক, সমভাগ গব্যদুগ্ধ এবং চতুর্গুণ শতমূলীর রসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। (২) **পিত্তশূলে** শতমূলী—প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পিত্তশূল দাহ এবং সর্ব্বপিত্তবিকার প্রশমিত হয়। (শূল—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তে** শতাবরী—শতমূলী ২ তোলা, জল দেড় পোয়া, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, ক্ষীর পরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

বক্তব্য—চরক, বয়ঃস্থাপনবর্গে "অতিরসা" পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, বাতসংশমন বর্গে (সুঃ ৩৯ অঃ) শতাবরী পাঠ করিয়াছেন। বিবিধ তৈলঘৃতে শতমূলীর ভূরি ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

Constituents.—Contains large amount of saccharine matter and mucilage; **Actions and uses.**—Nutritive, tonic, demulcent and galactagogue, given in biliousness, rheumatism, dyspepsia and diarrhœa, in combination with other diuretics it is given in scanty urine; as a tonic it is used in seminal debility and pulmonary complaints. (R. N. Khory, Vol, II., p. 613.)

নব্যমত—শতমূলী, পুষ্টিকর, বল্য, শীত এবং স্তন্যবর্দ্ধক। ইহা পিত্তবিকার, বাত, গ্রহণী ও উদরাময়ে প্রযুক্ত হয়। শতমূলী, অন্যান্য মূত্রবর্দ্ধক ভেষজের সহিত মূত্রাল্পতায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলকারকরূপে ইহা শুক্রক্ষয়জ দৌর্ব্বল্যে এবং ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। (কোরি, ২য় খঃ, ৬১৩ পৃঃ)।

শরপুঙ্খাত্রয়—शरपुङ्खात्रयम् ।

रक्तशरपुङ्खा—Tephrosia 'Purpuria, *Pers.* or Galega Purpurea, *Linn.* G. Lancifolia. सितशरपुङ्खा—Galega Incana, *Roxb.* G. Villosa. *Roxb.* काण्टपुङ्खा—Galega Spinosa, *Roxb.*

भेदाः—(१) रक्तशरपुङ्खा, (२) सितशरपुङ्खा, (३) काण्टपुङ्खा च। पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"नीलवृक्षाकृतिश्च सः"। अन्वर्थसंज्ञा—रक्ताया—"प्लीहशत्रुः"। शरपुङ्खाः कटूष्णाश्च क्रमिवातरुजापहाः। श्वेता त्वासु गुणाढ्या स्यात् प्रशस्ता च रसायने॥ 'काण्टपुङ्खा' कटूष्णा च क्रमिशूलविनाशनी। राजनिघण्टुः॥ 'शरपुङ्खो' यकृत्प्लीहगुल्मव्रणविषापहः। तिक्तः कषायः कासास्रश्वासज्वरहरो लघुः। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—अलर्कविषे शरपुङ्खा—"मूलस्य शरपुङ्खायाः कर्षं धुस्तूरकार्षिकम्। तण्डुलोदकमादाय पेषयेत्तण्डुलैः सह। उन्मत्तकस्य पत्रैस्तु संवेष्ट्याऽऽपूपकं पचेत्। खादेदौषधकाले तदलर्कविषदूषितः"। (कल्पः—६ष्ठः)। सुश्रुतः॥ धुस्तूरकार्षिकमिति धुस्तूरकजटायाः कर्षार्द्धं देयं। उन्मत्तकस्य पत्रैस्तु इत्यादिधुस्तूरकस्य सप्तपत्राणि ग्राह्याणि तन्त्रान्तरदर्शनात्"—डल्वणः॥

प्लीह्नि शरपुङ्खा—"प्लीहजिच्छरपुङ्खायाः कल्कस्तक्रेण सेवितः"। (प्लीह—चिः)। (२) व्रणे शरपुङ्खा—"मधुयुक्ता शरपुङ्खा सर्व्वव्रणरोपणी कथिता" (व्रणशोथ—चिः)। चक्रदत्तः॥ गुल्मे शरपुङ्खालवणम्—"शरपुङ्खस्य लवणं पथ्याचूर्णं समं द्वयम्। शाणप्रमाणमश्नीयाच्चूर्णं गुल्मगदापहम्"। (गुल्म—चिः)। भावप्रकाशः॥ अपचीविषक्रमिषु शरपुङ्खा—शरपुङ्खोद्भवं मूलं पिष्टं तण्डुलवारिणा। नस्यात् पानाच्च दुष्टापचीविषजन्तुजित्"। (उः ३० अः)। (२) आखुविषे शरपुङ्खाबीजम्—"तक्रेण शरपुङ्खायाः बीजं सचूर्णं वा पिबेत्"। (उः ३८ अः)। वाग्भटः॥

শরপুঙ্খার ভাষানাম—বাঃ—বননীল, শরপুখ। हिः—सरफोका। সিং—পিয়। মঃ—উন্‌হালি। কঃ—এরডুকোগ্গী। তৈঃ—প্রাম্পোরাচেট্টু। তাঃ—কোয়ুক-

বকেল্লপি। ইং—পার্পেল গোটস্ রিউ। Tephrosia Purpuria, Galega Purpuria ও G. Lancæfolia. কে রক্তশঙ্খা, Galega Incana এবং G. Villosaকে কণ্টপুঙ্খা বলা যাইতে পারে। **শরপুঙ্খার ভেদ**—রাজনিঘণ্ট মতে শরপুঙ্খা ত্রিবিধ—শ্বেতশরপুঙ্খা, রক্তশরপুঙ্খা ও কণ্টপুঙ্খা। ভাবমিশ্র কেবল শরপুঙ্খের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পরিচয়ার্থ লিখিয়াছেন—"নীলীবৃক্ষাকৃতিশ্চ সঃ" সুতরাং ভাবমিশ্রোক্তশরপুঙ্খ রক্তশরপুঙ্খ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে।

বর্ণন—রক্তশরপুঙ্খার ক্ষুপ হস্তাধিক উচ্চ হয়। ইহা বহুশাখ। শ্বেত-শরপুঙ্খাপেক্ষা ইহার পত্র বৃহত্তর। দুই প্রকার রক্তশরপুঙ্খার মধ্যে আবার একের (G. Lancifolia) পত্র অন্যাপেক্ষা (G. Purpuria) বৃহত্তর। এককক্ষীণ দীর্ঘবৃন্তে ৫—৯ জোড়া পাতা থাকে। G. Lancifoliaর সর্ব্বাগ্রে একটী বেজোড় পাতা থাকে। Purpuriaর পত্রের উভয় পৃষ্ঠই মসৃণ কিন্তু Lancifoliaর পত্রের অধঃপৃষ্ঠ কিঞ্চিৎ রোমশ। প্রথমোক্তের শুঁটী সরল, বীজসংখ্যা ৬—৭, দ্বিতীয়ের শুঁটী বক্র, বীজদ্বয়ের মধ্যভাগ সঙ্কুচিত, বীজসংখ্যা—৩—৫টী। উভয়েরই শুঁটীতে রোম নাই। প্রথমটীর পুষ্প বেগুণে রঙ্গের, দ্বিতীয়টীর পুষ্প উজ্জ্বল গাঢ়বেগুণে রঙের। **শ্বেতশরপুঙ্খার** বিশেষত্ব এই —ইহার কাণ্ড নাই—লুণ্ঠিত প্রতানমালা ক্ষিতি আবৃত করিয়া থাকে। প্রতানের কোমলাংশ, উচ্চ, শুভ্র রোমব্যাপ্তহেতু শুভ্র দেখায়। Incanaর পুষ্পদণ্ডে ৩টী এবং Villosaর ২টী পুষ্প থাকে। প্রথমটীর শুঁটী বক্র, অধিক রোমান্বিত, বীজসংখ্যা ৬—৮টী। দ্বিতীয়টীর শুঁটী অল্প রোমান্বিত, বীজ সংখ্যা ৫—৬টী। **কণ্টপুঙ্খার** পত্র ক্ষুদ্রতম, প্রায় ৯ জোড়া, শুঁটী রোমান্বিত নহে—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি. বীজসংখ্যা প্রায় ৬টী। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, মূল, বীজ। **মাত্রা**—পত্র স্বরস ½—১ তোলা। আর্দ্র মূল, ত্বক্ ও বীজকল্ক ½—২ আনা। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে, বিষদোষ, প্লীহা, গুল্ম ও ব্রণরোগে, রক্ত শরপুঙ্খা, রসায়নার্থ শ্বেত শরপুঙ্খা এবং শূলরোগে কণ্টপুঙ্খা গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈদ্যকে শরপুঙ্খার ব্যবহার।

সুশ্রুত—উন্মত্ত কুক্কুরবিষে রক্তশরপুঙ্খা—রক্তশরপুঙ্খার মূল ২ তোলা ধুতুরার মূল ১ তোলা, তণ্ডুল ২৪ তোলা চেলোনীর সহিত পিষিয়া ৭টী ধুতুরার পাতার দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক অঙ্গারের তাপে পিঠা প্রস্তুত করিবে। উন্মত্তকুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্টব্যক্তিকে এই পিঠা সেবন করাইবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দষ্টব্যক্তির অন্যান্য বিকার জন্মিবে। ইহার প্রতিকারার্থ রোগীকে বারিবিবর্জ্জিত শীতল গৃহে বাস করাইবে। অতঃপর বিকার শান্ত হইলে পরদিন রোগীকে স্নান করাইয়া শালি বা ষষ্টিক ধান্যের অন্ন উষ্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত

ভোজন করাইবে। অতঃপর তিন কিংবা পাঁচ দিন পরে উপরি উক্ত পিঠা অর্দ্ধ মাত্রায় পুনঃ সেবন করাইবে। ইহাতে উন্মত্ত কুক্কুর দংশন জন্য বিষ নষ্ট হইবে। এ মাত্রা অধুনা প্রয়োজ্য প্রয়োজ্য নহে। শরপুঙ্খা ও ধুতুরার মাত্রা অধিক বলিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। এই ঔষধ সেবনে রোগী পাগল হইবে—প্রলাপ বলিবে, তখন তাহাকে ডাবের জল, পান্তভাত তেঁতুরগোলা খাইতে দিবে। ২।৩ দিনেই উন্মত্তের ভাব কাটিয়া যাইবে। এই উন্মত্তের ভাব অধিক হইলে রোগী নির্দ্দোষরূপ আরাম হইবে বুঝিতে হইবে। পরে অর্দ্ধমাত্রায় পুনরায় ঔষধ সেবনের উপদেশ আছে, অধুনা প্রায় তাহা প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। (কল্প—৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—প্লীহায়** শরপুঙ্খা—রক্তশরপুঙ্খার মূলত্বক্ ঘোলের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে প্লীহবিবৃদ্ধি জয় করা যায়। (প্লীহ—চিঃ)। (২) **ব্রণে** শরপুঙ্খা—শরপুঙ্খার মূলত্বক্ চূর্ণ করিয়া মধুসহ মিশ্রিত করিবে। এতদ্দ্বারা ক্ষত লেপন করিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে। (ব্রণ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—গুল্মে** রক্তশরপুঙ্খালবণ—সমূলপত্রশাখ রক্ত শর-শরপুঙ্খার ক্ষুপ উত্তোলন পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড ও রৌদ্রশুষ্ক করিবে। এইগুলি একটী নূতন হাঁড়িতে রাখিয়া সরা দিয়া মুখ আঁটিয়া দিবে—জ্বাল দিতে হইবে। ইহাতে শরপুঙ্খা ভস্ম হইবে। হাঁড়ি ঠাণ্ডা হইলে খুলিবে। এই অন্তর্ধূমে ভস্ম শরপুঙ্খা চূর্ণ করিয়া চূর্ণের ৬ গুণ জলের সহিত তাহা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, এই জল মোটা কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ইহা হইতে যে বস্তু সঞ্চিত হইবে, উপরের জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া তাহা লইবে। ইহাই শরপুঙ্খালবণ। এই লবণ যত, হরীতকীচূর্ণ তত লইয়া একত্র মিশাইবে। ১—২ আনা মাত্রায় অবস্থা বুঝিয়া গুল্মরোগীকে দিবসে ২ বার সেবন করাইবে। **বাগ্ভট—অপচীবিষক্রিমিতে** রক্তশরপুঙ্খা—রক্তশরপুঙ্খার মূল চেলোনীতে পেষণ পূর্ব্বক নস্য লইলে বা প্রলেপ দিলে অপচীবিষ ও ক্রিমি জয় করা যায়। (উঃ ৩০ অঃ)। (২) **ইন্দুরের বিষে** শরপুঙ্খাবীজ—রক্তশরপুঙ্খার বীজ চূর্ণ করিয়া ঘোলের সহিত সেব্য। ইহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দুরবিষ প্রশমক। (উঃ ৩৮ অঃ)।

বক্তব্য—চরকে শরপুঙ্খার উল্লেখ নাই। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টতেও শরপুঙ্খার গুণ বর্ণিত হয় নাই। সুশ্রুতসংহিতায় উন্মত্ত শৃগাল কুকুরাদি বিষ চিকিৎসায় শরপুঙ্খা ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সুশ্রুতপরবর্ত্তী বাগ্ভট, বৃন্দ, চক্রপাণি বা ভাবমিশ্র কেহই শ্ববিষচিকিৎসায় শরপুঙ্খা ব্যবহার করেন নাই। রাজনিঘণ্টতেও শরপুঙ্খার বিষঘ্নী শক্তির উল্লেখ নাই।

Constituents.—The extract contains chlorephyll, brown resin, a trace of wax, a cystalline principle, allied to quercitrin, gum, a trace of albumen and coloring matter' ash 6 p. c,, containing a trace of manganese. **Action and uses.**—Alterative tonice and diuretic used in

cough derangements of liver, spleen and kidneys. As a diuretic it is given with black peper in gonorrhæa, in bleeding piles it is administered with Canabis Indica leaves. An infusion of it is given in fevers. The juice of the leaves is used over swollen hands and feet and also over swelling and puffiness of the face. Decoction is given in dyspepsia and tympanitis. (R. N. Khory, Vol. II, p. 232.)

নব্যমত—শরপুঙ্খ, রসায়ন, বল্য ও মূত্রকারক। ইহা কাস, যকৃৎ, প্লীহা এবং বৃক্কদ্বয়ের (kidneys) পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। "গণোরিয়া" রোগে মূত্রকারকরূপে ইহা গোলমরিচের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তস্রাবী অর্শে ইহা সিদ্ধির সহিত প্রযুক্ত হয়। ইহার শীতকষায় (infusion) জ্বররোগেও সেব্য। হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডলের শোথে শরপুঙ্খার পাতার রস হিতকারী। শরপুঙ্খার কাথ, গ্রহণী ও উদাবর্ত্ত রোগেও প্রশস্ত। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২ খঃ, ২৩২ পৃঃ)।

শাখোট—শাখোট:।

শাখোট: কৌষিক্য:—Trophis aspera, *Willd.*

অন্বর্থসংজ্ঞা:—"কর্কশচ্ছদ:," "পীতফল:," "ক্ষীরনাশ:"। কৌষিক্যো-ঽজাক্ষীরনাশস্য সূচক:। তিক্তোষ্ণোঽয়ং পিত্তকৃদ্বাতহারী। রাজনিঘণ্টু:॥ শাখোটো রক্তপিত্তার্শোবাতশ্লেষ্মাতিসারজিত্। ভাবপ্রকাশ:।

বৈদ্যকে ব্যবহার:—অপথ্যা শাখোটক:—"শাখোটকস্য স্বরসেন সিদ্ধং। তৈলং হিতং নস্যবিরেচনেষু। সুশ্রুত:—(চি: ১৮ অ:)। অর্দ্ধগে রক্তপিত্তে শাখোটক:—"ভদ্র: শাখোটকত্বগ্রসবিন্দুহিতযযুতো ঘৃতদ্বিগুণ:। ভূনিম্বকল্কঅর্দ্ধগপিত্তাস্রকাসশ্বাসঘ্ন:"। (রক্তপিত্ত—চি:)। (২) বাতশোথে শাখোটক:—কল্ক: কাঞ্জিকসংপিষ্ট: স্নিগ্ধ: শাখোটকত্বচ:। সুপর্ণ ইব নাগানাং বাতশোথবিনাশন:। (ব্রণশোথ—চি:)। চক্রদত্ত:। শ্লীপদে শাখোটক:—"শাখোটকত্বক্কমিশ্রং তোয়ং গোমূত্রসংযুতং পীত্বা। হন্যাত্ শ্লীপদমুগ্রম্—" (শ্লীপদ—চি:)। বঙ্গসেন:।

শাখোটকের অন্বর্থসংজ্ঞা—"কর্কশচ্ছদ," "পীতফলা," "ক্ষীরনাশ,"—ইহার পত্র ভোজন করিলে ছাগীর দুগ্ধ হ্রাস পায়। শাখোটকের ভাষানাম—

বাঃ—শেওড়া। হিঃ—সহোড়া। মঃ—সহোড়। গুঃ—সাহোড়া। কঃ—আখোডমরণু। তৈঃ—ভারিণিকেচেট্টি। গিং—গীটনীটুল ঔষধার্থ ব্যবহার—কাণ্ডত্বক্, মূল এবং পত্রস্বরস। মাত্রা—মূল ও কাণ্ডত্বক্, ১—২ আনা। স্বরস—১—২ তোলা।

বৈদ্যকে শাখোটকের ব্যবহার।

সুশ্রুত—দুষ্ট অপচীরোগে শেওড়া—পাতার বা মূলের রসের সহিত পক্ক তিল তৈলের নস্য ও বিরেচনার্থ প্রয়োগ হিতকর। মতান্তরে শাখোটক কল্কও যোজ্য। (চিঃ ১৮ অঃ)। চক্রদত্ত—ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে শাখোটত্বক্—তরুণ শাখোট-বৃক্ষের ছালের রস ২ ফোঁটা, গব্যঘৃত ৪ ফোঁটা চিরতাচূর্ণসহ সেবন করিলে ঊর্দ্ধগরক্তপিত্ত শ্বাস কাস বিনষ্ট হয়। (রক্তপিত্ত চিঃ)। (২) বাতশোথে শাখোটত্বক্—তরুণ শাখোটবৃক্ষের ছাল কাঁজির সহিত পৈষণ পূর্ব্বক পান করিলে বাতশোথ বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (ব্রণশোথ –চিঃ)। বঙ্গসেন—শ্লীপদে শাখোটত্বক্—শাখোটবৃক্ষের ছাল জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক গোমূত্রযোগে পান করিলে উগ্রশ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায় (শ্লীপদ—চিঃ)।

Constituents.—A crystalline principle, soluble in alcohol an inorganic acid, white calcareous matter and ash 18 p. c. (R. N. Khory Vol. II., p. 556.) **Actions and uses.**—alterative ; used in glandular enlargement of the liver and spleen. The juice is applied to cracks and fissures on the palms of hands and soles of feet. The leaves are used to polish the ivory. The bark which is mildly acird, is used as a tooth brush to remove the tartar or to cleanse the teeth. (R. N. Khory, Vol. II., p. 556).

নব্যমত—শাখোট, রসায়ন। ইহা প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার রস হস্ত ও পদতলের বিদারণে (ফাটায়) হিতকর। শেওড়াপাতা হস্তিদন্ত পালিশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দন্তগতমল (tartar) অপসারণার্থ কিংবা দন্তপরিষ্করণার্থ ইহার ত্বক্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫৫৬ পৃঃ।)

শাল্মলী—যাল্মলী (লিঃ)।

রক্তশাল্মলী, মোচা—Bombox Malabaricum, Bombox Heptaphylla. **শ্বেতশাল্মলী**—B. Pentandrum. **কূটশাল্মলী**—B. Gosypinum.

अन्वर्थसंज्ञा—"दीर्घद्रुमः", "चिरजीवी", "कण्टकद्रुमः", "तूलवृक्षः", "रक्तपुष्पा", स्थूलफलः"। शाल्मली शीतला स्निग्धा शुक्रश्लेष्मविवर्द्धनी। 'तद्रस'स्तद्गुणो ग्राही सच 'मोचरसः' स्मृतः। शाल्मली पिच्छिला वृष्या वल्या मधुरसा तथा। कषायस्तद्रसो ग्राही 'पुष्पं' तद्वत्तथा 'फलम्'। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ शाल्मली पिच्छिलो वृष्यो वल्यो मधुरशीतलः। कषायश्च लघुः स्निग्धः शुक्रश्लेष्मविवर्द्धनः। तद्रसस्तद्गुणो ग्राही कषायः कफनाशनः। 'पुष्प' तद्वच्च निर्दिष्टं 'फलं' तस्य तथाविधम्। मोचरसस्तु कषायः कफवातहरो रसायनो योगात्। वलपुष्टिवर्णवीर्य्यप्रज्ञायुर्देहसिद्धिदो ग्राही। राजनिघण्टुः॥ शाल्मली शीतला स्वाद्वी रसे पाके रसायनी। श्लेष्मला पित्तवातास्रहारिणी रक्तपित्तजित्। मोचास्रावो हिमो ग्राही स्निग्धो वृष्यः कषायकः प्रवाहिकातिसारामकफपित्तास्रदाहनुत्। शाल्मलीपुष्पशाकन्तु घृतसैन्धवसाधितम्। प्रदरं नाशयत्येव दुःसाध्यञ्च न संशयः। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—व्रणनिर्व्वापणे शाल्मलीत्वक्—"शाल्मलीत्वक् वलामूलं * आलेपनं निर्वापणम्"। (चिः १३ अः)। चरकः॥ पक्वातिसारे शाल्मलीवृन्तम्—"कृतं शाल्मलीवृन्तेषु कषायं हिम संज्ञकम्। निशापर्य्युषितं पेयं सक्षौद्रं मधुकान्वितम्। विवद्धवातविट्शूलपरीतः सप्रवाहिकः। सरक्तपित्तश्च पयः पिवेत् तृष्णासमन्वितः"। (उः ४० अः)। सुश्रुतः॥ शुक्रवृद्ध्यर्थं शाल्मलीमूलम्—"शुक्रक्षये * विदारीकन्दशाल्मली * शस्यन्ते मधुराणि च"। (चिः १० अः)। हारीतः॥ रक्तपित्ते शाल्मलीपुष्पम्—"* शाल्मलेः। पुष्पचूर्णन्तु मधुना लीढ्वा चारोग्यमश्नुते। (रक्तपित्त—चिः)। (२) अग्निदग्धव्रणे शाल्मलीतूलकम्—पिष्टा शाल्मलीतूलकं जलगता लेपात्तथा वालुका। (व्रणशोथ—चिः)। (३) व्यङ्गे शाल्मलीकण्टकम्—"केवलान् पयसा पिष्टा तीक्ष्णाम् शाल्मलीकण्टकान्। आलिप्तं त्र्यहमेतेन भवेत् पद्मोपमं मुखम्"। (क्षुद्ररोग—चिः। चक्रदत्तः॥ प्रदरे शाल्मलीपुष्पम्—"शाल्मलीपुष्पशाकन्तु घृतसैन्धवसाधितम्। प्रदरं नाशयत्येव दुःसाध्यञ्च न संशयः"। (२)शोथे शाल्मलीपुष्पं सुखिन्नं शाल्मलीपुष्पं निशापर्युषितं नरः। राजिकाच समंयुक्तं खादेत् शोथोपशान्तये"। (शोथ—चिः)। भावप्रकाशः॥

শাল্মলীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"দীর্ঘদ্রুম", "চিরজীবী" "কণ্টকদ্রুম" "তূলবৃক্ষ" "রক্তপুষ্পা" "স্থূলফল"। **শাল্মলীর ভাষানাম**—বাঃ—শিমুল গাছ। **হিঃ—সেমল। সিং—হিম্বুলগস্**। মঃ—সাম্বরী। গুঃ—শেমলো। কঃ—যবল বদমর। তৈঃ—ব্রুগচেট্ট। উঃ—বোন্‌রী। তা—পুলা। ইং—রেড্‌সিল্ক কটনট্রী। **শাল্মলীর ভেদ**—শাল্মলী তিন প্রকার—রক্তশাল্মলী, শ্বেতশাল্মলী ও কূটশাল্মলী।

বর্ণন—রক্তপুষ্প শাল্মলী বঙ্গে প্রচুর জন্মে, এই সুদীর্ঘ তরু শীতকালে পত্র বিবর্জ্জিত এবং বসন্তের প্রারম্ভে পুষ্পিত হইয়া থাকে। পত্রশূন্য শাখায় বৃহৎ রক্তবর্ণ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে, এই বৃক্ষ দর্শনীয় শোভা ধারণ করে। ইহার পুষ্পে এক প্রকার স্বাদু তরল পদার্থ সঞ্চিত হয়। পক্ষিগণ ইহা পান করিবার জন্য সমাগত হইয়া পুষ্পিত শাল্মলী তরুকে মুখরিত করে। পল্লীগ্রামের লোকে শুষ্ক শিমুল ফুল পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করে এবং এতদ্দ্বারা মলিনবস্ত্র পরিষ্কৃত করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পক্ক শিমুলফল স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া তূল উদগীরণ করে। **শ্বেত শাল্মলী বৃক্ষ** স্থূলতায় রক্তশাল্মলী বৃক্ষের তুল্য। কেবল ইহার কাণ্ডে, শাখায়, কোমলাবস্থায় স্বল্প কণ্টক থাকে, পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং অধোমুখে স্থিত। ইহার বৃক্ষের অগ্রভাগ জাহাজের মাস্তুলের মত ক্রমশঃ সরু। **কূটশাল্মলীর** বৃক্ষ কূটে অর্থাৎ পর্ব্বতশৃঙ্গে জন্মে। দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় প্রচুর দৃষ্ট হয়। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকবর্জ্জিত, পুষ্প বৃহত্তর ও উজ্জ্বল পীতবর্ণ। ত্রিবিধ শাল্মলীর ফলেই তুলা থাকে। শিমুলের তুলায় বালিশ হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—তরুণ বৃক্ষের মূল, পুষ্পদল, পুষ্পবৃন্ত ও ত্বক্‌রস—মোচরস ও তুলা। **মাত্রা**—মূলস্বরস ১-২ তোলা; পুষ্পদল-কল্ক ১-২ তোলা; পুষ্পবৃন্ত ৪—১৬ আনা; মোচরস—১-৪ আনা। শাল্মলী পুষ্পের সবুজবর্ণ বাটীর মত প্রত্যঙ্গকে (Calyx) শাল্মলী বৃন্ত বলা হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে, শাল্মলী শব্দে রক্তশাল্মলী বুঝিতে হইবে।

বৈদ্যকে শাল্মলীর ব্যবহার।

চরক—ব্রণনির্বাপণে শাল্মলীত্বক্—শিমুল ছালের প্রলেপ দিলে ব্রণের দাহ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১৩ অঃ)। **সুশ্রুত—পক্কাতিসারে** শাল্মলীবৃন্ত—যে প্রবাহিকা রোগী বিবদ্ধবাতবিট্, শূল, ও তৃষ্ণা সমন্বিত তাহাকে শাল্মলীবৃন্তের শীতকষায় পান করাইবে। (উঃ ৪০ অঃ)। **হারীত**—তরুণশাল্মলী বৃক্ষের মূল, শুক্রবৃদ্ধিকর বস্তুর অন্যতম। (চিঃ ১০ অঃ)। **চক্রদত্ত।—রক্তপিত্তে** শাল্মলীপুষ্প—রক্তপিত্তী শিমুলফুল চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। **অগ্নিদগ্ধব্রণে** শিমুলতুল—জলনিম্নগত বালুকা ও শিমুল তুল একত্র পেষণপূর্ব্বক অগ্নিদগ্ধব্রণে লেপ দিবে। (ব্রণশোথ—

চিঃ)। (৩) ব্যঙ্গে শাল্মলীকণ্টক—কেবল গব্যদুগ্ধের সহিত পিষ্ট শাল্মলীকণ্টক মুখে তিন দিন লেপন করিলে মুখের ব্যঙ্গ (মেছেতা) নিবৃত্তি পাইয়া মুখ পদ্মোপম হয়।—(ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। ভাবপ্রকাশ প্রদরে—শাল্মলীপুষ্প—শিমুল ফুল গব্য ঘৃত ও সৈন্ধব সহ ভাজিয়া সেবন করিলে দুঃসাধ্য প্রদরও প্রশমিত হয়। (২) প্লীহায় শাল্মলীপুষ্প—পূর্ব্বদিন রাত্রিতে শিমুলফুল জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ সর্ষপ সহ ভোজন করিলে প্লীহবিবৃদ্ধি বিনাশ পায়। (প্লীহ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, শোণিতাস্থাপন ও বেদনাস্থাপনবর্গে মোচরস পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতে প্রিয়ঙ্গ্বাদিবর্গে মোচরস পঠিত হইয়াছে। কোন কোন নিঘণ্টুকারের মতে পূগপুষ্প মোচরসের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। রোহিতকের পর্য্যায়ে কূটশাল্মলী পঠিত হইতে দেখিয়া, কেহ কেহ কূটশাল্মলীর অর্থ রক্তরোহিতক এবং কেহ বা কাশমর্দ্দা (জিওল) অর্থ করিয়াছেন। উভয়ই ভ্রান্ত। ভাবমিশ্র কূটশাল্মলী ও রোহিতক পৃথক্ পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The seeds yield 25 p. c. of a sweet mondrying oil, of a light yellowish brown colour which contains crystalline insoluble fatty acids 92. 8 p. c. The cake of the seeds contain nitrogenous compounds, fat, extractive matter, wooly fibre and ash. (R N. Khory, Vol. II., p. 103.) **Actions and uses.**—The root is astringent, alterative, demulcent, and restorative, used in diarrhœa dysentery and menorrhœgia; also in high coloured urine with copious deposit. As an alterative and restorative the native use a path (confection) in tuberculosis of the lungs and other wasting diseases. The gum is used as an astringent and demulcent for the same purposes but more specially in dysentry menorrhœgia and in diarrhœa of children. Native women use it largely after delivery to stop menses during lactation. It is a chief ingredient in various restorative expectorant and aphrodisiac confections. Found to be a valuable substitute for gum kino, red gum &c. (R. N. Khory, Vol. II, p. 103.)

নব্যমত—শিমুলের কচি মূল সঙ্কোচক, রসায়ন, স্নিগ্ধ ও ধাতুসাম্যকর ইহা, অতিসার রক্তাতিসার ও অতিরিক্ত রজঃস্রাবে ব্যবহৃত হয়। মূত্র যখন অতিরঞ্জিত হয় এবং ধরিলে তলানি পড়িতে দেখা যায় তখন শিমুলের মূল হিতকর। এতদ্দেশীয় লোকে উরঃক্ষতে (tuberculosis of the lungs) এবং অন্যান্য ক্ষয়রোগে ছোট শিমুল গাছের মূলের, খণ্ড-

মোদকাদি ঘৃতচিনি যোগে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। সঙ্কোচক ও শীতবীর্য্য বলিয়া **মোচরস** ও এতদর্থে এবং বিশেষতঃ রক্তাতিসার, অতিরজঃস্রাব এবং শিশুর উদরাময়ে, ব্যবহৃত হয়। স্তন্যদানকালে (during lactation) ঋতু বন্ধ রাখিবার জন্য এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রসবের পর প্রায়শঃ মোচরস সেবন করে। মোচরস বিবিধ ধাতুসাম্যকর, কফনিঃসারক এবং বাজীকরণ মোদকের প্রধান উপকরণ স্বরূপ প্রযুক্ত হয়। মোচরস—"গম্‌কাইনো" "রেড্‌গম্" প্রভৃতির উত্তম প্রতিনিধি। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ১০৩ পৃঃ)।

শিংশপা—শিংশপা।

শিংশপা (কপিলা) Dalbergia Sissoo, *Roxb.*

भेदाः—श्यामा शिंशपा—कपिला शिंशपा, श्वेता शिंशपा। कटूष्णं कण्डूदोषघ्नं वस्तिरोगविनाशनं। शिंशपायुगलं वर्ण्यं हिक्काशोफौ विसर्पयेत्। पित्तदाहप्रशमनं वर्ण्यं रुचिकरं परम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'श्यामादिशिंशपा' तिक्ता कटूष्णा कफवातनुत्। नष्टाजीर्णज्वरा दीप्या शोफातिसारहारिणी। कपिला शिंशपा तिक्ता शीतवीर्य्या श्रमापहा। वातपित्तज्वरघ्नी च च्छर्दिहिक्काविनाशनी। 'शिंशपात्रितयं' वर्ण्यं हिमशोफविसर्पजित्। पित्तदाहप्रशमनं वर्ण्यं रुचिकरं परम्। राजनिघण्टुः॥ शिंशपा कटुका तिक्ता कषाया दोषहारिणी। उष्णवीर्य्या हरेन्मेदःकुष्ठश्वित्रवमिक्रिमीन्। वस्तिरुग्व्रणदाहास्रवलासान् गर्भपातिनी। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—वसामेहे शिंशपामूलत्वक्—"वसामेहिनं शिंशपाकषायम्" (चिः ११ अः)। (२) सर्व्वज्वरे शिंशपासारः—"उदकाद्द्विगुणं क्षीरं शिंशपासारसंयुतम्। तत् क्षीरशेषं क्वथितं पेयं सर्व्वज्वरापहम्"। (उः ३८ अः)। सुश्रुतः॥ नेत्ररोगे शिंशपापल्लवः—"वातपित्तकफदोषसम्भवान्। नेत्रयोर्बहुव्यथां हरेत् क्षणात्। एक एव हरति प्रयोजितः। शिंशपापल्लवरसःसमाक्षिकः"। (चिः ४४ अः)। हारीतः॥ गृध्रस्यां शिंशपात्वक्—"शिंशपात्वक् तुलां क्षुण्णां जलद्रोणद्वये पचेत्। अष्टभागावशिष्टञ्च पूतं लेहञ्च कारयेत्। पायसं सह-

বিশ্যাৰ্ব্ব নবকর্ষণ চ মিশ্রিতম্। ভক্ষয়েদৈকবিংশাহং গৃধ্রসীনাশনং পরম্ বঙ্গসেন: ॥

শিংশপার ভেদ—শ্যামাশিংশপা, কপিলা শিংশপা, শ্বেতা শিংশপা। **শিংশপার ভাষানাম**—বাঃ—শিশুগাছ। হিঃ—**সিসম্**। মঃ—কাঠঠা-শিশবা। গুঃ—শিশম। কঃ—করিষইবিড়ু। তৈঃ -জিট্টরেগুচেট্টু। তাঃ—আচুক্ক কট্টই। অঃ—সাসম্।

বর্ণন—কৃষ্ণকপিলাদি কাষ্ঠ বর্ণানুসারে নিঘণ্টকারগণ শিংশপার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে কপিলা শিংশপা বর্ণিত হইতেছে। ইহার কাণ্ড অসরল, প্রায়ই স্থূল ও দীর্ঘ হয়, বহুশাখ, কাণ্ডত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া থাকে। **পত্র**—দীর্ঘবৃন্তে জোড়া জোড়া বিন্যস্ত, কোমলাবস্থায় লেপাবৃত, পরিণতাবস্থায় মসৃণ ও উজ্জ্বল। **পুষ্প**—পীতাভশুভ্র, ক্ষুদ্র। **শিম্বী**—ক্ষীণ, দীর্ঘ। বীজসংখ্যা—৩। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাণ্ড ও মূলত্বক্, পত্র, সারবান্ কাষ্ঠ। **মাত্রা**—কল্ক—১—৪—আনা। কাথ—৫—১০ তোলা। স্বরস—১—৪ তোলা।

বৈদ্যকে শিংশপার ব্যবহার।

সুশ্রুত—বসামেহে শিংশপা—যাহার বসামেহ হইয়াছে তাহাকে শিংশপা মূলের ছালের কাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **সর্ব্বজ্বরে** শিংশপাসার—জলের দ্বিগুণ দুগ্ধসহ শিংশপাসারের কাথ, দুগ্ধমাত্রাবশিষ্ট অবস্থায় অবতারিত করিয়া পান করিলে, বিষম ও অবিষম জ্বর প্রশমিত হয়। (উঃ ৩৯ অঃ)। **হারীত—নেত্ররোগে** শিংশপাপল্লব—শিশু গাছের পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে দিলে বাতপিত্ত-কফদোষজ চক্ষুব্যথা নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৪৪ অঃ)। **বঙ্গসেন—গৃধ্রসীতে** শিংশপাত্বক্—শিশু গাছের ছাল সাড়ে বার সের, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া আট সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, লেহবৎ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃপাক করিবে। ইহার ২ তোলা, ঘৃতযুক্ত পায়সের সহিত একুশ দিন সেবন করিলে গৃধ্রসীনাম বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে শিংশপার উল্লেখ নাই! সুশ্রুত সালসারাদি ও মুষ্ক-কাদিবর্গে শিংশপা পাঠ করিয়াছেন।

শিগ্রুত্রয়—শিগ্রুত্রয়ম্।

श्वेतशिग्रु: कृष्णगन्धा—Hyperanthera Moringa, *Willd.* रक्तशिग्रु:—A red flowered variety.

शिग्रुत्रयम्, यथा—(१) श्वेतशिग्रु: (शिग्रु:), (२) रक्तशिग्रु: (मधुशिग्रु:), (३) नीलशिग्रुश्च (कृष्णशिग्रु:), शोभाञ्जन:। अन्वर्थसंज्ञा—श्वेतशिग्रो:—"शाकपत्र:", "तीक्ष्णमूल:", "श्वेतमरिच:"। रक्तशिग्रो:—"बहुलच्छद:", "सुगन्धकेसर:", "मृगारि:"। नीलशिग्रो:—"मुखामोद:", "चक्षुष्य:"। 'शोभाञ्जनद्वयं तीक्ष्णं कटु स्वादूष्णपिच्छलम्। सक्षारं वातशोफघ्नं दृष्टिमान्द्यहरं सरम्। शिग्रुस्तिक्त: कटुश्चोष्ण: कफशोफसमीरजित्। क्रिम्यामविषमेदोघ्नो विद्रधिप्लीहगुल्मनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टु:॥ शिग्रुश्च कटुतिक्तोष्णस्तीक्ष्णो वातकफापह:। मुखजाड्यहरो रुच्यो दीपनो व्रणदोषनुत्। शोभाञ्जन: (नीलशिग्रु:) तीक्ष्णकटु: स्वादूष्णपिच्छलस्तथा। जन्तुवातार्त्तिशूलघ्नश्चक्षुष्योरोचन: पर:। 'श्वेतशिग्रु:' कटुस्तीक्ष्ण: शोफानिलनिकृन्तन:। अङ्गव्यथाहरो रुच्यो दीपनो मुखजाड्यनुत्। 'रक्तशिग्रु'र्महावीर्य्यो मधुरश्च रसायन:। शोफाध्मानसमीरार्त्तिपित्तश्लेष्मापसारक:। राजनिघण्टु:॥ शिग्रु: कटु: 'कटु: पाके तीक्ष्णोष्णो मधुरो लघु:। दीपनो रोचनो रूक्ष: क्षार स्तिक्तो विदाहकृत्। संग्राही शुक्रलो हृद्य: पित्तरक्तप्रकोपन:। चक्षुष्य: कफवातघ्नो विद्रधिश्वयथुक्रिमीन्। मेदोऽपचीविषप्लीहगुल्मगण्डव्रणान् हरेत्। श्वेत: प्रोक्तगुणो ज्ञेयो विशेषाद्दाहकृद् भवेत्। प्लीहानं विद्रधिं हन्ति व्रणघ्नो पित्तरक्तहृत्। 'मधुशिग्रु:' प्रोक्तगुणो विशेषाद्दीपन: सर:। शिग्रुवल्कलपत्राणां स्वरस: परमार्त्तिहृत् चक्षुष्यं शिग्रुजं वीजं तीक्ष्णोष्णं विषनाशनम्। अवृष्यं कफवातघ्नं तन्नस्येन:शिरोऽर्त्तिनुत्। भावप्रकाश:॥

वैद्यके व्यवहार:—शुष्कार्श:सु शिग्रुपत्रम्—"* शिग्रोश्च पत्राणि। जलेनोत्क्राथ्य शूलार्त्तं स्वभ्यक्तमवगाहयेत्"। (चि: ८ अ:)। (२) अग्निविसर्पे कृष्णगन्धात्वक्—"सुखोष्णया प्रदिह्याद्वा पिष्टया कृष्णगन्धया" (चि: ११ अ:)।

(३) हिक्काश्वासयोः शोभाञ्जनपत्रम्—"--पत्राणां यूषः शोभाञ्जनस्य च। * हिक्काश्वासनिवारणः" (चिः २१ अः)। (४) अश्मरीशर्करयोः शोभाञ्जनमूलम्—"जलेन शोभाञ्जनमूलकल्कः शृतो ,हितः—" (चिः २६ अः)। चरकः॥ कुष्ठघ्नतैलम्--"—क्षतेषु चेष्यं तैलं शिग्रुकोशाम्रयोर्वा" (चिः ८ अः)। (२) प्लीहोदरे शोभाञ्जनमूलम्—"शोभाञ्जनकषायं वा पिप्पलीसैन्धवचित्रकयुतं" (चिः १४ अः)। (३) अपच्यां शिग्रुफलवीजम्—"हितोऽवपीडे फलानि शिग्रोः—" (चिः १८ अः)। सुश्रुतः। अपक्वे विद्रधौ रक्तशिग्रुः—"पान-भोजनलेपेषु मधुशिग्रुः प्रयोजितः। दत्तावापो यथादोष मपक्वं हन्ति विद्रधिम्" (चिः.१२ अः)। (२) वातपित्तकफसन्निपातजायां नेत्रव्यथायाम् शिग्रुपल्लव-रसः—"वातपित्तकफसन्निपातजां नेत्रयो र्बहुविधामपि व्यथां। शीघ्रमेव जयति प्रयोजितः शिग्रुपल्लवरसः समाक्षिकः"। (चिः १६ अः)। वाग्भटः॥ सन्निपातज्वरिणो बोधनार्थम् शोभाञ्जनमूलम्—"शोभाञ्जनकमूलस्य रसश्च समरिचान्वितम्। विसंज्ञितानां नस्यं स्याद्बोधनं चाशु रोगिणाम्। (चिः २अः)। (२) श्लेष्मशूले शोभाञ्जनमूलम्—शोभाञ्जनकमूलस्य रसश्च मरिचान्वितम्। सक्षारमधुनोपेतः श्लेष्मशूलनिवारणः। (चिः ८ अः)। (३) शिरःशूले शोभाञ्जनत्वक्—"गुडशोभाञ्जनरसे नस्ययोगात् पृथक् पृथक् * शिरोऽर्त्ति स्रोपशाम्यति" (चिः ३८ अः)। हारीतः। अन्तर्विद्रधौ शिग्रुमूलस्वरसः—"शिग्रुमूलं जले धौतं दरपिष्टं प्रगालयेत्। तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्तर्विद्रधिं नरः"। (विद्रधि—चः)। (२) कर्णशूले शोभाञ्जनमूलस्वरसः—"* सूर्य्या-वर्त्तशोभाञ्जनमूलकस्वरसाः। मधुतैलसैन्धवयुताः पृथगुक्ताः कर्णशूलहराः"। (कर्णरोग—चिः)। चक्रदत्तः॥ क्रमिषु शिग्रुत्वक्—"सक्षौद्रः क्रमिजिद्भिः पीतः क्रिमिहरः शिग्रुजस्य क्वाथः"। (क्रमि—चिः)। (२) वातरक्ते शिग्रुवल्कः—"शिग्रुवल्कलस्य कल्को धान्याम्लेनानिलार्त्तिजिल्लेपात्। भवति नवेति विकल्पो न विधेयः सिद्धयोगेऽस्मिन्"। (वातरक्त—चिः)। (३) उरोग्रहे शिग्रुत्वक्—"पुत्रजीवकशिग्रुत्वाः *। रसा एकैकशः कोष्णा हिङ्गो वा रामठान्विताः"

(ভগ্নোষ্ঠ—চিঃ)। (৪) দদ্রৌ শিগ্রুমূলত্বক্—"দদ্রুঘ্নং লেপনং কুর্য্যাচ্ছিগ্রুমূলত্বচোঽথবা"। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৫) স্নায়ুরোগে শিগ্রুমূলদলে—"শিগ্রুমূলদলৈঃ পিষ্টৈঃ কাঞ্জিকেন সসৈন্ধবৈঃ। লেপনং স্নায়ুকব্যাধেঃ শমনং পরমং মতম্। (স্নায়ুকরোগ—চিঃ)। (৬) নবহৃৎকোপে শিগ্রুমূলম্—"নবহৃৎকোপশমনঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শিগ্রুমূলরসসেকঃ"। বঙ্গসেনঃ॥

শজিনার অপ্রধর্ণসংজ্ঞা—শ্বেতশিগ্রুর—"শাকপত্র," "তীক্ষ্ণমূল," "শ্বেতমরিচ"। **রক্তশিগ্রুর**—"বহুলচ্ছদ," "সুগন্ধকেসর," "মৃগারি"। **নীলশিগ্রুর**—"মুখামোদ," "চক্ষুষ্য"। **শজিনার ভেদ**—পুষ্পবর্ণভেদে শজিনা তিন প্রকার—(১) শ্বেতশিগ্রু, কৃষ্ণগন্ধা ইহার নামান্তর। (২) রক্তশিগ্রু, মধুশিগ্রু ইহার পর্য্যায়। (৩) নীলশিগ্রু বা কৃষ্ণশিগ্রু, শোভাঞ্জন ইহার অপর নাম। কেবল শিগ্রু বলিলে শ্বেতশিগ্রু বুঝিতে হইবে। শজিনার বৃক্ষ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। শ্বেতপুষ্প শজিনার গাছ বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ। রক্তপুষ্প শজিনা মালদহ অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। নীল বা কৃষ্ণপুষ্প শজিনার গাছ নিতান্ত দুর্লভ। শজিনার পত্র, পুষ্প এবং ফল (খাড়া) শাকার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বৃক্ষত্বক্ ও মূলত্বক্ কল্ক, বৃক্ষত্বক্‌রস ও মূলত্বক্‌রস, পুষ্প, পত্র এবং বীজ। **মাত্রা**—বৃক্ষ ও মূলত্বকের রস ২—৮ আনা ওজন। বৃক্ষ ও মূলত্বক্ কল্ক—½—২ আনা। বৃক্ষ ও মূলত্বক্ ক্বাথ—২—৫ তোলা। শ্বেতশজিনা অত্যন্ত দাহকৃৎ, অতএব সাবধানতার সহিত সেবনার্থ প্রয়োগ করা উচিত। রক্তশজিনা দীপনহেতু, শূলাদি ব্যাধিতে ইহার বিশেষ উযোগিতা আছে। শোভাঞ্জন শব্দে নীলশজিনা। কেহ কেহ শ্বেতশজিনা অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন। নীলশজিনা দুর্লভ বলিয়া তদভাবে শ্বেতশজিনা গ্রাহ্য।

বৈদ্যকে শিগ্রুত্রয়ের ব্যবহার।

চরক—শুষ্কার্শে শ্বেতশজিনাপত্র—শ্বেতশজিনার পত্রের কাথ প্রস্তুত করিবে। অর্শের যন্ত্রণায় কাতর রোগীকে তিলতৈল উত্তমরূপে মাখাইয়া, ঈষদুষ্ণ ঐ কাথে অবগাহন করাইলে যন্ত্রণা নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **গ্রন্থিবিসর্পে** শ্বেতশজিনার ছাল—শ্বেতশজিনার ছাল পেষণ ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা গ্রন্থিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **হিক্কাশ্বাসে** নীলশজিনার পত্র—নীলশজিনার পত্রের যূষ পান করিলে হিক্কাশ্বাস প্রশমিত হয়। (চিঃ ২১ অঃ)। (৪) অশ্মরী ও **শর্করায়** নীলশজিনার মূল—পিষ্ট নীলশজিনার মূল, জলের সহিত পাক করিয়া পান করিবে। ইহা পাথরী ও শর্করারোগে হিতকর। (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত—কুষ্ঠক্ষতে**

শজিনাবীজতৈল—শজিনার বীজের তৈল, কুষ্ঠের ক্ষতের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **প্লীহোদরে** নীলশজিনার মূল—প্লীহরোগী নীলশজিনার মূলের কাথ, পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ এবং চিতামূলচূর্ণযোগে পান করিবে। (চিঃ ১৪ অঃ)। (৩) **অপচীতে** শ্বেতশজিনার ফলবীজ—শ্বেতশজিনার ফলের বীজচূর্ণ অপচী রোগীকে নস্য করাইবে। (চিঃ ১৮ অঃ)। **বাগ্‌ভট—অপক্ক বিদ্রধিতে** রক্তশজিনা—বিদ্রধির অপক্কাবস্থায় রোগীর পান ভোজন ও লেপার্থ রক্তশজিনার মূলত্বক্ ব্যবহার করাইলে অপক্ক বিদ্রধি জয় করা যায়। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) বাতপিত্তকফ ও সন্নিপাতজ **নেত্রব্যথায়** শ্বেতশজিনার পাতার রস—মধুযুক্ত শ্বেতশজিনার পাতার রস নেত্রে পাতিত করিলে, বাতপিত্তকফসন্নিপাতজ বহুবিধ নেত্রব্যথা নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১৬ অঃ)। **হারীত—সন্নিপাতজ্বরীর প্রবোধার্থ** নীলশজিনার মূল—নীলশজিনার মূল, রাস্না ও মরিচ সংযোগে নস্য করাইলে, সন্নিপাতজ্বরে যাহার জ্ঞানহীনতা জন্মিয়াছে তাহার সংজ্ঞা পুনরাগত হয়। (চিঃ ২ অঃ)। (২) **শ্লেষ্মশূলে** নীলশজিনার মূল—যবক্ষার, মধু এবং মরিচচূর্ণযোগে, নীলশজিনার মূলের রস পান করিলে শ্লেষ্মজ শূল প্রশমিত হয়। (চিঃ ৮ অঃ)। (৩) **শিরঃশূলে** নীলশজিনার ছাল—নীলশজিনার ছালের রস ও পুরাণ গুড়ের নস্য লইলে শিরঃপীড়া বিনাশ পায়। (চিঃ ৩৯ অঃ)। **বঙ্গসেন—কৃমিরোগে** শ্বেতশজিনার ছাল—বিড়ঙ্গ ও শ্বেতশজিনার ছালের কাথ পান করিলে কৃমি নষ্ট হয়। (কৃমি—চিঃ)। (২) **বাতরক্তে** শ্বেতশজিনার ছাল—শ্বেতশজিনা ও বরুণছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গের বেদনা প্রশমিত হয়। ইহা সিদ্ধযোগ, হইবে কি না হইবে এরূপ সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। (বাতরক্ত—চিঃ)। (৩) **উরোগ্রহে** শ্বেতশজিনার ছাল—হিঙ্গুযুক্ত শ্বেতশজিনার ছালের কাথ উরোগ্রহে হিতকর। (উরোগ্রহ—চিঃ)। (৪) **দদ্রুতে** শ্বেতশজিনার মূলের ছাল—শ্বেতশজিনার মূলের ছালের প্রলেপ, দদ্রুতে হিতকর। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৫) **স্নায়ুকরোগে** শ্বেতশজিনার মূল ও পত্র—শ্বেতশজিনার মূলের ছাল এবং পত্র সৈন্ধব লবণসহ কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিবে। ইহা পরম স্নায়ুরোগ প্রশমক। (স্নায়ুক—চিঃ)। (৬) **নবদৃক্‌কোপে** শ্বেতশজিনার মূল—শ্বেতশজিনার মূলের রস কএক বিন্দু চক্ষুতে প্রদান করিলে নবদৃক্‌কোপ অর্থাৎ নূতন "চোক উঠা" প্রশমিত হয়।

চক্রদত্ত—অন্তর্বিদ্রধিতে শ্বেতশজিনার মূল—শ্বেতশজিনার মূল জলে উত্তমরূপ ধৌত করিয়া ঈষৎ পেষণ পূর্ব্বক রস গালিয়া লইবে। এই রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অপক্ক বিদ্রধি বিলীন হইয়া যায়। (বিদ্রধি—চিঃ)। (২) **কর্ণশূলে**

নীলশজিনার মূল—নীলশজিনার মূলের রস, মধু তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ সহ কর্ণে পাতিত করিলে কর্ণশূল (কাণ কট্‌কটানি) প্রশমিত হয়। (কর্ণরোগ—চিঃ)

বক্তব্য—চরক, কৃমিঘ্ন, স্বেদোপগ এবং শিরোবিরেচন বর্গে শিগ্রু পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতসংহিতাতেও—"করবীরপূর্ব্বাণাং ফলানি" (সূঃ ৩৯ অঃ) বাক্যে শিগ্রুবীজের শিরোবিরেচনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

Constituents.—The root yields an essential oil whicq is very pungent and has a very offensive odour. The husked seeds yield oil 36 p. c. The bark contains a white crystalline alkaloid, resins, an organic acid mucilage and ash 8 p. c. (R. N. Khory, Vol. p. 235) **Actions and uses.**—Antispasmodic, stimulant. expectorant, and diuretic. The root is very irriting to the skin. The decoction is a stimulant given with asafetida rock salt in internal deep seated inflammations, in calculous affection, in hysteria, epilepsy, paralysis, rheumatism, dropsy, in cough and in flatulence in children also in ascites due to the enlargement of the Liver. As a diuretic it is given in uric acid diathesis. The pods are taken as preventive against worms. Externally the oil from the seeds is used as a stimulant application to rheumatic joints and to gouty and other painful parts. The bark is acrid. With cumin seeds it is applied locally to gumboils and toothache with relief. It is applied to the temples in headache, and on the veneral nodes and syphilitic buboes, The decoction of the root is used as a gargle in sorethroat. The bark is abortifacient, and is used to procure abortion, and is a good substitute for laminaria to dilate the os. The gum with milk or sweet oil is poured into the ear in earache. The poultice of the leaves is used in reducing glandular swellings. It always produces a blister. (R. N. Khory, Vol. II., p. 236).

"The gum of the tree, mixed with sesamum oil is recommended to be poured into the ears for the relief of otalgia. It is also rubbed with milk and applied in headache to the temples. The juice of the root with milk is diuretic, antilithic and digestive, and is useful in asthma. A poultice made with the root reduces swellings, but is very irritating and painful to the skin. The pods are a wholesome vegetable and act as a preventive against intestinal worms. *Rumphius* and *Loureiro* state that the bark is emmenagogue and even abortifacient. In Bengal half ounce doses of the bark are said to be used to procure abortion.

According to *Fleming* the oil of the seeds is used as an external application for rheumatism in Bengal. In India the root is generally accepted by Europeans as a perfect substitute for Horse-Radish. A decoction of the root-bark is used as a fomentation to relieve spasm. (Dymock, Vol. I., pp. 397-98.)

নব্যমত—শজিনা আক্ষেপ নিবারক, উষ্ণ, কফনিঃসারক এবং মূত্রকারক। মূলের প্রলেপ ত্বকের উত্তেজন জন্মায়। ইহার ক্বাথ, ত্বকের উত্তেজক। সৈন্ধব লবণ এবং হিঙ্গুর সহিত ইহা, অন্তর্বিদ্রধি, অশ্মরী, শর্করাদি রোগ, মূর্চ্ছা, অপস্মার, বাতব্যাধি, বাত, শোথ, কাস এবং শিশুর উদরাধ্মানে এবং যকৃৎবিবৃদ্ধিহেতুজাত শোথে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রের ইউরিক্ এসিড ঘটিত পীড়ায় (uric acid diathesis) মূত্রকারক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শজিনার ডাঁটা, ক্রিমি প্রতিষেধক, শজিনার বীজের তৈল, আমবাত, গেঁটেবাত ও অন্যান্য বেদনায় অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীরার সহিত শজিনার ছালের প্রলেপ দন্তশূল ও দন্তমাড়ী স্ফীতির পক্ষে হিতকর। ইহা শিরঃশূল, শিরাস্ফীতি (veneral nodes), বাগীতেও (syphilitic buboes) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মূলের ক্বাথ গলক্ষত রোগে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়। ত্বক্, গর্ভপাতনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শজিনার আঠা, দুগ্ধ বা সুইট্ অয়েলের সহিত কর্ণশূল নিবারণার্থ কর্ণে প্রদান করা যায়। পাতার পুল্টিশ দিলে গ্রন্থিস্ফীতি (glandular swelling) নিবৃত্তি পায়। ছালের প্রলেপ দিলে প্রায় ফোস্কা পড়ে। (আয়ু, এন্, ক্লোরি, ২য় খঃ, ২৩৭ পৃঃ)।

শিরীষ—शिरीषः।

शिरीषः—Mimosa Sirissa, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—"मृदुपुष्पः", "सुपुष्पकः", "लोमशपुष्पकः", "वृत्तपुष्पः" "विषहन्ता"। तिक्तोष्णो विषहा वर्ण्यस्त्रिदोषशमनो लघुः। शिरीषः कुष्ठकण्डूघ्नस्त्वग्दोषश्वासकासहा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ शिरीषः कटुकः शीतो विषवातहरः परः। पामास्रकुष्ठकण्डूतित्वग्दोषस्य विनाशनः। राजनिघण्टुः॥ शिरीषो मधुरोऽनुष्णः तिक्तश्च तुवरो लघुः। दोषशोथविसर्पघ्नः कासव्रणविषापहः। भावप्रकाशः॥

भेषजे व्यवहारः—चरकमते शिरीषः—शिरीषो विषघ्नानाम्" (सू: २५ अ:)।

কুষ্ঠে শিরীষত্বক্—"শিরীষীং ত্বচং * পিষ্ট্বা চতুর্বিধঃ কুষ্ঠনুল্লেপঃ"। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) কফজে বিসর্পে শিরীষকুসুমম্—"* শিরীষকুসুমানি চ। * পৃথগালেপনং দদ্যাদ্বন্দ্বশঃ সর্ব্বশোঽপিবা। প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেয়াঃ স্বল্পঘৃতায়ুতাঃ" (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) কফপিত্তানুগে শ্বাসে শিরীষপুষ্পম্—"শিরীষপুষ্পস্বরসঃ সপ্তপর্ণস্য বা পুনঃ। পিপ্পলীমধুসংযুক্তঃ কফপিত্তানুগে মতঃ"। (চিঃ ২১ অঃ)। সর্পবিষে শিরীষপুষ্পম্—"রসে শিরীষপুষ্পস্য সপ্তাহং মরিচং সিতম্। ভাবিতং সর্পদষ্টানাং নস্যপানাঞ্জনে হিতম্"। (চিঃ ২৫ অঃ)। চরকঃ॥

শিরীষের অন্যার্থসংজ্ঞা—"মৃদুপুষ্প," "সুপুষ্পক," "লোমশপুষ্পক," "বৃত্তপুষ্প," "বিষহন্তা"। **শিরীষের ভাষানাম**—বাঃ—শিরীষগাছ। হিঃ—সিরস। সিং—মন্থরি। মঃ—শিরসী। গুঃ—শিরীষ, শরশডো। কঃ—শিরস্থ। তৈঃ—দিরসন। ফাঃ—দরখ্ত্ জকরিয়া। অঃ—সুলতান্-উল্-অস্জার।

বর্ণন—শিরীষের উচ্চ ও বৃহৎ বৃক্ষ বনে জন্মে। কাণ্ড স্থূল, কাণ্ডত্বক্ পাঁশুটে রঙের, স্বাদ অম্লকষায়। **পত্র** প্রায় আমলকীর পাতার মত। একবৃন্তে ৪—৮ জোড়া পত্র থাকে। শীতকালে বৃক্ষ প্রায় পত্রবর্জ্জিত হয়। পত্রবৃন্ত অর্ব্বুদযুক্ত। **পুষ্প** পীতাভশুভ্র, অতি সুগন্ধি, ইহার সুকুমারত্ব কাব্যপ্রসিদ্ধ। পুষ্পকাল—গ্রীষ্ম। **শিম্বী** দীর্ঘ। বীজসংখ্যা—৮—১০টী। **ভৈষজ্যার্থ ব্যবহার**—পঞ্চশিরীষ অর্থাৎ ফল, মূল, ত্বক্, পুষ্প ও পত্র। **মাত্রা**—কল্ক ১—৪ আনা। স্বরস—১—২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে শিরীষের ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে শিরীষ—বিষনাশক ভেষজের মধ্যে শিরীষ শ্রেষ্ঠ! (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **কুষ্ঠে** শিরীষত্বক্—শিরীষগাছের মূলের ছাল পেষণ পূর্ব্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **কফজবিসর্পে** শিরীষকুসুম—পিষ্টশিরীষফুল স্বল্প গব্যঘৃতযোগে কফজবিসর্পে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) **সর্পবিষে** শিরীষকুসুম—শ্বেতশজিনার পক্কবীজ শিরীষফুলের রসে সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি শিরীষ ফুলের রসে ঘসিয়া, নস্য কিম্বা অঞ্জন বা সেবন, সর্পদষ্টের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ২৫ অঃ)। **কফপিত্তানুগ শ্বাসে** শিরীষকুসুম—শিরীষফুলের রস পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে, কফপিত্তানুগ শ্বাস প্রশমিত হয়। (চিঃ ২১ অঃ)। **চক্রদত্ত—চাতুর্থকজ্বরে** শিরীষপুষ্প—শিরীষ ফুলের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ ও কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে, চাতুর্থকজ্বর নিবৃত্তি পায়। (জ্বর—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিষঘ্নবর্গে এবং **সুশ্রুত** সালসারাদিবর্গে শিরীষ পাঠ করিয়াছেন। বৈদ্যকে কণ্টকী শিরীষ এবং অম্বু শিরীষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **চক্রপাণি** বিষ চিকিৎসায় "প্রত্যঙ্গিরা" ব্যবহার করিয়াছেন। টীকাকার **শিবদাস** বলেন "প্রত্যঙ্গিরা কণ্টকী শিরীষঃ"। নিঘণ্টুদ্বয়ে অম্বু বা কণ্টকী শিরীষের উল্লেখ নাই।

Constituents.—Bark contains tannin, resin 7·5 p. c. and ash 9 p. c.

Actions and uses.—The seeds are astringent, tonic and used in diarrhœa and in seminal debility. Leaves are used as poultices over boils, skin eruptions and swelling. The powdered bark is used as anjana in eye diseases. A decoction of the bark is usen as a gargle in sore mouth. Internally it is a tonic and alterative. (R. N. Khory. Vol. II., p. 188). "The author of the *Makhzan-el-adwiya*, states that the juice of the leaves is applied to the eyes to cure night-blindness, a decoction being at the same time given internally." A decoction of the bark is used as a mouth-wash to strengthen the gums. One masha of the powdered bark with three or four tolas of melted butter taken daily is a excellent tonic and alterative. The flowers are supposed to be retentive of the seminal fluid. One dirhem of the powdered seeds with two dirhem of sugarcandy in a glass of warm milk taken daily is said to thicken the seminal fluid. A paste made with the seeds is applied to reduce enlarged cervical glands. (Dymock. Vol. I., p. 562).

নব্যমত—শিরীষের **বীজ**, সঙ্কোচক ও বলপ্রদ। ইহা উদরাময় ও শুক্রদৌর্বল্যে ব্যবহৃত হয়। স্ফোটক, কণ্ডূ এবং স্ফীত স্থানে **পাতার** পুল্টিশ্ দেওয়া হয়। **ত্বক্** চূর্ণ চক্ষুরোগে অঞ্জনার্থ প্রযুক্ত হয়। ত্বকের ক্বাথ, মুখক্ষতে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়—এবং বল্য ও রসায়নরূপে সেবিত হইয়া থাকে। (আর্, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৮)। কোন য়ুনানী দ্রব্যগুণ বেত্তার মতে শিরীষের পত্রের রস চক্ষুতে সেচন ও ক্বাথ পান করিলে "রাতকাণা" আরাম হয়। ছালের ক্বাথ দ্বারা কবল করিলে দন্তমাড়ী দৃঢ় হয়। শিরীষের ছাল চূর্ণ ১ মাষা ঘৃত ৩।৪ তোলা প্রত্যহ সেবন করিলে বললাভ ও রসায়ন ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। শিরীষ পুষ্প সেবিত হইলে শুক্রক্ষরণ নিবৃত্তি পায় বলিয়া প্রবাদ। ১ ভাগ শিরীষ বীজচূর্ণ, ২ ভাগ মিছরির গুঁড়া, এক গ্লাশ গরম দুগ্ধের সহিত দৈনিক পান করিলে, তরল শুক্র গাঢ় হয়। শিরীষ বীজের প্রলেপ, গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিস্ফীতি বিলীন করিতে পারে। (ডিমক্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২)।

শিলাভেদ—শিলাভেদা:।

শিলাভিদ:. পাষাণভেদ:—Plectranthus Aromaticus. Eng.—Country Borage. বটপত্রী—P. Secundus. ক্ষুদ্রপাষাণভেদ:—P. Monadelphus, P. Strobiliferus.

অস্য ভেদা:—(১) বটপত্রী (২) শিলাবল্কম্ (৩) চতুষ্পত্রী, ক্ষুদ্রা পাষাণভেদা। পাষাণভেদক: শূলকৃচ্ছ্রমেহত্রিদোষজিৎ। হৃদ্রোগপ্লীহগুল্মার্শোবস্তিশুদ্ধিকর: পর:। অশ্মভেদো হিমস্তিক্ত: শর্করা শিশ্নশূলজিৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু:॥ 'পাষাণভেদী' মধুরস্তিক্তো মেহবিনাশন:। হৃদ্দাহমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্ন: শীতলশ্চাশ্মরীহর:। 'বটপত্রী' হিমা শীতা মেহকৃচ্ছ্রবিনাশনী বলদ: ব্রণহন্ত্রী চ কিঞ্চিদ্দীপনকারিণী। শিলাবল্কং হিমং স্বাদু মেহকৃচ্ছ্রবিনাশনম্। মূত্ররোধাশ্মরীশূলক্ষয়পিত্তাপহারকম্। ক্ষুদ্রপাষাণভেদা চ ব্রণকৃচ্ছ্রাশ্মরীহরা। রাজনিঘণ্টু:॥ অশ্মভেদো হিমস্তিক্ত: কষায়ো বস্তিশোধন:। ভেদনো বস্তিদোষার্শোগুল্মকৃচ্ছ্রাশ্মহৃদ্রুজ:। যোনিরোগান্ প্রমেহাংশ্চ প্লীহশূলব্রণানি চ। ভাবপ্রকাশ:॥

বৈদ্যকে ব্যবহার:—গুর্বিণ্যা মূত্ররোধে শিলাভেদ:—"শিলাভেদং সিতাঢ্যঞ্চ পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা। মূত্ররোধো গুর্বিণীনাং বারয়ত্যাশু নিশ্চিতম্। হারীত:॥ (চি: ৫০ অ:)।

শিলাভেদের ভাষানাম—বা:—ঠিক্ বাঙলা নাম নাই। হি:—পাষাণভেদ পাথরচুর। সিং—কাপ্পরবল্লীয। তা:—কর্পূরবল্লী। ফা:—গোশাদ। অ:—জিঞ্জিয়ানা। ইং—কাণ্ট্রি বোরেজ্। শিলাভেদের ভেদ—(১) বটপত্রী (২) শিলাবল্ক (৩) চতুষ্পত্রী।

বর্ণন—বঙ্গে পাষাণভেদ যত্র তত্র অযত্নসম্ভূত হয় না—ইহা উদ্যানে পালিত হয়। অনেকে টবে করিয়া রাখে। ক্ষুপ ক্ষুদ্র—কাণ্ড লুণ্ঠিত, শাখা উচ্ছ্রিত ও রোমাবিত। পত্র, পুরু, মাংসল, রোমাবিত, পত্রপ্রান্ত খাঁজকাটা, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, অতি সুগন্ধি, গন্ধ প্রায় যমানীর মত—কেবল পত্র নহে, সমগ্র উদ্ভিদ্‌ই সুগন্ধি। কদাচিৎ পুষ্পিত হইতে দেখা যায়। পুষ্পকাল—নিদাঘের অন্ত, বর্ষার প্রথম ভাগ। পাষাণ ভেদের জন্মস্থান পর্ব্বতমালা—

নিম্নভূমিতে ইহাকে যত্নে রক্ষা করিতে হয়। এস্থলে যাহা পাষাণভেদ নামে বর্ণিত হইল কেহ কেহ ইহাকে বালা বলে। বৈদ্যকোক্ত বালা কি তাহা "বালক" প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। পাষাণ ভেদের অপর ভেদ পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মিতে দেখা যায়। বঙ্গদেশের যত্রতত্র জাত "হিমসাগর" বা "পাথরকুচি" নামে প্রসিদ্ধ এক প্রকার উদ্ভিদ্‌কে অজ্ঞ লোকে পাষাণভেদ ভ্রমে ব্যবহার করে। এ ভ্রম নিরাকৃত হওয়া উচিত। "পাথর কুচি" এবং বৈদ্যকোক্ত পাষাণভেদে মহৎ অন্তর। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র। পত্র কল্ক। **মাত্রা**—২—৮ আনা।

বৈদ্যকে শিলাভেদের ব্যবহার।

হারীত—গর্ভিণীর **মূত্ররোধে** শিলাভেদ—প্রচুর শর্করাযোগে পাষাণভেদের পত্র-কল্ক, তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে গর্ভিণীর মূত্ররোধ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৫০ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, মূত্রবিরেচনীয়বর্গে এবং সুশ্রুত বীরতর্ব্বাদিগণে পাষাণভেদ পাঠ করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বাজারে দেশান্তর হইতে আনীত এক প্রকার মূল পাষাণভেদ নামে বিক্রীত হয়। ইহার লাটিন নাম—Saxifraga Ligulata, *Wall.* এই মূল বৈদ্যকোক্ত পাষাণভেদ নহে।

Actions and uses.—Antispasmodic, stimulant and stomachic, used in colic in children, asthma, dyspepsia ; also as a local application to the head in headache, and to relieve the pain and irritation caused by the stings of centipedes. It is also given in chronic cough, fever, asthma, epilepsy and other convulsive affections. (R. N. Khory, Vol. II., p. 480).

নব্যমত—পাষাণভেদ আক্ষেপহর, উষ্ণ ও পাচক। ইহা শিশুর পেটকামড়ানি, এবং শ্বাস, অজীর্ণ, গ্রহণী, পুরাণ কাস, জ্বর, অপস্মার এবং তড়কাদিরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শিরঃপীড়ায় মস্তকে এবং কীটাদিদষ্ট স্থানে ইহার প্রলেপ যন্ত্রণাহর। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮০)।

শূরণদ্বয়—সুরণদ্বয়ম্।

সু(শূ)রণঃ—Amorphophallus Campanulatus, *Blume.* Arum Campanulatum, *Roxb.*

ভেদঃ—বন্যোভবশ্চৈতঃ, শ্বেতশ্চ। **পর্য্যায়সংজ্ঞা**—বন্যোভবশ্চৈতস্য—"বৃষকন্দঃ",

"स्थूलकन्दः", "दुर्नामारिः", "वातारिः"। द्वयोः—कण्डूलः"। शूरणः कटुको रुच्यो दीपनः पाचनस्तथा। क्रिमिदोषहरो वातशूलगुल्मास्रदोषनुत्। कासं श्वासञ्च छर्द्दिञ्च निवारयति सेवितः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ शूरणः कटुकरुच्यदीपनः पाचनः क्रिमिकफानिलापहः। श्वासकासवमनार्शसां हरः शूलगुल्मशमनोऽस्रदोषनुत्। 'श्वेतशूरणको' रुच्यः कटुष्णः क्रिमिनाशनः। गुल्मशूलादिदोषघ्नः स चारोचकहारकः। राजनिघण्टुः॥ सूरणो दीपनो रुक्षः कषायः कण्डूकृत् कटुः। विष्टम्भी विशदो रुच्यः कफार्शःकृन्तनो लघुः। विशेषादर्शसे पथ्यः प्लीहगुल्मविनाशनः। सर्व्वेषां कन्दशाकानां सूरणः श्रेष्ठ उच्यते। दद्रूणां रक्तपित्तिनां कुष्ठिनां न हितो हि सः। सन्धानयोगसंप्राप्तः शूरणो गुणवत्तर। भावप्रकाशः॥ स्थूलकन्दस्तु नात्युष्णः शूरणो गुदकीलहा। सुश्रुतः—सू: ४६ अः। दीपनः शूरण रुच्यः कफघ्नोविशदो लघुः। विशेषादर्शसां पथ्यः प्लीहगुल्मविनाशनः। हारीतः—प्रः स्थाः—१० अः।

वैद्यके व्यवहारः—अर्शःसु शौरणः कन्दः—"मृल्लिप्त शौरणं कन्दं पक्त्वाग्नौ पुटपाकवत्। अद्यात् सतैललवणं दुर्नामविनिवृत्तये। (अर्श—चिः)। चक्रदत्तः॥ वल्मीकश्लीपदयोः शूरणकन्दः—"पिष्ट्वा शूरणकन्दञ्च मधुना च घृतेन च। लेपनञ्च हितन्तस्य वल्मीकश्लीपदापहम्। (चिः २६ अः)। (२) अर्व्वुदे शूरणकन्दः—शौरणं कन्दकं दग्ध्वा घृतेन च गुड़ेन च। लेपनञ्चार्व्वुदानाञ्च नाशनञ्च भिषग्वर। हारीतः। (चिः २६ अः)॥

শূরণের ভেদ—রাজনির্ঘণ্টুকারের মতে ওল দুই প্রকার—একের কন্দ রক্তাভ-শ্বেত, অপরের কন্দ শ্বেত॥ এই দুই প্রকার ওলই আবার গ্রাম্য ও বন্য ভেদে দ্বিবিধ। যাহার আবাদ করা হয় তাহাকে গ্রাম্য এবং যাহা বনে অযত্নসম্ভূত হয় তাহাকে বন্য বলে। প্রথম ভেদ স্বরূপগত, দ্বিতীয় ভেদ কৃষিগত। **অন্বর্থসংজ্ঞা**—শ্বেতাভরক্তের—"রুচ্যকন্দ," "স্থূলকন্দ," "দুর্নামারি," "বাতারি"॥ উভয়ের—"কণ্ডূল"। রাজনির্ঘণ্টুকার সিতেতর (রক্তাভশ্বেত) শূরণের পর্য্যায়ে "বাতারি" ও "দুর্নামারি" শব্দ পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং রক্তাভশ্বেত ওলকেই বাতঘ্ন ও আর্শোনাশক বলা আচার্য্যের অভিপ্রেত। **শূরণের ভাষানাম**—বাঃ—ওল। হিঃ—সূরণ, জিমিকন্দ। মিঃ—জিঙারম্। মঃ—

গোডাস্থরণ, খাজেরাশূরণ। গুঃ, কঃ—সুরণ। তৈঃ—মক্কাকন্দা। কাঃ—ওল। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কন্দ। কি রক্তাভশ্বেত, কি শ্বেত উভয় শূরণেরই যাহা বন্যজাতীয় তাহাই ভেষজার্থে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। গ্রাম্য অপেক্ষা বন্যশূরণ অধিক কণ্ডূল। অর্শ ও বাতব্যাধি চিকিৎসায় ভেষজার্থে রক্তাভশ্বেত বন্যশূরণ এবং আহারার্থে রক্তাভশ্বেত গ্রাম্য শূরণ ব্যবহৃত হইবে। দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগীর পক্ষে ওল হিতকর নহে। **মাত্রা**—কন্দচূর্ণ ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে শূরণের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—অর্শে শূরণ—রক্তাভশ্বেত বন্য ওলকে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া ঘুঁটের আগুণে পাক করিয়া সৈন্ধব লবণ এবং তিলের বা সরিষার তৈলের সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহা অর্শোহর। (অর্শ—চিঃ)। **হারীত—বল্মীক ও শ্লীপদে** শূরণ—বন্য শূরণকন্দ ঘৃত ও মধুসহ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বল্মীক ও গোদ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৩৬ অঃ)। (২) **অর্ব্বুদে** শূরণ—ওলকে পোড়াইয়া ঘৃত ও মধুসহ লেপন করিলে অর্ব্বুদ (আব) বিনাশ পায়। (চিঃ ৩৬ অঃ)।

বক্তব্য—চারক কন্দশাকবর্গে শূরণের উল্লেখ নাই। ধন্বন্তরি বা ভাবমিশ্র শূরণের ভেদ স্বীকার করেন নাই। শূরণের একটী নাম "রুচ্যকন্দ"—সুতরাং ইহা মন্দাগ্নির পক্ষে সুপথ্য। কোন অঙ্গ বিশেষে বন্যশূরণের প্রলেপ দিলে তদঙ্গে স্পর্শজ্ঞানরাহিত্য জন্মিয়া থাকে; সুতরাং শূল-নিবারণের পক্ষে ইহার প্রয়োগ প্রশস্ত। দন্তশূলে পিষ্টশূরণের প্রলেপ কিম্বা পরিণামাদি শূলরোগে শূরণচূর্ণ সেবন, হিতকর।

Actions and uses,—Stomachic and tonic; used in piles and given as a restorative in dyspepsia, debility &c. (R. N. Khory, Vol II., p. 629.)

নব্যমত—ওল, পাচক, বলকারক। অর্শে হিতকর। ইহা বলারোগ্যপ্রদ বলিয়া গ্রহণী ও দৌর্ব্বল্যে প্রযুক্ত হয়। (আর্, এন্, খোরি, ২য় খঃ, ৬২৯ পৃঃ)।

শেফালিকা—শ্রীফালিকা।

শ্রীফালিকা, সুবহা—Nyctanthes Arbortriotis, *Linn.*

শ্রীফালিঃ কটুনিম্বোষ্ণা রুক্ষা বাতক্ষয়াপহা। স্বাদক্রস্বগ্নিবাতঘ্নী গুরুবাতাদি দোষনুত্। রাজনিঘণ্টুঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—বিষমাবিষমজ্বরেষু শেফালিদলঃ—"মধুনা সর্ব্বজ্বরনুচ্ছেফালিদলজো রসঃ" (জ্বর—চিঃ)। (২) গৃধ্রস্যাং শেফালিকাদলঃ—শেফালিকাদলৈঃ ক্বাথো মৃদ্বগ্নিপরিসাধিতঃ। দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্ধরেৎ"। (বাতব্যাধি—চিঃ। চক্রদত্তঃ॥

শেফালিকার ভাষানাম—বাঃ—শিউলী। কোঃ—শিউলী। হিঃ—হরসিঙ্গার। গুঃ—পরবুট্টি। তৈঃ—পগলমূলী। পঞ্জ—পহরবুটী। ইং—নাইট্ জেস্‌মাইন।

বর্ণন—পুষ্পার্থ শেফালিকা বৃক্ষ উদ্যানে পালিত হয়। ইহার পত্র সূক্ষ্মাগ্র ও কর্কশ। শীতের শেষে বৃক্ষ পত্রবর্জ্জিত হয় এবং নিদাঘের বারিপাতে নবপত্রশোভিত হইয়া, শরৎ হইতে হেমন্ত পর্য্যন্ত পুষ্পিত থাকে। **পুষ্প** শুভ্র এবং পুষ্পবৃন্ত কুঙ্কুমবর্ণ। পুষ্প রজনীতে বিকসিত হইয়া প্রাতে পতিত হয়। দূরাগত শেফালিকা পুষ্পের আমোদ অতি হৃদ্য। **ফল** শীতে পরিপক্ব হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র ও মূলত্বক্। **মাত্রা**—স্বরস ১—২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে শেফালিকার ব্যবহার।

চক্রদত্ত—সর্ব্বজ্বরে শেফালিকাপত্র—শেফালিকার পাতার রস মধুসহ পান করিলে বিষম ও অবিষম জ্বর নিবৃত্তি পায়। (২) **গৃধ্রসীতে** শেফালিকাপত্র—মৃদু অগ্নিতে শেফালিকার পত্রের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, দুর্ব্বার গৃধ্রসী রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীকণ্ঠদত্তের মতে এস্থলে শেফালিকা শব্দে নিগুণ্ডী অর্থাৎ নিসিন্দা।

বক্তব্য—নিগুণ্ডী অর্থাৎ নীলপুষ্প সিন্ধুবারের পর্য্যায়ে শেফালিকা শব্দ পঠিত হইয়াছে। রাজনিঘণ্টুতে যে শুক্লাঙ্গী শেফালির উল্লেখ আছে তাহাই আমাদের কথিত শিউলী। অনেকে শিউলীর গুণপর্য্যায় প্রস্তাবে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পূর্ব্বাচার্য্যকৃত কোন গ্রন্থে অবলোকন করি নাই; সুতরাং তাঁহাদের স্বরচিত বলিয়া অনুমান করি।

Constituents.—Resin, colouring matter, an alkaloid (Nyctantine) and an oily principle, similar to the oil of peppermint. (R. N. Khory, Vol. II., p. 436.) **Actions and uses.**—As antiperiodic, the fresh leaves bruised are given with sugar or fresh ginger, in obstinate intermittent fevers. The powdered seeds are used locally to remove the scurf from the head. The decoction or the infusion is used as a alterative in obstinate cases of sciatica and rheumatism. (R. N. Khory, Vol. II., p. 436.) "In concan about 5 grains of the bark are eaten with Betel-nut and leaf to promote the expectoration of thick phlegm." (*Dymock*, Vol. II., p. 376.)

নব্যমত—কৃচ্ছ্রসাধ্য সবিরামজ্বরে আদার রস বা চিনিসহ সেফালিকা পত্রের রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মাথার খুস্কী দূর হয়। শেফালিকা পত্রের শীত কষায় বা কাথ গৃধ্রসী ও বাতের পক্ষে হিতকর। (আর্ এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৬)। কঙ্কন প্রদেশে, গাঢ় শ্লেষ্মা উঠাইবার জন্য পান সুপারীর সহিত শেফালিকার গাছের ছাল্ চূর্ণ ৫ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করে। (ডিমক্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৬)।

শ্যোণাক—श्योणाकः।

श्योणाकः, अरलुः टिण्टुकः—Oroxylum Indicum. Calosanthes Indica.

अन्वर्थसंज्ञा—"पृथुशिम्बः", "दीर्घवृन्तकः", "पीतद्रुमः", "वातारिः"। टिण्टुकः शिशिरस्तिक्तो बस्तिरोगहरः परः। पित्तश्लेष्मामवातातीसारकासारुचीर्जयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ श्योणाकयुगलं तिक्तं शीतलञ्च त्रिदोषजित्। पित्तश्लेष्मातिसारघ्नं सन्निपातज्वरापहम्। 'टिण्टुफलं कटूष्णं' च कफवातहरं लघु। दीपनं पाचनं हृद्यं रुचिकृल्लवणात्मकम्। राजनिघण्टुः॥ श्योणाको दीपनः पाके कटुकस्तुवरो हिमः। ग्राही तिक्तोऽनिलश्लेष्मपित्तकासप्रणाशनः। टुण्टुकस्य फलं बालं रूक्षं वातकफापहम्। हृद्यं कषायं मधुरं रोचनं लघुदीपनम्। गुल्मार्शःकृमिहृत् प्रौढ़ं गुरुवातप्रकोपनम्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—अतिसारे श्योणाकः—'त्वक्पिण्डं दीर्घवृन्तस्य पद्मकेशरसंयुतम्। काश्मरीपद्मपत्रैश्चावेष्ट्य सूत्रेण तं दृढ़म्। मृदावलिप्तं सुकृतं मङ्गारैष्ववकूलयेत्। स्विन्नमुद्धृत्य निष्पीड्य रसमादाय तं ततः। शीतं मधुयुतं कृत्वा पाययेतोदरामये"। (उः ४० अः)। (२) पूतनाप्रतिषेधे अरलुः—"कपोतवङ्कारलुको *। योज्याः स्युर्बालानां परिषेचने"। (उः ३२ अः)। सुश्रुतः॥

শ্যোণাকের ভাষানাম—বাঃ—শোণাগাছ। কোঃ—নাউশোণা, ভঁড়িমালা। হিঃ—সোনাপাঠা, অরলু। মঃ—টেটু। গুঃ—অরডুশো। কঃ—শোণা।

তঃ—পেন্দামানু। উঃ—ফণফণা। তাঃ—পন, পঞ্জমুলিন। **সিং—নীটিল। শ্যোণাকের অন্বর্থসংজ্ঞা**—"পৃথুশিম্ব," "দীর্ঘবৃন্তক," "পীতবৃক্ষ," "বাতারি"।

বর্ণন—ক্ষীণকাণ্ড, উচ্চ, শাখাবর্জ্জিত বৃক্ষ। কাণ্ড পত্রবৃন্তসন্নিবেশীয় চিহ্নে উচ্চনীচ। ত্বকের অভ্যন্তর পীতবর্ণ। পত্রবৃন্ত অতিদীর্ঘ, শিম্বি তরবারির মত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূলত্বক্ ও ফল। **মাত্রা**—চূর্ণ ½—২ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা। স্বরস —১—২ তোলা।

বৈদ্যকে শ্যোণাকের ব্যবহার।

সুশ্রুত—অতিসারে শ্যোণাকত্বক্—শোণাগাছের মূলের ছাল উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে গামার ও পদ্মের পত্রদ্বারা ঐ পিণ্ড আচ্ছাদিত করিয়া সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে, অতঃপর মাটীর লেপ দিয়া তপ্ত অঙ্গারের উপরি স্থাপন করিবে। অভ্যন্তরস্থ পিণ্ড সুসিদ্ধ হইলে, অঙ্গার হইতে উত্তোলন করিয়া রস নিষ্কাশিত করিবে। এই রস শীতল হইলে, মধুযোগে অতিসার রোগীকে সেবন করাইবে। (উঃ ৪০ অঃ)। (২) **পুতনাপ্রতিষেধে** অরলু—শোণাক মূলের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে বালকের গাত্রে সেচন করিলে, পুতনাগ্রহাক্রান্ত শিশু নিরাময় হয়। (উঃ ৬২ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, অনুবাসনোপগ, পুরীষসংগ্রহণ, শোথহর এবং শীতপ্রশমন বর্গে শ্যোণাক, পাঠ করিয়াছেন। রাজনিঘণ্টুক্ত "শ্যোণাকো পৃথুশিম্বোহন্যো ভল্লকোদীর্ঘবৃন্তকঃ" পাঠ করিয়া প্রতীতি জন্মে যে টুণ্টুক এবং শ্যোণাক পৃথক্—যাহা পৃথুশিম্ব ও দীর্ঘবৃন্তক তাহাই টুণ্টুক। টীকাকারগণ শ্যোণাকের অর্থ টুণ্টুক এবং টুণ্টুকের অর্থ শ্যোণাক লিখিয়াছেন। বৃদ্ধ বৈদ্যগণও টুণ্টুক এবং শ্যোণাক শব্দে একই উদ্ভিদ (যাহা নাউশোণা নামে খ্যাত) ব্যবহার করেন। অতএব আমরাও টুণ্টুক শব্দ শ্যোণাকের পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Constituents.—Oroxylin, an acrid principle, pectin, exractive matter, fat, wax, &c. **Actions and uses.**—As an anodyne the oil is dropped into the ear in otorrhœa. The powder and infusion of the bark combined with opium are sudorific, better than Dover's powders. As an anodyne, a bath prepared with the bark is frequently employed in acute rheumatism. It is also used in dropsy. (R. N. Khory, Vol. II., p. 460.) Dr. B. Evers says :—"I have made a trial of the powder and an infusion of the bark, and have found it to be most powerfully diaphoretic ; the drug has slight anodyne properties ; also a bath, prepared with the bark, I have frequently employed in rheumatism. **Twenty cases of acute rheumatism were treated with this drug, and in**

all the results have been most satisfactory. The dose of the powder is from 5—15 grains, thrice daily, of the infusion (1 ounce of the bark to 10 ounces of boiling water) an ounce three times a day. Combined with opium it forms a much more powerful sudorific than the compound powder of ipecacuanha. The drug does not possess any febrifuge properties. (Indian Medical Gazette, February and March, 1875.)

নব্যমত—শোণাছালের কল্ক দ্বারা পক্ক তিলতৈল, পূতিকর্ণে হিতকর। ছালের চূর্ণ ও শীতকষায় অহিফেন যোগে প্রয়োগ করিলে, "ডোভার্স পাউডার" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘর্ম্মকারক। ইহার ছালের সহিত সিদ্ধ জল, বেদনাহর বলিয়া, শোথ ও বাতরোগীর স্নান এবং ধাবনার্থ প্রয়োগ করিবে। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬০)। **ডাঃ বি এভান্স** বলেন,—শোণার ছাল চূর্ণ এবং ছালের শীতকষায় প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি উহা অমোঘ ঘর্ম্মকারক। উহার বেদনাহর শক্তিও আছে। বাতরোগীর স্নানও ধাবনার্থ জল, শোণার ছালের সহিত সিদ্ধ করিয়াও ব্যবহার করিয়াছি। ২০টী তরুণ (Acute) বাতরোগীকে (আমবাত রোগীকে) এইরূপে শোণার ছাল ব্যবহার করাইয়া সন্তোষজনক ফললাভ করা গিয়াছে। ছাল চূর্ণের মাত্রা—৫—১৫ গ্রেণ, দিনে তিনবার। শীতকষায় আধ ছটাক দিনে তিনবার। শীতকষায় প্রস্তুতের নিয়ম—আধ ছটাক কুট্টিত শোণাছাল পাঁচ ছটাক উষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার সহিত অহিফেন যোগ করিলে "কম্পাউণ্ড এপিকাকুয়ানা পাউডার" অপেক্ষা ইহা অধিক ফলপ্রদ ঘর্ম্মকারক রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। শোণার জ্বরঘ্ন শক্তি নাই। (ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল্ গেজেট্ ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ—১৮৭৫)।

সপ্তপর্ণ—सप्तपर्णः।

सप्तपर्णः—Alstonia Scholaris.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"सप्तपर्णः शाल्मलीसदृशपर्णो गजमदगन्धपुष्पः शरदि विकशनशील उच्चैर्वृक्षः" (लक्षणः)। अन्वर्थसंज्ञा—"शाल्मलीपत्रकः", "छत्रपर्णः", "सप्तच्छदः", "बृहत्त्वक्", "गूढ़पुष्पः", "मदगन्धः", "गन्धिपर्णः" "शारदी"। त्रिदोषशमनो हृद्यः सुरभि दीपनः सरः। शूलगुल्मकृमीन् कुष्ठं हन्ति शाल्मली-

पत्रकः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ सप्तपर्णस्तु तिक्तोष्णस्त्रिदोषघ्नश्च दीपनः। मदगन्धो निबन्धेऽयं व्रणरक्तामयक्रमीन्। राजनिघण्टुः॥ सप्तपर्णस्त्रिदोषघ्नो वीर्य्योष्णोऽग्निप्रदीपनः। मदगन्धिश्च षट्कर स्तिक्तःक्रिमिविनाशनः। कुष्ठं जीर्णज्वरं श्वासं गुल्मञ्च ग्रहणीस्तथा। प्रवाहिकां सरक्ताञ्च वातरक्तं विनाशयेत्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे सप्तपर्णः—"* सप्तपर्णस्य। इति षट्कषाययोगाः कुष्ठघ्ना निर्द्दिष्टाः स्नाने पाने च मता।" (चिः ७ अः)। (२) स्तन्यशुद्धयर्थं सप्तपर्णः—"अमृतासप्तपर्णत्वक्क्वाथस्त्वेव सनागरम्" (चिः ३० अः)। चरकः॥ सान्द्रमेहे सप्तपर्णः—"सान्द्रमेहिनं सप्तपर्णकषायम्" (चिः ११ अः)। (२) दन्तकाष्ठगतविषे सप्तपर्णत्वक्—"त्वचः सप्तच्छदस्य वा। * सक्षौद्राः प्रतिसारणम्"। (कः १ अः)। (३) कासश्वासयोः सप्तपर्णः—"सप्तच्छदस्य पुष्पाणि पिप्पलीश्चापि मस्तुना। पिबेत् सचूर्ण्य *" (उः ५१ अः) सुश्रुतः॥ पित्तकफानुगे हिक्काश्वासे सप्तपर्णः—"स्वरसः सप्तपर्णस्य *। हिक्काश्वासे मधुकणायुक्तः पित्तकफानुगे"। (२) दन्तक्रिमिषु सप्तपर्णः—"सप्तच्छदार्कक्षीराभ्यां पूरणं क्रमिशूलजित्" (उः २२ अः)। वाग्भटः॥ दुष्टव्रणे सप्तपर्णः—"सप्तदलदुग्धकल्कः शमयति दुष्टव्रणं प्रलेपेन" (व्रणशोथ—चिः)। चक्रदत्तः॥

সপ্তপর্ণের অন্যার্থসংজ্ঞা—"সপ্তচ্ছদঃ," "শাল্মলীপত্রক," "ছত্রপর্ণ," "বৃহৎত্বক্," "গূঢ়পুষ্প" "মদগন্ধ," "গন্ধিপর্ণ," "শারদী"। **সপ্তপর্ণের ভাষানাম**—বাঃ—ছাতিম গাছ। কোঃ—ছাইতান্। হিঃ—ছতিবন্, ছাতিয়ান্। মিং—বক্‌যমোল। মঃ—সাত্বিন। গুঃ—সপ্তপর্ণ। কঃ—এলেলেগ, এড়াকুল, অরিটাকু। ইং—ডিটাবার্ক।

বর্ণন—সপ্তপর্ণ, উচ্চ আরণ্য বৃক্ষ। বৃক্ষের ত্বক্ স্থূল ও শুভ্র, স্বাদে তিক্ত। ছেদন করিলে শুভ্রবর্ণ আঠা বাহির হয়। পত্রগুলি শাখার চতুর্দ্দিকে ছাতার মত বিন্যস্ত অতএব "ছত্রপর্ণ" নাম। পত্রসংখ্যা ৫—৭টী; এজন্য "অযুগ্মচ্ছদ" বা "সপ্তচ্ছদ" নাম। শিমুলের পাতার সহিত ইহার পত্রের সাদৃশ্য আছে বলিয়া "শাল্মলীপত্রক" বলে। **পুষ্প** শুভ্র বা হরিদাভ শুভ্র, ক্ষুদ্র, গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত, গন্ধ গজমদতুল্য। হস্তীর নাসারন্ধ্র নেত্রাদি হইতে যে জল স্রাব হয় তাহাকে গজমদ বলে। ছাতিমের ফুলের গন্ধ গজ মদের মত। মধুর দিগ্বিজয়

বর্ণণে কালিদাস লিখিয়াছেন—"প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদগন্ধিভিরাহতাঃ। অসূয়য়েব তন্নাগাঃ সপ্তধৈব প্রসুস্রুবুঃ। সপ্তপর্ণ শরৎকালে পুষ্পিত হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পুষ্প, আঠা। **মাত্রা**—ত্বক্‌চূর্ণ ½—২ আনা। পুষ্পচূর্ণ ½—৩ আনা। আঠা—½—১ আনা। ত্বক্ বা পুষ্পের স্বরস ½—২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে সপ্তপর্ণের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে সপ্তপর্ণ—ছাতিমছালের কাথ কুষ্ঠঘ্ন। এই কাথ কুষ্ঠরোগী স্নানে ও পানে ব্যবহার করিবে। (চিঃ ৩০ অঃ)। (২) **স্তন্যশুদ্ধ্যর্থ** সপ্তপর্ণ—শুণ্ঠ ও ছাতিম ছালের কাথ পান করিলে স্তন্যশুদ্ধি হয়। (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত—সান্দ্রমেহে** সপ্তপর্ণ—যাহার সান্দ্রমেহ হইয়াছে তাহাকে ছাতিমছালের কাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **দন্তকাষ্ঠগতবিষে** সপ্তপর্ণ—বিষাক্ত দন্তকাষ্ঠ (দাঁতন) ব্যবহার করিলে দন্তমাড়ীস্ফীতি প্রভৃতি উপসর্গ জন্মিয়া থাকে, তৎপ্রতিকারার্থ ছাতিমছালের চূর্ণ মধুযোগে মুখকুহরে এবং মাড়াতে ঘর্ষণ করিবে। (কঃ ১ অঃ)। (৩) **শ্বাসকাসে** সপ্তবর্ণ—যাহার শ্বাসকাস আছে সে ছাতিমের ফুল এবং পিপ্পলী সমভাগে চূর্ণ করিয়া দধির মাতের সহিত সেবন করিবে। (উঃ ৫১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—হিক্কাশ্বাসে সপ্তপর্ণ—পিত্তকফানুগত হিক্কাশ্বাসে ছাতিমছালের রস পিপুল ও মধুযোগে পান করিবে। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **দন্তক্রিমিতে** সপ্তপর্ণ—দাঁতের ক্রিমি জন্য বেদনায়, দন্তগহ্বর ছাতিমের আঠায় পূরণ করিলে শূলশান্তি হয়। (উঃ ২২ অঃ)। **চক্রদত্ত—দুষ্টব্রণে** সপ্তপর্ণ—ছাতিমের আঠা শুষ্ক করিয়া দুষ্টব্রণে লেপন করিলে ক্ষত পূরণ হয়। (ব্রণশোথ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, কুষ্ঠঘ্নবর্গে এবং সুশ্রুত আরগ্বধাদিগণে সপ্তপর্ণ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতোক্ত বিষমজ্বরঘ্ন ঘৃত তৈলের পাঠে সপ্তপর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাবমিশ্রের মতে সপ্তপর্ণ জীর্ণজ্বরহর।

Constituents.—An alkaloid ditamine ; two bases echitamine and echitenene ; also echicaoutchin, an amorphous yellow mass ; echicerin, in acicular crystals ; echitin, in crystallized scales ; echitein, in rhombic prisms ; and echiretin, an amorphous substance. **Ditamine.**—To obtain it exhaust the powdered bark with petroleum ether, and add boiling alcohol. An amorphous or crystalline powder, having alkaline reaction and bitter taste, similar to quinine. Dose 5 to 15 grains. **Actions and uses.**—As an alterative, the bark is given in gout, rheumatism, skin diseases &c. As an astringent in chronic diarrhœa,

and in advanced stage of dysentery. As a bitter tonic in convalescenc from exhausting diseases and fevers. The alkaloid is regarded a febrifuge equal to quinine in efficacy, and is given In all forms of malaria fevers. It is also a decided galactagogue. (R. N, Khory, Vol. II., p, 383. Rumphius's experience is, that the bark is useful in catarrhal dyspepsia and in the febrile state consequent upon that affection, and also for enlarged spleen. He says :—"Of its value in catarrhal dyspepsia I can speak from experience ; the dose should be 15 grains taken at bed-time in powder or decoction. "Nimmo in 1839 called attention to the bark as a powerful tonic and suggested its use as an antiperiodic. "Dr. Gibson in 1853 contributed a short, but interesting accouut of the drug to the *Pharmaceutical Journal* (xii, p. 422). Alstonia bark is official in the *Pharmacopœia of India*, and is described as an astringent tonic, anthelmintic and antiperiodic. In the Concan the juice of the fresh bark with milk is administered in leprosy, and is also prescribed for dyspepsia and as an anthelmintic. One of us has found the tincture of the bark to act in certain cases as a very powerful galactagogue : in one case the use of the drug was purposely discontinued at intervals, and on each occasion the flow of the milk was found to fail." "The people (of Manilla) having been in habit of using it from time immemorial in decoction against malignant, intermittent and remittent fevers with the happiest result, the attention of our leading physicians was excited, and the active principle ditain has now become a staple article, and ranks equal in therapeutical efficiency with the best imported sulphate of quinine. Numberless instances of private and hospital practice carried out by our best physicians, have demonstrated this fact. Equal doses of ditain and of standard quinine sulphate have had the same medicinal effects ; besides having none of the disagreeable secondary symptoms, such as deafness, sleeplessness and feverish excitement, which are the usual concomitants of large quinine doses, ditain attains its effects swiftly, surely and infallibly.

We use ditain generally internally in quantities of half a drachm daily for children, and double the dose for adults, due allowance being made, of course, for age, sex, temperament, &c. We derive very beneficial effects from its use, too, under the form of poultices. Powdered dita bark, cornflour, each half a pound ; hot water sufficient to make

a paste. Spread on linen and apply under the armpits, and on the wrists and ankles, taking care to renew when nearly dry, and provided the desired effects should not have been obtained. The results arrived at by ditain in our Manilla Hospitals and private practice are simply marvellous. In our military hospital and penitentiary practice, ditain has perfectly superseded quinine and it is now being employed with most satisfactory results in the island of Mindanao, where malignant fevers are prevalent." (Dymock, Vol. II., pp. 287-88).

নব্যমত—ছাতিমের ছাল রসায়ন বলিয়া আম বাত, বাত এবং চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় সঙ্কোচক হেতু চিরজাত উদরাময় এবং সংগ্রহ গ্রহণীতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা তিক্ত ও বল্য বলিয়া জ্বরাদি পীড়ার অবসানে সেব্য। ছাতিম ছাল হইতে নিষ্কাশিত Ditainএর জ্বরঘ্নী শক্তি কুইনাইনের তুল্য—বরং কুইনাইন সেবনের বধিরতা, অনিদ্রা, কর্ণনাদ প্রভৃতি কুফল ইহাতে নাই। ইহা সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। **রক্সবার্গ** বলেন ছাতিমছাল যে কফজ গ্রহণীতে বিশেষ উপকারী ইহা আমি পরীক্ষা করিয়াছি। রাত্রিতে শয়নকালে ১৫ গ্রেণ চূর্ণ সেব্য। কঙ্কন দেশে ছাতিমছালের রস দুগ্ধের সহিত কুষ্ঠরোগীকে সেবন করান হয়। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ছাতিম ছালের টীংচার অমোঘ স্তন্য স্রাবকারী। অপর বিষয় উদ্ধৃত ইংরাজি পাঠে জ্ঞাতব্য।

সর্ষপচতুষ্টয়—सर्षपचतुष्टयम्।

गौरसिद्धार्थः आसुरी—Brassica Campestris *Linn.* **राजिका, राजक्षवकः**—B. Juncea, *H. F. and I.* **कृष्णराजिका**—B. Nigra, *Koch.*

भेदाः—(१) गौरसिद्धार्थः, (Rape, Eng.) (२) रक्तसिद्धार्थः, (३) कृष्णराजिका; (४) राजिका। **अन्वर्थसंज्ञा**—सिद्धार्थयोः—"कटुस्नेहः", "भूतघ्नः", "कुष्ठनाशनः"। राजिकयोः "राजसर्षपः", क्षुधाभिजननः", "कृमिकृत्"। गौरसर्षपः कटूष्णो रुक्षोऽस्रः कफवातजित्। शिरोव्यामकण्डूकुष्ठघ्नः श्रुतिघोर्णानिलार्तिजित्। तद्वद्रक्तस्तु सिद्धार्थस्तिक्तः स्निग्धोष्णकः कटुः। 'राजिका' कटुतिक्तोष्णा कृमिश्लेष्महरा परा। रुचिष्या पित्तदा तीक्ष्णा हृद्विबन्धविदूषणी। अन्यच्च—'राजिका' तु कफवातहारिणी रोचिकाग्निजननी च कथ्यते। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'सिद्धार्थः'

कटुतिक्तोष्णः वातरक्तग्रहापहः । त्वग्दोषशमनो रुच्यो विषभूतव्रणापहः ।
'राजसर्षपकः' (राजिका) तिक्तः कटूष्णो वातशूलनुत् । पित्तदाहप्रदो गुल्म-
कण्डूकुष्ठव्रणापहः । राजनिघण्टुः ॥ सर्षपस्तु रसे पाके कटुः स्निग्धः सतिक्तकः ।
तीक्ष्णोष्णः कफवातघ्नो रक्तपित्ताग्निवर्द्धनः । रक्षो हरेद् व्रणं कण्डूं कुष्ठकोष्ठ-
क्रिमिग्रहान् । यथा रक्तस्तथा गौरः किन्तु गौरो वरो मतः । 'राजिका' कफ-
पित्तघ्नी तीक्ष्णोष्णा रक्तपित्तकृत् । किञ्चिद्रुक्षाग्निदा कण्डूकुष्ठकोठक्रिमीन्
हरेत् । अतितीक्ष्णा विशेषेण तद्वत् 'कृष्णापि राजिका' । तीक्ष्णोष्णं सार्षपं
'नालं' वातश्लेष्मव्रणापहम् । कण्डूक्रिमिहरं दद्रुकुष्ठघ्नं रुचिकारकम् । भावप्रकाशः ॥
'राजक्षवकशाकं'न्तु त्रिदोषशमनं लघु । ग्राहि शस्तं विशेषेण ग्रहण्यर्शोविकारि-
णाम् । त्रिदोषं बद्धविण्मूत्रं 'सार्षपं शाक' मुच्यते । चरकः—(सूः २७ अः) ।
विदाहि बद्धविण्मूत्रं रुक्षं तीक्ष्णोष्णमेवच । त्रिदोषं शाकं—सुश्रुतः—(सूः ४६ अः) ॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे सार्षपः स्नेहः—"सर्षपकरञ्जकोशातकानां तैलानि ।
* कुष्ठेषु हितान्याहुः (चिः ७ अः) । चरकः ॥ ऊरुस्तम्भे सर्षपः—*
"दिह्याच्च मूत्राढ्यैः करञ्जफलसर्षपैः । (चिः ५ अः) । (२) श्लीपदे सर्षप-
तैलम्—पिबेत् सर्षपतैलं वा श्लीपदानां निवृत्तये" (चिः १९ अः) । सुश्रुतः ॥
अपस्मारोन्मादादिषु सर्षपः—"नक्तमालकबीजानि तथाच गौरसर्षपाः । वस्त-
मूत्रेण पिष्टैस्तु गुडी छायाविशोषिता । अञ्जनं हन्त्यपस्मार मुन्मादश्चैव दारुणम्" ।
(चिः १९ अः) । (२) दन्तरोगे सर्षपः—"* घर्षो लवणसर्षपैः" (चिः ४५
अः) । हारीतः ॥ सन्निपातज्वरिणः कर्णमूलशोथे सर्षपः—"शिग्रुराजिकायाः
कल्कं कर्णमूले प्रलेपयेत् । कर्णमूलभवः शोथ स्तेन लेपेन शाम्यति" । (ज्वर
—चिः) । भावप्रकाशः ॥ वातरक्ते सर्षपः—"गौरसर्षपकल्केन प्रदेहो वात-
रक्तहा" (वातरक्त—चिः) । (२) चर्मदले सर्षपः—"राजिकागुडयुक्तेन सैन्ध-
वेन प्रयोजितम् । विड़ालचर्मणा बद्धं नाशं चर्मदलं द्रुतम्" । (कुष्ठ—चिः) ।
चक्रदत्तेन ॥

অন্বর্থসংজ্ঞা—সিদ্ধার্থপক্ষে—"কটুস্নেহ," "গ্রহঘ্ন," "ভূতনাশন"।
রাজিকাপক্ষে—"রাজসর্ষপ," "ক্ষুধাভিজনক," "কৃমিকৃৎ"। সর্ষপের ভেদ

—সর্ষপ চারি প্রকার, যথা—(১) গৌরসিদ্ধার্থ, (২) রক্তসিদ্ধার্থ, (৩) রাজিকা, (৪) কৃষ্ণ-রাজিকা। ধন্বন্তরির মতে শুভ্রগৌর ও রক্ত ভেদে সিদ্ধার্থ দুই প্রকার।

সর্ষপের ভাষানাম—যাবতীয় বর্ণভেদ চিন্তা না করিলে, সর্ষপ স্থূলতঃ দুই প্রকার—সিদ্ধার্থ ও রাজিকা। অতএব সিদ্ধার্থ ও রাজিকার ভাষানাম লিখিত হইতেছে। **সিদ্ধার্থের**—বাঃ—শ্বেতসরিষা। **হিঃ—সফেদ সরসো**। মঃ—শ্বেতশিরস্। গুঃ—শরশব। কঃ—চিলীয়সাসেব। তৈঃ—কদাগু। তাঃ—অভালু। অঃ—উর্কে অবীয়দ্। ফাঃ—সর্ষফ্। **লিং—হ্বিল মব। রাজিকার**—বাঃ—রাইসরিষা। **হিঃ—রাই।** মঃ—মোহরী। গুঃ—রাই জম্বুসরী। কঃ—সাসিরাই। তৈঃ—বর্ণালী। অঃ—থার্দল। **লিং—বসু মব। ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ-তৈল। **মাত্রা**—বীজ (সর্ষপ) ১—৪ আনা। তৈল—½—২ তোলা। শ্বেতসর্ষপ (সিদ্ধার্থ) অপেক্ষা কৃষ্ণ বা পীতসর্ষপ (রাইসরিষা) তীব্রগুণযুক্ত। শ্বেতসর্ষপ বমন কার্য্যে প্রশস্ত। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে লেপাদি কার্য্যে রাইসরিষা এবং সেবনার্থ শ্বেতসরিষা গ্রাহ্য।

বৈদ্যকে সিদ্ধার্থ ও রাজিকার ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে সার্ষপ তৈল—সার্ষপ তৈল কুষ্ঠের ক্ষতে হিতকর। (চিঃ ৭ অঃ)। **সুশ্রুত—উরুস্তম্ভে** সর্ষপ—করঞ্জফলবীজ এবং সর্ষপ গোমূত্রযোগে পেষণ পূর্ব্বক উরুস্তম্ভে প্রক্ষেপ দিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **শ্লীপদে** সর্ষপতৈল—শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তির জন্য সার্ষপ তৈল পান করিবে। (চিঃ ১৯ অঃ)। **হারীত—অপস্মার** উন্মাদাদিরোগে সিদ্ধার্থ—ডহরকরঞ্জার বীজ এবং শ্বেতসরিষা ছাগীমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়াশুষ্ক করিবে। ইহা মধুযোগে ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন করিলে অপস্মারাদি ব্যাধির আক্রমণ নিবৃত্তি পায়। সন্নিপাত-জ্বররোগীর সংজ্ঞাজননার্থও ইহার অঞ্জন প্রশস্ত। (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) **দন্তরোগে** সর্ষপ—সর্ষপচূর্ণ এবং লবণ একত্র করিয়া দন্তমাড়ী ঘর্ষণ করিবে। ইহা দন্তমাড়ীর স্ফীতি ও রক্তস্রাব নিবারণ করিতে পারে। (চিঃ ৪৫ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ**—সন্নিপাতজ্বরীর **কর্ণমূলশোথে** সর্ষপ—শজিনার মূলত্বক্ এবং সরিষা জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক কর্ণমূলশোথে প্রলেপ দিলে শোথ নিবৃত্তি পায়। **বঙ্গসেন—বাতরক্তে** সিদ্ধার্থ—শ্বেতসরিষার প্রলেপ দিলে বাতরক্ত নিবৃত্তি পায়। (বাতরক্ত—চিঃ)। (২) **চর্ম্মদলে** রাইসরিষা—গুড় এবং সৈন্ধবলবণ সহ রাইসরিষা চূর্ণের প্রলেপ দিয়া, বিড়ালের চর্ম্মদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিলে চর্ম্মদল বিনাশ পায়। (কুষ্ঠ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, কণ্ডূঘ্ন, আস্থাপনোপগ এবং শিরোবিরেচনোপগ বর্গে এবং সুশ্রুত

পিপ্পল্যাদিবর্গে সর্ষপ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতে উর্দ্ধভাগহর অর্থাৎ বমনকর দ্রব্যের মধ্যে সর্ষপ পঠিত হইয়াছে। টীকাকার বলেন "সর্ষপাঃ শ্বেতসর্ষপা বিশেষেণ বমনার্হাঃ। সৌশ্রুত শিরোবিরেচনবর্গে সিদ্ধার্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

Constituents.—Sinapis Alba contains a bland fixed oil, 20 to 25 p. c. A crystalline substance sinalbin ; sinapine sulpho-cyanide Lecithin, mucilage (only in testa) ; Myrosin, a ferment ; proteids, ash 4 p. c. **Physiological Actions.**—Flower of. mustard is nervine, stimulant, emetic and diuretic ; externally rubefacient, counter-irritant and vesicant. In small doses it promotes digestion and removes flatus ; in large doses, it is a stimulating and sure emetic in over-feeding, indigestion and in narcotic poisoning, when given with hot water. It is an irritant to the skin. Its chief use, however, is as an external remedy to relieve local pain, to stimulate the viscera and to act as a counter-irritant. The volatile oil, in the form of a charta or plaster, acts as a stimulant and vesicant to whatever part it is applied. Its application causes redness, heat and severe burning pain. If applied for a long time it causes vesication by setting up local inflammation. It is extensively used as a household remedy to rouse patients from syncope, low states of the system and from unconsciousness, as a counter irritant it is largely used in all internal inflammations. **Therapeutic uses.**—It is applied to remove muscular neuralgic and rheumatic pains, in colic, gastralgia, in inflammation of the air passages of the lung, pleura, pericardium, &c. The volatile oil is highly irritant. Taken internally it produces gastro enteritis. The liniment is applied as a rebefacient and also as a vesicant to the swollen joints. As a derivative, mustard foot-baths or hipbaths are largely used in fevers, uterine derangements, especially amenorrhœa and dysmenorrhœa ; in headache, cerebral congestion, in cardiac and in chest pains, &c. .The fixed oil is applied to promote the growth of hair. The powder is often mixed with wheat flour to weaken its irritant effects. (R. N. Khory, Vol. II., p. 67). "Modern research has shown that essential oil of mustard has antiseptic properties and is destructive of bacteria. * Given internally to the extent of a heaped dessert spoonful in a pint of warm water or gruel, mustard flour acts rapidly as an emetic through its irritant action on the mucous membrane of the stomach, and is therefore useful when narcotics have been taken in poisonous doses. * During excretion

mustard irritates the kidneys and causes diuresis. (Dymock, Vol. I., pp. 124-5.)

নব্যমত—সর্ষপচূর্ণ নার্ভের বিকার প্রশমক, উষ্ণ, বামক এবং মূত্রকারক। বহিঃপ্রয়োগে ত্বক্ লাল করে, ফোস্কা পড়ায় এবং বিপরীত উত্তেজক। **অল্পমাত্রায়** সেবিত হইলে সর্ষপ, পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত ও উদরাধ্মান প্রশমিত করে। সর্ষপচূর্ণ **অধিক মাত্রায়** উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে উত্তেজক এবং অব্যর্থ বামক; অতএব অতি-ভোজন, অজীর্ণ এবং অহিফেনাদি বিষকারি মাত্রায় সেবিত হইলে, বমনার্থ ইহা সেবন করাইবে। অঙ্গ বিশেষের বেদনা প্রশমন, কোষ্ঠাঙ্গের (Viscera) উত্তেজন এবং বিপরীত উত্তেজন (counter irritation) আনয়নার্থ, ইহা বিশেষতঃ বহিঃপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার উদ্বায়ী তৈলের (volatile oil) পলস্ত্রা যে অঙ্গে স্থাপিত হয় তদঙ্গ উত্তেজিত, লাল ও উত্তপ্ত হয়, ফোস্কা পড়ে, এবং দাহ জন্মিয়া থাকে। যদি অধিকক্ষণ পলস্ত্রা রাখা হয়, তাহা হইলে তদঙ্গে প্রদাহ জন্মাইয়া ফোস্কা পড়ায়। যখন রোগীর নিশ্বাসোচ্ছ্বাস ও হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ প্রায় কিংবা রোগী হিমাঙ্গ বা তন্দ্রাভিভূত হয়, তখন তাহার চৈতন্যোৎপাদনার্থ সর্ষপচূর্ণ, রোগীর অঙ্গে ঘর্ষণ ও লেপন করিবে। যাবতীয় আভ্যন্তর প্রদাহে সর্ষপচূর্ণের পলস্ত্রা বিপরীত প্রদাহকারীস্বরূপ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পৈশিক, নিউর্যাল্জিক্ এবং আমবাতের বেদনা, শূল এবং পাকস্থালী, ফুস্ফুসের বায়ুমার্গ, ফুস্ফুসবেষ্ট (Pleura) এবং হৃদ্বেষ্টের (Pericardium) প্রদাহে, সর্ষপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বর, গর্ভাশয়ের পীড়া বিশেষতঃ কষ্টরজঃ রজোরোধ বা বিলম্বিত রজোরোগে, শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং হৃদ্ ও বক্ষোদেশের পীড়ায়, উষ্ণ জলে সার্ষপচূর্ণ মিশাইয়া সেই জলে পাদদ্বয় বা কটীপর্য্যন্ত নিমজ্জিত রাখা হয়। আধুনিক অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বিশুদ্ধ সার্ষপ তৈল পচন নিবারক এবং "ব্যাক্টেরিয়া" নাশক। সেবিত সর্ষপ দেহ হইতে বহির্নিঃসরণকালে বৃক্কদ্বয়ের উত্তেজন জন্মাইয়া, অধিক মাত্রায় মূত্রস্রাব ঘটায়। (আর্, এন্, চোপ্রা, ২য়ঃ খণ্ড, ৬৭ পৃঃ; ডিমক্, ১ম, খণ্ড, ১২৪। ২৪ পৃঃ।)

সারিবাদ্বয়—সারিবাদ্বয়ম্।

সা(শা)রিবা, অনন্তসারিবা অনন্তা, অনন্তমূলী,—Asclepias Pseudosarsa, *Roxb.* Hemidesmus Indicus, *R. Br.* **মলসারিবা, শ্যামা, আস্ফোতসারিবা, আস্ফোতা**—Echites Frutescens, *Roxb.*

सारिवे द्वे तु मधुरे कफवातास्रनाशने। कुष्ठकण्डूज्वरहरे मेहदुर्गन्धि-नाशने। कृष्णमूली तु संग्राही शिशिरा कफपित्तजित्। तृष्णारुचिप्रशमनी रक्तपित्तहरा स्मृता। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च। सारिवायुगलं स्वादु स्निग्धं शुक्रकरं गुरु। अग्निमान्द्यारुचिश्वासकासामविषनाशनम्। दोष-त्रयास्रप्रदरज्वरातिसारनाशनम्। भावप्रकाशः॥ सारिवा वातपित्तास्रकृद्दृट्-छर्दिज्वरनाशनी। अनन्ता ग्राहिणी रक्तपित्तप्रशमनी हिमा। राजवल्लभः। छेदनं मूत्रकृद्‌ वल्यं परं हृष्यं रसायनम्। औपदंशिकरोगघ्नं सर्व्वचर्म्मविकार-नुत्। आमवातं वातरक्तं सूतरोगांश्च नाशयेत्। इति कश्चित्।

वैद्यके व्यवहारः—स्कन्दापस्मारप्रतिषेधार्थम् अनन्ता—"अनन्तां कुक्कुटीं * धारयेत्"। (उः २८ अः)। (२) अर्शःसु आस्फोता—"* कलसे वान्तः आस्फोतामूलकल्कावलिप्ते निषिक्तं तक्रमम्लमनम्लं वा पानभोजनेषूपयुञ्जीत (चिः ६ अः)। (३) व्रणशोधनार्थं आस्फोता—"आस्फोतजातीकरवीरपत्रैः। कषाय मिष्टं व्रणशोधनार्थम्" (चिः १८ अः)। (४) मूषिकविषे आस्फोता—"सर्पिः पिबेन्नरः। आस्फोतमूलसिद्धं वा" (कः ५ अः)। (५) पूतनाप्रतिषेधे आस्फोता—"आस्फोता चैव योज्याः स्युर्बालानां परिषेचने"। (उः ३२ अः)। (६) श्वासे अनन्ता—"गोपवल्लुदके सिद्धं स्वादम्लदधिगुणे घृतम्" (उः ५१ अः)। सुश्रुतः॥ अग्र्यग्रन्थे अनन्ता—"अनन्ता संग्राहकरक्तपित्तप्रशमनानाम्" (सूः २५ अः)। चरकः॥ व्रणे सारिवामूलम्—"एकं वा सारिवामूलं सर्व्वव्रण-विशोधनम्" (व्रण—चिः)। (२) नेत्ररोगे श्यामा—"श्यामाकाथाम्बुना वाथ सेचनं कुसुमापहम्" (नेत्ररोग—चिः)। चक्रदत्तः॥ वातव्याधौ श्यामा—अङ्गवातविनाशाय वासापत्रसमन्वितं। श्यामामूलं पिबेत् पिष्टं क्षीरेण परि-मिश्रितम्"। (वातव्याधि—चिः)। (२) व्रणशुक्लनाम नेत्ररोगे श्यामा—"आश्चोतनं *। श्यामामूलकषायं वा मधुना व्रणशुक्लिनाम्" (नेत्ररोग—चिः)। वङ्गसेनः॥

সারিবাদ্বয়—বৈদ্যকে সারিবাদ্বয় শব্দে অনন্তমূল ও শ্যামালতা এবং কেবল শারিবা শব্দে অনন্তমূল গৃহীত হইয়া থাকে। চক্রোক্ত জ্বর চিকিৎসার টীকায় **শিবদাস** লিখিয়াছেন "যত্র শারিবৈকা পঠ্যতে তত্রানন্তমূলমেব। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ং"। ডাঃ উদয়চাঁদ যে বলিয়াছেন "When however Sa'riva is used in the singular number it is the usual practice to interpret it is syamalata Ichnocarpus frutescens)" ইহা শাস্ত্র ও ব্যবহার উভয় বিরুদ্ধ। **শারিবাদ্বয়ের পর্য্যায়**—কৃষ্ণসারিবা, উৎপলসারিবা, অনন্তা, কৃষ্ণমূলী ও গোপবল্লী ইহারা শারিবা অর্থাৎ অনন্তমূলের নাম। আর শুক্লসারিবা, শ্যামা, আস্ফোতা, কাষ্ঠসারিবা—শ্যামলতার নাম। প্রাচীন নিঘণ্টুতে স্ফোতা বা আস্ফোতা শব্দ শুক্ল সারিবার পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ হাফরমালী অর্থ আস্ফোতা শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ শ্যামালতার পর্য্যায়ে কাষ্ঠসারিবা শব্দ পাঠ করিলেও আমার বোধ হয় কাষ্ঠসারিবা ও শ্যামালতা পৃথক্ উদ্ভিদ্। কেন না, কোন কোন আচার্য্য কাষ্ঠসারিবার পরিচয়ে লিখিয়াছেন "কাষ্ঠসারিবা উত্তরাপথে প্রসিদ্ধঃ সারিবাভেদঃ"। ইহা পাঠ করিয়া অনুমান হয় কাষ্ঠসারিবা ও শ্যামালতা ভিন্ন। পূর্ব্বে কাষ্ঠসারিবা শব্দে যে হাফরমালীই বুঝাইত না ইহারই বা প্রমাণ কি? **সারিবার (অনন্তমূলের) ভাষানাম**—বাঃ—অনন্তমূল, হিঃ—অনন্তমূল, গৌরীসর, মালসা। গুঃ—উপল্‌-সরী। তাঃ—নন্নারী। তৈঃ—গাডিসুগন্ধাদি। অঃ—অস্‌লবতুনর। ফাঃ—অস্‌বাহিহিন্দী। ইং—ইণ্ডিয়ান্ সেণ্টেড্ রুট্, সার্শাপেরিলা।

বর্ণন—অনন্তমূল বৃক্ষাশ্রিতা কচিৎ ভূলুণ্ঠিতা লতা। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র অনন্তমূল জন্মে। বর্ষার প্রথম বারিপাতে ইহার পুরাণ মূল হইতে নবপ্রতান নির্গত হয়। যে অনন্ত-মূলের পাতা গাঢ়হরিদ্বর্ণ সরু ও লম্বা, যাহার পাতার মধ্যে শিরা হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ কেশাকৃতি রেখা আছে। যাহার পাতায় কোন প্রকার রোম নাই—লতা ক্ষুদ্রকায়—ডাঁটা ক্ষীণ, মূলে ছারপোকার মত গন্ধ, তাহাকে গ্রাম্য অনন্তমূল বলা যাইতে পারে। মধুপুর অঞ্চলে যে অনন্তমূল জন্মে তাহার পাতা অপেক্ষাকৃত চৌড়া, লতা স্থূল ও দীর্ঘ হয়। মূল স্থূলতর এবং বিশেষতঃ কাষ্ঠগর্ভ। বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। **শ্যামালতার** পত্র অনন্তমূলের পত্রাপেক্ষা চৌড়া, লতা অতিদীর্ঘ ও স্থূলতর। প্রায়ই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। ছিন্ন করিলে ক্ষীর নির্গত হয়। লতা বিলক্ষণ দৃঢ়। দুরন্ত বৃষও বাঁধিয়া রাখা যায়। পল্লিগ্রামের ধীবরেরা পুষ্ট শ্যামালতা সংগ্রহ করিয়া "থালুই" (মাছ ধরিবার কালে মাছ রাখিবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র বিশেষ) প্রস্তুত করে। পুষ্প গুচ্ছাকারে আবির্ভূত হয়। পুষ্প শুভ্র, পুষ্প-কাল—আষাঢ়, শ্রাবণ। অনন্তমূলের আর্দ্রমূল গ্রাহ্য। শুষ্কমূলের ত্বক্, স্থানে স্থানে বিদীর্ণ

হইয়া থাকে। শুষ্ক হইলেও গন্ধ অন্তর্হিত হয় না। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্রলতা—বিশেষতঃ মূল। **মাত্রা**—কাথ—৫—১০ তোলা। মূলকল্ক ২—৮ আনা।

বৈদ্যকে সারিবাদ্বয়ের ব্যবহার।

সুশ্রুত—স্কন্দাপস্মারপ্রতিষেধে অনন্তা—শিশুর স্কন্দাপস্মার গ্রহ কর্তৃক আক্রমণ প্রতিষেধার্থ তাহাকে অনন্তমূল ধারণ করাইবে (উঃ ২৯ অঃ)। (২) **অর্শে** শ্যামালতা—শ্যামালতার মূল পেষণ করিয়া মৃৎকলসীর অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। এই কলসীতে ঘোল রাখিয়া সেই ঘোল টক হউক বা না হউক অর্শোরোগীর পানভোজনার্থ ব্যবহার করাইবে। (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) **ব্রণশোধনার্থ** শ্যামালতা—শ্যামালতার মূলের কাথ পান এবং তদ্দ্বারা ব্রণধৌত প্রশস্ত। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) **মূষিকবিষে** শ্যামালতা—শ্যামালতার মূলের কাথ ও কল্কসহ পক্ব ঘৃত পান করিলে মূষিকবিষ প্রশমিত হয়। (কঃ ৫ অঃ)। (৫) **পূতনাপ্রতিষেধে** শ্যামালতা—শ্যামালতার মূলের কাথ শিশুর পরিষেচনার্থ ব্যবহার করিলে পূতনাগ্রহগ্রস্ত শিশু স্বস্থতা লাভ করে। (উঃ ৩২ অঃ)। (৬) **শ্বাসে** অনন্তা—ঘৃতের দ্বিগুণ অনন্তমূলের কাথযোগে পক্ব ঘৃত পান করিলে শ্বাস প্রশমিত হয়। (উঃ ৫১ অঃ)। **চরক**—অগ্র্যাগ্রহে অনন্তা—সংগ্রাহক এবং রক্তপিত্তনাশক দ্রব্যের মধ্যে অনন্তমূল শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—ব্রণশোধনে** সারিবামূল—একমাত্র অনন্তমূল সর্ব্বব্রণবিশোধক। (ব্রণশোথ—চিঃ)। (২) নেত্ররোগে শ্যামা—শ্যামালতার মূলের কাথ পরিষেচন করিলে কুসুমনামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। (নেত্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে** শ্যামা—বাসকের পত্র সহিত শ্যামালতার মূল পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধযোগে পান করিলে ঊর্দ্ধবাত নিবৃত্তি পায়। (২) **ব্রণশুক্র** নাশক নেত্ররোগে শ্যামা—যাহার ব্রণশুক্রনামক নেত্ররোগ হইয়াছে তাহার নেত্রে, শ্যামামূলের রস, বা শ্যামাকাথ মধুসহ বিন্দু বিন্দু পাতিত করিবে। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বর্ণ্য, কণ্ঠ্য বিষয়, পুরীষসংগ্রহণ, দাহপ্রশমন ও জ্বরহরবর্গে এবং **সুশ্রুত**, বিদারিগন্ধাদিগণে সারিবা, কৃষ্ণসারিবা এবং সারিবাদিগণে সারিবা এবং বিষহর "একসর"গণে শ্যামালতা পাঠ করিয়াছেন।

Constituents *of Hemidesmus Indicus.*—Coumarin. The aroma and the taste of the drug are due to this constituent ; a valatile oil, a crystallizable principle, hemidesmine ; and a crystalline stearopten called smilasperic acid. **Actions and uses** *of Hemidesmus Indicus.*—Valuable alterative, diaphoretic, diuretic, tonic ; the powder fried in butter is given to children in thrush. With honey it is given in rheumatic

pains and boils. As a diuretic, its infusion with cow's milk is given in scanty and high coloured urine, strangury and gravel. As a diaphoretic and tonic, it is given in fevers with loss of appetic and disinclination for food. As an alterative it is given in chronic rheumatism, skin diseases, scrofula, syphilis, cachexia, constitutional debility &c. Infusion with onion and cocoanut-oil is given in piles. It is a good substitute for sarsaparilla. (R. N. Khory, Vol. II., p. 400).

Uses of Hemidesmus Indicus.—"In the more southern parts of the Concan the milky juice is dropped into inflamed eyes ; it causes copious lachrymation, and afterwards a sensation of coolness in the part. The root is tied up in plantain leaves and roasted in hot ashes ; it is then beaten into a mass with cumin and sugar and administered with *ghee* as a remedy in heat or inflammation of the urinary passages. In India *O'shaughnessy* found its diuretic action to be very remarkable ; two ounces infused in a pint of water and allowed to cool was the quantity usually employed daily, and by such doses the discharge of urine was generally trebled or quadrupled. It also acted as a diaphoretic and tonic, and so increased the appetite that it became a most popular remedy in his hospital, the patients themselves entreating its administration and continuance. (Dymock, Vol. II., p. 446-7.)

নব্যমত—অনন্তমূল, উপাদেয় রসায়ন, ঘর্ম্মকারক, মূত্রপ্রদ এবং বল্য। ইহার চূর্ণ মাখমের সহিত ভাজিয়া শিশুর হাম মিল্‌মিলে রোগে ব্যবহৃত হয়। মধুর সহিত বাতের বেদনা ও স্ফোটকে প্রযুক্ত হয়। মূত্রকারক বলিয়া ইহার শীতকষায় (Infusion) গোদুগ্ধের সহিত মূত্রাল্পতা, রক্তবর্ণ মূত্র নির্গম, ও রক্তমিশ্রিত মূত্রে এবং পাথুরীরোগে পান করিতে দেওয়া হয়। ঘর্ম্মকারক এবং বলপ্রদ বলিয়া ইহা, জ্বর ক্ষুধামান্দ্য এবং ভক্তদ্বেষে (Disinclination for food) ব্যবহৃত হয়। রসায়ন বলিয়া, পুরাণ বাত, চর্ম্মবিকার, গণ্ডমালা, ফিরঙ্গরোগ ও ধাতুবৈষম্য বিশেষে (Cachexia) এবং দুর্ব্বলেন্দ্রিয় রোগীকে সেবন করান হয়। ইহার শীতকষায়, পিয়াজের রস ও বিশুদ্ধ নারিকেল তৈলের সহিত অর্শোরোগীকে পান করান হইয়া থাকে। অনন্তমূল শার্সা পেরিলার উত্তম প্রতিনিধি। (আর্, এন্, খোরি, ২য় খঃ ৪০০ পৃঃ)। কঙ্কন প্রদেশের উত্তরাংশে অনন্তমূলের আঠা প্রদাহান্বিত চক্ষুতে ফোটা ফোটা করিয়া দেওয়া হয়। ইহা চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব করাইয়া চক্ষু শীতল করে। আর্দ্র, পুষ্ট অনন্তমূল, কলার পাতে বাঁধিয়া তপ্ত অঙ্গারে সিদ্ধ করিয়া, মূলত্বক্ পৃথক্ করিয়া পেষণ করা হয়। বেশ পিণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হইলে, ইহার সহিত জীরা চূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত

করিয়া গব্য ঘৃতের সহিত মূত্রমার্গের বিদাহ কিংবা প্রদাহে সেবন করান হয়। ডাঃ ওসেনশী অনন্তমূলের মূত্রকরত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। ২ ঔন্স অর্থাৎ প্রায় এক জটাক কুট্টিত অনন্তমূল, এক পাইট উষ্ণজলে ভিজাইয়া, শীতকষায় প্রস্তুত করিতে হয়। এই সমস্তটুকু এক দিনে পান করিলে রোগীর মূত্রের পরিমাণ ত্রিগুণ কিংবা চতুগু'ণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা উত্তম ঘর্ম্মকারক এবং বলপ্রদ। সেবনে রোগীদিগের ক্ষুধা অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হওয়ায়, ইহা তাঁহার হাঁসপাতালের রোগীদিগের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল, এমনকি রোগিগণ স্বয়ং এই ঔষধ পাইবার এবং খাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। (ডিমক্)।

সিন্দুবার ও নিগু'ণ্ডী—সিন্দুবারো নির্গুণ্ডী চ।

सिन्दु(न्धु)वारः, श्वेतपुष्पः—Vitex Incisa, *willd.* निर्गुण्डी, नीलपुष्पः—Vitex Negundo.

निर्गुण्डी कटुतिक्तोष्णा क्रमिकुष्ठरुजापहा। वातश्लेष्मप्रशमनी प्लीहगुल्मारुचीर्जयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ सिन्दुवारः कटुस्तिक्तः कफवातक्षयापहः। कुष्ठकण्डूतिशमनः शूलहृत् कासहिध्मिदः। कटूष्णा 'नीलनिर्गुण्डी' तिक्ता रूक्षा च कासजित्। श्लेष्मशोफसमीरार्त्तिप्रदराध्मानहारिणी। राजनिघण्टुः॥ सिन्दुकः स्मृतिदस्तिक्तः कषायः कटुको लघुः। केश्यो नेत्रहितो हन्ति शूलशोथाममारुतान्। क्रमिकुष्ठारुचिश्लेष्मज्वरान् 'नीलापि' तद्विधा। 'सिन्दुवारदलं' जन्तुवातश्लेष्महरं लघु। भावप्रकाशः॥ 'निर्गुण्डी कर्त्तरीयुक्ता' कट्वी तिक्ता कफापहा। वातं क्षयञ्च शूलञ्च कण्डूं कुष्ठञ्च नाशयेत्। प्रोक्ता चा'ऽरण्यनिर्गुण्डी' पथ्या पित्तं ज्वरं हरेत्। विषञ्च गृध्रसीवातं नाशयेद् वर्णकारिणी।' 'पर्णश्चा'-स्यास्तु कटुकं चाग्निदीप्तिकरं लघु। क्रमीन् कफञ्च वातञ्च कुष्ठं शोथञ्च नाशयेत्। मकचे नाशकं प्रोक्तं कण्डूञ्चैव विनाशयेत्। निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—सकफे विसर्पे निर्गुण्डी—"इन्द्राणीशाकं काकाह्वां *। पृथगालेपनं कुर्य्याद्वर्न्ध्यः सर्व्वशोऽपिवा। प्रदेहाः सर्व्व एवैते देयाः स्वल्पघृताःयुताः। (चिः ११ अः)। (२) दर्व्वीकरैर्दष्टे सिन्दुवारः—"सिन्दुवारस्य मूलञ्च *। पानं दर्व्वीकरैर्दष्टे—"। (चिः २५ अः)। (३) नाड़ीकुष्ठाग्निदग्धेषु

निर्गुण्डी—"निर्गुण्ड्या मूलपत्राभ्यां गृहीत्वा स्वरसं ततः। तेन सिद्धं समं तैलं नाड़ीकुष्ठानिलार्त्तिषु। हितं पामापचीनाञ्च पानाभ्यञ्जनपूरणम्। (चि: २८ अ:)। चरकः॥ रक्तपित्ते सिन्दुवार:—"* तथायिमुक्ताङ्कुरसिन्दूवारजम् हितञ्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा" (उ: ४५ अ:)। सुश्रुतः॥ कफोत्थे कासे निर्गुण्डी—"निर्गुण्डीपत्रस्वरसेन सिद्धम्। सर्पिः कफोत्थं विनिहन्ति कासम्। (२) पूतिकर्णे निर्गुण्डी—"निर्गुण्डीस्वरसे तैलं सिन्धुधूमरजो गुड़ः पूरणं पूतिकर्णस्य शमनो मधुसंयुतः"। (कर्णरोग—चि)। वङ्गसेनः॥ यक्ष्मणि निर्गुण्डी—"समूलफलपत्रायाः निर्गुण्ड्याः स्वरसे घृतम्। सिद्धं पीत्वा क्षयक्षीणो निर्व्याधिर्भाति देववत्।" (यक्ष्म—चि:)। (२) गण्डमालायां निर्गुण्डी—* "नस्यकर्मणि योजयेत्। निर्गुण्ड्याश्च शिफां सम्यग्वारिणा परिपेषिताम्"। (गलगण्ड—चि:)। (३) कफज्वरे सिन्दुवारदलक्वाथः सोषणः कफजे ज्वरे। जङ्घयोश्च वले क्षीणे कर्णे वा पिहिते पिबेत्"। (ज्वर—चि:)। चक्रदत्तः॥ स्नायुकरोगे—निर्गुण्डी—"गव्यं सर्पि त्र्यहं पीत्वा निर्गुण्डीस्वरसं त्र्यहं। पिबेत् स्नायुकमत्युग्रं हन्त्यवश्यं न संशयः" (स्नायुक—चि:)। भावप्रकाशः॥

নিগু'ণ্ডীর ভাষানাম—বাঃ—নিসিন্দা, ইঙ্গুর। কোঃ—নিসিন্দার। আঃ—পচতিয়া। গুঃ—নাগোদা। তাঃ—বিলীয়নচ্চি। তৈঃ—তেল্লাবভিলী। অঃ—অথ্‌লক্। কাঃ—ফঞ্জঙ্গস্ত। ইং—ফাইন-লিভ্ড্ চেষ্ট ট্রি। **সিন্দুবারের ভাষানাম**—বঙ্গে ইহার বিশেষ ভাষানাম নাই, নিগু'ণ্ডীর সহিত অভেদার্থে প্রযুক্ত হয়। অঃ—অস্ লেজ্ আবী। কাঃ—ফাঞ্জনগস্ত আবি। তাঃ—সিরুনোচ্চি। তৈঃ—নিরুবিল্লী। ইং - ইন্দিয়ান্ ওয়াইল্ড্ পিপার্। **সিন্দুবারের ভেদ**—পুষ্পবর্ণভেদে সিন্দুবার দুই প্রকার,—যাহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ তাহা **সিন্দুবার** এবং যাহার পুষ্প নীল তাহাকে **নিগু'ণ্ডী** বলে। নিঘণ্টু রত্নাকরের মতে নিগু'ণ্ডী আবার দুই প্রকার—**কর্ত্তরীনিগু'ণ্ডী** এবং **অরণ্যনিগু'ণ্ডী**। শেফালিকা অরণ্য নিগু'ণ্ডীর নামান্তর।

বর্ণন—পুষ্পবর্ণ, পত্রাকৃতি এবং পত্রসন্নিবেশ ভেদে সিন্দুবার বহুবিধ। বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ বলিয়া অগ্রে নীলপুষ্প সিন্দুবার অর্থাৎ নিগু'ণ্ডী স্থূলতঃ বর্ণিত হইতেছে। প্রায় ঝাড় বাঁধিয়া হয়—কাণ্ড মানুষের উরুতুল্য স্থূল হয়। **পত্র**—কচিৎ ত্রিপত্র কচিৎ পঞ্চপত্র

বঙ্গে ত্রিপত্রই অধিক দৃষ্ট হয়—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রায়ই পঞ্চপত্র। **ডিমক্** বলেন সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশে প্রায় ত্রিপত্র বৃক্ষ লক্ষিত হয়। কোন কোন বৃক্ষের পত্রপ্রান্ত করাতের মত দন্তিত, ইহাকে "কর্ত্তরীনিগু'ণ্ডী" বলে। বঙ্গে **কর্ত্তরীনিগু'ণ্ডী** যত্রতত্র সুলভ নহে। পত্রের আকৃতি প্রায় অরহরের পাতার মত। শীতের শেষে বসন্তে বৃক্ষ পত্রশূন্য হয়। পত্রের অধঃপৃষ্ঠ শুভ্র ও সিরাল, পত্রের গন্ধ অতি উগ্র। স্বাদে তিক্ত, পুষ্প গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত—পুষ্পের বর্ণ বেগুনে রঙের, ফিকে নীলরঙের এবং নীলাভশ্বেতবর্ণেরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। **পুষ্পকাল**—বসন্ত বা নিদাঘশেষ। কালিদাস "বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী" পার্ব্বতী চিত্রিত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"মুক্তাকলাপীকৃতসিন্দুবারম্"। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, মূল। **মাত্রা**—পত্রস্বরস—১—২ তোলা। মূলত্বক্‌কল্ক ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে সিন্দুবার ও নিগু'ণ্ডীর ব্যবহার।

চরক—সকফে বিসর্পে নিগু'ণ্ডী—জলেপিষ্ট নীলনিসিন্দার পাতা, অল্প ঘৃতযোগে কফজবিসর্পে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **দর্বীকরদষ্টে** সিন্দুবার—ফণাধারীসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে শ্বেতনিসিন্দার মূলত্বক্ পেষণ পূর্ব্বক শীতল জলের সহিত পান করাইবে। (চিঃ ২৫ অঃ)। (২) **নাড়ীকুষ্ঠানিলার্ত্তিতে** নিগু'ণ্ডী—নীলনিসিন্দার মূল এবং পত্রের রসে যথাবিধি পক্ক তিলতৈল, নাড়ীব্রণ, কুষ্ঠ, পামা, অপচী এবং বাতব্যাধিতে পান ও মর্দ্দনার্থ ব্যবহার করিবে। (চিঃ ২৮ অঃ)। **সুশ্রুত—রক্তপিত্তে** সিন্দুবার—রক্তপিত্তরোগী ঘৃতভর্জ্জিত নিসিন্দার পত্র ভোজন করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)। **বঙ্গসেন—কফজকাসে** নিগু'ণ্ডী—নীলনিসিন্দার পত্রের রসে পক্ক ঘৃত, কফজ কাসনাশক। (কাস—চিঃ)। (২) **পূতিকর্ণে** নিগু'ণ্ডী—নীলনিসিন্দার পত্রের রস এবং সৈন্ধব লবণ, ঝুল ও পুরাণ গুড়ের কল্ক সহিত পক্ক তিলতৈল, মধুযোগে কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণ হইতে পূযাদি স্রাব নিবৃত্তি পায়। **চক্রদত্ত—ক্ষয়ে** নিগু'ণ্ডী—নীলনিসিন্দার মূল, ফল, এবং পত্র কুট্টিত করিয়া রস লইয়া যথাবিধি গব্যঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে ক্ষয়গ্রস্তরোগী নির্ব্যাধি হইয়া দেববৎ শোভা পায়। (২) **গণ্ডমালায়** নিগু'ণ্ডী—নীলনিসিন্দার মূলত্বক্ জলেপেষণ পূর্ব্বক নস্ত করিলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। (গণ্ডমালা—চিঃ)। (৩) **কফজ্বরে** সিন্দুবার—শ্বেতনিসিন্দার পত্রের ক্বাথ পিপ্পলীচূর্ণ যোগে পান করিবে। ইহা কফজ্বর, জঙ্ঘা বলহীন এবং কর্ণ আচ্ছাদিত হইলে হিতকর। **ভাবপ্রকাশ—স্নায়ুকরোগে** নিগু'ণ্ডী—তিন দিন গব্যঘৃত পানানন্তর নীলনিসিন্দার পাতার রস পান করিলে অতি উগ্র স্নায়ুকরোগ বিনষ্ট হয়। (স্নায়ুক—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিষঘ্নবর্গে এবং সুশ্রুত সুরসাদিগণে সিন্দুবার ও নিগু‌ণ্ডী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents *of Vitex Negundo.*—The leaves contain an essential oil and resin; the fruits contain, an acid resin, an astringent organic acid, malic acid, an alkaloid and a colouring matter. **Actions and uses.**—Alterative, aromatic, bitter and anodyne. The docoction is used in colic, dyspepsia, rheumatism and worms; locally the leaves, bruised are applied to the temples in headache, and as varalians over contusions, sprained limbs, rheumatic painful joints, leech bites and also over the swollen testicles due to suppressed gonorrhœa. It is largely used as a vapour bath in febrile conditions. The fruit is resolvent and emmenagogue, and used in enlargement of spleen and in dropsy. The leaves are used to preserve rice and clothes from the ravages of insects. It is placed between the leaves of books to preserve them from insects. (R. N. Khory, Vol. II., p. 424). *V. Incisa* is highly extolled by *Bontius* (Diseases of India, p. 236). He speaks of it as anodyne, diuretic and emmenagogue, and testifies to the value of fomentations and baths prepared with "this noble herb," as he terms it, in the treatment of Beri-beri, and in the allied and obscure affection, burning of the feet in natives. Of *V. Negundo Fleming* remarks (Asiatic Researches, Vol. XI.) that its leaves have a better claim to the title of discutient than any other vegetable remedy with which he is acquainted. The mode of application followed by the natives is to put fresh leaves into an earthen pot and heat them over the fire till they are as hot as can be borne without pain; they are then applied to the affected part, and kept *in situ* by a bandage; the application is repeated three or four times a day until the swelling subsides. Dr. Hove (1787) states that the Europeans in Bombay call it the fomentation shrub, and that it is used in the hospitals there as a foment in contractions of the limbs occasioned by the land winds. According to *Ainslie* the Mahometans are in the habit of smoking the dried leaved in cases of headache and catarrh. The dried fruit is deemed vermifuge. (Dymock, Vol. III., pp. 74-5).

সব্বাসমত—নিসিন্দা, রসায়ন, সুগন্ধি, তিক্ত, এবং বেদনাহর। ইহার কাথ, শূল, গ্রহণী বাত এবং কৃমিরোগে সেব্য। পত্রের প্রলেপ, শিরোরোগে কপালে, আঘাত প্রাপ্তি হেতু পিষ্ট অঙ্গে, বিশ্লিষ্ট সন্ধিতে, বাতকর্ত্তৃক আক্রান্ত বেদনান্বিত অঙ্গে এবং গণোরিয়ার গূঢ়

বিষ কর্ত্তৃক স্ফীত কোষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জ্বরে নিসিন্দার পাতার ভাপ্‌রা হিতকর। বীজ—রজঃস্রাব বর্দ্ধক এবং স্ফোটকাদি বসাইয়া দিতে পারে। ইহা প্লীহবিবৃদ্ধি এবং শোথে ও প্রযোজ্য। তণ্ডুল, বস্ত্র এবং পুস্তক, কীটাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিসিন্দার পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফুলা বসাইবার পক্ষে নিসিন্দার তুল্য ঔষধ বিরল। নিসিন্দার তাজা পাতা মৃৎপাত্রে ভাজিয়া, গরম গরম স্ফীত স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। এইরূপ দিনে ৩।৪ বার দিতে হইবে। যতদিন স্ফীতি অন্তর্হিত না হয় ততদিন প্রয়োগ করিবে। (আর্, এন, কোরি, ২য়ঃ খণ্ড. ৪৪ পৃঃ ও ডিমক, ৩য় খণ্ড, ৪৪।৪৫ পৃঃ।)

স্থনিষন্নক—सुनिषण्णकः।

सुनिषण्णकः, श्रितिवारः—Marsilea Quadrifolia, *Linn.*

अन्वर्थसंज्ञा —"सूचिपत्रकः", "मेधाकृत्", "ग्राहकः", "चतुष्पत्री"। पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"चाङ्गेरीसदृशैः पत्रै श्चतुर्द्दल इतीरितः। शाको जलान्विते देशे चतुष्पत्रीति चोच्यते"। भावमिश्रः॥ सुनिषण्णोऽग्निकृद् वृष्यो गुरुर्ग्राही त्रिदोषजित्। श्रितिवारस्तु संग्राही कषायः सर्व्वदोषजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। श्रितिवारस्तु संग्राही कषायोष्णस्त्रिदोषजित्। मेधारुचिप्रदो दाहज्वरहारी रसायनः। राजनिघण्टुः॥ सुनिषण्णो हिमो ग्राही मोहदोषत्रयापहः। अविदाही लघुः स्वादुः कषायो रुक्षदीपनः। वृष्यो रुच्यो ज्वरश्वासमेहकुष्ठभ्रमप्रणुत्। भावप्रकाशः॥ "अविदाही त्रिदोषघ्नः संग्राही सुनिषण्णकः"। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—वातकासिनः शाकार्थं सुनिषण्णकम्—"* शस्यते वातकासेतु *" (चिः २२ अः)। (२) विषार्त्तानां शाकार्थं सुनिषण्णकम्—"* वार्त्ताकुसुनिषण्णकाः * विषार्त्तानां भिषग्जितम्" (चिः २५ अः)। (३) अरुस्तम्भे सुनिषण्णकम्—सुनिषण्णक * आरग्वधः पल्लवैः। शाकैरलवणैरश्याज्जलतैलोपसाधितैः"। (चिः २७ अः)। (४) मूत्रकृच्छ्रे श्रितिवारः—"तत्रैव मूत्रे श्रितिवारकस्य बीजं पिबेत् कृच्छ्रविनाशहेतोः" (चिः २६ अः)। चरकः॥

রক্তপিত্তিন: শাকার্থং সুনিষণ্ণকম্—"পটোলমেলুসুনিষণ্ণযূথিকা *। হিতম্ভ শাকং ঘৃতসংস্কৃতং সদা। তথৈব ধাত্রীফলদাড়িমান্বিতম্"। (উ: ৪৫ অ:)। সুস্রুত: ॥

সুনিষণ্ণকের অম্বর্থসংজ্ঞা—"সূচিপত্রক," "মেধাকৃৎ," "গ্রাহক," "চতুষ্পত্রী"। **সুনিষণ্ণকের ভাষানাম**—বাঃ—শুষুনিশাক। হিঃ—গিরিয়োরী, ঘঁপতিয়া। মঃ—করডু। গুঃ—ওতীগণ। তৈঃ—সুনিষণ্ণমনেশাকমু। উঃ—ছুনছুনিয়া। ফাঃ—অঞ্জয়া। অঃ—বক্‌হুল অক্সীরা।

বর্ণন—সুষুনীশাক পুকুরের বগচরে বা জলাসন্ন ভূমিতে জন্মে। ইহা শাকার্থ ভূরি ব্যবহৃত হয়। ক্ষীণদীর্ঘ পত্রবৃন্তে বিভক্ত ৪টী পত্র একত্র মিলিত, অতএব চতুষ্পত্রী নাম। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, বীজ। পত্র খাদ্যৌষধ। বীজকল্কের মাত্রা—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে সুনিষণ্ণকের ব্যবহার।

চরক—বাতকাসে সুনিষণ্ণক—বাতকাসরোগীকে সুনিষণ্ণক শাক ভোজনার্থ ব্যবস্থা করা যায়। (চিঃ ২২ অঃ) (২) **বিষদোষে** সুনিষণ্ণক—বিষার্ত্তের পক্ষে সুনিষণ্ণক শাক পথ্য। (চিঃ ২৫ অঃ)। (৩) **উরুস্তম্ভে** সুনিষণ্ণক—তিলতৈল ও জলসহ পক্ব সুষুনীশাক বিনা লবণে উরুস্তম্ভরোগী ভোজন করিবে। (চিঃ ২৭ অঃ) (৪) **মূত্রকৃচ্ছ্রে** সুনিষণ্ণকবীজ—সুষুনীশাকের বীজ ঘোলের সহিত পেষণপূর্ব্বক ঘোলসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত—রক্তপিত্তে** সুনিষণ্ণক—রক্তপিত্তরোগীকে ঘৃত ভর্জ্জিত সুষনীশাক ভোজন করিতে দিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)।

বক্তব্য—সুষুনীশাক নিদ্রাজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং উন্মাদাদিতে ইহা পথ্য স্বরূপ শাকার্থ প্রযুক্ত হইতে পারে।

স্নুহী—স্নুহী।

স্নুহী, স্নুক্, সুধা—Euphorbia Ligularia **বজ্রদ্রুম:**—E. Antiquorum. **ত্রিধারা স্নুহী**—E. Neriifolia.

অন্বর্থসংজ্ঞা—স্নুহীবজ্রদ্রুমযো:—"নিস্ত্রিংশপত্রক:", "সমন্তদুগ্ধা", "বজ্রকণ্টক:", "ব্যাঘ্রনখ:", "বহুশাখ:", "নীবারি:", "বাতারি:", "ক্ষীরকাণ্ডক:"। **সন্ত্যা ভিদী**—বজ্রদ্রুম: ত্রিধারা স্নুহী চ। দ্বিবিধ: স মতো যৈব বহুভিস্তৈব

कण्टकैः। सुतीक्ष्णैः कण्टकैरल्पैः प्रवरो बहुकण्टकः"। चरकसंहितायां दृढ़वलः॥ 'सेहुण्डको' रसे तिक्तो गुरूष्णः कफवातजित् हुष्टव्रणाश्मरीं हन्ति तथा वातविशोधनः। 'स्नुहीक्षीरं' विषाऽऽध्मानं गुल्मोदरहरं परम्। स्नुही रसेषु तिक्ता च गुरूष्णा कफवातजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ स्नुहिरुष्णा पित्तदाहकुष्ठवातप्रमेहनुत्। 'क्षीरं' वातविषाऽऽध्मानगुल्मोदरहरं परम्। स्नुहिरन्या 'त्रिधारा' स्यात् त्रिस्रोधारास्तु यत्र सा। पूर्व्वोक्तगुणवत्येषा विशेषाद्रससिद्धिदा। राजनिघण्टुः॥ 'सेहुण्डो' रेचनस्तीक्ष्णो दीपनः कटुको गुरुः। शूलमष्ठीलिकाऽऽध्मानकफगुल्मोदरानिलान्। उन्मादमेहकुष्ठार्शःशोथमेदोऽश्मपाण्डुताः। व्रणशोथज्वरप्लीहविषदूषीविषं हरेत्। उष्णवीर्य्यं स्नुहीक्षीरं स्निग्धञ्च कटुकं लघु। 'गुल्मिनां कुष्ठिनाञ्चापि तथैवोदररोगिणाम्। हितमेतद् विरेकार्थे ये चान्ये दीर्घरोगिणः। सेहुण्डस्य 'दलं' तीक्ष्णं दीपनं रोचनं हरेत्। आध्मानाष्ठीलिकागुल्मशूलशोथोदराणि च। भावप्रकाशः॥ विरेचनानां सर्व्वेषां सुधा तीक्ष्णतमा मता। सङ्घातन्तु भिनत्त्याशु दोषाणां कष्टविभ्रमा। तस्मान्नैषा मृदौ कोष्ठे प्रयोक्तव्या कदाचन। न दोषनिचये चाल्पे सति वाभ्यपरिक्रमे। पांण्डुरोगोदरे गुल्मे कुष्ठे दूषीविषार्द्दिते। श्वयथौ मधुमेहे च दोषविभ्रान्तचेतसि। रोगैरेवंविधैर्ग्रस्तं ज्ञात्वा सप्राणमातुरम्। प्रयोजयेन्महावृक्षं सम्यक् सम्यक्‌विचारितः। सद्योहरति दोषाणां महान्तमपि सञ्चयम्। चरकसंहितायां दृढ़वलः॥

वैद्यके व्यवहारः—अश्मरग्रन्थे स्नुक्पयः—स्नुक्पयस्तीक्ष्णविरेचनानाम्" (सूः २५ अः)। (२) वातगुल्मिणोरेचनार्थं सुधाक्षीरम्—"सुधाक्षीरद्रवे चूर्णं त्रिवृतायाः सुभावितम्। कार्षिकं मधुसर्पिर्भ्यां लीढ्वा साधु विरिच्यते" (चिः ५ अः)। (३) उदररोगिणः शाकार्थं स्नुहीपल्लवः—"शङ्खिनीस्नुक् * पल्लवैः। शाकं गाढ़पुरीषाय प्राग्भक्तं दापयेद् भिषक्"। (चिः १८ अः)। चरकः॥ जलोदरे स्नुहीक्षीरम्—"स्नुक्पयसा परिभावितसण्डुलचूर्णैं र्निर्मितः पूपः। उदरमुदारं हिंस्याद् योगोऽयं सप्तरात्रेण। (उदर—चिः)। (२) दग्धनक्षमिषु स्नुही-

মূলম্—"নীলী * স্নুকতুন্দীনাস্তুমূল মিকৈকং মস্তর্থ্যং দশনবিধৃতং দশনক্রিমি-পাতনং প্রাহুঃ" (দন্তরোগ—চিঃ)। (২) কর্ণশূলে স্নুহীপত্ররসঃ—"অর্কপত্র-পুটেদগ্ধঃ স্নুহীপত্রভবো রসঃ। কদুষ্ণঃ পূরণাদেব কর্ণশূলনিবারণঃ। (কর্ণ-রোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥

স্নুহীর ভেদ—চরকোক্ত মহাবৃক্ষকল্পে দৃঢ়বল বলিয়াছেন—"দ্বিবিধঃ স (মহা-বৃক্ষঃ) মতো বৈশ্চ বহুভিশ্চৈব কণ্টকৈঃ। সুতীক্ষ্ণৈঃ কণ্টকৈরল্পৈঃ প্রবরো বহুকণ্টকঃ"। দৃঢ়বলোক্ত বহুকণ্টক মহাবৃক্ষকে স্নুহী এবং সুতীক্ষ্ণ অল্পকণ্টককে সেহুণ্ড বলে। এতদ্ভিন্ন নিঘণ্টুকার ত্রিধারা স্নুহীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাকে ভাষায় ত্রিশিরামনসা বলে। এই ত্রিবিধ মনসা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার মনসার নাম লোকমুখে শুনা যায়—যথা চৌধীরামনসা, ফনীমনসা, খুরাসানীমনসা ও বিলাতীমনসা। বৈদ্যকে কিন্তু এ সকলের উল্লেখ নাই। যাহাকে লোকে "লঙ্কাসিজ" বলে তাহার লাটিন নাম Euphorbia Tirucalli. স্নুহীর ভাষানাম—বাঃ—মনসাগাছ। কোঃ—পাতাও সিজু। হিঃ—থূহর। মঃ—নিবডুঙ্গ। গুঃ—থোরদাগুলিয়ো। কঃ—নিবডিঙ্গু। তৈঃ—চেম্মুডু। ফাঃ—লাদ্নাম্। অঃ—জকুম্। ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, ক্ষীর। দৃঢ়বল বলেন "প্রবরো বহুকণ্টকঃ"—বহুকণ্টক মনসা (স্নুহী) ভেষজার্থ শ্রেষ্ঠ। কিরূপ স্নুহীর ক্ষীর কোন সময়ে গ্রহণ করা বিধি এতদ্বিষয়ে দৃঢ়বল উপদেশ দিয়াছেন। "তাং বিপাট্যাহরেৎ ক্ষীরং শস্ত্রেণ মতিমান্ ভিষক্। দ্বিবর্ষাং বা ত্রিবর্ষাং বা শিশিরান্তে বিশেষতঃ"॥

দুই অথবা তিন বৎসরের মনসাগাছ শস্ত্র দ্বারা বিপাটন পূর্ব্বক শীতের শেষে আঠা লইবে। মাত্রা—পত্ররস—১—২ তোলা। শুষ্কক্ষীর—½—১ আনা। মনসার আঠা সাবধানতার সহিত প্রয়োগ না করিলে বিবিধ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।

বৈদ্যকে স্নুহীর ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে স্নুহীক্ষীর—তীক্ষ্ণবিরেচক দ্রব্যের মধ্যে মনসার আঠা শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) বাতগুল্মে রেচনার্থ স্নুহীক্ষীর—মনসার আঠায় তেউড়ীচূর্ণ ভাবিত করিয়া মধু ও ঘৃতযোগে সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয়। (চিঃ ৫ অঃ)। (৩). উদররোগে শাকার্থ মনসাপাতা—গাঢ়পুরীষ উদররোগীকে শাকরূপে মনসাপাতা ভোজন করাইবে। ইহা প্রথমে সেবন করিয়া পরে ভোজন করা উচিত। (চিঃ ১৮ অঃ)। চক্রদত্ত—জলোদরে স্নুহীক্ষীর—আতপ চাউল মনসার আঠায় ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা পিঠা প্রস্তুত করিয়া ৭ দিন ভোজন করিলে উদররোগ বিনষ্ট হয়। (উদর-রোগ—চিঃ)। (২) দন্তক্রিমিতে স্নুহীমূল—মনসার মূল চর্ব্বণ করিয়া দন্তমূলে ধারণ

করিলে দন্তগত ক্রিমি পতিত হয়। (দন্তরোগ—চিঃ)। (৩) **কর্ণশূলে** মুহীপত্ররস—মনসাপাতা আকন্দের পত্রে বেষ্টিত করিয়া অঙ্গারে দগ্ধ করিবে। এই রস ঈষদুষ্ণ থাকিতে এতদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কাণ কটকটানি আরাম হয়। (কর্ণরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—সুশ্রুত, সংশোধন সংশমনীয়াধ্যায়োক্ত অধোভাগহর বর্গে মুকুমূল এবং মহাবৃক্ষক্ষীরের উল্লেখ করিয়াছেন (সুঃ ৩৯ অঃ)।

Actions and uses.—The juice is a purgative and expectorant, locally rubefacient and a popular application to warts, when it acts as a blister. Heated with common salt it is used as a remedy for whooping cough, asthma, dropsy, enlarged liver and spleen, dyspepsia, jaundice, colic, flatulence &c. In small doses it promctes the expectoration and is often given with the juice of adulasa. By mixing with other purgatives its purgative properties become increased. It is given in visceral obstructions, in dropsical affections consequent on long continued intermittent fever, in jundiee and in rheumatism. Externally it is mixed with margosa oil and applied to stiff limbs in rheumatism ; and also used in killing maggots in wounds. The root is used for snake-bites. (R. N. Khory, Vol II., p. 544.)

নব্যমত—মনসার আঠা, বিরেচক ও কফনিঃসারক। Wartএ ইহার প্রলেপ সর্ব্বজনবিদিত ঔষধ।' ইহার প্রলেপে ফোস্কা পড়ে। ঘুংড়িকাশি, শ্বাস, শোথ, প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি, গ্রহণী, পাণ্ডু, শূল ও উদরাধ্মানাদি পীড়ায় মনসা আঠা লবণের সহিত উষ্ণ করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য বিরেচক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিলে ইহার রেচনী শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সবিরাম জ্বরের উপসর্গীভূত শোথ, পাণ্ডু ও আমবাতে সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমবাতগ্রস্ত এবং স্তব্ধ সন্ধিতে নিমের তৈলের সহিত ইহার প্রয়োগ হিতকর। সর্পদষ্টকে মনসার মূল সেবন করান হয়। (আর্, এন্, খোরী, ২য়, খণ্ড, ৫৪৪ পৃঃ)।

সূর্য্যাবর্ত্ত—সূর্য্যাবর্ত্তঃ।

সূর্য্যাবর্ত্তঃ, সুবর্চ্চলা, আদিত্যভক্তা—Cleome Viscosa (white flowered), Gynandropsis Pentraphylla (yellow flowered), Eng.—Dog Mustard, Sticky Cleome,

আদিত্যভক্তা কটুকা তথোষ্ণা স্ফোটকাপহা। সরস্বতী সরা স্বর্য্যা রসায়নবিধৌ হিতা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। আদিত্যভক্তা শিশিরা সতিক্তা। কটুস্তথোষ্ণা কফহারিণী চ। ত্বগ্দোষকণ্ডূব্রণকুষ্ঠভূত।—গ্রহোগ্রশীতজ্বরনাশিনী চ। রাজনিঘণ্টুঃ। সুবর্চ্চলা হিমা রুক্ষা স্বাদুপাকা সরা গুরুঃ। অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভকফবাতজিৎ। অন্যা তিক্তা কষায়োষ্ণা সরা রুক্ষা লঘুঃ কটুঃ। নিহন্তি কফপিত্তাস্রশ্বাসকাসারুচিজ্বরান্। বিস্ফোটকুষ্ঠমেহাস্রযোনিরুক্ক্রিমিপাণ্ডুতাঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—প্রবাহিকায়াং সুবর্চ্চলায়াঃ শুষ্কশাকম্—"আমে পরিণতে যস্তু বিবন্ধ মতিসার্য্যতে। সশূলপিচ্ছমল্পাল্পং বহুশঃ সপ্রবাহিকম্ * তং * সুবর্চ্চলায়াঃ * শুষ্কশাকেন বা * দধিদাড়িমসিদ্ধেন বহুস্নেহেন ভোজয়েৎ"। (চিঃ ১০ অঃ)। (২) শোথে শাকার্থং সুবর্চ্চলা—"সুবর্চ্চিকাগণ্ডজনকং পটোলং *। শাকার্থিনাং শাকমতিপ্রশস্তম্"। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) বাতপিত্তাসুগে স্নাবে সুবর্চ্চলা—"সুবর্চ্চলারজো দুগ্ধং ঘৃতং ত্রিকটুকান্বিতম্। শাল্যোদনস্যানুপানং বাতপিত্তাসুগে পরম্"। (চিঃ ২১ অঃ)। চরকঃ॥ কর্ণশূলে সূর্য্যাবর্ত্তঃ—"আর্দ্রকসূর্য্যাবর্ত্ত * স্বরসাঃ মধুতৈলসৈন্ধবযুতাঃ। পৃথগুষ্ণাঃ কর্ণশূলহরাঃ"। (কর্ণরোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ। ভরোগ্রহে সূর্য্যাবর্ত্তঃ—* সূর্য্যাবর্ত্তদলোদ্ভবাঃ রসা একৈকশঃ কোষ্ণা হিমো বা রামঠান্বিতাঃ (ভরোগ্রহ—চি)। (২) বৃশ্চিকবিষে সূর্য্যাবর্ত্তঃ—"গন্ধমাঘ্রায় মৃদিতসূর্য্যাবর্ত্তদলস্য চ। বৃশ্চিকৈর্ব্যথিতো জন্তুঃ ক্ষণাদ্ভবতি নির্বিষঃ"। (বিষ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥ যোনিদাহে সূর্য্যকান্তঃ—"সূর্য্যকান্তভবং মূলং পিবেদ্বা তণ্ডুলাম্বুনা। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥

সূর্য্যাবর্ত্তের ভাষানাম—বাঃ—হুড়্হুড়ে বনশলতে? কোঃ—শুলটিয়া। হিঃ—হুর্হুজ্। সিং—বেলাগস্। মঃ—সূর্য্যফুল। গুঃ—সূরজমুখী। কঃ—হরহর। তৈঃ—কুকাভমিণ্ট, সূর্য্যকান্তিমু। তাঃ—নাহিকুড্ডাঘু। ইং—ডগ্ মাষ্টার্ড। ফাঃ—গুলেআফ্তাব্পরস্ত্। অঃ—অরদমুন্। **সূর্য্যাবর্ত্তের ভেদ**—শ্বেত ও পীতপুষ্প ভেদে সূর্য্যাবর্ত্ত দুই প্রকার। কাহার মতে শ্বেতপুষ্পী সূর্য্যাবর্ত্তের নাম ব্রহ্মসুবর্চ্চলা।

বর্ণন—হুড়হুড়ে বর্ষমাত্রজীবী হস্তাধিক উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুপ। কোমলশাখা ও পত্র রোমাবিত এবং "চট্চটে," পত্রপ্রান্ত তরঙ্গায়িত, বৃহৎ পত্রের বৃন্তও বৃহৎ, ক্ষুদ্র পত্রগুলি

অবৃন্তক। পত্রের আকৃতি নানারূপ। **পুষ্প** পীত বা শুভ্র—পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে স্থিত। **শুঁটির** গাত্র রোমান্বিত। **বীজ** দেখিতে সরিষার মত। ইহার কোমল শাখাগ্র ও পত্রের স্বাদ কটু (ঝাল)। শ্বেতপুষ্প সূর্য্যাবর্ত্তের বিশেষত্ব এই যে উহা পঞ্চপত্র। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র ও মূল। **মাত্রা** পত্র স্বরস ১—২ তোলা। মূলকল্ক ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে সূর্য্যাবর্ত্তের ব্যবহার।

চরক—প্রবাহিকায় সূর্য্যাবর্ত্তশাক—আমের পরিণতাবস্থায় ও যে রোগীর বহুকুহনে পিচ্ছিল ও অম্লাম মল নির্গত হয় তাহাকে হুড়্‌হুড়ের শুষ্কশাক দধি, দাড়িম রসও তিলতৈল যোগে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করাইবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (২) **শোথে** শাকার্থ সূর্য্যাবর্ত্ত—হুড়্‌হুড়েশাক শোথরোগীর শাকার্থ প্রশস্ত। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) **বাতপিত্তানুগতশ্বাসে** সূর্য্যাবর্ত্ত—হুড়্‌হুড়ের রসে দুগ্ধ, গব্যঘৃত এবং ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিয়া, শালিতণ্ডুলের অন্ন সেবন করিবে। ইহা বাতপিত্তানুগত শ্বাসরোগে হিতকর। (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত—কর্ণশূলে সূর্য্যাবর্ত্ত—হুড়্‌হুড়ের পাতার রসে মধু, তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া বিন্দু বিন্দু কর্ণাভ্যন্তরে প্রদান করিলে কানকটকটানি নিবৃত্তি (কর্ণরোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—উরোগ্রহে** সূর্য্যাবর্ত্ত—হুড়্‌হুড়ের পাতার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ হিঙ্গুযোগে পান করিবে। ইহা উরোগ্রহে হিতকর। (উরোগ্রহ—চিঃ)। (২) **বৃশ্চিকবিষে** সূর্য্যাবর্ত্ত—হুড়্‌হুড়ের পাতা রগড়াইয়া গন্ধ গ্রহণ করিলে বিছাকামড়ানির যন্ত্রণা নিবৃত্তি পায়। (বিষ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—যোনিদাহে** সূর্য্যাবর্ত্তমূল—হুড়্‌হুড়ের মূল চেলোনিতে পিষিয়া চেলোনির সহিত পান করিলে যোনিদাহ নিবৃত্তি পায়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—সুশ্রুত, বীরতর্বাদিগণে ও বাতসংশমনবর্গে বসির (সূর্য্যাবর্ত্ত) পাঠ করিয়াছেন।

Chemical Composition.—These plants when crushed in the fresh state develop an acrid volatile oil having the properties of garlic or mustard oil. The deied plants exhausted by alcohol yield a deep green tincture which on evaporation, leaves a brown soft resin which has no irritant action when applied to the skin. (Dymock, Vol, I., p. 133.) **Actions and uses.** *Ainslie* says—that the small numerous warmish kidney formed black seeds, as well as leaves of this plant, are administered in decoction in convulsive affection and typhus fever, to the quantity of half a tea-cupfull twice daily, In the French colonies

and in the Nilgirs it is used as a sudorific. In Pudukota the leaves are applied to boils to prevent the formation of pus. *Whight* says that the bruised leaves are rubefacient and vesicant. (Dymock, Vol. I., p. 132.) Carminative, pungent, anthelmintic and antiseptic ; seeds are used in round worms to expel flatus in childen : also in fever and diarrhœa. The juice of the leaves is rubefacient like mustard, mixed with salt it ls dropped into the ear in otorrhœa. An infusion of the seeds is used for unhelthly ulcers and to kill maggots. (R. N. Khory, Vol. II., p. 61).

নব্যমত—এন্স্‌লি বলেন—হুড়হুড়ের বীজ কিম্বা পত্রের কাথ আক্ষেপমূলক ব্যাধি এবং জ্বরে অর্দ্ধ চামচ পরিমাণে দিনে দুইবার সেব্য। ফরাসীর উপনিবেশ এবং নীলগিরিতে ইহা ঘর্ম্মপ্রদ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পদ্মকোটার লোকে হুড়হুড়ের পাতার প্রলেপ, ফোটকে পূয়সঞ্চয় নিবারণার্থ ব্যবহার করে। **ওয়াইট** বলেন হুড়হুড়ের পাতার প্রলেপ দিলে প্রলিপ্তস্থান লাল হয় এবং ফোস্কা পড়ে। (ডিমক্, ২য় খঃ, ১৩২ পৃঃ)। হুড়হুড়ে বায়ুনাশক, কটু, কৃমিঘ্ন এবং পচন নিবারক। শিশুর উদরাধ্মান ও অতিসারে এবং বৃত্তকৃমি নিঃসারণার্থ **বীজ** সেবিত হয়। পত্ররস সর্ষপতুল্য ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক। সৈন্ধব লবণ সহ বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে পূতিকর্ণ (কাণপাকা) নিবৃত্তি পায়। বীজের কাথ অযত্ন ক্ষতের পক্ষে উপকারী এবং কীটঘ্ন।

সোমরাজী—সোমরাজী।

বাকুচী, অবল্গুজা, চন্দ্রলেখা—Serratula Anthelmintica, Vernonia Anthelmintica, Eng.—Purple Fleabane.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"কৃষ্ণফলা," "পূতিফলা," "কুষ্ঠনাশনী," "কান্তিদা"। **বাকুচী শীতলা তিক্তা শ্লেষ্মকুষ্ঠক্রিমীন্ জয়েৎ। রসায়নী চ কুষ্ঠঘ্নী মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। বাকুচী কটুতিক্তোষ্ণা ক্রিমিকুষ্ঠকফাপহা। ত্বগ্দোষবিষকণ্ডূতিখর্জ্জুপ্রশমনী চ সা। রাজনিঘণ্টুঃ। বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী। বিষ্টম্ভহৃৎ হিমা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ। 'তৎফলং' পিত্তলং কুষ্ঠকফানিলহরং কটু। কেশ্যং ত্বচ্যং বমিশ্বাসকাসশোথাঽমপাণ্ডুনুৎ। ভাবপ্রকাশঃ। অবল্গুজো বাতকফপিত্তত্বগ্দোষনাশনঃ রাজবল্লভঃ।**

वैद्यके व्यवहारः—प्रवाहिकायाम् सोमराजीशाकम्—"आमे परिणते यस्तु ववन्धमतिसार्य्यते। समूलपिच्छमाल्पल्पं वहुशः सप्रवाहिकं। तं * शाकेनावल्गुजस्य वा। दधिदाड़िमसिद्धेन वहुस्नेहेन भोजयेत्"॥ (चिः १० अः)। चरकः। श्वित्रे सोमराजी—"कुड़वोऽवल्गुजवीजाद्धरितालचतुर्थभागसंमिश्रः। गवां मूत्रेण पिष्टः सवर्णकरणं श्वित्रे"। (चिः २० अः)। (२) कुष्ठे सोमराजी—"तीव्रेण कुष्ठेन परीतमूर्त्तिर्यः सोमराजीं नियमेन खादेत्। सम्वत्सरं कृष्णतिलद्वितीयां। स सोमराजीं वपुषातिशेते"। (चिः ३८ अः)। वागभटः। श्वित्रे वाकुची—"खदिरामलककषायं वाकुचीवीजान्वितं पिवेन्नित्यम्। शङ्खेन्दुकुन्दधवलं श्वित्रं हन्तीह तच्छीघ्रम्"। (कुष्ठ—चिः)। (२) कृमिदन्तरुजि वाकुची—"वीजपूरकमूलस्य वाकुचीनां तथैव च। भागाभ्यान्तु समं कृत्वा पिष्ट्वा वर्त्तिन्तु कारयेत्। एषा रदस्थवर्त्तिस्तु दन्तैर्दन्तैर्निपीडयेत्।' सद्योऽवस्थितमात्रा तु कृमिदन्तरुजापहा"। (मुखरोग—चिः)। (३) वाधिर्य्ये वाकुची—"मुसलीवाकुचीचूर्णं खादेद्बाधिर्य्यशान्तये"। (कर्णरोग—चिः)। वङ्गसेनः॥

সোমরাজীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"কৃষ্ণফলা," "পূতিফলা," "কুষ্ঠনাশনী," "কান্তিদা"। **সোমরাজীর ভাষানাম**—বাঃ—হাকুচ, সোমরাজ। কোঃ—সরাইতিতা। হিঃ—**বকুচি, বকুচিকে দানে**। মঃ—বাবচি। গুঃ—কড়বীজিরি। কঃ—বাউচিগে। তৈঃ—কড্ডিজিরি। তাঃ—কট্টুসিরাগম্। ইং—পার্পেল্ ফ্লিবেণ্। **সিং—বোদিএট।**

বর্ণন—রাঢ়ে সোমরাজের আবাদ বহুব্যাপী নহে। কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলে গৃহস্থেরা সোমরাজের আবাদ করে। সরিষাত মত ইহাও শীতকালে জন্মে। সোমরাজীর বীজ সর্ব্বজনপরিচিত বণিকদ্রব্য। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, বীজ। **মাত্রা**—পত্রস্বরস—১—২ তোলা। বীজচূর্ণ ১—৮ আনা।

বৈদ্যকে সোমরাজীর ব্যবহার।

চরক—প্রবাহিকায় সোমরাজীর পত্র—(প্রবাহিকায় সূর্য্যাবর্ত্তের ব্যবহার দেখ)। **বাগ্‌ভট—শ্বিত্রে** সোমরাজী—সোমরাজচূর্ণ ৪ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক শ্বিত্রে প্রলেপ দিলে শ্বিত্রাক্রান্ত অঙ্গ গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ২০ অঃ)। (২) **কুষ্ঠে** সোমরাজী—তীব্র কুষ্ঠরোগাক্রান্ত জন, যদি কৃষ্ণতিলের সহিত সোমরাজী এক বৎসরকাল সেবন করে, তাহা হইলে সে কুষ্ঠ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ৩৯ অঃ)। **বঙ্গসেন**—খদিরকাষ্ঠ এবং আমলকীর কাথ প্রস্তুত

পূর্ব্বক বাকুচিবীজচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অতিশুভ্র শ্বেতকুষ্ঠ (শ্বেতি) শীঘ্র নিবৃত্তি পায়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (২) কৃমিদন্তশূলে বাকুচি—(কৃমিদন্তশূলে বীজপূরক দেখ, ১ম খঃ, ২৭৯ পৃঃ)। (৩) বধিরতায় বাকুচী—(বধিরতায় মূর্ব্বা দেখ, ২য় খণ্ড, ৫৬১ পৃঃ)। বক্তব্য—চরকোক্ত কুষ্ঠ ও কৃমিঘ্নবর্গে বাকুচি পঠিত হয় নাই।

Constituents.—The seed contains resins, an alkaloid known as vermonine, an oil and ash 7 p. c. free from manganese. According to the Pharmacopæia of India, the ordinary 'dose of the bruished seed as an anthelmintic, admininistered in electuary with honey is about 1½ drachm, given in two equal doses at the interval of a few hours, and followed by an aperient ; the worms are generally expelled in a lifeless state. Dr. Æ. Ross speaks favourably of an infusion of the powdered seeeds (in doses of from to to 30 grains) as a good, a certa,n anthelmintic for ascarides,. Dr. Gibson, as the result of personal experience, regards them as a valuable tonic and stomachic in doses of 20 te 25 grains ; diuretic properties are also assigned to them. (Dymock, Vol. II., p. 242).

নব্যমত—ফার্ম্মাকোপিয়া অফ্ ইণ্ডিয়ার মতে কৃমিঘ্নরূপে ব্যবহৃত বাকুচি বীজচূর্ণের মাত্রা ১½ ড্রাম। ইহা এক ঘণ্টা অন্তর ২ বারে সমভাগে প্রয়োজ্য। ইহা সেবনের পর রোগীকে মৃদুরেচক ঔষধ সেবন করান উচিত। এইরূপে বাকুচি সেবন করিলে প্রায়ই মৃতকৃমি নির্গত হইতে দেখা যায়। ডাঃ রশ্ বলেন ১০—৩০ গ্রেণ চূর্ণের শীতকষায় কৃমিবিশেষ (Ascarides) বিনাশের পক্ষে অব্যর্থ। ডাঃ গিবসন্ বলেন ২০—২৫ গ্রেণ মাত্রায় বাকুচিবীজ যে উত্তম বলকারক এবং পাচক ইহা আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ইহা মূত্রকারক বলিয়াও প্রসিদ্ধ। (ডিমক্, ২য়ঃ, ২৪২ পৃঃ)।

হরীতকী—হরীতকী।

হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, শিবা—Terminalia Chebula.

কষায়াম্লা চ কটুকা তিক্তা মধুররসান্বিতা। ইতি পঞ্চরসা পথ্যা লবণেন বিবর্জ্জিতা। অম্লভাবাজ্জয়েদ্বাতং পিত্তং মধুরতিক্তকাৎ। কফং রূক্ষকষায়ত্বাৎ ত্রিদোষঘ্নী ততোঽভয়া। সপথ্যা লেখনী লঘ্বী মেধ্যা চক্ষুষ্যা সদা। মেহকুষ্ঠ-ব্রণচ্ছর্দ্দিশোফবাতাস্রশূলজিৎ। বাতানুলোমনী হৃদ্যা চেন্দ্রিয়াণাং প্রসাদনী।

सन्तर्पणकृतान् रोगान् प्रायोहन्ति हरीतकी। तृष्णायां मुखशोषे च हनुस्तम्भे गलग्रहे। नवज्वरे तथाक्षीणे गर्भिण्यां न प्रशस्यते। हरस्य भवने जाता हरीता च स्वभावतः। सर्व्वरोगांश्च हरते तेन ख्याता हरीतकी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥

हरीतकी पञ्चरसा च रेचनी। कोष्ठामयघ्नी लवणेन वर्जिता। रसायनी नेत्ररुजापहारिणी। त्वगामयघ्नी किल योगवाहिनी। वीजास्थि तिक्ता मधुरा तदन्तस्त्वग्भागतः सा कटुरुष्णवीर्य्या। मांसांशतश्चाम्लकषाययुक्ता। हरीतकी पञ्चरसा स्मृतेयम्। हरीतक्यमृतोत्पन्ना सप्तभेदैरुदीरिता। तस्या नामानि वर्णांश्च वक्ष्याम्यथ यथाक्रमम्। विजया रोहिणी चैव पूतना चामृताऽभया। जीवन्ती चेतनी चेति नाम्ना सप्तविधा मता। अलावुनाभि 'विजया' सुवृत्ता 'रोहिणी' मता। स्वल्प त्वक् 'पूतना' ज्ञेया स्थूलमांसा'ऽमृता'स्मृता। पञ्चास्रा 'चाभया' ज्ञेया 'जीवन्ती' स्वर्णवर्णभाक्। त्र्यस्रा तु 'चेतकीं' विद्यादित्यासां रूपलक्षणम्। विन्ध्याद्रौ 'विजया' हिमाचलभवा स्या'च्चे तकी' 'पूतना'। सिन्ध्यौ स्यादथ 'रोहिणी' तु विजया जाता प्रतिस्थानके। चम्पाया 'ममृता' 'ऽभया' च जनिता देशे सुराष्ट्राह्वये। 'जीवन्ती' च हरीतकी निगदिता सप्तप्रभेदा बुधैः। सर्व्वप्रयोगे विजया च रोहिणी। क्षतेषु लेपेषु च पूतनोदिता। विरेचने स्यादमृता गुणाधिका। जीवन्तिकास्यादिह जीर्णरोगजित्। स्याच्चे तकी सर्व्वगदापहारिका नेत्रामयघ्नीमभयां वदन्ति। इत्थं यथायोगमियं प्रयोजिता। ज्ञेया गुणाढ्या न कदाचिदन्यथा। चेतकी च धृता हस्ते यावत्तिष्ठति देहिनः। वात-हिरिष्यते वेगात् तत् प्रभावान्नसंशयः। सप्तानामपि जातीनां प्रधाना विजया स्मृता। सुखप्रयोगसुलभा सर्व्वव्याधिषु शस्यते। चिप्ताऽप्सु निमज्जति या सा ज्ञेया गुणवती भिगग्वर्य्यैः। यस्या यस्या भूयो निमज्जनं सा गुणाढ्या स्यात्। हरेत् प्रसभं व्याधीन् भूयस्तरति यद्वपुः। हरीतकी तु सा प्रोक्ता तत्र कोर्द्दीसि-वाचकः। हरीतकी तु तृष्णायां हनुस्तम्भे, गलग्रहे। शोषे नवज्वरे जीर्णे गुर्व्विण्यां न प्रशस्यते। राजनिघण्टुः॥ विजया रोहिणी चैव पूतना चामृता-भया। जीवन्ती चेतकी चेति पथ्यायाः सप्तजातयः। अलावुवृत्ता विजया वृत्ता

सा रोहिणी स्मृता । पूतनाऽस्थिमती सूक्ष्मा कथिता मांसलाऽमृता । पञ्चरेखा-ऽभया प्रोक्ता जीवन्ती स्वर्णवर्णिनी । चेतकी चासिता क्षुद्रा सप्तानामियमाकृतिः । विजया सर्व्वरोगेषु रोहिणी व्रणरोहिणी । प्रलेपे पूतना योज्या शोधनार्थेऽमृता हिता । अक्षिरोगेऽभया शस्ता जीवन्ती सर्व्वरोगहृत् । चूर्णार्थे चेतकी शस्ता यथायुक्तं प्रयोजयेत् । सप्तानामपि जातीनां प्रधाना विजया स्मृता । सुखप्रयोगा सुलभा सर्व्वरोगेषु शस्यते । हरीतकी पञ्चरसा लवणा तुवरा परम् । रूक्षोष्णा दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी । चक्षुष्या लघु रायुष्या वृंहणी चानुलोमनी । श्वासकासप्रमेहार्शःकुष्ठशोथोदरक्रमीन् । वैस्वर्य्यग्रहणीरोगविबन्धविषमज्वरान् । गुल्माऽऽध्मानव्रणच्छर्द्दिहिक्काकण्डूहृदामयान् । कामलां शूलमानाहं प्लीहानञ्च यकृत्तथा । अश्मरीं मूत्रकृच्छ्रञ्च मूत्राघातञ्च नाशयेत् । स्वादुतिक्तकषायत्वात् पित्तहृत् कफहृत्तु सा । कटुतिक्तकषायत्वात् अम्लात्वाद्वातहृच्छिवा । पित्तकृत् कटुकाम्लत्वाद्वातकृत्र कथं शिवा । पथ्याया मज्जनि स्वादुः स्नायावम्लो व्यवस्थितः । वृन्ते तिक्तस्त्वचि कटुरस्थ्नि तु तुवरो रसः । नवा स्निग्धा घनावृत्ता गुर्व्वी क्षिप्ता च चाम्भसि । निमज्जेत् सा प्रशस्ता च कथितातिगुणप्रदा । नवादि-गुणयुक्तत्वं तथैकत्र द्विकर्षता । हरीतक्याः फले यत्र द्वयं तच्छ्रेष्ठमुच्यते । 'चर्व्विता' वर्द्धयत्यग्निं 'पेषिता' मलशोधिनी । 'स्विन्ना' संग्राहिणी पथ्या 'भृष्टा' प्रोक्ता त्रिदोषनुत् । उन्मीलिनी बुद्धिबलेन्द्रियाणाम् । निर्मूलिनी पित्तकफानिलानाम् । विसर्जिनी मूत्रशकृन्मलानाम् । हरीतकी स्यात् सह भोजनेन । अन्नपान-कृतात् दोषान् वातपित्तकफोद्भवान् । हरीतकी हरत्याशु भुक्तस्योपरि योजिता । लवणेन कफं हन्ति पित्तं हन्ति सशर्करा । घृतेन वातजान् रोगान् सर्व्वरोगान् गुडान्विता । सिन्धूत्थशर्कराशुण्ठीकणामधुगुडैः क्रमात् । वर्षादिष्वभया सेव्या रसायनगुणैषिणा । अध्वातिखिन्नो बलवर्ज्जितश्च । रूक्षः कृशो लङ्घनकर्षितश्च । पित्ताधिको गर्भवती च नारी । विमुक्तरक्तस्त्वभयान्न खादेत् । भाव-प्रकाशः ॥ जीवन्ती रोहिणी चैव विजया चाभयामृता । पूतना कालिका चेति पथ्या सप्तविधा मता । सुवर्णवर्णा जीवन्ती रोहिणी कपिलद्युतिः । अलाबुवृत्ता विजया पञ्चांशा चाभया स्मृता । स्थूलमांसाऽमृता ज्ञेया पूतना-

ऽस्थिमती मता। तंग्रया च कालिकेत्येवं सप्तजातिः हरीतकी। खे ष्पानेषु सर्व्वेषु जीवन्ती च प्रशस्यते। रोहिणी चयरोगेषु विजया सर्व्व कर्म्मसु। पूतना लेपने श्रे या चामृता तु विरेचने। अभया नेत्ररोगेषु गन्धयुक्तेषु कालिका। * तेभ्योऽभूदभया दिवाकरकरश्रेणीव दोषापहा। कालिन्दीव बलप्रमोदजननी गौरीव शूलिप्रिया। वह्नेर्द्दीप्तकरी घृताहुतिरिव चौणीव नानारसा। वातघ्नी लवणैः पथ्या पित्तघ्नी मधुसंयुता। नागरेण कफं हन्ति सर्व्वदोषान् गुड़ान्विता। पथ्या पञ्चरसाऽऽयुष्या चक्षुष्या लवणा सरा। मेध्योष्णा दीपनी शोथदोषकुष्ठ-व्रणापहा। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तार्शःसु हरीतकी—"सगुड़ा मभयां वाथ प्राशयेत् पौर्व्वभक्तिकीम्" (चिः ९ अः)। (२) उदररोगे हरीतकी—"हरीतकी सहस्रं वा" (चिः १८ अः)। (३) पक्वातिसारे आमपाचनार्थम् हरीतकी—"पथ्या वा * उष्णवारिणा" (चिः १९ अः)। (४) कफजे पाण्डौ हरीतकी—"कफ-पाण्डुस्तु गोमूत्रक्लिन्नयुक्तां हरीतकीम्" (चिः २० अः)। (५) छर्द्यां हरीतकी—"* लिह्यान्मधुनाऽभयाञ्च" (चिः २३ अः)। चरकः॥ वातरक्ते हरीतकी—सर्व्वेषु गुड़हरीतकीं वा सेवेत" (चिः ५ अः)। (२) अष्टस्वेषु अर्शःसु हरीतकी—"प्रातः प्रातर्गु ड़हरीतकीं आसेवेत" (चिः ६ अः)। (३) श्लैष्मिके श्लीपदे हरीतकी—"पिबेद्वाप्यभयाकल्कं मूत्रेणान्यतमेन वा" (चिः १९ अः)। (४) गुल्मे हरीतकी—"सगुड़ां वा हरीतकीं" (उः ४२ अः)। (५) हिक्कायां हरी-तकी—"हरीतकीं कोष्णजलानुपानाम्" (उः ५० अः)। सुश्रुतः॥ अर्शःसु गाढ़वर्च्चसां वर्च्चोऽनुलोमनार्थं हरीतकी—"गोमूत्राध्युषितामद्यात् सगुड़ां वा हरीतकीम्" (चिः ८ अः)। (२) अश्मर्य्यां हरीतकी—"पिबेत् चीरं * हरी-तक्यस्थिसिद्धं वा" (चिः ११ अः)। (३) कण्ठरोगे हरीतकी—"हरीतकी-कषायो वा पेयो माक्षिकसंयुतः" (उः २२ अः)। (४) बलजननार्थम् हरी-तकी—"हरीतकी सर्पिषि सम्प्रताप्य। समश्नतस्तत् पिबतो घृतञ्च। भवेच्चिर-स्थायि बलं शरीरे। सकृत् कृतं साधु यथा कृतज्ञे" (उः ३९ अः)। वागभटः॥

रक्तपित्ते हरीतकी—"आटरूषकरसेन सप्तधा भाविता पुनरेव शोषिता। पिप्पली-मधुसमन्विताऽभया रक्तपित्तमतिदुर्जयं जयेत्"। (चि: ११ अ:)। (२) मदात्यये हरीतकी—"पथ्याक्काथेन संयुक्तं पय:पानं मदात्यये" (चि: १७ अ:)। हारीत:॥ वातरक्ते हरीतकी—"तिस्रोऽथवा पञ्च गुड़ेन पथ्या। जग्ध्वा पिबेच्छिन्नरुहाकषायम्। तद्वातरक्तं शमयत्युदीर्णं। आजानुसम्भिन्नमपि स्रवन्तम्" (वातरक्त—चि:)। (२) शोथे हरीतकी—"गुड़ेन वाभयातुल्या" (शोथ—चि:)। (३) वृद्धिरोगे हरीतकी—"गोमूत्रसिद्धां रुबुतैलभृष्टां। हरीतकीं सैन्धवचूर्णयुक्तां। खादेन्नर: कोष्णजलानुपानम्। निहन्ति वृद्धिं चिरजां प्रवृद्धाम्"। (वृद्धिरोग—चि:)। (४) अशेषाक्षिरोगहरत्वे हरीतकी—"कार्य्या हरीतकी तद्वद् घृतभृष्टा बिड़ालक:" (नेत्ररोग—चि:)। चक्रदत्त:॥ कण्ठाहनाग्नि सन्निपातज्वरे हरीतकी—"पथ्यां तैलघृतक्षौद्रै र्लिह्याद्दाहविनाशिनीम्" (ज्वर—चि:)। (२) आमेषु अजीर्णेषु हरीतकी—"गुड़ेन * पथ्यां तृतीयां। आमेष्वजीर्णेषु गुदामयेषु। वर्चोविबन्धेषु च नित्यमद्यात्" (अजीर्ण—चि:। (३) जातीफलमदनाशार्थं हरीतकी—"जातीफलमदं शीघ्रं हन्ति पथ्या निषेविता" (मदात्यय—चि:)। (४) पित्तशूले हरीतकी—"सगुड़ां घृतसंयुक्तां भक्षयेद्वा हरीतकीम्"। शूल—चि:)। भावप्रकाश:॥ सशूले अतीसारे हरीतकी—"अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी मता। श्लेष्माणं रक्तपित्तञ्च हन्ति शूलातिसारनुत्। (रक्तपित्त—चि:)। (२) चिप्पे हरीतकी—"स्वरसेन हरिद्राया: पात्रे कृत्वाऽऽयसे ऽभयाम्। पिष्ट्वा तज्जेन कल्केन ‡लिम्पेच्चिप्पं पुन: पुन:" (क्षुद्ररोग—चि:)। वङ्गसेन:॥

হরীতকীর ভাষানাম—বাঃ—হর্তকী। কোঃ—কশাল্। হিঃ—হর্‌রে। মঃ—হর্ডকী। গুঃ—হরডে। কঃ—অণিলের। তৈঃ—করকাপ। তাঃ—কড়কৈ। উঃ—হরিডা। ত্রাঃ—কলরা। কাঃ—হুলৈলে কলাশ্রীরে অবী অক্রর্। অঃ—এহলীলজ্।

হরীতকীর ভেদ ও লক্ষণ—রাজনিঘণ্ট, প্রভৃতিতে সাতপ্রকার হরীতকীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্ট হরীতকীর ভেদ স্বীকার করেন নাই। নরহরি ও ভাব-

মিশ্র যাহাকে চেতকী বলিয়াছেন, রাজবল্লভ তাহাকে কালিকানামে উল্লেখ করিয়াছেন। চেতকীর স্বরূপ নির্দ্দেশে ও মতভেদ আছে। রাজনিঘণ্টুতে "ত্র্যস্রাং তু চেতকীং বিদ্যাৎ" ভাবপ্রকাশে "চেতকী চাসিতা ক্ষুদ্রা" ও রাজবল্লভে "ত্র্যংশা চ কালিকা" লিখিত হইয়াছে। আবার নিঘণ্টু রত্নাকরে লিখিত আছে "চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা সিতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ। ষড়ঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা ত্বেকাঙ্গুলা স্মৃতা"। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল ও বীজ। **মাত্রা**—ফল চূর্ণ ৪—১৬ আনা। **পরীক্ষা** যে হরীতকী আকারে বৃহৎ, ওজনে ২ তোলা, যাঁহার শাঁস বেশী, আঁটি ছোট এবং যাহা জলে পড়িলে ডুবিয়া যায়, তাহাই ঔষধার্থে প্রশস্ত।

বৈদ্যকে হরীতকীর ব্যবহার।

চরক—রক্তার্শে হরীতকী—রক্তার্শঃ রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করাইবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **উদররোগে** হরীতকী—রসায়নবিধি অনুসারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) **পক্কাতিসারে** আমপাচনার্থ হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে আমদোষ বিনষ্ট হয়। (চিঃ ৯ অঃ)। (৪) কফজ **পাণ্ডুরোগে** হরীতকী—হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক, কফপাণ্ডুরোগী পান করিবে। (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) **ছর্দ্দিতে** হরীতকী—বমন নিবারণার্থ মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ লেহন করিবে, ইহাতে দোষ অধোগামী হইয়া বমন নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ২৩ অঃ)। **সুশ্রুত—বাতরক্তে** হরীতকী—সর্ব্ববিধ বাতরক্তে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) অদৃশ্য **অর্শে** হরীতকী—প্রতিদিন প্রাতে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে। ইহা অন্তর্বলি অর্শে হিতকর। (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) শ্লৈষ্মিক **শ্লীপদে** হরীতকী—গো এবং ছাগাদির মূত্রের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করিলে শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১৯ অঃ)। (৪) **গুল্মে** হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, গুল্মে হিতকর। (উঃ ৪২ অঃ)। (৫) **হিক্কায়** হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। (উঃ ৫০ অঃ)। **বাগ্‌ভট—অর্শের গাত্র-বিট্‌কতায়** হরীতকী—অর্শোরোগীর মল কঠিন হইলে গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া রাখিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। (চিঃ ৮ অঃ)। (২) **অশ্মরীতে** হরীতকী—হরীতকীর আঁটির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। ইহা অশ্মরী (পাথরী) রোগের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **কণ্ঠরোগে** হরীতকী—হরীতকীর কাথ মধুযোগে পান করিবে। ইহা কণ্ঠরোগে হিতকর। (উঃ ২২ অঃ)। (৪) **বলজননার্থ** হরীতকী—হরীতকী গব্য ঘৃতে উত্তপ্ত করিয়া, ঐ হরীতকী সেবন করিয়া, পশ্চাৎ ঐ ঘৃত পান

করিবে। ইহা বিশেষ বলপ্রদ। (উঃ ৩৯ অঃ) **হারীত—রক্তপিত্তে** হরীতকী—বাসকের রসে হরীতকীচূর্ণ সাতবার ভাবনা দিয়া, পিপুল চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে, দুর্জয় রক্তপিত্ত জয় করা যায়। (চিঃ ১১ অঃ)। **মদাত্যয়ে** হরীতকী—মদাত্যয় রোগী হরীতকীর কাথের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে (চিঃ ১৭ অঃ)। **চক্রদত্ত—বাতরক্তে** হরীতকী পাঁচটী কিংবা তিনটী হরীতকী ভোজন পূর্ব্বক গুলঞ্চের কাথ পান করিলে, অতি উগ্র বাতরক্ত নিবৃত্তি পায়। (বাতরক্ত—চিঃ)। (২) **শোথে** হরীতকী—গুড়ের সহিক হরীতকী ভক্ষণ, শোথে হিতকর। (শোথ –চিঃ)। (৩) **বৃদ্ধিরোগে** হরীতকী—যাহার বৃদ্ধিরোগ হইয়াছে তাহাকে গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া, কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণের সহিত চূর্ণ করিয়া, সেবন করাইবে এবং ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দিবে। ইহা বহুদিনের বৃদ্ধি রোগের পক্ষেও হিতকর (বৃদ্ধি—চিঃ)। (৪) অশেষ **অক্ষিরোগহরত্বে** হরীতকী—হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে লেপ দিবে। ইহা বিবিধ অক্ষিরোগে হিতকর। ('নেত্ররোগ—চিঃ)। (নেত্ররোগ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ**—রুগ্দাহ নাম **সন্নিপাত জ্বরে** হরীতকী—তিলতৈল, ঘৃত কিংবা মধু, ইহাদের যে কোনটীর সহিত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিবে। ইহা রুগ্দাহ সন্নিপাতে হিতকর। (জ্বর—চিঃ)। (২) **আমাজীর্ণে** হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, আমজীর্ণ, অর্শ এবং কোষ্ঠবদ্ধে হিতকর। (অজীর্ণ –চিঃ)। (৩) **জাতিফলমদে** হরীতকী—অধিক জায়ফল ভক্ষণ জন্য মত্ততা উপস্থিত হইলে, হরীতকী সেবন করিবে। (মদাত্যয়—চিঃ)। (৪) **পিত্তশূলে** হরীতকী—ঘৃত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, পিত্তশূলে হিতকর। পিত্তশূল—চিঃ)। **বঙ্গসেন**—সশূল **অতিসারে** হরীতকী—হরীতকী মধুর সহিত সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় ও আম পরিপাক পায়। ইহা শূলযুক্ত অতিসারে প্রশস্ত। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) **চিপ্পে** হরীতকী—লৌহপাত্রে হরিদ্রার রসে হরীতকী পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চিপ্প (আঙ্গুল হাড়া) পুনঃ পুনঃ প্রলিপ্ত করিবে। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—শ্রেষ্ঠ বিরেচন দ্রব্যের উল্লেখ করিয়া সুশ্রুত বলিয়াছেন—"অরুণাভং ত্রিবৃন্মূলং শ্রেষ্ঠং মূলবিরেচনে। প্রধানং তিল্বকত্বক্‌ চ ফলেষপি হরীতকী। তৈলেষ্বেরণ্ডজং তৈলং স্বরসে কারবেল্লিকা। সুধাপয়ঃ পয়ঃস্বক্ষমিতি প্রাধান্যসংগ্রহঃ" অর্থাৎ মূলের মধ্যে তেউড়ী মূল, ছালের মধ্যে লোধ, ফলের মধ্যে হরীতকী, তৈলের মধ্যে এরণ্ড তৈল, স্বরসের মধ্যে উচ্ছের রস এবং আঠার মধ্যে মনসা আঠা শ্রেষ্ঠ বিরেচন। চরক, অর্শোঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন, কাসহর, জ্বরহর, প্রজাস্থাপন এবং বয়ঃস্থাপন বর্গে হরীতকী পাঠ লিখিয়াছেন। বৈদ্যকে সাত প্রকার হরীতকীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধুনা ঐ সকল হরীতকী দুর্লভ। নব্যেরা বলেন

(ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ২ পৃঃ)—বৈদ্যকোক্ত সাতপ্রকার হরীতকী পৃথক্ নহে, উহারা একই উদ্ভিদের ফল, কেবল অত্যতিক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বৃহত্তম ইত্যাদি অবস্থাভেদ মাত্র। বৈদ্যোক্ত সাত প্রকার হরীতকী একই বৃক্ষের ফল হইলে বিন্ধ্যাদ্রৌ বিজয়া* ইত্যাদিবাক্যে উহাদের বিভিন্ন উৎপত্তি স্থানের উল্লেখ থাকিবে কেন? য়ূনানী দ্রব্যগুণ লেখকগণ, একই প্রকার হরীতকীর পকাপক অবস্থানুসারে নানাভেদ স্বীকার করিয়াছেন যথা—যাহা জীরার মত তাহা হালিলেয়ি জীরা, যাহার আকার যবশস্যের মত তাহা হালিলেয়ি যাওয়ি ইত্যাদি। ইহা দৃষ্টেই বোধ হয় হিন্দুগণের কথিত ভেদেরও ঐরূপ ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এক সময়ে এদেশে আম্রাদি খাদ্যফলের ন্যায় হরীতকীরও রীতিমত আবাদ করাইত। কৃষির উৎকর্ষ হেতু দেশভেদে এখন যেমন ল্যাংড়া, ফজলি, বম্বাই, হিমসাগর প্রভৃতি নানাজাতীয় উপাদেয় আম্রফল লক্ষিত হয় যাহারা আকারে ও স্বাদে পরস্পর বহুভিন্ন, তদ্রূপ পূর্ব্বে কৃষির উৎকর্ষ হেতু দেশভেদে নানা প্রকার হরীতকী জন্মিত। অধুনা অযত্নে হরীতকীর সেই সকল জাতি লোপ পাইয়াছে। বেশীদিনের কথা নয়। ভাবমিশ্রও উৎকৃষ্ট হরীতকীর স্বরূপ বর্ণনে লিখিয়াছেন "যাহা ওজনে ২ তোলা"। আজ কাল যে হরীতকী আমরা ব্যবহার করি তাহার ওজন জোর আধতোলা হইবে। অযত্নে হরীতকীর কত অবনতি ঘটিয়াছে দেখ। এত উপকারী হরীতকী ফল কি চিরদিনই অরণ্যে নির্ব্বাসিত থাকিবে? যাহা হউক অধুনা সপ্ত প্রকার হরীতকীর অভাব বা অপরিচয় হেতু উহাদের স্থলে এক প্রকার পরিপক্ক ফল (হরীতকী) এবং একপ্রকার অপক্ক ফল (জঙ্গী হরীতকী) ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব আমরা শাস্ত্রোক্ত অভয়াদির ভেদরক্ষা না করিয়া, বঙ্গানুবাদে সর্ব্বত্রই সামান্যতঃ হরীতকী লিখিয়াছি। আমার বোধ হয় ভাবমিশ্রোক্ত চেতকী আধুনিক জঙ্গি হরীতকী। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন "চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা" অতএব যে সকল ঔষধ চূর্ণাকারে ব্যবহৃত হয় তত্তৎ ঔষধোক্ত হরীতকী শব্দে জঙ্গিহরীতকী গ্রহণ করা যাইতে পারে।

Constituents.—Myrobalans contain astringent principles—tannic acid (45 p. c.) and gallic acid, mucilage, a brownish yellow colouring matter, Chebulic myrobalans also contain an organic acid named chebulinic acid, which, when heated in water, splits up into tannic and galic acids. **Actions and uses.**—Purgative astringent and alterative. The ripe fruits are generally purgative and the unripe ones astringent and aperient. (R. N. Khory, Vol, II. p. 260). **Ainslie** notices their use as an application to aphthœ. In the Pharmacopœa of India. Dr. Warnig mentions his having found six of the mature fruit an officient and safe purgative producing four or five copious stools unattended by

griping nausea or other ill effects; probably those used by him were not of the largest kind. Twining (Disases of Bengal, Vol. I., p. 407) speaks very favourably of the immature fruit (Halileh-i-Zangi) as a tonic and aperient in enlargements of the abdominal Viscera. We found them a useful medicine in diarrhœa and dysentery, given in doses of a dramch twice a day. Recently, M. P. Apery has brought to the notice of the profession in Europe the value of these black myrobalans in desentry, cholearic diarrhœa and chronic diarrhœa, he administers them in pills of 25 centigrams each, the dose being from 4 to 12 pills or even more in the 24 hours. (Dymock, Vol. II., p. 3.)

নব্যমত—হরীতকী, রেচক, কষায় এবং রসায়ন। পরিপক্ব হরীতকী প্রায় রেচক এবং অপক্ব হরীতকী কষায় এবং কিঞ্চিৎ রেচক। (আর্ এন্, কোরি, ২য়: খ:, ২০১ পৃ:)। **এন্সলি** বলেন—মুখ ও গলদেশের শ্লেষ্মধরা কলার ক্ষতবিশেষে (Aphthæ) হরীতকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডা: **ওয়ারিং** বলেন যে, ছয়টী পরিপুষ্ট হরীতকী সেবন করিয়া, পেট কামড়ানি, বিবমিষা, কি অপর কোন্ উপসর্গ হয় না, অথচ বেশ সহজভাবে ৪।৫বার প্রচুর মলনির্গম হইয়াছে ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ওয়ারিং যে ছয়টী পুষ্ট হরীতকীর কথা বলিয়াছেন উহা সম্ভবতঃ বড় হরীতকী নহে। **টুইনিং** "ডিজিজেস্ অভ্ বেঙ্গল" নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৪০৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—জঙ্গী হরীতকী, বল্য মৃদুরেচক এবং প্লীহ যকৃৎ বিবৃদ্ধিতে বিশেষে হিতকর। আম ও রক্তাতিসার বিশেষে ইনি জঙ্গি হরীতকী ১ Dramch দিনে দুইবার ব্যবহার করাইয়া ফললাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এম্, পি, **এপিরী** য়ুরোপীয় চিকিৎসক বর্গের গোচর করিয়াছেন যে জঙ্গি হরীতকী, অতিসার, অতিসারমূলক বিসূচীকা এবং বহুকালের উদরাময়ের পক্ষে মূল্যবান্ ভেষজ। তিনি বটী করিয়া জঙ্গি হরীতকী সেবন করিতে পরামর্শ দেন। বটীর আকার ২৫ সেণ্টিগ্রাম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪—১২ বটী কিম্বা এতদধিক সেবন করাইতে হইবে। (ডিমক্, ২য়: খণ্ড, ২ পৃ:)।

হরিদ্রাচতুষ্টয়—হরিদ্রাচতুষ্টয়ম্।

হরিদ্রা, রজনী—Curcuma Longa. **কর্পূরহরিদ্রা**—Curcuma Aromatica. **আম্রগন্ধিহরিদ্রা**—C. Amada. **বনহরিদ্রা**।

अन्वर्थसंज्ञा—"क्रमिघ्नी", "योषित्प्रिया", वर्णविधायिणी"। हरिद्रा स्वरसे तिक्ता रूक्षोष्णा विषकुष्ठनुत्। मेहकण्डूव्रणान् हन्ति देहवर्णविधायिणी। विशोधनी क्रमिहरा पीनसारुचिनाशनी।' धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ हरिद्रा कटुतिक्तोष्णा कफवातास्रकुष्ठनुत्। मेहकण्डूव्रणान् हन्ति देहवर्णविधायिनी। राजनिघण्टुः॥ हरिद्रा कटुका तिक्ता रूक्षोष्णा कफपित्तनुत्। वर्ण्या त्वग्दोषमेहास्रशोथपाण्डुव्रणापहा। 'अरण्यहलदीकन्दः' कुष्ठवातास्रनाशनः। आम्रगन्धिहरिद्रा या सा शीता वातला मता। पित्तघ्नमधुरा तिक्ता सर्व्वकण्डुविनाशनी। भावप्रकाशः॥ हरिद्रा कफपित्तघ्नी कण्डूत्वग्दोषनाशिनी। पाण्डुशोथापची चैव मेहकुष्ठव्रणापहा। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—प्रमेहे हरिद्रा—"क्षौद्रेण युक्तामथवा हरिद्रां। पिबेद्रसेनामलकीफलानाम्" (चिः ६ अः)। चरकः॥ कुष्ठे हरिद्रा—"पीत्वा मासं वा पलांशां हरिद्रां मूत्रेणान्तं पापरोगस्य गच्छेत्" (चिः ৫ अः)। सुश्रुतः॥ कफोद्भवायां तृष्णायाम् हरिद्रा—"जलं पिबेद्रजन्या वा सिद्धं सक्षौद्रशर्करम्" (चिः ६ अः)। वाग्भटः॥ श्लीपदे हरिद्रा—"रजनीं गुडसंयुक्तां गोमूत्रेण पिबेन्नरः। (श्लीपद—चिः)। चक्रदत्तः॥ मेढ्रशर्करायां रजनी—"यः पिबेद्रजनीं सम्यक् सगुड़ां तुषवारिणा। तस्याशु चिरकडापि यात्यस्तं मेढ्रशर्करा" (अश्मरी—चिः)। वङ्गसेनः॥

হরিদ্রার ভেদ—হরিদ্রা চারি প্রকার যথা—(১) হরিদ্রা, (২) কর্পূর হরিদ্রা, (৩) আম্রগন্ধি হরিদ্রা, (৪) বন হরিদ্রা। **হরিদ্রার অন্বর্থসংজ্ঞা**—"ক্রমিঘ্নী," "যোষিৎপ্রিয়া," "বর্ণবিধায়িনী"। **হরিদ্রার ভাষানাম**—বাঃ—হলুদ। কোঃ—হল্‌দি। মঃ—হল্‌দ। গুঃ—হলদর। কঃ—অর্শিনা। তৈঃ—পসুপু। ফাঃ—জরদচোব্। অঃ—উরুকুস্‌ফর। আমগন্ধি হরিদ্রাকে বাঙলায় আম আদা বলে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কন্দ। **মাত্রা**—রস ১—২ তোলা। চূর্ণ ২—৮ আনা।

বৈদ্যকে হরিদ্রার ব্যবহার।

চরক—প্রমেহে হরিদ্রা—প্রমেহী, হরিদ্রা পেষণ পূর্ব্বক মধু বা আমলকী রসের সহিত সেবন করিবে (চিঃ ৬ অঃ)। **সুশ্রুত কুষ্ঠে** হরিদ্রা—একমাস উপযুক্ত মাত্রায়

গোমূত্রের সহিত হরিদ্রা পান করিলে কুষ্ঠ হইতে মুক্তি হয়। (চিঃ ৯ অঃ)। **বাগ্‌ভট**—কফজ তৃষ্ণায় হরিদ্রা—হরিদ্রার কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে কফজ তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। (চিঃ ৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—শ্লীপদে** হরিদ্রা—গুড়সংযুক্ত হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ইহা শ্লীপদের পক্ষে হিতকর। (শ্লীপদ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—মেহশর্করায়** হরিদ্রা—যে ব্যক্তি তুষোদকের সহিত, গুড় ও হরিদ্রা পান করে তাহার মেহশর্করা (এই রোগে মূত্রের সহিত বালুকার মত পদার্থ নির্গত হয়) নিবৃত্তি পায়। (অশ্মরী—চিঃ)। **বক্তব্য**—চরক,—লেখনীয়, কুষ্ঠঘ্ন, কণ্ডূঘ্ন ও বিষঘ্ন বর্গে হরিদ্রা পাঠ করিয়াছেন।

Constituents of C. Longa.—An essential oil i. p. c. ; resin, Curcumin, the yellow colouring matter ; turmeric oil or turmerol. Turmeric oil is a thick yellow viscid oil. The curry powder owes its aromatic taste and smell to this oil. **Actions and uses.**—Tonic and aromatic ; given in jaundice and in chronic bronchitis. When mixed with Tila tela it is applied to the whole body to prevent skin eruptions. With kali chuno, the powder of it is applied to bruises, sprains, contused wounds, black eye with relief. A paste of it stops bleeding from leech-bites. A decoction of it is used as a cooling lotion in conjunctivitis. Boiled in milk and sweetened with sarkara, turmeric is a popular remedy for cold. Fumes of barning turmeric passed into the nostrils relieve coryza. Internlly halada is given in affections of the liver and jaundice. On account of its yellow colour, cloth dipped in its paste is employed as an eye-shade. It is used in urinary diseases, and with Sajikhara as an internal application to reduce indolent swelling. (R. N. Khory, Vol. II., p. 595).

নব্যমত—হরিদ্রা—বল্য, সুগন্ধি। ইহা কামলা ও পুরাণ কফরোগে প্রযোজ্য। পিষ্ট হরিদ্রা, তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমস্ত দেহে মর্দ্দন করিলে কণ্ডূ প্রভৃতি চর্ম্মবিকার জন্মিতে পারে না। চূণ ও হরিদ্রার প্রলেপ পিষ্ট, ঘৃষ্ট বা আহত অঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "ব্লাক্ আই" নামক চক্ষুরোগে সাবধানতার সহিত চক্ষু বহির্ভাগে ইহার লেপ দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। জোঁক ধরিলে যে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় তন্নিবারণার্থ হরিদ্রার প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহার কাথ অক্ষিধরাকলার প্রদাহে (conjunctivitis) চক্ষুতে পরিষেচন করিলে চক্ষু শীতল হয়। হরিদ্রা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করিলে, শৈত্যজনিত সর্দ্দি প্রশমিত হয়। দহ্যমান হরিদ্রার ধূম, ঊর্দ্ধশ্লেষ্ম ঘটিত পীড়াবিশেষে

(coryza) আঘাত হইয়া থাকে। যকৃতের দোষ ও কামলায়, হরিদ্রা সেবিত হয়। হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র চক্ষুরোগীর নেত্রাচ্ছাদক স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়াতে ও হরিদ্রা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাজিমাটীর সহিত হরিদ্রার প্রলেপ, বেদনা বর্জ্জিত স্ফীতি বিলীন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (আর্, এন্, কোরি, ২য়: খণ্ড, ৫১৫ পৃ:)

হিঙ্গু—হিঙ্গু।

हिङ्गु, वाह्लीकम्—The gum resin of Ferula Alliacea and रामठम् that of Ferula Fœtida.

अन्वर्थसंज्ञा—उत्पत्तिवोधिका—"वाह्लीकम्", "रामठम्", (रामठदेशभवत्वादुपचारः) गुणप्रकाशिका—"शूलद्विट्", "जन्तुघ्नम्", "उग्रवीर्य्यम्", "भूतारिगन्धम्", "जरणम्", "सूपधूपनम्"। भेदः—वाह्लीकम् रामठञ्च। हिङ्गूष्णं कटुकं हृद्यं सरं वातकफौ क्रमीन्। हन्ति गुल्मोदराध्मानवन्धशूलहृदामयान्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ हृद्यं हिङ्गु कटूष्णञ्च क्रमिवातकफापहम्। विवन्धाऽऽनाहशूलघ्नं चक्षुष्यं गुल्मनाशनम्। राजनिघण्टुः॥ हिङ्गूष्णं पाचनं रुच्यं तीक्ष्णं वातवलासनुत्। शूलगुल्मोदराऽऽनाहक्रमिघ्नं पित्तवर्द्धनम्। स्त्रीपुष्पजननं वल्यं मूर्च्छापस्मारहृत् परम्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—चरकग्रन्थे हिङ्गु—"हिङ्गुनिर्य्यासश्छेदनीयदीपनीयानुलोमिकवातकफप्रशमनानाम्" (सू: २५ अ:)। चरकः॥ क्रमिदन्ते हिङ्गु—"हिङ्गु कोष्णन्तु मतिमान् क्रमिदन्तेषु दापयेत्" (दन्तरोग–चि:)। चक्रदत्तः॥

হিঙ্গুর ভেদ—উৎপত্তিস্থান ভেদে হিঙ্গু দুই প্রকার যথা বাহ্লীক ও রামঠ—বাহ্লীক (Balkh) ও পারস্য দেশজাত Ferula Alliacea নামক উদ্ভিদ্ হইতে প্রাপ্ত হিঙ্গুকে বাহ্লীক এবং পারস্য ও বিশেষতঃ আফ্গানিস্তান ও পঞ্জাব দেশজাত Eerula Foetida নামক উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন হিঙ্গুকে রামঠ বলে। বাণিজ্যক্ষেত্রে চারি প্রকার হিঙ্গুর ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে যথা—কান্দাহারী হিং, য়ুরোপীয় বাণিজ্যের হিং বা হিংগ্রা, ভারতবর্ষীয় হিং এবং শিলা হিং (Stony asafetida)। এইরূপ ভেদের কারণ লিখিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় হিং যে উদ্ভিদ্ হইতে জন্মে, পারস্য তাহার সেই উদ্ভিদকে দরুগ-ই-অঙ্গ যে ই-থালিস্

বলে। এই বৃক্ষ খোরাশানের পর্ব্বতমালার প্রস্তরময় ভূমিতে অযত্নসম্ভূত হইয়া থাকে। বণিক্‌গণের নিকট অর্থ লইয়া পার্ব্বতীয় লোকে বসন্তকালে হিঙ্গু বৃক্ষের নির্য্যাস সংগ্রহ করে। সংগ্রহকারিগণ প্রত্যেক হিঙ্গুবৃক্ষের কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের ক্ষুদ্র প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষকে সুরক্ষিত করে। অতঃপর বৃক্ষমূলের উপরিভাগের মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করিয়া একটী গোলাকার গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে। পরে বৃক্ষের শাখা বসন্তকালোচিত বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিলে, কর্ত্তন করা হয় এবং মূলোর্দ্ধভাগ আহত করিয়া তন্নিঃসৃত উপাদেয় নির্য্যাস সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই অত্যুত্তম হিঙ্গু প্রায় বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয় না। পরিশেষে মূলগাত্রে সঞ্চিত হিঙ্গু নির্য্যাস, মূলের পাৎলা স্তরের সহিত ২।৩ দিন অন্তর উঠাইয়া লয়। এইরূপ মূলের স্তর সহিত তৎসংলগ্ন হিঙ্গু উঠাইতে উঠাইতে মূল ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া যায়। পর্য্যায়ক্রমে বিন্যস্ত এই মূলস্তর এবং হিঙ্গু নির্য্যাস, পরে চর্ম্মবদ্ধ হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষীয় হিঙ্গু নামে খ্যাত। বোম্বাই নগরে প্রচুর পরিমাণে ইহার আমদানী হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ের বাজারে এই হিং আবুসাহেরি হিং নামে প্রসিদ্ধ। ইহা চর্ম্মবদ্ধ হইয়া আসে। সকল পুটকের ভিতর সমান হিং থাকে না—কোন কোনটার ভিতর নির্য্যাস অল্প এবং মূলস্তর অধিক থাকে। বোম্বাই নগরে, ইহাতে আবার আরবি গঁদ মিশ্রিত করা হয়। মূল্যের তারতম্য অনুসারে মিশ্রিতব্য গঁদের মাত্রার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। চর্ম্মবদ্ধ হিঙ্গু নিষ্কাশিত করিয়া আর্দ্রীকৃত হইলে, উহাতে আরবি গঁদ সংযোগ করিয়া, মাদুরের উপরি স্থাপিত হয় এবং নগ্নপদে দলিত করিয়া একীভূত হইলে, পুনঃ পূর্ব্বানুকরণে চর্ম্মবদ্ধ করিয়া থাকে। অধুনা আবার গঁদের পরিবর্ত্তে খণ্ডিত আলু মিশ্রিত করিতে দেখা গিয়াছে।

F. Fœtida বৃক্ষের ফার্সিনাম বোধ হয় দরখ্‌ত-ই-আঙ্গুজে-ই-লারি। শৈশব হইতে আমরণ এই বৃক্ষের যে কোন প্রত্যঙ্গ ঘর্ষণ করিলে দুগ্ধবৎ রস নির্গত হইয়া থাকে। ইহাই সঞ্চিত হইয়া হিংগ্রা (য়ুরোপীয় বাণিজ্যের হিঙ্গু) নামে বিক্রীত হয়। উত্তম হিংগ্রা আকারে চাক্‌তির মত, বহির্ভাগের বর্ণ পীত, কিন্তু ভাঙ্গিলে ভিতর মুক্তার মত শুভ্র; বায়ু সংস্পর্শে পরে পীতবর্ণ হয়, ইহাতে প্রায় বালুকাকণা লগ্ন থাকে। পারস্য হইতে কখন কখন শুভ্র নবনীত তুল্য হিঙ্গুর আমদানী হইয়া থাকে। বায়ু সংস্পর্শে ইহাও উজ্জ্বল গোলাপী রঙ্গ ধারণ করে। ইহার গন্ধ প্রায় রসোনের মত এবং স্বাদে তিক্ত কটু।

হিংগ্রা, নীল মৃত্তিকা মিশ্রিত হইয়া, কান্দাহারী হিং নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

পিণ্ডহিঙ্গু (Stony asafetida)—তরল হিঙ্গু নির্য্যাসে, তদ্দেশের বালুকামিশ্রিত শুভ্র মৃত্তিকা মিশ্রিত করে, বা বৃক্ষ হইতে পতিত হইবার সময় অতিতারল্য হেতু ইতস্ততঃ প্রবাহিত হওয়ায় স্বয়ং মিশ্রিত হয়। ইহাই বাজারে পিণ্ডহিঙ্গু নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বালুকা মৃত্তিকাদি বর্জ্জিত ও গব্যঘৃতে ভর্জ্জিত উত্তম হিঙ্গু

ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় হিঙ্গু উত্তম, কান্দাহারী হিঙ্গু মধ্যম এবং পিণ্ড হিঙ্গু অধম। **মাত্রা**—১—৫ পাই।

বৈদ্যকে হিঙ্গুর ব্যবহার।

চরক—অগ্রগ্রন্থে হিঙ্গু—ছেদনীয়, দীপনীয়, আনুলোমিক এবং বাতকফপ্রশমন দ্রব্যের মধ্যে হিঙ্গু শ্রেষ্ঠতম। (সূঃ ২৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—কৃমিদন্তে** হিঙ্গু—ভাজা হিং গরম গরম কৃমি ভক্ষিত দন্তে স্থাপন করিবে। (দন্তরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—কোন যুনানী দ্রব্যগুণবেত্তা তয়িব্ (উত্তম) ও মস্তিন্ (দুর্গন্ধি) হিঙ্গুকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈদ্যকেও হিঙ্গুর পর্য্যায়ে "অগূঢ়গন্ধ" শব্দ আছে বটে, কিন্তু গূঢ়গন্ধ অগূঢ়গন্ধরূপে হিঙ্গুকে বিভক্ত করা হয় নাই। চরক, দীপনীয়, শ্বাসহর এবং সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে এবং সুশ্রুত, পিপ্পল্যাদি ও শিরোবিরেচনবর্গে হিঙ্গু পাঠ করিয়াছেন। বৈদ্যকোক্ত হিঙ্গু শব্দ, হিঙ্গু বৃক্ষের নির্য্যাস বাচক, বৃক্ষ বাচক নহে। হিঙ্গু পর্য্যায়োক্ত জতুক শব্দকে ডিমক্ যে বৃক্ষবাচক বলিয়াছেন (২য় খণ্ড, ১৪ পৃঃ) তাহা সুচিন্তিত নহে।

Constituents.—A sulphuretted volatile oil, 3 to 9 p. c., consisting chiefly of allyl sulphide, resin 50 to 70 p. c., soluble in ether ; gum 30 p. c., saline matters and ash ; 3 to 4 p. c, also ferualic, malic acetic, formic and valerianic acids. **Physiological Actions.**—Among the natives, Hing is usually fried before being used as medicine, as they believe that the raw hing causes vomiting. It is a most powerful fœtid gum resin, a valuable stimulant acting on the organs of circulation and secretion ; also a nervine and pulmoary stimulant and a powerful antispasmodic. It is also carminative, tonic, laxative, diuretic and emmenagogue, also anthelmintic and aphrodisiac. In small doses and if long continued, it produces a sense of warmth without any rise of temperature. It impairs digestion, gives rise to alliacious eructations, acid irritation in thethroat, flattulence, diarrhœa, and burning in the urine. In large doses it stimulates the secretion and excretion and increases sexual appetite. The volatile oil is rapidly execreted and may be found in the urine, milk and sweat. It also increases the menstrual flow. (K, N. Khory, Vol. II., p. 289). **Therapeutics.**—It is given in nevous and nerotic diseases, as hysteria and hypochondriasis ; an an expectorant, in habitual cough, chronic catarrh, brochitis and asthma ; as a carminative in dyspepsia, colic and other gastric affections, and to expel worms. It is said to ward off malarfa if taken with food in malario-

ous districts. It relieves gaseous distention of the bowels. An enema of Hinga is the best from in which it is exhibited in codvulsions. It is a useful remady in habitual constipantion. With myrrh and ammoniac it is given in tympanitis of typhoid feaver. An enema of Hinga with castor oil, and terpentine is very beneficial in itestinal colic and worms. In habitual abortion it is a very reliable remedy. (R. N. Khory; Vol. II., p. 289.)

নব্যমত—এতদ্দেশীয় লোকে হিঙ্গুকে ভাজিয়া ঔষধে ব্যবহার করে, কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে, কাঁচা হিং খাইলে বমি হয়। হিং অতি বীর্য্যবান্ দুর্গন্ধি নির্য্যাস, এই উষ্ণ গুণান্বিত ঔষধ, পাকস্থালী, যকৃৎ ফুস্ফুস্, নার্ভ ও রক্তসম্বহন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যতৎপরতা দান করিয়া থাকে। হিং বলবান আক্ষেপ নিবারক, আধ্মাননাশক, বল্য, মৃদুরেচক, মূত্রল, রজঃপ্রবর্ত্তক, কৃমিঘ্ন এবং বৃষ্য। **অল্প মাত্রায়** অধিককাল সেবিত হইলে ইহা, শারীরোষ্মা (Temperature) বর্দ্ধিত না করিয়া ধাতূষ্মা বর্দ্ধিত করে এবং পাকশক্তির দুর্ব্বলতা, রসোনগন্ধি উদ্গার, কণ্ঠেদাহ, অম্ল বিদাহ, উদরাধ্মান, অতিসার এবং মূত্রকালীন জ্বালা জন্মাইয়া থাকে। **অধিক মাত্রায়** হিঙ্গু সেবন করিলে, ধাতুমলের স্রাব (secretion and excretion) এবং স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা বর্দ্ধিত করে। হিঙ্গুজাত উদ্বায়ী তৈল (volatile oii) পান করিলে উহা আশু দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। এমনকি রোগীর মূত্র, ঘর্ম্ম এবং স্তন্য (স্ত্রী পক্ষে) পরীক্ষা করিলে ঐ তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল রজঃস্রাব বর্দ্ধক। হিং, নার্ভের পীড়া, মূর্চ্ছা, অপস্মার ও বিমর্ষাত্মক মনোবিকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কফাপসারকরূপে কাসে, পুরাণ কফরোগে এবং শ্বাসে ; বায়ুনাশক ও অধ্মান নিবারক বলিয়া, গ্রহণী, শূল এবং অন্যান্য আমাশয়োদ্ভূত পীড়ায় (Gastric affections) ও কৃমি নিঃসারণার্থ প্রযুক্ত হয়। ম্যালেরিয়া দূষিত দেশে বাস করিয়া যদি খাদ্যের সহিত কিঞ্চিৎ করিয়া হিং সেবন করা যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অন্ত্র বায়ু দ্বারা স্ফীত হইলে, হিঙ্গু উপকারী। তড়কা রোগে হিঙ্গুর বস্তি প্রয়োগ (Anema) হিতকর। চিরজ কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে হিঙ্গু উত্তম ঔষধ। গুগ্গুল্ এবং এমোনিয়াকের সহিত ইহা টায়ফয়েড্ রোগীর উদাবর্ত্তে (Tympanitis) ব্যবহৃত হয়। এরণ্ড তৈল এবং তার্পিণ তৈলসহ হিঙ্গুর বস্তি শূলও কৃমিরোগে হিতকর। যে সকল স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হয়, হিঙ্গু তাহাদিগের পক্ষে অনপায়ী ঔষধ। (আর, এন, কোরি. ২য় খণ্ড. ২৮৯ পৃঃ)।

হিজ্জল—হিজ্জলঃ।

হিজ্জলঃ, নিচুলঃ—Barringtonia Acutangula.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"নদীজঃ", "দীর্ঘপত্রকঃ"। হিজ্জলঃ কটুরুষ্ণশ্চ পবিত্রো ভূতনাশনঃ। বাতাময়হরো নানাগ্রহসঞ্চারদোষজিৎ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ জলবেতসবদ্বেদ্যো হিজ্জলোঽয়ং বিষাপহঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—আমাতিসারে হিজ্জলঃ—"দলোত্থঃ স্বরসঃ পেয়ো হিজ্জলস্য সমাক্ষিকঃ। জয়ত্যাম মতীসারং"—(অতিসার—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ চক্ষুঃস্রাবে হিজ্জলফলম্—"হিজ্জলস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা পানীয়ে নিত্য মঞ্জনম্। চক্ষুঃস্রাবপ্রশান্ত্যর্থং কার্য্যমেতন্মহৌষধম্।" (নেত্ররোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥

হিজ্জলের ভাষানাম—বাঃ—হিজল্। হিঃ—সমুন্দর ফল্। তাঃ—কদপুম্। তৈঃ—কমপ কনগী।

বর্ণন—হিজ্জল মধ্যাকৃতি বৃক্ষ। পত্র—প্রশস্তাগ্র, অণ্ডাকার, শাখাগ্রে দলবদ্ধ হইয়া থাকে। পত্রবৃন্ত হ্রস্ব, অধঃপৃষ্ঠ—সিরা বন্ধুর, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড। পুষ্প—পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পদণ্ড অশাখ অতিদীর্ঘ, লম্বমান, কোন কোনটী দেড় হস্তেরও অধিক দীর্ঘ; রক্তাভশুভ্র; মিলিত দল, পুষ্পবৃন্ত হ্রস্ব; পুংকেসর বহুসংখ্যক, কেশর অতিক্ষীণ, পরাগকোষ বহনাক্ষম, প্রগাবর্ত্তে লুণ্ঠিত, কুঙ্কুমবর্ণ। নিদাঘ শেষে বা বর্ষার প্রথমে পুষ্পিত হয়। ফল—অণ্ডাবস্থায় দেখিতে বাদামের মত, অভ্যন্তরে শুভ্র শাঁস আছে। ফলত্বক্ অত্যন্ত পাতলা, চর্ব্বণ মাত্র কিঞ্চিৎ মধুর পরে কটু ও বিবমিষাজনক। ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও বীজ। মাত্রা—পত্ররস ১—২ তোলা। বীজচূর্ণ—½—১ আনা।

বৈদ্যকে হিজ্জলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—আমাতিসারে হিজ্জলপত্র—হিজলের পাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে, আমাতিসার জয় করা যায়। (আমাতিসার—চিঃ)। বঙ্গসেন—চক্ষুস্রাবে হিজ্জল ফল—হিজল ফল পাথরের পাত্রে জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন করিলে, চক্ষু হইতে জলপড়া নিবৃত্তি পায়। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক বমনোপগবর্গে হিজ্জল পাঠ করিয়াছেন। হিজ্জলের ফলের নস্য অত্যন্ত শিরোবিরেচক অর্থাৎ নাসিকাদ্বারা প্রচুর শ্লেষ্মস্রাব করায়।

Constituents.—A body allied to saponin, which is active princi-

ple strach, proteid, cellulose, fat caoutchouc and alkaline salts. **Actions and uses**—Emetic and carminative, used with the juice of fresh ginger in catarrhs of the nose and respiratory passages and to relieve flatus from the bowels. Externally rubbed with water it is applied to the chest to relive pain and to the abdomen to relieve colic and flatulence. (R. N. Khory, Vol. II., p. 274). The fruit is Spoken of as "Nurse fruit" and is one of the best known domestic remedies. When children suffer from a cold in the chest, the seed is rubbed down on a stone with water and applied over sternum, and if there is much dyspnœa a few grains with or without the juice of fresh ginger are administered internally and seldom ail to induce vomiting and the expulsion of mucous from the air passages. To reduce the enlarged abdomen of children it it is given doses of from 2 to 3 grains in milk. (Dymouk, Vol. II., p. 17.)

নব্যমত—হিজল বীজ, বমনকারী এবং বায়ুনাশক। আদার রসের সহিত, নাকের সর্দ্দি শ্বাস নাড়ীতে সঞ্চিত সর্দ্দি এবং অন্ত্র হইতে আম নির্গমনার্থ ব্যবহৃত হয়। হিজলফল জলে ঘসিয়া বক্ষে দিলে বক্ষোবেদনা এবং পেটে দিলে পেট বেদনা শূল এবং আধ্মান প্রশমিত হয়। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ।) হিজল বীজকে "নার্স ফ্রুট" অর্থাৎ ধাত্রীফল বলে। ইহা সুপরিচিত গার্হস্থ্য ঔষধ। যখন বুকে সর্দ্দি বসিয়া শিশুগণ কষ্ট পায়, তখন হিজলবীজ জলে ঘসিয়া স্তনদ্বয়ের মধ্যদেশে ও "কণ্ঠায়" লাগাইয়া দিবে। যদি অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট থাকে, তাহা হইলে কয়েক গ্রেণ হিজলবীজ বাটিয়া আদার রসের সহিত কিংবা স্তন্যের সহিত শিশুকে পান করাইবে। ইহাতে প্রায়ই বমন হইয়া কফ নির্গত হইয়া যায় সুতরাং শ্বাসকষ্ট নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। এঁড়ে লাগিয়া ছেলের পেট বড় হইলে, স্তন্যের সহিত ২।৩ গ্রেণ হিজল বীজ সেবন করাইবে।

হিলমোচিকা—হিলমোচিকা।

হিলমোচিকা—Enhydra Fluctans.

শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা। ভাবপ্রকাশঃ॥ হিলমোচী খরা তিক্তা কুষ্ঠঘ্নী কফপিত্তজিৎ। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—গাত্রদৌর্গন্ধ্যে হিমলোচিকা—"হিলমোচরসো যুক্তশ্চূর্ণৈঃ বদরিপত্রজৈঃ। প্রলেপেন হরত্যাশু দেহদৌর্গন্ধ্যমুৎকটম্" (কার্ম্ম—চিঃ)। (২)

মসূরিকায়াং হিলমোচিকা—"শ্বেতচন্দনকল্কান্তাং হিলমোচিভবং দ্রবং। পিবেন্মসূরিকারম্ভে নৈম্বং বা কেবলং রসং *" (মসূরিকা—চিঃ। ভাবপ্রকাশঃ ॥

হিলমোচিকার ভাষানাম—বাঃ—হিঞ্চা শাক, হেলেঞ্চা। কোঃ—হেলেঞ্চা। হিঃ—হুরহুর। উঃ—হিরমিচা।

বর্ণন—হিঞ্চাশাক বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহা শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। পুরাণ পুষ্করিণী কিংবা জলাসন্ন ভূমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। পত্র লম্বা ও সরু, স্বাদ তিক্ত। ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র সহিত কোমল প্রতানাগ্র। মাত্রা—স্বরস ১—৩ তোলা।

বৈদ্যকে হিলমোচিকার ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—গাত্রদৌর্গন্ধে—হিলমোচিকা—হিঞ্চাশাকের রস, সমুদ্রফেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখিলে গাত্রের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়। (কার্শ্য—চিঃ)। (২) মসুরিকাস্তে হিলমোচিকা—সূক্ষ্ম শ্বেতচন্দন চূর্ণ হিঞ্চাশাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া বসন্ত রোগের প্রারম্ভে পান করিবে। কিংবা কেবল নিম্ব পত্রের রস পান করিবে। (মসূরিকা চিঃ)।

বক্তব্য—চারক ও সৌশ্রুত শাকবর্গে হিলমোচিকার উল্লেখ নাই। হিলমোচিকা দাক্ষিণাত্যে সুলভ নহে, এবং বঙ্গের মত তৎ তদ্দেশে ইহা সাধারণের নিকট তাদৃশ পরিচিতও নহে।

Actions and uses.—Hilamochika is used as a bitter vegetable in Bengal; and is considered to be laxative and useful in diseases of the skin and nervous system. (Dymock, Vol II., p 266).

নব্যমত—হিঞ্চাশাক শাকস্বরূপ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মৃদুরেচক। চর্ম্মবিকার ও নার্ভের পীড়ার পক্ষে হিঞ্চা উপকারী। (ডিমক, ২য়ঃ খণ্ড, ২৬৬ পৃঃ)।

বনৌষধিদর্পণ সমাপ্ত হইল। উপসংহারে বাগ্‌ভটের মত আমরাও বলিতেছি—

"ইতি বুধবচনানাং জীবিতোপাশ্রয়াণাম্।
অভিলষিতসমৃদ্ধী কল্পবৃক্ষোপমানাম্ ॥
যদুদিতমিহ পুণ্যং কুর্ব্বতো মেঽনুবাদম্।
ভবতু বিগতরোগো নির্বৃতস্তেন লোকঃ ॥"

পরিশিষ্ট—परिशिष्टम्।

অনংনাস—अनंनास।

अनंनासम् Ananas sativa, Eng.—Pine apple.

अनंनास मपक्कन्तु रुच्यं हृद्यं गुरु स्मृतम्। कफपित्तकरञ्चैव प्रोक्तं चाम्ल मरोचकम्। श्रमं क्लमं नाशयति तत् 'पक्क' स्वादु पित्तहृत्। पीतः पक्कफलरस आतपामयनाशनः। निघण्टुरत्नाकरः॥

আনারসের ভাষানাম—বাঃ—আনারস। হিঃ—**अनानस्**। তাঃ—অনাস পঝাম্। তৈঃ—অনসপণ্ডু। ইং—পাইন্ এপেল্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—অপক্ক ফল, পত্র, মূল। **মাত্রা**—পত্ররস ১—২ তোলা। মূলচূর্ণ—১—৪ আনা। পক্কফল রস—খাদ্যৌষধ। **নিঘণ্টু রত্নাকর**—অপক্ক আনারস—রুচিকর, হৃদ্য, গুরু, কফ-পিত্তকর, ভক্তারুচি, শ্রম ও ক্লান্তিনাশক। পক্ক আনারস,—স্বাদু, পিত্তহর, ও আতপবিকার (সর্দ্দিগরমি) প্রশমক। **বক্তব্য**—আনারসের পত্রের মূলভাগের (যাহা কাণ্ড গাত্রে সংলগ্ন থাকে) রস কৃমিঘ্ন। আনারসের মূল চূর্ণ মূত্রকর এবং পারদ দোষ নাশক।

Constituents.—The juice contains a proteid digestive ferment, which acts equally well in acid gastric or alkaline intestinal secretions. It also contains a milk curdling ferment. The ash contains phosphoric and sulphuric acids, lime magnesea ; silica, iron, chlorides of potassium and sodium. **Actions and uses.**—Abortifacient ; also given to relieve flatulent distention of the abdomen. Under its use the uterus contracts within 12 hours followed by hæmorrhage and the ovum is expelled. The fruit is rendered unwholesome on account of its strong fibre which acts as an irritant on the bowels for abortifacient purpose, a whole unripe fruit decorticated being required. (R. N. Khory, Vol II., p. 620). "From the special opinions of medical officers in India recorded in the Dict. Econ. Prod. of India (I, 238) it appears that a belief in the abortifacient properties of the leaves and unripe fruit is common throughout India among the natives. "Chevers (*Med. Juris*,

p. 715) on the authority of Babu Kannay Lall Dey, has the following description of its use in Bengal :—"A green unripe one, only half-grown is used. It is decorticated and the pulpy mass of a whole one is administered to the woman with a small quantity of salt. It is efficacious only during the earlier months of pregnancy, and after the third month, its action is very doubtful. But, if administered to suitable cases, the uterus, begins to contract within 12 hours, when slight hæmorrhage occurs also. Its action then increases, and within the course of 24 hours the ovum is expelled, Occasionally the woman's life is jeopardized by flooding, but, as a rule, there is not much danger to be apprehended. "Again in page 718, Chevers Says ; "A note which I have from Babu Koylas Chandra Chatterjee renders this matter plain. He says that acid friuts are regarded as abortives. He knew a case in which a woman aborted at an advanced stage of pregnancy by eating (with that intention) about two pounds of ripe pine-apple. This fruit is rendered unwholesome by the presence of a very strong fibre which acts as a mechanical irritant on the bowels. I had under my own care an Eeglish lady who died of dysentery, after having aborted, at about the fifth month of pregnancy. The cause of her illness appeared to be the ravenous eating of raw pine-apple." (Dymock, Vol. III., p. 508);

সব্যমত—"ডিক্সনারি অভ্ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অভ্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিভিন্ন চিকিৎসকের মতানুবাদ পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, আনারসের কাঁচা ফল এবং পত্র গর্ভস্রাবকারী বলিয়া ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। শ্রীযুক্ত কানাইলাল দের বাক্যানুসারে ডাঃ চেভার্স মেডিকেল জুরিস্প্রুডেন্সের, ৭১৫ পৃষ্ঠায়, বঙ্গদেশে আনারসের ব্যবহার এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—গর্ভস্রাবার্থ কাঁচা,—অর্দ্ধ মাত্র পুষ্ট আনারস ব্যবহৃত হয়। ফলটি ছাড়াইয়া কিছু লবণ সংযোগে সমস্তটী গর্ভস্রাবাভিলাষিণী ভক্ষণ করে। তৃতীয় মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ইহা অমোঘ গর্ভস্রাবকারী, কিন্তু তৃতীয় মাস উত্তীর্ণ হইলে, গর্ভস্রাব পক্ষে ইহার ক্রিয়া নিশ্চিত নহে। গর্ভের তৃতীয় মাসের পূর্ব্বে সেবিত হইলে, সেবনের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভাশয়ের সঙ্কোচ উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ রক্তঃস্রাব হয় এবং ইহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভ্রূণ বহির্গত হইয়া থাকে। কখন কখন এবম্বিধ গর্ভস্রাবে অত্যধিক রক্তস্রাব ঘটায়, নারীর জীবন সংশয় হয়। কিন্তু সচরাচর প্রায়ই কোন বিপদ ঘটে না। ৭১৮ পৃষ্ঠায় ডাঃ চেভার্স পুনরায় বলিতেছেন—বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যে বিষয়টী আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

তিনি বলেন—টক্ আনারসই গর্ভস্রাবার্থ উপযুক্ত। কিন্তু তিনি অবগত আছেন যে, একটী স্ত্রীলোক গর্ভস্রাবকরণাভিপ্রায়ে প্রায় এক সের পাকা আনারস ভোজন করায়, গর্ভের পরিণতাবস্থায় ও গর্ভস্রাব ঘটিয়াছিল। আনারসে শক্ত আঁশ আছে বলিয়া, সেবিত আনারস অন্ত্রের উত্তেজন জন্মাইয়া থাকে। একটী য়ুরোপীয় মহিলার পঞ্চম মাসের গর্ভ, কাঁচা আনারস সেবনে নষ্ট করা হইয়াছিল। গর্ভপাতের পর স্ত্রীলোকটীর রক্তাতিসার হওয়ায় আমার চিকিৎসাধীনে ছিলেন। এই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে অপরিমিত কাঁচা আনারস ভোজনেই তাঁহার রক্তাতিসারের কারণ। (ডিমক্, ৩য়ঃ খণ্ড, ৫০৮ পৃঃ)।

অহিফেন, আফিম—অফূকম্, অফেনম্।

The juice obtained by incision from the capsules of Papaver Somniferum. **অফেনং সন্নিপাতঘ্নং বৃষ্যং বল্যঞ্চ মোহদম্। রাজনিঘণ্টুঃ। অফূকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্। মদকৃদ্বাহকৃচ্ছুক্রস্তম্ভনালস্যকারকম্। মোহকৃত্। অতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ হিতং দীপনপাচনম্। কশ্চিৎ॥ অফূকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্। ভাবপ্রকাশঃ॥**

আফিম সন্নিপাতঘ্ন, বৃষ্য, বলকারক ও মোহজনক। রাজনিঘণ্টু। আফিম্ শোষক, ধারক, কফনাশক, বাত ও পিত্তকর, মত্ততাজনক, দাহকর শুক্রস্তম্ভকারী, আলস্যোৎপাদক, মোহজনক, দীপন ও পাচন। ইহা অতিসার ও গ্রহণী রোগে হিতকর। কশ্চিৎ। আফিম, শোষক, ধারক, শ্লেষ্মঘ্ন ও বাতপিত্তকর। ভাবপ্রকাশ। বর্ণন—আফিমের ক্ষুপ ক্ষুদ্র, পাতা পুরু, লম্বা, অবৃন্তক পত্রপ্রান্ত খাঁজকাটা, শিরাবন্ধুর, মধ্যপশু‍ক। শুভ্রবর্ণ। ফুল বৃহৎ, দল পীতবর্ণ। স্থূলতঃ বলিতে গেলে আফিমের ক্ষুপ দেখিতে কুতকটা শিয়াল কাঁটার গাছের মত। ফল অর্থাৎ ঢেঁড়ি গোল, মাথা চেপ্টা। এই ঢেঁড়ির গাত্র শস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিলে যে আঠা নির্গত হয়, তাহাকেই আফিম এবং বীজকে পোস্তদানা বলে।

বক্তব্য—চরকাদি প্রাচীন গ্রন্থে আফিমের উল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টু ও ভাবপ্রকাশোক্ত গুণ শিরোদেশে লিখিত হইয়াছে। রাজবল্লভ চক্রদত্ত ও বঙ্গসেনে আফিম ব্যবহৃত হয় নাই। ভাবমিশ্র আফিমের গুণোল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অতিসার গ্রহণ্যাদি চিকিৎসায় উহা ব্যবহার করেন নাই। আফিমের আবাদ—পূর্ব্বে দিনাজপুর, দক্ষিণে হাজারিবাগ, উত্তরে গোরখপুর এবং পশ্চিমে আগরা এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী প্রদে-

শেই বহুল পরিমাণে আফিমের আবাদ হয়। এতদ্ভিন্ন বিন্ধ্যা পর্ব্বতের পাদদেশে এবং মীলোয়ার সমতল ক্ষেত্রেও আফিমের চাষ হইয়া থাকে। প্রায়ই পল্লীর উপকণ্ঠস্থিত ক্ষেত্রগুলিই আফিম আবাদের জন্য নির্ব্বাচিত হয়। অধিকার প্রাপ্ত কৃষকেরা কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করে। ১০।১২ দিনে বীজ অঙ্কুরিত এবং কচিৎ পৌষ, নচেৎ প্রায়ই মাঘ ফাল্গুনে বৃক্ষ সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করে এবং ঢেঁড়ি, শস্যদ্বারা আফিম গ্রহণের উপযুক্ত হয়। **আফিমের ভেজাল**—নিম্নলিখিত বস্তু আফিমের সহিত ভেজাল দেওয়া হয়—বালুকা, প্রস্তর, কয়লা, উটের বিষ্ঠা, গুড়, বাবলার পাতা ও ডাঁটা, পোস্তর ঢেঁড়ি, আকন্দের আঠা, ধুতুরা, গাঁজা, তামাক, ডুমুরের আঠা, ধুনা, বেল ও তেতুলের শাঁস, তিসি ও পোস্তদানা। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বিশুদ্ধ আফিম ঔষধার্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বৈদ্যকে লিখিত আছে "অহিফেনং শৃঙ্গবেররসৈ র্ভাব্যং ত্রিসপ্তধা"। আদার রসে ২১ বার ভাবনা দিলে আফিম শুদ্ধ হয়। **মাত্রা**—½—২ গ্রেণ।

Constituents.—Opium contains a large number of alkaloids, organic acids, and neutral substance. **Physiological Action.**—It depends upon the combined effects of the various alkaloids and other principles obtained from it. Opium in *medicinal doses* at first stimulates the brain, heart and respiration ; this effect is soon followed by general depression. Generally opium is analgesic, hypnotic, antispasmodic diaphoretic, narcotic and cerebral depressant. Its chief action is on the cerebro-spinal system and through the nerves it acts upon all the organs of the body. It affects the ganglia at the base of the brain giving rise to contracted pupils, vomiting and slow respiration, under its use the grey matter of the cord is first stimulated and there are increased reflexes. This is soon followed by depression as evidenced by the lowering of perception and sensation. The cutaneous Vessels are dilated at first, as shown by a sense of heat felt on the external ear, itching and rose-coloured skin eruptions. This is followed by pallor and coldness of the limbs and fingers. The generative organs are stimulated. In medicinal doses, taken for some time it affects all the secretions except milk and sweat which are increased. It causes dryness of the mouth and throat, lessons the secretion of the stomach and thus impairs appetite. The secretion of the bile is also diminished and constipation results. The action of the heart is increased, and there is increased arterial tension. The cerebral functious are at first exhilarated, the ideas flow rapidly and there is a sort of mild intoxication. This is

soon followed by drowsiness and sound sleep, often disturbed by dreams and often followed, on waking by headache constipation indigestion, and depression of spirits. If any pain be present it is relieved, but a larger dose will be necessary on subsequent occasions. In *full doses* the cerebral symptoms are accentuated, but the stimulation is of short duration. The after-eflects becom more marked. The mouth becomes very dry, digestion is impaired, there is nausea, vomiting and profuse sweat. The heart is depressed, the circulation lowered, the oxidation is interfered with, and there is loss of body heat. The pupils are contracted, there is intense itching if the nose with retention of urine. The cerebral deppression is soon followed by headache, vertigo, slow and laborious respiration. In *poisonous doses* sterterous breathing and coma supervene, followed by feeble pulse, cold clammy perspiration, contracted pupils followed by dilation as the end approaches, cyanosis of the face and fingers, followed by abolished reflexes, deep coma, paralysis of the respiratory centres and death. **Therapeutic uses.**—opium is given to relieve severe pain from any cause, except in cerebritis and to allay any irritation. As an antispasmodic it is extensively used. It allay irritation and produces sleep in insomnia, sciatica neuralgia, lumbago, cancer, intestinal renal or hepatic colic calculi &c. ; also in tetanus, in morbid states of the abdominal viscera, as gastritis, gastrodynia, hernia and in diseases of the urino-genital system. To check excessive secretion it is largely used in diarrhœa, dysentery, nervous and sympathetic vomiting and in excessive expectoration ; also in diabetes, ptyalism and lecorrhœa. (R. N. Khory, Vol. II. p. 49).

নব্যমত—আফিম, ঔষধোপযোগী মাত্রায় সেবিত হইলে প্রথমে নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের উত্তেজন জন্মাইয়া, পরিণামে সমস্ত দেহের অবসাদ ঘটায়। আফিম সাধারণতঃ বেদনাহর, নিদ্রাজনক, আক্ষেপনাশক, ঘর্ম্মকারক, মাদক এবং মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তির হ্রাসকর। আফিমের ক্রিয়া প্রধানতঃ মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় নার্ভ মণ্ডলীর উপরি প্রকাশ পায়। সুতরাং নার্ভের দ্বারা আফিম দেহের তাবৎ ইন্দ্রিয়গণের উপরি স্বীয় গুণ দর্শাইয়া থাকে। ত্বক্ আশ্রিত নাড়ী প্রতান স্ফীত হয় (Dilated) বলিয়া প্রথমে কর্ণপালীর (External ear) উষ্ণতা, কণ্ডু নির্গম দৃষ্ট হয় এবং পরিণামে গাত্র ও অঙ্গুলী "ফ্যাকাসে" (Pallor) ও শীতল হয়। আফিমের গুণে জননেন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হইয়া থাকে।

ঔষধোপযোগী মাত্রায় আফিম যদি কিছুদিন সেবন করা যায় তাহা হইলে, স্তন্য এবং ঘর্ম্মস্রাব বর্দ্ধিত এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রসাদি স্রাব হ্রাস পাইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা মুখ ও গলের শুষ্কতা জন্মায়, পাকস্থালীর স্রাব ন্যূন করে, অতএব ক্ষুধা হ্রাস পায়। পিত্তস্রাবেরও অল্পতা ঘটায়, ইহার পরিণাম কোষ্ঠবদ্ধতা। হৃদয়ের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হওয়ায় নাড়ী বেগবতী হয়।* মস্তিষ্কের অন্যথাভাব হওয়ায় অভিনব চিন্তাপ্রবাহের আবির্ভাব হয়। মৃদু নেশা হয়, ইহার ফল তন্দ্রা, যেটুকু নিদ্রা হয় তাহা স্বপ্নে পূর্ণ, জাগ্রত হইলে দেখা যায়, মাথা ধরিয়াছে, উত্তম জীর্ণ হয় নাই; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতেছে না এবং শরীরে যেন স্ফূর্ত্তি নাই। যে কোন প্রকার বেদনা আফিম নিবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু উত্তরোত্তর মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে হয়। আফিম **পূর্ণ মাত্রায়** সেবন করিলে মস্তিষ্কের উত্তেজনমূলক লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু এই উত্তেজন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ইহার পরিণামফল বেশ স্পষ্টরূপ প্রকাশ পায়—মুখ অত্যন্ত শুষ্ক হয়, ভাল জীর্ণ হয় না, গা বমি বমি করে, বমি ও প্রচুর ঘর্ম্ম নির্গম হইয়া থাকে, হৃদয়ের ক্লান্তি জন্মে, রক্তসঞ্চালন মৃদু হয়, ধাতুদ্বারা দ্বারা পাক (Oxidation) ব্যাহত হয় এবং শারীরোষ্মার হানি লক্ষিত হয়। চক্ষু তারার সঙ্কোচ, অত্যন্ত নাসিকা কণ্ডূয়ন, এবং মূত্ররোধ ঘটিয়া থাকে। মস্তিষ্কের অবসাদের ফলে, সত্বর শিরঃপীড়া শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের জড়তা, মৃদু ও আয়াসসাধ্য নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস উপস্থিত হয়। আফিম **বিষবৎ** মাত্রায় সেবন করিলে, গলা ঘড়ঘড়ানির সহিত নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস, "কোমা", ক্ষীণ নাড়ী, হিমাঙ্গ ও ঘর্ম্ম, অক্ষিতারকার সঙ্কোচ ও বিস্তার দৃষ্ট হয়; পরে মৃত্যু যখন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে তখন মুখমণ্ডল ও হস্ত পদ হইতে হৃদয়ে রক্তস্রোতের অন্তিম প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে, মুখ এবং হস্তপদাঙ্গুলী নীলবর্ণ, ঘোর সংজ্ঞাহীনতা, নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসকারিণী শক্তির অবসাদ এবং পরিশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়।

মস্তিষ্কের প্রদাহ ভিন্ন যে কোন প্রদাহের প্রশমনার্থ কিম্বা যে কোন উত্তেজনের শান্তির জন্য আফিম ব্যবহৃত হয়। আক্ষেপহর রূপেই আফিম ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনিদ্রা, গৃধ্রসী (Sciatica), নিউরাল্জিয়া, কটীবাত, ক্যান্সার, বিবিধ শূল (Intestinal, renal or hepatic colic), পাথরী প্রভৃতি পীড়ায় এবং ধনুষ্টঙ্কার, বিবিধ কোষ্ঠাঙ্গের মারাত্মক প্রদাহ, অন্ত্রবৃদ্ধি ও মূত্র এবং শুক্রাশয় সম্বন্ধীয় পীড়ায় আফিম সেবন করিলে যন্ত্রণা লঘু ও রোগীর নিদ্রা হইয়া থাকে। অতিসার, আম ও রক্তাতিসার, বায়ুজন্য বা উপসর্গীভূত বমন, (Nervous and sympathetic vomiting) অতিরিক্ত শ্লেষ্মনির্গম, বহুমূত্র, প্রচুর লালাস্রাব এবং প্রদরে তত্তৎ স্রাবের প্রাচুর্য্য হ্রাস করিবার জন্য আফিম ব্যবহৃত হয়। (আর্, এন্, চোপ্ড়া, ২য়ঃ খণ্ড, ৪৯-৫০ পৃঃ)।

আঁটির একটু বিশেষত্ব আছে। নূতন আমড়া হইলেও যে পুরাণ আমড়া বৃন্তচ্যুত হয় না—শুষ্কাবস্থায় বৃন্তলগ্ন থাকে সেই আমড়ার আঁটিই গ্রাহ্য।

Actions and uses.—The pulp is astringent, stomachic, and acid and used in dyspepsia. The bark and gum astringent and demulcent and used in dysentry. (R. N. Khory, Vol. II. p. 172).

নব্যমত—আমড়ার শাঁস,—কষায়, পাচক, অম্ল এবং গ্রহণীতে হিতকর। ছাল ও আঠা সঙ্কোচক, শীত্ এবং আম ও রক্তাতিসারে সেব্য। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ১৭২ পৃঃ)।

আয়াপান—আয়াপান।

আয়াপানের সংস্কৃত নাম জানা যায় না। আয়াপান ভূলুণ্ঠিত ক্ষুপ। পাতা সরু, লাল শিরা ব্যাপ্ত। মর্দ্দন করিলে সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। **গুণ**—রক্তপিত্ত, ক্ষয়, প্রদর, অর্শ, রক্তাতিসার প্রভৃতির রক্তস্রাবে এবং কোন অঙ্গ অস্ত্রাদিতে ছিন্ন হইয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে আয়াপানের পাতার রসের আভ্যন্তর এবং বাহ্য প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। সেবনার্থ পাতার রসের মাত্রা ½—১ তোলা।

আরুক—আরুকম্।

आरुकम्, रक्तफलम्—आरुको ग्राही तुवरो हृद्यः शीतो गुरुः स्मृतः। मलावष्टम्भको ग्राही भेदी चोष्णः कफापहः। पित्तहृत् पाचकश्चाम्लो मधुरश्च मुखप्रियः। मुखस्रच्छुकरश्चैव मेहगुल्मार्शोनुत् परः। रक्तवातरुजां हन्ता च पक्वो मधुरोगुरुः। कफपित्तकर श्चोष्णो रुच्यो धातुविवर्द्धकः। निघण्टुरत्नाकरः वैद्यकनिघण्टः च॥

আরুকের ভাষানাম—হিঃ—আলুবোখারা। কাঃ—অলু। ইঃ—বোখারা প্লাম্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজবর্জিত শুষ্ক ফল খাদ্যৌষধ। **নিঘণ্টু রত্নাকর**—কাঁচা আলুবোখারা, ধারক, কষায়, হৃদ্য, শীত, গুরু, মলরোধক, উষ্ণ, কফাপহ, পিত্তহর, পাচক, মুখপ্রিয়; মুখমল নাশক, এবং মেহ গুল্ম ও অর্শোহর। পাকা আলুবোখারা,—বাতরক্তের বেদনা প্রশমক, রুচিজনক কফপিত্তকর ও ধাতুবর্দ্ধক।

বক্তব্য—মদনপাল নৃপকৃত মদনবিনোদ নামক নিঘণ্টুতে যে পত্রপুষ্পাদিভেদে চতুর্বিধ আরুকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাও আলুবোখারা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নহে। গ্লীন্সি এবং

যুনানী গ্রন্থকারগণ বহুবিধ আলুবোখারার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহারা পারস্য এবং অন্যান্য দেশে জন্মিয়া থাকে।

Constituents.—Malic acid, Citric acid, Sugar, albuminoids, pectin and asp. **Actions and uses.**—Demulcent and nutrient. (R. N. Khory, Vol. II., p. 241). "It is described as sub acid, cold and moist, digestive and aperient, especially when taken on an empty stomach, useful in belious states of the system and heat of body." (Dymock Vol. I., p. 568).

নব্যমত—শূন্যোদরে সেবন করিলে, আলুবোখারা, অম্ল, শীত, অভিষ্যন্দি, পাচক ও মৃদুরেচক। শরীর অত্যন্ত রুক্ষ কিংবা পিত্তাধিক্য হইলে আলুবোখারা হিতকর। (ডিমক্, ১মঃ খঃ, ৫৬৮ পৃঃ)।

আবর্ত্তকী—আবর্ত্তকী।

আবর্ত্তকী—Eng.—East Indian screw plant.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"মনোজ্ঞা", "রক্তপুষ্পী", "বামাবর্ত্তা"। **আবর্ত্তকী তু কুষ্ঠঘ্নী সোর্দ্ধাধোদোষনাশনী। কষায়া শীতলা বৃষ্যা ত্রিদোষঘ্নাতিসারজিৎ। শোফ-গুল্মোদরাऽऽনাহক্রিমিজালবিনাশনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ আবর্ত্তকী কষা-যাম্লা শীতলা পিত্তহারিণী। রাজনিঘণ্টুঃ॥**

আবর্ত্তকীর ভাষানাম—বাঃ—আঁতমোড়া। **হিঃ—মুড়ামুড়ি, অয়াকা ফল, মাড়োর ফলী।** তৈঃ—শয়ামলী। তাঃ—বলাম্বিরিকৈ। ফাঃ—পিচক্। **অন্বর্থসংজ্ঞা**—"মনোজ্ঞা", "রক্তপুষ্পী", "বামাবর্ত্তা"। **পরিচয়**—আঁতমোড়া বণিক্ দ্রব্য। ইহা দাক্ষিণাত্যে জন্মে। দেখিতে পিপুলের মত, কিন্তু ঠিক্ স্ক্রুর মত পেঁচ আছে। ডাঃ ওয়াইট্ কৃত ফিগার্স অভ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" নামক পুস্তকের ১৮০ পৃষ্ঠায় আঁত-মোড়া গাছের চিত্র আছে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল (আঁতমোড়া) চূর্ণের **মাত্রা**—½—১ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু**—আঁত-মোড়া,—কুষ্ঠহর, বামক, রেচক, কষায়, শীতল, বৃষ্য, ত্রিদোষনাশক, অতিসারহর এবং শোথ, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ ও ক্রিমিনাশক। **রাজনিঘণ্টু**—আঁতমোড়া; কষায়, অম্ল, শীতল এবং পিত্তহর। **বক্তব্য**—এদেশে সূতিকা গৃহে অবস্থানকালে শিশুকে, আঁত-মোড়ার ফল, সরিষার তৈলে ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই তৈল মাখান হইয়া থাকে। প্রসূতিরা বলেন এই তৈল মাখিলে শিশুর "গা ভাঙ্গা" ভাল হয়।

Actions and uses.—Demulcent and mildly astringent, powdered fruit is given with other drugs to stop griping in the bowels and flatulence in children. The root bark is given in diabetes. The root may be substituted for that of althæa. The Hindus use the powder of the root with castor oil as an application inside the ears in offensive sores and discharges. (R. N. Khory, Vol. II., p. 104).

নব্যমত—আঁতমোড়া,—স্নিগ্ধ, শীতল ও মৃদু সঙ্কোচক। ইহার বীজচূর্ণ সেবন করিলে শিশুর পেট কামড়ানি ও পেট ফাঁপা আরাম হয়। মূলের ছাল, বহুমূত্র রোগে সেব্য। ইহার মূল Altaæar প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। কর্ণের ক্ষত ও পুতিস্রাবে মূলচূর্ণ, এরণ্ড তৈল যোগে কর্ণাভ্যন্তরে পাতিত করা হয়। (আর, এন, ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ১০৪ পৃঃ)।

আস্‌সেওড়া।

ইহা ছোট গাছ পল্লিগ্রামে বনে জন্মে। ইহার ডালে লোকে দাতন করে। ফল বড় মটরের মত গুচ্ছাকারে হয়। গুণ—পাতার রসে গব্যঘৃত পাক করিয়া পারার দোষের ক্ষতে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। ফলের একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে আস্‌শেওড়ার পাকা-ফল ৪ গণ্ডা পুষ্ট গোল মরিচ ৪ গণ্ডা একত্র আস্‌শেওড়ার পাকা ফলের রসে উত্তমরূপে শিলায় বাটিয়া লইবে। খানিকটা পাতলা কাগজে গব্যঘৃতে মাখাইয়া শুক করিবে। শুকাইলে কাগজটী মুছিয়া লইয়া ঐ পিষ্টদ্রব্য কাগজের উপর পাতলা করিয়া মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। পরে ঐ কাগজের চুরুট প্রস্তুত করিয়া সেই চুরুটের ধূমপান করিলে যে রোগীর গলের ক্ষত ও স্ফীতির জন্য অন্ন পান বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহারও উপকার হয়। যাহাকে ডাক্তারেরা ডিপ্‌থিরিয়া বলেন সেই ডিপ্‌থিরিয়া রোগীও ২।৩টী চুরুট ব্যবহারে আরোগ্য হইয়াছে।

ইশেরমূল—হুমীরমূল।

হুমীরমূল—Aristolochia Indica (?)

ভাষানাম—বাঃ—ইশেরমূল। **হিঃ রুদ্রজটা**। ফাঃ—জারাবন্দি হিন্দী। তাঃ—ইচ্ছুরামুলী। তৈঃ—ইশ্বরার বেরু। ইং—ইণ্ডিয়ান্ বার্থ ওর্ট। ঔষধার্থ ব্যবহার—ডাঁটা, মূল। মাত্রা—কাথ—৫—১০ তোলা। মূলচূর্ণ—½—১ আনা। বক্তব্য—ডিমক্ বলেন ইশেরমূলের সংস্কৃত নাম রুদ্রজটা। রাজনিঘণ্টুক্ত রুদ্রজটার পর্য্যায়ে 'সুগন্ধপত্রা' শব্দ পঠিত হইয়াছে; এদেশে যে উদ্ভিদ্ ইশেরমূল নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত, তাহার পত্র সুগন্ধি নহে। অতএব ইশেরমূল রুদ্রজটা কিনা সন্দেহ। সুতরাং এস্থলে রাজনিঘণ্টুক্ত

রুদ্রটজার গুণোল্লেখ করা হইল না। লোকের বিশ্বাস, ঈশেরমূল যেখানে থাকে সেখানে সর্প যাইতে পারে না।

Actions and uses.—Tonic stimulant and emmenagogue given in intermittent fever, bowel affections of children due to teething, also in cholera; as an emetic the juice of the leaves is given to children in croup. It has a great reputation as an antidote to snake poison, with agara it is applied externally to the abdomen in colic and to the chest in bronchitis in children, (R. N. Khory, Vol, II. p. 513). "The plant was first described by **Rheede**, who states that boiled in oil it is applied as a liniment to snake bites, and a decoction given internally. It is also administered, rubbed to a paste with water or in decoction, in cold fevers, headache, flatulent distention and dysuria. As a lotion it relieves gouty pains and the powder with pepper and hot water stops bloody fluxes. *Ainslie* notices its use by the Tamil docters in the bowel complaints to which children are subject in consequence of indigestion and teething. He also says that the powder is taken internally in cases of snake-bites and applied to the bitten part. *Fleeming* notices its use in upper India as an emmenagogue and antarthritic. Babu T. N. Mukharji States that the juice of the fresh leaves is very useful in the croup of children, by inducing vomiting without causing any depression. (Dymock, Vol. III., pp. 159-60).

নব্যমত—ঈশেরমূল, বল্য, উষ্ণ ও রজঃপ্রবর্ত্তক। ইহা পুরাণ জ্বর, শিশুর দন্তোদ্গমকালীন উদরাময় ও বিসূচীকায় হিতকর। শিশুর ধুংড়ি কাসিতে ইহা বমনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেবন ও লেপনে সর্প বিষঘ্ন বলিয়া ঈশেরমূলের বেশ খ্যাতি আছে। শিশুর ব্রঙ্কাইটিশে বক্ষোদেশে এবং শূলে উদরে, অগুরুর সহিত ঈশেরমূলের প্রলেপ প্রযুক্ত হয়। ঈশেরমূলের কাথ শীতজ্বর, শিরঃপীড়া, উদরাধ্মান ও মূত্রকৃচ্ছ্রে হিতকর। (খোরি, ২য় খং, পৃ ৫১৩, ডিমক্, ৩য় খং, পৃঃ ১৫৯-৬০)।

ঈষদ্‌গোল—ঈষদ্‌গোলম্।

ঈষদ্‌গোলম্—Eng.—Spage seeds.

ঈষদ্‌গোলং পরং বৃষ্যং মধুরং গ্রাহি শীতলম্। পিচ্ছিলং তুবরং কিঞ্চিদ্বাতলম্

কফপিত্তহৃৎ। রক্তাতিসাররক্তপিত্তং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্। বৈদ্যামৃতে নিঘণ্টু সংগ্রহে॥ মূত্রলং শীতবীজং স্যাদুষ্ণবাতনিবারণম্। বস্তিসংশোধনং প্রোক্তং শুক্রমেহনিবারণম্। আধ্মানাপহরঞ্চাস্য যোজ্যঃ শীতকষায়কঃ।

বর্ণন—ইসব্‌গোল বণিক দ্রব্য। ইহাকে পারসীয় ভাষায় ইস্‌পঘুল বলে। ইস্পঘুল্ শব্দের অর্থ অশ্বের কর্ণ। ইসবগোলের দানা দেখিতে কতকটা ঐরূপই বটে। জলে ভিজাইলে ইসব্‌গোল ফুলিয়া উঠে। ইহার কোন স্বাদ, গন্ধ নাই। ভাষানাম—বাঃ—ইসব্‌গোল। গুঃ—উথমুজীরণ। ফাঃ—ইস্পজাঃ। অঃ—বজরী কতুনা। তাঃ—ইস্কল বিরৈ। তৈঃ—ইস্পগল। ইং—প্লেজ্ সিড্‌স্। বৈদ্যামৃত—ইসব্‌গোল, বৃষ্য, মধুর, ধারক, শীতল, পিচ্ছিল, কিঞ্চিৎ, কষায়, বাতশ্লেষ্মকর, কফপিত্তহর এবং রক্তাতিসার ও রক্তপিত্ত-নাশক। মূত্রল, উষ্ণবাতনাশক, বস্তিশোধন, শুক্রমেহহর ও আধ্মাননাশন। ইহার শীতকষায় প্রযোজ্য। ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ, যাহা ইসব্‌গোল নামে বিক্রীত হইয়া থাকে। মাত্রা—শীতকষায় ১—৩ ছটাক। ক্বাথ ৫—১০ তোলা। বক্তব্য—ভাবপ্রকাশেও ইসব্‌গোলের উল্লেখ নাই। মোরেশ্বরের বৈদ্যামৃতে, নিঘণ্টু সংগ্রহে ইসব্‌গোলের গুণ যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল। যুনানী চিকিৎসকগণের ব্যবহার দৃষ্টে সম্ভবতঃ উহা লিখিত হইয়া থাকিবে।

Actions and uses.—Demulcent, emollient aud diuretic ; used in inflammatory and other derangements of the stomach and intestines, as in gastric catarrh, dysentery, gonorrhœa and affections of the kidneys. Made into a poultice with venegar and gora tea they are applied to rheumatic and gouty swellings ; they are also useful in coughs and colds. When roasted, they are used with Sakara in protracted irritation of the bowls in children. (R. N. Khory, Vol. II., p, 501). "In India, they are considered to be cooling and demulcent, and useful in inflammatory and bilious derangements of the digestive organs. The crushed seeds are made into a poultice with vinegar and oil are applied to rheumatic and gouty swellings. With the mucilage a cooling lotion for the head is made. Two or three dirhems moistened with hot waters mixed with sugar are given in dysentery and irritation of the intestinal canal to procure an easy stool. The decoction is prescribed in cough. The roasted seeds have an astringent effect and are useful in irritation

of the bowels in children and in dysentery. The natives have an idea that the powdered seeds are injurious and consequently always administer them whole. *Fleming Twining Ainslie* and others speak very favourably of the use of Ispaghul in the treatment of chronic diarrhœa. *Twining* gives the dose for an adult as 2½ drachms mixed with half a drachm of sugar-candy. In the pharmacopœia of india the seeds have been made official and directions are given for the preparation of decoction. (Dymock, Vol. III., pp, 126-7).

নব্যমত—ইসবগোল, শীত, স্নিগ্ধ ও মূত্রকর। ইহা অন্ত্র ও পাকস্থলীর প্রদাহ, আমাশয় স্থিত শ্লেষ্মার বিকার (gastaic cattarrh) অতিসার, রক্তাতিসার, গণোরিয়া এবং বৃক্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিনিগারের সহিত ইসবগোল ও রামতিলের পুল্টিশ আমবাত গ্রস্ত স্ফীত অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ইসবগোল কফকাসের পক্ষেও হিতকর। গরম জলে স্লিগ্ধ ও শর্করার সহিত মিশ্রিত ২।৩ ডারহাম ইসবগোলে শিশুগণের দীর্ঘকালের উদরাময়ে সেবন করিলে সহজ দাস্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধ ইসবগোল ধারক, অতএব ইহা শিশুর উদরাময় ও আমরক্তাতিসারে সেব্য। এতদ্দেশীয় লোকের বিশ্বাস ইসবগোল চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে উপকারী হয় না, অতএব তাহারা আস্ত ব্যবহার করে। ফ্লিমিং টুইনিং, এন্‌স্লি প্রভৃতি সকলকেই দীর্ঘকালের উদরাময়ে ইসবগোলের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ফ্লিমিংএর মতে,—পূর্ণবয়স্ক লোক ২½ Drachm ইসবগোল অর্দ্ধ Drachm মিছরির সহিত সেবন করিবে। ইণ্ডিয়া ফার্ম্মাকোপিয়াতে ইসবগোলের কাথ ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। (কোরী ও ডিমক্, ২য়: খ:, ৫০১ পৃ: ও ৩য়: খ:, ১২৬-২৭ পৃ:)।

ওলট্‌কম্বল—ঔলট্‌কম্বল।

ঔলট্‌কম্বল—Abroma Augusta. Eng.—Devil's Cotton.

বর্ণন—ক্ষুদ্র বৃক্ষ। পাতা চৌড়া, পত্র প্রান্ত খণ্ডিত, পত্রপৃষ্ঠ রোমান্বিত। ফুল— ঘোর বেগুণে রঙের, অধোমুখে লম্বিত, দল ৫টী, বীজকোষ পক্ষাকারে ৫ ভাগে বিভক্ত, এই বীজকোষে খোঁচা খোঁচা রোমের মত শুঙো আছে, বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, মূলার বীজের মত। মূলত্বকের অভ্যন্তরে উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ আঁস আছে। রস পিচ্ছিল। এক রকম "বোদা" স্বাদ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূলত্বক্। **মাত্রা**—পিষ্টমূল ত্বক্ (আর্দ্র) ৪—৮ আনা।

বক্তব্য—প্রাচীন বা নবীন কোনও নিঘণ্টুতে ওলট্‌কম্বলের গুণোল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

কেহ বলেন ওলট্‌কম্বলের সংস্কৃত নাম 'ভরদ্বাজী'। আমার বোধ হয় ভারদ্বাজী আরণ্য কার্পাস—অরণ্য কার্পাসে ও ওলট্‌কম্বলে তফাৎ আছে।

Constituents.—The root bark contains gum, wax, a non-crystalline extractive matter and ash 11 64. p. c., but no manganese.

Actions and uses.—The root and the sap are uterine, tonic and emmenagogue, with black pepper given in congestive and neuralgic dysmenorrhœa and amenorrhœa, either given a week before or during menstruation. It is a valuable substitute for hydrastis, viburnum, and pulsatilla. (R. N. Khory, Vol. II., p. 102). "In 1872 Mr. Bhoobun Mohun Sircar (Ind. Med. Gaz.) first called attention to the use of the root as an emmenagogue in Bengal, and recommended the fresh viscid sap in the treatment of dysmenorrhœa in doses of 30 grains. Subsequently Dr. Kirton recommended the use of drachm doses of the root beat into a paste with water. Dr. Watt in his "Dictionary of the economic products of India" records the opinion of thirteen medical men regarding the medicinal properties of the plant; of these, eight speak favourably of it. Dr. R. Macleod says:—It is a valuable medicine in dysmenorrhœa the fresh root is usually given, made into a paste with black pepper about a week before the time of menstruation, and is continued until it commences. I have seen it prove very efficacious in some cases, especially in the congested form of the disease." Dr. Thornton says:—The slender roots are useful in the congestive and neuralgic varieties of dysmenorrhœa. It regulates the menstrual flow and acts as a uterine tonic. It should be given during menstruation, 1½ drachms of the fresh root for a dose with black pepper, the latter acting as a stomachic and carminative." Dr. Evers says:—It has never failed in my hands in speedily relieving painful dysmenorrhœa. In western and Southern, India the plant is not common, and its medicinal properties do not appear to be known. (Dymock, Vol. I., p. 233).

নব্যমত—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল্ গেজেটে মিঃ ভুবনমোহন সরকার, ওলট্‌কম্বলের সদ্যোনিষ্কাশিত মূলরসের রজঃপ্রবর্ত্তিনী শক্তি সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের গোচর করিয়াছিলেন। ইহাঁর মতে রসের মাত্রা ৩০ গ্রেণ। পরে ডাঃ কির্টন্ বলেন যে ওলট্‌কম্বলের সদ্য উদ্ধৃত পিষ্ট মূলত্বক্ এক Drachm শীতল জলের সহিত ব্যবহার করাই আমার অভিপ্রেত। ডাঃ ওয়াট্ "ডিক্সনারী অভ্ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অভ্ ইণ্ডিয়া" নামক

অভিধানে ওলট্‌কম্বলের এই গুণের বিষয়ে ১৭জন চিকিৎসকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮ জন অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ম্যাক্‌লিওড্ বলেন কষ্টরজের পক্ষে ওলট্‌কম্বল উত্তম ঔষধ। ‘তাজামূলের ছাল, গোল মরিচের সহিত পেষণ করিয়া, ঋতুর সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতে ঋতুদর্শন পর্য্যন্ত প্রত্যহ শীতল জলের সহিত সেব্য। আমি কএকস্থলে বিশেষতঃ বেদনান্বিত ও বায়ু প্রধান রজোরোধে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ডাঃ থর্ণ্টন বলেন—ওলট্‌কম্বলের কাণমূল ১½ Drachm গোলমরিচের সহিত পিষিয়া পান করিলে, রজঃস্রাব পরিমিত হয় এবং গর্ভাশয়ের বল প্রদান করে। এস্থলে গোলমরিচ পাচক ও বায়ুনাশকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ডাঃ এভান্স বলেন,—যন্ত্রণাদায়ক কৃচ্ছ্র রজোরোগে ওলট্‌কম্বল সেবন করাইয়া কদাচ আমি বিফল মনোরথ হই নাই। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে ওলট্‌কম্বলের গাছ তাদৃশ দৃষ্ট হয় না এবং ইহার গুণও তত পরিচিত নহে। (ভিমক্, ১মঃ খঃ, ২৩৩ পৃঃ)।

কঙ্কোলক—কঙ্কোলকম্।

কঙ্কোলকম্, ক্লতফলম্—Pipor Cubea. Eng.—Tailed Pepper or Cubebs. **কঙ্কোলং কটুতিক্তোষ্ণং বক্ত্রবৈরস্যনাশনম্। মুখজাড্যহরং রুচ্যং বাতশ্লেষ্মহরং পরম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কঙ্কোলং কটু তিক্তোষ্ণং বক্ত্রজাড্যহরং পরম্। দীপনং পাচনং রুচ্যং কফবাতনিকৃন্তনম্। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কঙ্কোলং লঘুতীক্ষ্ণোষ্ণং তিক্তং হৃদ্যং রুচিপ্রদং। আস্যদৌর্গন্ধ্যহৃদ্রোগকফবাতামযাঽস্যহৃৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥**

ভাষানাম—বাঃ—কাবাবচিনি। হিঃ—শীতলচিনি। গুঃ—চণকবাব। তাঃ—বলমলকু। তৈঃ—সলব মিরীয়লিয়। কাঃ—হব্-এল্-আরুস্। ইং—টেল্ড পিপার বা কিউবেব্। ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল। মাত্রা—২—৮ আনা। কাবাবচিনির তৈল—৫—২০ ফোঁটা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—কাবাবচিনি—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখের বিরসতা ও জড়তা নাশক, রুচিকর এবং বাতশ্লেষ্মহর। রাজনিঘণ্টু—কাবাবচিনি—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখের জড়তানাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিজনক এবং কফবাতবিনাশক। ভাবপ্রকাশ—কাবাবচিনি,—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত, হৃদ্য, রুচিপ্রদ, মুখদৌর্গন্ধ্যহর, হৃদ্রোগনাশক, কফবাতহর এবং চক্ষুদোষনাশক।

Constituents.—An active principle 3 p.c., a volatile oil 5 to 15

p.c, also resin 3 p.c. ; cubebin 2 p.c. ; cubbic acid, fatty matter, wax starch, oil-gum and ash 5 p. c. **Actions and uses.**—Stimulant and diuretic. In large doses it irritates the stomach, intestines, uterus and urino genital passages. It disinfects the urine, perspiration and bronchial mucous. Applied to the skin it gives rise to urticaria and vesicular eruptions. The seeds kept in the mouth and chewed relieve troublesome cough. As a stimulant and diuretic it is given in gonorrhœa, urethritis, cystitis, chronic bronchial catarrh, in affections of the genito-urinary organs, and in inflammation of the urinary passages. The powder is dusted or blown by an insufflator into the nose and pharynx in chronic nasal catarrh, follicular pharyngitis, &c., with benefit. It is smoked in cigarettes in acute nasal catarrh. As a local irritant, the oil with rose water is applied to the head in headache and to syphilitic sores on the penis. The oil increases the quantity of urine, importing to it a peculiar odour. (R. N. Khory, Vol. II., p. 517).

নব্যমত—গ্রন্থান্তরে কাবাবচিনি সুরপ্রিয় নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মতে কাবাবচিনি—সুরপ্রিয়ং বৃত্তফলং তদ্বায়ুশমনং মতম্। শ্লেষ্মোৎসারণ মাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধিকরং তথা। ঔপসর্গিকমেহেঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম্। শ্বেতপ্রদর মর্শাংসি কৃচ্ছ্রঞ্চাপি বিনাশয়েৎ। কাবাবচিনি—বায়ুপ্রশমন, শ্লেষ্মাপহারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্রবৃদ্ধিকর, এবং ঔপসর্গিক মেহ, শুক্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশ করে। কাবাবচিনি—উষ্ণ, মূত্রকারক। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, পাকস্থালী, অন্ত্র, গর্ভাশয় ও মূত্রমার্গের উত্তেজন জন্মায়। কাবাবচিনি, মূত্র, ঘর্ম্ম এবং শ্লেষ্মা ডিস্ইন্ফেক্ট (disinfect) করিতে পারে। গাত্রে প্রলিপ্ত করিলে উদর্দ্দ ও কোঠ (urticaria and vesicular eruption) জন্মিয়া থাকে। কাবাবচিনি মুখে রাখিয়া চর্ব্বণ করিলে, কষ্টপ্রদ কাসি নিবৃত্তি পায়। কাবাবচিনি উত্তেজক ও মূত্রকারক বলিয়া গণোরিয়া, মূত্রমার্গের প্রদাহ, মূত্ররোধ, পুরাণ কফরোগ, তরুণ সর্দ্দি, শিশ্ন ও মূত্রমার্গের পীড়া এবং প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। নাসারন্ধ্র গত পুরাণ কফরোগে ও বাগিন্দ্রিয়ের প্রদাহে নাসারন্ধ্রে কাবাবচিনিচূর্ণ প্রধমন করিলে ফললাভ হয়। নাকের নূতন সর্দ্দিতে কাবাবচিনিচূর্ণের সিগারেট্ খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। কাবাবচিনির তৈল, শিরঃ-পীড়ায় গোলাপজলের সহিত মস্তকে এবং ফিরঙ্গক্ষতে (syphilitic sore) শিশ্নে ব্যবহৃত হয়। কাবাবচিনির তৈল সেবন করিলে মূত্রস্রাব বর্দ্ধিত হয়, এবং গাত্রে এক প্রকার গন্ধ হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫১৭ পৃঃ।)

কর্ম্মরঙ্গ—কর্ম্মরঙ্গঃ।

কর্ম্মরঙ্গঃ—Eng.—Chinese Gooseberry.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"ধারাফলঃ", "পীতফলঃ", "শুকপ্রিয়ঃ"। কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতকৃৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥ কর্ম্মরঙ্গস্তু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকেঽম্লপিত্তকৃৎ। রাজবল্লভঃ॥ কর্ম্মারস্য ফলস্বামং গ্রাহ্যম্লং বাতনাশনম্। উষ্ণং পিত্তকরঞ্চৈব তৎ পক্বং মধুরং মতম্। অম্লঞ্চবলপুষ্টীনাং রুচেশ্চৈব তু বর্দ্ধকম্। নিঘণ্টু রত্নাকরঃ॥

কর্ম্মরঙ্গের ভাষানাম—বাঃ—কামরাঙ্গা। হিঃ—কমরখ্। মঃ—কর্ম্মরে। গুঃ—কমারক্। তাঃ—তমারট্টম্ মরম্। তৈঃ—তমারটা কয়া। **ভাবপ্রকাশ**—কামরাঙ্গা, শীতল, ধারক, মিষ্ট, অম্ল ও কফবাতকর। **রাজবল্লভ**—কামরাঙ্গা, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাকে কটু এবং অম্ল ও পিত্তকর। **নিঘণ্টুরত্নাকর**—কাঁচা কামরাঙ্গা—ধারক, অম্ল, বাতনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর। পাকা কামরাঙ্গা—মধুরাম্ল, বল, পুষ্টি ও রুচিদায়ক।

Constituents.—Contain a watery pulp, which contains much acid potassium oxalate. **Actions and uses.**—Antiscorbutic. Fruits are used as an acid vegetable and for preserve. The syrup (1 in 10, dose 1 to 2 drs.) is used as a cooling medicine in fevers. The juice is used to remove iron moulds or stains. The leaves are a good substitute for sorrel. (R. N. Khory, Vol. II., p. 152.)

নব্যমত—কামরাঙ্গা "স্কার্বি" রোগ প্রতিষেধক। এই অম্লরস ফল বাহুল্যরূপে ভক্ষিত ও চাটনিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লোহার কলঙ্ক ও দাগ উঠাইবার জন্য কামরাঙ্গার রস ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা সোরেলের (sorrel) প্রতিনিধি স্বরূপ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, পৃঃ ১৫২)।

কল্মীশাক।

কল্মীশাক বঙ্গদেশে সকলের নিকট সুপরিচিত—আমরা শাকরূপে ইহা আহার করিয়া থাকি। ইহা জলে বা জলাসন্ন ভূমিতে জন্মে। **গুণ**—ইহা সারক, স্তনের দুগ্ধ বর্দ্ধিত করে এবং আফিমের বিষক্রিয়া নষ্ট করিয়া থাকে। আত্মঘাতের জন্য যদি কেহ অধিক মাত্রায় আফিম খায় তাহা হইলে যদি সত্বর তাহাকে কল্মীশাকের রস আধ ছটাক হইতে এক ছটাক

মাত্রায় সেবন করান যায় তাহা হইলে আফিমের বিষদোষ নষ্ট হইয়া যায় তাহার আর প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা থাকে না।

কাফি—কাফি।

কাফি—Coffea Arabica.

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। **মাত্রা**—৩০—৬০ গ্রেণ। **পরিচয়**—আরবদেশ কাফিবৃক্ষের জন্মস্থান। কিন্তু অধুনা ইহা আফ্রিকা, অবিসিনিয়া, আমেরিকা, আসাম, নেপাল এবং খাসিয়া পর্ব্বতেও জন্মিয়া থাকে। কাফিবীজ বড়, ইহার এক পৃষ্ঠা গোল এক পৃষ্ঠা চেপ্টা। এক প্রকার মৃদু গন্ধ আছে। স্বাদ মধুর, কষায় ও তিক্ত। বর্ণ—পীতাভ বা হরিদ্রাভ।

Constituents.—Seeds contain an alkaloid caffeine, 1 to 3 p. c. ; proteid 6 to 13 p. c. ; sugar, legumin, glucose, dextrine 15 p. c. ; caffeo-tannic acid 1 to 2 p. c. ; volatile oil and ash, 3 to 5 p. c. **Physiological Action.**—Cerebro-spinal, gastric and renal stimulant, laxative, highly antiseptic, efficient diuretic and antilithic. Roasted coffee if moderately taken as a food or beverage acts as a stimulant, it assists assimilation and digestion, promotes intestinal paristalsis, lessens tissue waste and decreases the excretion of urea. It allays the sense of prolonged bodily and mental fatigue and keeps off sleep for some time without exhaustion. It increases the reflex action and mental activity. Given in excess it disorders digestion and leads to headache, vertigo and palpitation of the heart, great restlessness, convulsions and paralysis. Coffee is more stimulating, but less sustaining than cocoa. **Therapeutic uses.**—Coffee is given in prolonged bodily fatigue, and in mental and cardiac depression ; as an analgesic it is given with guarana in neuralgic and nervous headche, in insomnia of chronic alcholism, to stop vomiting, to cheek diarrhœa and to allay spasms in asthma ; also given in cases of narcotic poisoning. In heart disease caffein is given with paraldehyde with benefit. (R. N. Khory, Vol. II., p. 326.) "In the women's petition against coffee," 1674, they complained that "it made men as unfruitful as the desert whence that unhappy berry is said to be brought." As late as 1711, we find the following passage in a letter written by Charlotte Elizabeth from Mary to her step-sister in Germany.

"I am greaved to learn, dear Louise, that you have taken to coffee; nothing is so unhelthy, and I see many here who have had to give it up because of the disease it has brought upon them. Princess of Hanan died of it in frightful sufferings. After her daeth they found the coffee in her stomach, where it had caused ulcers. Let this then be a warning to you." (Dymock, Vol. II., pp. 217-18).

নব্যমত—কাফি, মস্তিষ্ক, পাকস্থালী ও বৃক্‌দ্বয়ের উত্তেজক, মৃদুরেচক, উচ্চ শ্রেণীর পচননিবারক, সিদ্ধ মূত্রকারক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। কাফি সিদ্ধ করিয়া খাদ্যস্বরূপ পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিলে, উহা উষ্ণ ক্রিয়া করে এবং পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি, অন্ত্রের কৃমিগতির উৎকর্ষ, শরীর ক্ষয় ও মূত্রসহ ইউরিক এসিড্ নির্গম হ্রাস করে। কাফি সেবন করিলে শ্রমজন্য শরীর ও মনের অবসাদ অনুভূত হয় না। বিনা ক্লেশে কিয়ৎক্ষণের জন্য নিদ্রা জয় করা যায় এবং মন সতেজ থাকে। কাফি অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, বুক ধড়ফড় করা, নিতান্ত অস্থিরতা, আক্ষেপ এবং পক্ষাঘাত জন্মায়। কোকোয়া অপেক্ষা কাফি অধিকতর উত্তেজক কিন্তু জীবনীয় (sustaining)। শারীরিক ক্লান্তি ও হৃদয় মনের অবসাদ, নিউরালজিয়া, নার্ভ ও বিকার ঘটিত শিরঃপীড়া ও পুরাণ মদাত্যয়জনিত অনিদ্রায় কাফি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অপিচ ইহা বমন নিবারণার্থ, অতিসার প্রশমনার্থ, শ্বাসের টান নিবৃত্তি ও মাদক সেবন জন্য বিষক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাফি হৃদয় সম্বন্ধীয় রোগে হিতকর। (আর্, এন্, ক্লোরি, ২য়ঃ খঃ, ৩২৬ পৃঃ)।

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত "কাফির বিরুদ্ধে রমণীগণের দরখাস্তে" কথিত হইয়াছে যে, অমঙ্গলের হেতুভূত এই কাফির জন্মস্থান যেমন পুষ্প ফলহীন মরুভূমি, কাফিসেবী পুরুষগণও তেমনি সন্তানোৎপাদিকাশক্তির অভাবে ফলহীন হইয়া থাকে। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ্ তাঁহার ভগ্নিকে লিখিয়াছিলেন—তুমি কাফি খাও শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এমন অস্বাস্থ্যকর বস্তু আর নাই। কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এখানে অনেকে কাফি ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। কাফি সেবনে হেনানের যুবরাজ পত্নী ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুর পর তাঁহার পাকস্থালীতে কাফি দেখা গিয়াছিল। এই উদরস্থিত কাফির প্রভাবে পাকস্থালীতে বহু ক্ষত হইয়াছিল। এই সকল শুনিয়া তুমি সাবধান হও। (ডিমক্, ২য় খণ্ড, ২১৭ পৃঃ)।

নব্যমত—কাফি শ্লেষ্মফল নামে কথিত হইয়াছে। তন্মতে কাফি—অতন্দ্রী কফমুদ্ বল্যা নিদ্রাতন্দ্রাবিঘাতিনী। স্নায়ূনাং বলদা প্রোক্তা শ্বাসকাসজ্বরাময়ান্। অর্দ্ধাবভেদকং জাড্যমতিসারঞ্চ নাশয়েৎ॥ অস্য কাথঃ সেব্যঃ।

কাফি,—কফনাশক, বলপ্রদ, নিদ্রা ও তন্দ্রানাশক, নার্ভের বলদাতা, এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, আধকপালে, জড়তা এবং অতিসার নাশ করে।

কালমেঘ—কালমেঘ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ। মাত্রা—পত্ররস—বালকের পক্ষে ১০—২০ ফোঁটা। কল্ক—১—৪ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা। বক্তব্য—কালমেঘ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং গার্হস্থ্য ঔষধরূপে ভূরি ব্যবহৃত। ইহার সংস্কৃত নাম নির্ণীত হয় না—কেহ কেহ যবতিক্তা বলেন। যবতিক্তা শব্দ শঙ্খিনীর পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে (কল্প ১১ অঃ)। শঙ্খিনী কালমেঘ নহে। বৈদ্যকোক্ত শঙ্খিনী বিরেচন এবং কালমেঘ পাচন দীপন ও ঈষৎ রেচক।

Constituents—A bitter principle, and a considerable quantity of sodium chloride. **Actions and uses.**—Bitter tonic and stomachic, like quassia and chiretta. The expressed juice of a fresh leaves or the compund infusion is given with cardamom, cloves and cinamon to infants, in general debility, in convalescence after fever and for the relief griping pain with irregularity of the bowels and loss of appetite and in advanced stage of dysentery. It is used as a substitute for quinine. (R. N. Khory, Vol. II., pp. 464-65). "It is the principal ingredient of a domestic medicine called *Alui* which is giveu to infants for the relief of griping, irregularity of bowels and loss of appetite." It is prepared in the following manner : —Take equal parts of cumin, randhani (fruit of Carum Roxburghianum), aniseed, cloves, capsules of greater cardamoms, and pound them thoroughly with the exprrssed juice of of the leaves of Kalmegh. The mus thus prepared is divided into small pills and dried in the sun. The dose is one pill rubbed down in human milk. In the *Pharmacopœa of India* it has been made official and directions for making a compound tincture are given. Quite recently, under the name of *Halviva* which appears to be a corruption of the Bengali word *Alui* or alvi, a preparation of the drug has been adverti- in England as a substitute for Quinine. The dose of the dried leaves is about ten grains combined with twenty grains of black-pepper. (Dymock, Vol. III., pp. 46-7).

অন্যমত—কালমেঘ, চিরতা এবং কোয়াসিয়ার মত তিক্ত, বল্য ও পাচক। তাজা পাতার রস, বড়এলাচ, জায়ফল এবং দারুচিনির সহিত, শিশুর সাধারণতঃ দৌর্ব্বল্য, জ্বরাব-

সানজ দৌর্ব্বল্য, পেটকামড়ানি, কচিৎ কঠিন, কচিৎ তরল মলভেদ, অগ্নিমান্দ্য এবং অতিসারের পক্কাবস্থায় প্রযোজ্য। কালমেঘ কুইনাইনের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। (কোরি, ২য়, খঃ, ৪৬৪-৬৫ পৃঃ)। কালমেঘ সর্ব্বজনপরিচিত গার্হস্থ্য ঔষধ—"আলুই"এর প্রধানতম উপাদান। আলুই শিশুগণের পেটকামড়ানি, উদরাময় এবং ক্ষুধামান্দ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আলুই প্রস্তুতকরণ—জীরা, রাঁধুনী, মৌরী, জায়ফল এবং বড় এলাচের খোসা সমভাগে লইয়া কালমেঘের পাতার রসে উত্তমরূপ মর্দ্দনান্তে ছোট ছোট বটী করিয়া, বটী রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিতে হয়। ইহার একবটী, স্তন্যের সহিত শিশুকে সেবন করাইবে। এই আলুই "হাল্‌ভিভা" নামে সংপ্রতি ইংলণ্ডে কুইনাইনের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রচারিত হইতেছে। **মাত্রা**—কালমেঘের শুষ্ক পাতা—১০ গ্রেণ, ২০ গ্রেণ গোলমরিচ চূর্ণের সহিত সেব্য। (ডিমক্, ৩য়ঃ খঃ, ৪৬-৪৭ পৃঃ)। কালমেঘ যবতিক্তা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মতে কালমেঘের গুণ—"অগ্নিকৃৎ, বলবর্দ্ধিনী। তিক্তা জ্বরাতিসারঘ্নী বালানাং শুভদা সদা"। কালমেঘ;—অগ্নিজনক, বলবর্দ্ধক, তিক্ত, জ্বরাতিসারঘ্ন এবং বালকের পক্ষে শুভদ।

কালাদানা—কালাদানা।

কালাদানা—Seeds of Pharbatis Nil, *Choisy.*

ভাষানাম—বাঃ—কালাদানা। হিঃ—কালাদানা। তাঃ—জিরিকি বিরৈঃ, কডি কক্কতন্ বিরৈঃ। তৈঃ—কোল্লি বিত্তলু। গুঃ—কালাদানা। ফাঃ- তুখম্-ই নীল্। অঃ—হব্বুন্নীল্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ। **মাত্রা**—৩০—৫০ গ্রেণ।

বক্তব্য—কাহার মতে কালাদানার নাম কৃষ্ণবীজ এবং শ্যামবীজ, তন্মতে কালাদানার গুণ—কৃষ্ণবীজং সরং স্নিগ্ধং শোথোদরহরংপরম্। জ্বরবিষ্টম্ভহারি চ মস্তকাময়নাশনম্। উদাবর্ত্তে কফানাহে প্রযোজ্যং বুদ্ধিমত্তরৈঃ। রেচনং শ্যামবীজং স্যাৎ শোথোদরবিনাশনম্। জ্বরে পুরীষসঙ্গে চ দারুণে শিরসো গদে। উদাবর্ত্তে তথানাহে বুধৈরেতৎ প্রযুজ্যতে।

Contituents.—A thick oil 14.4 p. c., mucilage, albuminous matter in tannin and pharbitis, an active resinous principle, identical with convolvulin, a light yellowish friable mass, of a nauseous acrid taste and an unpleasant odour, soluble in alcohol and insoluble in ether, benzol, chloroform, and sulphide of carbon. **Actions and uses.**—Drastic purgative and anthelmintic, used in constipation. (R. N. Khory, Vol. II., p. 417.).

নব্যমত—কালাদানা—রেচক, স্নিগ্ধ, শোথ ও উদররোগহর। জ্বর, উদরাধ্মান, শিরঃপীড়া, উদাবর্ত্ত, কফরোগ ও আনাহরোগে প্রযুক্ত হয়। কালদানা,—রেচক ও

শোথোদরনাশক। ইহা জ্বর, মলবদ্ধতা, দারুণ শিরঃপীড়া, উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল কালাদানাচূর্ণ অপেক্ষা কালাদানা ৭ তোলা শুঁঠ ১ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া ৬০—৯০ গ্রেণ মাত্রায় সেব্য।

কুক্‌শিমে—कुक्शिमे।

বর্ণন—কুক্‌শিমের গাছ শীতকালে যত্রতত্র প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহার ডাঁটায় ও পাতায় রোম আছে, পাতা নরম, পত্রপ্রান্ত তরঙ্গায়িত। সমগ্র উদ্ভিদে বিশেষতঃ পত্রে এক প্রকার তীব্র গন্ধ আছে। ফুল হরিদ্রাবর্ণ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র ও মূল। **মাত্রা**—পাতার রস ১—২ তোলা। পিষ্ট বা চূর্ণ মূল—২—৮ আনা। মূলকাথ—৫—১০ তোলা। **বক্তব্য**—ডিমক্ বলেন (৩য় খঃ ৪ পৃঃ)। কুক্‌শিমের সংস্কৃত নাম কুলাহল। অন্যে ইহাকে কুকুন্দর বলে। ভাবপ্রকাশে কুকুন্দর নামে যে উদ্ভিদের গুণপর্য্যায় লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে "তাম্রচূড়" ও "সূক্ষ্মপত্র" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কুক্‌শিমাতে এই দুই শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। ডিমক্ কোথায় কুলাহল শব্দ কুক্‌শিমা অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছেন লেখেন নাই। **গুণ**—কুক্‌শিমের রস আমরক্তাতিসারে হিতকর। পাতার রসের ঘ্রাণ লইলে কোন কোন পালাজ্বর বন্ধ হয়।

Actions and uses—It has much the same medicinal properties as *Verbascum Thapsus*, and has been brought to notice by Dr. B. M. Chatterjee as a sedative and astringent in diarrhœa. (Phar. of Ind., p. 161). The plant is slightly bitter and abouds in mucilage. The natives usually express the juice and administered it in one ounce doses as a cooling medicine in fever, skin eruption, dysentey, and such diseases as they consider to be due to heat of blood. (Dymock, Vol. III, p.. 4).

নব্যমত—কুক্‌শিমা অবসাদক এবং অতিসারে ধারক। কুক্‌শিমা ঈষৎতিক্ত এবং বহুপিচ্ছিল। এতদ্দেশীয় লোক, জ্বর রক্তাতিসার ও কণ্ডূ কোঠাদিতে কুক্‌শিমার রস আধ ছটাক মাত্রায় সেবন করাইয়া থাকে। (ডিমক্, ৩য় খঃ, ৪ পৃঃ)।

কুম্ভিকা—कुम्भिका।

कुम्भिका, वारिपर्णी—वारिपर्णी हिमा तिक्ता लघ्वी स्वाद्वी सरा कटुः। दोषत्रयहरी रूक्षा शोणितज्वरशोथहृत्। भावप्रकाशः॥

ভাষানাম—বাঃ—টোকা পানা। **हिः—जलकुम्भी, काइ। मः जलमण्डकी। गुः—जलकुम्भी। कः—ಹೀಸಲ್ಲ। तैः—कुटिकूर।** **ভেদ**—বঙ্গে সচরাচর তিনপ্রকার

পানা দেখা যায়—টোকা পানা, কুন্দুরকানি পানা ও ক্ষুদে পানা। টোকা পানার পাতা বৃহত্তম ও তরঙ্গায়িত প্রান্ত। ইন্দুরকানির পাতা ক্ষুদ্র ও ঠোঙ্গার মত মোড়া। ক্ষুদে পানা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, পায়ে কাপড়ে লাগিয়া যায়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বৈদ্যকোক্ত "প্লব" ও "কুম্ভিকা" শব্দে টোকা পানা গ্রহণ করিতে হইবে। পানার মূল ও পত্র ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। **মাত্রা**—স্বরস ১-২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা। **ভাবপ্রকাশ**—টোকা পানা, হিম, তিক্ত, লঘু, স্বাদু, রেচক, কটু, ত্রিদোষঘ্ন, রুক্ষ এবং রক্তদোষ, জ্বর ও শোথ হর।

Constituents—It contains salts of potassium sodium, magnesium and lime. Also iron aluminum and silicic acid. **Actions and uses.**—Dimulcent and sedative, given in dysuria. The ashes are applied as a paste with rose water to ring-worm of the scalp. A pultice of the leaves is applied to painful piles. (R. N. Khory, Vol. II., p. 630).

নব্যমত—টোকা পানার মূল,—স্নিগ্ধ ও অবসাদক, ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সেব্য। পানার মূল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার গোলাপজলের সহিত কেশদদ্রুতে লেপন করিবে। টোকা পানার পাতা বাটিয়া অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। (আর, এন, কোরি, ২য়: খ:, ৬৩০ পৃ:)।

কৃষ্ণচূড়া—কৃষ্ণচূড়া।

কৃষ্ণচূড়া—Cæsalpinia Pulcherrima.

ভাষানাম—বাঃ—কৃষ্ণচূড়া। গুঃ—সন্ধেশরী। কঃ—কোমরী। কোচিনচায়না—হোয়াকঙ্গ। মালাবার উপকূলে—তিসিত্তিমন্দারু। শিলং—মেনোরামল। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ছাল, পাতা, ফুল। **মাত্রা**—কাথ ৫—১০ তোলা। পাতা ও ফুলের রস ½—২ তোলা। **বক্তব্য**—নব্য নিঘণ্টুতে কৃষ্ণচূড়া সিদ্ধেশ্বর নামে উক্ত হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরের গুণ—"সিদ্ধেশ্বরো হিমঃ স্নিগ্ধঃ গ্রন্থিনাড়ীব্রণাপহঃ। বাতব্যাধিহরশ্চৈব ত্রিদোষাময়নাশনঃ"।

Action and uses—Antispasmodic, uterine, sedative and laxative, given in amenorrhœa, colic, tympanitis, &c. (R. N. Khory, Tal. II., p. 223). "All parts of the plant are said to be emmenagogue and purgative, but there appear to be no record of any exact observations upon this point." (Dymock. Vol. I., p. 506).

নব্যমত—কৃষ্ণচূড়া, আক্ষেপহর, গর্ভাশয়ের অবসাদকারী এবং মৃদুরেচক। ইহা রজোরোধ, শূল এবং উদরাধ্মানের সহিত মলমূত্ররোধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (আর, এন,

কোরী, ২য়ঃ খঃ, ২২৪ পৃঃ)। ডিমক্ বলেন কৃষ্ণচূড়ার পত্রমূলাদি সকলই রক্তস্রাব বর্দ্ধিত করিতে পারে এবং ইহা বিরেচক। কিন্তু এ বিষয়ে কেহ যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন এরূপ কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না। (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ৫০৮)।

গঞ্জা—গঞ্জা।

The female flowering top of Cannabis Stiva.

আগ্নেয়ী তর্পিণী বল্যা মন্মথোদ্দীপনী চলা। নিদ্রাসঞ্জননী গর্ভপাতিনী চ বিকাশিনী। বেদনাক্ষেপহারিণী জ্ঞেয়া চ মদকারিণী। আত্রেয়সংহিতা। শ্বসৃগালাদিদংষ্ট্রোত্থং জলাতঙ্কং নিবারয়েৎ। বাহ্যায়ামন্তরায়ামৌ বিসূচীমপি দারুণাম্। মদাত্যয়ং মহাঘোরং শূলঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্। অগ্নিমান্দ্যং হরেচ্চাপি রজোঽতিমতিসংস্রুতম্। * কশ্চিৎ।

মাত্রা—বলবান্ যুবকের পক্ষে—½—১ গ্রেণ, ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। বালকের পক্ষে ১/১৮ গ্রেণ। **আত্রেয় সংহিতা**—গঞ্জা, অগ্নিজনক, তর্পক, বলপ্রদ, কামোদ্দীপক, মনের চাঞ্চল্যজনক, নিদ্রাদাতা, গর্ভপাতকারী, বিকাশী, বেদনা ও আক্ষেপহর এবং মত্ততাজনক। **কাহার মতে**—গঞ্জা, ক্ষিপ্ত কুকুর শৃগালাদি জন্তু দংশন করিলে যে জলাতঙ্ক উপস্থিত হয় তাহা নিবারণ করে। ইহা,—ধনুষ্টঙ্কার, দারুণ বিসূচীকা, মদাত্যয়, শূল, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য ও অতিরিক্ত স্ত্রীরজঃস্রাব নিবারণ করে।

Constituents. A volatile oil and resin, which is the most active principle, and contains an alkaloid cannabine ; tetano cannabine and cannabinon, gum, sugar and potassinm nitrate. **Actions and uses.** —Anodyne hypnotic, antispasmodic, sudorific, aphrodisiac and appetizing ; in large doses narcotic. In medicinal doses and taken for the first time it acts as an agreeable intoxicant, as a result of which, time, distance and sound are magnified. It exhilarates the spirit, excites the imagination and increases the appetite ; medicinally it acts as an anodyne and antispasmodic, but is inferior to opium. It has, however, the advantage of not producing constipation, loss of appetite nor the unpleasant after effects peculiar to opium. It is largely used in headache of a continuous or chronic character, asthma, whooping cough, chronic bronchitis, titanus, hydrophobia and other spasmodic affections as hysteria, chorea &c. It is also used in nervous vomiting,

mental depression, delirium tremens &c. It is sometimes used in place of opium as a hypnotic where opium cannot be borne and largely used in menorrhœgia and dysmenorrhœa, also used in chronic rheumatism. Among the natives it is largely used as an aphrodisiac and as an intoxicant like opium and alcohol. In large doses or if habitually taken or its use preserved in, it produces a bloated face, congested eyes, tremulous and weak limbs, imbecility, weakness or loss of memory. (R. N, Khory, Vol. II., p. 570).

নব্যমত—গাঁজা, বেদনাহর, নিদ্রাজনক, আক্ষেপ নিবারক, ঘর্ম্মকারক, বৃষ্য এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। অধিক মাত্রায় মাদক। যাহারা গাঁজা কখন খায় নাই তাহারা ঔষধোচিত মাত্রায় গাঁজা খাইলে বেশ স্ফূর্ত্তিকর নেশা হয়, তখন সময়, দূরত্ব এবং শব্দ বিশালতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা সাহস কল্পনাশক্তি ও ক্ষুধা বর্দ্ধিত করে। ঔষধরূপে ইহা বেদনাহর ও আক্ষেপনাশক বটে কিন্তু অহিফেনের তুল্য নহে। পক্ষান্তরে আফিমের মত ইহা কোষ্ঠবদ্ধকারী ও অগ্নিমান্দ্যজনক নহে। কিংবা আফিমের সহচরস্বরূপ অন্যান্য কষ্টপ্রদ উপসর্গও আনয়ন করে না। গাঁজা—পুরাণ ও দীর্ঘস্থিবন্ধি শিরঃপীড়া, শ্বাস, ঘুংড়ি কাসি, সক্ষিত কাস, ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক (Hydrophobia), মূর্চ্ছাদি পীড়া, নার্ভের উত্তেজন হেতু বমন, বিষণ্ণতা, প্রলাপ ও কম্পাদিতে ব্যবহৃত হয়। নিদ্রাজননার্থ আফিম প্রয়োগ রোগীর অসহ্য হইলে তৎপরিবর্ত্তে গাঁজা ব্যবস্থা করা হয়। অপিচ ইহা রমণীগণের অতিরিক্ত রজঃস্রাব কিংবা কষ্টরজঃ এবং পুরাণ বাতরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোকে বাজীকরণ স্বরূপ এবং আফিম ও মদের মত মাদকরূপে, গাঁজা সেবন করে। গাঁজা, অধিক পরিমাণে সকৃৎ সেবন, অভ্যস্তভাবে সেবন কিংবা দীর্ঘকাল সেবন করিলে, মুখ ফুলার মত (bloated) চক্ষু রক্তবর্ণ, হস্তপদের কম্প ও ক্ষীণতা, এবং স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা বা হানি হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৫৭০ পৃঃ)।

গর্জ্জন তৈল।

গর্জ্জন তৈল, Gurjun Balsam or wood oil.

Dipterocarpus Lævis, *Hom.* নামক উদ্ভিদ হইতে জাত। দেখিতে স্বচ্ছ, জল অপেক্ষা হাল্কা, গন্ধে স্বাদে কাবাবচিনির তৈলের মত। গর্জ্জন তৈল কাবাবচিনির তৈলের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গণোরিয়া হইতে যখন "গ্লীট" রোগ জন্মে তখন গর্জ্জন তৈল বিশেষ উপকারী। প্রদরের বিবিধ স্রাবেও গর্জ্জন তৈল ফলপ্রদ। **মাত্রা**—চার চামচের এক চামচ করিয়া পরিষ্কার চূণের জলের সহিত মিশাইয়া দিনে ২।৩ বার সেব্য।

গর্জ্জন তৈল সেবনে অনেক সময় ত্বকে কণ্ডু জন্মিয়া থাকে। কুষ্ঠে গর্জ্জন তৈল বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগ জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১২০ বিন্দু মাত্রায় গর্জ্জন তৈল দিনে দুইবার পরিষ্কার চূণের জলের সহিত সেব্য। ১ ভাগ গর্জ্জন তৈল তিন ভাগ চূণের জলের সহিত মিশাইয়া নিয়মপূর্ব্বক দৈনিক দুই ঘণ্টাকাল রোগী নিজে যতদূর পারে সমস্ত দেহে মর্দ্দন করিবে। রোগী নিজে মর্দ্দন করিবে বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে রোগীর শরীর ও মনের উপর যে কার্য্য হয় তাহাতেও সুফল লাভ করা যায়। (সি, পি, লিউকিশ্)।

গণ্ডগাত্র—গণ্ডগাত্রম্।

গণ্ডগাত্রম্—Anona Squamosa. Eng.—Custard apple. **গণ্ডগাত্রং হিমং বৃষ্যং বাতপিত্তনিসূদনম্। শ্লেষ্মলং তর্ষশমনং বান্ত্যরত্ক্লেশনিপীড়নম্। অত্রিসংহিতা॥ তর্পণং রক্তকৃৎ স্বাদু শীতলং হৃদ্যমেব চ। বলদং মাংসকৃদ্দাহরক্তপিত্তমরুৎপ্রণুৎ। সীতাফলন্তু মধুরং শীতং হৃদ্যং বলপ্রদম্। বাতলং কফকৃৎ স্বাদু পুষ্টিকৃৎ পিত্তনাশনম্। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ॥**

গণ্ডগাত্রের ভাষানাম—বাঃ—আতা। হিঃ—শরীফা, সীতাফল। কাঃ—শরীফঃ। তাঃ—সীতাপলম্। তৈঃ—সীতাপুলু। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পত্র, বীজ। **মাত্রা**—মূলচূর্ণ ½—১ আনা। **অত্রিসংহিতা**—আতা,—হিম, বৃষ্য, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মজনক, তৃষ্ণানিবারক এবং বমন ও বিবমিষা হর। **বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর**—আতা—রক্তকৃৎ, স্বাদু, শীতল, হৃদ্য, বলপ্রদ, পুষ্টিকর মাংসকর এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

Constituents.—Oil and resins. The seeds, leaves and immature fruit contain an acrid principle. (R. N. Khory, Vol. II., p. 23.) "The seeds, leaves, and immature fruit, contain an acrid principle which is destructive to insect life ; the seeds are much used by the natives for removing lice from the head, they require to be applied with caution ; for if any particles get into the eye, much pain and redness is produced. (Dymock, Vol. I., p. 44). **Actions and uses.**—Insecticide. The seeds and leaves are poisonous to inseet life. The crushed leaves are applied to the nostrils in hysteoia, and mixed with salt and made into a poultice are applied to sores infested with maggots ; an ointment of pounded seeds is used externally in guinea worm, and for removing

lice from the hair ; also applied to abscesses to hasten maturation. The natives apply the well pounded seeds to procure abortion. The root is used as a drastic purgative and given in melancholia. The drug requires to be used with caution. (R. N. Khory, Vol. II., p. 32).

নব্যমত—নব্যেরা বলেন আতার গাছ পূর্ব্বে এদেশে ছিলনা, আমেরিকা হইতে আনীত হইয়াছে। আতার বীজ, পাতা এবং কাঁচা ফলে এক প্রকার কীটনাশক বস্তু আছে। এতদ্দেশীয় লোকে মাথায় উকুন মারিবার জন্য **আতার বীজ** পেষণ করিয়া মস্তকে মর্দ্দন করে। আতার বীজ সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। কোনরূপে যদি উহা নেত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা ও চক্ষু লাল হয়। (ডিমক্, ১মঃ খণ্ড ৪৪ পৃঃ)। পিষ্ট **আতা পাতা** মূর্চ্ছাগত রোগীকে নস্য করাইবে। ক্ষতে লবণসহ পিষ্ট আতাপাতার প্রলেপ দিলে ক্ষতের কৃমি বিনষ্ট হয়। **আতাবীজ** বাটিয়া অপক স্ফোটকে প্রলেপ দিলে, ফোড়া পাকিয়া যায়। আতাবীজ উত্তমরূপ পেষণ করিয়া, যোনির অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া রাখিলে গর্ভস্রাব হয়। **আতার মূল** তীব্র বিরেচক। ইহা বিমর্ষাত্মক মনোবিকারে ব্যবহৃত হয়। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৩২ পৃঃ)।

গন্ধবিরেজা—সরলদ্রবঃ, শ্রীবাসসারঃ।

The Oleo resin of Pinus Longifolia. **শ্রীবাসসারঃ কফবাতঘ্নো জ্বরসংহরঃ। শোফবিম্লাপনো লেপাৎ কৃমিঘ্নশ্চ বেদনাহরঃ। আত্রেয়সংহিতা॥**

ঔষধার্থ ব্যবহার—গন্ধবিরেজা প্রায় ধূপন ও প্রলেপার্থ এবং ইহার তৈল সেবনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৈলের **মাত্রা**—১—৩ বিন্দু। **আত্রেয়সংহিতা**—গন্ধবিরেজা,—কফনাশক, মূত্রবর্দ্ধক, জ্বরঘ্ন, শোফবিম্লাপন অর্থাৎ ফুলা বসাইয়া দিতে পারে। অধিকন্তু ইহা কৃমি ও বেদনাহর।

Actions and uses.—Stimulant antiseptic ; the oleo resin is used as fumigation. It is highly recommended as a plaster for painful chest and enlarged liver. The oil is in much repute, internally in gleet and standing gonorrhoea. (R. N. Khory, Vol. II., p. 579.).

চা—চা।

Camellia Theifera. Eng.—Tea plant.

উৎপত্তিস্থান—ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, আসাম, চীন, জাপান ও আমেরিকা। **ভেদ**—কাল ও সবুজ ভেদে চা প্রধানতঃ দুই প্রকার। বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহাদের প্রত্যেকের

আবার বহু সুপরিচিত ভেদ আছে। কন্গু, সুচঙ্, উলঙ, পিকো এবং কেপার কাল জাতীয় চার এবং হাইসন্, স্কিন্, ইয়ং হাইসন্, টোয়ানকি, ইম্পিরিয়াল্ ও গন্পাউডার সবুজজাতীয় চার বিশিষ্ট পরিচিত ভেদ। অনেক চা, লেবুফুল, গোলাপফুল, চামেলী ও অন্যান্য পুষ্প সংযোগে সুগন্ধি করা হয়। কতকগুলি অতি উপাদেয় শ্রেণীর চা (যাহার ১ ঔন্সের মূল্য ৫০ শিলিং) চীন ও রুসিয়ার ধনাঢ্যজনগণ দ্বারা সেবিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে উহাদের আবাদ হয় না। একই চা বৃক্ষের পত্র হইতে বিভিন্ন প্রকারের চা প্রস্তুত হয়। বৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়াই শুষ্ক করিলে সবুজ চা প্রস্তুত হয়। এইরূপ ত্বরিত শুষ্ক চা তে সবুজ চার বর্ণাদি সুরক্ষিত থাকে। কাল চা বিলম্ব করিয়া শুষ্ক করায় বর্ণ কাল হয় এবং উপাদানগত অন্যান্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। সকল সবুজ চা ই যে এরূপে প্রস্তুত করা হয় তাহা নহে, বহুস্থলে নীল এবং হরিদ্রাদি মিশ্রণে কৃত্রিম রূপে হরিদ্বর্ণ করা হইয়া থাকে। অন্যান্য বৃক্ষের পত্রও চার সহিত ভেজাল দেওয়া হয়।

Constituents.—Mauufactured tea contains a peculiar volatile oil, tannic and gallic acids; quercetin, so called boheic acid; theine an alkaloid identical with caffeine; also the alkaloids xanthine and theophylline (dimethylxanthine). The volatile oil is most abundant in green tea. **Physiological Action.**—Tea is a refreshing and stimulating beverage, soothing, analgesic and sudorific. When indulged into excess it affects the heart, the vaso-motor centre and motor nerves and also the stomach, giving rise to nausea, vomiting, flatulent dyspepsia, tremulousness of the limbs, pallor of the face, feeble pulse, supra-orbital headache, hallucination and nightmare. It diminishes the waste of the body and is indirectly nutritive. It increases the assimilation of nitrogenous and hydrocarbon food. **Therapeutics.**—Given as a household drink. Among the natives an infusion of tea with Trikatu is a carminative an diaphoretic in fevers, dyspepsia in mental 'overwork' &c. Its tannin combines with the gelatine of the food, and hence its excess leads to dyspepsia and also to constipation. Its use should be avoided in hysteria, insomnia, in those suffering from cardiac valvular disease *. (R. N. Khory, Vol. II., p. 84).

"The principle use of tea is to form an agreeable, slightly stimulating, soothing and refreshing beverage. It was also formerly believed that tea, from the *theine* it contained, had the effect of diminishing the waste of the body, and as any substance that does this necessarily

saves food, it was regarded as indirectly nutritive ; But Dr. Edward Smith has shown that, on the contrary, tea increases the bodily waste by acting as respiratory excitant, and in other ways. From containing gluten, tea has also been regarded as directly nutritive, but in the ordinary mode of making tea this substance is not extracted to any amount. The action of tea is thus described by Dr. Smith :—It increases the assimilation of food both of the flesh and that forming kind ; and with abundrnce of foo must promote nutrition, whilst in the absence of sufficient of food both of the flesh and heat-forming kind ; and with abundance of food must promote nutrition, whilst in the absence of sufficient food it increases the waste of the body." Tea is also a powerful astringent. and should not, therefore, be taken until some time after meals, as it likely to produce dyspepsia from the combination of its tannic acid with gelatin of the food and production of an insoluble tannate for the same reason if taken in excess it is likely to cause constipation. Tea should not be taken as beverage by those who suffer from wakefulness, or by those who are liable to hysteria or palpitation of the heart from valvular desease. As a nervine stimulant tea my be taken wtth advantage, for headache and neuralgia, and in other affections, caused by exhaustions of the system from depression of nerve-power. Its effects as a nervine stimulant are due to the *theine* contained in it. (Dymock, Vol. I., pp. 179-80.)

নব্যমত—পরিমিত চা পান, শ্রমহর, উষ্ণ, আরামজনক, ও ঘর্ম্মকর। অতি মাত্রায় সেবনে, হৃদয়, মস্তিক, মোটর নার্ভ ও পাকস্থালীর ক্রিয়া বিকৃতি জন্মে। অতএব বিবমিষা বমন, পেটফাঁপা, গ্রহণী, হস্তপদ কম্প, মুখ বিবর্ণ, ক্ষীণনাড়ী, ভ্রূর উপরিভাগে বেদনা, মত্ততা বিশেষ (Hallucination) কে যেন বুক চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ উৎকট স্বপ্ন দর্শন (Nightmare) হইয়া থাকে। চা পান শরীর ক্ষয় হ্রাস করে অতএব ইহা পরোক্ষভাবে পোষক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নাইট্রোজেন্ ও হাইড্রোকার্ব্বন্ মূলক খাদ্য চা দ্বারা উত্তমরূপ পরিপাচিত হয়। চা গোষ্ঠীপানীয়রূপে পীত হইয়া থাকে। অরু, গ্রহণী এবং অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনায় এদেশের লোকে বায়ুনাশক ও ঘর্ম্মকর বলিয়া ত্রিকটুচূর্ণের সহিত চা পান করিয়া থাকে। চা তে "ট্যানিন্" আছে, এই ট্যানিন্ ভুক্ত বস্তুর "জিলাটিনের" সহিত মিলিত হয়, সুতরাং অতিরিক্ত চা পানে সংগ্রহগ্রহণী এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগ জন্মিয়া থাকে। যাহারা মূর্চ্ছা, অনিদ্রা, হৃৎস্পন্দন ও হৃদয়ের ভাল্‌ভের বিকৃতিজাত রোগে পীড়িত, চা পান তাঁহাদের

পক্ষে নিষিদ্ধ। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৮৪ পৃঃ)। চা প্রধানতঃ, আরামদায়ক, কিঞ্চিৎ উত্তেজক এবং শ্রমহর পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে চা'র থিনি (Theine) নামক উপাদান শরীরের ক্ষয় হ্রাস করিতে পারে। যে কোন বস্তুর ক্ষয় হ্রাস করিবার শক্তি আছে, সেইগুলি অবশ্যই আহারের আবশ্যকতা ও কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিয়া থাকে। অতএব প্রকারান্তরে চা পোষক বস্তুর অন্তর্গত হইল। কিন্তু ডাঃ এডওয়ার্ড স্মিথ্ প্রমাণ করিয়াছেন, চা ক্ষয় হ্রাস করা দূরে থাকুক, উহা নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস ক্রিয়া দ্রুত করিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে শরীরের ক্ষয় বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। চা তে গ্লুটেন্ আছে বলিয়া অনেকে ইহাকে সাক্ষাৎ পোষক বস্তু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সচবাচর যে প্রণালীতে চা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ গ্লুটেন কিঞ্চিৎমাত্রও নিষ্কাশিত হয় না। ডাঃ স্মিথ্ চা পানের ফল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—মাংস উৎপাদক খাদ্য পরিপাচিত করিবার পক্ষে চা প্রশস্ত। ভূরি ভোজনের অভাব হইলে উহাই শরীরক্ষয় বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। চা বলবান্ সঙ্কোচক, অতএব ভোজনের অব্যবহিত পরেই কদাচ পান করা উচিত নহে। মাথা-ধরা, নিউর‍্যাল্‌জিয়া এবং নার্ভের বলক্ষয়জাত অন্যান্য পীড়ায় চা, নার্ভের উত্তেজক পানীয়রূপে ব্যবহার করিলে ফললাভ হয়। (ডিমক্, ১ম খণ্ড, ১৭৯-৮০ পৃঃ)।

চোবচিনী—चोवचिनी।

द्वीपान्तरवचा, चोवचिनी—Smilax China, Smilax Glabra.

पूर्व्वाचार्य्यज्ञातवर्णनम् अश्वगन्धासमं पत्रमोषधी ग्रन्थिसंयुता। वर्णतः पाटलाभा च दृढ़ा च मधुरा रसे। शिवनिघण्टुः॥ द्वीपान्तरवचा कट्वी तिक्तोष्णा वह्निदीप्तिकृत्। विबन्धाऽऽध्मानशूलघ्नी शकृन्मूत्रविशोधिनी। वातव्याधीनपस्मारमुन्मादं तनुवेदनाम्। व्यपोहति विशेषेण फिरङ्गामयनाशिनी। भावप्रकाशः॥ द्वीपान्तरवचा तिक्ता चोष्णा चाग्निप्रदीपनी। धातुवृद्धिकरी वश्या मलमूत्रविशोधिनी। तारुण्यदा पौष्टिकी च वृष्या चैव रसायनी। गर्भप्रदा बद्धविट्क माध्मानोन्मादनाशिनी। वातं शूलमपस्मारधातुक्षयविनाशिनी। अङ्गध्वंसं फिरङ्गोपदंशं मान्द्यं कटीग्रहम्। पक्षाघात मूत्रस्तम्भ राजयक्ष्मव्रणौ तथा। गण्डमालां नेत्ररोगं शुक्रशोणितदोषकम्। सर्व्वाङ्गःकम्पवातञ्च कुब्जवातञ्च नाशयेत्। निघण्टुरत्नाकरः॥

ভাষানাম—বাঃ—তোপচিনি। হিঃ—চোব্ চিনি। তাঃ—কোরিজে তৈঃ—পিরাঙ্গিচক্কা। অঃ—কুব্-এস্‌শিনি। ভাবপ্রকাশ—তোপচিনি,—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, কান্তিকর মলমূত্ররোধ নাশক, আধ্মানহর, শূলঘ্ন, মলমূত্র শোধক, বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ, গাত্রবেদনা, এবং বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগ (সিফিলিস্) নাশক। নিঘণ্টু রত্নাকর—তোপচিনি, তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, ধাতুবৃদ্ধিকর, বলপ্রদ, রসায়ন, গর্ভপ্রদ, মলরোধনাশক, আধ্মানহর, উন্মাদ বিনাশন, বাতশূল, অপস্মার, ধাতুক্ষয়, গাত্রবেদনা, ফিরঙ্গনাম উপদংশ, কটীবাত, পক্ষাঘাত, উরুস্তম্ভ, রাজযক্ষ্মা, ব্রণরোগ, গণ্ডমালা, নেত্ররোগ, শুক্র এবং শোণিতের দোষ, সর্ব্বাঙ্গ কম্প ও কুব্জতা নাশক।

বক্তব্য—চোবচিনি শব্দের অর্থ চীনদেশীয় কাষ্ঠ। Smilax Glabra নামক উদ্ভিদের কন্দাকৃতি মূলকে চোবচিনি বলে। ইহা চীনদেশ হইতে আনীত হয়। রক্সবর্গ বলেন এই উদ্ভিদ্ শ্রীহট্ট এবং গারোপর্ব্বতেও জন্মে। এবং তদ্দেশীয় লোকে ইহাকে হরিণ-সুক্‌চীনা বলে। চীন হইতে আনীত চোবচিনির সহিত ইহার আকৃতিও বর্ণগত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যে চোবচিনি ভারী, যাহার বর্ণ গোলাপ ফুলের মত এবং যাহার গাঁট নাই তাহাই উত্তম এবং ঔষধার্থ প্রশস্ত। কোন যুনানী গ্রন্থকার বলেন—কচিৎ তাজা চোবচিনিও এদেশে আনীত হইয়া থাকে। এইরূপ কতকগুলি তাজা চোবচিনীর মূল তিনি মুর্শিদাবাদে রোপণ করিয়াছিলেন। ইহাদের পত্র ও প্রতান নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি খনন করিয়া দেখিয়াছিলেন, ঐ চোবচিনির মূলের যথেষ্ট অপকর্ষ জন্মিয়াছে এবং গুণও চীন হইতে আনীত চোবচিনির তুল্য নহে।

Constituents.—Fat, Sugar, a glucoside, colouring matter gum and starch. **Actions and uses**—Diaphoretic stimulant ; alterative and resolvent ; given with anantamula in long stading headache, chobchini, with masataki, elachi and taja boiled with milk, is given in rheumatism, gout, and epilepsy ; also in general cachexia, scrofula seminal weakness and constitutional tertiary syphilis. The rhizome is made into a paste and applied to swelled hands and feet in general obesity. (R. N. Khory, Vol. II., p. 585). "The authors of the *Makhzan-el-Adwiya* has a long article upon its medicinal virtues. He also notices particularly the valuable appearance of different samples of the drug, and directs that what is heavy, of a rose colour, and free frrm knots is to be selected. He tells us that the fresh rooot is some times brought to India ; some of this he pulanted at Moorshedabad (A. H. 1178) ; It

produced a climbing stem with small elongated leavas, not unlike a bamboo ; after a year's time he dug it up, but found that the roots had degenerated and did not rctain the qualities of China article. "The reported good effects of china-root on the Emperor Charles V., who was suffering from gout, acquired for the drug a great celebrity in Europe, and several works written in praise of its virtues. But though its powers were soon found to have been greatly over-rated, it still retained some reputation as a sudorific and alterative, and was much used at the end of the 17th century in the same way as sarsaparilla. It still retains a place in some modern Pharmacopœias. (Dymock, Vol. III., p. 501).

নব্যমত—তোপচিনি, ঘর্ম্মকর, উষ্ণ, রসায়ন, এবং অপক্ক স্ফোটক এবং অর্ব্বুদাদি বসাইয়া দিতে পারে। দীর্ঘকালের শিরঃপীড়ায়, অনন্ত মূলের সহিত তোপচিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাগাতকি, এলাচ ও তেজপত্রের সহিত তোপচিনি দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ, বাত, আমবাত, অপস্মার, ধাতুবৈষম্য রক্তাল্পতা, গণ্ডমালা, শুক্রক্ষীণতা, চিরজাত ত্রিরাবৃত্ত ফিরঙ্গরোগে পান করিতে দেওয়া হয়। তোপচিনি পেষণ পূর্ব্বক হস্ত পদের স্ফীতিতে প্রলেপ দেওয়া যায়। সম্রাট পঞ্চম চার্লসের বাত হওয়ায়, তিনি তোপচিনি ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছিলেন। সেই হইতে য়ুরোপে তোপচিনির সমাদর বেশ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। এবং তোপচিনির গুণের প্রশংসা করিয়া কতকগুলি পুস্তক ও রচিত হইয়াছিল। কালক্রমে যদিও প্রকাশ পাইয়াছিল যে তোপচিনির গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচারিত হইয়াছে তথাপি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত, ঘর্ম্মকর ও রসায়ন বলিয়া তোপচিনির খ্যাতি অব্যাহত ছিল। এবং উহা সার্শাপ্যারিলার মত ব্যবহৃত হইত। এখনও কোন কোন আধুনিক ফার্ম্মাকোপিয়াতে তোপচিনি স্বীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। (ডিমক্, ৩য় খঃ, ৫০১পৃঃ)।

জটামাংসী—Indian Spikenard.

জটামাংসী—Nardostachys Jatamansi নামক উদ্ভিদের মূল। মূলগাত্র কর্কশ কৃষ্ণবর্ণ লোমের মত বস্তুতে আবৃত। একপ্রকার বিচিত্র গন্ধ আছে। স্বাদ তিক্ত। সচরাচর বণিক্ দোকানে যে জটামাংসী পাওয়া যায় তাহা পুরাণ, কীটদষ্ট অতএব ব্যবহারের অযোগ্য। **গুণ**—আক্ষেপ নিবারক বলিয়া জটামাংসীর বেশ খ্যাতি আছে। ইংরাজ ডাক্তাররা বলেন জটামাংসী অফিসিয়েল "ভেলিরিয়ান" নামক ঔষধের উত্তম প্রতিনিধি। জটামাংসী মূর্চ্ছা হৃৎস্পন্দন, (বুক ধড়ফড় করা) ও উদরাধ্মান রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যবহার প্রণালী অর্দ্ধ কুট্টিত জটামাংসী ১ তোলা উষ্ণ জল ৮ তোলা ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া পান করিতে হয়।

জিঙ্গিনী—জিঙ্গিনী।

জিঙ্গিনী—Odina Wodier. মন্বর্থসংজ্ঞা—"সুনির্য্যাসা"। জিঙ্গিনী মধুরা সোষ্ণা কষায়া ব্রণশোধিনী। কটুকা ব্রণহৃদ্রোগবাতাতিসারহৃৎ পটুঃ। সমাহগ্রাহবহ্ন্যা দাহবিস্ফোটহৃৎ পুনঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥ বাতঘ্নী মধুরোষ্ণা চ ব্রণঘ্নী যোনিশোধিনী। জিঙ্গিনী কটুকা পাকে তথাতিসারনাশনী। রাজবল্লভঃ॥

ভাষানাম—বাঃ—জিওল। হিঃ—জিঙ্গিনী কাসমল্লা। তৈঃ—গম্পিনা। জিওলের সংস্কৃত নাম নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়—রক্সবর্গ—জিবল (Jeevula), ডিমক—জিঙ্গিনী, অজশৃঙ্গী, নেত্রৌষধি, কৈফারি—অজশৃঙ্গী, জিঙ্গল, নেত্রৌষধি, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈদ্যকোক্ত জিঙ্গিনীই জিওল।

Constituents.—The bark contains tannin and ash, the contains considerable quantity of potassium, carbonate and hence deliquescent. **Actions and uses.**—Astringent used as a gargle for the mouth; also as a lotion for skin eruptions. The bark mixed with Neem oil is said to be very useful application for chronic ulcers. The gum beaten up with brandy is used as an application to sprains and bruises. The gum is given internally in asthma and as a cordial to woman during lactation. (R. N. Khory, Vol. II., p. 165). "In the Pharmacopœia of India the astringent properties of the bark are noticed, and its use as a lotions in impetiginous eruptions and obstinate ulcerations. A decoction of the bark is recommended by Dr. B. Bose as an astringent gargle. At Pondicherry the bark is administered in gout and dysentery; it has a stimulant action, (Dymock, Vol. I., p. 393).

নব্যমত—জিওলের ছালের ক্বাথ সঙ্কোচক। ইহা মুখরোগে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়। বিসর্পাদিরোগে এই কাথ পরিষেচনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জিওলের ছালচূর্ণ নিমের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুরাণ ক্ষতে প্রয়োগ করা হয়। ইহা ক্ষত পূরক। জিওলের আঠা, ব্রাণ্ডির সহিত পেষণ করিয়া পিষ্ট, দুষ্ট অঙ্গে প্রলেপ এবং শ্বাসরোগে সেবন করান হইয়া থাকে। স্তন্যদাত্রী স্ত্রীলোকেরা হৃদয়ের বলপ্রদ বলিয়াও ইহা সেবন করিয়া থাকেন। (আর্, এন্, খোরি, ২য় খঃ, ১৬৫ পৃঃ)। "ফার্মাকোপিয়া অভ্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে জিওলের ছালের সঙ্কোচনী শক্তির উল্লেখ আছে। বিসর্পাদিরোগে

এবং কদর্য্যক্ষতে জিওল ছালের কাথ ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। ডাঃ বি, বসু সঙ্কোচক বলিয়া এই কাথ মুখরোগে ব্যবহার করিতে বলেন। জিওলের ছাল সমুত্তেজক। (ডিমক্, ১মঃ খঃ, ৩৯৩ পৃঃ)।

ঢেঁড়শ—ঢিঁডৃশ।

ঢিঁডৃশ—Hibiscus Cancellatus. Eng.—Edible Hibiscus.

ভাষানাম—বাঃ—ঢেঁড়শ। **হিঃ—রাম তরই।** তাঃ—ভেণ্ডয়িকেক্। তৈঃ—বেণ্ডাকরা। গুঃ—ভিণ্ডু। অঃ—বনিয়া। **বক্তব্য**—ঢেঁড়শকে, নবীন সংগ্রহে 'পিচ্ছলা' বলা হইয়াছে। পিচ্ছিলার গুণ—"যোনিপ্রদাহনুৎ। বিষদোষপ্রমেহাস্রপিত্তঘ্নদ্ বলপুষ্টিকৃৎ"। **ডিমক** বলেন—কাহার কাহার মতে ঢেঁড়শের সংস্কৃত নাম তিন্দিশ। ডিমকের মতে ঢেঁড়াশর সংস্কৃত নাম ভেণ্ডা। রাজনিঘণ্টুক্ত ভেণ্ডার পর্য্যায়ে **"অম্লপত্রক"** শব্দ এবং গুণোল্লেখ স্থলে "অম্লরসা" কথিত হইয়াছে। ঢেঁড়শে এই দুই শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং রাজনিঘণ্টুক্ত ভেণ্ডা ঢেঁড়শ নহে।

Contituents.—Fresh capsules contain pectin, stranch, mucilage and ashes, rich in salts of potash, lime and magnesia, the ripe seeds contain phosphoric acid. **Actions and uses.**—Emollient, demulcent, diuretic, cooling and aphrodisiac, given in irritation of the throat, catarrh of the bladder, dysuria, and gonorrhœa. (R. N. Khory, Vol. II., p. 91.), "Mahomedan writers describe it as cold and moist and beneficial to people of a hot temperament. *Roxburgh* considers it to be nourishing as well as mucilaginous and recommends it as a valuable soothing and demulcent remedy in irritation of the throat caused by coughing. In the Bengal Dispensatory a lozenge is recommended." (Dymack, Vol. I., p. 211).

নব্যমত—ট্যাঁড়শ,—স্নিগ্ধ, শীত, মূত্রকর ও বৃষ্য। ইহা গলা "খুশ্ খুশ্" করিয়া কাসি, শ্লৈষ্মিক মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। (ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৯১ পৃঃ)। রক্সবর্গের মতে ট্যাঁড়শ উৎকাসির উত্তম ঔষধ। "বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটরী" নামক পুস্তকে উৎকাসিতে ট্যাঁড়শের লজেঞ্জুস্ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

তার্পিণ তৈল।

স্বেদ, মালিশ ও পিচকারী এই তিন প্রকারে তার্পিণ তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বেদ—দুইপ্রকারে এই স্বেদ প্রয়োগ করা যায়—(১) একটুকরা ফ্ল্যানেল অত্যুষ্ণ জলে

ভিজাইয়া খুব জোরে নিঙড়াইয়া শুষ্কবৎ করিবে। পরে উহাতে বেশ করিয়া তার্পিন তৈল ছড়াইয়া দিয়া যে অঙ্গে স্বেদ দিতে হইবে সেই অঙ্গে চাপিয়া ধরিবে। (২) যে অঙ্গে স্বেদ দিবে তৎপরিমাণে এক টুকরা কাপড় বা "লিণ্ট" তার্পিন তৈলে ভিজাইয়া যে অঙ্গে স্বেদ দিবে সেই স্থানে বিছাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ উহার উপর অগ্নিতে উত্তপ্ত একখণ্ড ফ্ল্যানেল রাখিয়া চাপিয়া ধরিবে রোগী যত গরম সহ্য করিতে পারে সেইরূপই দিতে হইবে। নিম্নলিখিত রোগে এই স্বেদ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে—পেট বেদনা, পুরাণ আমও রক্তাতিসার যে যখন অন্য উপায় উপশম হয় না, পেট কাঁপা, বাতশূল, পুরাণ কাসরোগ ও তজ্জন্য শ্বাস প্রশ্বাসে ক্লেশ ও শ্বাসরোগ। **মালিশ**—মালিশ প্রস্তুতের নিয়ম—তার্পিন তৈল ৵৷৹ সেরে কর্পূর এক ছটাক দিবে। পরে নরম সাবান ২৷৷৹ তোলা খলে লইয়া ঐ কর্পূর মিশ্রিত তার্পিন তৈল কিছু লইয়া সাবান উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে—তেলে সাবানে বেশ মিলিয়া গেলে ইহা পূর্ব্বোক্ত অবশিষ্ট কর্পূর মিশ্রিত তার্পিন তৈলের সহিত উত্তমরূপ মিলাইবে। এই মালিশ পুরাণ বাত, কটীবাত, গৃধ্রসী বাতব্যাধি এবং অনেক রকম বেদনার পক্ষে উপকারী। **পিচকারী** তার্পিন তৈল আধছটাক কাঁজি ৵৷৹ সেরে মিশাইয়া পিচকারী দিলে—মূর্চ্ছা অপস্মার, শূল, অজ্ঞানতা ও প্রসবের পর আক্ষেপ রোগে হিতকর।

তাম্রকূট—তাম্রকূটঃ।

তাম্রকূটঃ, কলঞ্জঃ—Nicotiana Tabacum. **তমাখুঃ পিত্তলস্তীক্ষ্ণোষ্ণো বস্তিবিশোধনঃ। মদকৃদ্ভ্রমকৃত্তিক্তো দৃষ্টিমান্দ্যকরঃ সরঃ। বামকঃ কটুকো রুচ্যো বাতস্যানুবিলোমকঃ। কফকাসশ্বাসকোষ্ঠবাতকৃমীঞ্জয়েৎ। দন্তশুক্র-দৃষ্টিরুজো লিক্ষাযূকাদিকান্ গদান্। বৃশ্চিকাদিবিষং শীঘ্রং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্। শালিগ্রামনিঘণ্টুঃ। কলঞ্জসংবেষ্টনধূমপানাৎ। স্যাদ্দন্তশুদ্ধি-র্মুখরোগহানিঃ। কফঘ্ন মামজ্বরহানিকৃচ্চ। গান্ধর্ববিদ্যাপ্রবণৈকসেব্যম্। বিষ্ণুসিদ্ধান্তসারাবলী॥ শিরোগদচ্ছিৎ চর্বণঃ কলঞ্জো। বম্যাবিষং বিশ্ববিষস্য হন্তা। কলঞ্জসংবেষ্টনধূমপানাৎ। স্যাদ্দন্তশুদ্ধির্মুখরোগহানিঃ। কশ্চিৎ॥**

ভাষানাম—বাঃ—তামাক, তামাকু। **হিঃ—তমাখু।** মঃ—তম্বাখু। গুঃ—তমাকু। ফাঃ—তম্বাকু। অঃ—তম্বাক। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—আর্দ্র ও শুষ্ক পত্র, ডাঁটা—সমগ্র উদ্ভিদ্। **মাত্রা**—শুষ্কপত্র চূর্ণ ১—২ আনা। পত্ররস ½—২ তোলা। **শালিগ্রাম নিঘণ্টু**—তামাকের পত্রাদি,—পিত্তকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বস্তিশোধন,

মত্ততাজনক, খাইলে গা ঘোরে, তিক্ত, দর্শন শক্তি নিস্তেজকারী, রেচক, বমনকারী, কটু, রুচিজনক, বায়ুর অনুলোমক, কফ, শ্বাস, কাস, বাত, কোষ্ঠবাত এবং কৃমি জয় করে, দন্ত-পীড়া, শুক্রের পীড়া, চক্ষুরোগ, উকুন, বিছার বিষ, এবং শোথ নাশক। **বিষ্ণুসিদ্ধান্ত-সারাবলী**—তামাকের পাতার চুরটের ধূম পান করিলে দন্ত ও মুখরোগ নিবৃত্তি পায়। ইহা কফঘ্ন ও আমজ্বর নাশক। তামাক স্বয়ং বিষ, কিন্তু বিষনাশক, ইহা শিরোরোগ হর। নস্য করিলে হাঁছি হয়।

Constituents.—Nicotine—a liquid alkaloid, Nicotianin a volatile sable camphoraceous principle. resin, albumen, gum, extractive matter and ash, containing a large amount of salts as sulphates, nitrates, chlorides phosphates, malates and citrates of potassium, ammonium calcium &c. **Actions and uses.**—The juice of the leaves is sedative and antispasmodic. Dry leaves are irritant, nauseating, emetic and sometimes purgative, in small doses, tobacco stimulates the secorting glands as the saliva, the intestinal secretions and the urine. It lessens the sense of excessive exertion and fatigue. It keeps the bowels free. In some persons it usually causes vomiting. In large doses and if taken for a long time it produces tremors, clonic spasms, contracted pupils, derpression of the heart, cold skin and profuse sweats In toxic doses, it leads to coma, and death by paralysis of the heart and respiration. smoking or chewing tobacco leaves to excess, causes, irritaiton of the fauces, pharynx and stomach, leading to dyspepsia to great nervous depression, impaired sexual appetite and even to angina. It interfers with nutrition, digestion and assimilation, and hence smoking is very injurious in the young. In a few casses, it leads cardiac hypertrophy, cardic dilatation and even cardiac valvular lesion. Nicotina, Nicotine or Nicotia is the poisonous principle. Its quantity varies greatly in different specimens. To obtain it add potassa to concentrated acidulated infusion of the leaves, shake with ether to dissolve the alkaloid, add oxalic acid to form nicotine oxalate; this is precepitated by ether. It is a colourless volatile oily liquid; taste acrid, odour strong and disagreeable; exposed to the air it rapidly becomes brown. It forms soluble salts with acids; soluble in water. also in alcohol and ether. Does $\frac{1}{10}$ to $\frac{1}{4}$ gr. given in tetanus, and stychnine poisoning.

According to some, tobacco smoke contains no nicotine, but in its

stead it contains a series of empyreumatic decomposition products as pyridine, picoline, collidine, parvoline, &c. In the smoke of tobacco used for pipe, pyridine is found in the largest quantity ; whereas in cigars, where there is free access of air, collidine predominates. Tobacco smoke also contains about 9. p. c. of carbon dioxide ; and such substances as hydrocyanic aeid, creosote, hydrogen sulphide gas and acetic, carbolic and valerianic acids. Nicotine is a violent gastric irritant. It often leads to vomiting and collapse, Its action is very rapid, and fatal results follow in a few minutes. Given in minim doses internally or 2 minims by the rectum, it relieves spasm in tetanus and in strychnine poisoning. gr. 1/12 hypodermically injected is also very effective. Tobacco may be given as a diuretic in renal dropsy and as an anti-spasmodic in emphysema, asthma, whooping cough, obstinate hiccough, nomphomania, chordee and to relieve colic. It may also be used as inhalation, in nasal polypi, nasal catarrh, headache, chronic giddiness, and fainting. The leaves are made hot and applied to the abdomen in colic and gripes, and to the spine in tetanus. The upper surface of the leaf painted with silarasa is used as an application to the painful swelling of the testes in orchitis. Fresh leaves when bruised are locally applied as a palliative in urticaria, gouty and rheumatic painful joints, and to the abdomen in lead colic. The natives use a course powder or thin slices of the leaves to smoke in hukka or to chew it in the mouth. Moderate tobacoo smoking is considered to be calmative, and cardiac sedative, disinfectant, and good for fumigating rooms. A very fiine powder of the leaves known as tapkhir (snuff) is often used as a tooth powder (R. N. Khory, Vol. II., pp. 446-7). There can be no doubt that the moderate use of tobacco smoking is not injurious to a great many people, but it is equally certain that on some constitution it produces mischievous effects. For a full account of the injurious action of the excessive use of the herb by smoking, snuffing or chewing Stille's *therapeutics* may be consulted. He shows that it lessons the natural appetite more or less impairs digestion and induces constipation, while it irritate the mouth and throat rendering it habitually congested and imparing the puriety of voice. It induces a constant sense of uneasiness and nervousness, with epigastric sinking or tension

palpitation (irritable heart") hypochondriasis, impaired memory, neuralgia, and frequent urination. Chewing and sunffing tend to cause gastralgia, but smoking causes neuralgia of the fifth pair. It renders vision weak and uncertain, causing objects to appear nebulous, or creates muscæ volitantes and similar subjective perceptions, Analogous derangements of hearing occur, with buzzing, ringing &c, In the ears, and even hallucinations of this sense. Often there is a feeling of a rush of blood to the head, with vertigo and impairment of attention, so as to prevent continuous mental effort ; the mind is also apt to be filled with crude and groundless fancies leading to self-distrust and melancholy. The sleep is frequently restless and disturbed by distressing dreams. It impairs muscular power and co-ordination, probably both by interfering with nutrition and by exhausting nervous force an usually keeps down the growth of muscle and the deposit of fat. Lander-Brunton remarks that effect produced on the system by tobacco smoking may be partly due to nicotine, but are probably rather due to products of its decomposition, such as *pyridine* and *collidine.* In pipe smoking pyridine preponderates, but when tobocco is smoked in cigers, where there is free access of air, the chief product of the dry distillation undergone by the tobacco is *collidine*, which is far less active than pyridine and this may partly account for the fact that many Europeans who have resided for some years in India, are unable to smoke a pipe but can smoke many times the equivalent of a pipeful of tobacco in the from of cigars with impunity. (Dymock, Vol. II., pp. 638-9)

নব্যমত—তামাকের পাতার রস অবসাদক এবং আক্ষেপ নিবারক। শুষ্ক পত্র—উত্তেজক, বিবমিষা জনক, বমনকারী এবং কচিৎ বিরেচক। **অল্পমাত্রায়** ইহা লালা, আন্ত্রিক নিঃসরণ এবং মূত্রস্রাব বর্দ্ধিত করে, শ্রম ও ক্লান্তি অপনোদন করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, কাহার কাহার ইহা সেবন করিলে, কম্প, মৃগী রোগের মত আক্ষেপ অক্ষিতারকার সঙ্কোচ, হৃদয়ের অবসাদ, ত্বকের অস্বাভাবিক শৈত্য এবং প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। **বিষকারী মাত্রায়** সেবিত হইলে, ইহা "কোমা" আনয়ন করে এবং হৃদয় ও নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস ক্রিয়ার অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু ঘটায়। **অতিরিক্ত মাত্রায়** তামাক সাজিয়া খাইলে বা চর্ব্বণ করিলে গলদেশ, কণ্ঠ ও পাকস্থলীর উত্তেজনা জন্মে। এবং পরিণামে গ্রহণী, শরীরের অবসাদ, স্ত্রী সম্ভোগেচ্ছার ন্যূনতা এমন কি নিঃশ্বাসের কৃচ্ছ্রপ্রায়তা জন্মিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন ইহা পোষণ ও পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত করে। অতএব বালক ও যুবক-গণের পক্ষে তামাক সাজিয়া খাওয়া বা চর্ব্বণ করা অতীব অনিষ্টকর। কাহার কাহার হৃদয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, স্ফীততা প্রভৃতি উৎকট পীড়া জন্মিয়া থাকে। "নাইকোটিন্" তামাকের অন্যতম বীর্য্যবান্ উপাদান। ইহা বিষবৎ অনিষ্টকারী বটে, কিন্তু মাত্রানুসারে বিচার পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ইহা প্রাণপ্রদ ভেষজ। তামাক, শোথ বিশেষে (Renal dropsy) মূত্রকারকরূপে এবং শ্বাস, ঘুংড়িকাসি, কষ্টসাধ্য হিক্কা, অত্যুৎকট স্ত্রী সম্ভোগেচ্ছা, শিশ্নের আক্ষেপ ও আধোবক্রতা এবং শূল প্রশমনার্থ আক্ষেপহররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিশ্যায়, শিরঃপীড়া, দীর্ঘকালের শিরোঘূর্ণনও ভ্রমিরোগে, তামাকের ধূম আঘ্রাণ করিতে দেওয়া হয়। তামাকের পাতা গরম করিয়া শূল ও পেটকামড়ানিতে পেটে এবং ধনুষ্টঙ্কাররোগে পৃষ্টবংশে স্থাপন করা হয়। তামাক পাতার উর্দ্ধপৃষ্ঠে শিলারস লেপন করিয়া, যন্ত্রণাদায়ক কোষের স্ফীতিতে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কোঠ অর্থাৎ গায়ে বোল্‌তা কামড়ানর মত দাগ, বাতের ফুলা এবং সীসক-হেতু-ভূত শূলে (Lead colic) তামাকের কাঁচা পাতা পেষণপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পরিমিতরূপে তামাকের ধূম পান করিলে, তামাক হৃদ্য, অবসাদক, ও সংক্রমণহর। বাসগৃহ ধূপিত করিবার পক্ষে ইহা প্রশস্ত। তামাকের অতি সূক্ষ্মচূর্ণ দন্তধাবন চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৪৪৫-৪৭ পৃঃ)।

পরিমিত মাত্রায় তামাকের ধূমপান যে অনেকের পক্ষে অহিতকর নহে এ বিষয়ে যেমন সন্দেহ নাই, কোন কোন লোকের শরীরে তামাক যে বিশেষ অনিষ্টোৎপাদন করে এ কথাও তদ্রূপ নিশ্চিত। তামাক অতিমাত্রায়, নস্যরূপে, চর্ব্বণ করিয়া, কিংবা সাজিয়া খাইলে যে অনিষ্টপরম্পরা সংঘটিত হয় ষ্টিলারের "থিরাপিউটিক্স" নামক পুস্তকে তৎসমুদয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, তামাক যে কোনরূপে অতি মাত্রায় সেবন করিলে ক্ষুধা মন্দীভূত হয়, পরিপাক শক্তি অল্লাধিক হীনবল হয়, কোষ্ঠবদ্ধ দেখা দেয়, মুখ ও গলদেশ সতত উত্তেজিত হওয়ায় তত্তৎ অঙ্গে স্থায়ী রক্তাধিক্য জন্মিয়া থাকে, ও স্বরের বিকৃতি হয়, মন সর্ব্বদা অপ্রসন্ন, পেট ভার, বুক ধড়ফড় করা, পেটে বেদনা, বিষণ্ণভাব, স্মৃতি শক্তির হানি, নিউর‍্যালজিয়া এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ করিতে হয়। তামাক চর্ব্বণ করিলে বা নস্য লইলে, পাকস্থালীর প্রদাহ ঘটিবার সম্ভাবনা, কিন্তু ধূমপান করিলে নার্ভের পঞ্চমী যুগ্মের (Fifth pair) শূল জন্মিয়া থাকে। দৃষ্টিশক্তি দুর্ব্বল ও প্রতিহত হয়, দৃষ্টবস্তু বেশ স্পষ্ট দেখা যায় না—আকাশ মেঘাবৃত হইলে যেমন অস্পষ্ট দেখায় সেইরূপ লক্ষিত হয়, অপিচ নানাবিধ দৃষ্টি বিভ্রম, শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য, কর্ণে বিচিত্র, অদ্ভুত ও মিথ্যা শব্দ শ্রবণ, মনে হয় যেন মাথায় প্রবলবেগে রক্ত উঠিতেছে, শিরোঘূর্ণন, কোন বিষয়ে

মনঃসংযোগ করিবার শক্তিহানি হওয়ায়, অধিক্ষণ মানসিক শ্রমে অপটুতা, মন অভিনব অমূলক কল্পনায় পূর্ণ থাকে, ইহার ফলে বিমর্ষাত্মক মনোবিকার এবং নিজের প্রতি অবিশ্বাস ঘটিয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন এবং নিদ্রা ভীতিপ্রদ স্বপ্নমালায় বিড়ম্বিত হয়। পোষণের বিঘ্ন এবং নার্ভের বলক্ষয় হওয়ায় পেশীর শক্তি এবং সমকার্য্যকারিত্ব (Co-ordination) হ্রাস পায় ইহার ফলে পেশীর বর্দ্ধন এবং উহাতে মেদঃসঞ্চয় মন্দীভূত হইয়া থাকে। (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ৬৩৮-৩৯ পৃঃ)।

তোক্মারি।

তোক্মারি যে উদ্ভিদের বীজ সেই উদ্ভিদের পঞ্জাব এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আবাদ হইয়া থাকে। ইহা প্রায় ঈশফ্ গুলের মত কেবল বর্ণ কাল। ইহা অত্যন্ত পিচ্ছিল। ক্ষীণ ধারে প্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা, আট্কাইয়া প্রস্রাব হওয়ায় ইহা জলে ভিজাইয়া সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়; ফোড়ার উপর জলে ভিজান তোক্মারির পটী দিলে ফোড়ার বেদনা নিবৃত্তি পায় এবং হয় ফোড়া বসিয়া যায় বা উহা সত্বর পাকিয়া যায়।

ত্বক্—ত্বক্।

বরাঙ্গম্, গুড়ত্বক্, সৈংহলম্—Ceylon Cinnamon; **ত্বক্পত্রম্, লাটপর্ণম্**—Indian Cinnamon. Cinnamomum Iners, C. Nitidum.

ভেদঃ—সৈংহল, লাটপর্ণশ্চ। অন্বর্থসংজ্ঞা—"সুরভিবল্কলম্," "হৃদ্যম্," "বল্যম্," "কামবল্লভম্," "মুখশোধনম্"। বরাঙ্গং লঘুতীক্ষ্ণোষ্ণং কফবাতবিষাপহম্। কণ্ঠবক্ত্ররুজোহন্তি শিরোরুগ্বস্তিশোধনম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। ত্বচন্তু কটুকং শীতং কফকাসবিনাশনম্। শুক্রামশমনঞ্চৈব কণ্ঠশুদ্ধিকরং লঘু। রাজনিঘণ্টুঃ। ত্বচং লঘূষ্ণং কটুকং স্বাদু তিক্তঞ্চ রূক্ষকম্। পিত্তলং কফবাতঘ্নং কণ্ডামারুচিনাশনম্। হৃদ্বস্তিরোগবাতার্শঃক্রিমিপীনসশুক্রহৃৎ। তন্বী দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিলপিত্তহৃৎ। সুরভিঃ শুক্রলা বর্ণ্যা মুখশোষতৃষাপহা। ভাবপ্রকাশঃ। বহ্নিমান্দ্যানিলহর মাধ্মানাবিপনাশনম্। বাষ্পযুক্তং শ্রমশমনং সংগ্রাহি দমনার্ত্তিহৃৎ। ত্বাচং তৈলং রজঃস্রাবি তোয়ে ক্ষিপ্তং নিমজ্জতি। আত্রেয়সংহিতা।

দারুচিনির ভেদ—উৎপত্তিস্থানভেদে দারুচিনি তিন প্রকার—(১) সিংহল দারু-

চিনি, (২) চীন দেশীয় দারুচিনি, (৩) ভারতীয় দারুচিনি। ধন্বন্তরি ও নরহরি উভয়েই দারুচিনির পর্য্যায় কথনে "সৈংহলং .লাটপর্ণঞ্চ" এই দুইটী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। লাট, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী দেশ। লাট দেশজাত দারুচিনি সম্ভবতঃ C. Iners, C. Nitidum বৃক্ষের ত্বক্। ভারতবর্ষীয় দারুচিনিকে হিন্দুস্থানের লোকে "ত্বজ" বলে। দারুচিনি জাতীয় নানা বৃক্ষের ত্বক্ ত্বজ্ নামে কথিত হইয়া থাকে ইহাদের নাম—C. Tamala C. Iners C. Nitidum ইহাদের মধ্যে C. Tamala হিমালয় সন্নিহিত দেশে এবং শেষোক্ত দুইটী দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমোপকূলে জন্মে। সৈংহল ও চীনদেশীয় দারুচিনি উত্তম, ভারতীয় দারুচিনি অধম। সৈংহল দারুচিনি পীততাম্রবর্ণ, অনেকগুলি পাৎলা লম্বা ত্বক্ একত্র কোঁকড়াইয়া কলমের মত হইয়া থাকে। চীনদেশীয় দারুচিনি প্রায় একত্র জড়াইয়া থাকে না—এক একটী আলাহিদা, আকৃতিতে অসম স্থূলতায় যুবতীর অঙ্গুলিতুল্য, ভাঙ্গিলে "মড় মড়" করিয়া শব্দ হয়, মনোহর গন্ধ, স্বাদ মিষ্ট ও ঝাল। ভারতীয় দারুচিনি কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল, তত মধুর নহে, গন্ধ তীব্রতর, ভিজাইলে পিচ্ছিল হয়। **মাত্রা**—চূর্ণ ১—৪ আনা। ক্বাথ ১—৪ তোলা। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু**—দারুচিনি, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফ, বাত ও বিষদোষ নাশক, কণ্ঠ ও মুখ রোগ নাশক, শিরঃপীড়াহর এবং বস্তি শোধন। **রাজনিঘণ্টু**—দারুচিনি,—কটু, শীত, এবং কফজ, কাস, শুক্র নামক নেত্ররোগ, আমাতীসার নাশক, সারক লঘু ও কণ্ঠশুদ্ধিকর। **ভাবপ্রকাশ**—ত্বজ্ অর্থাৎ ভারতীয় দারুচিনি, লঘু, উষ্ণ, কটু, স্বাদু, তিক্ত, রুক্ষ, পিত্তপ্রদ, কফবাতঘ্ন কণ্ডু, আমদোষ ও অরুচি নাশক; হৃদয় ও বস্তির বিবিধরোগ, বাত, অর্শ ও কৃমি নাশক। তরুণ কফরোগ ও শুক্রদোষ হর; সিংহল বা চীনদেশীয় দারুচিনি,—স্বাদু, সুরভি, তিক্ত, বাতপিত্ত হর, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণের হিতকর এবং মুখশোষ ও তৃষ্ণা নাশক। **আত্রেয় সংহিতা**—দারুচিনির তৈল,—অগ্নিমান্দ্য বায়ুবৃদ্ধি, আধ্মান, আক্ষেপ, বমন, বিবমিষা ও দন্তশূলাদি দন্তরোগ প্রশমন। ইহা ধারক এবং রজঃস্রাবকারী। এই তৈল জলে ঢালিলে ডুবিয়া যায়।

Constituents.—Volatile oil, 2 p., c, cinnamic asid, resin, tannin, sugar, mannit, starch, mucilage, ash, &c. **Actions and uses.**—The bark is an agreeable, carminative antispasmodic, aromatic, stimulant, astringent and germicide, and is used as adjunct to other medicines. The oil has no astringency. It is a Vascular and nervine stimulent. In large doses the oil in an irritant and narcotic poison. In medicinal doses it is a good remdey for flatulence, paralysis of the tongue, enteralgia and cramps in the stomach; also to cheek nausea and vomiting. As an antiseptic it is used as an injection in gonorrhoea. As a germicide, it

destroys the pathogenic bacilli and is used internally in typhoid fever. The bark is hæmostatic, and has a specific action on the uterus and is given with other uterine hæmorrhages ; also given in flatulence, nausea, vomiting and to cheek diarrhœa and the gripes caused by other medicines. Cinnamic acid is antitubercular and is used as an injection in phthisis. (R. N. Khory, Vol. II., p. 528).

নব্যমত—দারুচিনি,—হৃদ্য, বায়ুনাশক, আক্ষেপহর সুগন্ধি, উষ্ণ, সঙ্কোচক এবং রোগোৎপাদক জীবাণু নাশক (germicide) দারুচিনি, অন্যান্য ভেষজের সহকারী রূপে ব্যবহৃত হয়। দারুচিনির তৈল সঙ্কোচক নহে। ইহা নাড়ী প্রতান এবং নার্ভবর্গের উত্তেজনকারী। **অধিক মাত্রায়** ইহা বিষবৎ কার্য্য করে। **ভেষজোপযোগী মাত্রায়** সেবিত হইলে ইহা, উদরাধ্মান, জিহ্বাস্তম্ভ, গ্রহণী, অন্ত্রের শূল, আমাশয়ের আক্ষেপ, বিবমিষা ও বমন নিবারণের উত্তম ঔষধ। এণ্টিসেপ্টিক্ বলিয়া গণোরিয়া রোগে দারুচিনির তৈলের পিচকারী দেওয়া হয়। রোগোৎপাদক জীবাণু নাশক বলিয়া ইহা টায়ফয়েড্ জ্বর প্রভৃতিরোগে ব্যবহৃত হয়। দারুচিনি রক্তরোধক—গর্ভাশয়ের উপরি ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাবে দারুচিনি হিতকর। দারুচিনি, আমাতীসারের ও রেচক ঔষধ সেবন জন্য পেটকামড়ানিতে বিশেষ উপকারী। উরঃক্ষতে দারুচিনির এসিড্ (Cinnamic caid) পিচকারী করা হয়। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫২৮ পৃঃ)।

নালুক।

নালুকা, দারুচিনি অপেক্ষা ফিকে রঙ্ এবং স্থূল এক প্রকার ছাল। ইহা জলে পেষণ করিলে পিচ্ছিল হয়। বণিকেরা দারুচিনির সহিত নালুকা ভেজাল দেয়। দুষ্ট স্ফোটকে নালুকা চূর্ণ শীতল জলে মিশাইয়া লেপদিলে ক্ষত বর্দ্ধিত হইতে পারে না। নালুকার সংস্কৃত নাম নলিক। তৈলের মূর্চ্ছাপাকে নালুকার উল্লেখ আছে।

প্রপৌণ্ডরিক।

প্রপৌণ্ডরিক বা পুণ্ডরীক নামে চাহিলে বনিকেরা নানা দ্রব্য দেয়। লোকেও বাস্তবিক পুণ্ডরীক কি জানেনা। পুণ্ডরীক এক প্রকার কাষ্ঠ দেখিতে কতকটা মোটা কুড়ের মত। হিন্দিতে ইহা "আঁখ্কা লক্ড়ী" নামে প্রসিদ্ধ। পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, থেঁতো করিয়া আল্গা করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া ছাগী দুগ্ধে ভিজাইলে দুগ্ধ পীতবর্ণ হইয়া যায়, এই দুগ্ধ চক্ষুতে সেচন করিলে চক্ষু লাল, চক্ষু হইতে জলপড়া এবং চক্ষুর বেদনা প্রশমিত হয়। বিবিধ চক্ষুরোগে পুণ্ডরীক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জন্যই সাধারণতঃ ইহা "আঁখ্কা লক্ড়ী নামে খ্যাত।

পুদিন—পুদিনঃ।

পুদিনঃ, রোচনী—Mentha Sylvestris. অন্বর্থসংজ্ঞা—"ব্যন্তিহারী," "অজীর্ণহরঃ," "হৃদ্যঃ," "মাক্ষশোধনঃ," "সুগন্ধিপত্রঃ"।

পুদিনস্তু গুরুঃ স্বাদুহৃদ্যোহৃদ্যঃ সুখাবহঃ। মলমূত্রস্তম্ভকরঃ কফকাসমদাপহঃ। অগ্নিমান্দ্যবিসূচীঘ্নঃ সংগ্রহণ্যতিসারহা। জীর্ণজ্বরং ক্রমীংশ্চৈব নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্। নিঘণ্টুরত্নাকরঃ। রোচনী বহ্নিজননী বক্ত্রজাড্যনিসূদনী। কফবাতহরী বল্যা ছর্দ্দ্যরোচকবারিণী।

ভাষানাম—বাঃ—পুদিনা। হিঃ—পোদিনা। সুদিনো ; ক্রাঃ—পুদং। অঃ—ফুদানজ্। ইং—ওয়াইল্ডমিণ্ট। ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ। মাত্রা রস ½—১ তোলা, কাথ ২ তোলা। নিঘণ্টুরত্নাকর—পুদিনা,—গুরু, স্বাদু, রুচিজনক, হৃদ্য সুখাবহ, মলমূত্রস্তম্ভকর, কফ, কাস ও মত্ততা নাশন, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচীকা, সংগ্রহগ্রহণী অতিসার জীর্ণজ্বর ও কৃমি বিনাশন। আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান—পুদিনা,—রুচিজনক, অগ্নিকর, মুখের জড়তা নাশকারী, কফবাত হর, বল্য এবং বমনও অরুচিনাশক। বক্তব্য—প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে পুদিনার উল্লেখ নাই। পুদিনা তিন প্রকার—বন্য, পার্ব্বতীয় ও জলজ। কএক প্রকার পুদিনা উদ্যানে পালিত হইয়া থাকে। ইহাদের লাটিন নাম Mentha Viridis (spear-mint). M, Piperita, M. Incana (peppermint), M. Sativa, M. Aquatica, M. Arvensis. ইহাদের মধ্যে M. Incana এবং Micromeria Capitellata পিপারমিণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে।

Contituents.—A volatile oil similar in composition to peppermint, but differing from it in odour and flavour ; resin, gum and tannin. **Actions and uses.**—Stimulant, carminiative and stomachic ; given in hiccough, vomiting &c, A vapour of the leaves is largely inhaled with olen chaha in catarrh and fevers. (R. N. Khory, Vol. II., p, 488). Different kinds of mint are used as domestic remedies on account of their stimulant and carminative properties. They are often made into a medicinal chutney. which is eaten to remove a bad taste in the month in febrile conditions of the body, *e. g.*, padina, kharik (dry dates), black peper, rock salt, raisins and cumin in equal proportions are rubbed into a chutney with limejuice. (Dymock, Vol. III., p. 103).

নব্যমত—পুদিনা—উষ্ণ, বায়ুনাশক ও পাচক। ইহা হিক্কা বমনাদিরোগে সেব্য। পত্রের ভাপরা জর ও তরুণ কফরোগে হিতকর। (ঐর, এন্, ক্লোরি, ২য়: খ:, ৪৮৮ পৃ:)।

পেঁপে—পঁপি।

পঁপি—Carica Papaya. Eng.—Papaw.

ভাষানাম—বাঃ—পেঁপিয়া। হিঃ—পঁপিয়া। তাঃ—পপ্পালি মরান। তৈঃ—বপৈয়া পণ্ডু। ইং—পপ। ঔষধার্থ ব্যবহার—আঠা। মাত্রা—পূর্ণবয়স্কের পক্ষের চার চামচের এক চামচ। ৭—১০ বৎসর বয়স্কের জন্য অর্দ্ধ চামচ। তিন বৎসর বা তন্ন্যূন বয়স্কের পক্ষে চার চামচের ⅙ অংশ।

Constituents.—The juice contains an albuminiod, digestive or milk curdling ferment—papain or Papayotin. **Papayotin.**—A concentrated, active principle, obtained from the juice by pricipitation with alcohol. A whitish, amorphus eygroscopic powder, soluble in 75 p., c., of absolute alcohol, water and glycerine. Dose 2 to 10 grs. It is capable of digesting 200 times its weight of fresh pressed blood fibrin. Its action is quicker than that of pepsin at higher temperatue, and does not require an addition of free acid. Seven grains of papayotin can digest one pint of milk. It acts as a solvent in alkaline solutions, and like pepsin it curdles milk. Dose 1 to 8 grains. The *fresh fruit* concontains a caoutchouc-like subtancc ; soft yellow resin, fat, albuminoids, sugar, pectin, citric, tartaric and malic acids, dextrine, &c. The *dried fruit* contains a large amount of ash 84. p.c. which contains soda, potash and phosphoric acid. The *seed* contain an oil, papaya oil or caricin, an oil-like substance of a disagreeble taste and smell soluble in ether and alcohol ; several acids ; similar to palmitic acid, carica fat acid and a crystalline acid called papayic acid, a resin acid and a soft resin. *Leaves* contain an alkaloid called Garpaine. **Physiological action.**—The action of the milky juice of the unripe fruit upon the raw meat is well known among Indian cooks. It is on enzyme, similar to pepsin, acting as a salvent in alkaline, acid or neutral solutions. It is a powerful disgestive of meat albumen, forming true peptones. As a solvent of fibrin and other nitrogenous substances, the juice makes the meat tender, and is used as an anthelmintic, and for dyspepsia. Externally it is applied for ring worm and psoriasis, somtimes it is given as an

emmenagogue. It is not precipitated like pepsin on boiling, but is percipitated by mineral acid, iodine, mercuric cloride. (R. N. Khory, Vol. II., pp. 301-2.)

নব্যমত—"পেপেওটীন্" পেঁপের আঠার অন্যতম বীর্য্যবান্ উপাদান—ইহা পেঁপের আঠা হইতে নিষ্কাশিত হয়। মাত্রা—২-১০ গ্রেণ। "পেপেওটীন্", স্বীয় ওজনের ২০০ গুণ, সদ্যোৎকৃত্য মাংস হইতে নিষ্পীড়িত রস, পরিপাক করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্মার সহায়তা পাইলে কোনও এসিডের সংযোগ বিনা "পেপ্‌সিন্" অপেক্ষা দ্রুততর কার্য্য করিয়া থাকে। ৭ গ্রেণ "পেপেওটীন্" এক পাঁইট অর্থাৎ দেড় পোয়া দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে। কাঁচা পেঁপের আঠায় যে মাংসজরণ শক্তি বিদ্যমান্ একথা এতদ্দেশীয় পাচক সম্প্রদায়ের বেশ জানা আছে। পেঁপের আঠা—কৃমিঘ্ন ও গ্রহণীতে হিতকর। দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মবিকারে পেঁপের আঠার প্রলেপ দেওয়া হয় এবং কদাচিৎ ইহা রজঃস্রাবকারী স্বরূপও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্োরি, ২য়: খ:, ৩০১-২ পৃ:)।

পেয়ারা—পিয়ারা।

ভাষানাম—বাঃ—পেয়ারা। হিঃ—মরিফা। তাঃ—বিল্লয় গোয়া পঝাম। তৈঃ—ইরাজাম্ পণ্ডু। অঃ—অমরূদ্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ছাল ও পাতা। ছালের কাথ ৫—১০ তোলা। কোমল পত্রচূর্ণ ১—৪ আনা।

Constituents.—The bark contains tannin 27.4 p. c. Resin and crystals of calcium oxate. **Actions and uses.**—Astringent the unripe fruit is undigestible, and often causes bilious vomiting and feverishness. The ripe fruit is edible but produces costiveness. The bark of white guava is astringent and the decoction is used along with other astringents, for chronic diarrhœa of children. It is also used as a wash in propalapsus. The leaves are astringent and stomachic, and are used to arrest vomiting in diarrhœa. The bark and leaves of the red variety are used to allay vomiting and diarrhœa in cholera. (R. N. Khory, Vol. II., p. 273.)

নব্যমত—পেয়ারার পাতা ও ছাল সঙ্কোচক। কাঁচা পেয়ারা পরিপাক করা কঠিন এবং খাইলে প্রায়ই বমন ও জ্বরভাব জন্মে। পাকা পেয়ারা সুস্বাদু বটে কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ আনয়ন করে। শাদা পেয়ারা গাছের ছালের কাথ, অপরাপর সঙ্কোচক বস্তুর সহিত শিশুগণের পুরাতন উদরাময়ে সেবনার্থ ব্যবহৃত হয়। পেয়ারার কচিপাতা, কষায় ও পাচক,

ইহা অতিসার রোগীর বমন নিবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লাল পেয়ারার ছাল ও পাতা, শিশুর অতিসার ও বমনে সেবন করান হয়। (কোরি, ২য়ঃ খঃ, ২৭৩ পৃঃ)।

ফেনিল—ফেনিলঃ।

রিঠা, ফেনিলঃ, অরিষ্টকঃ—Sapindus Trifoliatus. Eng.—Soapnut tree. **অন্বর্থসংজ্ঞা—"রক্তবীজঃ," "পীতফেনঃ," "গর্ভপাতনঃ"। অরিষ্টক স্ত্রিদোষঘ্নো গ্রহজিদ্গর্ভপাতনঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥ রীঠাকরঞ্জস্তিক্তোষ্ণঃ কটুস্নিগ্ধশ্চ বাতজিৎ। কফঘ্নঃ কুষ্ঠকণ্ডূতিবিষবিস্ফোটনাশনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ। অরিষ্টকঃ কটুঃ পাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো লেখনো গুরুঃ। দোষত্রয়হরো গর্ভপাতনো গর্ভশান্তিকৃৎ। তজ্জলং বামকং পানান্নস্যাচ্ছীর্ষরুজাপহম্। অর্দ্ধশীর্ষব্যথাং হন্তি বমনাদ্বিষ নাশনম্। শালিগ্রামনিঘণ্টুঃ।**

ভাষানাম—বাঃ—রিটা। **হিঃ—রিঠা**। তাঃ—পান্নানকট্টাই। তৈঃ—কুঙ্কুডু কয়ালু। গুঃ—অরিথা। ইং—সোপ্‌নাট্। **উদ্ভিদার্থ ব্যবহার**—ফলের শাঁস, বীজ ও মূল। ফলের শাঁসের **মাত্রা**—½—১ আনা। **রাজনিঘণ্টু**—রিঠা—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, কফঘ্ন, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষদোষ, ও বিস্ফোটনাশক। **ভাবপ্রকাশ**—রিঠা—ত্রিদোষনাশক, গ্রহদোষহারী এবং গর্ভপাত করাইয়া থাকে। **শালিগ্রামনিঘণ্টু**—রিঠা—পাকে, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লেখন, গুরু, ত্রিদোষহর, গর্ভপাতন, গর্ভশান্তিকারী। ইহার ক্বাথ পান করিলে বমন হয়, নস্য করিলে শিরঃপীড়া ও আধকপালে নিবৃত্তি পায় এবং বমন দ্বারা বিষদোষ নাশ করে।

Constituents.—Saponin 11·5 p. c. Glucose and pectin. The thick cotyledons contain white fat 30 p. c. It saponifies readily. **Actions and uses.**—Expectorant, emetic, anthelmentic and purgative. Externally stimulant and irritant, used in asthma, colic, worms, and as a purge combined with scammony. Externally applied to the mucous membrane of the nose to rouse patients from insensibility in hysteria, epilepsy, hemicrania and melancholia; also applied to scrofulous and other glandular swelling and to the bities of venomous reptiles; used also to destory pediculi and to wash and cleanse the hairs of the head. Pessaries made of the kernel of the seeds are used in ammenorrhoea and after childbirth to stimulate the uterus to a healthy contraction. (**R. N. Rhory, Vol. II., p. 74. Fumigations with it are**

usesul in hysteria and melancholy. The root is said to be useful as an expectorant. Rheed discribes the tree as anti-arthritic, and says a bath is prepared with the leaves, and the root is administered internally. The bark is astringent. We have no record of the use of the fruit as a poison for human beings, doses of 70 grains and more appear to have injurious effect upon tho system when taken as a purge." (Dymock, Vol. I., p. 368.)

নব্যমত—রিঠা,—কফাপসারক, বমনকারী, কৃমিঘ্ন এবং বিরেচক। বাহিরে প্রয়োগ করিলে সমুত্তেজক। ইহা, শ্বাস, শূল ও কৃমিরোগে এবং সকমুনিয়ার (হিন্দি নাম) সহিত রেচনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছা, অপস্মার, আধকপালে ও বিমর্ষাত্মক উন্মাদগ্রস্ত লুপ্তসংজ্ঞ রোগীর নাসিকাভ্যন্তরে রিঠাচূর্ণ প্রয়োগ করিলে, রোগীর সংজ্ঞা হীনতা দূরীভূত হইয়া চৈতন্যোৎপাদন করে। রিঠা, গণ্ডমালাদি রোগে ও বিষধর সরীসৃপদংশনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রিঠা ব্যবহার করিলে উকুন মরিয়া যায় এবং মাথার চুল পরিষ্কার থাকে। রিঠার বীজের শাঁস জলে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া তরল করিবে। পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ড ইহাতে ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিলে, যে রমণীর রজোরোধ হইয়াছে তাহার রজঃপ্রবৃত্তি পুনরাগত হইয়া থাকে। প্রসবের পর গর্ভাশয়ের স্বাভাবিক সঙ্কোচ ত্বরায় পুনরানয়নার্থও ঐ বস্ত্রখণ্ড যোনিতে ধারণ করা যাইতে পারে। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃঃ)। রিঠারধূমগ্রহণ, মূর্চ্ছা ও বিমর্ষাত্মক মনোবিকারে প্রশস্ত। রিঠার মূল কফাপকর্ষক বলিয়া কথিত। রীড্ বলেন রিঠার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করিলে এবং রিঠার মূল সেবন করিলে সন্ধিস্ফীতি, আমবাত বিনাশ পায়। রিঠার ছাল সঙ্কোচক। রিঠার ফল যে মানুষের পক্ষে বিষ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ আমাদের জানা নাই। বিরেচনার্থ ৭০ গ্রেণ পর্য্যন্ত রিঠা ব্যবহার করিয়াও কোন অনিষ্টোৎপত্তি দৃষ্ট হয় নাই। (ডিমক্, ১মঃ খণ্ড, ৩৬৮ পৃঃ)।

বাকুচিভেদ—বাকুচিভেদঃ।

বাকুচিভেদঃ, ত্রিবারিঃ—Psoralia Corylifolia, Trifolium Uniflorum, **ত্রিবারির্বাকুচিভেদঃ কুষ্ঠদোষরযাস্রজিৎ। বাতবন্ধহরো লেপাৎ ত্রিদোষবিষবিনাশনঃ। আত্রেয়সংহিতা।**

ভাষানাম—বাঃ—বুচ্‌কিদানা। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ। **মাত্রা**,

—বীজচূর্ণ ১—২ আনা। আত্রেয়সংহিতা—বুচ্‌কিদানা, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক। ইহার প্রলেপে ছুলি ও শ্বেতি বিনষ্ট হয়।

Costituets.—*A colourless oil, extractive metter 13 5 p. c.*, albumen, sugar, ash, 7·5 p. c. Containing a trace of manganese. **Actions and uses.**—Seeds are alterative nervine tonic, laxative, aphrodisiac and stimulant ; given in leprosy and chronic skid diseases. (R. N. Khory Vol. II., p. 525). Some years ago the seeds were extensively tried in Bombay by Dr. Bhao Daji and others, as a remedy in leprosy, with same success. Dr. Kanay Lall Dey strongly recommends the oleoresinous extract of the seeds diluted with simple unguents as an application in leucoderma. He says' "After application for same days the white patches appear to become red or vascular ; some times a slightly plainful sensation is felt, occasionaliy some small visicles or pimples appear, and if these be allowed to remain undisturbed, they dry up, leaving a dark spot of pigmentary matters gradually devlope, which ultimately coalesce with each other, and thus the whole patch disappears. It is also remarkable that the appearance of fresh patches is arrested by its application. (Dymock, Vol. 1., p. 413)

নব্যমত—বুচ্‌কিদানা,—রসায়ন, নার্ভের বলপ্রদ, রেচক, বৃষ্য ও উষ্ণ। ইহা কুষ্ঠ ও অন্যান্য চর্ম্মবিকারে সেবনও লেপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য়: খণ্ড, ২২৫ পৃ:)। বুম্বের ডাক্তার ভাওয়াজি এবং অপরে কএক বৎসর পূর্ব্বে বহু কুষ্ঠ রোগীকে বুচ্‌কিদানা সেবন করাইয়া ফল লাভ করিয়াছিলেন। ডা: কানাইলাল দের মতে বুচ্‌কিদানা শ্বেতকুষ্ঠের উত্তম ঔষধ। ইনি বলেন—বুচ্‌কিদানার "অলিও রেজিনাশ্ একষ্ট্রাক্ট" মাথমের সহিত প্রলেপ দিলে কএক দিনের মধ্যে শ্বেত কুষ্ঠাক্রান্ত অঙ্গ লাল হইয়া থাকে। কচিৎ কিঞ্চিৎ বেদনাও অনুভূত হয়। কখন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা বা ফুস্কুড়ি উঠিয়া থাকে, কিন্তু উহাদিগকে না ছিঁড়িলে, না টিপিলে, অতি সত্বর আপনা হইতেই শুষ্ক হয় এবং সেই স্থানে একটী কাল দাগ পড়ে। এই কাল দাগটী ক্রমশ: বর্দ্ধিত হইয়া শ্বেতবর্ণ স্থানটুকুকে গাত্রসবর্ণতা দান করে—কখন বা প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ: গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বুচ্‌কিদানা ব্যবহার করিলে উৎপন্ন শ্বেতকুষ্ঠ আরাম হয় এবং আর নূতন আবির্ভূত হইতে পারে না।" অন্যান্য অনুসন্ধান কারিগণের মতে শ্বেতকুষ্ঠ প্রশমনে বুচ্‌কিদানার শক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত নহে। (ডিমক্, ১ম: খণ্ড, ৪১৩ পৃ:)।

বিম্বী—বিম্বী।

বিম্বী, তুণ্ডিকা, কটুতুণ্ডী—Cephalandra Indica ভেদ: বিম্বী মধুরবিম্বী চ। 'তুণ্ডিকা' কফপিত্তাস্রশোথপাণ্ডুজ্বরাপহা। শ্বাসকাসাপহং স্তন্যং ফলং বাতকফাপহম্। 'বিম্বীফলং' স্বাদু শীতং স্তম্ভনং লেখনং গুরু। পিত্তাস্রদাহশোথঘ্নং বাতাধ্মানবিবন্ধকৃত্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু:॥ 'কটুতুণ্ডী' কটুস্তিক্তা কফবান্তিবিষাপহা। অরোচকাস্রপিত্তঘ্নী সদা পথ্যা চ রোচনী। 'বিম্বী' তু মধুরা শীতা পিত্তশ্বাসকফাপহা। অসৃগ্জ্বরহরা রম্যা কামজিদ্ গৃহবিম্বীকা। রাজনিঘণ্টু:॥ 'বিম্বীফলং' স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্রবাতজিত্। স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাऽऽধ্মানকারকম্। ভাবপ্রকাশ:।

ভাষানাম—বাঃ—তেলাকুচা। হিঃ—কডবী কন্দূরী। মঃ—কড়ু তোণ্ডলী। গুঃ—কড়বী ঘোলী। কঃ—তীতকুন্দুরু। সিং—কিন্দূবিল্। ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল ও পত্র। মধুর ও তিক্তভেদে বিম্বী দুই প্রকার। তন্মধ্যে তিক্তবিম্বীকে তেলাকুচা এবং গৃহবিম্বীকা ও মধুর বিম্বীকে কুঁদরুকি বলে। মাত্রা—মূল ও পত্ররস ১—২ তোলা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—তেলাকুচার মূল ও পত্র,—কফ, রক্তপিত্ত, শোথ, পাণ্ডু জ্বর, শ্বাস ও কাস নাশক এবং স্তন্য প্রদ। ফল, বাত কফাপহ। স্বাদবিম্বীফল অর্থাৎ কুঁদরুকি—স্বাদু, শীত, স্তম্ভন, লেখন, গুরু. ও রক্তপিত্ত, দাহ, শোথনাশক এবং বায়ুপ্রকোপ ও আধ্মানকর এবং মলমূত্ররোধক। রাজনিঘণ্টু—তেলাকুচা—কটুতিক্ত, কফ, বমন ও বিষনাশক, অরোচক, কাস, রক্তপিত্ত নাশক, হিতকর ও রুচিজনক। কুঁদরুকি—মধুর, শীতল, পিত্ত, শ্বাস ও কফনাশক, এবং জ্বর ও কাসহর। ভাবপ্রকাশ—স্বাদু বিম্বী অর্থাৎ কুঁদরুকির ফল,—স্বাদু, শীতল, গুরু, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক, স্তম্ভক, লেখন, রুচিকর, মলমূত্ররোধক ও আধ্মানকারক।

Constituents.—The dried powder contains resin and an alkaloid starch, sugar, gum, fatty matter, an organic acid and ash 16 p. c. which contains no manganese. **Actions and uses.**—Alterative; given in diabetes, enlarged glands and in skin diseases such as pityriasis. (R. N. Khory,—Vol. II., p. 307).

"The root and juice of the leaves is used medicinally The wild fruit is very bitter, but that of the cultivated form is sweet and is much used,

as a vegetable. In Hindu medicine the juice of the tuberous root is used as an adjunct to the metalic preparations prescribed in diabetes in doses of one tola (180 grs.) every morning. Dutt States that he has known several patients who were benefited by its use. *Ainslie* notices its use in southern India, and says that the juice of the leaves is applied to the bites of animals. Moodeen Sheriff States that in the bazárs of the South the root is sold as a substitute for caper root. In the concan the root pounded with the juice of the leaves is applied to the whole body to induce perspiration in fever and the green fruit is chewed to cure sores on the tongue. (Dymock, Vol. II., p. 86).

নব্যমত—তেলাকুচার মূল ও পত্ররস, বহুমূত্ররোগে ব্যবস্থিত ধাতুঘটিত ঔষধের অনুপান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা ১ তোলা অর্থাৎ ১৮০ গ্রেণ ওজন। ডাঃ উদয়-চাঁদ বলেন ইহা ব্যবহার করিয়া অনেক বহুমূত্ররোগী বেশ ফল পাইয়াছেন। এন্‌স্লি বলেন দাক্ষিণাত্যের লোকে বিষধর প্রাণী দ্বারা দষ্ট রোগীকে তেলাকুচার পাতার রস পান ও দষ্টস্থানে লেপনার্থ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কঙ্কন প্রদেশে জ্বররোগীর ঘর্ম্ম নিঃসরণার্থ তেলাকুচার মূল তেলাকুচার পাতার রসে পেষণ পূর্ব্বক গাত্রে মাখান হয় ও জিহ্বার ক্ষত প্রশমনার্থ তেলাকুচার কাঁচা ফল চর্ব্বণ করিয়া থাকে। (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ৮৭ পৃঃ)।

বিহিদানা—বিহিদান।

বিহিদানা—Pyrus Cydonia. Eng. –Quince seed.

ভাষানাম—বাঃ **হিঃ—বিহিদানা, মোগলাই বিহিদানা।** তাঃ—সিমাইমা দালাইভিরাই। তৈঃ—সিমা-ডালিমা ভিটুলু। কাঃ—বিহিদানাঃ। **অঃ—মজ্।**

বিহিদানার ভেদ—মখজান্ রচয়িতার মতে বিহিদানা তিন প্রকার—স্বাদু, অম্ল ও কিঞ্চিৎ অম্ল। স্বাদু ও কিঞ্চিৎ অম্ল বিহিদানা আরব ও পারস্য দেশের লোকে ভক্ষণ করে। তাহাদের মতে ইহা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের হিতকর এবং বল্য। বিহিদানা বৃক্ষের পত্র, কুঁড়ি ও ছাল সঙ্কোচক বলিয়া আরবদিগের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ। **মাত্রা**—১—৪ আনা।

Constituents,—The seeds contain a mucilage named cydonin, albuminous matter, fixed oil, an oily liquid which contains œnanthic ether, and ash 3·5 p. c., containing alkalies, alkaline earths, iron &c. **Actions and uses,**—Cydonium or quince seeds are nutritive astrin-

gent demulcent and emollient, and given with sugar in cough, dysentery, catarrhal affections of the throat and pulmonary mucous membrane; also used as a vehicle for injection in gonorrhœa and urinary disorders. Externally the mucilage is applied to burns and scalds. (R. N. Khory, Vol. II., p. 245.)

নব্যমত—বিহিদানা,—পোষক, সঙ্কোচক, স্নিগ্ধ ও স্নেহোপগ। ইহা চিনির সহিত কাস, আম ও রক্তাতিসার, কফজন্য গলরোগ ও উরোগত শ্লেষ্মরোগে ব্যবহৃত হয়। মূত্রস্রোতঃ সম্বন্ধীয় পীড়া ও গণোরিয়ায় পিচকারী দিবার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, বিহিদানা তাহাদের অন্যতম। বিহিদানা ভিজাইয়া অগ্নিদগ্ধ ও অত্যুষ্ণ তরলবস্তু দ্বারা দগ্ধ অঙ্গে প্রলেপ দেওয়া হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়: খঃ, ২৪৫ পৃঃ)।

ভঙ্গা—भङ्गा।

विजया, मङ्गायनम्, त्रैलोक्यविजया, सम्विदा—Cannabis Sativa. **अन्वर्थसंज्ञा—"तन्द्राकृत्," "बहुवादिनी," "मादिनी"। भङ्गी कफहरी तिक्ता ग्राहिणी पाचनी लघुः। तीक्ष्णोष्णा पित्तला मोहमदवाग्वह्निवर्द्धिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टु भावप्रकाशयोः। मदनोद्दीपनी निद्राजननी हर्षदायिनी। धनुष्टम्भं जलत्रासं विसूचीञ्च मदात्ययम्। प्रवृत्तिं रजसो बह्वीं हन्त्यपत्य-प्रसूतिकृत्। इति कश्चित्।**

ভাষানাম—বাঃ—ভাঙ্, সিদ্ধি। **হিঃ—भाङ्, सब्जि। সিং—ঝংসাএট** তাঃ—গঞ্জা ইলাই। তৈঃ—গঞ্জা অকু। সিদ্ধি, গাঁজা, চরস একই উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন—পাতার নাম সিদ্ধি, মঞ্জরীর নাম গাঁজা এবং নির্য্যাসের নাম চরস। বিশুদ্ধ চরস, কেবল সিদ্ধি গাছের রোম ও পত্রাংশ মিশ্রিত নির্য্যাস, পুষ্পিত শাখার কম্পন, ঘর্ষণ এবং আলোড়ন দ্বারা ইহা সংগৃহীত হয়, কিন্তু বাজারের চরসে বহু দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু ও ভাবপ্রকাশ**—সিদ্ধি,—কফহর, তিক্ত, ধারক, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তপ্রদ, এবং মোহ, বাক্শক্তি ও অগ্নিবর্দ্ধক। সিদ্ধি,—কামবর্দ্ধক, নিদ্রাজনক, হর্ষদায়ক এবং ধনুষ্টঙ্কার, জলত্রাস (হাইড্রোফোবিয়া), বিসূচীকা, মদাত্যয়, বহুরজঃস্রাব নাশক। প্রসবে বিলম্ব হইলে ইহা সেবনে সত্বর প্রসূত হয়।

Constituents.—A volatile oil and resin, which is the most active principle, and contains an alkaloid cannabine, tetano cannabine and cannabinon; gum, sugar, and potassium nitrate. "They use Bhang in

gonorrhœa and deyspepsia. Locally a decoction of the leaves is applied to erysipelas and neuralgic painful parts, Its application to the anus is used to relieve the pain of hæmorrhoids. A paste applied to the head relieves dandruff and vermin. (R. N. Khory, Vol. II., p. 570).

"The medicinal properties of cannabis have now been investigated by many European physicians in India. O'shaughnessy tried it with more or less success in various diseases, especially in titanus hydrophobia, rheumatism, the convulsions of children and cholera. Subsequent experience has confirmed the value of the drug as a remedy in tetanus and cholera. In the former disease we have obtained most satisfactory results, large doses are required, and the patient must be kept under the influence of the drug for some days. In cholera its action may be compared with of opium ; it is most likely to be sucessful when resorted to early in the disease. (Dymock, Vol. III., p. 325.)

নব্যমত—ভাঙ্ "গণোরিয়া" ও গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয়। ভাঙের ক্বাথ, বিসর্প ও নিউর্য়্যাল্জিক্ বেদনাক্রান্ত অঙ্গে সেচন করা হয়। গুহ্যদ্বারে ভাঙের প্রলেপ দিলে অর্শের বেদনা নিবৃত্তি পায়। এক্ষণে ভারতবর্ষ প্রবাসী অনেক য়ুরোপীয় ডাক্তারগণ ভাঙের গুণ অনুসন্ধান করিতেছেন। ডাঃ ওশেনশী বিবিধরোগে, বিশেষতঃ ধনুস্তম্ভ, জলাতঙ্ক, বাত, শিশুগণের তড়কা এবং বিসূচীকা পীড়ায় ভাঙ ব্যবহার করাইয়া অল্পাধিক ফললাভ করিতে দেখিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভাঙ্, ধনুস্তম্ভ এবং বিসূচীকার উত্তম ফলপ্রদ ঔষধ। ধনুস্তম্ভে ভাঙ্ সেবন করাইয়া আমরাও বিশেষ প্রীতিপ্রদ ফল লাভ করিয়াছি। ক্রমশঃ মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে হয়। এবং রোগীকে কএকদিনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ভাঙের নেশার বশবর্ত্তী রাখিতে হইবে। বিসূচীকায় ভাঙ্ আফিমের মত কার্য্য করে। বিসূচীকার প্রথমাবস্থায় ভাঙ্ ব্যবহৃত হইলে ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা। (ডিমক্, ৩য়ঃ খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ)।

ভাঁটি—ভাঁট।

Clerodendron Infortunatum.

ভাষানাম—বাঃ—ভাঁট, ঘেঁটকুল, ঘেঁটু। পঞ্জিঃ—ভাঁট। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পত্র। **মাত্রা**—মূলচূর্ণ ১—২ আনা। পত্ররস ১—২ তোলা।

বক্তব্য—কোন কোন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ভাঁট ঘণ্টাকর্ণ নামে কথিত হইয়াছে। ঘণ্টাকর্ণ—"জ্বরশ্লেষ্মক্রিমিপ্রণুৎ"। ডিমক্ বলেন (৩য়ঃ খণ্ড, ৮০ পৃঃ) ভারতের পশ্চিম বিভাগের লোকে রাজনিঘণ্টুক্ত কারী নাম উদ্ভিদ্‌কে ভাঁট বলিয়া জানে। রাজনিঘণ্টু কথিত কারী ঘেঁটু কিনা সন্দেহ।

Constituents.—Resinous matter, bitter principle, and tannin. **Actions and uses.**—Bitter tonic, antiperiodic and vermifuge ; also a good laxative ; a decoction is some times given as a rectal enema for worms ; also given as a bitter tonic during convalescence from acute diseases. As an antiperiodic it is given in malarial fever. (R. N. Khory, Vol. II., p. 470).

"Rheede states that the leaves of this plant are used as a vermifuge, and that the root rubbed down with butter milk is administered in colic and lientery. Dr. Bholanath Bose has drawn attention to the leaves as a cheap and efficient substitute for chiratta. Brigade Surgeon J. H. Thornton considers the expressed juice of the leaves to be an excellent laxative, cholagogue and anthelmintic ; also a valuable bitter tonic, and useful as an injection into the rectum for the destruction of ascarides. These opinions are supported by those of six other medical officers quoted by Dr. G. Watt in the *Dictionary of the Economic Products of India*, Vol. II., p. 373. (Dymock, Vol. III., pp. 79-80).

নব্যমত—ভাঁট বা ঘেঁটকুল—তিক্ত বলকারক, জ্বরঘ্ন, কৃমিনাশক এবং উত্তম রেচক। ভাঁটের মূলের কাথ, কখন কখন কৃমি রোগীর গুহ্যদ্বারে পিচকারী করা হয়। মূলচূর্ণ তিক্ত বল্য বলিয়া, কোন তরুণ পীড়ার অবসানজাত দৌর্ব্বল্যে সেবিত হইয়া থাকে। জ্বরঘ্নরূপে ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবস্থা করা হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৪৭০ পৃঃ)। রীডি বলেন, ভাঁটের পাতা কৃমিঘ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূলচূর্ণ ঘোলের সহিত সেবন করিলে শূল এবং যাহাদের ভুক্ত বস্তু কিঞ্চিৎ মাত্র পরিপাক না পাইয়াই গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে হিতকর। ডাঃ ভোলানাথ বসু বলেন, ভাঁট, চিরতার সুলভ এবং ফলদ প্রতিনিধি। ব্রিগেড্ সার্জ্জন জে, এচ্, থর্নটনের মতে ভাঁটের পাতার রস উত্তম রেচক, পিত্ত বর্দ্ধক এবং কৃমিঘ্ন। ভাঁটের গুণ সম্বন্ধে এই সকল মতের পোষকতা পক্ষে, ডাঃ জি, ওয়াটের ডিক্সনারীতে ছয়জন ডাক্তারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। (ডিমক্, ৩য় খণ্ড, ৭৯-৮০ পৃঃ)।

ভূর্জপত্রক—ভূর্জপত্রকঃ।

ভূর্জঃ—Betula Alnoides. অন্যার্থসংজ্ঞা—"বল্কদ্রুমঃ," "মৃদুবল্কী," "চিত্রত্বক্," "বিন্দুপত্রঃ," "শৈলেন্দ্রস্থঃ"। ভূর্জঃ কটুকষায়োষ্ণো ভূতরক্ষাকরঃ পরঃ। ত্রিদোষশমনঃ পথ্যো দুষ্টকীটবিনাশনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ। ভূর্জো বলকরঃ শ্লেষ্মকর্ণরক্তপিত্তবিষাপহঃ। কষায়ং কটুকং চোষ্ণং মেদোবিষহরঃ পরঃ। ভাবপ্রকাশঃ। ভূর্জো বল্যঃ কফাস্রঘ্নঃ। রাজবল্লভঃ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্। যাহা ভূজ্জিপত্র নামে প্রসিদ্ধ। মাত্রা—ত্বক্চূর্ণ ½—২॥ আনা। কাথ—৬—১০ তোলা। রাজনিঘণ্ট,—ভূর্জপত্র,—কটু, কষায়, উষ্ণ, ভূতরক্ষাকর, ত্রিদোষশমন ও পথ্য। ভাবপ্রকাশ—ভূর্জপত্র, বলকারী, শ্লেষ্মা, কর্ণশূল, রক্তপিত্ত, মেদ ও বিষদোষহর। ইহা, কষায় কটু ও উষ্ণ। রাজবল্লভ—ভূর্জপত্র,—বলকারী এবং কফ ও রক্তপিত্ত নাশক। বক্তব্য—হিমালয়, ভূর্জবৃক্ষের অক্ষয় ভাণ্ডার। হিমগিরি বর্ণনে ভূর্জবৃক্ষের উল্লেখ করিয়া কালিদাস বলিয়াছেন—"ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ। ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণাম্। অনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগম্"। প্রাচীনকালে ভূর্জবৃক্ষের ছাল (ভূজ্জিপত্র) কাগজ ও বস্ত্র উভয়েরই প্রতিনিধি ছিল। গ্রন্থ ভূর্জপত্রে লিখিত হইত। অদ্যাপি কাশ্মীরাদি প্রদেশে দোকানদারগণ কাগজের পরিবর্ত্তে ভূর্জপত্র ব্যবহার করে। ভিতরে জল প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া ঘরের ছাদ ভূর্জপত্রে আবৃত করে। এখনও প্রত্যহ ভূরি ভূরি নৌকা বোঝাই হইয়া রাশি রাশি ভূর্জপত্র কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে আনীত হইয়া দেশ দেশান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। যন্ত্র মন্ত্র কবচাদি ভূর্জপত্রে লিখিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কাগজের সিটের মত বস্ত্রাকৃতি ভূর্জপত্র প্রস্তুত হইত। কাগজের প্রচলন হওয়ায় এক্ষণে লোকে সেইরূপ লম্বা চৌড়া ভূর্জপত্র প্রস্তুতের কৌশল ভুলিয়া গিয়াছে। চরকের আরগ্বধীয়ে "গ্রন্থিশ্চ ভৌর্জো লশুনঃ শিরীষঃ" এই কুষ্ঠাদিহর যোগ পঠিত হইয়াছে। সুশ্রুত সালসারাদিগণে ভূর্জ পাঠ করিয়াছেন।

মাঁয়াফল—মায়াফলম্।

মায়াফলম্, মজ্জফলম্—Quercus infectoria. Eng.—Dyer's Oak. অন্যার্থসংজ্ঞা—"ছিদ্রফলম্"। মায়াফলং বাতহরং কটূষ্ণম্। শ্লীপদ-বল্মীকবিষাপকারিদম্। রাজনিঘণ্টুঃ। মাধুর্য্যে শীতলং রুক্ষং কষায়ং লঘু-দীপনম্। বিপাকে কটুকং গ্রাহি কফপিত্তহরং পরম্। শ্রীকণ্ঠনিঘণ্টুঃ।

कीटावासो मञ्जफलं माजिफलञ्च जरापहम् । शोणितस्रुतिहृद्धन्ति मुखदन्तगतान् गदान् । श्वेतप्रदरमर्शांसि योनिकन्दं गुदाक्षयम् । अतीसारं महाघोरं ग्रहणीं सप्रवाहिकां । कश्चित् ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—তথা কথিত ফল। মাত্রা : ১২ আনা। বর্ণন—মাজুফলের গাছ আসিয়া মাইনর, পারস্য প্রভৃতি দেশে জন্মে। মাজুফল বস্তুতঃ ফল নহে। এইজন্য পূর্ব্বাচার্য্য ইহাকে মায়াফল বলিয়াছেন। কঠিন ও কোমল ভেদে মাজুফল দুই প্রকার। কঠিন মাজুফলই বাজারে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হয়। মাজুফলের অপক্কাবস্থায় উহার কোমল, কৃষ্ণবর্ণ এবং ভারি হয়। যাহার ভিতর হইতে কীট পলায়ন করে তাহা, ছিদ্রযুক্ত, হাল্কা, পীতাভ শুভ্র ও অপেক্ষাকৃত অল্প সংকোচক হইয়া থাকে। মাজুফল কাটিলে ভিতরে এক জোড়া গোল গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ সচ্ছিদ্র মাজুফলকেই ঔষধার্থ প্রশস্ত বলিয়া জানিতেন, যেহেতু তাঁহাদের কথিত মাজুফলের একটী অন্যতম নাম "ছিদ্রাফল"। রাজনিঘণ্টু—মাজুফল,—ধাতহর, কটু, উষ্ণ, শিথিলতা, সংকোচ এবং কেশ কৃষ্ণকর। শোঢ়লনিঘণ্টু—মাজুফল,—শীতল, রুক্ষ কষায়, লঘু, দীপন, বিপাকে কটু, ধারক এবং শ্রেষ্ঠ কফপিত্তহর।

কেহ বলেন—মাজুফল, —ধারক, বলকারী, জ্বরহর, রক্তস্রাবনাশক, দন্ত ও মুখরোগহর শ্বেতপ্রদর, অর্শ, যোনিকন্দ, মহাঘোর অতিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকা বিনষ্ট করে।

Constituents.—Tannin 50 p. c., gallic acid 2 to 3 p. c., Ellagic acid, mucilage, sugar, resin and starch in the nucleus. **Actions and uses.**—The galls are astringent and tonic. They constringe the muscular tissue in the walls of the minute vessels, check hæmorrhage and cut short local inflammations. The natives use galls combined with pomegranate bark and baras kapur to check hæmorrhage and use it locally as a gargle for relaxed throat and as an injection for relaxed vagina and rectum. (R. N. Khory, Vol. II., p. 564).

মিশ্রেয়া—मिश्रेया ।

मिश्रेया, मिश्रिः,—Pempinella Anisum. अन्यर्थसंज्ञा—"तालपर्णी," "अवाक्पुष्पी," "संहितपुष्पिका"। तिक्ता स्वादु हिमा रुच्या दुर्नामचयजिन्मिषिः । बलवीर्यहिता वल्या वातपित्तास्रदोषजित् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः । मिश्रेया मधुरा स्निग्धा कटुः कफहरा परा । वातपित्तोत्थदोषघ्नी ग्रीष्मजन्तु-

বিনাশনী। রাজনিঘণ্টু:। মিশ্রেয়া তদ্‌গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলহৃৎ। বহ্নোক্তা পাচনী কাসবমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ। ভাবপ্রকাশ:।

মিশ্রেয়ার ভাষানাম—বাঃ—মৌরী। হিঃ—সৌঁফ্। মিঠা। জীরা। সিং—মহদুরু। কাঃ—রজিয়ান-ই-রুমি। তাঃ—শম্বু। তৈঃ—কুপ্পিচেট্টু। ইং—কমন্ এনিসি। অন্বর্থসংজ্ঞা "তালপর্ণী," "অবাক্‌পুষ্পী," "সংহিতাপুষ্পিকা"। ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—বীজচূর্ণ ১—৪ আনা। কাথ ৫—১০ তোলা। শীতকষায় ১০—১৫ তোলা। তৈল—১—৫ বিন্দু।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—মৌরী,—তিক্ত, স্বাদু, হিম, বৃষ্য, অর্শ, ক্ষয়রোগ ও ক্ষতক্ষীণে হিতকর, বল্য, বাত ও রক্তপিত্ত নাশক। রাজনিঘণ্টু—মৌরী,—মধুর, স্নিগ্ধ, কটু, কফহর, বাত পিত্তজ দোষনাশক, প্লীহা ও ক্রিমি বিনাশ করে। ভাবপ্রকাশ—মৌরী—শলুফার তুল্যগুণ অধিকন্তু ইহা বিশেষতঃ যোনি শূলহর, রুক্ষোষ্ণ পাচক, এবং কাস বমি শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক।

Constituents.—Volatile oil 1 to 3 p.c., fixed oil 3 to 4 p. c., sugar, mucilage and ash 7 p. c. **Actions and uses.**—The volatile oil which is the active medicinal agent, is aromatic, slightly stimulant of the heart and digestive organs. It liquifies the bronchial secretion, hence it is used as expectorant; it is also carminative and stomachic and is used as a corrective to allay griping of purgative medicines. It is given in flatulence intestinal colic and in bowel complaints. It has a special influence on the bronchial tubes and is given in infantile bronchial catarrh, after the acute stage has passed away. In large doses it is slightly narcotic. Locally the oil is applied to the head to relieve the headache and to the abdomen to expel flatus, to the joints in rheumatism and round the ear in earache. (R. N. Khory, Vol. II., pp. 295-96).

মুক্তবর্ষী—মুক্তাবর্ষী।

Acalypha Indica. A. Paniculata. Eng.—Indian Acalypha.

ভাষানাম—বাঃ—মুক্তঝুরি, মুক্তবর্ষী। হিঃ—কুপ্পি, খোকালি। গুঃ—দাদরো। তাঃ—কুপ্পাইমেনি। তৈঃ—কুপ্পাইচেট্টু। ইং—ইণ্ডিয়ান্ একালিফা। বর্ণন—ক্ষুদ্রক্ষুপ, বহুশাখ, পাতা চাকা চাকা, পত্রবৃন্ত দীর্ঘ, পত্রের উর্দ্ধপৃষ্ঠ গাঢ় সবুজ বর্ণ,

অধঃপৃষ্ঠ ফিকে সবুজ, অতি সূক্ষ্ম বিন্দু বিন্দু চিহ্নযুক্ত, এক একটি ক্ষীণ পুষ্পদণ্ডে এক একটী পুষ্প। পুষ্প—ক্ষুদ্র, হরিদাভ। ফল ক্ষুদ্র, তিন খণ্ডে বিভক্ত, রোমাবৃত, অতি সূক্ষ্ম খাঁজকাটা কুণ্ডোপরি স্থাপিত। মর্দ্দিত পত্রের গন্ধ অহৃদ্য। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ, বিশেষতঃ পত্র। **মাত্রা**—মঞ্জরী, কোমল শাখা ও পত্রের চূর্ণ ১—৩ আনা। পত্ররস,—চার চামচের ½—১ চামচ। মূলের শীতকষায় (১ ভাগ ঔষধ ৯ ভাগ জল) ১—২ কাঁচ্চা। ক্বাথ ২—৬ তোলা। টীংচার (১ ভাগ ঔষধ ৭ ভাগ স্পিরিট্) ৩০—৬০ বিন্দু। তরলসার (Liquid extract) ১০—৬০ বিন্দু।

Constituents.—An alkaloid, acalyphine. **Actions and uses**—Cathartic emetic, expectorant and vermifuge. The infusion with a little garlic is used to expel worms in children. The decoction is a safe, speedy and sure laxative and emetic like senega or ipecacuanha. It increases the pulmonary secretions but does not cause any depression of the vital powers ; given in pulmonary tuberculosis, croup, asthma, and bronchitis of children. Externally the decoction is used in earache. The juice made into liniment with oil is used in rheumatism and venereal pains : with lime (chunam) it is used as an application in skin diseases. Cataplasm of leaves relieves pain attendant on bites of venomous insects ; also recommended for syphilitic ulcers ; suppository of bruised leaves relieves constipation in children. (R. N. Khory, Vol. II., p. 538). In the Pharmacopœia of India (p. 205), the following reference to this plant by Dr. Bidie, of Madras, will be found—"The expressed juice of the leaves is in great repute, wherever the plant grows, as an emetic for children, and is safe certain and speedy in its action like Ipecacuanha, it seem to have little tendency to act on the bowels or dspress the vital powers, and it decidedly increass the secretion of of the pulmonary organs. The dose of the expressed juice for infant is a tea spoonful" Dr. Æ. Ross speaks highly of its use as an expectorant, ranking it in this respect with senega ; he found it specially useful in the bronchitis of children. The purgative action of the root noticed by Rheede is confirmed by. Dr. H. E. Busteed, who has used it as a laxative for children. In Bombay the plant has a reputation as an expectorant, hence the native name Khoki (cough). Brigade Surgeon Langley in a communication to Dr. Watt, Dict. Econ. Prod. Ind.,

Vol. I., writes—"This plant is called in Canara Cha'lmari as well as Kuppi. The natives use it in congestive headche : A picece of cotton is saturated with the expressed juice and inserted into each nostril; his relieves the head symptoms by causing hæmorrhage from the nose. The powder of the dry leaves is used in bedsores and wounds attacked by worms. In asthma and bronchitis I have employed it with benefit both for children and adults." Dr. Langley recommends a tincture of fresh herb made with spirits of ether (3 oz- to one pint), dose 20 to 60 minims, frequently repeated during the day. in honey, it acts as an expectorant and nauseant, in large doses it is emetic. (Dymock, Vol. III., pp. 292-3).

নব্যমত—মুক্তবর্ষী,—রেচক, বমনকারী কফাপসারক এবং কৃমিঘ্ন। মুক্তবর্ষীর পত্রাদির ফাণ্ট কিঞ্চিৎ রসোনের সহিত, কৃমি নিঃসারণার্থ শিশুদিগকে সেবন করান হইয়া থাকে। মুক্তবর্ষীর কাথ, ইপিকাকুয়ানা ও সেনেগার তুল্য নির্দ্দোষ, ত্বরিত এবং নিশ্চিত রেচক ও বামক। ইহা ফুস্‌ফুস্‌গত শ্লেষ্মার স্রাব (Pulmonary secretion) বর্দ্ধিত করে, কিন্তু জীবনযোনিপ্রযত্নের (Vital Power) অবসাদ ঘটায় না। মুক্তবর্ষী, ফুস্‌ফুসের টিউবারকিউলাস্, ঘুংড়িকাশি, শ্বাস এবং শিশুর ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে ব্যবহৃত হয়। মুক্তবর্ষীর কাথ, কর্ণশূলে হিতকর। পাতার রস সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাত ও সিরার বেদনায় মর্দ্দন করা হয় এবং চূণের সহিত মিশাইয়া বিবিধ চর্ম্মরোগে লেপ দেওয়া হয়। পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কীটদংশনের জ্বালা নিবৃত্তি পায়। মুক্তবর্ষীর পাতা বর্ত্তির মত করিবে। এই বর্ত্তি শিশুর গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে সঞ্চিত মল নির্গত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৫৩৮ পৃঃ)।

মেঙ্গোষ্টিন।

সিঙ্গাপুরে মেঙ্গোষ্টিন ফল প্রচুর জন্মে। ঐ দেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়। বর্ম্মা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও ম্যাঙ্গোষ্টিন জন্মে।

গুণ—ম্যাঙ্গোষ্টিন ফল আম ও রক্তাতিসারের উত্তম ঔষধ। ইহার চূর্ণ ২—৪ আনা মাত্রায় সেব্য। কাথ ৫—১০ তোলা। কোন কোন দেশে ইহা গণোরিয়া ও গ্লীটের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা এবং ধাতুস্রাব হ্রাস করে।

মূষাকর্ণী।

বাঙ্গালায় বুড়িগুয়া পান বলে। পাতাগুলি ইন্দুরের কাণের সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে মূষাকর্ণী বলা হয়। মুখের ও জিহ্বার ক্ষতে মূষাকর্ণীর পাতা পানের সহিত চর্ব্বণ করিলে উপকার হয়। কদর্য্য পুরাণ ক্ষতে মূষাকর্ণীর পাতা বাটিয়া দিলে ক্ষতশুদ্ধি হয়। ইহা যত্র তত্র জন্মিয়া থাকে—শীতকালে প্রচুর পাওয়া যায়। লোকে মূষাকর্ণীর বাঙ্গালা নাম ইন্দুরকানী পানা বলে তাহা ভুল। পারদ শোধনে মূষাকর্ণী আবশ্যক হয়।

মেথিকা—मेथिका।

मेथी—Eng. Fenugreek.

अन्वर्थसंज्ञा—"बहुपर्णी," "पीतबीजा," "गन्धबीजा," "दीपनी," "शीतवीर्य्या"। मेथिका कटुरुष्णाच रक्तपित्तप्रकोपणी अरोचकहरा दीप्तिकरी वातप्रणाशिनी। राजनिघण्टु धन्वन्तरीयनिघण्टु। मेथिका वातशमनी श्लेष्मघ्नी ज्वरनाशिनी। ततः स्वल्पगुणा वन्या वाजिनां सा तु पूजिता। भावप्रकाशः।

ভাষানাম—বাঃ—মেথী। **हिः—मेथी। सिं—उलुवा।** তাঃ—বেণ্ডায়। তৈঃ—মেন্তুলু। ইং—ফিনুগ্রীক্। ফাঃ—সেম্বালিতা। অঃ—হাল্‌বাঃ সিম্‌লেৎ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বহুপর্ণী," "পীতবীজ," "গন্ধবীজা," "দীপনী," "শীতবীর্য্যা"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—চূর্ণ ½—২ আনা। কাথ ৫—১০ তোলা। শীত কষায় ১০—১৫ তোলা। নিঘণ্টুদ্বয়—মেথী,—কটু, উষ্ণ, রক্তপিত্ত প্রকোপকারী, অরুচিনাশক, দীপ্তিকর, ও বাতনাশক। ভাবপ্রকাশ—মেথী,—বাতহর, শ্লেষঘ্ন, জ্বরহর। বন্য মেথী ইহা অপেক্ষা স্বল্পগুণান্বিত এবং ঘোড়ার পক্ষে হিতকর।

Constituents.—The cells of the testa contain tannin. The cotyledons contain a yellow colouring matter, but no sugar, seeds contain a fœtid bittr, fatty oil 6 p. c., also resin and mucilage 28 p. c. albumin 22 p. c, two alkaloids—choline (a base found in animal secretions), and trigonelline. The seeds on incineration leave ash 7 p. c. Containing Phoshphoric acid 25 p. c. **Actions and uses.**—Demulcent, tonic and carminative ; given in dyspepsia with loss of appetite, rheumatism, and to puerperal women during confinement. In leucrrhœa the passaries of methi powder are used. (R. N. Khory, Vol. II., p. 233).

নব্যমত—মেথী,—স্নিগ্ধ, বল্যও বায়ুনাশক। ইহা গ্রহণী, 'অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। প্রসবান্তে সূতিকাগৃহে স্ত্রীলোকগণ মেথী সেবন করিয়া থাকেন। প্রদরাক্রান্ত নারীগণ মেথীর মিহিগুঁড়া জলে গুলিয়া ইহাতে পরিষ্কৃত এক খণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া উহা যোনিতে ধারণ করিবেন।

মেন্দী—মেন্দী।

মেন্দী—Lawsonia Alba. Eng.—Henna.

ভাষানাম—বাঃ—মেন্দী, মেউদী। **হিঃ—মেহদী**। তৈঃ—গোরণ্টম্। ইং—হেনা। ফাঃ—হিন। অঃ—হিন্না অকান্ কাফল জুম্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ছাল, পাত। **মাত্রা**—ছালের চূর্ণ—½—১ আনা। ছালের কাথ ৫—১০ তোলা। পাতার রস ½—২ তোলা। পিষ্টপত্র—১—৪ আনা।

Constituents—Henno tannic acid—a kind of tannin resin and a colouring matter. **Actions and uses.**—Arabic and Persian works describe the leaves as a valuable external application in headache, combined with oil so as 'to from a paste, to which resin is sometimes added. They are applied to the soles of the feet in small-pox. and are supposed to prevent the eyes being affected by the disease. They also have the reputation of promotingthe healthy growth of the hair and nails. A decoction of the leaves is used as a astringent gargle. The bark is given in jaundice and enlargement of the spleen also in calculous affections and as an alterative in leprosy and obstinate skin diseases, in decoction it is applied to burns, scalds, &c. An infusion of the flowers is said to cure headache and to be a good application to bruises ; a pillow stuffed with them has the reputation of acting as a soporific. (Dr. Emerson). **Ainslie**, notices the use of an extact prepared from the flowers and leaves by the Tamil physicians of Southern India as a remedy in lepra. half a tea spoonful twice a day being the dose. He also says that the leaves are applied externally applied in cutaneous affections. In the Concan the leaf juice mixed with water and sugar is given as a remedy for spermatorrhœa. (Dymock, Vol. II., p. 42.)

নব্যমত—পারসী ও আরবী দ্রব্যগুণের পুস্তকে কথিত হইয়াছে যে, তৈল যোগে

পিষ্ট এবং ধুনা মিশ্রিত মেন্দী পাতার প্রলেপ শিরঃপীড়ায় হিতকর। পিষ্ট মেন্দীপাতা দ্বারা বসন্ত রোগীর পদতলদ্বয় লিপ্ত করিলে রোগীর চক্ষু বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকে। মেন্দী পাতা কেশ এবং নখের উপচয়ের পক্ষে হিতকর। পাতার কাথ সঙ্কোচক কবল স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। মেন্দীর ছালচূর্ণ, প্লীহা বিবৃদ্ধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ এবং কদর্য্য চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছালের কাথ, অগ্নি কিংবা উষ্ণ তরল বস্তুদ্বারা দগ্ধ অঙ্গে সেচন করিবে। ফুলের শীতকষায়, শিরঃপীড়া প্রশমিত করে, ইহা পিষ্ট, ঘৃষ্ট অঙ্গের পক্ষেও উপকারী। ফুলের বালিশ ব্যবহার করিলে গাঢ়নিদ্রা হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। (এমার্সন্)। তামিল চিকিৎসকগণ মেন্দীর পত্র ও পুষ্পের নির্য্যাস (Extract) কুষ্ঠ রোগীকে সেবন করাইয়া থাকেন। মাত্রা—চার চাঁমচের এক চামচ দিনে দুইবার। পাতার প্রলেপ বিবিধ চর্ম্মরোগে হিতকর। কঙ্কন প্রদেশে, জল ও চিনির সহিত মেন্দিপাতার রস শুক্রমেহে সেবিত হইয়া থাকে। (এন্সলি)। (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ৪২ পৃঃ)।

রাল—রালঃ।

রালঃ, সালনির্য্যাসঃ, সর্জ্জরসঃ—The resin of Shorea Robusta.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বহুরূপঃ," "সুরভিঃ," "অগ্নিবল্লভঃ" রালঃ স্বাদুঃ কষায়োষ্ণঃ স্তম্ভনো ব্রণরোপণঃ। বিষাদিভূতহন্তা চ ভগ্নসন্ধানকৃন্মতঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। রালস্তু শিশিরঃ স্নিগ্ধঃ কষায়স্তিক্তসংগ্রহঃ। বাতপিত্তহরঃ স্ফোটকণ্ডুতিব্রণনাশনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ। রালোহিমোগুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ। দোষাস্রস্বেদবিসর্পজ্বরব্রণবিপাদিকাঃ গ্রহভগ্নাগ্নিদগ্ধাস্রো শূলাতিসারনাশনঃ। ভাবপ্রকাশঃ। তৈলং সর্জ্জরসোদ্ভূতং বিস্ফোটব্রণনাশনম্। কুষ্ঠপামাকৃমিহরং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্। শালেয়সংহিতা।

ভাষানাম—বাঃ—ধুনা। হিঃ—রাল। সিং—ছলদুম্মল। মঃ—রাল। গুঃ—রাল। তৈঃ—সর্জ্জরস। তৈঃ—সর্জ্জরনমু। ফাঃ—রাল্মগ্রেবী। অঃ—কিক্‌হর্। ইং—ইণ্ডিয়ান রেজিন্। **মাত্রা**—২—৪ আনা। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু**—ধুনা,—স্বাদু, কষায়, উষ্ণ, স্তম্ভক, ক্ষতপূরক, বিষ ও ভূতাদি দোষহর এবং ভগ্ন অস্থি সংযোজক। **রাজনিঘণ্টু**—ধুনা,—শিশির, স্নিগ্ধ, কষায়, তিক্ত, ধারক, রক্তস্রাব, ঘর্ম্ম, বিসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহদোষ, অস্থিভগ্ন, অগ্নিদহন, শূল ও অতিসার নাশন।

Actions and uses.—Stimulant and demulcent. The natives use it for fumigating sick rooms. Externally, as a plaster or ointment, it

acts as a stimulant. A paste of it mixed with brandy and white of eggs is a very useful and soothing application for the relief of lumbago and other rheumatic pains. The natives use the powder of Rala as an astringent application to the relaxed uvula ; it has also been tried in dysentry with some good results. (R. N. Khory. Vol. II., p. 86.)

"The author of the Bengal Dispensatory, after conducting a series of experiments with genuine sal resin. pronounced it to be an efficient substitute for pine resin. Dr. Sakharam Arjun states (*Bomb. Drugs.*) that he has seen Shorea resin mixed with surgar, given with good effect in dysentery." (Dymock, Vol. I., p. 196.)

নব্যমত—ধুনা, উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ। এতদ্দেশীয় লোকে রোগীর গৃহে ধুনা জ্বালায়। ধুনার লেপ উত্তেজক। ডিম্বের শ্বেতাংশ ও ব্রাণ্ডিসহ ধুনা মিশ্রিত করিয়া, কটীবাত এবং অন্যান্য বাতে প্রলেপ দিলে বেদনা প্রশমিত হয়। আলজিভ্ শ্লথ হইয়া লম্বিত হইলে এতদ্দেশীয় লোকে ধুনার গুঁড়া ব্যবহার করে। আম ও রক্তাতিসারে ধুনা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। (আর্, এন্, খোরী, ২য়ঃ খণ্ড, ৮৬ পৃঃ)। বেঙ্গল ডিস্পে-ন্সেটরীর রচয়িতা বিশুদ্ধ শাল নির্য্যাস লইয়া বিবিধ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উহা পাইন্ রেজিনের উত্তম প্রতিনিধি। ডাঃ সখারাম অর্জ্জুন বলেন—চিনির সহিত মিশ্রিত ধুনা আম ও রক্তাতিসারে হিতকর। (ডিমক্, ১মঃ খণ্ড, ১৯৬ পৃঃ)।

লঙ্কামরিচ—লঙ্কামরিচ।

কটুবীরা—Capsicum Minimum. **অন্বর্থসংজ্ঞা—"তীক্ষ্ণা," "তীব্রশক্তিঃ"। কটুবীরাগ্নিজননী বলাসঘ্নী চ দাহিনী। হন্ত্যজীর্ণং বিসূচীঞ্চ ব্রণং ক্লিন্নং সুদারুণম্। তন্দ্রাং মোহং প্রলাপঞ্চ স্বরভেদমরোচকম্। নরং লুপ্তধরং ঘোরং সন্নিপাতনিপীড়িতম্। নষ্টেন্দ্রিয়গণং তীক্ষ্ণা মৃত্যোরাস্যাচ্চ জীবয়েৎ। আত্রেয়সংহিতা।**

ভাষানাম—বাঃ—লঙ্কা, লঙ্কামরিচ, গাছ মরিচ। **হিঃ—লালমির্চি। মিঃ—মিরিস্।** তাঃ—গোলকণ্ডা। তৈঃ—মিরচাকয়া। ফাঃ—ফিফল্—ই—সুর্খ। অঃ—ফিল্ ফিল্ অহমর্। ইং—রেড্ পিপার, চিলী। **ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল। মাত্রা—চূর্ণ ¼—১ আনা। ক্বাথ—২—৪ তোলা। আত্রেয় সংহিতা—** লঙ্কামরিচ,—অগ্নি জনক, কফঘ্ন, দাহকর, অজীর্ণ, বিসূচীকা ও সুদারুণ ক্লিন্ন ব্রণের পক্ষে

প্রশস্ত। তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, স্বরভঙ্গ ও অরুচিহর। লঙ্কামরিচ, দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি বিরহিত ক্ষীণ ও "নাড়ী ছাড়া" সন্নিপাতরোগীকে মৃত্যুর মুখ হইতে আকর্ষণ করিয়া জীবিত করিতে পারে।

Constituents—Capsicin a volatile alkaloid ; capsaicin—a crystalline substance ; a volatile oil, fixed oil fatty acid, resin. red colouring matter and ash 4·5 p. c. **Actions and uses**—A powerful local irritant ; applied for a long time to the skin, it produces visication. In medicinal doses it stimulates the alimentary canal, gives rise to a burning sensation in the mouth increases the flow of saliva and gives sensation of warmth in the stomach, promotes the gastric juice, aids appetite and digestion and increases the peristalsis of the intestines. It stimulates the heart, skin and kidneys ; as an aphrodisiac it stimulates the nervous and genital system. Like ergot it acts as a styptic upon the unstriped muscular fibers of the blood vessels. As an aphordisiac tonic it is given in functional impotence, spermatorrhœa, in chronic cystitis and catarrh of the prostrate. In parenchymatous nephritis it checks the waste of albumen. As a stomachic tonic with Nux vomica, it is used in atonic dyspepsia, chronic diarrhœa, colic, tympanitis. ague and extreme prostration, in dipsomania. It allays the craving usual in chronic alcoholism. It is given in delirium tremens in large doses with good results, also in opium habit. In sea-sickness, in malarial and other low fevers, gout, inhabitual constipation, hæmorrhoids, in cholera it acts as a stimulant.

নব্যমত—লঙ্কা, তীব্র স্থানীয় উত্তেজক ; লঙ্কার প্রলেপ অধিকক্ষণ গাত্রে রাখিলে ফোস্কা পড়ে। ঔষধোপযোগী মাত্রায় লঙ্কা সেবিত হইলে অন্ত্র উত্তেজিত করে, লালাস্রাব বর্দ্ধিত হয়, পাকস্থালীতে উষ্ণতা অনুভূত হয়, আমাশয় হইতে ক্ষত দ্রব বিশেষের (Gastric juice) স্রাব বর্দ্ধিত হয়, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং অন্ত্রের ক্রমিগতি (Peristalsis of the intestine) বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। লঙ্কা ভক্ষিত হইলে হৃদয়, ত্বক্ ও বৃক্কদ্বয় উত্তেজিত হয়। বৃষ্য স্বরূপ ইহা নার্ভমালা এবং জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত করিয়া থাকে। আর্গটের ন্যায় লঙ্কা রক্তবহা নাড়ীর অরেখ পৈশিক সূত্রের উপরি স্বীয় সঙ্কোচনীশক্তি প্রকাশ করিয়া রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় বৈকল্যজাত ধ্বজভঙ্গ, শুক্রমেহ, মূত্রস্রোতের প্রদাহ এবং শুক্রাশয়ের শ্লৈষ্মিক বিকারে লঙ্কা বৃষ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃক্কের প্রদাহ বিশেষে ইহা "এলবুমেন" ক্ষয় বন্ধ করে। কুচিলার সহিত মিশ্রিত হইয়া পাচক, বল্য এবং

গ্রহণী, অজীর্ণ, শূল, উদাবর্ত্ত, কম্পজ্বর, অত্যন্ত অবসাদ ও দীর্ঘকাল সুরাপানের কুফল—অত্যুৎকট মদ্যপানেচ্ছা রোগে প্রশস্ত। প্রলাপ কম্পাদি রোগে এবং আফিম ছাড়াইবার জন্য অধিক মাত্রায় লঙ্কা ব্যবহার হিতকর। সমুদ্র যাত্রীর পীড়া (sea-sickhess.) ম্যালেরিয়া ও অন্যবিধ জীর্ণজ্বর, বাত, চিরজ কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ এবং বিসূচীকায় ইহা উত্তেজনীয় ভেষজ স্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

লঙ্কাসিজ—লঙ্কাসিজ।

লঙ্কাসিজ -Euphorbia Tirucalli, Eng. Milk bush.

ভাষানাম—বাঃ—লঙ্কাসিজ। **হিঃ—বজকিবিহুথড়।** গুঃ—রণশিঁর। তাঃ—তিরুকল্লী। তৈঃ—কড়া চেমুড়ু। ইং—মিল্কবুশ্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—প্রশাখা ও আঠা। **মাত্রা**—আঠা ১—৩ বিন্দু।

Constituents.—Euphorbon, resin, gum, caoutchouc, malate of calcium &c. **Action and uses.**—In small doses the juice is used as a purgative. It is applied as a vesicant to painful joints in rheumatism and neuralgia. The milky juice mixed with flour is considered very useful as a blister in syphilitic nodes (R. N. Khory, Vol. II., p. 546.)

নব্যমত—অল্পমাত্রায় লঙ্কা সিজের রস কবলার্থ ব্যবহৃত হয়। বাতরোগীর স্ফীত বেদনান্বিত অঙ্গে এবং নিউরাল্জিয়ায় ফোস্কা পাড়াইবার জন্য লঙ্কা সিজের রস প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহার আঠা ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া ফিরঙ্গরোগীর সিরাস্ফীতি (Syphilitic nodes) রোগে ব্লিষ্টার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। (কোরি—২য়ঃ খঃ ৫৪৬ পৃঃ)।

শিয়ালকাঁটা শিয়ালকাঁটা।

শিয়ালকাঁটা—Argemone Mexicana, Eng.—Mexican Popy, Yellow Thistle.

ভাষানাম্—বাঃ শিয়াল কাঁটা। **হিঃ—ভারভন্দ, ফরিঙ্গি ধুতরা, ভুটিলা।** তাঃ—বিরম তণ্ডু। তৈঃ—ব্রহ্মদণ্ডি চেট্ট। গুঃ—পীলটু ধতুরা। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, আঠা, বীজ, তৈল। **মাত্রা**—তৈল ২০—৬০ বিন্দু।

Constituents.—The leaves and capsules contain morphia, the seeds contain an oil 36 p. c. Carbohydrates and albumen 49 p. c., moisture 9. p. c., and ash 6. p. c. The ash contains alkaline phosphates and

sulphates. **Actions and uses.**—The juice is alterative and used in syphilis, leprosy and gonorrhœa along with the juice of Aristolochia bracteata. The seeds are narcotico-acrid. The oill and extract from the seeds are laxative and sedative, combining the action of castor-oil and Canabis Indica. The oil is used in cholera, dropsy, painful colic. As substitute for ipecacuanha, the seeds are given in dysentery and other intestinal affections. Locally the juice or the oil is used as a soothing application to indolent ulcers, herpetic eruptions, leucoderma, syphilitic ulcers and warts. It relieves strangury caused by blisters. Fresh root is applied to scorpion bites. (R. N. Khary. Vol. II., p. 40.)

In the Concan the juice with milk is given in leprosy. The seeds and seed oil have been used by European physicians in India, and there has been, much difference of opinion regarding their properties, some considering them inert and other asserting that the oil in doses of from 39-60 minims is a valuable remedy in dysentery and other affections of the intestinal canal. The evidence collected in India for the preparation of the Indian Pharmacopœia strongly supports the latter opinion ; our experience is also in favor of it ; and *Charbonnier*, who examined the oil in 1868, found it aperient in small doses ; possibly those who have used the oil unsuccessfully purchased it in the bazar ; and were supplied with a mixed article ; no bazar made oil can be relied upon. Further experiments with oil fully confirm this opinion. Fluckiger found 4 to 5 grammes to have a mild purgative effect. The smallness of the dose required to produce an aperient action, and the absence of any disagreeable taste, will probably lead to a more extended use of it as a substitute for castor-oil. An extract made from the whole plant has been found to have an aperient action, and the milky juice to promote healing of indolent ulcers. We have not noticed any bad effects from its application to the eyes. (Dymock. Vol. I., p. 110.)

ব্যামত—শিয়ালকাঁটার আঠা রসায়ন। ইহা কীরমারার (হিন্দী) রসের সহিত ফিরঙ্গরোগ, কুষ্ঠ এবং গণোরিয়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজজাত তৈল—রেচক ও অবসাদক অর্থাৎ ইহাতে গাঁজা ও এরণ্ডতৈল উভয়ের গুণ একত্র মিলিত, রহিয়াছে। এই তৈল বিসূচীকা, শোথ ও বাতশূলে সেব্য। ইপিকাকুয়ানার প্রতিনিধি স্বরূপ ইহার বীজ, আম ও রক্তাতিসারে এবং অন্যান্য উদরাময়ে ব্যবহৃত করা হয়। ইহার আঠা ও

বীজতৈল বিবিধ ক্ষতের পক্ষে হিতকর। ইহা স্ত্রিষ্টার জন্য রক্তমূত্রণ বা মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত করে। বোল্‌তা, ভীমরুল কামড়াইলে ইহার মূলের প্রলেপ হিতকর। (আর্, এন্, কোরী, ২য়ঃ খণ্ড ৪৫ পৃঃ)।

সালম্ মিছরি।

যথার্থ সালম্ মিছরি শক্ত, দেখিতে শৃঙ্গের মত, পিচ্ছিল এবং আস্বাদ মধুর। Orchid Mascula, Q. Latifolia, Eulophia Campestris প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল সালম্ মিছরি নামে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। বস্তুত এই গুলি যথার্থ সালম্-মিছরি নহে।

গুণ—সালম্ মিছরি প্রধানতঃ পুষ্টিকর বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমস্ত ক্ষয়কর রোগেই ইহা প্রয়োগ করা যায়। যক্ষ্মা, বহুমূত্র, মধুমেহ, পুরাণ উদরাময় এবং রক্তাতিসারে ইহা প্রয়োজ্য। সালম্ মিছরিকে গুঁড়া করিয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিতে হয়—আধতোলা হইতে এক তোলা সালম্ মিছরি চূর্ণ আধ পোয়া হইতে এক পোয়া দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া পান করা যায়।

সোণামুখী।

"সিন্না মক্কা" হইতে সোণামুখী হইয়াছে এই পত্র আরবদেশ হইতে আমদানী হয়। আরব-জাত সোণামুখী অপেক্ষা ভারতের টাইনিভেলী নামক স্থানে যে সোণামুখী জন্মে তাহাই উত্তম। সচরাচর বাজারে যে সোণামুখী পাওয়া যায় তাহাতে ছিন্ন পুরাণ পত্র, পত্র শিরা, ক্ষুদ্র শাখা এবং আরও কত কি ভেজাল থাকে ইহা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। পরিষ্কার গোটা গোটা পাতা, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যাইবে, বর্ণে ফিকে সবুজ বা পীত এবং এক প্রকার বিচিত্র গন্ধযুক্ত সোণামুখীই উত্তম।

গুণ—সোণামুখী উত্তম ও নিরাপদ বিরেচক—দোষ এই কাহার কাহার পেটকামড়ায়। এই দোষ দূর করিবার জন্য ইহার সহিত শুঁঠ ও কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইতে হয়। সোণামুখী ২ তোলা, লবণ সিকিতোলা, শুঁঠ সিকিতোলা কুটিয়া এক পোয়া ফুটন্ত জলে ২।৩ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া অর্দ্ধেকটা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে মাত্রা জানিবে। শুঁঠ লবণ যোগ না করিয়া কেবল সোণামুখী ভিজান জলের সহিত দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে প্রায় চায়ের মত আস্বাদ হয়। ছোট ছেলেদিগকে এইরূপে সেবন করান মন্দ নহে।

হস্তিশুণ্ডী—হস্তিশুণ্ডী।

হস্তিশুণ্ডী—Heliotropium Indicum, H. Cordifolium, Eng.—Indian turn-sole, **পর্য্যায়সংজ্ঞা—"মহাপত্রিকা"। হস্তিশুণ্ডী কটুঃ স্যাৎ সন্নিপাতজ্বরাপহা। রাজনিঘণ্টুঃ।**

ভাষানাম—বাং—হাতিশুঁড়া। হিঃ—হাতিশুঁড়। তাঃ—তেলুখণি, নাগদন্তী। তৈঃ—তেলকটুকা। গুঃ—হাতি শুণ্ডনা। ইং—ইণ্ডিয়ান্ টর্ণ সোল **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ। **মাত্রা**—স্বরস ½—১ তোলা। **রাজনিঘণ্টু**—হাতিশুড়া কটু, উষ্ণ এবং সন্নিপাতজ্বর হর।

Constituent.—Tannin, an organic acid and an alkaloid. **Actions and uses.**—Local anodyne. The juice boiled with castor-oil is used to allay the pain of the sting of a scorpion and to cure the bite of a mad dog. The leaves are applied to painful gum boils and pimbles on the face with benefit. (R. N. Khori, Vol. II., p 422.)

নব্যমত—হাতিশুঁড়া প্রলেপে বেদনাহর। হাতিশুঁড়ার পাতার রস এরণ্ড তৈলের সহিত পাক করিয়া কীটদষ্ট স্থানে প্রলিপ্ত হয়। ইহা কুকুর দংশন ক্ষতে ও হিতকর। দন্তমাঢ়ীর স্ফীতিও মুখের পিম্পেল হাতী শুঁড়ার পাতার দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে উপকার হয়।

পরিশিষ্টসম্পূর্ণ।

রোগানুসারিণী সূচী।

লাটিন নামের শুদ্ধিপত্র।

রক্সবর্গ Rumex Vesicarius নাম উদ্ভিদের যে বর্ণনা করিয়াছেন, আমি যাহা অম্লবেতস বলিয়াছি তাহার সহিত ঐ বর্ণনার মিল নাই সুতরাং R. Vesicarius অম্লবেতসের লাটিন্ নাম নহে।